রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর সরকার কাঠামো

রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর সরকার কাঠামো

ড: মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী

রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর সরকার কাঠামো

ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

রাসূল মুহাম্মদ (সা.)–এর সরকার কাঠামো
মূল ঃ ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী
অনুবাদ ব্যবস্থাপনায় ঃ মুহাম্মদ ইবরাহীম ভূইয়া
প্রকাশকাল ঃ
ভাদ্র ঃ ১৪০১
রবীউল আউয়াল ঃ ১৪১৫
আগস্ট ঃ ১৯৯৪

ইফাবা. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১২৭
ইফাবা. প্রকাশনা ঃ
ইফাবা. গ্রন্থাগার ঃ
ISPN :

প্রকাশক ঃ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশ বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস,
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০।

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ মোঃ তাজুল ইসলাম
মূল্য ঃ ১৫০·০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

RASUL MUHAMMAD (SM.)-ER SARKAR KATHAMO : [Organisation of Government Under The Prophet (Sm.)] : Written by Dr. Muhammad Yasin Mazhar Siddiqui in english and Published by Director translation and compilation Section, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000

Price : TK .150.00 U. S. Dollar : 7.50 August - 1994

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতিহাস অনেক লেখা হয়েছে। এগুলোর কোনটি সীরাত বা চারিত্রিক বিষয়, কোনটি মাগাযী বা যুদ্ধ বিষয়ক। অথচ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালক হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনার বুকে যে আদর্শ প্রশাসক তথা সরকার কাঠোমোর যে নমুনা রেখে গেছেন তা অনন্য এবং সে বিষয়ের উপর বিস্তারিত রচনা বড় একটা নেই।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী রচিত 'অর্গানাইজেশন অব গভর্নমেন্ট আন্ডার দি প্রফেট (সা.)' বইটি এক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। বইটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোর কথা আলোচিত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও মদীনা সনদের আলোকে মুসলমান, ইহূদী, খৃস্টান ও পৌত্তলিকদের ঐক্যের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ তিনি গড়েছিলেন তা বইটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামরিক সংগঠন, বেসামরিক প্রশাসন, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠোমো ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা সম্বলিত এমন একটি বই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশ করতে পারায় আমরা রাব্বুল আলামীনের দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া।

বইটির অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজে যাদের অবদান রয়েছে তাদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ সবার খিদমত কবুল করুন। তিনি আমাদের সকলকে সরল পথে পরিচালিত করুন।

আমীন!

দাউদ-উজ্-জামান চৌধুরী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম।

ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী প্রণীত "আর্গানাইজেশন অব গভর্নমেন্ট আন্ডার দি প্রফেট" (রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর সরকার কাঠামো) বইটি সীরাত গ্রন্থরাজির মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বই। বইটিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সামরিক ও বিচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা রয়েছে। তিনি তার দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবল ধর্মীয় আগ্রহ ও মিশনারী প্রত্যয়দৃপ্ত সুসংগঠিত একটি অনুগত বাহিনী গঠনে সমর্থ হন। বইটিতে লেখক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর অধীনে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যাবলীর সবচেয়ে গোড়ার দিকের চিত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের একমাত্র উৎস ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মদীনার সনদের আলোকে মুসলমান, ইহুদী খৃস্টান ও পৌত্তলিকদের রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ও ঐক্যের ভিত্তিতে এক অনুপম রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা ছিল ইসলামের সঠিক কল্যাণকামিতার বাস্তব উদাহরণ। বিভিন্ন ইজম ও মতবাদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে আজো কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য দেখতে চান তবে এ বই তাকে পথ দেখাবে।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের মহাপরিচালক জনাব দাউদ-উজ- জামান চৌধুরীর উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। বস্তুতপক্ষে সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে সীরাত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তাঁর বিশেষ নির্দেশ ছিল। স্বল্প সময়ের প্রস্তুতি হলেও আল্লাহ্‌ পাকের অশেষ রহমতে বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে পুস্তকে কিছু ভুল- ত্রুটি থেকে যাবে। সহৃদয় পাঠকগণ মেহেরবানী করে ত্রুটিগুলো আমাদের নজরে আনলে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করব। এর অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদক ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার খিদমত আল্লাহ্‌ কবুল করুন।

এ জাতীয় বই আরো বেশী প্রকাশ করার জন্য আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার মদদ চাই। আমীন।

মুহাম্মদ লুতফুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভগ।
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদ প্রসঙ্গে দু'টি কথা

সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলামের অভ্যুদয় ও বিকাশ এক অসাধারণ ঘটনা। এর অতি অল্প কালের মধ্যে মদীনায় একটি ইসলামী আদর্শবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিষ্ঠা ঘটে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এ নয়া রাষ্ট্র দ্রুত একটি স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মহানবী (সা.)–এর।

মদীনায় হিজরতের পর পরই রাসূল (সা.) আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে ঐক্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ভবিষ্যত ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোর জন্য এ ঐক্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান। রাসূল (সা.) একই সাথে সামাজিক বৈষম্য তথা ভেদাভেদ সম্পূর্ণ রহিত করাসহ ধর্ম নির্বিশেষে সাম্য ও সমতার নীতি চালু করেন। ফলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও ইহূদী, খৃস্টান ও পৌত্তলিক আরবরা একই রাষ্ট্রের অভিন্ন অধিবাসীতে পরিণত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলমানগণ আরব, ইহূদী ও খৃস্টানরা ভিন্ন আচরণ লাভ করে। যাহোক, রাসূল (সা.) একদিকে অব্যাহত বিজয়াভিযান অন্যদিকে নয়া ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা কাঠামোর দিকে তার সদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। এ কারণেই আরবের গোত্র শাসিত এলাকার প্রচলিত প্রথা ভেংগে দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এক সময় তা সমগ্র আরব উপদ্বীপে সম্প্রসারিত হয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতাধীনে স্থাপিত হয়ে এক নজিরবিহীন উদাহরণ সৃষ্টি করে। মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অভিজ্ঞতা আরববাসীদের জীবনে সেই প্রথম।

রাসূল (সা.) সামাজিক ঐক্য–শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অসাধারণ সামরিক ও কূটনৈতিক সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অনেক ক্ষেত্রে একই সাথে এ দু'টি পক্ষকে কাজে লাগানোর ঘটনা এবং তাতে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়। এর ফলে নয়া রাষ্ট্রের অনুসারী মুসলমানদের নয়া ইসলামী রাষ্ট্র বহু অনাকাংক্ষিত প্রতিবন্ধকতা সহজে অতিক্রম করে এবং রাষ্ট্রকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধ করে তোলার সুযোগ আসে। এর পিছনে ছিল মহানবী (সা.)–এর সুগভীর প্রজ্ঞা, অতুলনীয় দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জ্ঞান।

মহানবী (সা.)–এর জীবন এবং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার এ পর্যায়ের বিশদ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী। ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব এডভান্সড ষ্টাডি ইন হিষ্টরিতে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক এক কোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সময় তিনি ইসলামের ইতিহাসকে যথোপযুক্ত প্রেক্ষাপটে স্থাপনের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য অনুপ্রণিত হন। প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন একটি প্রবন্ধ রচনা করতে। শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়ায় এক বিরাট গবেষণা গ্রন্থ। সুধী পাঠক সমাজ বইটি পাঠ করতে গেলে লক্ষ্য করবেন যে, জনাব সিদ্দিকী ইসলামের দূর অতীতের একটি বিশেষ অধ্যায়কে মূর্ত করে

www.pathagar.com

তুলেছেন তাঁর এ গ্রন্থে। মোট ছয়টি অধ্যায়ে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ, আরবে ইসলামের বিস্তার, মহানবী (সা.)-এর সামরিক সংগঠন, বেসামরিক প্রশাসন, ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ও মহানবী (সা.)- এর ধর্মীয় সংগঠন সম্পর্কে ভাল আলোকপাত করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের গবেষণা গ্রন্থ খুব বেশী লেখা হয়নি। সে কারণেই এ গ্রন্থটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্যি বলতে কি, গ্রন্থটি পাঠে আমি চমৎকৃত হই। লেখকের বিপুল শ্রম সাধ্য গবেষণা আমাকে অভিভূত করে। আমার মনে ধারণা জন্ম নেয় যে, অত্যন্ত মূল্যবান এ গ্রন্থটি বাংলাভাষী ইসলামপ্রেমী তথা অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও লেখক সমাজের হাতে পৌঁছানো প্রয়োজন। অনুবাদ পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন জনাব হুমায়ুন খান, জনাব হোসেন মাহমুদ ও জনাব লুতফুল হক। আনন্দের কথা এই যে তাঁরা এ পুস্তকের রয়্যালটি মসজিদ-মাদ্রাসা- ইয়াতীম খানার জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁদের এ নিয়্যতকে কবুল করুন।

আল্লাহ্ পাকের কাছে হাজার শুকরিয়া যে,পবিত্র রবীউল আউয়াআলকে সামনে রেখে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। যারা এ গ্রন্থ প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে জানাই মুবারকবাদ।

আল্লাহ্ আমাদের সকল নেক কাজ কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মদ ইবরাহীম ভূইয়া

www.pathagar.com

লেখকের কথা

নবী করীম (সাঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা দ্রুত একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র কাঠামোয় এমনকি একটি সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়। এর ফলে সমগ্র পারস্য এবং বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের একটি বেশ বড় অংশ উক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় যা অনিবার্যরূপে অনুসন্ধানী ঐতিহাসিকগণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির জন্য এর রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ বিশেষভাবে দায়ী। বিশ্লেষকদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মীয় কারণের উপরও জোর দিয়েছেন, যদিও তাঁদের যুক্তি প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিবর্তন ও এর উন্নয়নের প্রকৃতি যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য দু'টি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রথম কারণটি হলো বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও উদ্দেশ্যের একটি সমন্বিত পদ্ধতি হিসাবে ইসলামের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অন্তর্নিহিত অর্থকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণে ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয়টি হলো এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, ইসলামী রাষ্ট্রটি সত্যিকার ভাবেই প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির একটি ধারাবাহিকতা মাত্র। নবী করীম (সাঃ)-এর মক্কায় ইসলাম প্রচারের মধ্যে যে সকল অপরিহার্য বিষয় ছিল তা কেবল মক্কাবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্যই নয়, বরং তাদের সামাজিক এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর জন্যও হুমকি স্বরূপ ছিল। ইসলাম একদিকে এক কেন্দ্রিক সরকার পদ্ধতির ফলস্বরূপ নবী করীম (সাঃ)-এর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে এবং তার সাথে সাথে অপর দিকে জনগণের পরিপূর্ণ আনুগত্যও দাবি করে। তাই মক্কার শাসকদের পক্ষ হতে প্রথমেই এর বিরুদ্ধে ঘোরতর বিরোধিতা আসে। কারণ, তারা ইসলামের রাজনৈতিক মমার্থ সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

যদিও নবী করীম (সাঃ) মক্কার নির্দিষ্ট সংখ্যক শাসকদের বিরোধিতার দরুন তাঁর নিজ শহরে সামাজিকভাবে কল্যাণকর ও রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি নতুন ব্যবস্থা বিনির্মাণে সম্ভবত সফল হননি, কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্মের মধ্যে একটি রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক আদর্শবাদ প্রচার করেন-যার মাধ্যমে প্রবল ধর্মীয় অনুরাগ ও অনুপ্রেরণা সম্পন্ন এবং ধর্ম প্রচারে নিবেদিত প্রাণ একটি দল গঠনে সমর্থ হন। মদীনাবাসীদের হৃদয় জয় এবং মদীনায় মহানবী (সাঃ) সহ মক্কাবাসীদের হিজরতের মাধ্যমে একটি নুতন যুগের সূচনা হয়। এ সময় প্রাথমিকভাবে একটি উম্মাহ্ গঠনের মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারা বাস্তবে রূপদান করা সম্ভবপর হয় এবং ধীরে ধীরে ধর্মীয় বিধানের উপর ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্রে পরিণত ও সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তী সময়ে ধর্ম প্রচার, কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ, পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন এবং সামরিক অভিযান পরিচালনা ইত্যাদি একত্রিত হয়ে একটি নতুন ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার কর্তৃত্বাধীনে গোটা আরব উপদ্বীপকে আনয়ন করা হয়।

এর অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে একটি এককেন্দ্রিক সরকার গঠিত হয় এবং মদীনা কর্তৃক আরব উপদ্বীপের প্রায় সকল অংশ নিয়ন্ত্রিত হয় যা প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বিভিন্ন গোত্রীয় শাসনের সাথে নিতান্তই অসংগতিপূর্ণ ছিল। ফলে ইতিপূর্বে যে আরবগোত্রগুলোর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল তারা এখন নবী করীম (সাঃ)-এর কর্তৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হল। নবী করীম (সাঃ)-এর সর্বময় ক্ষমতা মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি বাবদ আরব গোত্রগুলো তাঁর নির্দেশ পালন এবং বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর প্রদান করল। অসংখ্য গোত্রের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসাবে নবী করীম (সাঃ) বিভিন্ন ধরনের কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। নবী করীম (সাঃ)-এর অধীনে ইসলামী রাষ্ট্রের বিবর্তনের এবং এর সরকারের কার্যাবলীর একেবারে গোড়ার দিকের চিত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই বর্তমান গ্রন্থটি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক আমলের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির ক্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত বিবরণসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা সম্পর্কে প্রায়ই সন্দেহ পোষণ করা হয় এই কারণে যে, এসব বিবরণ উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলের সমাপ্তি পর্বে প্রণীত হয়েছিল; সন্দেহবাদীরা এ সমস্ত গ্রন্থকারগণকে

www.pathagar.com

নবী করীম (সাঃ)–এর সময়কাল পর্যন্ত পরবর্তী প্রতিষ্ঠানাদির অভিক্ষেপণ এবং সমকালীন পারিভাষিক শব্দাবলীর পিছনে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা উক্ত বিবরণসমূহে দেখতে পান। বিষয়টি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক সমস্যা রয়েছে, যেমন ঐতিহাসিক সংকলন হিসাবে এটাকে কতটুকু প্রতিষ্ঠা করা যায় সে ক্ষেত্রে জটিলতা, নবী করীম (সাঃ)–এর ক্ষেত্রে হাদীসের বিষয়বস্তু কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং তাঁর কার্যাদির প্রকৃত প্রমাণ এবং এগুলো কতটুকু বাইরের অথবা পরিপূর্ণ মৌলিক উপাদান তা নির্ণয় করা। এ সমস্যাটির মুকাবেলায় পন্ডিতগণকে দু'টি স্বতন্ত্র গ্রুপে বিভক্ত করেছে। একটি গ্রুপ সীরাহ্ এবং হাদীস সাহিত্য সম্পর্কে অধিকতর রক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং অপরটি সন্দেহপ্রবণ মানসিকতায় আচ্ছন্ন।

রীতিমাফিক লেখায় অভ্যস্ত লেখক ও প্রাচ্যের পন্ডিতগণের মনোভাব এবং রচনার পদ্ধতিগত পার্থক্যের জন্যই এ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুখে মুখে প্রচলিত বর্ণনার অকৃত্রিমতার বিষয়ে পরবর্তী কালের পন্ডিতগণ প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। ইসলামী ঐতিহ্যের প্রাথমিক যুগে লিখিত দলীলসমূহ জাল হওয়ার ভয়ে দীর্ঘ কাল যাবত অবিশ্বাস পোষণ করা হতো। পক্ষান্তরে বর্ণনাকারী ব্যক্তি ও তার চরিত্র সম্পর্কে অবহিত থাকলে এরূপ মৌখিক বর্ণনা অধিকতর নির্ভরশীল বলে ধরে নেয়া হতো।

মৌখিক বর্ণনার যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য কালক্রমে দু'টি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়ঃ বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষা–নিরীক্ষাকে বলা হয় 'ইসনাদ' যার দ্বারা একটি বিবরণের মূল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী চিহ্নিত করা হয় অর্থাৎ কে বিবরণটি বর্ণনা করেন তার সম্পর্কে জানা যায়। অপর পদ্ধতি হলো 'দিরায়াহ' যার মাধ্যমে গভীর অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে বিবরণের বিষয়বস্তুর সঠিকতা নিরূপণ করা হয়। বিষয় বস্তুর এরূপ সঠিকতাকে 'মাতন' বলা হয়।এটা সত্য যে, হাদীস সংকলনে এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে এখনও পর্যন্ত অনেক জাল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীস সন্নিবেশিত হতে দেখা যায়। কিন্তু ইসলামী পন্ডিত,সমালোচক ও বিশেষজ্ঞগণ সহীহ ও মওজু হাদীসের বর্ণনার (রিওয়ায়াত) মধ্যেই কেবল স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপন করেননি বরং সহীহ হাদীসকে নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে কয়েকটি ভাগেও বিভক্ত করেছেন।

নবী করীম (সাঃ)–এর জীবন ও কর্মের বিস্তারিত বিবরণ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই এমন ব্যাপকভাবে সংগৃহীত হয় যে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে সীরাহ্ সংক্রান্ত কোন উপকরণাদি আর নতুন ভাবে সংযোজিত হয়নি। এখানে যে বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো এই যে, আমাদের প্রাপ্ত তথ্য সূত্রগুলো সুস্পষ্টভাবে নবী করীম (সাঃ)–এর কথা ও কাজ (যাকে সুন্নাহ বলা হয়) এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক অগ্রগতির মধ্যে একটি পার্থক্যের রেখা অংকিত করেছে।এমনকি সুন্নাহ থেকে যৎসামান্য বিচ্যুতির বিষয়টিও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সাথে সাথে খলীফা ও তাঁদের গভর্নরদের অবদানকেও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সীরাহ সংক্রান্ত গ্রন্থাদির প্রাথমিক সূত্রগুলোর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নবী করীম (সাঃ)–এর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ বিশেষ করে তাঁর প্রতিষ্ঠানাদির ব্যাপারে এ সকল সূত্র ঐকমত্য পোষণ করে। এজন্য স্বভাবতই তাদেরকে কৃতিত্ব প্রদান করা যায়। ইসলামী গ্রন্থসমূহে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সকল ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানাদির একটি ক্রম উন্নয়নমূলক অগ্রগতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় যাতে পুনরায় তার সত্যতার প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়।

প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির অনেকগুলোর মধ্যে আমি একটি গ্রহণ করেছি যা ভূমিকার শেষে প্রদত্ত হয়েছে। আমি এর জন্য কোন বিশেষ গুণ আরোপ করছি না, কেবল এটাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছি মাত্র।আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এডভান্সড ষ্টাডি ইন হিষ্ট্রি সেন্টারে এক দশক ধরে ইসলামের ইতিহাস কোর্সের শিক্ষাদানে সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে ইসলামের ইতিহাসকে যথোপযুক্ত প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে এর উপর বিস্তারিত প্রবন্ধ রচনায় অনুপ্রাণিত হই। আমি আমার পিতার নির্দেশে এতদসংক্রান্ত উপকরণ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করি। কারণ, তিনি সীরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্যন্ত

www.pathagar.com

আবেগপ্রবণভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল একটি সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করব। শেষ পর্যন্ত এটাই পুস্তকে রূপান্তরিত হয়। পুস্তকের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহের ব্যাপারে প্রধানত ছিল আমার পিতার নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা। লক্ষ্মৌর বলরামপুর হাসপাতালে ১৯৭৭ সালের মে-জুন মাসে বইটির প্রথম খসড়া রূপরেখা প্রণীত হয়। সেখানে তিনি মারাত্মক ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৮২ সনে তারই উৎসাহে শেষ পর্যন্ত বইটি মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে আমি তাঁর কাছে যে ঋণী সে বিষয়টি ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি যখন ভাবি যে, ১৯৮৫ সালের ১৭ই জুলাই তাঁর ইন্তিকাল হওয়ায় তাঁরই অনুপ্রেরণায় সম্পাদিত কাজটি তিনি আর দেখে যেতে পারেননি, তখন আমি বিয়োগ বিধুর এক আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি।

আমি যাঁদের কাছে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ তাঁরা হলেন, দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্মৌ জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া, নতুন দিল্লী এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, যাঁদের কাছে আমি আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে সকল শিক্ষা লাভ করেছি। আমি বিশেষভাবে প্রফেসর নূরুল হাসান সাহেব-এর নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় ও উৎসাহ প্রদানে আমার প্রতি ছিলেন সদয়। প্রফেসর কে. এ. নিজামী-যিনি পুস্তকটি প্রকাশনার ব্যাপারে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রফেসর ইরফান হাবীব, যাঁর পরামর্শের দরুন আমি কাজটি শেষ করতে সমর্থ হয়েছি। আমার সহকর্মী ও বন্ধুদের সাহায্য এবং সহযোগিতার বিষয়টিও আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ওয়েষ্ট এশিয়ান ষ্টাডিজ সেন্টারের ডঃ এম. আর. কে. নাদভীর নিকট। আবরী বিভাগের ডঃ হামেদ আলী খান এবং ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এন. আকমাল আইয়ূবী উভয়ই আমাকে উক্ত কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক ষ্টাডিজ, সেন্টার অব এডভান্সড ষ্টাডি ইন হিষ্ট্রির গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি, বিশেষ করে জনাব কবীর আহমাদ খান-এর কথা। আমি জনাব এ. কে. আফরিদী, জেড, এ, খান এবং জনাব আজমতুল্লাহ কুয়েলীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি-যারা অতিদ্রুত এবং বিশেষ যত্নসহকারে পান্ডুলিপিটি টাইপ করে দিয়েছিলেন। বইটির সুন্দর প্রকাশনার জন্য ইদারাহ-ই আদাবিয়াত-ই দিল্লীর জনাব মুহাম্মাদ আহমাদ-এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি গ্রন্থটির প্রকাশনায় সার্বিক তত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

সবশেষে আমি আমার স্ত্রী ইয়াছমীন এবং আমার ছেলে-মেয়ে-জিনাত, রুখসানা, আহমাদ মুবীন আহমাদ, মুয়ীন ও খালীদ এর নিকট তাদের নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহের জন্য গভীর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার আম্মা ও ভাইদের কাছ থেকে সকল সময়ে যে স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছি তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আমার কর্তব্য পালনে ঘাটতি থেকে যাবে। পুস্তকটি রচনা ও প্রকাশে যাঁদের কাছ থেকে যে অকুণ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি পুস্তকটির যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তারা অবশ্যই দায়ী নন, এ সকল ত্রুটির জন্য আমি নিজেই দায়ী। উক্ত ভুল ত্রুটির জন্য তাই পাঠকবর্গের নিকট পূর্ব থেকেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী
২৬/১২/১৯৮৬ ইং

আল-আমীন,
৬৪,আহমাদনগর
আলীগড়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বইটির ভূমিকা লেখার জন্য যখন আমাকে বলা হলো তখন আমি আদৌ বুঝতে পারিনি যে, অগ্রসর পাঠক সমাজকে আমি এমন একটি বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো যা অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে ইসলামের পরিকল্পিত প্রসার ও বিকাশের ব্যাপারে আমার নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় তা এক স্থায়ী অবদান রাখবে, আর এ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটি আমার জন্য একটি অনন্য সুযোগও বটে। আমার নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে পুনরায় বিষয়টি সাধারণ্যের বোধগম্য করে বলতে হলে দেখি যে, আমরা সাধারণত নবী করীম (সাঃ)-এর মক্কী জিন্দীগির উপরই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে থাকি এবং বিশেষ করে মক্কায় তাঁর শেষ বার বছরের (৬১০-৬২২) দুঃখ-দুর্দশা, হয়রানী, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বর্ণনায় তা ভরপুর থাকে। আমরা ভাল করেই জানি ইসলামের মূলনীতি কি করে মক্কার কঠিন শিলাময় মাটিতে শিকড় গেড়ে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছিল। ইসলাম ছিল এমন একটি অলোকসামান্য পরম বিশ্বাস যা মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর কতিপয় অনুসারীকে মক্কার বিদ্রুপকারী লোকদের এবং দাম্ভিক কুরায়শ নেতাদের ভীতি প্রদর্শন, অপমান ও নির্মম অত্যাচার প্রচন্ড সাহসিকতার সাথে মুকাবিলা করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এমন কি যখন ভবিষ্যত ছিল নিতান্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন, এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ও অটল। বার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি কেবলমাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তিকে তাঁর প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন, পক্ষান্তরে মদীনা প্রত্যক্ষ করল নবধর্ম ইসলামের এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ দৃশ্য। মদীনার জীবনের দশ বছরের মধ্যে ইসলাম সমগ্র আবর উপদ্বীপের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। গোত্র অধ্যুষিত আরবের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলো হয় নতুন ধর্মে দীক্ষিত হলো কিংবা নবী করীম (সাঃ)-এর কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হলো। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম যেন পরিচিত অবশিষ্ট পৃথিবী জয় করার জন্য তার লক্ষ্য স্থির করে নিল।

কি করে তা সম্ভব হয়েছিল এসম্পর্কে ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সরকার কাঠামো' শীর্ষক পুস্তকে তার জবাব দিয়েছেন। এই গ্রন্থে স্পষ্টভাবে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হলো-কোন আন্দোলনে যদি সফলতা অর্জন করতে হয়, তবে উক্ত আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সত্য ও সঞ্জীবিনী শক্তি ছাড়াও অবশ্যই থাকতে হবে একটি সংগঠনের সমর্থন ও একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তি। সীমাহীন অজ্ঞতার এবং প্রবল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)-এর সংগ্রাম যখন মক্কা প্রত্যক্ষ করছিল, ঠিক তখন মদীনা ইসলামকে একটি সাংগঠনিক ভিত্তি প্রদানের সকল ব্যবস্থাই নীরবে সম্পন্ন করে চলছিল।

এ পুস্তকটি যুক্তির কষ্টিপাথরে যথোপযুক্ত বিশ্লেষণসহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়েছে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমান্বয় উন্নয়ন কিভাবে সাধিত হয়েছিল। বইটির প্রারম্ভিক অধ্যায়ের প্রথম পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় বিশৃংখলার মধ্য থেকে উদ্ভূত ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তারিত, অত্যুজ্জ্বল ও সুশৃংখল ঘটনার মনোরম

www.pathagar.com

বর্ণনা রয়েছে। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, ১৪০০ বছর পূর্বে, ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মহানবী (সাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। তখন তিনি এমন একটি নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন যেখানে অবস্থান করার উপযোগী প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কার্যাদি ইতিপূর্বে সম্পন্ন করা হয়েছিল। আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং উট বেঁধে রাখ–এ ছিল পথ চলার নির্দেশক মূলমন্ত্র। ভাগ্যের উপর কোন কিছুই ছেড়ে দেওয়া হয়নি। আকাবায় দু'টি শপথ মুসলমানদেরকে আগাম সাহায্যের নিশ্চয়তা দান করেছিল। মক্কার অনেক মুসলমান তাঁদের নেতা মহানবী (সাঃ)–এর হিজরত করার পূর্বেই মদীনায় গমন করেছিলেন। মুয়াখাত ধারণাটির অর্থ হলো–দু'জন ঈমানদার মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ট ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করা, যার ফলে মুহাজির এবং আনসারগণ পরস্পর একত্রিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধারণাটি প্রথমে মক্কায় উদ্ভাবন করা হলেও এর বাস্তবায়ন শুরু হয় মদীনাতে। এর ফলে বিচ্ছিন্নভাবে ইসলাম গ্রহণকারীগণকে বিধর্মীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব হয়। এটাই ছিল মুসলিম উম্মাহ্র ভিত্তি যা রক্তের বন্ধন, বর্ণ ও দেশের গন্ডি অতিক্রম করে কেবলমাত্র আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সালমান ফারসী তাঁর বংশ সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমি সালমান, ইসলামের সন্তান।"

হিজরতের পরপরই কিতাব, কিংবা মদীনার সংবিধান ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এর মাধ্যমেই ইসলামের আইনগত বুনিয়াদ রচিত হয়। এর মর্ম মোতাবেক শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে পৌত্তলিক, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বলে ওয়েলহাউসেন এবং ওয়াট যে মত পোষণ করেন, তার সাথে লেখক একমত হতে পারেননি। তিনি বিশ্বাসযোগ্যতা ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আমরা এই গ্রন্থে সাতচল্লিশটি ধারা বা অনুচ্ছেদ নিয়ে রচিত সংবিধানের একটি ধারণামূলক বিশ্লেষণ পাই।

ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি হচ্ছে অভিযান। উক্ত অভিযানের আয়োজন ও উদ্দেশ্যাবলী হৃদয়ংগম করার জন্য লেখক এসবের গভীরে প্রবেশ করেছেন। এখানেও আমাদের কাছে কর্ম সম্পাদনে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারটি ধীর–স্থির বলে পরিদৃষ্ট হয়। ধীরে ধীরে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডঃ সিদ্দিকী ঐতিহাসিক তথ্যাদির সাহায্যে তাঁর যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, প্রাথমিক পর্যায়েও অভিযানগুলো প্রধানত মক্কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি, বরং মদীনা নগর রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাসরত গোত্রসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্যই পরিচালিত হয়েছিল। যাহোক, এর ফলে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় এবং যখন মুসলিম সেনাবাহিনী গঠিত হলো তখন এ অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হলো। লেখক উহুদের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সংঘটিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন এবং তা হল এই যে, মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের মধ্যেই উক্ত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু নির্ভেজাল ও অমলিন বিশ্বাসের প্রতীক হিসাবে এবং তাঁর অনুসারীদের নৈতিক মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে নবী করীম (সাঃ) মক্কার বিজেতাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন যা অনন্য সাধারণ একটি সাহসী ও স্থিতিস্থাপক প্রচেষ্টা বলে মূল্যায়ন করা যায়।

মক্কার অধিবাসীদের সাথে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে নবী করীম (সাঃ) হুদায়বিয়ায় যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন তা আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে মক্কাবাসীদের অনুকূলে যায় বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে এ

www.pathagar.com

চুক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রার প্রতিরোধে তাদের মৃত্যু ঘন্টাই বাজিয়েছিল। এর দু'বছর পর ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মক্কার পতন ঘটে। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী সদয় ব্যবহার প্রদর্শনের ফলে ইসলাম বহু নতুন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তির হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয় ।

গ্রন্থটি তাৎক্ষণিকভাবে নবী করীম (সাঃ)-এর ন্যায়পরায়ণতা, অধ্যাবসায়, অতি সতর্ক পরিকল্পিত প্রচেষ্টা এবং এর সফলতার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে পরিচালিত হয়ে তিনি বাস্তব জ্ঞানের সাথে পয়গম্বরী দূরদর্শিতার সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর প্রচেষ্টার গতি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ, মক্কার পতনের পূর্বে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তিগুলোতে তিনি সহযোগিতা চান, এমনকি তাদের নিরপেক্ষতাও। কিন্তু ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পর তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব গ্রহণের স্বীকৃতি দাবি করেন। প্রাথমিকভাবে ইসলাম প্রচারের জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল-যা লেখকের গবেষণামূলক প্রবন্ধে বর্ণিত হয় এবং দলীলপত্রেও এটা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা কোন আন্দোলনই সাংগঠনিক সমর্থন ছাড়া সফল হয় না।

লেখক প্রদত্ত নামানুসারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরবে ইসলাম বিস্তার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এখানেও বিজয়ের উদ্দেশ্যে গৃহীত অভিযানগুলো সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা হয়। প্রথমে মক্কা ও মদীনার পূর্বাঞ্চলে বসবাসরত গোত্রগুলোর দিকে নজর দেওয়া হয় এবং তারপরই দৃষ্টি পড়ে পশ্চিমাঞ্চলের গোত্রসমূহের প্রতি। এরপর প্রথমে উত্তরে বসবাসরত গোত্রের এবং সর্বশেষে দক্ষিণের গোত্রসমূহের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়। সদ্যজাত রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বহুসংখ্যক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে নবী করীম (সাঃ)-এর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী গঠনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এখানে সামরিক ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেসামরিক প্রশাসন সংক্রান্ত অধ্যায়ে কি করে নগর রাষ্ট্রটি এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে একটি জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হলো তার বর্ণনা রয়েছে। এতে কি করে গোত্রীয় কাঠামো এক কেন্দ্রিক সরকার কাঠামোতে রূপান্তরিত হলো তারও বিবরণ রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পদের এবং আর্থিক কাঠামোর সবিস্তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। শেষ অধ্যায়টিতে ধর্মীয় সংগঠনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে বিস্তারিতভাবে লিখিত পাদটীকা এবং পরিশিষ্টে প্রচুর দলীল-প্রমাণাদি সন্নিবেশিত দেখতে পাওয়া যায়। পাদটীকা ও পরিশিষ্ট মিলিয়ে বইয়ের কলেবরের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ দখল করে আছে। পরিশিষ্টগুলো হচ্ছে তথ্যের সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভার যা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উমারা আল সারায়া (যুদ্ধাভিযানের সেনাধ্যক্ষ) থেকে শুরু করে উমারা আল-খামিস (বিভিন্ন বিভাগের সেনাধ্যক্ষগণ) পর্যন্ত অর্থাৎ নিশান বরদার, স্কাউট, গুপ্তচর, পথ নির্দেশক, যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধে অর্জিত দ্রব্যাদির দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা হতে দেহরক্ষী পর্যন্ত একদিকে এবং অপরদিকে উপদেষ্টার মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতিনিধি হতে সচিব, দূত, কমিশনার, কবি ও বক্তা, গভর্নর, স্থানীয় দলপতি থেকে ক্ষুদে সরকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ বিশাল সরকারী পদে অধিষ্ঠিত সকলের উৎপত্তি, গোত্র এবং কৃতিত্বের বিস্তারিত বিবরণ এতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের এসব বিস্তারিত তথ্য ভান্ডারের প্রাচুর্য দেখে পাঠক বিস্ময়ে চমকে

www.pathagar.com

উঠতে পারেন। কারণ, হাজার হাজার মানুষকে এতে অমর করে রাখা হয়েছে। চৌদ্দ'শ বছর অতিবাহিত হলেও উক্ত সময়টাকে এমনভাবে ধরে রাখা বা ঠাস বুনুনি দিয়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যে, তা দেখলে নিতান্তই ছোট বলে মনে হয়।

প্রাঞ্জল ও বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে লিখিত পুস্তকটির পাঠ চমৎকার মনে হবে। এতে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি, বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা এবং গভীর পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যেমন বিবরণ দিয়েছেন, তেমনি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণও করেছেন। লেখক কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিগুলো ইতিহাসের বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ লিখিত প্রমাণ। একদিকে তিনি স্পষ্টতই ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, তাবারী এবং ওয়াকিদী–এর রচিত বিশাল পুস্তকাদির উপর গভীর গবেষণা করেছেন এবং অপরদিকে, প্রাচ্যের পন্ডিতদের লেখার উপরও কাজ করেছেন। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মানব ইতিহাসের অন্য কোন সময়ের এমন প্রাণবন্ত লিখিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না যা ইসলাম–এর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এখানে পর্যবেক্ষণের ব্যাপারটি মোটেই অতিরঞ্জিত হবে না যে, গ্রন্থকার নিজ উপলব্ধি ও স্বচ্ছ–দৃষ্টিতে বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠ করলেই পাঠক সন্তুষ্ট হবেন এই দেখে যে, গ্রন্থকারের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি পাওয়া যাবে যিনি ব্যাপকভাবে আরব দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং ভ্রমণকৃত দেশটির ভিতর এবং বাহির সবই যেন তার জানা। গ্রন্থকারও উক্ত দেশটি তাঁর নিজের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তার প্রতি আস্থাভাজন হয়ে নবী করীম (সাঃ)–এর মদীনার পথে পাঠককে ভ্রমণে সাহায্য করবে। এ গ্রন্থে দশ বছর সময়ের যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তা মানুষের সুখ ও মর্যাদার ব্যাপারে স্থায়ী অবদান রেখেছে। এ সময়টি ছিল তখন, যখন ইসলাম স্বয়ং স্থিতিশীল ও সক্রিয় হয়ে এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপনের আপোসহীন বাণী পৃথিবীর কাছে প্রচার করে এবং যার ফলশ্রুতি হলো সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা। যা হোক, গ্রন্থকার অবিচলভাবে সত্য ঘটনাবলী উপস্থাপন এবং এসবের বিশ্লেষণ করেছেন। কোন প্রকার গোঁড়ামী, কিংবা বাক্য জোরালো করার জন্য এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দের ব্যবহার এবং এমনকি একবারও আবেগ তাড়িত না হয়ে সর্বত্র দৃঢ় ও নিরপেক্ষ থেকেছেন। তিনি কিছুই চেপে যাননি বা মূল বিষয়ের উপর অলংকরণও করেননি। বিশ্লেষণের জন্য তাঁর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যুৎপত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারিত তথ্য পরিবেশনের জন্য তাঁর স্বীয় দৃষ্টি তাঁকে ব্যাপক নির্ভরযোগ্য তথ্যের পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান করতে সাহায্য করেছে। তিনি অতি প্রাসংগিক বিষয়গুলো গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে সুবিন্যস্ত এবং চমৎকার ভাবে পাঠযোগ্য করে পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছেন। এরপরও ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক পুস্তকটিকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।

সাইয়্যিদ হামিদ
সাবেক উপাচার্য
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়
আলীগড়।

হামদর্দনগর
নতুন দিল্লী–১১০০৬২
তাং ৬–৪–১৯৮৭

www.pathagar.com

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ	ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ	১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	আরবে ইসলামের বিস্তার	৫২
	মদীনার পশ্চিমাঞ্চলীয় গোত্রসমূহ	৫৪
	মক্কা ও মদীনার পূর্বাঞ্চলীয় গোত্রসমূহ	৬০
	মদীনার উত্তরের গোত্রসমূহ	৭৭
	মক্কার দক্ষিণের গোত্রসমূহ	৮৭
	আরবের অবশিষ্ট গোত্র সমূহ	৯৮
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	নবী (সা.)-এর সামরিক সংগঠন	১৪১
	সেনা অভিযানের অধিনায়কগণ	১৪২
	উপসংহার	১৫৪
	ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস	১৫৫
	আল হারাস	১৫৮
	শিবির অধিনায়কগণ	১৬০
	সৈন্য গণনা	১৬০
	ইসলামী সেনাবাহিনীর বিভাগসমূহ	১৬১
	অশ্বারোহী বাহিনীর ক্রমান্বয় অগ্রগতি	১৬১
	প্রাদেশিক সামরিক সংগঠন	১৬৩
	মুসলিম বাহিনীর বাহু (শাখা) প্রধান পদে গোত্রীয় প্রতিনিধিত্ব	১৬৪
	পতাকা বহনকারীগণ	১৬৬
	তালিয়াহ বা স্কাউট, গোপন পর্যবেক্ষণ দল	১৬৮
	গুপ্তচর (উয়ুন)	১৭১
	দালীল (পথ প্রদর্শক)	১৭৩
	যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী (মালে গনিমাহ) ও যুদ্ধবন্দীর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ	১৭৬
	অস্ত্র-শস্ত্র ও অশ্বের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ	১৭৮
	ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অস্ত্র ভান্ডার	১৭৯
	দেহরক্ষীগণ	১৮২

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় ঃ	**নবী (সা.)-এর বেসামরিক প্রশাসন**	১৯৯
	কেন্দ্রীয় প্রশাসন	১৯৯
	মুশির (উপদেষ্টাগণ)	২০২
	কাতিব (সচিববৃন্দ)	২০৬
	বিভিন্ন ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা (কমিশনারগণ)	২১৬
	কবি ও বক্তাগণ (শুয়ারা ওয়া খুতাবা)	২১৮
	নিম্নস্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ	২২০
	প্রাদেশিক প্রশাসন ঃ ওয়ালী বা গভর্নর	২২২
	গভর্নরদের ক্ষমতা	২৩১
	স্থানীয় প্রশাসকবৃন্দ	২৩২
	নকীবগণ	২৩৬
	কুযাত (বিচারকমন্ডলী)	২৩৮
	বাজার প্রশাসন	২৩৯
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	**নবী (সা.)-এর অর্থনৈতিক কাঠামো**	২৫৫
	মদীনার মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা	২৫৫
	ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস	২৫৭
	মালে গণিমতঃ অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী	২৫৯
	যুদ্ধ জয়ের মালামালঃ ভূ-সম্পত্তি	২৬৫
	জিযয়া কর	২৭১
	সাদাকাহ	২৭৫
	উম্মাল উস- সাকাদাত (কর সংগ্রাহকগণ)	২৭৮
	কেন্দ্রীয় কর সংগ্রাহকগণ	২৭৯
	স্থানীয় কর আদায়কারী	২৮৬
	সাদাকাহর কাতিববর্গ	২৯১
	খারাস এবং খারীস (কর নির্ধারণ ও কর নির্ধারক)	২৯১
	সাহিবুল হিমা (চারণভূমির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ)	২৯৪
	কাতাই‘ই পদ্ধতি	২৯৫
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	**নবী (সা.)-এর ধর্মীয় সংগঠন**	৩১৯
	ধর্মপ্রচার (দাওয়াহ) এবং ধর্ম প্রচারকগণ (দু‘আহ)	৩১৯

www.pathagar.com

	মুফতিগণ (ইসলামী আইনবিদ/আইনগত ফতোয়াহ দানকারী)	৩২৭
	ইমামগণ (যাঁরা সালাতে ইমামতি করেন)	৩২৮
	মুয়াযযিনগণ	৩৩১
	হজ্জ বিষয়ক সংগঠন	৩৩৩
পরিশিষ্ট ঃ		
ক–১	উমারা আল–সারায়া বা অভিযান সমূহের কমান্ডারগণ	৩৪৬
ক–২	'উমরা'উল খামীস বা উইং কমান্ডারবৃন্দ	৩৫৮
ক–৩	আসহাবু'ল আলবীয়াহ ওয়া'ল রায়াত বা মুসলিম সেনাবাহিনীর পতাকাবাহীগণ	৩৬৮
ক–৪	তালী'আহ বা স্কাউট/অনুসন্ধানী দল	৩৮৪
ক–৫	উয়ূন বা গুপ্তচর	৩৯০
ক–৬	দালীল বা পথ প্রদর্শক	৩৯৪
ক–৭	আসহাবু'ল মাগানিম বা যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের তত্ত্বাবধায়কগণ	৩৯৬
ক–৮	আসহাবু'স সিলাহ ওয়া'ল ফারাস বা যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জাম ও অশ্বের তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা	৪০২
ক–৯	দেহরক্ষীবৃন্দ	৪০৪
খ–১	খুলাফা'র রাসূল বা মদীনায় মহানবী (সা.)–এর প্রতিনিধিবর্গ	৪০৮
খ–২	মুশীর বা উপদেষ্টাবৃন্দ	৪১৬
খ–৩	কাতিব বা সচিববৃন্দ	৪২৪
খ–৪	রাসূল বা দূতবৃন্দ	৪৩২
খ–৫	কমিশনারবৃন্দ	৪৪০
খ–৬	শু'আরা ওয়াখুতাবা বা কবি ও বক্তাবৃন্দ	৪৪৪
খ–৭	অন্যান্য নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ	৪৪৬
খ–৮	ওয়ালী বা গভর্নরবৃন্দ	৪৪৮
খ–৯	রুউসা বা স্থানীয় প্রশাসকবৃন্দ	৪৫৪
খ–১০	নকীব বা স্থানীয় প্রধানগণ	৪৫৮
গ–১	আমীল বা কেন্দ্রীয় কর সংগ্রহকারীগণ	৪৬২
গ–২	আমীল–২ বা স্থানীয় কর সংগ্রহকারীবৃন্দ	৪৭০
গ–৩	খারীসূন বা পরিমাপকারীবৃন্দ	৪৭৪
গ–৪	আমীল– বা চারণ ভূমির তত্ত্বাবধায়ক	৪৭৬
গ–৫	অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ	৪৭৬
ঘ–১–২	মুবাল্লিগ (প্রচারক) ও মুয়াল্লিম (শিক্ষক) বৃন্দ	৪৭৮
ঘ–৩	মুফতীগণ [ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা দাতা]	৪৮২
ঘ–৪	সালাতের ইমামগণ	৪৮৪
ঘ–৫	মুয়াযযিনগণ	৪৮৬
ঘ–৬	আমীরুল হজ্জ	৪৮৮
ঘ–৭	কাবা ঘরের দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীবৃন্দ	৪৮৮
ঘ–৮	হারাম শরীফের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	৪৮৮
ঘ–৯	হাদয়ি বা কুরবানীর দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীগণ	৪৯০
গ্রন্থসূত্র		৪৯৩
নির্ঘন্ট		৫২২

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ

প্রথম হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল/৬২২ খৃস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা আগমন ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তখনও পর্যন্ত মক্কায় বসবাসরত নওমুসলিমগণ বিরামহীন নির্যাতন ও হয়রানীমূলক অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল। কিন্তু মদীনায় মুহাজির নওমুসলিমগণ শুধু যে আশ্রয় পেলেন তাই নয়, তাদের জীবন ও সহায়-সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হয়। মহানবী (সাঃ)-এর সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মুসলিম উম্মাহ্র ধারণার উপর ভিত্তি করে। এর বিকাশ ঘটতে সময় লাগে এবং অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করে আসতে হয়। দু' বছর আগে, সম্ভবত ৬২০ খৃস্টাব্দের একেবারে গোড়ার দিকে আকাবায় অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠক এর উৎস অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এ সময় মহানবী (সাঃ) মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। এই বৈঠকে ইয়াসরিব থেকে মাত্র ৬ জন লোক তাঁর সাথে সাক্ষাত করে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে।[১] মদীনায় ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যাল্পতা দেখে বিষয়টি খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু ইয়াসরিবের মাটিতে এই প্রথম ইসলামের বীজ অংকুরিত হয়। মদীনার মুসলমানদের এই প্রথম দলটি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কিন্তু গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ চালাতে থাকে এবং তাদের প্রচেষ্টাতে এক বছরের মধ্যে মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।[২]

'আকাবার প্রথম শপথ' নামে আখ্যায়িত আকাবার দ্বিতীয় বৈঠকে মহানবী (সাঃ) এর সাথে মদীনার ১২ জন মুসলমানের একটি দল সাক্ষাত করে। এর মধ্যে ৯ জন ছিল খাযরাজ ও ৩ জন ছিল আওস গোত্রের[৩] খাযরাজ ও আওস ছিল মদীনার দু'টি গোত্র। কিন্তু একটি অভিন্ন স্বার্থে এ দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র যে ভাবে একত্রে কাজ করে মদীনা নগরীতে ইসলামকে যে ভূমিকা পালন করতে হয় এটা ছিল তারই প্রতীক। এই নগরীটি ছিল হিংসা-বিদ্বেষ, বিভেদ ও ঝগড়া-বিবাদে ক্ষত বিক্ষত। যাহোক উভয় গোত্রের পারস্পরিক

www.pathagar.com

সহযোগিতার বিষয়টি মদীনাবাসীদের দ্রুত ইসলাম গ্রহণের ঘটনা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এক বছরের মধ্যেই মদীনা ও কু'বার প্রায় সকল গোত্র, শাখা ও পরিবারের মধ্যে এই নতুন ধর্ম ইসলামের প্রসার ঘটে। এ ক্ষেত্রে আওস মানাত নামক গুরুত্বহীন একটি গোত্র ছিল ব্যতিক্রম। কিন্তু কিছুকাল পর এ গোত্রটিও ইসলাম গ্রহণ করে এবং আওস আল্লাহ্ নামে পরিচিত হয়।[৪] যা হোক,আকাবার শেষ বৈঠক বা দ্বিতীয় শপথে প্রায় ৭৫ জন মুসলমান অংশ গ্রহণ করে।[৫] এ সময় তারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁকে অনুসরণের অঙ্গীকার করার পাশাপাশি তাঁর জন্যে লড়াই করতে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁকে রক্ষারও অঙ্গীকার করে। এটি ছিল বায়াত' উল হারব বা যুদ্ধের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার সাথে সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযানও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬] এ চুক্তিই ছিল মূল ভিত্তি যার উপর হিজরী পরবর্তীকালে নয়া উম্মাহ্র কাঠামো নির্মিত হয়। এর ভিত্তি প্রস্তুত করার জন্য মহানবী (সাঃ) আকাবার প্রথম শপথের পর তাঁর বিশ্বস্ত ও প্রতিভাধর সাহাবী আবদু'দ-দার গোত্রের মুসআব বিন উমায়রকে মদীনা প্রেরণ করেন।[৭] মদীনার নও মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়াবলীর সুব্যবস্থাপনার জন্য মহানবী (সাঃ) এখন আনসারদের মধ্য থেকে ১২ জনকে নকীব[৮] (সর্দার) নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বিভিন্ন শাখায় আর ৩ জন ছিলেন আউস গোত্রের।[৯] আকাবার সর্বশেষ শপথের পরপরই মক্কা থেকে মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করা শুরু হয়। অল্পদিনের মধ্যে মক্কার প্রায় সকল মুসলমানই মদীনায় হিজরত করে। তবে পরিস্থিতির কারণে কিছু মুসলমান মক্কায় থেকে যেতে বাধ্য হয়। কি অবস্থায় আনসাররা মুহাজিরদের স্বাগত জানিয়েছিলেন সে ব্যাপারে কিছু জানা যায় না। তবে 'মুআখাত' (ভ্রাতৃসম্পর্ক) থেকে এটা স্পষ্ট যে আনসারগণ মুহাজিরদেরকে আন্তরিকতা ও উদারতার সাথেই গ্রহণ করেছিলেন।[১০]

মুআখাত ছিল একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে ইসলামী উম্মাহ্র সংগঠনে প্রথম সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। তখনও পর্যন্ত আরবরা রক্তকেই একমাত্র বন্ধন হিসাবে স্বীকার করত এবং এটাই তাদের সমাজ ও সম্প্রদায়গত সম্পর্ক নির্ধারণ করত। সমাজতত্ত্বগত ভাবে একটি উপজাতীয় ব্যবস্থায় কোন গোষ্ঠীর জন্ম হলে ও বেড়ে উঠলে তারা ভিন্ন আচরণ করতে পারে না। কিন্তু মহানবী (সাঃ) আরবদের সুপ্রাচীনকালের এ দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন এক প্রচণ্ড পরিবর্তন আনলেন যে ঈমান রক্তের অন্যান্য সকল সম্পর্ক যথা হিলফ, জিওয়ার ও বিলা প্রভৃতির স্থলাভিষিক্ত হল। অথচ এগুলোর মূল নিহিত ছিল আরবদের গোত্রীয় ঐতিহ্যের গভীরে। রক্ত সম্পর্কের সকল বিবেচনা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী উম্মাহ্ গঠিত হল।[১১] আরব সমাজবিজ্ঞানের উপর এক বৈপ্লবিক প্রভাব সম্পন্ন এই ব্যবস্থা ছিল এক সম্পূর্ণ নতুন পরীক্ষা এবং নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থায় মক্কাতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। ইব্ন ইসহাক ও সেকালের অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে মক্কার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবী (সাঃ) মুআখাত পদ্ধতি চালু করেন। এই পদ্ধতিতে দু'জন মুসলমানকে একত্রে জোড়া বেঁধে দিয়ে তাদেরকে ভাই বলে ঘোষণা করা হত। এভাবে তায়ম গোত্রের তালহা ইব্ন

www.pathagar.com

উবায়দুল্লাহ্ ও আসাদ গোত্রের আল যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে পরস্পরের ভাই হিসাবে ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে মহানবী (সাঃ) বনূ হাশিম গোত্রের আলী ইবন আলী তালিবকে নিজের ধর্মভাই বলে গ্রহণ করেন।[১২] মুআখাত একদিকে দু'জন মুসলমানের মধ্যে মিলনের বন্ধনকে যেমন শক্তিশালী করে তেমনি অন্যদিকে তাদের পৌত্তলিক আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছেদে সহায়ক হয়। এই ব্যবস্থা পারিবারিক বন্ধনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয় যে দু'জন মুসলমান বা ধর্মভাই কোন রক্ত সম্পর্ক ছাড়াই একে অপরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত।[১৩] সামরিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে দু'জন মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির[১৪] লক্ষ্যে মুআখাত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছিল বলে যে মত রয়েছে কার্যত তার সত্যতা সমর্থিত হয় নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুআখাত ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় মক্কায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর একথা সুবিদিত যে সে সময়ে মুসলমানগণ কোন ক্রমেই যুদ্ধে রত করান, আক্রমণ করা বা প্রতিরক্ষা মূলক অবস্থান গ্রহণে নিরত ছিল না। তাছাড়া ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টির বিষয়টি পূর্বেই, এমনকি বদর[১৫] যুদ্ধের বহু আগে ঘটে। সামরিক ঐক্য অর্জনই যদি মুআখাতের লক্ষ্য হত তা হলে বদর যুদ্ধের পরপরই তা চালু হতে পারত। কারণ, বদর যুদ্ধোত্তর কালে মুসলমানদেরকে ক্রমাগত ভাবে বেশী বেশী করে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। আর এ সময়ে তাদের অনেক বেশি সামরিক শৃংখলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এখানে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইব্‌ন ইসহাক যে ১২ টি জুড়ির ধর্ম ভাই এর কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না।[১৬] এ সকল ঘটনা একত্র করলে দেখা যায় যে প্রথমদিকের মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সচেতনায় একটি পরিবর্তন আনাই ছিল মুআখাতের লক্ষ্য। মুআখাত বহুধা বিভক্ত আরব সমাজের গোত্র সমূহ ও যুদ্ধমান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি নয়া সমাজের অন্তর্ভুক্তির জন্য অগ্রসর হয়েছিল। ধনী মুসলমান কর্তৃক মুশরিক প্রভুদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে ইসলাম গ্রহণকারী দাসদের মুক্তি নিশ্চিত করা, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে নজিরবিহীন সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে দু'জন ধর্মভাইয়ের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ম চালুর ঘটনা মুসলিম সমাজ জীবনে এক নয়া সামাজিক নীতি কার্যকর হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এটি তাদের আত্ম-পরিচয়বোধকে শক্তিশালী এবং সংকটময় চরম দুর্দশার কালে তাদের নৈতিক মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।।

মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের পর মুআখাত এক নতুন মাত্রা লাভ করে। এরপর ১০ হিজরীর সফর মাসের গোড়ার দিকে /৬২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তা মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কার্যকর হয়।[১৭] এটা সত্য যে মুহাজিররা তাদের সকল সহায় সম্পত্তি মক্কাতে ফেলে শূন্য হাতে মদীনায় এসেছিলেন। মদীনার আনসারগণ তাদের মুহাজির ভাইদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। জানা যায় যে মহানবী (সাঃ) এর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী হিজরতের পূর্বেই মদীনা আগমন করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে তারা আমর ইবন আওফ গোত্রের প্রধান কুলসূম ইবন হিদমের মেহমান হিসাবে অবস্থান করেন। রাসূল (সাঃ) যখন

www.pathagar.com

মদীনা আগমন করেন তখনো তারা তাঁর কুবার বাসগৃহে অবস্থান করছিলেন।[১৮] অনুরূপভাবে বেশ কিছু সংখ্যক মুহাজির মদীনার আনসারদের মেহমান ছিলেন।[১৯] কিছু মুহাজির মদীনার আনসারদের কাছ থেকে আর্থিক বা বস্তুগত সাহায্য নিতে সবিনয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এঁরা ব্যবসা বানিজ্য শুরুর মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেন।[২০] তবে মুহাজিরদের বেশিরভাগই ছিলেন দরিদ্র ও দুঃস্থ। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মহানবী (সাঃ) আনাস ইব্‌ন মালিকের গৃহে সকল আনসার ও মুহাজিরকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। এক বর্ণনা মতে সেখানে ৪৫ জন মুসলমান উপস্থিত হন। তিনি প্রত্যেক মুহাজিরকে এক একজন আনসারের সাথে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করেন। আনসারগণ তৎক্ষণাৎ এ ব্যবস্থা মেনে নেন এবং তাদের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ মুহাজির ভাইদের সাথে ভাগ করে নেন।[২১] আনসারদের কেউ কেউ নিজেদের দু'জন স্ত্রীর একজনকে তালাক দেয়ার এবং তাদের মুহাজির ভাইদের সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু এ প্রস্তাব মুহাজিরগণ গ্রহণ করেন নি।[২২] বস্তুত মুআখাত মুসলিম সমাজকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ এবং উম্মাহ্‌কে সুসংহত করে। এভাবে আওসের একটি ক্ষুদ্র শাখা ও ইহুদীরা ছাড়া মদীনার সমগ্র জনগোষ্ঠীই ধর্মীয় বন্ধনের ভিত্তিতে এক অখন্ড সমাজে পরিণত হয়। মুসলমানদের নতুন সামাজিক চেতনা বোধের সর্বোত্তম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় হযরত সালমান ফারসীর বক্তব্যে। তাঁকে তাঁর বংশ পরম্পরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিয়েছিলেন 'আনা সালমান বিন ইসলাম' আমি সালমান, ইসলামের সন্তান[২৩]

মুআখাতের পর মহানবী (সাঃ)-এর কিতাব (সনদ) সমূহ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মদীনার জনসাধারণকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের আওতায় আবদ্ধ করে।

মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরই কিতাব[২৪] অথবা মদীনার সনদ[২৫] জারি করা হয়। ইবন ইসহাক এর কোন সঠিক তারিখ উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি সমগ্র দলিলটি মদীনায় মহানবী (সাঃ) এর জীবনকালের বিবরণ প্রদানের সময় উপস্থাপন করেছেন।[২৬] পণ্ডিতগণ মদীনা সনদ জারির বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করেছেন। ওয়েল হাউসেন,[২৭] কায়তানি[২৮] ও ওয়াট[২৯] এ তারিখকে বদর যুদ্ধের পূর্বে পক্ষান্তরে হিউবার্ট গ্রিম[৩০]ও অন্যান্যরা[৩১] তারিখটি বদর যুদ্ধের পর বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথমোক্তদের মতই অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, ইব্‌ন ইসহাক মদীনা অধ্যায়ের প্রথম দিকের বিবরণেই, এমনকি মুআখাতের বিবরণেরও পূর্বে, এর উল্লেখ করেছেন। যা হোক, এটি মুআখাতের পূর্বে না পরে তা নির্ধারণের ব্যপারটি জটিল। তবে মুআখাতের পরবর্তী সময়ে এটি জারির বিষয় অধিক যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। ওয়াট বদর যুদ্ধের পূর্ববর্তী একটি তারিখের সমর্থনে অকাট্য যুক্তি দিয়েছেন।[৩২]

সনদে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, ''এটি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রণীত কুরায়শ ও ইয়াসরিবের মধ্যে সকল বিশ্বাসী ও মুসলমানদের (আল মুমিনুল ওয়াল মুসলিমুন[৩৩]) এবং যারা তাদের অনুসারী এবং এভাবে যারা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যারা

www.pathagar.com

তাদের সাথে জেহাদে শামিল হয়''।[৩৪] এই দলিলে উল্লেখিত মুহাজির ও আনসারদেরকে অবশিষ্ট মানব গোষ্ঠী থেকে আলাদা করে এক ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ্ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩৫] এটি ছিল আল্লাহ্র সমাজ (উম্মাত আল্লাহ্) যার শাসনের অধিকার আল্লাহ্র এবং তাঁর নামে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর।[৩৬] দলিলের ১, ১৫ ও ২৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদে দেখা যায় যে একমাত্র মুসলমানরাই ছিল এ সমাজের সদস্য। কারণ ধর্মীয় বন্ধনের[৩৭] অর্থাৎ ইসলামের উপর এ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত ছিল।

উম্মাহ্ শব্দটি মূলত কুরআনের একটি পরিভাষা। মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকীর মতে কুরআনে উম্মাহ্ শব্দটি ৫১ বার ও এর বহুবচন উমাম শব্দটি ১৩ বার উল্লেখিত হয়েছে। আর মক্কায় এবং মদীনায় অবতীর্ণ সূরা সমূহের মধ্যে মাত্র ১৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৮] ওয়াট বলেন, যারা রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর বাণীকে গ্রহণ করেছে তাদের নিয়েই এ সমাজ গঠিত হয়েছিল।[৩৯] উম্মাহ্ শব্দটি একই অর্থে কমপক্ষে ৩০৩ টি হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪০] যারা বলেন যে মদীনার অমুসলিম ইহুদী ও পৌত্তলিকরা উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের এ মত শুধু দলিল বিরোধীই নয়, উপরন্তু ধর্মভিত্তিক উম্মাহ্র ধারণারও সম্পূর্ন পরিপন্থী।[৪১] পূর্বে উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ১-এ আনসার ও মুহাজিদেরকেই শুধু উম্মাহ্ ওয়াহিদাহ্ (এক সমাজ বলে) ঘোষণা করা হয়েছে, অন্যদের নয়। অনুচ্ছেদ ১৫তেও অনুরূপ ভাবার্থ প্রকাশিত হয়েছে যা ঘোষণা করে যে বিশ্বাসীরা একে অন্যের বন্ধু (মাওয়ালী)[৪২]। অন্যেরা তাদের বাইরে।[৪৩]অনুচ্ছেদ ২৫ এ বলা হয়েছে যে বনূ আওফের ইহুদীরা বিশ্বাসীদের বাইরে অন্য একটি সমাজ।[৪৪] ইহুদীদের কাছে ইহুদীদের ধর্ম এবং মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম। তাদের মাওয়ালী এবং তাদের প্রতিও এটা প্রযোজ্য।[৪৫] সকল তথ্য একত্রিত করলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে মদীনার নগররাষ্ট্রের মুসলমানগণ এককভাবে মুসলিম উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। সকল অমুসলমান, পৌত্তলিক, ইহুদী অথবা খৃষ্টানকে জিম্মির (নিরাপত্তাধীন) অথবা বড় জোর হালীফের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, যদিও এ ধারণার কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। কিন্তু মুসলমান ও ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল অনুচ্ছেদেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, অনুচ্ছেদ ১৬তে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে ইহুদীদের মধ্যে যে বা যারা আমাদের অনুসরণ করে, তাদের জন্য আমাদের সাহায্য (আল নাসর) ও সমর্থন (ইসওয়াহ্) রয়েছে।[৪৬] তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না বা তাদের শত্রুদেরও সাহায্য করা হবে না।" একইভাবে অনুচ্ছেদ ২৫-এ তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ২৪, ২৭ ও ৩৮ অনুচ্ছেদে সকল বিষয়ে মুসলমানদের সাথে তাদের সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। যাহোক, একথা নির্বিঘ্নে বলা যায় যে, ইহুদীদেরকে জিম্মির মর্যাদা দেওয়া না হলেও বড়জোর যে হালীফের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তা সুস্পষ্ট। মদীনার ইসলামী উম্মাহ্র সাথে অমুসলিমদের সংশ্লিষ্টতার মূল কারণ ছিল এই যে তারা মদীনার রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের মধ্যে বসবাস করছিল। একমাত্র এই একটি কারণেই তাদেরকে মদীনার সমাজে কোন না কোন পন্থায় আত্মীকরণ করা হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

তখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞাত পন্থা ছিল হিলফ এর গোত্রীয় সম্পর্ক যা তাদের জন্যে মঞ্জুর করা হয়েছিল।[৪৭] যা হোক, এ সংবিধান মুসলিম উম্মাহ্‌র সকল সদস্য ও সহযোগীদেরকে এক ঐক্যবদ্ধ দায় দায়িত্বে সংযুক্ত করেছিল। এর মধ্যে ছিল সংবিধানের বিধি অনুযায়ী রক্ত-পণ (মাআকিল বহুবচন মাকুলাহ্)[৪৮] পরিশোধ, শহরের সকল অধিবাসীর সাথে শান্তিতে বসবাস, বহিরাক্রমণ থেকে মদীনা ও মদীনার অধিবাসীদের রক্ষা এবং আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদেশ নিষেধ মেনে চলা। ইসলামী উম্মাহর তত্ত্বের বিপক্ষে ওয়েসহাউসেনের উত্থাপিত এবং ওয়াট ও অন্যদের সমর্থিত আরেকটি যুক্তি ইহুদী ও অন্যান্য অমুসলিম সদস্যদের অধিকার সম্পর্কে উপস্থাপিত হয়। এ যুক্তি ইসলামী উম্মাহ্‌র সকল সদস্যদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্যেই সমতা ও সম অধিকারের আহ্বান জানায়। সংবিধান তাদের সহ সকল মুসলমান এর জন্যেই ছিল অবৈষম্যমূলক। কারণ, সকলেই ছিল উম্মাহ্ ওয়াহিদাহ (এক সমাজ)। অন্যদিকে মুহাজির ও আনসারদের মত উম্মাহ্‌র সাথে ইহুদীদের তেমন কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল না এবং আসলে তাদের একই অধিকার বা দায়িত্বও ছিল না যা ওয়েলহাউসেন স্বীকার করেছেন।[৪৯] আশ্চর্য ব্যাপার যে ওয়াট এ বিষয়টি মোটেই উল্লেখ করেন নি। যা হোক, সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলো থেকে দেখা যায়, মদীনায় ইসলামী সমাজ কাঠামোতে ইহুদীদের স্থান ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায়। তাদের এ অবস্থান ছিল পরবর্তীকালের নিরাপত্তাধীন গোষ্ঠী বা জিম্মিদের অবস্থার সদৃশ।

সংবিধানের ৪৭ তম অনুচ্ছেদ[৫০] মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করলে মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। পূর্বেই উল্লেখিত প্রথমদিকের লাইনগুলোতে ইসলামী উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হিসাবে শহরের সকল মুসলিম, মুহাজির ও পুরনো বসতি স্থাপনকারীদের কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১-এ পুনরায় এর সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২ থেকে ১১তে রক্তপাত ও মুক্তিপণের বিষয়ে বলা হয়েছে যা আরবের গোত্রীয় কাঠামোতে সামাজিক নিরাপত্তার জন্যে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। মুহাজির কুরাশয়গণ, যাদেরকে বাস্তব কারণেই একটি গোত্র বা দলের বেশি কিছু বলে গণ্য করা হত না [৫১], তারা সহ শহরের প্রতিটি গোত্র-দলই একটি ইউনিট হিসাবে রক্তপণ পরিশোধ করতে বাধ্য ছিল।[৫২] অনুচ্ছেদ ১২ থেকে ১৯ পর্যন্ত মদীনার সকল অধিবাসীকে সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তবে ১৪, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদে মুসলমানদেরকে অধিকতর সুবিধাভোগীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের প্রাধান্য মদীনার অমুসলিমগণ মেনে নিয়েছিল। এমনকি এটাও স্বীকার করা হয়েছিল যে, কোন পৌত্তলিককে হত্যা করা হলে তার প্রতিশোধ নিতে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। প্রকৃত পক্ষে মদীনার যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছিল, মুসলমানদের সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হওয়া ছিল তারই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।[৫৩] যাহোক, মুসলমান, পৌত্তলিক ও ইহুদীরা সহ মদীনার সকল

www.pathagar.com

অধিবাসীই অনুচ্ছেদ ১৬, ১৭, ২১, ২২, ৪০, ৪১ ও ৪৭ এ সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে আরোপিত শর্তসমূহ মেনে চলতে বাধ্য ছিল। এ হিসাবে সকল ব্যক্তি ও গোত্র বা দল তাদের নিজেদের কাজের জন্য দায়ী ছিল এবং কেউই কোন অন্যায়কারীকে আশ্রয় দিতে পারত না তা সে যেই হোক না কেন।[৫৪] অনুচ্ছেদ ২৪ থেকে ৩৫ পর্যন্ত মদীনার ইহুদীদেরকে বিভিন্ন গোত্র বা দল এবং তাদের সামাজিক প্রথা ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে অনুচ্ছেদ ৩৬, ৩৭, ৩৮ ও ৪৬ এ ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক, মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সকল অভিন্ন স্বার্থের বিষয়ে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা অথবা যুদ্ধে তাদের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্য অনুচ্ছেদ সমূহ যেমন ১৮, ৩৮ ও ৪৫ এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদী ও মুসলমানগণ যুদ্ধের সময় পরস্পরকে সাহায্য এবং যৌথভাবে যুদ্ধের খরচ বহন করবে। অনুচ্ছেদ ৩৯ ও ৪৪[৫৫] এ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নগররাষ্ট্রকে রক্ষার দায়িত্ব মদীনার জনগোষ্ঠীর সকল অংশের উপরই সমভাবে অর্পিত হয়েছে। যেহেতু মদীনার জন্যে সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদ ছিল মক্কার কুরায়শরা, সে কারণে অনুচ্ছেদ ২০ ও ৪৩ এ বিশেষ করে মক্কার অধিবাসীদের এবং সাধারণভাবে অন্য শত্রুদের কোন সাহায্য বা নিরাপত্তা প্রদান না করার কথা বলা হয়েছে।[৫৬] এরপর অন্য ৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যাতে ইসলামী উম্মাহ্‌তে রাসূল (সাঃ) এর অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সকল বিরোধ বা বিবাদে মহানবী (সাঃ) ছিলেন একমাত্র এবং চূড়ান্ত বিচারক (অনুচ্ছেদ ২৩)। মুসলমান বা অমুসলমান কেউই তাঁর বিনা অনুমতিতে যুদ্ধে যেতে পারত না (অনুচ্ছেদ ৩৬)। উপরন্তু অনুচ্ছেদ ৪২এ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে যখন লোকদের মধ্যে কোন গোলযোগ বা ঝগড়া লাগে যা থেকে বিপর্যয়কর কিছু ঘটার আশংকা থাকে, সে সব বিষয় আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের (সাঃ)-এর কাছে পেশ করতে হবে।" এভাবে ধর্মীয় বিষয় ব্যতীত বেসামরিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয় সহ সকল বিষয়েই মহানবী (সাঃ) এর সর্বোচ্চ ও দ্ব্যর্থহীন কর্তৃত্ব মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের প্রথম পর্যায়েই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৫৭] যেহেতু নবুয়ত প্রাপ্তিই ছিল তাঁর কর্তৃত্বের মূল উৎস সে কারণে ইসলামী রাষ্ট্রটি আল্লাহ্‌র সরাসরি নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও শাসিত হত। সুতরাং মুআখাতের পর মদীনার সংবিধানই ছিল ইসলামী উম্মাহ্‌র গঠন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রম উন্নয়নে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

গোড়ার দিকের সেনা অভিযানগুলোর প্রেক্ষিতে এর পরপরই মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত আরব গোত্রগুলোর সাথে বেশ কিছু চুক্তি সম্পাদিত হয়। আর এ সব অভিযান মুসলিম উম্মাহ্‌ ও ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে তৃতীয় পর্যায় হিসাবে ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সূত্র মতে মহানবী (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার ছয় মাসের মধ্যেই পার্শ্ববর্তী একটি গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন।[৫৮] ওয়াকিদী বলেন, এরপর হিজরতের ১৮ মাসের মধ্যে মদীনার চারপাশের অঞ্চলগুলোর বিভিন্ন অংশে আরো সাতটি সেনা অভিযান প্রেরিত হয়।[৫৯] এসব অভিযানের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু লেখক সামগ্রিকভাবে ভুল বুঝেছেন। এর

www.pathagar.com

একটি আংশিক কারণ হল বিভিন্ন তথ্য সূত্রে উল্লেখিত সাধারণ বিবরণের উপর তাদের বাছবিচারহীন নির্ভরতা এবং অন্য একটি কারণ, প্রথমদিকের লেখকদের বিবরণে উল্লেখিত অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাদের বদ্ধমূল ধারণা। মনে হয় যে প্রাথমিক আমলের সূত্রগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি কুরায়শদের ঈর্ষা ও শত্রুতা সম্পর্কে এমনি এক বদ্ধমূল ধারণায় আচ্ছন্ন ছিল যে তারা মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিটি কাজকেই মক্কার শক্তিশালী কুরায়শ গোষ্ঠীর বিরোধী বলে গণ্য করে। এটি বহু আধুনিক লেখককেই সূত্রগুলোর বিবরণকে যাচাই বাছাই না করে সে গুলোর উপর নির্ভরশীল করেছে। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর প্রথম দিকের অভিযানগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হলে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হামযাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের অধিনায়কত্বে পরিচালিত অভিযানটিকে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম অভিযান বলে যদি ধরা হয়[৬০] তাহলে দেখা যায় যে এটি প্রথম হিজরীর রমযান/৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চে লোহিত সাগর তীরবর্তী আল ঈস[৬১] অভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাবারীর গ্রন্থ[৬২] ও উসদুল গাবাহ্‌তে[৬৩]বলা হয়েছে যে এটা ছিল জুহায়নাহ কওমের এলাকা এবং তারা ছিল খাযরাজ গোত্রের হালীফ। সম্ভবত ৬১৫ খৃষ্টাব্দে তারা বুয়াস এর যুদ্ধে তাদের পক্ষে লড়াই করেছিল।[৬৪] অনুরূপভাবে মুযায়নাহ গোত্র ছিল আওস এর–হালীফ এবং তারাও তাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।[৬৫] মহানবী (সাঃ)–এর মদীনায় হিজরতের পর একদিকে খাযরাজ ও জুহায়নাহ এবং অন্যদিকে আওস ও খুযায়নাহর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। সুতরাং ওয়াট যেমনটি স্বীকার করেছেন যে স্বাভাবিক কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মদীনায় আগমনের প্রথম থেকেই এসব গোত্রের সাথে একটি পরোক্ষ জোট গঠনের কথা বলে থাকতে পারেন।[৬৫] মদীনার প্রভাব বলয়ের মধ্যে বাস করার কারণেই বিশেষ করে জুহায়নাহ্‌ ও মুযায়নাহ এবং সাধারণভাবে মদীনার সন্নিহিত. অঞ্চলে বসবাসকারী গোত্রগুলো বাস্তব কারণেই মহানবী (সাঃ) এর মাঝে মিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। এই সময়ে এ জোট কার্যকর হয়েছিল এবং কুরায়শদের কাফেলাকে বাধা দেয়ার চাইতে জুহায়নাহ্‌র সমর্থন নিশ্চিত করাই ছিল হামযাহর অভিযানের প্রধান লক্ষ্য। উল্লেখ্য, জুহায়নাহ ও মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছাড়া মুসলমান ও মক্কাবাসীদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করা জুহায়নাহ্‌র মাজদী ইব্‌ন আমরের পক্ষে সম্ভবপর হত না।[৬৬]

প্রথম হিজরীর শাওয়াল/৬২৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে উবায়দাহ্‌ ইবনুল হারিসের নেতৃত্বে রাবিগ[৬৭] উপত্যকায় দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী এ বাহিনী ছানিয়াতুল মুররাহর নিচে হিজাযের পানি পর্যন্ত গমন করে এবং সেখানে বিপুল সংখ্যক কুরায়শের সাথে তাদের লড়াই হয়।[৬৮] তাঁর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় যে কুরায়শ কাফেলার বিরুদ্ধে এ অভিযান প্রেরিত হয় নি। কুরায়শদের সাথে তাদের লড়াই ছিল আকস্মিক ঘটনা মাত্র যেমনটি প্রথম অভিযানের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

www.pathagar.com

হামযাহ ও উবায়দাহ্‌র নেতৃত্বে এ দু'টি অভিযান ছাড়া সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে প্রথম হিজরীর যিলকদ। ৬২৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আল-খারার[৬৯]এ তৃতীয় আরেকটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। কাদের বিরুদ্ধে এ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল সে ব্যাপারে সূত্রগুলো কিছু উল্লেখ করে নি। তারা শুধু এটুকু বলেই ছেড়ে দিয়েছেন যে মুসলিম সেনাদল খারার গিয়েছিল এবং সেখানে কোন যুদ্ধ হয় নি, তাই অভিযানকারীরা মদীনা প্রত্যাবর্তন করে।[৭০] এরপর মহানবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বে আবওয়ায়[৭১] অথবা ওয়াদ্দানে[৭২] প্রথম হিজরীর সফর/৬২৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট[৭৩], বুওয়াত–এ[৭৪] ২ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর[৭৫], সাফওয়ানে[৭৬] কুরজ আল–ফিহরির[৭৭] বিরুদ্ধে একই মাসে[৭৮] এবং আল–উশায়রায়[৭৯] ২ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল/৬২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে[৮০] মোট ৪টি অভিযান পরিচালিত হয়। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ এর নেতৃত্বে নাখলাহতে[৮১] ২ হিজরীর রজব/৬২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বদর যুদ্ধের পূর্বে সর্বশেষ অভিযানটি প্রেরিত হয়। প্রথম দিকের অধিকাংশ সূত্রের বর্ণনার পাশাপাশি আধুনিক লেখকগণও মনে করেন যে প্রথম দিকের সবগুলো অভিযানই কুরায়শদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যকার বানিজ্য পথের মদীনার প্রভাবাধীন ভূখণ্ড অতিক্রমকারী কুরায়শদের কাফেলাকে বাধা দান করাই ছিল অভিযানকারীদের প্রধান লক্ষ্য। তারা আরো বলেছেন যে অধিকাংশ অভিযানেই তারা শত্রুপক্ষের কোন কাফেলার দেখা পায় নি। কেননা মুসলিম অভিযানকারীদের আসার খবর পেয়েই তারা সরে পড়ত।[৮২] কোন সন্দেহ নেই যে প্রাথমিক সূত্রগুলোর সাধারণ মন্তব্য থেকেই এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তারা প্রথমদিকের কিছু অভিযানের বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে কুরায়শদের বাধা প্রদানই সেগুলোর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তথ্য সূত্রের উৎস সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে প্রাথমিক সূত্রসমূহ প্রথম দিকের অভিযানগুলোর যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিছক ধারণা প্রসূত ও বাস্তব ঘটনা বহির্ভূত। কৌতূহলের বিষয় যে এসব অভিযানের বিশদ বিবরণ এই বিশেষ ঐতিহাসিকগণের ধারণার সাথে খাপ খায় না। যেমন, প্রথম দু'টি অভিযান কাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল ইবন ইসহাক মোটেই তার উল্লেখ করেন নি। তিনি শুধু বলেছেন যে সে গুলো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছালে সেখানে ঘটনা চক্রে কুরায়শ কাফেলার সাথে তাদের মোকাবেলা হয়।[৮৩] এটা কার্যত ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা, উদ্দেশ্যমূলক নয়। ইবন ইসহাকের পরে রয়েছেন ইবন হিশাম[৮৪], ওয়াকিদী[৮৫], ইবন সাদ এবং উসদুল গাবাহ।[৮৬]একমাত্র তাবারী বলেছেন যে প্রথম দু'টি অভিযান মক্কার কাফেরদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে প্রেরিত হয়।[৮৭] সা'দ এর আল–খারার অভিযান সম্পর্কে সকল সূত্রই একমত যে মক্কার কাফেলার বিরুদ্ধেই এটি প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু কাফেলাটি একদিন আগেই নির্দিষ্ট স্থানটি অতিক্রম করায় মুসলিম বাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়নি।[৮৮] মহানবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ৪টি অভিযান সম্পর্কেও

www.pathagar.com

তারা চিরাচরিত ধারণার বশে বলেছেন যে সেগুলো কুরায়শদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। অথচ তারা মক্কার কাফেলা সম্পর্কে কোন প্রসংগ উল্লেখ করেন নি। ওয়াদ্দান অভিযানের বিবরণ দিতে গিয়ে তারা কিনানার শাখাগোত্র বনূ যামুরাহর সাথে মহানবী (সাঃ)-এর সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কেই সকল বর্ণনা কেন্দ্রীভূত রেখেছেন। এ চুক্তির ফলে বনূ যামুরাহর নেতা মাখশি ইবন আমর আল-দামারির[৮৯] মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবন ইসহাক[৯০] ও ওয়াকিদীর[৯১] মতে বুওয়াতের গাযওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কাফেলার উপর হামলা করা। কিন্তু মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছানোর একদিন আগেই কুরায়শরা সরে পড়ে। ইবন সাদ যদিও বহু বর্ণনার ক্ষেত্রে তার উস্তাদকেই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যে বুওয়াত ছিল জুহায়নার[৯২] ভূখন্ড এবং ইবন ইসহাকের[৯৩] বর্ণনামতে সেখানে প্রায় একমাস ধরে একটি মুসলিম বাহিনী অবস্থান করেছিল। উশায়রাহতে মহানবী (সাঃ) এর অভিযান প্রসঙ্গে সূত্রসমূহ সাধারণভাবে মক্কার কাফেলাগুলোকে বাধা প্রদানই এর লক্ষ্য ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তারা শুধু মহানবী (সাঃ) এর অভিযানের পথ এবং বনূ মুদলিজ ও তাদের মিত্র বনূ দামরার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিবরণ প্রদান করেন নি। এখানে এমনকি মক্কার কাফেলার কথার উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নি।[৯৪] তাবারী তাকেই সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেছেন।[৯৫] তবে ওয়াকিদী মক্কার কাফেলার পণ্য সামগ্রীর পরিমাণের কথা জানিয়েছেন।[৯৬] একমাত্র ইবন সাদই বলেছেন যে কাফেলাটি কয়েকদিন আগেই ঐ স্থান অতিক্রম করে গিয়েছিল।[৯৭] নাখলাহ্ অভিযানের ব্যাপারে সকলেই এই ব্যাপারে একমত যে মক্কার কুরায়শদের তৎপরতা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যই এ অভিযানটি প্রেরিত হয়েছিল।[৯৮] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে যা ঘটেছিল তা ছিল অভিযানকারী দলের নেতার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের পরিণতি এবং এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নিজের এখতিয়ার লংঘনের জন্য তিনি ভীষণভাবে তিরস্কৃত হন।[৯৯] বিভিন্ন সূত্রের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে কুরায়শ কাফেলাগুলোকে আক্রমণ করা এসব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না। এ গুলো ছিল তথ্য সংগ্রহ্ এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অগ্রবর্তী দল মাত্র। বনূ মুদলিজ, বনূ যামুরাহ্, গিফার, আসলাম, মুযায়নাহ্, জুহায়নাহ ও অন্যান্য গোত্রের সাথে বন্ধুত্ব ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা থেকে তার প্রমাণ মেলে।[১০০]

অভিযানকারী মুসলিম দল ও কুরায়শ কাফেলাগুলোর তুলনামূলক শক্তি বিচার করলে দেখা যায়, কাফেলাগুলোর উপর আক্রমণ চালানোর জন্যে এসব অভিযান প্রেরণ করা হয়নি। মুসলমানরা তার চেয়ে সংখ্যায় ১০ গুণ বড়[১০১] কুরায়শ কাফেলাগুলোর উপর সম্মুখ হামলার ঝুঁকি নিতে পারত না। আকস্মিক হামলার বিষয়টি ছিল চিন্তা বহির্ভূত। কৌতূহলের বিষয় যে প্রথম দু'টি অভিযানে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও কুরায়শরা কেন মুসলিম সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেনি তা বোধগম্য হয় না। যদি ধরা যায় যে জুহায়নাহ্ গোত্র প্রধানের মধ্যস্থতার কারণে তারা প্রথম অভিযানের সময় মুসলিম সেনাদের

www.pathagar.com

ধ্বংস করতে পারে নি, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় দ্বিতীয় অভিযানের ক্ষেত্রে কি বাধা ছিল?

এছাড়া মহানবী (সাঃ) পরিচলিত ৪টি গাযওয়াত প্রসঙ্গে সূত্রগুলো অভিযান এলাকায় মুসলিম বাহিনীর অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। ওয়াদ্দান অভিযানকালে রাসূল (সাঃ) সেখানে প্রায় এক পক্ষকাল অতিবাহিত করেন।[১০২] আবার বুওয়াত ও আল উশায়রাহ অভিযান কালে তিনি এ দু'টি স্থানেই প্রায় একমাস অবস্থান করেন।[১০৩] এসব এলাকায় রাসূল (সাঃ) এর দীর্ঘদিন অবস্থান থেকে পরোক্ষভাবে এ সমর্থনই মেলে যে মদীনার পশ্চিমে বসবাসরত গোত্রগুলোর উপর জয়ী হওয়াই ছিল এসব সামরিক অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্য। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে মুহাজির ও আনসার ছাড়াও মহানবী (সাঃ) প্রথমদিকে এসব গোত্রের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিলেন।

ইসলামী বাহিনীর প্রথমদিকে অভিযানগুলোর গন্তব্যস্থল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাফওয়ান ও নাখলাহ্ অভিযান ছাড়া বাকি গুলোর অবস্থানের দূরত্ব মদীনার ৩০ থেকে ১০০ মাইলের মধ্যে ছিল। নিম্নোক্ত ছক থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবেঃ

ক্রমিক নং	অভিযানের নাম	গন্তব্যস্থল	মদীনা থেকে দূরত্ব
১.	হামযাহ্র সারয়া	আল-ঈস	প্রায় ৩০ মাইল
২.	উবায়দাহ্র সারয়া	রাবিগ	" ৬০ মাইল
৩.	সা'দ এর গাযওয়াহ	আল খারার	" ১০০ মাইল
৪.	ওয়াদ্দানের গাযওয়াহ্	ওয়াদ্দান	" ৮০
৫.	বুওয়াতের গাযওয়াহ	বুওয়াত	" ৪০
৬.	আল-উশায়রাহ্র গাযওয়াহ	আল-উশায়রাহ্	" ৯০

এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ স্থানগুলো মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যকার বানিজ্য পথে অবস্থিত ছিল না।

তাহলে মক্কার কাফেলা সমূহের ঘন ঘন সিরিয়া গমন নিয়ে প্রশ্ন আসে। যদি মেনে নেয়া যায় যে কুরায়শদের বানিজ্য কাফেলা প্রায়ই সিরিয়া গমন করত তা হলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে সিরিয়ার সাথে মক্কার বানিজ্যের পরিমাণ ছিল বিপুল। কিন্তু আসলে তা সত্য ছিল না। মুসলমানগণ মক্কার যতগুলো কাফেলার উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল বলে অনুমান করা হয় তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে ৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ থেকে ৬২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত ১০ মাসে মক্কার বণিকরা সিরিয়াতে ৬টি বানিজ্য কাফেলা প্রেরণ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তীতে ৬২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চে বদর যুদ্ধ থেকে ৬২৮ খৃষ্টাব্দের আল হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ৪ বছরে মক্কা থেকে মাত্র দুটি বানিজ্য কাফেলার সিরিয়া গমনের কথা শোনা যায়। এ দু'টি কাফেলাই যায়দ বিন হারিসার নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম বাহিনী কর্তৃক যথাক্রমে ৩ হিজরীর জমাদিউস সানী/৬২৪ খৃষ্টাব্দের

www.pathagar.com

নভেম্বর এবং ৬ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল/ ৬২৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আক্রান্ত হয়েছিল[১০৪] এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় সাধারণভাবে যেমন বিশ্বাস করা হয় তদনুযায়ী প্রথমদিকের অভিযানসমূহ আসলেই কি মক্কার কাফেলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছিল? কিছু আধুনিক লেখক[১০৫]বলেন যে মক্কার কুরায়শদের উস্কানি দেয়াই এসব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। 'বানিজ্যের প্রতি হুমকি' দেখা দেওয়ায় মক্কা বাসীরা ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এসব বর্ণনা প্রকৃত তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। বুখারীর একটি হাদীস থেকে আভাস পাওয়া যায় যে বদর যুদ্ধর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত মক্কার বানিজ্যের কাফেলার প্রতি কোন হুমকি সৃষ্টি হয়নি।[১০৬] কুরায়শরা পক্ষান্তরে অত্যন্ত সচেতন ছিল যে সিরিয়াগামী তাদের বানিজ্য পথটি মদীনার মুসলিম প্রভাবিত এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদের বানিজ্যিক স্বার্থ ব্যাহত করতে পারে এমন লোকদের সাথে তারা বৈরিতা পরিহার করে চলত। আবু যার গিফারীর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর সাথে কৃত আচরণ থেকেও এ ব্যাপারে কুরায়শদের বিবেচনা বোধের পরিচয় মেলে।[১০৭] যাহোক, আবূ জাহলের প্রতি সা'দ ইবন মু'আযের হুমকি থেকে দেখা যায় যে মুসলমানগণ হিজরতের পর থেকে বদর যুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে মক্কাবাসীদের উস্কানি দেয়ার মত কিছু করে নি। উপরন্তু সশস্ত্র সংঘাতের ফলে ব্যবসা বানিজ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টিও কুরায়শরা সম্যক উপলব্দি করতে পেরেছিল। রাযযিয়ার (বানিজ্য কাফেলার উপর বেদুইন দস্যুদের হামলা) ঘটনাগুলো তাদের কছে এ সত্য তুলে ধরে। যে সব গোত্র দস্যুতা ও রাহাজানির জন্য পরিচিত ছিল, কুরায়শরা বুদ্ধি করে তাদের সাথে পারস্পরিক সাহায্য ও সৌহার্দ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পরবর্তী সময়ে ইয়ানবুর সন্নিকটে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় ৭০ জন মক্কী মুসলমান রিফিউজীর একটি ক্ষুদ্র দলের সাথেও তারা কোন গোলযোগ করেনি। যদিও তারা সিরিয়ার সাথে মক্কার বানিজ্য পথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১০৮] এ সব ঘটনা একত্রিত করলে দেখা যায় যে প্রথম দিকের মুসলিম অভিযানগুলো মক্কার বানিজ্য কাফেলার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি। কার্যত মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে বসবাসরত বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং তাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের চুক্তি স্বাক্ষর করাই ছিল এসব অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য। ৬২৪ খৃষ্টাব্দের শুরুতে ন্যূন পক্ষে মদীনার একেবারে লাগোয়া এলাকা সমূহ ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত এবং তাদের অধিবাসীবৃন্দ ইসলামী উম্মাহ্র অংশে পরিণত হয়।

২ হিজরীর রমজান/ ৬২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সংঘটিত বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিতে মদীনার প্রভাব বলয়ের সম্প্রসারণ এবং তার পরিণতিতে মুসলিম উম্মাহ্র বিস্তৃতি লাভের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়। মক্কার শক্তিশালী কুরায়শ অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে দুর্বল মুসলিম বাহিনীর বিজয় লাভ ছিল এমনই বিস্ময়কর ও অভাবিত যে সমগ্র আরব কার্যত স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে আরবের রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলেও কুরায়শদের মর্যাদা ও সামরিক শক্তির বিপুল ক্ষতি সাধিত

www.pathagar.com

হয়।[১০৯] অন্যদিকে আরবদের বিশেষ করে মদীনার সন্নিকটে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সঙ্গে মহানবী (সাঃ) এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[১১০] তারা এখন মক্কার কুরায়শদের একচ্ছত্র শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সফল চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি অনুধাবন করতে শুরু করে। এটা খুবই সম্ভব যে এরপর বহু গোত্রই মহানবী (সাঃ) এর আনুগত্য স্বীকার করে। ইতিমধ্যে প্রতিবেশি যেসব গোত্রের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা আরো শক্তিশালী হয় এবং এরপর মদীনার প্রতিবেশী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গোত্র জুহায়নাহ্ ও মুযায়নাহ্‌র বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণ করা হয়নি।

যাহোক, বদর যুদ্ধে উদ্ধত ও অহংকারী কুরায়শদের পরাজয় ছিল তাদের জন্যে একটি বড় রকমের উস্কানিও বটে এবং এর প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তাদের আহত অংহবোধ তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সুতরাং ২ হিজরী/৬২৪ খৃস্টাব্দ থেকে ৮ হিজরী/৬৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমান ও কুরায়শদের সঙ্গে যে সব লড়াই হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সে গুলো কুরায়শদের হারানো মর্যাদা ও অবস্থান পুনরুদ্ধারের দুর্নিবার ইচ্ছার কারণেই ঘটেছিল। উহুদ যুদ্ধের (৩ হিজরী/ ৬২৫ খৃস্টাব্দ) ফলাফল মক্কার কুরায়শদের পক্ষে গেলেও মুসলিম পক্ষ শিগগিরই এ ক্ষণস্থায়ী বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে।[১১১] দু'বছর পর ৫ হিজরী/৬২৭ খৃস্টাব্দে মদীনার বিরুদ্ধে কুরায়শদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে স্পষ্টভাবে তাদের মর্যাদার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।[১১২] ৬ হিজরী/৬২৮ খৃস্টাব্দে আল-হুদায়বিয়ার বিখ্যাত সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১১৩] আপাত দৃষ্টিতে এ চুক্তি মক্কার কুরায়শদের জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় বলে মনে হলেও খুব শিগগিরই এটা স্পষ্ট হতে থাকে যে মক্কাবাসীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, আর তারা সে মাটিতে পা রাখার জন্য লড়াই করছে। এ চুক্তি থেকে দেখা যায় কুরায়শদের নেতৃত্ব বিভ্রান্ত এবং তাদের অনুগত লোকজনের মনোবল ভেঙ্গে পড়ায় তারা হতাশ হতে থাকে। বস্তুত এ চুক্তি ছিল মক্কাবাসীদের জন্য এক কূটনৈতিক পরাজয়, কারণ তারা অসতর্কভাবে মদীনাকে সমান মর্যাদা প্রদান করে ফেলে।[১১৪] হুদায়বিয়ার চুক্তির পর সকল ঘটনাপ্রবাহ যেন সম্মিলিতভাবে মক্কার পতন সূচিত করে। ৬৩০ খৃস্টাব্দে বিজয়ীর বেশে মহানবীর (সাঃ) মক্কা প্রবেশ তারই প্রমাণ বহন করে।[১১৫] তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ থেকে বিশেষ করে মক্কা ও মদীনার মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষ থেকে দেখা যায় যে মক্কা যখন দিন কে দিন তার পায়ের তলা থেকে মাটি হারাচ্ছে তখন মদীনা ধীরে ধীরে একটি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

মহানবী (সাঃ)-এর মনোযোগের অধিকাংশই মক্কার ঘটনাবলী দখল করে রাখলেও তিনি অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়ার কথা ভোলেন নি। খুবই ধীরে অথচ সংহত ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটে চলছিল। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর সদয় আচরণ তাঁর নিরপেক্ষতা অর্জন করে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তা মুসলমানদের পক্ষে সমর্থন হয়েও দেখা দেয়। কুরায়শদের কতিপয় শীর্ষ নেতার ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ প্রদর্শন করায়[১১৬] তা কার্যত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান শত্রুদেরকে দুর্বল করে ফেলে। এতে তার অতি বড়

www.pathagar.com

শত্রুরাও উপলব্ধি করে যে মহানবী (সাঃ) আদৌ তাদের ধ্বংস কামনা করেন না। তবে রাসূল (সাঃ) তার হালীফ ও মিত্রদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক মনোভাব বরাদাশত করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

মুসলিম উম্মাহর কিছু ইহুদী হালীফের[১১৭] হত্যা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো বিনষ্টের জন্য তাদের চক্রান্তমূলক কর্মকান্ডের পরিণতি। অথচ তারাই পূর্বে এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিল। কিছু পণ্ডিত এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন যে রাসূল (সাঃ) তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা বরদাশত করতে পারতেন না।[১১৮] কিন্তু তা আদৌ সত্য ছিল না। তিনি তাঁর বিরোধীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন, এমনকি যারা উম্মাহ্‌র সদস্য ছিল না, তাদের প্রতিও তিনি অভিন্ন ব্যবহার করতেন। কুরায়শ বংশের আমীর গোত্রভুক্ত, মক্কার একজন বিখ্যাত কবি ও বক্তা সুহায়ল ইবন আমরের ঘটনা থেকে এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।[১১৯] কিন্তু উম্মাহ্‌র কোন সদস্য কর্তৃক বহিঃশত্রুকে নৈতিক বা বস্তুগত সাহায্য প্রদান ছিল বিশ্বাসঘাতকতা এবং কোন অবস্থাতেই তা বরদাশত করা হত না। যাহোক, ইসলামী উম্মাহ্‌র অভ্যন্তরে বিরোধীদের প্রতি মহানবীর (সাঃ) কঠোর মনোভাব তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। বনূ খাতামাহ্‌র ঘটনা থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। অনুরূপভাবে ২ হিজরীর যিলকদ/ ৬২৬ খৃষ্টাব্দ এবং ৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যথাক্রমে দুটি ইহুদী গোত্র বনূ কায়নুকা[১২০] ও বনূ নাযীর[১২১] কে মদীনা থেকে বহিষ্কার এবং ৫ হিজরীর যিলকদ/ ৬২৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বনূ কুরায়যাহ গোত্রের হত্যাকান্ডের ঘটনা[১২২] প্রকৃতপক্ষে ছিল তাদের অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা মূলক কর্মকান্ডের ফল। তবে একজন আধুনিক ঐতিহাসিক এ হত্যাকান্ডের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[১২৩] যাহোক, বদর যুদ্ধের পর দু'বছরের সামান্য কিছু বেশী সময়ের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার এসব দুষ্ট শক্তিকে[১২৪] নির্মূল করা হয় এবং এর ফলে রাষ্ট্রের বিস্তার ও প্রভাব বলয় সম্প্রসারণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বদর যুদ্ধে শক্তিশালী কুরায়শদের বিরুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর বিজয় একাধারে তাঁর কাজকে সহজ ও কঠিণ করে তোলে। মক্কাবাসীদের পরাজয় কিছু গোত্রকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার করতে বাধ্য করলেও অন্যদিকে বিরোধের ক্ষেত্রও বিস্তার লাভ করে। ফলে মহানবী (সাঃ) কে একই সাথে একাধিক রণাঙ্গনে এবং শত্রুর সাথে লড়াই করতে হয়। ২ হিজরী/৬২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্বাঞ্চলের অত্যন্ত শক্তিশালি গোত্র সুলায়মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ৪ হিজরীর সফর/৬২৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই থেকে ৬ হিজরীর রবিউস সানী/ ৬২৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে ৩টি অভিযান পরিচালিত হয়। প্রথম দু'টি অভিযানের নেতৃত্ব দেন মহানবী (সাঃ) স্বয়ং। তিনি গোলাযোগের উৎসকেন্দ্রগুলো সমূলে বিনষ্ট করেন। প্রথম দিকের ঐতিহাসিকরা বলেন, মহানবী (সাঃ) তাদের এলাকার অভ্যন্তরে আল-কুদর নামক স্থান দখল করেন এবং ১৫ দিন অবস্থানের পর কোন লড়াই ছাড়াই মদীনা ফিরে আসেন।[১২৫] দ্বিতীয় অভিযানে (৩ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল/৬২৪ খৃষ্টাব্দের

www.pathagar.com

অক্টোবর-নভেম্বর মুসলিম) বাহিনী পার্শ্ববর্তী আল-ফুর থেকে হিজাযের বাহ্‌রায়ন এর মত সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছেন। তারা সেখানে দু'মাস অবস্থান করেন এবং কোন লড়াই ছাড়াই মদীনায় ফিরে আসেন।[১২৬] ৪ হিজরীর সফর/৬২৫ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে সংঘটিত হয় সেই বি'র-মাউনা'র মর্মান্তিক হত্যাকান্ড। গাতফান বংশের বনূ মালিকের আমির ইব্‌ন তুফায়ল বনূ সুলায়মের ৩টি তৈরী গোত্র উসায়য়াহ্‌, রি'ল ও যাকওয়ানের সাহায্যে ৭০ জন মুবাল্লিগকে হত্যা করে।[১২৭] দু'বছর পর সুলায়মের ৭শ' সৈন্যের এক বাহিনী মদীনা অবরোধে অংশগ্রহণ করে।[১২৮] যাহোক, সুলায়মের বিরুদ্ধে তৃতীয় ও শেষ অভিযান প্রেরিত হয় ৬ হিজরীর রবিউস সানী/৬২৭ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যায়দ বিন হারিসার নেতৃত্বে। তিনি লড়াই করেন নি তবে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসেন।[১২৯] এরপর সুলায়মের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরিত হয়নি বলেই মনে হয়। এর কারণ, গোত্রটি অথবা এর কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[১৩০] আরো মনে হয়, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর পুরো গোত্রই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে এসেছিল।[১৩১] ৮ হিজরী/৬২৯ খৃস্টাব্দের শুরুতে সুলায়ম গোত্র সম্পূর্ণরূপে ইসলামী উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মক্কা বিজয়ে সুলায়ম গোত্রের প্রায় ১ হাজার সৈন্য মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করে।[১৩২]

৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দুটি পূর্বাঞ্চলীয় গোত্র মুহারিব ও সালাবাহ্‌ মহানবী (সাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা ছিল গাতফানের অংশ। মদীনায় খবর এসে পৌছে যে বিভিন্ন দিক দিয়ে মদীনায় হামলা করার জন্য তারা যু' আমার-এ সমবেত হচ্ছে।[১৩৩] মহানবী (সাঃ) ৫০ জন সৈন্যের একটি অপেক্ষাকৃত বড় সেনাদল ও বেশ কিছু অশ্ব নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হন।[১৩৪] তবে তিনি পৌছার আগেই শত্রুরা সেখান থেকে সরে পড়ে।[১৩৫] তাঁর এ অভিযান গাতফানের দু'টি গোত্র বিশেষ করে মুহারিব গোত্রের মনে ভীতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পরে মুহারিবের বেশির ভাগ লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। কারণ এরপর মাত্র ৩০ জন সৈন্যের একটি বাহিনী তাঁদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল।[১৩৬] সূত্র গ্রন্থসমূহ এ অভিযানের সময় দু'টি গোত্রের আরো কিছু লোকের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছে।[১৩৭] এ থেকে ধারণা করা হয় যে যু-আমার[১৩৮] এর গাযওয়ার পর পরেই মুহারিব গোত্র ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে চলে এসেছিল।

তবে সালাবাহ্‌ গোত্র এর পরও কিছুদিন ধরে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ অব্যাহত রাখে। এর ফল হিসাবে ৬২৬-৬২৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে আরো ৫টি অভিযান প্রেরণ করা হয়। এর সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাতু'র রিকাহ্‌র বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযান।[১৩৯] ৫ হিজরীর মুহাররম/৬২৬ খৃস্টাব্দের জুন মাসে এই অভিযান পরিচালিত হয়। বিভিন্ন সূত্রমতে এ অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৪০০-৮০০।[১৪০] জাতু'র-রিকাহ্‌ গোত্রের অবাধ্যতামূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে এ অভিযান এক বিরাট নিবৃত্তকারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এরপর থেকে মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে সালাবাহ্‌র তীব্র বিরোধিতার অবসান ঘটে। এটা সম্ভবত তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

প্রেরিত ৪টি অভিযানের কারণে হয়েছিল যা মূলত ছিল ১০,[১৪১] ৪০,[১৪২] ১৫,[১৪৩] ও ১৩০,[১৪৪] জনের ৪টি ক্ষুদ্র দলের অভিযাত্রা। এসব অভিযান সামগ্রিকভাবে সম্ভবত এ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়নি। বৈশিষ্ট্যগত ভাবে এ অভিযানকারী দলগুলো ছিল গোলযোগ সৃষ্টিকারী অথবা দস্যুদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত দলের অনুরূপ। যাহোক এটা স্পষ্ট যে ৬২৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ (৭ হিজরীর শেষ দিকে) সালাবাহ্ গোত্রের মধ্যে ইসলামের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তবে গাতফানের সাথে এর পরও কিছু দিন সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল।

উহুদ যুদ্ধের ৩ মাস পর (৪ হিজরীর মুহাররম/৬২৫ খৃষ্টাব্দের জুন) তায়ীর পার্শ্ববর্তী, গাতফানের উত্তর ও পূর্বদিকে বসবাসকারী পূর্বাঞ্চলীয় খুযায়মাহ্র আরেকটি গোত্র বনূ আসাদ গোলযোগ সৃষ্টি করতে শুরু করে। তারা মুসলমানদের উপর আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে পরাজিত করার পরিকল্পনা করে।[১৪৫] কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠিয়ে তাদের এই পরিকল্পনায় বাধা প্রদান করেন। শত্রুরা যুদ্ধ না করেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুসলমানদের হাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গনিমতের মাল আসে।[১৪৬] এ অভিযানের ফলে আসাদ গোত্রের লোকদের মধ্যে এমনই ভীতির সঞ্চার হয় যে একটা উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত তারা আর সীমান্তে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করেনি। দু' বছর পর ৬ হিজরীর রবিউস সানী/৬২৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আসাদ গোত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশের বিরুদ্ধে আল-গামর[১৪৭] নামক স্থানে অভিযান প্রেরণ করা হয়। তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেখানে সমবেত হয়েছিল। যাহোক মুসলিম বাহিনীর আগমনে তারা এদিক সেদিক পালিয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনী কিছু গনিমতের মাল লাভ করে।[১৪৮]এরপর খুযায়মাহ বা আসাদের সাথে আর কোন সংঘাতের খবর পাওয়া যায় না। এ থেকে খুযায়মাহ্ ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে কোন এক ধরণের সমঝোতায় উপনীত হয়েছিল বলেই মনে হয়।

এ সময় লিহয়ান গোত্রের প্রধান হুযায়ল মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন উনায়স এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে সে ধ্বংস হয়[১৪৯] ৪ হিজরীর মুহাররম /৬২৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। এর কিছু দিন পর লিহয়ানের লোকেরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আর-রাজীতে ৭ থেকে ১০ জন লোকের একটি মুসলিম ধর্মপ্রচারক দলকে হত্যা করে।[১৫০] এ গোত্রের সাথে আর কোন বিরোধের কথা জানা যায় না। সম্ভবত তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে কোন চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল। এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে মহানবী (সাঃ) বি'র মাউনা ও আর-রাজীর অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য কোন অভিযানকারী দল প্রেরণ করেন নি। তুলনামূলকভাবে কম ওয়াকিফহাল একটি সূত্র[১৫১] বলেছে যে ৫ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল/৫২৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আর-রাজীর আপরাধীদের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যেই মহানবী (সাঃ) আল-কুদর অভিযানে গমন করেন।

www.pathagar.com

৫ হিজরীর রবিউস–সানী/৬২৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট – সেপ্টেম্বরে মদীনার উত্তরে বসবাসকারী কিছু বৈরী গোত্রকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে মহানবী (সাঃ) ১ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীকে দূমাতু'ল জানদাল[১৫২] অভিমুখে প্রেরণ করেন। যদিও এ ব্যাপারে ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম ও তাবারীর বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে ওয়াকিদী বলেছেন যে, দূমাতু'ল জানদালে কিছু সংখ্যক সেনা সমাবেশ ঘটেছিল। স্থানটি ছিল একটি বড় বাজার। সেখান দিয়ে সব বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করত। অধিবাসীরা আরব বেদুইনদের সহযোগিতায় শুধু যে কাফেলার উপর হামলা ও তাদের ধন সম্পদ লুট করত তাই নয়, তারা মদীনা আক্রমণেরও পরিকল্পনা করেছিল।[১৫৩] মুসলিম অভিযানটি সফল হয়[১৫৪] এবং কিছু গণিমতের মাল ও বন্দী তাদের হস্তগত হয়।[১৫৫] ঐতিহাসিক ওয়াট বলেন, এটাই ছিল অভিযানের একমাত্র ফলাফল।[১৫৬] যাহোক মনে হয় মহানবী (সাঃ) এ অঞ্চলে বেশ কিছু দিন ছিলেন এবং বিভিন্ন দিকে কয়েকটি সারায়া (ছোট অভিযান) পরিচালনা করেন।[১৫৭] এ অভিযানগুলো উত্তরের বৈরী গোত্রগুলোকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। তাবারী বলেন যে এ অভিযানে মহানবী (সাঃ) এ অঞ্চলের পূর্ব দিকের এলাকায় বসবাসকারী শক্তিশালী গোত্র গাতফানের শাখা ফাযারাহ্‌র গোত্র প্রধান উয়ায়নাহ্ ইবনে হিসনের[১৫৮] সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করেন।

উয়ায়নাহ ইব্ন হিসনকে তাগলামায়ন ও মারাযের[১৫৯] মধ্যবর্তী এলাকায় পশু চরানোর অধিকার দেয়া হয়। এভাবে এ অঞ্চলের সকল এলাকার উপর মদীনার নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হয়। উপরন্তু দূমাতু'ল জানদালের অভিযান একটি অগ্রিম উদ্যোগ হিসাবে উত্তরের বৈরী গোত্রগুলোকে পূর্বাহ্নেই ব্যর্থ করে দিয়েছিল এবং এর ফলে এক বছরেরও বেশী সময় তাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আর কোন গোলযোগ হয়নি।

৫ হিজরীর শাবান/৬২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহানবী (সাঃ) খুযাআহ্ গোত্রের শাখা এবং বনূ মুদলিজের[১৬০] পুরনো হালীফ বনূ আল–মুসতালিকের বিরুদ্ধে এক অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তারা মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল।[১৬১] মহানবী (সাঃ) এর নেতৃত্বে[১৬২] মুসলিম বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনী তাদের পানির উৎস স্থল আল–মুরায়সীতে আগেই উপস্থিত হয়েছিল।[১৬৩] তাদের নেতা হারিস ইব্ন আবী যিরার পলায়ন করলেও তার বিপুল সংখ্যক সমর্থক বন্দী হয় এবং মুসলমান সৈন্যরা বহু গণিমতের মাল লাভ করে।[১৬৪] মহানবী (সাঃ) বনূ মুসতালিকের পলাতক নেতার কন্যা জুওয়ায়রিয়াহ্‌কে বিবাহ করেন। এরপরই সব বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয় এবং গনিমতের সকল মাল বনূ মুসতালিককে ফিরিয়ে দেয়া হয়।[১৬৫] মুসলমানদের এই সদয় আচরণ শুধু হারিস ইব্ন আবী যিরারকেই নয় বরং সমগ্র গোত্রকেই ইসলামী রাষ্ট্রের অংগীভূত হতে অনুপ্রাণিত করে।[১৬৬] এ অভিযান মক্কার প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলোতে মহানবী (সাঃ) এর কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে এবং দৃঢ়ভাবে বিস্তারের পরিচয় বহন করে। উল্লেখ্য, খুযা'আহ গোত্র ছিল কুরায়শদের এক ঐতিহ্যবাহী হালীফ।[১৬৭]

www.pathagar.com

পূর্বেই বলা হয়েছে, গাতফানের মূল অংশটি দীর্ঘকাল মদীনার বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছিল। ৫ হিজরীর যিলকদ/৬২৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আহযাবের যুদ্ধে (খন্দকের যুদ্ধ নামে অধিক পরিচিত) এ গোত্রের একটি বড় দল কুরায়শ বাহিনীর অংশ হিসাবে উপস্থিত ছিল।[১৬৮] ৪ মাস পর ফাযারাহ গোত্রের প্রধান উয়ায়নাহ্ ইব্‌ন হিসন আল–গাবাহ্‌র মালভূমিতে হামলা চালায় এবং এর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে হত্যা করে মহানবী (সাঃ) এর উটগুলো নিয়ে যায়।[১৬৯] মহানবী (সাঃ) তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য যূ–কারাদে[১৭০] নামক স্থানে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। মনে হয়, রাসূল (সাঃ) এর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ কাঙ্খিত ফল বয়ে এনেছিল।[১৭১] এ বছরের শুরুতেই ওয়াদি আল–কুরা থেকে মদীনা ফেরার পথে যায়দ ইব্‌ন হারিসার নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর উপর গাতফানের একটি শাখা হামলা চালায়। হামলাকারীদের শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ) ৬ হিজরীর রমযান/৬২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী –ফেব্রুয়ারী মাসে যায়দের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যায়দ এর যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।[১৭২] ৭ হিজরীর শাবান/৬২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে গাতফানের একটি উপগোত্র মুররাহ বশির ইব্‌ন সাদের[১৭৩] নেতৃত্বাধীন মুসলিম সেনা দলকে নির্মূল করে। কিন্তু এর কিছু দিন পর এই দুষ্কর্মের জন্যে তাদের চড়া মূল্য দিতে হয়।[১৭৪] প্রায় ৩ মাস পর (৭ হিজরীর শাওয়াল/৬২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী) খাযরাজের বাশির ইব্‌ন সাদের নেতৃত্বে উম্ম ও জিনাবে[১৭৫] গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়। তারা মদীনায় হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে সেখানে সমবেত হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে গাতফানের লোকজন পলায়ন করে।[১৭৬]এ ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে গাতফান গোত্র দীর্ঘ দিন যাবত মুসলমানদের সাথে বৈরিতা অব্যাহত রেখেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তারা তাদের বিরোধিতার অসারতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এভাবে বাশিরের অভিযানের সাথে সাথে গাতফানের সর্বশেষ তীব্র প্রতিরোধের অবসান ঘটে। কারণ, একটি ঘটনা ছাড়া এ গোত্রের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণের কথা জানা যায় না। এ ঘটনায় গাতফানের উপগোত্র জুশামের কয়েকজন দস্যুর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল।[১৭৭] এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গাতফানের শত্রুতার ইতি ঘটে। এসব থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিজরতের পরবর্তী ৭ বছরের মধ্যেই আরব উপদ্বীপের পূর্বাংশের অধিকাংশ গোত্রই ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল হাওয়াযিন ও তায়ী গোত্র।

৬ হিজরীর জমাদিউস সানী/৬২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর–নভেম্বর থেকে ৭ হিজরীর মুহাররম/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মে–জুন পর্যন্ত, সময়ে মহানবী (সাঃ) প্রধানত মদীনার উত্তরে বসবাসরত গোত্রগুলো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ৬২৭ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে (৬ হিজরীর গোড়ার দিকের মাস গুলোতে) ইসলামী রাষ্ট্র জুযাম[১৭৮] গোত্রের সাথে এক মৈত্রী

www.pathagar.com

চুক্তি সম্পাদন করে। জুযাম ছিল উত্তরাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোত্র। ৬ হিজরীর জমাদিউস সানী/৬২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কালব গোত্রের যায়দ বিন হারিসার হিসমা[১৭৯] অভিযান ছিল জুযামের গোত্রের বিরুদ্ধে একটি শাস্তি মূলক অভিযান। মহানবী (সাঃ) এর দূত কালব-এর দিহয়াহ্ ইব্ন খালীফা পারস্য সম্রাট খসরুর দরবার থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন এই গোত্রটি পথে তাঁকে লাঞ্ছিত করে। যায়দ ইব্ন হারিসাহ্ অপরাধী গোত্রকে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে ঐ গোত্রের বড় বড় উপগ্রোত্র গুলোর সাথে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮০] ৬২৮ খৃষ্টাব্দের শুরুর দিকে (৬ হিজরীর মাঝামাঝি) এ অঞ্চলের অন্য একটি শক্তিশালী গোত্র বনূ সাদ ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। ৬ হিজরীর শাবান ৬২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর-৬২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে আলী ইব্ন আবী তালিবের ফাদাক অভিযানের ফলে তাদের সাথে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা মদীনার রাজনৈতিক আধিপত্য স্বীকার করে নেয়।[১৮১]এসব অভিযানের মোট ফলাফল এই দাঁড়ায় যে বনূ সাদ গোত্রের অধিবাসী অধ্যুষিত ওয়াদী আল-কুরার এক বিরাট অংশ ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যকর নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রায় একই সময়ে যুহরাহ/কুরায়শ বংশের আবদুর-রহমান ইবন আওফের নেতৃত্বে ৭০০ সৈন্যের একটি মুসলিম বাহিনী দূমাতু'ল জানদাল জয় করে তাদের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ হন। তিনি কালব গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেন।[১৮২] কালব গোত্রের প্রধান আসবাগ ইব্ন আমর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার কন্যা তুমাযিরকে আবদু'র রহমান ইব্ন আওফের সাথে বিবাহ দেন।[১৮৩] বিভিন্ন সূত্রের বিবরণ থেকে মনে হয়, কমপক্ষে কালবের একটি শাখা তাদের গোত্র প্রধান আসবাগ সহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যারা তাদের প্রাচীন ধর্ম (খৃষ্ট ধর্ম) ত্যাগ করতে অসম্মত হয় শুধু তাদের উপরই জিযয়া আরোপ করা হয়েছিল।[১৮৪] এ সময়ের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং উত্তরে কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। এ সকল অভিযান থেকে তাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়। যাহোক, ৭ হিজরীর প্রথম দিক/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে খায়বারের ইহুদী বসতি মুসলমানদের কাছে নতি স্বীকারের পর তবেই ইসলামী রাষ্ট্র ওয়াদী আল-কুরা অঞ্চলে তার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।[১৮৫] খায়বারের পাশাপাশি ফাদাক,[১৮৬] ওয়াদী আল-কুরা[১৮৭] ও তায়মা[১৮৮] এ ৩টি ইহুদী বসতির উর্বর ভূমিও মুসলমানদের হস্তগত হয়। তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তগুলো খায়বারের চুক্তির অনুরূপ ছিল।[১৮৯] এর অর্থ এই দাড়ায় যে আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলের এক বিরাট এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যকর নিয়ন্ত্রণে আসে। তাই দেখা যায় যে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৬ বছরের মধ্যে তার সীমানা উত্তরে খায়বার, ওয়াদী আল-কুরা ও তায়মা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং মুসলমানদেরকে গাসসানীদের অত্যন্ত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল।

উত্তরের ইহুদী বসতিগুলোর পতনের প্রায় ৬ মাস পর পূর্বাঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র গোলযোগ দেখা দেয়। হাওয়াযিন গোত্রের একটি শাখা সেখানে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) দ্রুত তুরবাহ্[১৯০]ও নজদে[১৯১] দু'টি ছোট অভিযান প্রেরণ করে গোলযোগকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সী'য় নামক স্থানে বাসবাসরত এ গোত্রের আরেকটি শাখাকে দমন করা হয়।[১৯২] মক্কার আশপাশে বসবাসরত হাওয়াযিন গোত্রের প্রধান অংশের কিছু উশৃঙ্খল লোকজনকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে কার্যত এসব অভিযান পরিচালিত হয়। যাহোক, হাওয়াযিনের সাথে সর্বশেষ ও ভয়াবহ লড়াইটি সংঘটিত হয় হুনায়নে, ৮ হিজরীর শাওয়াল/৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এ যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণের পর হাওয়াযিন গোত্র মুসলমানদের সাথে এমনকি যুদ্ধ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে[১৯৩] তবে বিজিতদের প্রতি বিজয়ীদের সৌজন্যমূলক আচরণ শুধু যে তাদের যুদ্ধে পরাজয়ের বেদনার উপশম করে তাই নয়, উপরন্তু তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর এক অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত করে। মাত্র দু' মাসের মধ্যেই আরবের অন্যতম শক্তিশালী ও জনবহুল গোত্রটি উম্মাহ্‌র এক বিশ্বস্ত সদস্য হয়ে উঠে।[১৯৪] আত-তাইফ ও এর সংলগ্ন এলাকার এক শক্তিশালী গোত্র সাকীফকে মুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তি দিয়ে দমন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ ঘটনার কিছুদিন পর তারা নিজে থেকেই ইসলামী উম্মাহ্‌তে যোগদান করে।[১৯৫] এভাবে ৬৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকের মাসগুলোতে (৮ হিজরীর শেষ পর্যায়ে) সমগ্র আরবের প্রাণকেন্দ্রটি ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যকর নিয়ন্ত্রণে আসে। মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের বিজয় ও সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ মহানবীর (সাঃ) অধীন ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপনকারী আরববাসীরা বিশেষ করে যাযাবর বেদুইন সম্প্রদায় এটা উপলব্ধি করে যে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে মদীনাকে গণ্য না করে তাদের উপায় নেই। তারা উদ্বিগ্নভাবে মক্কার পতনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করছিল। মক্কার পতন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে আরবের শক্তির কেন্দ্র মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এই উপলব্ধি মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সরকার সম্পর্কে তাদের মনোভাব চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে দেয়। চরম বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে দলে দলে রাজধানী মদীনাতে গিয়ে হাজির হয়।

হিজরীর নবম বছরটিকে (৬৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল – মে থেকে ৬৩১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল) ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে প্রতিনিধি দলের বছর হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এ বছরটিতে আরব উপদ্বীপের প্রতিটি স্থান থেকে এক নজিরবিহীন সংখ্যক প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করে।[১৯৬] অন্যদিকে এবছরটি প্রকৃত পক্ষে ইসলামী উম্মাহ্ গঠন সহ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বছর।

www.pathagar.com

আরবের ছোট বা বড় সকল গোত্র, শহরবাসী বা বেদুইন সকলেই নিতান্ত দ্রুততার সাথে এই প্রতিনিধি দলে যোগ দেয়। এ বছরে আরবের চারদিক থেকে ৭১টি প্রতিনিধিদলের আগমনের কথা ইব্‌ন সা'দ জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, এদের প্রায় সকলেই ৯ম হিজরীতে মদীনা সফর করে।[১৯৭] পূর্বেই বলা হয়েছে, আরবের প্রাণকেন্দ্র ৮ হিজরীর শেষ / ৬৩০–৩১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ইসলামী রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয়েছিল[১৯৮] এখন আরবের সুদূরতম প্রান্ত ও এলাকাগুলোও ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে যোগ দিল। তারা মদীনার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করল এবং নগদ অর্থ বা সামগ্রী দিয়ে জিযয়া পরিশোধ করে নিরাপত্তাধীন লোকের (আহলু'ল–জিম্মাহ অথবা জিম্মি) মর্যাদা লাভ করল (যেমনটি করেছিল নাজরানের খৃষ্টান ও বাহরায়নের অগ্নি উপাসকেরা) অথবা তারা ইসলাম গ্রহণ এবং উম্মাহ্‌র পূর্ণ সদস্য হিসাবে সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা লাভ করল। উভয়ক্ষেত্রেই মহানবী (সাঃ) ব্যক্তি, দল বা গোত্রকে একটি কিতাব (দলিল) প্রদান করেন যাতে তাদের নিজস্ব অধিকারের পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়–দায়িত্বও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত ছিল।

লক্ষ্যণীয় যে মক্কা বিজয়ের পর স্বাক্ষরিত চুক্তি ও দলিলগুলোর সাথে পূর্বের চুক্তিগুলোর মোটেই মিল ছিল না। পূর্বের চুক্তিগুলোতে মহানবী (সাঃ) আরবের গোত্রগুলোর সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করতেন এবং এতে কেউ ব্যর্থ হলে কমপক্ষে তিনি তাদের নিরপেক্ষতা চাইতেন।[১৯৯] কিন্তু মক্কা বিজয় পরবর্তী চুক্তিগুলোতে মদীনার রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি ছিল অত্যাবশ্যক শর্ত। অন্য কথায় আরবদের জন্য মাত্র দু'টি বিকল্প পথ খোলা রাখা হয়েছিলঃ হয় ইসলাম গ্রহণ করে উম্মাহ্‌র সদস্যে পরিণত হওয়া, নয়তো ইসলামী রাষ্ট্রকে জিযয়া দিয়ে নিম্নতর মর্যাদার অধিকারী হওয়া। সংক্ষেপে ইসলামী উম্মাহ্‌র সদস্য হওয়া নাগরিকদের জন্য বাধ্যতা মূলক হয়ে উঠেছিল। কারণ, কোন গোত্র অথবা অঞ্চলের পক্ষে এখন আর মদীনার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আওতার বাইরে থাকা সম্ভব ছিল না। আরব গোত্র গুলোর যে কোনভাবে হোক না কেন ইসলামী রাষ্ট্রে যোগদান অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আর, সে কারণেই মহানবী (সাঃ) এর কাছে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটে।

তবে এতকিছু সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক আরব গোত্রের প্রতিরোধ ও গোলযোগ সৃষ্টি অব্যাহত ছিল। আরবের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা কিছু অনুল্লেখযোগ্য গোত্রের পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তবর্তী দু'টি অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে। এর সঙ্গে সবচেয়ে বিপদজনক ও কঠিন বিরোধিতা আসে উত্তরের শক্তিশালী গোত্রগুলো বিশেষ করে গাসসানীদের কাছ থেকে। গাসসানীরা ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধীন। ৮ হিজরীর শুরু/৬২৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তাদের শাসক শুরাহবীল বিন আমর বুসরার রাজার

www.pathagar.com

কাছে মহানবী (সাঃ) প্রেরিত দূত হারিস বিন উমরকে হত্যা করায় ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে গাসসানীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।[২০০] এই বর্বর হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৮ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল/৬২৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। এটি গাযওয়াহ মূতাহ্ নামে পরিচিত। তবে শত্রু সৈন্যের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে এ অভিযান এক বিয়োগান্তক বিপর্যয়ে পর্যবসিত হয়।[২০১] মহানবী (সাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত ৩ জন সেনাধিনায়কই যুদ্ধ ক্ষেত্রে দ্রুত শাহাদাত বরণ করেন।[২০২] যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুসলমানও নিহত হন।[২০৩] যাহোক, মাখযূম/কুরায়শের খালিদ বিন ওয়ালীদ বিপর্যস্ত মুসলিম বাহিনীকে অতি সুকৌশলে উদ্ধার করে নিরাপদে মদীনা নিয়ে আসেন।[২০৪]

এদিকে এ বিপর্যয়ে বিন্দুমাত্র ভগ্নোদ্যম না হয়ে মহানবী (সাঃ) পরের মাসে সাহম/কুরায়শ বংশের আমর ইবনু'ল-আসের নেতৃত্বে উত্তরে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। মূতাহ্ যুদ্ধে গাসসানীদের হালীফ হিসাবে অংশ গ্রহণকারী বালী ও কুযাআহ্কে শাস্তি দেয়াই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। তাছাড়া তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টিতে নিয়োজিত ছিল।[২০৫] আবূ উবায়দাহ ইবনু'ল জাররাহ্র বাহিনী আমর ইবনু'ল আস-এর সাথে যোগ দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করে। তাঁরা এই দু' গোত্রের হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করেন, অন্যরা পালিয়ে যায়।[২০৬] মনে হয়, এর পর বহু দিন উত্তর সীমান্তের অবস্থা শান্ত ছিল। ৬২৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে (৮ হিজরীর জমাদিউস-সানী) আমর ইবনু'ল-আস আস-সাহমীর জাতু'স সালাসিল অভিযান ও ৬৩০ খৃস্টাব্দের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে (৯ হিজরীর রজব-রমযান) স্বয়ং মহানবী (সাঃ) এর নেতৃত্বে তাবূক অভিযানের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর অঞ্চল মোটামুটি শান্ত ছিল। ইতিমধ্যে উত্তরে মাত্র দু'টি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল তদন্ত দল,[২০৭] অন্যটি সম্ভবত জিনাব অভিমুখে কিছু দস্যুকে শায়েস্তা করতে প্রেরিত হয়েছিল। জিনাবে উযরাহ্ ও বালীর একটি অংশ বাস করত।[২০৮] এ গুলো ছিল কোন গোত্র বা গোত্রের শাখার বিরুদ্ধে প্রেরিত একেবারেই ক্ষুদ্র দল।

যাহোক, ৬৩০ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতি এক বিরাট বিপদ ঘনিয়ে আসে। বালকায়[২০৯] বিভিন্ন আরব গোত্র যেমন লাখম, যুযাম, গাসসান ও আমিলাহ্র[২১০] মত বিভিন্ন হালীফ এবং সামন্ত গোত্রদের সাথে রোমক বাহিনীর এক বিরাট সমাবেশ ঘটছিল। তারা মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে বলে রাসূল (সাঃ) আনবাতি বনিকদের[২১১] মাধ্যমে অব্যাহতভাবে খবর পাচ্ছিলেন। সীমান্তে শত্রুদের অগ্রগতিতে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহানবী (সাঃ) ৩০,০০০[২১২] সৈন্যের এ যাবত কালের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মুসলিম সেনাবাহিনী গঠন করে তাবূক[২১৩] অভিযানে গমন করেন। তিনি গন্তব্যে পৌঁছনোর পর দেখতে পান যে শত্রুরা পালিয়ে গিয়েছে। যাহোক, মহানবী (সাঃ) এর দুঃসাহসী পদক্ষেপ আরবের এই নয়া রাষ্ট্রটির সামরিক শক্তি সম্পর্কে উত্তরের গোত্র গুলোকে শ্রদ্ধাশীল

www.pathagar.com

করে তোলে। তারা নিশ্চিত উপলব্ধি করে যে ভবিষ্যতে তারা কিংবা সীমান্তের ওপারে তাদের প্রভুরা আর আরবের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বিভিন্ন খৃস্টান ও ইহুদী বসতি ও জনপদগুলোর চুক্তি ও সন্ধি থেকে মদীনার ক্রমবর্ধমান শক্তি অর্জনের অকাট্য প্রমাণ মেলে। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অনুগত সামন্তগণ কিংবা তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যেমন আয়লাহ্‌র রাজা[২১৪] মাকনা[২১৫] জারবা[২১৬] আযরূহ্‌র[২১৭] এবং সবশেষে দূমাতু'ল-জানদাল এর রাজা সকলেই জিযয়া প্রদান করতে সম্মত হন এবং এভাবে তারা মুসলমানদের নিরাপত্তাধীন (জিম্মি) ব্যক্তির মর্যাদা মেনে নেন। এর বাইরে উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর বেশ কিছু প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ অথবা তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশের জন্য মদীনা আগমন করে।[২১৮] এভাবে ৬৩০ খৃস্টাব্দের শেষ/ ৯ হিজরীর শেষদিক নাগাদ ইসলামী রাষ্ট্র সমগ্র আকাবা উপসাগর ও আম্মান সহ সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

এখানে গুরুত্বের সাথে উল্লেখযোগ্য যে ৯ হিজরী/৬৩০ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের আগে মক্কার দক্ষিণে বসবাসকারী আরব গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে কোন সামরিক অভিযান প্রেরণ করা হয়নি। কার্যত ৯ হিজরীর সফর/৬৩০ খৃস্টাব্দের মে-জুন থেকে ১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬৩২ খৃস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে এ অঞ্চলে সর্বমোট মাত্র ৫টি অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল। এর সঙ্গে প্রথম দু'টি ছিল নিছক ক্ষুদ্র দল। ৯ হিজরীর সফর/৬৩০ খৃস্টাব্দের মে-জুন মাসে তালাবার সন্নিকটে খাসামের একটি শাখার বিরুদ্ধে[২১৯] এবং ৯ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬৩০ খৃস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে বনূ কিলাবের বিরুদ্ধে এ সকল অভিযান প্রেরণ করা হয়।[২২০]

সুতরাং দেখা যায়, কোন গোত্র বা শাখার বিরুদ্ধে তাদেরকে পরিচালিত করা হত না। তৃতীয় অভিযানটিতে যদিও ৩০০ সৈন্যের অপেক্ষাকৃত একটি বড় সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলীয় গোত্রের বিরুদ্ধে তাদের কিছু করার ছিল না। কারণ, তাদেরকে শুয়াবাহ অতিক্রম করে সীমান্তের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবেশকারী একটি আবিসিনীয় বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।[২২১] ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আল-কামাহ ইব্‌ন মুয়াজজিজু'ল-মুদলিজী এবং সম্ভবত এটাই ছিল মুসলিম বাহিনীর প্রথম নৌ অভিযান। ওয়াকিদী ও ইব্‌ন সা'দ এর মতে ইসলামী বাহিনী জেদ্দার উপকূল থেকে নৌকা (মারাকিব) সংগ্রহ করে এবং সাগর পাড়ি দিয়ে একটি দ্বীপে উপস্থিত হয় (সম্ভবত লোহিত সাগর)।[২২২] ইসলামী বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে শত্রু সৈন্য পালিয়ে যায়। দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি গোত্রের বিরুদ্ধে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। ১০ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬৩১ খৃস্টাব্দে জুন-জুলাই মাসে। এ সময় খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ বনূ আল হারিস ইব্‌ন কাব অথবা অন্য একটি সূত্র মতে নাজরানের বনূ

www.pathagar.com

আবদু'ল মাদানের বিরুদ্ধে ৪০০ সৈন্যের একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।[২২৩] তবে তাবারীর বিবরণ থেকে জানা যায় (যা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়) যে খালিদের অভিযান প্রকৃতপক্ষে সামরিক ছিল না। উক্ত গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচার করার জন্যেই তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। এর ফলে গোত্রটি তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন ধর্ম গ্রহণ করে।[২২৪] এর পরে ১০ হিজরীর রমযান/৬৩১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আলী ইব্ন আবী তালিব এর নেতৃত্বে মাযহিজ অভিমুখে একটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। খন্ড যুদ্ধের পর মাযহিজের অধিবাসীরা শুধু আত্মসমর্পনই নয়, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বিজয়ী সেনাপতি গনিমতের মাল ও যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাদের কাছ থেকে ধর্মীয় কর সংগ্রহ করেন এবং বিদায় হজ্জের জন্য মক্কা গমনকারী রাসূল (সাঃ) এর সাথে যোগ দেয়ার জন্যে সেখানে যান। সুতরাং দেখা যায়, রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় দক্ষিণাঞ্চলের কোন গোত্রের বিরুদ্ধে বড় ধরণের কোন সামরিক অভিযান প্রেরণ করা হয়নি। সূত্র সমূহে উল্লেখিত হয়েছে যে দক্ষিণাঞ্চলীয় গোত্রগুলো হয় ইসলাম গ্রহণ, নয় রাজনৈতিক মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে তাড়াতাড়ি ইসলামী রাষ্ট্রে যোগ দিয়েছিল। বালাযূরীর বক্তব্যে এর সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন-"মহানবী (সাঃ) এর আবির্ভাব এবং তাঁর সাফল্য ইয়ামানের জনগণের কাছে পৌঁছলে তারা জলদি তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। মহানবী (সাঃ) এর সাথে তাদের যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে ইয়ামানীরা কর দেয়ার অঙ্গীকার করে। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদেরকে ইসলামী রীতি-নীতি, আদর্শ ও সুন্নাহ শিক্ষা দিতে এবং তাদের কাছ থেকে সাদাকাহ গ্রহণের জন্যে মহানবী (সাঃ) দূত ও প্রশাসক প্রেরণ করেন। খৃষ্টধর্ম, ইহুদীধর্ম অথবা জরাথুষ্ট্র-এর ধর্মানুসারীদের উপর তিনি জিযয়া আরোপ করেন।[২২৫] বিপুল সংখ্যক দক্ষিণী প্রতিনিধি দলের মদীনা সফর থেকে এর আরো সত্যতা প্রমাণিত হয়। ইব্ন সাদের মতে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে সারা আরব থেকে ৭১ টি প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। মোট প্রতিনিধি দলের এক তৃতীয়াংশ এসেছিল দক্ষিণ থেকে।[২২৬] এসব ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে বাহুবল নয় ধর্ম প্রচার, ধর্মান্তর এবং ধর্ম বিশ্বাস দক্ষিণের আল-ইয়ামান ও অন্যান্য অংশকে ইসলামী রাষ্ট্রের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত করে। একারণে সেকালের ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে ১০ হিজরীর যিলহজ্ব /৬৩২ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে মহানবী (সাঃ) এর বিদায় হজ্ব নাগাদ উত্তরে সিরিয়া সীমান্ত থেকে দক্ষিণে আল-ইয়ামানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূল থেকে পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ইরান সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র আরব উপদ্বীপ শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বই মেনে নেয় নি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রচারিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামী উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশেও পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের এ বক্তব্যের মধ্যে কোন প্রকার অতিরঞ্জন নেই।

www.pathagar.com

টীকা ঃ

১. ইব্‌ন ইসহাক, সীরাত রাসূল আল্লাহ্‌, ইংরেজী অনুবাদ-এ, গুইলেউম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন, ১৯৫৫, ১৯৭-৮; ইব্‌ন সা'দ, আল-তাবাকাত আল কুবরা, বৈরুত, ১৯৫৭, ১ম খন্ড, ২১৯, তাবারী; তারিখুর রুসুল ওয়া'ল মুলুক, সম্পাদনা এম আবু আল ফজল ইবরাহিম, দার আল-মারিফ, কায়রো, ১৯৬১, দ্বিতীয় খন্ড, ৩৫৩-৫৫; বালাযূরী, আনসাব আল আশরাফ, সম্পাদনা এম হামিদুল্লাহ্‌, কায়রো, ১৯৫৯, ১ম খন্ড, ২৩৯।

ঘটনাক্রমে মদীনার প্রথম ৬ জন মুসলমানই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। তারা হলেন;

১। আসাদ ইব্‌ন জুররাহ-বনূ নাজ্জার,

২। আওফ বিন হারিস-বনূ গাজাম,

৩। রাফি বিন মালিক-বনূ জুরায়ক

৪। কুতবাহ বিন আমির- বনূ সালামাহ,

৫। উকবাহ বিন আমির এবং

৬। জাবির বিন আবদুল্লাহ-বিন সালামাহ।

২. ইব্‌ন সা'দ ৩য় খন্ড, ৪২০-২১। তিনি বলেন যে আওস/আবদ আল-আশহারের সা'দ বিন মুআযের ইসলাম গ্রহণ পুরো গোত্রকেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। এ সময়কার প্রধান মুবাল্লিগগণ ছিলেন সম্ভবত সাদ বিন মু'আয, আসাদ বিন জুরারাহ এবং মুস'আব বিন উমায়র। তুলনীয় তাবারী, ২য় খন্ড, ৩৫৫। তিনি বলেছেন , মদীনার প্রতিটি বাড়িতে মহানবী (সাঃ) এবং তার বানীর উল্লেখ ছিল। আরো দেখুন ডি, এস, মার্গোলিউথ, মুহাম্মদ এ্যান্ড দি রাইজ অব ইসলাম। লন্ডন ১৯০৫, ২০২; টি. ডব্লু, আর্নলড, দি প্রিচিং অব ইসলাম, লন্ডন ১৯৩৫, ২২-২৪, মাক্সিম রবিনসন, মোহাম্মদ, ইংরেজী অনুবাদ অ্যান কার্টার, পেঙ্গুইন বুকস, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৬, ১৪২-৪৩।

৩. ইব্‌ন ইসহাক, ১৯৮-৯৯। তিনি বলেন, গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য যে আকাবার শপথ "যুদ্ধের পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।" মদীনাবাসীরা অঙ্গীকার করে যে তারা আল্লাহ্‌র সাথে আর কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, শিশু সন্তানদের হত্যা করবে না, প্রতিবেশীদের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাবে না এবং সঠিক বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে অমান্য করবে না। শেষের শর্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এতে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে যা শুরু থেকেই এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই দাবি করা হচ্ছিল। মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করার অর্থ তাঁর নবীত্বকেই অস্বীকার করা। তুলনীয় আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ২৩৯; তাবারী, ২য় খন্ড, ৩৫৬, তিনি ইব্‌ন ইসহাকের বিবরণ সমর্থন করেছেন। আরো দেখুন ইব্‌ন সাদ ৩য় খন্ড, ৬০২-৩; রবিনসন, ১৪৩-৪৪; ডবলু মন্টোগোমারি ওয়াট, মুহাম্মদ এট মক্কা, অক্সফোর্ড ১৯৫৩, ১৪৪-৪৬।

৪. ইব্‌ন ইসহাক, ২৩০; তাবারী ২য় খন্ড, ৩৫৯। তুলনীয় ইব্‌ন সা'দ ৩য় খন্ড, ১১৮, ৪২০-২১। আওসের ৩টি শাখা ছিল খাতামাহ, ওয়াইল ও ওয়াকিফ।

৫. আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ২৪০-৫২। তিনি মাত্র ৭০ জন অংশগ্রহণ কারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

৬. ইব্‌ন ইসহাক, ২০৩-৪। তিনি উল্লেখ করেছেন যে আনসারগণ (সাহায্যকারী) এ উপলক্ষে মহানবী (সাঃ) এর নিরাপত্তা রক্ষার অঙ্গীকার করে বলেন "আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি এবং আমাদের অস্ত্রধারী যোদ্ধা আর পিতা থেকে পুত্র পর্যন্ত চলবে এ নিয়ম।" মহানবী (সাঃ) এর বিনিময়ে তাদের আশ্বাস দেন যে তোমাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করবে আমিও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং যারা তোমাদের সাথে শান্তিতে থাকতে চায় তাদের সাথে শান্তিতে বাস কর। আকাবার সর্বশেষ শপথের পর তিনি পুনরায় বলেন যে "তারা এখন নিজেরা সঠিকভাবে আল্লাহ্‌ও তাঁর রাসূলের জন্য যুদ্ধ করতে বাধ্য.....কল্যাণ ও দুর্দশায়, সুখে ও দুঃখে এবং সকল বৈরী পরিস্থিতিতে।" ইব্‌ন ইসহাকের ন্যায় শেষ শপথের অনন্য বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে বায়াত আল-হারব প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃত পক্ষে এটা প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত করেনি। তুলনীয় তাবারী ২য় খন্ড, ৩৬৩-৬৪,৬৮; আরনল্ড, ২৫; মুহাম্মদ এট মক্কা, ১৪৭-৪৯। সেকালের ঐতিহাসিকগণ এবং আধুনিক লেখকগণ 'আনসাররা শুধু প্রতিরক্ষার জন্যেই অঙ্গীকার করেছিল' এ ধারণা কোথা থেকে পেয়েছেন তা কৌতূহলের বিষয়। তারা বলছেন যে প্রথম দিকের অভিযানগুলোতে আনসারদের অনুপস্থিতির কারণ ছিল তাদের এবং মহানবী (সাঃ) এর মধ্যে সমঝোতা। কিন্তু বায়াত আল হারবের ঘটনা অন্য প্রমাণ দেয়। সুতরাং আধুনিক পণ্ডিতদের ধারণা সত্যভিত্তিক নয়। মদীনার খাযরাজ গোত্রের কবি হাসান বিন সাবিতের কবিতার কিছু পংক্তিতে মহানবী (সাঃ) এর সাথে আনসারগণ কতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, তার সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক, ৬২৫। এ থেকে মনে হয় যে প্রথমদিকের কমপক্ষে দুটি অভিযান ওয়াদ্দান (২ হিজরীর সফর ৬২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট) এবং আল উশায়রাহতে (২হিজরীর জমাদিউস সানী/৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ) আনসাররা উপস্থিত ছিলেন। বদর যুদ্ধের ৭ মাস আগে ২ হিজরীর রমযান /৬২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চে এ অভিযান গুলো সংঘটিত হয়। ওয়াকিদী, ৯, উল্লেখিত এক হাদীসে ইসলামের একেবারে প্রথম দিকের অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আনসারদের সংখ্যা সমান সংখ্যক ছিল বলা হয়েছে। যদিও ঐতিহাসিকগণ অন্যদের ন্যায় প্রথম দিকের অভিযান গুলোতে আনসাররা অংশগ্রহণ করেনি বলেই অনুমান করে। তুলনীয় মন্টগোমারি ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, অকসফোর্ড ১৯৫৫, ৩।

৭. ইব্‌ন ইসহাক, ১৯৮-৯৯; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ২৩৯; তাবারী, ২য়, ৩৫৭ ও ৩৬৬; ইব্‌ন সাদ, ৩য় খন্ড, ১১৮ ও ৬০২। তিনি বলেন যে মহানবী (সাঃ) বনি নাজ্জারের আসাদ বিন জুররাহকে নাকীব আল নুকাবা (প্রধান নকীব) নিযুক্ত করেছিলেন।

৮. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মক্কা, ১৪৭-৪৮। তিনি নকীব শব্দটির অনুবাদ করেছেন প্রতিনিধি, কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। তুলনীয় রিচার্ড বেল, দি কুরআন, এডিনবরা ১৯৩৭, ৯৫। তিনি বলেন, শব্দটির অর্থ নেতা। আরো দেখুন এ জে আরবেরী দি, কুরআন ইন্টারপ্রিটেড, লন্ডন ১৯৫৫, ১খন্ড, ১২৯; অধ্যায় ২, নকীবদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা। আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর কে, এ, নিজামীর কাছে ঋণী যিনি এব্যাপারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

৯. ইব্‌ন ইসহাক, ২০৪; ইব্‌ন সাদ, ৩য় খন্ড, ৬০২; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ২৫২-৫৪; তাবারী, ২য় খন্ড, ৩৫৫-৬। তুলনীয় মাকরিজি, ইমতা আল আসমা, কায়রো ১৯৪১, ৩২-৩৩।

১০. বুখারী, ফাজল আল- মানিহাহ। ইব্‌ন ইসহাক, ২১৮। তিনি মদীনায় মুহাজিরদের আগ্রাসন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তাবারী, ২য় খন্ড, ৩৮১। তুলনীয় আর্নল্ড, ২৬; ওয়াট,

www.pathagar.com

মুহাম্মদ এট মদীনা, ১। আরো দেখুন ইব্‌ন সাদ, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড।

১১. ইব্‌ন ইসহাক, ২৩৪-৩৫, দ্রষ্টব্য ওয়েলহাউসেন , দি আরব কিংডম এ্যান্ড ইটস ফল, ইংরেজী অনুবাদ, মার্গারেট গ্রাহাম ওয়েইর, লন্ডন ১৯৭৩, ৭; ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২৩৮-৩৯।

১২. ইব্‌ন ইসহাক, ২৩৪-৩৫; বুখারী, কিতাব আল-মানাকিব, বাব আল আখবার আল নাবি এবং কিতাব আল তাফসীর, দ্র. উত্তরাধিকার আইন। দ্রষ্টব্য ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা; ২৪৯; আর্নল্ড, ৩৩।

১৪. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২৪৯।

১৫. ইব্‌ন সা'দ, ৩য় খন্ড, ৫৫৫।

১৬. ইব্‌ন ইসহাক, ৩৩০-৩৬, বদরী সাহাবীদের তালিকাঃ মুহাজিরদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন তারা হলেন উসমান বিন আফফান-উমাইয়া/কুরায়শ এবং গিফার গোত্রের আবু যার গিফারী। এরা দুজনেই ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি। অন্য দিকে আনসারদের মধ্যে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিলেন তারা হলেন খাযরাজ বিন যুহায়র, আবূ বকরের ভাই, ইতবান বিন মালিক, ওমরের ভাই, এবং কাব বিন মালিক। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন সা'দ, ৩য় খণ্ড। এতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জীবনী রয়েছে। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের ৩১৪ জন মুজাহিদের সঙ্গে ১০৪ জোড়া ভাই (পেয়ারস অব ব্রাদার্স) ছিল। এর সঙ্গে ৫৬ জোড়া ভাই ছিল মুহাজিরদের এবং ৪৬ জোড়া ভাই ছিল আনসার। উভয় ক্ষেত্রেই বহু জোড়ভাই অস্পষ্টতার শিকার। অন্য একটি ঘটনা যা সামরিক ঐক্যের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে, তা হল বদর যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারদের তুলনামূলক শক্তি। প্রামাণ্য বিবরণ অনুযায়ী ইব্‌ন সা'দ, ৩য় খণ্ড, ৬০১-২। বদর যুদ্ধে মাত্র ৮৩ জন মুহাজির অংশ নেন। অন্যদিকে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মোট ২৩১ ব্যক্তি এ যুদ্ধে হাজির ছিলেন। এক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি মনে জাগে তা হল আনসারীরা সংখ্যায় তাদের মুহাজির ভাইদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তাদের মূল্যায়ন করা হবে কিভাবে? এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে সকল মুহাজির ও আনসার পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দেখুন আনসাব আল-আশরাফ ১ম খণ্ড, ২৭১। তুলনীয় ইব্‌ন সা'দ ৩য় খণ্ড, ২২। তিনি বলেন যে মহানবী (সাঃ) বদর যুদ্ধের পূর্বেই মুহাজিরদের সঙ্গে এবং মুহাজির ও আনসারদের সঙ্গেও মুআখাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৭. ইব্‌ন ইসহাক, ২৩০ তিনি বলেন, মদীনায় ১ম হিজরীর সফর/৬২৩ খৃস্টাব্দের আগস্টে মসজিদে নববীর নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে মুআখাত প্রতিষ্ঠা করা হয়। তুলনীয় ইব্‌ন সা'দ ৩য় খণ্ড, ৫৫৫।

১৮. ইব্‌ন ইসহাক, ২২৬-৭; ইব্‌ন সা'দ, ৩য় খণ্ড, ৯, ৪৭, ৪৮।

১৯. ইব্‌ন ইসহাক, ২২৭। তিনি বলেন, আবূ বকর বনূ হারিস/খাযরাজের খুবায়ব বিন ইসাফের মেহমান ছিলেন। আরো দেখুন ২১৮ পৃঃ। ইব্‌ন সা'দ, ৩য় খণ্ড, ৫১, ৫৫-৫৬, ৮৫।

২০. ইব্‌ন ইসহাক, ২৩৪-৩৫। তিনি 'ভাই'দের ১২টি জোড়ের একটি তালিকা তৈরী করেছেন। এটি আরো পরের দিকের বলে মনে হয়। কারণ এর সঙ্গে এমন অনেক মুহাজিরের নাম রয়েছে যারা কিছু পরে হিজরত করেছিলেন। এখানে বলা যায় যে মুআখাতের প্রথম নজির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর আগে। তুলনীয় ইব্‌ন সা'দ, ৩য়; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খণ্ড, ২৭১।

www.pathagar.com

২২. বুখারী, কিতাব আল-মানাকিব, বাব আখবার আল-নাবি।

২৩. ইব্ন আল-আসির, উসদ আল গাবাহ, তেহরান ১৩৭৭ হিজরী, ২য় খণ্ড, ৩২৮। তুলনীয় ইবন হাজার আসকালানি, আল-ইসাবাহ ফি তামিয আল-সাহাবাহ, মিসর ১৯৩৮, ২য় খণ্ড, ৬০; আবূ উমার ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ আল কুরতুবি, আল-ইসতিয়াব আসমা আল-আসহাব, কায়রো ১৯৩৯, ২য় খণ্ড, ৫৪। আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর কে, এ, নিজামীর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

২৪. ইব্ন ইসহাক, ২৩১। তিনি বলেন যে মহানবী (সাঃ) মুদলিজ ও আনসারদের মধ্যে একটি কিতাব তৈরী করেন যাতে তিনি ইহুদীদের সাথে একটি চুক্তি ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়। এর বিনিময়ে ইহুদীরা সব বাধ্যবাধকতা মেনে চলার অঙ্গীকার করে এ চুক্তিকে সাহিফাহ্ (পুস্তক, লেখা বা দলিল) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তুলনীয় ইব্ন হিশাম, ৫০১-৫০৪। তিনি কিতাবের মূল অংশ উল্লেখ করেছেন; মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, দি ফার্স্ট রিটেন কনস্টিটিউশন ইন দি ওয়ার্ল্ড, লাহোর ১৯৬৮, ৪১-৫৪। এর মূল অংশ বা টেক্স্ট আবূ খায়েসমাহ, ইব্ন কাসির ও আবূ উবায়দের গ্রন্থে প্রদত্ত টেকসটের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। প্রথম দিকের ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে এটা খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে মুসলমান ও ইহুদীদের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। ওয়াকিদী, ১৭৬। তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) যখন মদীনায় প্রবেশ করেন তখন সকল ইহুদী তাঁর সাথে একটি চুক্তি (আল-আহদ) সম্পাদন করে। তিনি নিজের ও তাদের মধ্যে একটি কিতাব লেখেন। মহানবী (সাঃ) প্রতিটি সম্প্রদায়কেই (কওম) তাদের সহযোগীদের (হুলাফা) সাথে সংযুক্ত করেন। তিনি তাদের সাথে একটি শান্তি (আমান) চুক্তি সম্পাদন করেন এবং কিছু নির্দিষ্ট শর্ত নির্ধারণ করেন। ইহুদীদের একটি কর্তব্য ছিল যে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। ইব্ন সা'দ ২য় খণ্ড, ২৯। তিনি শুধু বলেছেন যে ইহুদীরা মহানবী (সাঃ) এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিল। অন্যদিকে তাবারী, ২য় খণ্ড, ৪৭৯, বলেন যে মহানবী (সাঃ) মদীনায় পৌছানোর পর ইহুদীদের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন (ওয়া ক্বানা ক্বাদ ওয়াদা আ হিনা ক্বাদিমা আল-মাদিনাতা ইয়াহুদাহা)। শর্তগুলো ছিল যে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না এবং কোন শত্রু যদি মদীনায় রাসূল (সাঃ) এর উপর হামলা করে তবে তারা তাকে সাহায্য করবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনটি পক্ষের মধ্যে কিতাব লিখিত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ইয়াসরিবের দু'টি প্রধান সম্প্রদায় মুহাজির ও আনসার, তাদের মুসলমান সহযোগী ও বংশধরদের জন্যে এ কিতাব লিখিত হয়েছিল। ইব্ন ইসহাকের মন্তব্য থেকে একথা জানা যায়। এরপর এর মধ্যে কিছু শর্ত আরোপ করা হয় যাতে ইহুদী বনাম মুসলমানদের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। অন্য কথায় এটি ছিল দ্বি'মুখী চুক্তি। এখানে একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে মদীনার ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র চুক্তি হয়ত স্বাক্ষরিত হয়েছিল।ওয়াট (মুহাম্মদ এট মদীনা) বলেছেন যে ইহুদীদের ৩টি প্রধান শাখা চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ছিল না। অন্য ঘটনায় ইব্ন ইসহাকের ভূমিকা বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ইহুদীরা মুহাজির ও আনসারদের মত সমান স্থানের অধিকারী ছিল না। সর্বোপরি অবিশ্বাসী আরবরা যারা ছিল মদীনার চতুর্থ দল, তাদের কথা কিতাবে মোটেই উল্লেখ করা হয় নি। তুলনীয়, ওয়েলহাউসেন, ১১-১২; মন্টগোমারি ওয়াট, ইসলামিক পলিটিক্যাল থট, এডিনবরা, ১৯৬৮, ৯-১৪। আরো দেখুন তার প্রবন্ধ "আইডিয়াল

www.pathagar.com

ফ্যাকটরস ইন দি অরিজিন অব ইসলাম", ইসলামিক কোয়ার্টারলি, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (অক্টোবর ১৯৫৫), ১৬১-৭৪)।

২৫. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২১; আর বি. সার্জেন্ট", দি কনস্টিটিউশন অব মদীনা, দি ইসলামিক কোয়ার্টারলি, ৮ম বর্ষ, (জানুয়ারী-জুন ১৯৬৪), ৩-১৬০, এম, হামিদুল্লাহ, "দি আর্লিয়েস্ট রিটেন কনষ্টিটিউশন অব এ ষ্টেট ইন দি ওয়ার্ল্ড-এ ডকুমেন্ট অব দি টাইম অব প্রফেট" মাজাল্লাহ্ আল আযহার, সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, ১১-১৬। তুলনীয়, রিউবেন লেভি, দি সোস্যাল স্টাকচার অব ইসলাম, কেমব্রিজ ১৯৬২, ২৭৩-৭৬; মোশেগিল "দি কনস্টিটিউশন অব মদীনা-এ রিকনসিডারেশন", ইসরাইল ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, তেল আবিব, চতুর্থ বর্ষ, ১৯৭৪।

২৬. ইব্ন ইসহাক, ২৩১-৩৩।

২৭. পূর্বোক্ত, ১১।

২৮. আনালি ডেল ইসলাম, মিলান ১৯০৫, ওয়াট কর্তৃক উদ্ধৃত, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৬।

২৯. মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৫-৬।

৩০. মুহাম্মদ, মুনষ্টার ১৮৯২, ১, ৭৬, ওয়াট কর্তৃক উদ্ধৃত, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৫-৬।

৩১. তুলনীয়, বরকত আহমদ, মুহাম্মদ এান্ড দি জিউ'স-এ রি-একজামিনেশন, নয়াদিল্লী ১৯৭৯, ৩৭-৫০। তিনি বলেন যে প্রথম ২৩টি অনুচ্ছেদ ছিল আল-আকাবায় মহানবী (সাঃ) ও আনসারদের সঙ্গে সম্পাদিত মূল চুক্তির একটি অংশ। অন্য অনুচ্ছেদগুলো সময়ে সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে যুক্ত হয়েছিল। মনে হয়, ইহুদীদের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলো এবং মদীনাকে হারাম ঘোষণা ৬২৮ খৃষ্টাব্দের জুলাইয়ের পর সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি যে সব যুক্তি দিয়েছেন তা সমর্থন যোগ্য হয়।

৩২. মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৫-২৬।

৩৩. ইসলাম ধর্মে ঈমান ও ইসলাম দু'টি টেকনিক্যাল টার্ম এবং এগুলোর গূঢ় অর্থ আছে। সূরা হুজুরাতের ১৫-১৬ আয়াতে এ দু'টি শব্দের উত্তম প্রকাশ ঘটেছে। যেমন- "বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলঃ তোমরা ঈমান আন নি, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। কারণ এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তারাই মুমিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।"

আরো দেখুন ১৭ আয়াত। দ্রষ্টব্য বেল, দি কুরআন, ৫২৬। আরবেরি, ২য় খণ্ড, ২৩২; বুখারী ও মুসলিম, কিতাব আল-ঈমান।

৩৪. ইব্ন ইসহাক, ২৩১। দ্রষ্টব্য ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২১। গুইলাউম ও ওয়াট উভয়েই এ অনুচ্ছেদের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৩৫. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২১ ও ২২২। তিনি বলেছেন যে শেষ ফ্রেজের আক্ষরিক অনুবাদ হল "জনগণের কাছ হতে, "যাতে ইহুদীদের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা হতে পারে না। কারণ এ ফ্রেজটি মূলত মুসলমান ও অমুসলমানের সঙ্গে পার্থক্যের রেখা টানা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৫ থেকে এ ধারণা আরো জোরদার হয়।

www.pathagar.com

৩৬. ওয়েলহাউসেন বলেন যে মহানবী (সাঃ) সংবিধানে কখনোই নবী শব্দটি ব্যবহার করেননি। এদিকে ওয়াট (মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৮) বলেন, মুহাম্মদ ও আল্লাহ্‌র নবী এ ফ্রেজটি প্রস্তাবনায় ছিল। তবে ইবন হিশাম ৫০১-৫০৪ পৃষ্ঠায় সংবিধানের যে টেকস্ট দিয়েছেন, তাতে ৩টি স্থানে এ ফ্রেজটি রয়েছে। আরো কৌতূহলের বিষয় যে ওয়াট তাঁর গ্রন্থে কিতাব বা দলিলের যে অনুবাদ করেছেন তাতেও এ ফ্রেজটি তিন স্থানে রয়েছে।

৩৭. ওয়েলহাউসেন, ১১, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২৩৯। ওয়াট বলেছেন যে উম্মাহ ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আত্মীয়তার ভিত্তিতে নয়। এ ধারণাটির কোথায়ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি, সর্বত্রই তা পরোক্ষ বা ধারণাকৃত। দ্রষ্টব্য, দি কুরআন, আল-বাকারাহ, ২য় সূরা, ১২৮ ও ১৪৩, আল ইমরান, ৩য় সূরা, ১০৪। আরো দেখুন পরিশিষ্ট-১।

৩৮. আল-মুজাম আল-মুফাহ্‌রাস লি আলফাজ আল-কুরআন আল-করিম, কায়রো ১৯৪৫, ৮০।

৩৯. "আইডিয়াল ফ্যাক্টরস অব দি অরিজিন অব ইসলাম," ১৬১

৪০. এ. জে, ওয়েনসিনক, আল-মুজাম আল-মুফাহ্‌রাস লি আলফাজ-আল-হাদিস আল নবভি, লেইডেন ১৯৩৬, ১ম খন্ড, ৯২ বি-৯৮ এ।

৪১. সম্ভবত ওয়েলহাউসেনই (১১-১২) প্রথম যিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যে কোন কারণেই হোক, "ঐক্যের বন্ধন ছিল ঈমান, ঈমানদাররাই ছিল এর সমর্থক। তাদেরই প্রধান দায়িত্ব ও অগ্রাধিকার ছিল সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে। তবে মুসলমান না হয়েও উম্মাহ্‌র সদস্য ছিল যারা মুসলমানদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল ও লড়াই করেছিল। মদীনার সকল অধিবাসীই উম্মাহ্‌ভুক্ত ছিল। উম্মাহ্‌র আওতা ছিল বহুদূর বিস্তৃত। মদীনার সমগ্র এলাকাই ছিল অলংঘনীয় শান্তির এলাকা। আনসারদের সঙ্গে অবিশ্বাসীরাও ছিল এবং তারাও উম্মাহ্‌র বহির্ভূত নয়, প্রকাশ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহুদীরাও উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত ছিল যদিও মুহাজির ও আনসারদের মত তাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল না এবং প্রকৃত পক্ষে সম অধিকার ও বাধ্য-বাধকতাও তাদের ছিল না।" ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৫-২৬ ও ২৪১-৪২, তিনি ওয়েলহাউসেনের অনুসরণ করেছেন এবং মুসলমান, ইহুদী ও পৌত্তলিকরাও উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে তাঁর ধারণা মেনে নিয়েছেন। আরো দেখুন এফ. ই. পিটার, আল্লাহ্‌স কমনওয়েলথ, ৬৩; বরকত আহমদ, পূর্বোক্ত, ৪৬-৪৮; প্রবন্ধ উম্মাহ, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, প্রথম সংস্করণ। যে কোন ব্যক্তি অবাক হবেন যে "উম্মাহ্ যদি ধর্ম ভিত্তিকই হবে" তা হলে ইহুদী, পৌত্তলিক আরব অথবা খৃষ্টানরা কিভাবে ইসলামী উম্মাহ্‌তে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? দেখুন আবুল আলা মওদুদী, ইসলামিক ওয়ে অব লাইফ, দিল্লী ১৯৬৭, ১৭।

৪২. মাওলার বহুবচন মাওয়ালী। এটি সেই সব আরবী শব্দের একটি যা বিপরীত অর্থেও প্রযোজ্য হতে পারে। এখানে শব্দটি তার টেকনিক্যাল অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি যেমনটি ওয়াট ভেবেছেন, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২২। ইবন ইসহাকের, ২৩২, ইংরেজী অনুবাদক এক্ষেত্রে অধিকতর সঠিক কারণ হিসাবে তিনি মাওয়ালীকে 'বন্ধু' অর্থে ব্যবহার করেছেন। মনে রাখা উচিত যে একজন বা আরেকজনের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক বোঝাতে যদি মাওয়ালী বা মাওলা শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে সাধারণভাবে তা বন্ধু বা ভাই বোঝাতেই করা হয়। দেখুন পবিত্র কুরআন, সূরা নিসা (৪র্থ সূরা), ৩৩, আল-আহসাব (৩৩ তম সূরা), আয়াত ৫। এ শব্দের ভিন্ন প্রয়োগের জন্যে দেখুন সূরা আল-আনফাল (৮ম সূরা), ৪৪ আয়াত; সূরা হজ্জ (৩২ তম সূরা), ১৩, ৭৮ আয়াত; সূরা দুখান (৪০ তম সূরা) আয়াত ৪৪; লিসান আল আরব।

www.pathagar.com

৪৩. ইব্ন ইসহাক, ২৩৩; ইব্ন হিশাম, ৫০২,

৪৪. ইব্ন হিশামের টেকস্ট (২য় খন্ড) ৫০১-৫০৪)-এ আছে "উম্মাতুন মা'আ আল-মুমিনিন", "উম্মাতুম মিন আল-মুমিনিন" নয়। এ দ্বারা বোঝায় যে বনূ আওফের ইহুদীরা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক সম্প্রদায় ছিল। আরবী ভাষায় পণ্ডিতগণ মা'আ ও মিন এর পার্থক্য জানেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাদের প্রাচ্যদেশীয় অনুসারীরা যেমন বরকত আহমদ প্রমুখগণ উম্মাহ্ সম্পর্কে মারাত্মক ভুল বুঝেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন।

৪৫. ইব্ন ইসহাক, ২৩২; ইব্ন হিশাম, ৫০২। দ্রষ্টব্য ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২৪১। তিনি বলেছেন যে "নিবন্ধটি থেকে বোঝা যায় যে তারা ঈমানদারদের বাইরে সমান্তরাল একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, ধরে নেয়া যায় যে তারা এক উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল।" এখানে বলা যেতে পারে যে যেহেতু তাদের ধর্মের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে, তারা এক উম্মাহ্ গঠন করলেও মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন ছিল।

৪৬. ইব্ন ইসহাক, ২৩২; ইব্ন হিশাম, ৫০২। দ্রষ্টব্য ওয়াট, পূর্বোক্ত। তিনি গায়ের মাজলুমিন শব্দটি অনুবাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়েছেন বলে মনে হয়। গুইলাউমের অনুবাদ অনেক বেশি স্পষ্ট। উপরন্তু এ প্রবন্ধে ব্রাকেটের মধ্যে ওয়াটের নিজস্ব শব্দ সমষ্টি সংযোজিত হওয়ায় পুরো বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। অন্যদিকে গুইলাউম 'ইসওয়াহ' এর অর্থ সমতা বলে যে অনুবাদ করেছেন তাও সঠিক নয়।

৪৭. উম্মাহ্ ও ইসলামের রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। উম্মাহ্ হল ধর্মের ভিত্তিতে একটি সামাজিক সংগঠন। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে গঠিত। উম্মাহ্ যেখানে শুধুমাত্র মুসলমানদেরই গ্রহণ করতে পারে সেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলে কিংবা মুসলমানদের সাথে শান্তি স্থাপন করলে অমুসলিমরাও ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪৮. হ্যান্স ওয়ের, এ ডিকশনারি অব মডার্ন রিটেন এরাবিক, এতে একে 'রক্ত মূল্য' বলে অনুবাদ করা হয়েছে। ওয়েরগিল্ড,৪৯. পূর্বোক্ত, ১২।

৫০. দ্রষ্টব্য, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২১২। তিনি ওয়েনসিনক, মোহাম্মদ এনডি জোডেন, ৭৪-৮১, এর অনুচ্ছেদের সংখ্যাকরণ কিছুটা আধুনিকায়ণ সহ মেনে নিয়েছেন।

৫১. অনুচ্ছেদ ২। যেহেতু মহানবী (সাঃ) এর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামষ্টিক দায়িত্বের নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল সে কারণে শুধু গোত্রের শাখা অথবা পরিবারের লোকদের একটি বিরাট সম্মিলিত দলের উপর এর সুষ্ঠু কার্যনির্বাহ নির্ভর করত। কেউই ব্যক্তিগত ভাবে এ নিরাপত্তা দিতে পারতেন না। মুহাজিরগণ পারিবারিক বন্ধন হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং বিভিন্ন শাখা ও গোত্রের সাথে বিচ্ছিন্ন লোকের দল হয়ে সংযুক্ত হয়েছিলেন। তাই তাদের একটি নয়া সামাজিক পরিচিতির পাশা-পাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি শক্ত ভিত্তি তৈরির লক্ষ্যে কুরায়শ মুহাজিরদের প্রত্যেককে এক একটি শাখা বা পরিবার বলে গণ্য করা হত।

৫২. গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী শাখা বা পরিবারকে সামাজিক ব্যয়, যেমন রক্ত মূল্য, পরিশোধের ভার বহন করতে হত। কারণ তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগার গড়ে ওঠেনি। দ্রষ্টব্য ওয়েলহাউসেন, ১২।

৫৩. ওয়েলহাউসেন, ১২; ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৭-৮।

www.pathagar.com

৫৪. ওয়েলহাউসেন, ১৩–১৪; ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৮।

৫৫. ওয়েলহাউসেন, ১৪–১৫, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৮।

৫৬. পূর্বোক্ত।

৫৭. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২২৮–৩৮। বেদনাদায়কভাবে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মহানবী (সাঃ) ছিলেন "মুহাজিরদের প্রধান" এবং এভাবে "তিনি বিভিন্ন শাখার প্রধানদের সম পর্যায়ের" ছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে হিজরতের পর ৫ বছর পর্যন্ত তাঁর অবস্থান ছিল তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল। মদীনায় অবস্থানকালের দশকটির দ্বিতীয় ভাগে তাঁর অবস্থান শক্তিশালি হয়ে ওঠে এবং চূড়ান্তভাবে জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি আরবদের সর্বপ্রধান হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মহানবী (সাঃ) এর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করার স্থান এটি নয়, তবুও মদীনার সংবিধান প্রশ্নে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। উপরে উল্লেখিত ৩টি অনুচ্ছেদ সুস্পষ্টভাবে মহানবী (সাঃ) কে মদীনার সমাজে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেছে। সকল ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে দেখা যায় যে বেসামরিক বিবাদ–বিসম্বাদ এবং সামরিক বিষয়ে তিনিই ছিলেন একমাত্র সর্বক্ষমতার অধিকারী। এমন কোন ঘটনা বা সাক্ষ্য–প্রমাণ নেই যাতে কখনো তাঁর ক্ষমতার ভাগাভাগি করার কিংবা সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলার কথা জানা যায়।

৫৮. ওয়াকিদী, কিতাব আল–মাগাজি, সম্পাদনা মারসডেন জোনস; লন্ডন ১৯৬৬, ২।

৫৯. পূর্বোক্ত।

৬০. ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইব্ন ইসহাক বলেন যে রাবিগ–এ আবূ উবায়দাহ বিন আল–হারিসের অভিযান হয়ত হামযাহ্‌র পূর্বে সংঘটিত হয়। অন্যরা যেমন ওয়াকিদী ও ইব্ন সা'দ বলেন যে হামযাই প্রথম অভিযানে গমন করেন। দেখুন ইব্ন ইসহাক, ২৮৩; ইব্ন হিশাম, ৫৯; ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৬; তাবারী ২য় খন্ড, ৪৩২–৪। অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকই ওয়াকিদী ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। দেখুন ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২, ৮৫–৮৬, এবং পরিশিষ্ট খ; মাহমূদ শীষ খাত্তাব, আল–রাসূল আল–কায়েদ, বাগদাদ ১৯৫৮, ৫১–৫২। দ্রষ্টব্য জে. এম. বি. জোনস, "দি ক্রনোলজি অব দি মাগাজি–এ টেকস্টুয়াল সারভে", বুলেটিন অব দি স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (বি. এস ও এ. এস), ১৯ বর্ষ, ১৯৫৭; ইব্ন ইসহাক ও আল ওয়াকিদী, বি. এস ও এস., ২২ বর্ষ, ১৯৫৯; ডব্লু. এম. ওয়াট, " দি ম্যাটিরিয়ালস ইউজড বাই ইব্ন ইসহাক", হিষ্টরিয়ানস অব দি মিডল ইষ্ট, সম্পাদিত. বি. লুইস ও পি. এম. হোল্ট, লন্ডন ১৯৬২, ২৩–২৪। আরো দেখুন মার্সডেন জোনস এবং ওয়াকিদীর 'কিতাব আল মাগাজির' ভূমিকা, ২৫–৩৫।

এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে ওয়াকিদী একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন যাতে হামযাহ্‌র অধীন মুসলিম বাহিনী আনসার ও মুহাজিরদের সমসংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। অন্যান্য প্রমাণ ছাড়াও শুধু এটা থেকেই ঐতিহাসিকদের ধারণা বাতিল হয়ে যায় যে আনসরারা শুধু প্রতিরক্ষার জন্যেই অঙ্গীকার করেছিল। দেখুন ওয়াকিদী, ৯।

৬১. ইব্ন ইসহাকের মতে, ৫–৮, আল–ঈস ছিল ধুল মারওয়া অঞ্চলে সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তার ধারে। কুরায়শরা এ পথে সিরিয়া গমন করত।

৬২. তাবারী, ২য় খন্ড, ৪০৪।

www.pathagar.com

৬৩. পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, ৪৬-৫০।

৬৪. মুহাম্মদ আহমদ, জাদ আল-মাউল বাক ও অন্যান্য, আয়াম আল-আরব ফি আল-জাহিলিয়া, মিসর, ১৯৫৩, ৭৫; ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৮৫।

৬৫. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৪৬।

৬৬. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৩। তিনি বলেন যে তিনি মক্কা থেকে ৩শ' অশ্বারোহীর নেতৃত্বদানকারী আবূ জাহলের সম্মুখীন হন সমুদ্র উপকূলে এবং মাজদি বিন আমর আল-জুহানি তাদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করেন। কারণ তিনি উভয়পক্ষের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। এরপর তিনি কোন লড়াই ছাড়াই দু' পক্ষকে সরিয়ে দেন। দেখুন ইব্‌ন হিশাম, ৫৯৫, ও তাবারী ২য় খন্ড, ৪০২।

৬৭. পূর্বোক্ত।

৬৮. পূবোক্ত।

৬৯. ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে স্থানটি ছিল হিজাযে। দ্রষ্টব্য ইয়াকুত আল-হামাভি, মুজাম আল-বুলদান, বৈরুত ১৯৫, দ্বিতীয় খন্ড, ৩৫০।

৭০. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৬; ইব্‌ন হিশাম, ৬০০। ওয়াকিদী, ১১; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৭; তাবারী, ২য় খন্ড, ৪০৩; উসদ, ২য় খন্ড, ৯০-৯৩। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন খালদূন, ২য়, ৭৪৬; আল রাসূল আল-কায়েদ, ৫৩-৫৪; এবং ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৩-৪।

৭১. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৮, তিনি বলেছেন যে আবওয়া ও ওয়াদ্দানের মাঝে দূরত্ব ছিল ৬ মাইল। ইয়াকুত, ১ম খন্ড, ২৪, বলেছেন যে এটা ছিল ফার অঞ্চলের একটি গ্রাম এবং মদীনা ও জুহকাহ্‌র মাঝে দূরত্ব ছিল ২৩ মাইল।

৭২. ইয়াকুত, ৫ম খন্ড, ৩৬৫, একই নামের ৩টি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। যে স্থানটির অভিমুখে অভিযানটি প্রেরিত হয়েছিল তা ছিল মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে এবং ফার এর সন্নিকটে। আবওয়া থেকে এর দূরত্ব ছিল ৮ মাইল। এটি জুহকার খুব কাছে ছিল এবং যামুরাহ, গিফার ও কিনানাহ এ ৩টি গোত্র সেখানে বাস করত।

৭৩. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮১; ওয়াকিদী, ১১-১২; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৮; তাবারী, ২য় খন্ড, ৪০৩।

৭৪. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৯-১১, তিনি বলেন যে এটা মদীনা থেকে ৪ বাউ (৫০ মাইল) দূরত্বে অবস্থিত ছিল। ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৫, শুধু বলেছেন যে, বুওয়াত রাজওয়া পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। ইয়াকুত, ৩য় খন্ড, ৫১, বলেন যে বুওয়াত ছিল ইয়ানবু থেকে ৭ মনজিলের দূরত্ব। এটি ছিল জুহায়নাহ্‌র ভূখন্ড যারা ওয়াদ্দানের অধিবাসীদের প্রতিবেশি ছিল।

৭৫. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৫; ওয়াকিদী, ১২, ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৮-৯; তাবারী, ২য় খন্ড, ৪০৭। দ্রষ্টব্য আল-রাসূল আল-কায়েদ, ৫৪।

৭৬. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৬, বলেন যে সাফওয়ান ছিল বদরের সন্নিকটে একটি উপত্যকা। তবে ওয়াকিদী, ১২, এবং ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৯, সাফওয়ানের কথা উল্লেখ করেন নি। দ্রষ্টব্য আল-রাসূল আল-কায়েদ, ৫৫-৫৬; ইয়াকুত, ৩য় খন্ড, ২২৫।

৭৭. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৬, ওয়াকিদী, ১২, ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৯, বলেন যে কুরজ বিন জাবির আল-ফিহরি মদীনার মালভূমিতে হানা দেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উটগুলো অপহরণ করেন।

www.pathagar.com

৭৮. পূর্বোক্ত।

৭৯. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৫–৮৬; ওয়াকিদী, ১২–১৩; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৯–১০। ইব্‌ন সা'দ বলেন যে এটি ইয়ানবুর পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল এবং মদীনা থেকে এর দূরত্ব ছিল ৯ বাউ (১০০ মাইলেরও বেশি)। এটা ছিল কিনানাহ্‌র শাখা বনূ মুদলিজের এলাকা। তুলনীয় ইয়াকুত, ৪র্থ খন্ড, ১২৭–৮; আল–রাসূল আল–কায়েদ, ৫৫।

৮০. পূর্বোক্ত।

৮১. নাখলাহ ছিল মক্কার কাছে একটি উপত্যকা। ইব্‌ন ইসহাক, ২৮১, বলেন যে এটা মক্কা ও তাইফের মধ্যে অবস্থিত ছিল। তুলনীয় ওয়াকিদী, ১৩–১৯; তাবারী ২য় খন্ড, ৪১০–১৫। ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১০, বলেন যে নাখলাহ উপত্যকা ছিল মক্কার কাছে ইব্‌ন আমিরের বাগান। ইয়াকুত, ৫ম খন্ড, ২৭৭,তিনি বলেন যে এটি ছিল মক্কা থেকে আগত সফরকারীদের প্রথম মনজিল। তুলনীয় আল–রাসূল আল–কায়েদ, ৫৬–৫৭।

৮২. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২; আল–রাসূল আল–কায়েদ, ৫১ ও ৫৯।

৮৩. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮১–৮৩।

৮৪. উদ্ধৃত, ৫৯১–৯২।

৮৫. উদ্ধৃত, ৯–১১।

৮৬. উদ্ধৃত, ৬–৭।

৮৭. উদ্ধৃত, ৪০২ও ৪০৪।

৮৮. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৬; ইব্‌ন হিশাম, ২য় খন্ড, ৬০০, ওয়াকিদী, ১১; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৭; তাবারী, ২য় খন্ড, ৪০৩।

৮৯. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮১। তুলনীয় ওয়াকিদী, ১১–১২ এবং ইব্‌ন সা'দ ২য় খন্ড, ৮। তিনি বলেন যে উভয় পক্ষ সম্মত হয় যে তারা একে অপরের উপর হামলা করবে না এবং বনূ যামুরাহ্‌ মহানবী (সাঃ) এর শত্রুদের সাহায্য করবে না অথবা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযানে অংশগ্রহণ করবে না। তাবারী, ২য় খন্ড, ৪০৩। তিনি শর্তগুলোর উল্লেখ না করে শুধু চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। আরো দেখনু ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৩–৪; আল–রাসূল আল–কায়েদ, ৫৪।

৯০. উদ্ধৃত।

৯১. উদ্ধৃত।

৯২. উদ্ধৃত।

৯৩. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৫, বলেন যে মহানবী (সাঃ) রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা ত্যাগ করেন। পরে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন এবং রবিউল আখির এর অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করেন। তুলনীয় তাবারী, ২য় খন্ড, ৪০৫; আল–রাসূল আল–কায়েদ, ৫৪।

৯৪. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৫।

৯৫. উদ্ধৃত, ৪০৫–৬।

৯৬. উদ্ধৃত, ১২–১৩।

www.pathagar.com

৯৭. উদ্ধৃত, ২য় খন্ড, ১০।

৯৮: ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৭। তিনি বলেন যে মহানবী (সাঃ) এর পত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা ছিলঃ

"তুমি আমার পত্র পাঠের পর মক্কা ও তাইফ এর মধ্যবর্তী নাখলাহ্ না পৌঁছনো পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখবে। সেখানে কুরায়শদের জন্যে অপেক্ষা করবে এবং তাদের গতিবিধি ও কর্মকান্ড সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করবে।" তাবারী, ২য় খন্ড, ৪১১, ওয়াকিদীকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন, অন্যদিকে ওয়াকিদী, ১৩-১৪, এবং ইব্‌ন সা'দ ২য় খন্ড, ১০, বলেছেন যে অভিযানের নেতা আবদুল্লাহ বিন জাহশকে "কুরায়শদের কাফেলার জন্য অপেক্ষা করার" নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৯৯. ইব্‌ন ইসহাক, ২৮৭, উল্লেখ করেছেন যে "তারা যখন আল্লাহ্‌র রাসূলের কছে এল, তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেইনি, এবং তিনি কাফেলাটি আটক ও দু'জন বন্দীকে বরখাস্ত করলেন......"। তুলনীয় তাবারী, ২য় খন্ড, ৪১২, ওয়াকিদী, ১৬। ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১০-১১, মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশের কথা বলেন নি যদিও তিনি কাফেলা ও যুদ্ধবন্দীদের বরখাস্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রায় সকল আধুনিক ঐতিহাসিকই মনে করেন যে মহানবী (সাঃ) কাফেলার উপর হামলা চালানোর জন্যেই এ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৭, বলেছেন যে "মহানবী (সাঃ) কাফেলার উপর হামলার নির্দেশই দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 'হামলা কর' এ শব্দ সমষ্টির বদলে 'তারাসাদু' অর্থাৎ 'নজর রাখ' শব্দ সমষ্টিকে যোগ করা হয়েছে- তা স্পষ্ট।" ওয়াট কিসের ভিত্তিতে এটা পরবর্তী কালের সংযোগ বলে আখ্যায়িত করেছেন, তার সপক্ষে কোন যুক্তি দেননি। যাহোক তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করেননি বলে মনে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, ইব্‌ন ইসহাক তাঁর বর্ণনায় "কুরায়শদের জন্যে অপেক্ষা কর" এ কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং তাবারীও তা সমর্থন করেছেন। ওয়াকিদী ও তাঁর অনুসারীরা তাদের ভাষ্যে কুরায়শদের পূর্বে 'কাফেলা' (ইর) শব্দটি যোগ করেছেন। আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে ওয়াকিদী ইব্‌ন ইসহাকের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন যার ভিত্তি উরওয়াহ্‌র বিবরণ এবং তা উপস্থাপন করেছেন আল-যুহরি ও ইয়াযীদ বিন রুমান এবং মক্কার কাফেলার কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ এ ভাষ্যে 'ইর' শব্দটি নেই। সম্ভবত এর কারণ এই যে তিনি 'তারাসাদু' শব্দের অর্থ 'হামলা কর' বোঝাতে চেয়েছেন। উপরন্তু তার এতদ বিষয়ের আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে ইব্‌ন ইসহাকের ভাষ্যই সর্বপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বা খাঁটি। তুলনীয়, রিচার্ড বেল, ইনট্রোডাকশন টু দি কুরআন, এডিনবরা ১৯৫৩, ২৩; মার্গোলিউথ, ২৪৪-৪৫, অনুরূপ মত ব্যক্ত করা হয়েছে। আরো দেখুন আল-রাসূল আল-কায়েদ, ৫৬-৫৭, এতে বলা হয়েছে যে তথ্য সংগ্রহ করাই নাখলাহ্ অভিযানের লক্ষ্য ছিল।

১০০. তুলনীয়, এম. হামিদুল্লাহ, মাজমূআত আল-ওয়াসাইক আল-সিয়াসিয়াহ বিন আল-আহদ আল-নববি ওয়া আল খিলাফাত আল-রাশিদা, কায়রো ১৯৪১, ১৫১-১৭১।

১০১. পরিশিষ্ট এ -১।

১০২. ওয়াকিদী, উদ্ধৃত; ইব্‌ন সা'দ, উদ্ধৃত।

১০৩. প্রাগুক্ত। তুলনীয় ইব্‌ন ইসহাক, উদ্ধৃত।

১০৪. ইব্‌ন হিশাম, ৬০৯; ওয়াকিদী, ১৯৭-৮ ও ৫৫৩-৫; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ২৬ ও ৮৭;

www.pathagar.com

তাবারী, ২য় খন্ড, ৪৯২-৯৩ ও ৬৪১।

১০৫. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৪।

১০৬. বুখারী, কিতাব আল-মাগাজি, মু'আয-এর কাছে সা'দের বর্ণনা। বর্ণনানুযায়ী আওস গোত্রের প্রধান সা'দ বিন মু'আয বদর যুদ্ধের আগে উমরাহ্ পালনের জন্যে মক্কা গমন করেন এবং তার দীর্ঘদিনের মিত্র জুমাহ্/কুরায়শ এর উমাইয়াহ বিন খালাফের গৃহে অবস্থান করেন। একদিন তাওয়াফ কালে তিনি আবূ জাহল এর সম্মুখীন হন যিনি তাকে বলেনঃ "যেহেতু তুমি 'সাবিস' দের (মুসলমান) আশ্রয় দিয়েছো সে কারণে তোমাকে কাবা ঘর তাওয়াফের অনুমতি দেয়া হবে না। যদি তুমি উমাইয়ার মেহমান না হতে তা হলে তোমাকে হত্যা করা হত। এখন সা'দ জবাব দেন, তোমরা যদি আমাদের হজ্জ পালন করতে না দাও তাহলে আমরা তোমাদের মদীনার পথ বিচ্ছিন্ন করে দেব (সিরিয়ার সাথে বাণিজ্য পথটি মদীনার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত ছিল)।"

১০৭. বুখারী, ইসলাম-উ আবূ যার, ইব্ন সা'দ, ৪র্থ খন্ড, ২২৫, বলেছেন যে আবূ যার যখন মক্কায় পৌত্তলিকদের সঙ্গে প্রকাশ্যে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন, তারা তা বরদাশত করতে পারল না এবং তাঁকে প্রহার করতে শুরু করল। এ সময় আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদেরকে প্রহার থেকে নিবৃত্ত হতে বলেন এবং স্মরণ করিয়ে দেনঃ "তোমরা বনিক এবং তোমাদের বাণিজ্য পথ গিফার এলাকার মধ্য দিয়ে গেছে। তোমরা কি চাও যে তোমাদের বাণিজ্য পথ বিচ্ছিন্ন হোক?" এ হুশিয়ারি কুরায়শদের চেতনা ফিরিয়ে আনে এবং তৎক্ষণাৎ তারা প্রহার বন্ধ করে দেয়।

১০৮. ইব্ন ইসহাক, ৫০৮; ইব্ন হিশাম, ৪৩০; ওয়াকিদী, ৫৭৪; ইব্ন সা'দ দ্বিতীয় খন্ড, ৯৫-১০৫; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬৩৮-৯।

১০৯. ওয়াকিদী (২০১-৩) এবং ইব্ন সা'দ (২য় খন্ড, ৩৭-৩৮) থেকে জানা যায়, কুরায়শরা লোকবল হারানোর চাইতে মর্যাদা হারানোর ফলে বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তুলনীয়, ইব্ন ইসহাক, ৩৪০-৬০। তিনি "বদর যুদ্ধ বিষয়ক কিছু কবিতার" উল্লেখ করেছেন। মক্কার বহু কবি দুঃখ প্রকাশ করে এই ব'লে যে, কুরায়শরা আর কখনো তাদের হৃত গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পাবে না। কেননা তাদের নেতাদের বেশির ভাগই বদর যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেছে।" মক্কার ৭০ জন নিহত নেতার জন্যে দেখুন ইব্ন ইসহাক, ৩৩৭-৮; ওয়াকিদী, ১৪৭-৫২; ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১৮; আল-বালাযূরী, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ২৯৬-৩০৫।

১১০. তুলনীয় খাত্তাব, আল-রাসূল আল কায়েদ, ৮৯।

১১১. মক্কী বাহিনীর সন্ধানে যুদ্ধের পরপরই মহানবী (সাঃ) এর হামরা আল-আসাদ অভিযান থেকে আরববাসীরা উপলব্ধি করে যে মুসলমানরা খুব বেশি হলেও খন্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, কোন যুদ্ধে নয়। তুলনীয়, ইব্ন ইহসাক, ৩৮৯-৯০। তিনি একটি চমৎকার কথা বলেছেন যে পশ্চাদপসরণরত কুরায়শ বাহিনীর পিছু ধাওয়ার জন্যে শুধুমাত্র উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরই প্রেরণ করা হয়েছিল। শত্রুদের এ কথা জানিয়ে দিতে যে "তার ধাওয়া করা থেকে কুরায়শরা বুঝুক যে তাঁর শক্তি অটুট আছে এবং যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি তাদের দুর্বল করতে পারেনি।" আরবদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে দেখুন ইব্ন ইসহাক, ৩৯০, মুসলিম শক্তি সম্পর্কে মাবা'দ আল খুযাঈ'র মন্তব্য; ওয়াকিদী, ৩৩৮-৯; তাবারী, ২য় খন্ড, ৫৩৫; আল-রাসূল আল-কায়েদ, ১১৭।

১১২. ইব্ন ইসহাক, ৪৫০-৬০, ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৬৫-৭৪, তুলনীয় ওয়াট, মুহাম্মদ এট

www.pathagar.com

মদীনা, ৩৫-৩৯; মার্গোলিউথ, ৩২৯; খাত্তাব , আল-রাসূল আল-কায়েদ, ১৫৭-৬২।

১১৩. চুক্তির শর্তের জন্যে দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ৫০৪; ওয়াকিদী ৬১১-১২; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১০১-২; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬৩৪-৩৫; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪৯-৫২।

১১৪. কুরআন, সূরা ফাতহ, আয়াত ১; বুখারী, কিতাব আল-শুরুত; মুসলিম, উদ্ধৃত কিতাব আল-মাগাজী। তুলনীয় ইব্‌ন ইসহাক, ৫০৪-৭, তিনি বলেছেন যে "ইসলামের ইতিহাসে পূর্বের যে কোন বিজয়ের চেয়ে এটি ছিল বড় বিজয়। দু'পক্ষ যখন মুখোমুখি হল তখন লড়াই ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। কিন্তু যেই মাত্র যুদ্ধবিরতি হল এবং যুদ্ধের ইতি ঘটল, তখনই তারা নিরাপদ হয়ে গেল। কিন্তু কেউই বুদ্ধিমত্তার সাথে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করল না। এ দু'টি বছরে যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, পূর্ববর্তী সবগুলো বছর মিলিয়েও এত লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি। তুলনীয়, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৫১-৫২, খাত্তাব, আল-রাসূল আল-কায়েদ, ১৮৯-৯০।

১১৫. বুখারী, ফাতহ মক্কা; ইব্‌ন ইসহাক, ৫৪০-৬১; ওয়াকিদী, ৮০০; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৩৪-৪৫; আনসাব আল-আশরাফ, ১০৩ খন্ড, ৩৫৩-৬; তাবারী, ৩য় খন্ড, ৫২-৬৫। তুলনীয়, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৬৫-৭০; খাত্তাব, আল-রাসূল আল-কায়েদ, ২৩১-৫৩।

১১৬. ইব্‌ন ইসহাক, ৩১৬, ১৮; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩০৪-৫; তাবারী, ২য় খন্ড, ৪৭২-৭২।

১১৭. তারা ছিলেনঃ

১. আওসের বনূ খাতামাহ্‌র হালীফ আসমা বিনতে মারওয়ান। ২ হিজরীর রমযান/৬২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চে তিনি নিহত হন।

২. নাজরানের বনূ নাজ্জারের হালীফ আবূ আফক, তিনি একমাস পর ২ হিজরীর শাওয়াল/৬২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে নিহত হন।

৩. আওসের হালীফ কা'ব বিন আল আশরাফ, ৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে তিনি নিহত হন।

ইসলামী রাষ্ট্রের এ ৩ জন মিত্র ষড়যন্ত্রের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন বলে ইব্‌ন ইসহাক জানিয়েছেন। কৌতূহলের বিষয় যে আসমাকে হত্যার পর আওসের উমায়র বিন আদি আসমার ৫ সন্তানের সম্মুখে তাকে চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করেন এবং প্রকাশ্যে তার হত্যার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেন। তিনি আরো বলেছেন যে এরপর বিনতে মারওয়ানের হত্যার পর খাতামাহ্‌র লোকজন মুসলমান হয়ে যায়। কারণ তারা ইসলামের শক্তি প্রত্যক্ষ করেছিল। আবূ আফাকের ক্ষেত্রেও ইব্‌ন ইসহাক আসমার ন্যায় একই বিবরণ দিয়েছেন। এটা সর্বজন বিদিত যে বদর যুদ্ধের পর কা'ব বিন আল-আশরাফ মক্কা গমন করেন কুরায়শদের জ্বলতে থাকা প্রতিশোধের আগুনে আরো ইন্ধন যোগাতে। দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ৩৬৪,, ৬৭৫-৬; ইব্‌ন হিশাম, ৬০৯, ৬৩৫-৩৬; ওয়াকিদী, ১৭২-৭৫ ও ১৮৪-৯৩; ইব্‌ন সা'দ ২য় খন্ড, ২৭-২৮ ও ৫৭; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৩-৪; তাবারী, ২য় খন্ড, ৪৮৯-৯১; এবং বুখারী ও মুসলিম, কিতাব আল- মাগাজি, কাতল কাব বিন আল-আশরাফ। শেষোক্ত ৩ জন ঐতিহাসিক অবশ্য আসমা ও আবূ আফাকের হত্যার কথা উল্লেখ করেন নি। তুলনীয় ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১৮। তিনি বলেছেন যে এসব হত্যাকান্ড মহানবী (সাঃ) এর আদর্শগত দিকের গুরুত্বের

www.pathagar.com

সচেতনতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। আরো দেখুন রবিনসন, ১৫৭ ও ১৭০-৭৩, তিনি ওয়াটকে অনুসরণ করেছেন।

১১৮. মার্গোলিউথ, ২৭৭।

১১৯. ইব্ন ইসহাক, ৩১২, উল্লেখ করেছেন যে বদর যুদ্ধে সুহায়লকে বন্দী করা হলে উমর বিন খাত্তাব মহানবী (সাঃ) কে বলেন যে, "আপনি অনুমতি করুন আমি তার সামনের দু'টি দাঁত উপড়ে ফেলব; তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব যাতে সে আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারে। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তখন বলেন, "উমর, আমি তাকে নির্যাতন করব না। সে এমন কিছু করতে পারে যে জন্য তুমি তাকে দায়ী করবে না।" দ্রষ্টব্য, আল-জুবায়রী, ৪১৮; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খণ্ড, ৩০৩; তাবারী, ২য় খন্ড, ৪৬৫।

এখানে উল্লেখ করা হয়ত অবান্তর হবে না যে কবি ও বাগ্মীদের এ ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মোকাবেলায় মহানবী (সাঃ) মদীনার হাসান বি সাবিত ও অন্যান্য কবিদের নিয়োজিত করেন এবং তারা সাফল্যজনকভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন।

১২০. ইব্ন ইসহাক, ৩৬৩, বলেছেন যে ইহুদীদের সঙ্গে বনূ কায়নুকাই প্রথম রাসূল (সাঃ) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুলনীয়, আবূ দাউদ, সুনান, বাব কায়কা কানা ইখরাজ আল-ইয়াহুদ, ওয়াকিদী, ১৭৬-৮; ইবন সা'দ ২য় খন্ড, ২৮-৩০; তাবারী, ২য় খন্ড, ৪৭৯-৮৩ আল বালাযূরী, ফুতূহ আল-বুলদান, কায়রো, ১৯৩২, ৩০; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩০৮-৯।

১২১. ইব্ন ইসহাক, ৪৩৭-৩৯; ওয়াকিদী, ৩৬৩-৬৬, ইব্ন সা'দ ২য় খন্ড, ৫৭-৫৯; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৩৯; তাবারী ২য় খন্ড, ৫৫০-৫৫; আল বালাযূরী, ফুতূহ আল-বুলদান, ৩১-৩২। এরা সকলেই বলেছেন যে তারা মহানবী (সাঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তবে যুরকানী শারহ আল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়াহ (কায়রো, ২য় খন্ড, ৯৩) মাগাজি মূসা বিন উকবাহ প্রসঙ্গে বলেন যে বনূ নাযীর কুরায়শদের সাথে একটি গোপন যুদ্ধ চুক্তি স্বাক্ষর করে। তারা শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের সাথে চক্রান্তই করেনি, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিও তারা কুরায়শদের সরবরাহ করে। আবূ দাউদ, সুনান, উদ্ধৃত। তিনি আরো বলেছেন যে বনূ কায়নুকার বহিষ্কারের পরে মহানবী (সাঃ) মদীনায় অবস্থানকারী দু'টি ইহুদী গোত্রকে তাঁর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের আহবান জানান। বনূ কুরায়যাহ চুক্তি নবায়ন করলেও বনূ আল-নাযীর করে নি। আরো দেখুন, বুখারী, গাজওয়াহ বিন নাযীর এবং মুসলিম, ইজলা আল ইয়াহুদ বিন আল- হিজায। তুলনীয় বরকত আহমদ, উদ্বৃত, ৬২। তিনি মনে করেন, মহানবী (সাঃ) এর কাছে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের পরে বনূ কায়নূকা মদীনায় বাস করার অনুমতি পেয়েছিল।

১২২. ইব্ন ইসহাক, ৪৬৯-৭০। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন যে খন্দক অভিযানকালে বনূ কুরায়যাহ কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ চুক্তি সম্পাদন করেছিল --- তা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয় নি। আহযাবে উস্কানিদাতা গোত্র হিসাবে জানার জন্য দেখুন আল বালাযূরী, ফুতূহ আল-বুলদান, ৩৫। তুলনীয় বুখারী উদ্বৃত; মুসলিম, উদ্ধৃত; আবু দাউদ, উদ্ধৃত; ওয়াকিদী, ৪৯৪-৫৩০; ইবন সাদ, ২য় খন্ড, ৭৪-৭৮; আনসাব আল- আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪৭-৮; তাবারী, ২য় খন্ড, ৫৮১-৯৩; বরকত আহমদ, উদ্ধৃত, ৬২-৬৬।

www.pathagar.com

১২৩. ডব্লিউ, এন, 'আরাফাত, ''বনূ কুরায়যাহ এবং মদীনার ইহুদীদের কাহিনী সম্পর্কে নয়া আলোকপাত,'' জার্নাল অব দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডন, নং ২, ১৯৭৬, ১০০-১০৭। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বনূ কুরায়যার হত্যাকান্ডের কাহিনীও হেরোদ দ্য গ্রেট এর পূর্বে জেরুজালেম শাসনকারী আলেকজান্ডারের শাসনামলে মাসাদায় সংঘটিত ইহুদী গণ হত্যাকান্ডের কাহিনী প্রায় অভিন্ন। তিনি বলেন, দুই কাহিনীর সাদৃশ্য নিশ্চিত করে যে মাসাদ অবরোধের কাহিনীই পরবর্তী প্রজন্ম কর্তৃক বনূ কুরায়যার কাহিনীর উপর আরোপ করা হয়। তুলনীয় বরকত আহমদ, উদ্ধৃত, ৭২-৯৪।

১২৪. তুলনীয় ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৯২-৯৩। ইহুদীদের সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি সঠিক বলেছেন যে অন্য মিত্র ও সহযোগীদের চাইতে ইসলামী সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য সর্ব উর্ধ্বে কিনা, এটাই ছিল বিবেচ্য।" তিনি এ বলে উপসংহার টেনেছেন যে তাদের সমলোচনা মহানবী (সাঃ) যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরীক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন, তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছিল এবং তা উপেক্ষণীয় ছিল না। এভাবেই ঘটনাধারা দুঃখজনক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

১২৫. ইব্‌ন ইসহাক, ৩৬০; ওয়াকিদী, ১৮২-৮৪; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৩১; ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে মহানবী (সাঃ) সেখানে ৩ রাত অবস্থান করেন। অন্যদিকে ওয়াকিদী ও ইব্‌ন সা'দ বলেছেন যে তিনি এক পক্ষকাল মদীনা থেকে বাইরে ছিলেন। তবে সকলেই একমত যে এ সময় কোন লড়াই হয়নি। তবে গনিমত হিসাবে কিছু গবাদিপশু মুসলমানদের হস্তগত হয়। আনসাব আল-আশরাফ ১ম খন্ড, ৩১০, অনুসারে গনিমতের মাল ছিল ৫শ' উট।

১২৬. ইব্‌ন ইসহাক, ৩৬২; ওয়াকিদী, ১৯৬-৭; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৩৫-৩৬; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩১১; তাবারী, ২য় খন্ড, ৪৮৭। ইব্‌ন ইসহাক ও তাবারীর অভিমত যে মহানবী (সাঃ) এ এলাকায় ২ মাস অবস্থান করেন। অন্যদিকে ওয়াকিদী, ইব্‌ন সা'দ ও বালাযূরী বলেন যে তিনি সেখানে ১০ দিন অবস্থান করেন। এ অভিযানেও কোন লড়াই সংঘটিত হয়নি বা কোন গনিমতের মাল সংগৃহীত হয়নি।

১২৭. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৩৩, ৫২; ওয়াকিদী, ৩৪৬-৫২; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৫১-৫৪; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৫; তাবারী, ২য় খন্ড, ৫৪৫-৫০; বুখারী গাযওয়াত আল-রাজি ওয়া রি'ইল ওয়া জাকওয়ান। সকল ঐতিহাসিকের সম্মিলিত বিবরণ অনুযায়ী আমির বিন তুফায়ল ও তার নজদের সহযোগীদের হামলার আশংকায় মুবাল্লিগদের এত বড় একটি দল প্রেরণ করা হয়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে আমির বিন তুফায়ল মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য প্রথমে বনূ আমিরকে ডেকে পাঠায় কিন্তু তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা জানায় যে বনূ আমিরের আবূ বারা আমির বিন মালিক কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি তারা লংঘন করতে পারবে না। আবূ বারার অনুরোধেই মুসলিমদের পাঠানো হয়। যাহোক, সুলায়মের ৩টি শাখা আমির বিন তুফায়লের অনুরোধে সাড়া দেয় এবং মুসলমাদের উপর হামলা চালায়। আবূ বারা যখন এ হামলার কথা শুনলেন তখন তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ষড়যন্ত্রের হোতা আমির বিন তুফায়লকে হত্যার চেষ্টা করেন। তাঁর হামলায় আমির বিন তুফায়ল গুরুতর ভাবে আহত হন। তুলনীয়, আল জুবায়রী, ১৯৮-৯৯, তিনি বি'র মাউনার হত্যাকান্ডের কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে কুরায়শ/নওফাল এর তুয়ায়মাহ্‌ বিন আদীকে হত্যার কারণেই বি'র মাউনায় মুসলমানদের হত্যা করা হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন (৪৩৬) যে নাফি বিন বুদায়ল বিন ওয়ারকা আল খুযা'ঈ বদর যুদ্ধে তুয়ায়মাহকে হত্যা করেন। তুয়ায়মাহ বিন আদীর মামা রি'ল/সুলায়মের

আনাস বিন আব্বাস তার ভাগিনার হত্যার প্রতিশোধ নিতে আমির বিন তুফায়ল আল-আমিরিকে প্ররোচিত করেন। সুলায়মের বনূ রি'ল ও জাকওয়ান বনূ নাওফাল/ কুরায়শের হালীফ ছিল। বৈবাহিক বন্ধনেও তারা আবদ্ধ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আল-জুবায়রীর একটি বিবরণ থেকেও মনে হয় যে সুলায়মের ৪টি শাখা রি'ল, ফালিজ, জাকওয়ান ও উসায়াহ বি'র মাউনার গণহত্যার জন্য দায়ী ছিল। অন্যদিকে অন্য ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে ৩টি শাখা এর জন্যে দায়ী ছিল। তারা ফালিজ এর নাম উল্লেখ করেন নি।

১২৮. ইব্ন ইসহাক, ৪৫০; ওয়াকিদী, ৪৪৩; ইব্ন সা'দ ২য় খন্ড, ৬৬।

১২৯. ইব্ন হিশাম, ৬১১-১২; ওয়াকিদী, ৫৫৩; ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৮৬; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬৪১। আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৩৭। তিনি বলেছেন যে কয়েকজনকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

১৩০. ইব্ন সা'দ, ৪র্থ, ২৬৯-৭৭। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এ সময় গোত্রটি থেকে বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। আরো দেখুন ইব্ন ইসহাক, ৫৮১। তুলনীয় অধ্যায় ২।

১৩১. তুলনীয়, অধ্যায় ২।

১৩২. ইব্ন ইসহাক, ৪৫০, বলেছেন যে এ অভিযানে মাত্র ৭০০ সুলায়মী অংশ নেয়। পক্ষান্তরে ওয়াকিদী, ৮০০, বলেন যে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ১০০০ ছিল।

১৩৩. ওয়াকিদী, ১৯৪; ইব্ন সা'দ, ২য়, ৩৪; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩১১। ইব্ন ইসহাক ও তাবারী কেউই অভিযানের কারণ উল্লেখ করেননি। তুলনীয়, ইব্ন ইসহাক, ৩৬২; তাবারী, ২য়, ৪৭৮।

১৩৪. ওয়াকিদী, ১৯৪; ইব্ন সা'দ, ২য়, ৩৪; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩১১।

১৩৫. ইব্ন ইসহাক, ৩৬২; ওয়াকিদী,, ১৯৫; ইব্ন সা'দ হয়, ৩৫; তাবারী, ২য়, ৪৪৭। ইব্ন ইসহাক বলেছেন যে মহানবী (সাঃ) পূর্ব পরিকল্পনা মত মুহাররমের শুরুতে মদীনা থেকে অভিযানে বহির্গত হন এবং "তিনি সফর মাস অথবা এর কাছাকাছি সময় ধরে নজদে অবস্থান করেন।" অন্যদিকে তাবারী বলেন যে তিনি মুহাররমের প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন এবং সফর অথবা এর কাছাকাছি সময় নজদে অবস্থান করেন। কিন্তু ওয়াকিদীর মতে মহানবী (সাঃ) ৩ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল/ ৬২৫ খৃষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট নজদ অভিযানে বহির্গত হন। তিনি মাত্র ১১ দিন রাজধানীর বাইরে ছিলেন। ইব্ন সা'দ তার ওস্তাদের মতকেই সমর্থন করেছেন। তবে তার সাথে ব্যতিক্রম এই যে তিনি মহানবী (সাঃ) এর মদীনা ত্যাগের সঠিক তারিখ উল্লেখ করেন নি।

১৩৬. ইব্ন হিশাম, ৬১১-৬১২; ওয়াকিদী, ৫২৫-৩৫; ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৭৮; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩১১; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১৫৫।

১৩৭. ওয়াকিদী, ইব্ন সা'দ ও বালাযূরী উল্লেখ করেছেন যে যু' আমার অভিযান কালে বনূ সালাবাহ্র জনৈক জাব্বার এবং মুহারিবের দু'সুর বিন আল-হারিস ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

১৩৮. ওয়াকিদী, ১৯৬, ইব্ন সা'দ, ২য়, ৩৫ এবং আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩১১ অনুযায়ী দু'সুর ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের গোত্রবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

www.pathagar.com

১৩৯. আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪০, বলা হয়েছে যে এ ভাবেই অভিযানের নামকরণ করা হয়। কারণ একটি পর্বতের কাছে লড়াই সংঘটিত হয়েছিল যার রং ছিল কয়েক রকম, অনেকটা ছাপা কাপড়ের (রিকা') মত।

১৪০. ওয়াকিদী, ৩৯৬, বলেছেন যে মুসলিম বাহিনী ৪শ' সাহাবীকে নিয়ে গঠিত ছিল। পক্ষান্তরে অন্যরা বলেছেন যে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০০ অথবা ৮০০। ইব্‌ন সা'দ ২য় খন্ড, ৬১, উল্লেখ করেছেন দু'টি সংখ্যার-৪০০ অথবা ৭০০।

১৪১. এটা ছিল ৬ হিজরীর রবিউস সানী/৬২৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে জু আল-কাসসাহ্‌তে মুহাম্মদ বিন মাসালামাহ্‌র সারিয়াহ (ছোট অভিযান)। দেখুন ওয়াকিদী, ৫৫১-২; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৮৫; এবং তাবারী, ২য় খন্ড, ৬৪০। ইব্‌ন সা'দ বলেন যে ১০০ সৈন্য নিয়ে মুসলিম সেনা বাহিনী গঠনের যে কথা বলা হয়েছে তা অনুলিপিকারের ভুল। আরো দেখুন আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৭।

১৪২. জু আল-কাসসায় আবূ উবায়দাহ বিন আল-জাররাহ্‌র অভিযান। একই মাসে পূর্বে আরেকটি অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল। তুলনীয়, ইব্‌ন হিশাম, ৬০৯; ওয়াকিদী, ৫৫, ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৮৫-৬; তাবারী, ২য়, ৬৪১; আনসাব আল-আশরাফ ১ম খন্ড, ৩৭৭।

১৪৩. ৬ হিজরীর জমাদিউস সানী/৬২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বরে যায়দ বিন হারিসাহ্‌র আল-তারাফ অভিযান। তুলনীয় ইব্‌ন হিশাম, ৬১৬, ওয়াকিদী, ৫৫৫; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৮৭; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ৩৭৭; তাবারী, ২য়, ৬৪১। আল-তারাফের জন্যে দেখুন মুজাম আল-বুলদান ৪র্থ খন্ড, ৩১। এতে বলা হয়েছে যে স্থানটি মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

১৪৪. ৭ হিজরীর রমযান/ ৬২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে গালিব বিন আবদুল্লাহ্‌র মায়ফাহ্ অভিযান। তুলনীয়, ওয়াকিদী, ৭২৬-২; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১১৯; তাবারী, ৩য় খন্ড, ২২-২৩; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৯।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রথম ৩টি অভিযান একের পর এক প্রেরণ করা হলেও সর্বশেষ অর্থাৎ ৪র্থ অভিযানটি এক বছর পর প্রেরিত হয়েছিল।

১৪৫. ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৫০ অনুযায়ী তুলায়হা বিন খুওয়ায়লিদ আসাদী যে রিদ্দাহ্‌র সময় নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিল, সে ও তার ভাই সালামাহ তাদের গোত্রের একটি শাখাকে মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। তুলনীয়, আনসাব আল-আশারফ, ১ম, ৩৭৪-৫।

১৪৬. ইব্‌ন হিশাম, ৫৯৮; ওয়াকিদী, ৩৪০-৬; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৫০, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৫; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১৫৫।

১৪৭. মুজাম আল-বুলদান, চতুর্থ খন্ড, ২১১, বলা হয়েছে যে আল-গামরাহ্ ছিল বনূ আসাদের এলাকাধীন ভূখন্ড। পক্ষান্তরে একটি পাহাড়ের নাম ছিল আল-গামর। আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৬, একে গামর মারজুক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা কিদ থেকে দু'রাতের দূরত্বে অবস্থিত ছিল।

১৪৮. ইব্‌ন হিশাম, ৬১১-১২; ওয়াকিদী, ৫৫০-৫১; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৮৪-৫; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৭; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬৪০।

www.pathagar.com

১৪৯. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৬৬; ইব্‌ন হিশাম,৬১৯, ওয়াকিদী, ৫৩১-৩৩; ইব্‌ন সা'দ ২য়, ৫০-৫১; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৬; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১৫৬-৭; এর উস্‌দ আল-গাবাহ্‌; ৩য় খন্ড, ১২০-১।

১৫০. ইব্‌ন ইসহাক, ৪২৬-৩৩; ইব্‌ন হিশাম, ৬০৯; ওয়াকিদী, ৩৫৪-৬৩; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৫৫-৬; তাবারী ২য় খন্ড, ৫৩৮; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৫।

১৫১. মুহাম্মদ বিন হাবিব, কিতাব আল-মুহাব্বার, ১১৪।

১৫২. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৪৯; ইব্‌ন হিশাম, ৬০৮; ওয়াকিদী, ৪০২-৪; ইব্‌নে সা'দ,২য় খন্ড, ৬২-৬৩; তাবারী, ২য় খন্ড, ৫৬৪; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪১। ইব্‌ন সা'দ অনুসারে দূমাত আল জানদাল সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। দামেশক থেকে এর দূরত্ব ছিল ৫ রাত্রির পথ। অন্যদিকে মদীনা থেকে এর দূরত্ব ছিল ১৫ কি ১৬ রাত্রির পথ। ইয়াকুত হামাভি বলেছেন যে মদীনা থেকে স্থানটি ৭ মনজিলের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। আরো বিবরণের জন্য দেখুন, মুজাম আল-বুলদান, ২য় খন্ড, ৪৮৭-৯।

১৫৩. প্রাগুক্ত, ৪০৩। তুলনীয় ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৬২; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪১।

১৫৪. ওয়াকিদী, ৪০৩; ইব্‌ন সা'দ, ২খ খন্ড, ৬২; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪১।

১৫৫. প্রাগুক্ত।

১৫৬. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১১৫।

১৫৭. ওয়াকিদী, ৪০৩; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৬২। উপরন্তু সেখানে প্রচারের কারণে আরো ১ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫৮. প্রাগুক্ত, ৫৬৪।

১৫৯. তাবারী, ৫৬৪। তুলনীয়, হামিদুল্লাহ্‌, মাজমূআত আল-ওয়াসাইক; তিনি যে কোন কারণেই হোক, চুক্তির কথা বলেন নি।

ইয়াকুত হামাভির মতে জুহল বিন সালাবাহর পানির উৎস তুকায়দার পার্শ্ববর্তী স্থানে তাগলামায়ন-এ অবস্থিত ছিল। আরেক অভিমত অনুযায়ী এটি ছিল দেশের উচু ভূমিতে (আল-হাজান) অবস্থিত যেখানে তায়ম আল্লাহ্‌র, বনূ ইজিল ও কায়স বিন সালাবাহ গোত্র বসবাস করত। তাগলামায়নের জন্য দেখুন, মুজাম আল-বুলদান, ২য় খন্ড, ৩৫, তুকায়দার জন্যে ৩৬ এবং আল-হাজান এর জন্যে ২৫৪-৫৫।

মুজাম আল-বুলদান, ৫ম খন্ড, ৯২ এর একটি বিবরণ অনুযায়ী মারাজ ছিল আল-হিযাজ ও আল-কুপার মধ্যবর্তী পথে অবস্থিত। সেখানে দু' দশক পর আল ওয়ালিদ বিন উকবাহ্‌ বিন আবি মুয়ায়ত-বনূ উমাইয়াহ্‌/কুরায়শ, বাজাদের সাথে সাক্ষাত করেন। বাজাদ ছিলেন উসমান বিন আফফানের মাওলা এবং তিনিই উসমান বিন আফফানের মৃত্যু সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন।

১৬০. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৬৩। তুলনীয়, ওয়াকিদী, ৪০৪।

১৬১. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৬৩. তুলনীয়, ওয়াকিদী, ৪০৪; বালাযূরী, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪১; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬০৪।

১৬২. বুখারী, বাব আল-ইতক, এবং মুসলিম, কিতাব আল জিহাদ ওয়া আল-সিয়াব, বলেছেন যে বনূ

www.pathagar.com

আল-মুসতালিক আকস্মিক হামলায় পরাভূত হয়। তবে ওয়াকিদী, ৪০৭, এবং আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪১, বলেন যে মহানবী (সাঃ) প্রথমে তাদের কাছে ইসলাম প্রচার করেন। যখন তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল, তখনি হামলা করার নির্দেশ দেয়া হয়। আরো দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ৪৯০; ইব্‌ন হিশাম, ৭২৫-৪০; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬০৪।

১৬৩. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৯০ এবং তাবারী, ২য় খন্ড, ৬০৪, বলেছে যে আল-মুরায়সী সমুদ্র উপকূলের পথে কুদায়দ অভিমুখী যাত্রাপথে অবস্থিত ছিল। সামহুদির মতে, ওয়াকা আল-ওয়াকা, কায়রো, ১৩২৬ হিজরী, এটি ছিল আল-ফুর থেকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত বনূ খুযাআহ'র একটি পানির উৎস।

১৬৪. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৯৩; ওয়াকিদী, ৪০৭, ৪১০; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৬৪; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪১; বুখারী উদ্ধৃত; মুসলিম উদ্ধৃত; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬০৪, ৬০৯-১০।

১৬৫. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৯৩; ওয়াকিদী, ৪১১; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৬৪; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪১। তাবারী, ২য় খন্ড, ৬১০। তিনি বলেন যে প্রায় ১শ' পরিবারকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। আরো দেখুন বুখারী, কিতাব আল-ইতক; মুসলিম, কিতাব আল-জিহাদ ওয়া আল-সিয়ার, আবূ দাউদ, সুনান, কিতাব আল- ইতক।

১৬৬. প্রাগুক্ত। সকল ঐতিহাসিকের বিবরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে গোত্রটি মহানবী (সাঃ) এর কাছে পরাজিত হয়েছিল।

১৬৭. আবদুল মুত্তালিব বনূ খুযাআহ'র একটি অংশের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। দেখুন ইব্‌ন সা'দ, ১ম খন্ড, ৮৭-৮৮; যুবায়রী, নাসাব কুরায়শ, সম্পাদনা লেভি প্রভেনকাল, প্যারিস ১৯৫৩, ৬৯-৭০; মুহাম্মদ বিন হাবিব আল-বাগদাদী, কিতাব আল মুনাম্মাক, সম্পাদনা খুরশিদ আহমদ ফারিক, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৬৪, ৪৮-৯২; আনসাব আল-আলরাফ, ১ম খন্ড, ৬৯-৭০; তাবারী, ২য় খন্ড, ২৫০।

১৬৮. দশ হাজার সৈন্য বিশিষ্ট মক্কী বাহিনীতে গাতফানের ৩টি শাখা ফাযারাহ, আশজা ও মুররাহ যথাক্রমে ১০০০, ৪০০ ও ৪০০ সৈন্য সরবরাহ করেছিল। এ জন্যে দেখুন ওয়াকিদী, ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৬৬। তুলনীয় ইব্‌ন ইসহাক, ৪৫০; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪৩-৩৪৬; এবং তাবারী, ২য় খন্ড, ৫৬৬, তিনি শাখা প্রধানদের নেতৃত্বাধীন ৩টি বাহিনীর কথা উল্লেখ করলেও তাদের সংখ্যা উল্লেখ করেন নি।

১৬৯. ইব্‌ন সা'দ ২য়, ৮০, বলেছেন যে ৪০ জন অশ্বারোহী নিয়ে উয়ায়নাহ হামলা চালায়, গিফার গোত্রের আবূ যার-এর এক পুত্রকে হত্যা করে এবং ২০টি মাদী উট নিয়ে যায়। তুলনীয়, ওয়াকিদী ৫৩৭-৯; ইব্‌ন ইসহাক, ৪৮৬, তিনি বলেছেন যে উয়ায়নাহ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং তার স্ত্রী উটগুলোকে নিয়ে যায়। আরো দেখুন, আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪৮-৪৯; তাবারী, ২য় খন্ড, ৫৯৬।

১৭০. ইব্‌ন সা'দ ২য় খন্ড, ৮১, অনুযায়ী, জু কারাদ খায়বারের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল।

১৭১. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৮৮-৯০; ওয়াকিদী, ৫৪৬-৭; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৮১-৮৪; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৪৮-৯; তাবারী, ২য় খন্ড, ৫৯৯-৬০৪। তুলনীয় বুখারী, গাযওয়াহ জি কারাদ।

১৭২. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৬৪-৬৫; ওয়াকিদী, ৫৬৪-৫; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৯০-৯১; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬৪২-৩; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৮।

১৭৩. ইব্‌ন হিশাম, ৬১০-১২; ওয়াকিদী, ৭২৩; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১২০; তাবারী, ৩য় খন্ড, ২২; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৯।

১৭৪. এটা ছিল ফাদাকে কিনানাহ্‌র গালিব বিন আবদুল্লাহ্‌র সারিয়াহ্‌, দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ৬৬৭-৮; ইব্‌ন হিশাম, ৬২২, ওয়াকিদী, ৬২৩-২৬; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১২৬; তাবারী, ৩য় খন্ড, ২২; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৯।

১৭৫. ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১২০, আছে ইয়াম ও জাবার। তুলনীয়, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৯, এতে ইয়মুন ও জুবার বলা হয়েছে এবং সে গুলো জিলাব-এর সন্নিকটে ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭৬. ইব্‌ন হিশাম, ৬১১-১২; ওয়াকিদী, ৭২৭-৩১; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১২০; তাবারী, ৩য় খন্ড, ২৩; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৯।

১৭৭. খাযরাজের আবূ কাতাদাহ্‌র আল গাবাহ সারিয়াহ ৮ হিজরীর শাবান/৬২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সংঘটিত হয়। এটি ছিল গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে একেবারেই ক্ষুদ্র অভিযান। দেখুন ওয়াকিদী, ৭৭৭-৮৫; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৩২-৩; তাবারী, ৩য় খন্ড, ৩৪-৩৫' আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৮১।

১৭৮. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৬২-৩; ইব্‌ন হিশাম, ৬১১; ওয়াকিদী ৫৫৫-৭। এ ৩ জনই এ বিষয়ে একমত যে এ পর্যায়ের কোন এক সময়ে জুযামের একটি উপশাখা বনূ যুবায়রের প্রভাবশালী গোত্র প্রধান মদীনায় রাসূল (সাঃ) এর নিকটে আসেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি একটি কিতাবও লাভ করেন। এরপর তিনি নিজের লোকদের কাছে ফিরে যান এবং সাফল্যের সাথে ইসলাম প্রচার করেন। এর কিছুদিন পর পারস্যের সম্রাটের কাছে প্রেরিত মহানবী (সাঃ) এর দূত, কালবের দিহ্‌য়া বিন খালীফা মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে বনূ জুযামের এলাকার ভিতর দিয়ে আসেন। গোত্রের একটি অংশ যারা দস্যুতা করত, তারা দিহয়ার উপর হামলা চালায় এবং পারস্য সম্রাট কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে প্রদত্ত উপহারাদি সহ তাঁর সব কিছু লুণ্ঠন করে। এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে দিহয়ার উপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ইসলাম গ্রহণকারী গোত্রের আরেকটি অংশ দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালায় এবং মহানবী (সাঃ) এর দূতের কাছ থেকে অপহৃত সকল সামগ্রী উদ্ধার করে। তুলনীয় ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৮৮। জুযামের রিফা'আহ বিন যায়দের সাথে চুক্তির জন্যে দেখুন মাজমূআত আল ওয়াসাইক, ১৫৬, দলিল নং ১৭৫।

১৭৯. ইব্‌ন সা'দ অনুযায়ী, ২য় খন্ড, ৮৮, হিসমা ওয়াদি আল কুরার পশ্চাতে একটি অঞ্চল ছিল।

১৮০. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৬৩-৪; ইব্‌ন হিশাম, ৬১২, ওয়াকিদী, ৫৫-৬০; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৮৮; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৭; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬৪১।

১৮১. ইব্‌ন হিশাম ৬১১-১২; ওয়াকিদী, ৫৬২-৩; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৮৯-৯০। আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৮; তাবারী, ২য়, ৬৪২।

১৮২. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৭২; ইব্‌ন হিশাম, ৬৩২; ওয়াকিদী, ৫৬০-৬২; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ৮৯;

www.pathagar.com

আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৮; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬৪২।

১৮৩. প্রাগুক্ত।

১৮৪. ওয়াকিদী, ৫৬১-৬২, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে আবদ আল-রাহমান বিন আওফ তাঁর গন্তব্যে পৌঁছনোর পর ৩ দিন যাবত ইসলাম প্রচার করেন। ২ দিন পর্যন্ত এতে কেউ সাড়া দেয়নি। কিন্তু ৩য় দিনে গোত্রের নেতা ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি আরো বলেছেন যে আসবাগের ইসলাম গ্রহণের পর আবদ আল-রাহমান একজন দূত মারফত গোত্র প্রধানের কন্যাকে বিবাহ করার জন্যে মহানবী (সাঃ) এর কাছে অনুমতি চেয়ে পত্র পাঠান এবং তিনি অনুমতি লাভ করেন। ওয়াকিদীর দ্বিতীয় বিবরণ থেকেও স্পষ্ট হয় যে কালব গোত্র প্রধানের ইসলাম গ্রহণের পরই তার বিবাহ সম্পূর্ণ হয়েছিল। ইব্‌ন সা'দ ২য় খন্ড, ৮৯, আরো বলেন যে গোত্র প্রধানের ইসলাম গ্রহণের পর কালব এর বিপুল সংখ্যক সদস্যও ইসলাম গ্রহণ করে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের উপর জিযয়া ধার্য করা হয়। ওয়াট অভিমত প্রকাশ করেছেন (মুহাম্মদ এট মদীনা, ১১৫) যে যেহেতু জিযয়া আদায় করা হত সেহেতু এর অর্থ এই দাড়ায় যে তিনি খৃষ্টান ধর্মেই থেকে গিয়েছিলেন; এ ধারণা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে ইব্‌ন সা'দের বক্তব্য পরিস্কার। তিনি বলেছেন যে জিযয়া তাদের কাছ থেকেই নেয়া হত যারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। তুলনীয়, আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৮, এতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, লোকেরা (কওম) ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি তুমাজির বিনতে আল আসবাগ কে বিবাহ করেন। এখানে জিযয়া আরোপের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আরো দেখুন তাবারী ২য় খন্ড, ৬৪২ , তিনি বালাযূরীকে বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করেছেন।

১৮৫. ইব্‌ন ইসহাক, ৫১০-১৮; ওয়াকিদী, ৬৩৩-৯৩; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১০৬-১১৭; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৫২; তাবারী, ৩য় খন্ড, ৯-১৬ সকল সূত্রই বলেছেন যে ইহুদীরা তাদের উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ প্রদানের শর্তে সম্মত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছিল। আরো দেখুন বুখারী ও মুসলিম, গাযওয়াহ খায়বার, এবং অন্যান্য হাদীসের সংকলন। তুলনীয় বালাযূরী, ফুতূহ আল বুলদান, ৩৬-৪২।

১৮৬ ইব্‌ন ইসহাক, ৫২৩; ওয়াকিদী, ৭০৬-০৭; ইব্‌ন সা'দ, ২য় ১১৩-১৪; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৫২; ফুতূহ আল বুলদান, ৪২-৪৭; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১৫ ও ২০।

১৮৭. ইব্‌ন ইসহাক, ৫১৬; ওয়াকিদী, ৭০৯-১১; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৫২-৫৩; ফুতূহ আল বুলদান, ৪৭-৪৮; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১৬।

১৮৮. ওয়াকিদী, ৭১১; ফুতূহ আল বুলদান, ৪৮।

১৮৯. আল-বালাযূরীর ফুতূহ আল-বুলদানে এ ৩টি ইহুদী বসতির সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির সবচেয়ে ভাল বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ বিবরণ অনুযায়ী ফাদাক ও ওয়াদি আল কুরার ইহুদীরা তাদের বার্ষিক উৎপাদনের অর্ধেক ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদান করতে সম্মত হয়। অন্যদিকে তায়মার ইহুদীরা জিযয়া প্রদানে সম্মত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করে যা সম্ভবত সব দিক দিয়ে খায়বার, ফাদাক অথবা ওয়াদি আল কুরার অনুরূপ ছিল। বালাযূরী আরো বলেন, "এভাবে তারা তাদের নিজেদের ভূখন্ডেই বাস করতে থাকে এবং তাদের জমিও তাদের হাতেই ছিল।" এখানে বলা যেতে পারে যে তায়মার ক্ষেত্রে জিযয়া বলতে যা এখানে বোঝায়, তখন ঠিক সেইভাবে প্রযোজ্য হয়নি। জিযয়ার ব্যাপক

www.pathagar.com

প্রয়োগ ঘটেছিল নাজরানের খৃষ্টানদের ন্যায় অন্যান্য লোকদের ক্ষেত্রে। তুলনীয় ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ২১৮। তিনি বলেছেন, তায়মার জনগণের ক্ষেত্রে জিযয়াকে আক্ষরিক অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছিল।

১৯০. ৭ হিজরীর শাবান/৬২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩০ জন সৈন্য নিয়ে তুরবার বিরুদ্ধে উমরের সারিয়াহ সংঘটিত হয়। দেখুন, ইব্ন হিশাম, ৬০৯; ওয়াকিদী, ৭২২; ইব্ন সা'দ ২য় খন্ড, ১৭; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৯; তাবারী, ২য় খন্ড, ২২। আনসাব আল আশরাফ অনুযায়ী গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা ছিল বনূ জুশাম বিন মুয়াবিয়াহ বিন বকর, বনূ নাসর বিন মুয়াবিয়াহ্ বিন বকর, সা'দ বিন বকর ও সাকীফ বিন মুনাব্বিহ্ বিন বকর বিন হাওয়াযিন। লিসান আল আরব অনুযায়ী তাদেরকে আজুজ-ই হাওয়াযিন বা হাওয়াযিনের বংশধর বলে আখ্যায়িত করা হত। ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১১৭, অনুযায়ী তুরবাহ ছিল আবালার সন্নিকটে যা মক্কা থেকে ৪ রাত্রির দূরত্বে সানা ও নাজরানের মধ্যকার পথে অবস্থিত ছিল।

১৯১. আবূ বকরের নজদ অভিমুখী ক্ষুদ্র অভিযান (সারিয়াহ্) ৭ হিজরীর শাবান/৬২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে পরিচালিত হয়। জারিয়াহর আশপাশের এলাকায় এটি প্রেরিত হয়েছিল বলে ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১১৭-১৮, বলেন। তুলনীয় ওয়াকিদী, ৭২২; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৭৯; তাবারী, ২য় খন্ড, ৬৪৩; ৩য় খন্ড, ২২; বুখারী, কিতাব আল মাগাজি।

১৯২. শুজা বিন ওয়াহাবের, আসাদ খুযায়মাহ্ অভিযান প্রেরিত হয় হাওয়াযিনের বনূ আমিরের বিরুদ্ধে, ৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। ইব্ন সা'দ ২য় খন্ড, ১২৭ অনুযায়ী মাদিনের পশ্চাতে রুকার সন্নিকটে সা'ইতে এ অভিযান প্রেরিত হয়। স্থানটি মদীনা থেকে ৫ রাত্রির দূরত্বে অবস্থিত ছিল। তুলনীয়, ওয়াকিদী, ৭৫৩-৫; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৮০; তাবারী, ৩য় খন্ড, ২৯।

১৯৩. ইব্ন ইসহাক, ৫৬৬-৬৭; ইব্ন হিশাম, ৬৭৭; ওয়াকিদী, ৮৮৫-৯২২, ইবনে সা'দ, ২য় খন্ড, ১৪৯-৫৯; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ১৪৯-৫৯; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৬৪-৬৬; তাবারী, ৩য় খন্ড, ৭০-৭৯। তুলনীয় বুখারী, কিতাব আল জিহাদ, গাযওয়াহ হুনায়ন; মুসলিম, গাযওয়াহ্ হুনায়ন।

১৯৪. ইব্ন ইসহাকের মতে, ৫৯২, তাদের ৬০০০ মহিলা ও শিশুকে বন্দী করা হয় এবং অসংখ্য মেষ ও উট আটক করা হয়। ওয়াকিদী, ৯৫০, বলেছেন, গোত্রের ২৪ জন মুসলমানকে নিয়ে গঠিত হাওয়াযিনের প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ) এর নিকটে আগমন করে এবং বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে তাঁর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন পেশ করে। তারা জানায় যে বন্দীদের মধ্যে "আপনার পিতৃ ও মাতৃকুলের অনেকে রয়েছেন এবং আছেন আপনার দুধ মাতা যিনি আপনাকে তাঁর বুকের দুধ খাইয়েছিলেন ও লালন-পালন করেছিলেন।" এটি বলা হয়েছিল বনূ সা'দ বিন বকরের বন্দীদের উদ্দেশ্য করে। এ গোত্রটি মহানবী (সাঃ) এর দুধমাতা হালিমার গোত্র ছিল। মহানবী (সাঃ) তাদের আবেদনে অভিভূত হন এবং বনূ আবদুল মুত্তালিবের অংশে যে সব বন্দী পড়েছিল তাদের ত ৎক্ষণাৎ মুক্তির নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর এ মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমানরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বন্দীদের মুক্ত করে দেন। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হাওয়াযিনের সকল বন্দী মুক্তিলাভ করে। এসব ঘটনার জন্যে যেখুন ইব্ন ইসহাক, ৫৯২-৯৪; ওয়াকিদী, ৯৫০-৫৪; ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১৫৩-৫৪; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৬৬-৬৭; তাবারী, ৩য় খন্ড,

www.pathagar.com

৮৬-৮৭; বুখারী, গাযওয়াহ হুনায়ন; মুসলিম, গাযওয়াহ হুনায়ন; ইব্ন হাজার আসকালানি, ফাতহ আল বারী।

১৯৫. হাওয়াযিনের পরাজিত সৈন্যরা হুনায়নের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে এবং তায়ফের দুর্ভেদ্য দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহানবী (সাঃ) দূর্গ অবরোধ করেন। অবরোধের কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি সাকীফকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয় যেহেতু তারা মুসলমানদের জন্য কোন হুমকি ছিলনা। মহানবী (সাঃ) তায়ফ থেকে কয়েক মাইল দূরে জিরানায় সরে যান। তিনি সেখানে স্থিত হওয়ার পূর্বেই সাকীফের একটি প্রতিনিধিদল চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে আলোচনার জন্যে আগমন করে। দেখুন বালাযূরী, ফুতূহ আল বুলদান, ৬৭। তুলনীয়, ইব্ন ইসহাক, ৫৮৭-৯২; ওয়াকিদী, ৯২২-৩৭; ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১৫৮-৬০; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৬৬-৬৭; তাবারী, ৩য় খন্ড, ৮২-৮৫। এ ঐতিহাসিকদের কেউই জিরানায় সাকীফের প্রতিনিধিদলের আগমনের কথা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু অন্যত্র তারা বালাযূরীর বিবরণের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করেছেন। আরো দেখুন বুখারী, মুসলিম এবং তায়ফ অভিযান সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস সংকলন।

১৯৬. ইব্ন ইসহাক, ৬২৮; ইব্ন সা'দ, ১ম খন্ড, ২৯১-৩৬০; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১১১ ১১৯; বুখারী, ওয়াফদ বিন তামীম, বনূ হানিফা, আহল নাজরান, কুদুম আল-আশারিইন প্রভৃতি। তুলনীয়, ২য় অধ্যায়ে প্রতিনিধি দল বিষয়ে আলোচনা।

১৯৭. তাবাকাত, ১খন্ড, ২৯১-৩৬০। এক ঐতিহাসিক থেকে আরেক ঐতিহাসিক, ইব্ন ইসহাক থেকে মহানবী (সাঃ) এর সর্বশেষ জীবনীকার পর্যন্ত প্রতিনিধিদলের সংখ্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে ঐতিহাসিকদের নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখের অর্থ সেটাই শেষ সংখ্যা নয়, এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে এ সময় পর্যন্ত সমগ্র আরবই ইসলামী রাষ্ট্রে যোগদানের জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। আর সেটাই ছিল বাস্তব।

১৯৮. ইব্ন সা'দ ও অন্যান্যের বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আরব প্রতিনিধি দলগুলোর আগমন শুরু হয়েছিল ৫ হিজরী, ৬২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে। আরো আগেও এটা শুরু হয়ে থাকতে পারে। কারণ জোর প্রমাণ রয়েছে যে হিজরতের পর পরই বেদুইন আরবরা মদীনায় আগমন করতে শুরু করে। এব্যাপারে পূর্ণ আলোচনার জন্যে অধ্যায় ২ দেখুন।

১৯৯. উদাহরণের জন্যে বনূ মুদলিজ, বনূ যামুরাহ, জুহায়নাহ, মুযায়নাহ, আসলাম, গিফার প্রভৃতি গোত্রের সাথে মহানবী (সাঃ) এর চুক্তি দেখুন।

২০০. ওয়াকিদী, ৭৫৫; ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১২৮; বুখারী, গাযওয়াহ মূতাহ্। মূতাহ্র জন্যে দেখুন জুযাম আল-বুলদান, ৪র্থ, ৫৩৬। তুলনীয় হিট্টি, হিস্টরি অব ইন্ডিয়া, লন্ডন ১৯৫১, ৪০৯।

২০১. ইব্ন ইসহাক, ৫৩২, তিনি বলেছেন যে "হেরাক্লিয়াস বালকা'র মা'আব পর্যন্ত পৌছেন। তাঁর নিজের ১,০০,০০০ গ্রীক সৈন্যের বাহিনীর সাথে লাখম, জুযাম, আল কায়ন, বাহরা ও বালী'র ১,০০,০০০ সৈন্য যোগ দিয়েছিল।" অন্যদিকে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাড়িয়েছিল ৩,০০০০-এ। তুলনীয় ওয়াকিদী, ৭৫৬ ও ৭৬০; ইব্ন সা'দ, ২য় , ১২৮-২৯, তিনি বলেছেন যে গ্রীক বাহিনীর সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখ। তাবারী, ৩য় খন্ড, ৩৬-৩৭, ইব্ন সা'দের বিবরণকে সমর্থন করেছেন। আরো দেখুন, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৫৩-৫৫। তিনি অজ্ঞাত

www.pathagar.com

কারণে (যা তিনিই জানেন) বলেছেন যে "মূতাহ্র বিরাট অভিযান শুধু রহস্যময় উত্তরাঞ্চলীয় নীতিরই অংশ ছিল না, অভিযানটি রহস্যময় ছিল।" প্রকৃতপক্ষে দু'টির কোনটিই রহস্যময় কিছু ছিল না। মহানবী (সাঃ) এর উত্তরাঞ্চলীয় নীতি যা পরিণামে সাফল্য লাভ করেছিল, তা উত্তরাঞ্চলকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। পরবর্তী আলোচনাগুলো থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

২০২. সূত্র সমূহ অনুযায়ী, মহানবী (সাঃ) তাঁর আযাদকৃত গোলাম যায়দ বিন হারিসাকে অভিযানের কমান্ডার নিযুক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন যে তার মৃত্যু হলে বনূ হাশিম /কুরায়শের জাফর বিন আবী তালিব কমান্ডার নিযুক্ত হবেন। তিনিও নিহত হলে খাযরাজের আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাহ্ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন। এমনকি তিনিও যদি নিহত হন তাহলে সৈন্যরাই তাদের নেতা নির্ধারণ করবে। দেখুন, ইব্ন ইসহাক, ৫৩২; ওয়াকিদী, ৭৫৬; ইবনে সা'দ, ২য় খন্ড, ১২৮; তাবারী, ৩য় খন্ড, ৩৬। এ সমস্ত বিবরণ বিশেষ করে ওয়াকিদী, ও ইব্ন সা'দ এর বিবরণ থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে এটি ছিল একজন সাহাবীর নেতৃত্বে প্রথমবারের মত প্রেরিত তুলনামূলক ভাবে বৃহৎ একটি বাহিনীর সামরিক ব্যবস্থা মাত্র। তখন পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) বৃহৎ বাহিনীগুলোর নেতৃত্ব দিতেন। সর্বোপরি শক্তিশালি শত্রুর সাথে মোকাবেলার জোর সম্ভাবনা ছিল। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আলোচ্য সময়কালে কোন বাহিনীর মনোবল নির্ভর করত ব্যক্তির এবং কমান্ডারের উপস্থিতির উপর। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন কমান্ডারের মৃত্যু বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। একাধিক ঘটনায় শুধু একারণেই সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক কমান্ডার ও বিকল্প ব্যবস্থার নির্দেশনা ছিল বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কারণ একটি বাহিনী এত দূরে প্রেরিত হত যে সেখানে প্রয়োজনের সময় মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশ লাভ সম্ভব ছিল না। তুলনীয়, ওয়াট মুহাম্মদ এট মদীনা, ৫৪, তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে "যায়দের মৃত্যু হলে জাফর বিন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাহ্র কমান্ডার নিয়োগের বিষয়টি সম্ভবত খালিদ কর্তৃক অযৌক্তিভাবে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হওয়ার অভিযোগকে সমর্থন করার জন্যই আবিষ্কার করা হয়েছে।" তার এ মত তথ্য ভিত্তিক নয়। সর্বাধিনায়ক হিসাবে খালিদের দায়িত্ব গ্রহণ সৈন্যদের ইচ্ছার ভিত্তিতেই ঘটেছিল এবং এ ব্যপারে মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশনা ছিল। ওয়াকিদী, ও ইব্ন সা'দ এর উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি তার অভিমতকে সমর্থন করার কোন কারণ নেই যে খালিদকে সমর্থন করাই এর লক্ষ্য ছিল।

এ বাহিনীর প্রতি বৈরী অভ্যর্থনা খালিদের মদীনায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ছিল না বরং তা ছিল মদীনাবাসীদের মর্যাদা আহত হওয়ার অভিব্যক্তি। সর্বোপরি মহানবী (সাঃ) খালিদের সামরিক বিচক্ষণতার প্রশংসা করেছিলেন।

২০৩. ইব্ন ইসহাক, ৫৩৫; ওয়াকিদী, ৭৬৩, ৭৬৯; ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১২৯।

২০৪. ইব্ন ইসহাক, ৫৩৫, ৩৬, ৩৭ ও ৭৯৮; ওয়াকিদী, ৭৬৩, ৬৪; ইব্ন সা'দ ২য় খন্ড, ১২৯-৩০; তাবারী, ৩য় খন্ড, ৪০-৪১। তাবারীর বিবরণ অনুযায়ী এ অভিযান কালেই মহানবী (সাঃ) খালিদের সামরিক প্রতিভা ও বীরত্বের জন্য তাঁকে সাইফুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র তরবারি খেতাব দিয়েছিলেন।

২০৫. ইব্ন ইসহাক, ৬৬৮-৬৯; ইব্ন হিশাম, ৬২৩; ওয়াকিদী, ৭৬৯-৭৪; ইব্ন সা'দ, ২য় ১৩১; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৮০-৮১; তাবারী, ৩য় খন্ড, ৩১-৩২। এ অভিযান যাত আল-সালাসিল নামে পরিচিত ছিল; তাবারী বলেন, সালাসিল ছিল জুযামের এলাকাধীনে একটি

www.pathagar.com

পানির উৎস। ইব্‌ন সা'দ বলেছেন, এটি মক্কা থেকে ১০ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। আনসাব থেকে দেখা যায় যে উত্তরের কয়েকটি গোত্র বালী, উযরাহ্, লাখম, জুযাম, কুযাঈ ও আমিলাহ্‌র, বিরুদ্ধে সেনা অভিযান প্রেরিত হয়েছিল।

২০৬. এ এলাকায় ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার প্রসঙ্গে ইব্‌ন সা'দের বর্ণনা বিশদ। তিনি বলেছেন যে, অভিযানকারীরা রওনা হওয়ার পূর্বে মহানবী (সাঃ) বরাবরের মত কমান্ডাকে নির্দেশনা দিতেন। এ সব নির্দেশের মধ্যে বালী, উযরাহ ও বালকায়ন অতিক্রমের সময় তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি ছিল। যা হোক, মুসলিম বাহিনী বালী দখল করে নেয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে। একেবারে শেষতম এলকাটি দখল না হওয়া পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী এগিয়ে চলে। উযরাহ ও বালকায়ন এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। শেষ পর্যায়ে তারা বৈরী উত্তরাঞ্চলবাসীদের বাহিনীর সম্মুখীন হয়। মারাত্মক পরাজয়ের পর শত্রুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ বিবরণ থেকে কমপক্ষে দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়। প্রথমত বালী, উযরাহ ও বালকায়ন গোত্রের মধ্যে ইতিমধ্যেই মুসলমানদের কিছু সমর্থক ছিল যাদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য আশা করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত সমগ্র এলাকাটিই মহানবী (সাঃ) এর নিয়ন্ত্রণে না এলেও তাঁর প্রভাবাধীনে এসেছিল। বালী, উযরাহ্, জুযাম, সা'দ হুযায়ম, বাহরা প্রভৃতি বিভিন্ন উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রের প্রতিনিধিদলের মদীনা আগমন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পদানের ঘটনা এ বিবরণের সত্যতা সমর্থন করে। দেখুন, ইব্‌ন সা'দ, ১ম খন্ড, ৩২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৫৮,. ৫। তুলনীয় মাজ্‌মূআত আল-ওয়াসাইক, ১৫২-৫৯; ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১০৬-১৬।

২০৭. আবূ কাতাদাহ আল রিবীর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি বাহিনীকে মদীনা থেকে ৩ বাউ দূরত্বে বাতন ইযাম নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। মহানবী (সাঃ) এর আসন্ন মক্কা অভিযান সম্পর্কে কুরায়শদের অন্ধকারে রাখাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। দেখুন ইবনে সা'দ ২য় ১৩৩; ওয়াকিদী, ৭৭৭-৮০; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৮১; তাবারী, ৩য় খন্ড, ৩৫-৬।

২০৮. তাবূক অভিযানের প্রাক্কালে উযরাহ ও বালীর বিরুদ্ধে উক্কাশাহ্ বিন মিহসিনের অভিযান। দেখুন, ইব্‌ন সা'দ ২য় খন্ড, ১৬৪।

২০৯. বালকা ছিল সিরিয়ার বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সাবেক সীমান্ত ঘাঁটি। দেখুন মুজাম আল বুলদান, ১ম খন্ড, ২৬১। তুলনীয় ইব্‌ন ইসহাক, ১০৩; হিট্টি, হিষ্টরি অব সিরিয়া, ৪০৩।

২১০. ওয়াকিদী, ৯৯০; ইব্‌ন সা'দ ২য় খন্ড, ১৬৫; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৬৮। ঘটনাচক্রে এরাই ছিল সেই গোত্রসমূহ যারা পূর্বে গাযওয়াহ মূতাহ্ ও যাত আল-সালাসিলের সংঘর্ষে মুসলিম বাহিনীর সাথে লড়াই করেছিল।

২১১. ওয়াকিদী, ৯৮৯-৯০ বলেন যে সাকিতাহ বা আনবাত (সিরীয় বণিকগণ) প্রাক ইসলামী যুগে এবং ইসলাম উত্তর যুগেও মদীনায় আগমন করত। তারা মক্কাবাসীদের কাছে তাদের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করত যেমন গম, আটা, জয়তুনের তেল ইত্যাদি। এভাবে মুসলমানগণ তাদের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তে সংঘটিত সকল ঘটনার ব্যাপারে সব সময় খবর লাভ করত। বর্তমান ঘটনা উপলক্ষে মুসলমানগণ শত্রু গোত্র সমূহ ও তাদের সিরীয় প্রধানের সমবেত হওয়ার খবর পায়। তাছাড়া মুসলমানরা উত্তর সীমান্ত থেকে আগত বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং সতর্ক প্রহরায় থাকত। বুখারীর একটি বিবরণ কিতাব আল ইলম দ্বারা এ ব্যাপারটি সমর্থিত হয়েছে। এটি অবশ্য 'ইলা অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) এর পত্নীগণ থেকে তাঁর সাময়িক বিচ্ছিন্ন থাকা সম্পর্কিত।

www.pathagar.com

এতদনুযায়ী উমরের বানিজ্যিক অংশীদার (নাদিম) তার কাছে ছুটে আসে এবং বলে একটা বিরাট ব্যাপার ঘটে গেছে। উমর জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার? গাসসানীরা হামলা করেছে? তুলনীয় মুসলিম, কিতাব আল নিকাহ্, ফাতহ্'ল বারী, তাফসীর সূরা মরিয়ম, প্রথম খন্ড, তাবারী, তাফসীর সূরা মরিয়ম, আয়াত ১।

২১২. ওয়াকিদী, ১০০২, এবং ইব্‌ন সা'দ ২য় খন্ড, ১৬৬, বলেন যে, মুসলিম বাহিনী ৩০,০০০ সৈন্য ও ১০,০০০ অশ্ব নিয়ে গঠিত ছিল। আনসাব আল আশরাফ ১ম খন্ড, ৩৬৮, এতে বলা হয়েছে মুসলিম বাহিনীতে ১২,০০০ উটও ছিল।

২১৩. ইব্‌ন ইসহাক, ৬০২-৯; ওয়াকিদী, ১০১৫-১৬; ইব্‌ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১৬৫-৬৬; আনসাব আল আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৬৮; ফুতূহ আল বুলদান, ৭১; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১০৭-৮। তুলনীয় বুখারী এবং মুসলিম, গাযওয়াহ তাবূক।

১১৪. ইব্‌ন ইসহাক, ৬০৭; ওয়াকিদী, ১০৩১; ফুতূহ আল বুলদান, ৭১; তাবারী ৩য় খন্ড, ১০৮; মাজমূআত আল-ওয়াসাইক, ৩২-৩৪। এসব সূত্র অনুযায়ী আয়লাহ্‌র রাজা ইউহান্না বিন রুবাহ চুক্তির শর্ত নির্ধারণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেন। ওয়াকিদী বলেছেন যে আয়লাহ্‌র রাজা বার্ষিক ৩০০ দিনার প্রদান করতে সম্মত হন অর্থাৎ তার ৩০০ সক্ষম লোকের জন্যে মাথা পিছু ১ দিনার করে। বালাযূরী বলেছেন যে প্রতি বয়স্ক ব্যক্তির জন্যে ১ দিনার করে জিযয়ার পাশাপাশি যে সব মুসলমান তাদের ভূখন্ড অতিক্রম করবে তাদের আতিথ্য প্রদানের জন্যেও আয়লাহ্‌র রাজা প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তী কালে মহানবী (সাঃ) এর কাছে লেখা আয়লাহ্‌র রাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা পত্র থেকেও এ বিষয়টির সত্যতা সমর্থিত হয়। তাছাড়া তাদের কাছে "মহানবী (সাঃ) এর ৪ জন দূতকে ভাল পোশাক সহ অন্যতম দূত হারমালাহ্‌কে ৩ ওয়াসাক গম প্রদানেরও দাবি জানানো হয়।"

২১৫. ওয়াকিদি, ১০৩২; ফুতূহ আল বুলদান, ৭১; মাজমূআত আল-ওয়াসাইক, ৩৬-৩৯। বালাযূরীর মতে মাকনার ইহুদীদের বার্ষিক জিযয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় তাদের উৎপাদিত ফসল, আঁশ, মাছ ও তাদের তৈরি অস্ত্র-শস্ত্রের এক চতুর্থাংশ।

২১৬. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৯৭; ওয়াকিদী, ১০৩১-৩২; ফুতূহ আল-বুলদান, ৭১; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১০৮; মাজমূআত আল ওয়াসাইক, ৩৫। এ দু'টি স্থানের ইহুদীদের প্রতি বছর রজব মাসে ১০০ দিনার করে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। তুলনীয়, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১১৫-১৬, তিনি বলেন যে একটি বিবরণ অনুসারে তাদের বার্ষিক ১০০ দিনার এবং অন্য একটি বিবরণ অনুসারে বার্ষিক ১০০০ দিনার পরিশোধ করতে হত।

২১৭. ইব্‌ন ইসহাক, ৬০৭-৮; ওয়াকিদী, ১০২৫-৩০,ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৬৬; ফুতূহ আল-বুলদান, ৭২-৭৪; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১০৮-৯; মাজমূআত আল-ওয়াসাইক, ১৬৬-৬৮। মহানবী (সা.) দূমাত আল-জানদাল এর রাজা উকায়দির বিন আবদুল মালিক আল-কিনদি আল-সাকুনির বিরুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালীদ আল-মাখযূমীকে একটি বাহিনী সহ প্রেরণ করেন। খালিদ একটি ছোটখাট সংঘর্ষের পর দূমাত আল জানদালের রাজাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। রাজার সাথে তিনি এক চুক্তি সম্পাদন করেন। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী খৃষ্টান রাজা খালিদকে ২০০০ উট, ৮০০ ঘোড়া, ৫০০ বর্ম এবং ৪০০ বর্শা প্রদান করেন। এরপর রাজা মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং সেখানেও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ভবিষ্যতে রাজা নির্ধারিত

www.pathagar.com

পরিমাণ বার্ষিক জিযয়া প্রদানে সম্মত হন। মহানবী (সাঃ) এর লেখা অপর একটি পত্র যা নিশ্চিত ভাবে পরবর্তীকালে লেখা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইসলামী রাষ্ট্র জমির মালিকানা দাবি করেছে এবং উকায়দির ও তার জনগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে কারণে তাদের সঙ্গীদের উপর যাকাত পরিশোধ এবং যথা সময়ে নামায আদায় বাধ্যতা মূলক করা হয়। তুলনীয় ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১১৫, তিনি এ পত্রগুলোর ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত বলে মনে হয়।

২১৮. ইব্ন সা'দ, ১ম, ৩৩২-৩, ৩৩৮-৯, ৪০, উল্লেখ করেছেন যে এ পর্যায়ে পূর্বে যারা মদীনায় আগমন করেছিল তারা ছাড়াও সালমান, গাসসান ও আল-হারিস বিন কা'বের প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করে। তুলনীয়, মাজমূআত আল-ওয়াসাইক, ৪২-৮, ১৫৫-৫৯, ১৬৮-৭০, এতে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন গোত্র যেমন জুযাম, সা'দ হুযায়ম, কুযাআহ্, উযরাহ্, কালব, লাখম, বালী ও গামানের বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লেখা বেশ কিছু পত্র রয়েছে। এ তালিকার মধ্যে উত্তরের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম ছিল। এসব পত্রে বলা হয় যে তারা যদি নির্ধারিত হারে কর প্রদান করে এবং সকল বাধ্য-বাধ্যকতা মেনে চলে তা হলে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা (জিম্মাহ্) দেবে। অন্য ঘটনায় নিশ্চিত জানা যায় যে মহানবী (সাঃ) এর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। আরো দেখুন ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১০৫-১১৭।

২১৯. ওয়াকিদী, ৯৮১, এবং ইব্ন সা'দ ২য় খন্ড, ১৬২, বলেছেন যে কুতবাহ বিন আমীর এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং অভিযানকারী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ জন। তুলনীয় ফুতূহ আল-বুলদান, ৭০,এতে বলা হয়েছে যে তালাবাহ ও জুরুশের লোকজন বিনা যুদ্ধে ইসলাম কবুল করে।

২২০. ওয়াকিদী, ৯৮২-৮৩; ইব্ন সাদ, ২য় খন্ড, ১৬২-৬৩; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৮২। জাহ্হাক বিন সুফিয়ান আল-কিলাবি কুরাতা অভিমুখী এ অভিযানের কমান্ডার ছিলেন।

২২১. ওয়াকিদী, ৯৩।

২২২. ওয়াকিদী, ৯৮৩; ইব্ন সা'দ, ২য় খন্ড, ১৬৩ তুলনীয়, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, ৩৮২, এতে বলা হয়েছে যে আবিসিনিয়ার নৌবহরের বিরুদ্ধে এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। আরো দেখুন, ইব্ন ইসহাক, ৬৭৭, এবং ইব্ন হিশাম, ৬৪০, তিনি বলেছেন যে মুসলিম অভিযানকারী বাহিনীর নেতার ভাই ওয়াক্কাস বিন মুযাযযিজের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যেই এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। তিনি সম্ভবত আবসিনীয়দের হাতে নিহত হন।

২২৩. ইব্ন হিশাম, ৫৯২; ইব্ন সা'দ ২য়, ১৬৯; বুখারী, কিতাব আল মাগাজি, তাবারী, ৩য় খন্ড, ১২৬-৭। ২২৪ তাবারী, ৩য়, ১২৬-২৮। তিনি দুটি পত্র সংরক্ষণ করেছেন যা এ প্রসঙ্গে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম পত্রটি লিখিত হয়েছিল খালিদের দ্বারা যাতে তিনি গোত্রটির ইসলাম গ্রহণের কথা জানান; অন্য পত্রটি খালিদের কাছে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। যাতে তিনি খালিদকে তার কাজের প্রশংসা করেন এবং গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের নির্দেশ দেন। খালিদ সে নির্দেশ পালন করেন। ১০ হিজরীর শাওয়াল / ৬৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারিতে নাজরানের বনূ আল হারাস বিন কা'বের প্রতিনিধিদলের মদীনা সফর।

২২৫. ফুতূহ আল-বুলদান, ৭৯-৮০। এতে ইয়ামানীদের সাথে মহানবী (সাঃ) এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক সংক্রান্ত অন্য বেশ কিছু হাদীস রয়েছে।

২২৬. তাবাকাত, ১ম খন্ড, ২৯১-৩৫৯।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবে ইসলামের বিস্তার

আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার ফলেই প্রকৃতপক্ষে মদীনায় এক নতুন সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে, মহানবী (সাঃ) ৬১০ খৃষ্টাব্দে মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন। [১] এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি তাঁর নিজের শহর মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। প্রথমে তিনি বনূ হাশিম গোত্রে তাঁর নিজের আত্মীয়-পরিজনদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানান।[২] পরে ধীরে ধীরে এর প্রসার ঘটে এবং সকল কুরায়শসহ মক্কার অন্যান্য গোত্রের লোকদের কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন।[৩] মক্কার বিভিন্ন পবিত্র স্থান এবং উকাজ, 'যূআল-মাজায প্রভৃতি ব্যবসা কেন্দ্রে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকজনের কাছেও তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন।[৪] অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে, নবী জীবনের একেবারে শুরুতেই তিনি তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ করেন এবং সেই প্রাথমিক পর্যায়ে কমপক্ষে ৪ জন ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫] যদিও এর কিছুকাল পরে তিনি আর তেমন তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ করতে পারেন নি, তা সত্ত্বেও ধর্মান্তর কিন্তু বন্ধ থাকে নি। মহানবী (সাঃ)-এর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরুর তিন বছরের মধ্যেই ৫০ জন[৬] মক্কাবাসী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে কুরায়শ গোত্রভুক্ত ও বাইরে থেকে এসে মক্কায় বসবাস করছেন এমন লোকও ছিলেন। এসব নওমুসলিমদের কেউ কেউ নিজে থেকে মুবাল্লিগ হন এবং নওমুসলিমসুলভ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[৭] এরূপ অদম্য ও একনিষ্ঠ প্রচারের ফলে এক দশক পরে মক্কার[৮] বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারের বহু সদস্যই শুধু নয়, আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা গোত্রের লোকেরাও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।[৯] সংখ্যার দিক দিয়ে যদিও তা বিরাট কোন সাফল্য ছিল না, তবুও নিঃসন্দেহে তা ছিল এক বড় রকমের অগ্রগতি। মক্কা পর্যায়ে ইসলামের প্রচারে যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তার উপরই নির্ভর করে মদীনায় গড়ে উঠেছিল সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক-ধর্মীয় অবকাঠামো। আধুনিক কালের কোন কোন ঐতিহাসিক মক্কা পর্যায়ে মহানবী (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচারের কাজকে গৌণ মর্যাদা দিতে এবং ব্যর্থতা হিসাবে আখ্যায়িত করতে চান।

www.pathagar.com

কিন্তু তাদের এরূপ মূল্যায়ন সঠিক নয়।[১০] খুব কম করে ধরলেও মক্কায় তিন বছরের প্রকাশ্য ইসলাম প্রচারের ফলে ৬১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১শ' লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবিসিনিয়ায় যে সব মুসলমান হিজরত করেছিলেন তাদের মধ্যে ৮৩ জনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মহানবী (সাঃ) তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীসহ বেশ কিছু 'দুর্বল' (মুস্তায আফীন) মুসলমান তখন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করছিলেন। [১২] বিভিন্ন সূত্র থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের হিজরতের পরও ইসলাম প্রচার থেমে থাকেনি তবে তার গতি ছিল মন্থর। হিজরতের তিন বছর আগে ইয়াসরিবের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি নয়া মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছিল। কারণ, মদীনার ৭৬ জন মুসলমান মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে মক্কায় এসেছিলেন এবং তাঁরা আকাবার শপথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৩] এ সময় আরো অনেক মুসলমান মদীনাতে রয়ে গিয়েছিলেন। এতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এ সময়ে ইসলাম প্রচারের গতি অব্যাহত ছিল।[১৪] এছাড়া আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ছড়ান গোত্রগুলোর মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান ছিল।[১৫] সুতরাং হিজরতকালে মুসলমানদের সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচশ'তে পৌঁছেছিল এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। ঐ সময় মহানবী (সাঃ) এর ইসলাম প্রচারের সাফল্যকে কোনক্রমেই খাট করে দেখা যায় না। তবে তখন প্রধানত দুটি কারণে মক্কার মুসলমানদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র উম্মাহ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। প্রথমত, মুসলমানগণ বিভিন্ন স্থানে ছড়ান অবস্থায় ছিলেন। ফলে এ ধরনের একটি সংস্থা গড়তে তাদের মধ্যে যে সামাজিক ঐক্যের প্রয়োজন ছিল, তা সংগঠিত করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, একগুঁয়ে এবং ক্ষমতাশালী কুরায়শ অভিজাত সম্প্রদায় তাদের একেবারে নাকের ডগায় এ ধরনের একটি ইসলামী উম্মাহর সংগঠন কোনক্রমেই বরদাশ্‌ত করত না। কারণ তারা একে তাদের সমাজ বিভক্ত করার প্রচেষ্টা হিসাবেই গণ্য করত।[১৬] কিন্তু ইয়াসরিবে এরূপ বিরোধিতার আশংকা ছিল না। সেখানকার জনসাধারণের একটি প্রভাবশালী অংশ ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং অবশিষ্টরাও ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণের অপেক্ষায় ছিল।

ইসলাম প্রচারের নবদিগন্ত উন্মোচনে মদীনায় হিজরত একটি মাইল ফলকের সূচনা করেছিল। মদীনা জীবনে মহানবী (সাঃ) অন্যান্য ধর্মীয় ব্যাপারের চাইতে রাজনীতির ব্যাপারেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন এরূপ মত পোষণ করা যথাযথ নয়।[১৭] প্রকৃতপক্ষে ইসলাম প্রচার এবং বিশ্বের মানব সমাজের কাছে তা পৌঁছে দেয়াই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এ মহান লক্ষ্য হাসিলের জন্য একটি রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন ছিল। যাহোক, ইসলাম প্রচার শুধু মদীনা আমলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং ব্যাপক মাত্রায় তার সম্প্রসারণ ঘটে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহা নবী (সাঃ)-এর জীবনীকারগণ তাঁর মক্কী জীবনের দাওয়াতী তৎপরতার উপর যতটা গুরুত্ব দেন, মদীনা পর্যায়ের প্রতি ততটা গুরূত্ব আরোপ করেন না। এ সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর সংযোগের বিষয়টি পরীক্ষা করলে উপলব্ধি

www.pathagar.com

করা যায় যে, ইসলাম পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে কিভাবে তার অগ্রযাত্রার পথ করে নিয়েছিল। এ বক্তব্য প্রমাণের জন্য আরবের প্রধান প্রধান গোত্রগুলোকে ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে এলাকা ভিত্তিক আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

মদীনার পশ্চিমাঞ্চলীয় গোত্রসমূহ

মদীনার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের কথা আগেই বলা হয়েছে। দেখা যায় যে, হিজরতের আগে মদীনার মুসলমানগণ সেখানে ইসলামের একটি শক্তিশালী বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। হিজরতের পর তার আরো সম্প্রসারণ ঘটে। রাজধানী শহরের অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি মদীনার সন্নিকটবর্তী গোত্রগুলোর প্রতি নজর দেন। মনে হয়, মদীনার পশ্চিম দিকের গোত্রগুলোই ইসলামের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল। এদের মধ্যে কিনানাহ গোত্রের যামুরাহ ও মুদলিজ শাখা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[১৮] বিভিন্ন সূত্রে প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী এ দুটি শাখার বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নামোল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন হলেন জিয়াল বিন সুরাকা আল-যামুরী। তিনি তার এলাকা থেকে মদীনায় হিজরত করেন এবং কিছুকাল পরে উহুদের যুদ্ধে অংশ নেন।[১৯] এই গোত্রের আরো দু'জন ব্যক্তির কথাও জানা যায়। এরা হলেন আমর বিন উমাইয়াহ যামুরী[২০] এবং তাঁর পিতা উমাইয়াহ বিন খুওয়ায়লিদ যামুরী।[২১] একইভাবে বনূ মুদলিজ-এর ইসলাম গ্রহণকারী আরও কিছু ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আল-কামাহ বিন মুজাযযিয অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।[২২] ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনামতে ধারণা করা হয় যে ৬২৫ খৃষ্টাব্দ/৩য় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে যামুরাহ ও মুদলিজ গোত্র ব্যাপকভাবে ইসলামে বায়'আত গ্রহণ করে।[২৩] এর পরবর্তী সময়ে ৮ম হিজরীর রমযান/৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে[২৪] বনূ জাযীমাহর বিরুদ্ধে খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীতে বনূ মুদলিজ গোত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান অংশগ্রহণ করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালীন সময়েই যামুরাহ গোত্রের অংশ গিফার গোত্র ইসলামের সাথে পরিচিত হয়েছিল। গিফার গোত্র থেকে প্রথম দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে আবূ যারর[২৫], তাঁর ভাই উনায়স[২৬] এবং আবূ রুহমও ছিলেন যার প্রকৃত নাম ছিল কুলসূম বিন আল-হুসায়ন।[২৭] মূলত আবূ যারর ও তাঁর বন্ধুদের প্রচেষ্টায় বনূ গিফারী গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচারে সাফল্য আসে।[২৮] ইব্‌ন সা'দ-এর একটি বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, হিজরতের আগেই এই গোত্রের প্রায় অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং মহানবী (সাঃ) এর মদীনা আগমনের পর বাকী অর্ধেক ইসলামে বায়আত হয়।[২৯] ইব্‌ন সা'দের বক্তব্যের সাথে প্রকৃত ঘটনার

www.pathagar.com

সামঞ্জস্য রয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, গিফারী গোত্রের বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করে।[৩০] এ অভিযানে তাদের ৪শ' লোকের একটি দল অংশ নিয়েছিল। যা মক্কা বিজয়ে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।[৩১] অনুরূপভাবে তাবূক অভিযানেও গিফারী গোত্রের একটি শক্তিশালী দল অংশ নেয়।[৩২] এছাড়া হিজরতের পরপরই মহানবী (সাঃ)-এর সাথে তাদের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তা থেকেও তাদের ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণের আভাস পাওয়া যায়।[৩৩] যদিও বিভিন্ন গ্রন্থ দু'ইল ও আল-হারিস বিন 'আবদ মানাত ছাড়া কিনানাহ গোত্রের অন্যান্য শাখার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তেমন পর্যাপ্ত আলোকপাত করে নি তা সত্ত্বেও এমন কিছু প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে যা থেকে বুঝা যায় যে এই গোত্রের অন্যান্য শাখাও ইসলামের আহবানে সাড়া প্রদান থেকে বিরত থাকে নি। যেমন বকর বিন 'আবদ মানাত গোত্রের প্রথমদিকের ইসলাম গ্রহণকারী আল হুবায়ব-এর দুই পুত্র আবদুল্লাহ্ ও 'আবদু'র রহমান-এর ইসলাম গ্রহণের কথা ইব্‌ন সা'দ উল্লেখ করেছেন। তারা ৩য় হিজরীর শাওয়াল অর্থাৎ ৬২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চে সংঘটিত[৩৪] উহুদ যুদ্ধে অংশ নেন এবং শাহাদত লাভ করেন। এ গোত্রেরই আরেকটি পরিবারের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা একেবারে প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এ পরিবারটি তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করে মক্কায় বসতি স্থাপন করে। ইব্‌ন সা'দ বলেন, মহানবী (সাঃ) যখন আরকামের গৃহে বাস করতে শুরু করেন[৩৫] তখন আকিল বিন আবী আল বুকায়র এবং তার তিন ভাই খালিদ, আয়াস ও আমির ৬১৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিল। ইব্‌ন স'াদের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তারা তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ, তারা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় তখন তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যকেই সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন যাতে তাঁদের গৃহে আর কোন লোক অবশিষ্ট না থাকে এবং ঘরটি তালা বন্ধ করে দেন।[৩৬] প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী দু'ইল ও উয়ায়ফ বিন আল আযবাত গোত্রের অনেক সদস্যের কথা ইব্‌ন হিশাম ও উস্‌দ উল্লেখ করেছেন। তারা সম্ভবত হুদায়বিয়ার যুদ্ধের পূর্বে বা অব্যবহিত পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩৭] একইভাবে ইব্‌ন হাযম দু'ইল গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারী দুই ভাই সারিয়াহ বিন যুনায়ম ও আবূ উনাস বিন যুনায়মের কথা বলেছেন। তারা উভয়েই ইসলাম প্রচারের গোড়ার দিকেই বায়য়াত প্রাপ্ত হন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৮]

কিনানাহ্‌র অন্য একটি বিশিষ্ট শাখা বনূ জাযীমাহ ৮ম হিজরীর মাঝামাঝি/৬৩০ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করে। খালিদ এবং 'আলীর নেতৃত্বে এ বছরই তাদের এলাকায় পরিচালিত দু'টি[৩৯] অভিযানের বিবরণ থেকে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায়। ৬২৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি/৭ম হিজরীর প্রথম দিকের মধ্যে কিনানাহ্‌র বকর বিন 'আবদ মানাত গোত্রের লায়স উপগোত্রের কিছু লোক যেমন গালিব বিন 'আবদুল্লাহ্[৪০] নুমায়লা বিন 'আবদুল্লাহ্[৪১] এবং আরো অনেকে ইসলামে বায়'আত হন। ইব্‌ন হাযম লায়সের বিভিন্ন পরিবার থেকে বায়'আত গ্রহণকারী ১৪ জনের নামোল্লেখ করেছেন। এদের

www.pathagar.com

মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলেই তাদের এলাকাতেই ছিলেন।[৪২] কিনানাহর বকর বিন আবদ মানাত গোত্র যদিও মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু ৯ম হিজরীর শুরুর দিকে/৬৩০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তারাও ইসলামে বায়'আত হতে শুরু করে। ওয়াসিলাহ বিন আল-আসকা আল-লায়সীর নেতৃত্বে তাবূক অভিযানের ঠিক পূর্বে কিনানাহর একটি প্রতিনিধিদলের মদীনা আগমনের ফলে এই ঘটনার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।[৪৩] আল-লায়সী নিজেই তাবূক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। ফলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মহানবী (সাঃ) এর ইন্তিকালের পূর্বেই কিনানাহর সকল গোত্রই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা তাৎপর্যপূর্ণ হবে, লায়স গোত্রের গুরুত্বহীন এবং ক্ষুদ্র শাখাগুলো যেমন দু'ইল ও মুদলিজ রিদ্দাহ অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করা কালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এ ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি গোত্রবাসীরা ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদীন) ন্যায় আবার তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে যায় নি বা ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রকে যাকাত দিতে তেমন একটা অস্বীকৃতি জানায় নি কিংবা ইসলামকে মেনে নিতে কোন ভাবেই অনীহা প্রদর্শন করে নি। বরং তারা নামায আদায়সহ ইসলামের সকল আচার-অনুষ্ঠান মেনে নিতেই তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে।[৪৪]

মক্কা ও মদীনার পশ্চিমে বসবাসরত আরেকটি বড় গোত্র ছিল খুযা'আহ। আসলাম, বনূ কা'ব বিন আমর ও বনূ আল-মুসতালিক ছিল খুযাআহ গোত্রের ৩টি প্রধান শাখা। সমগ্র গোত্রটি ধর্ম প্রচারের একেবারে গোড়ার দিকে ইসলামের সংস্পর্শে আসে। যেহেতু তাঁরা কুরায়শ[৪৫] ও গিফারী গোত্রের[৪৬] প্রতিবেশী ছিল সে কারণে এ গোত্র দু'টির সাথে তাদের যোগযোগও ছিল ঘনিষ্ঠ। বুখারীতে[৪৭] বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে খুযাআহ গোত্র এবং বিশেষ করে আসলাম গোত্র ৬১৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইসলামের সাথে পরিচিত হয়। এ সময় মহানবী (সাঃ) মক্কায় আরকামের গৃহে অবস্থান করছিলেন। আবূ যার গিফারীর ইসলাম গ্রহণ এবং তাঁর প্রচারই গিফারী গোত্রের ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ এবং তা আসলাম গোত্রেরও ইসলাম গ্রহণে সহায়ক হয়। ইব্ন সা'দও এরূপ একটি বিবরণী সমর্থন করেছেন যা নওমুসলিমদের স্বীয় গোত্র ও স্বদেশবাসীর মধ্যে ইসলাম প্রচারে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনার প্রতিই আলোকপাত করে।[৪৮] এখানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে হিজরতের সময়ের মধ্যে আসলাম ও গিফার গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য।[৪৯] অনুরূপভাবে খুযাআহ গোত্রের অন্যান্য শাখা যারা মক্কা ও এর আশেপাশে বসবাস করতো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ [illegible]তেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৫০] যাহোক, ইব্ন সা'দ এ পর্যায়ে আসলাম গোত্রের [illegible] জনের নাম উল্লেখ করেছেন।[৫১] এছাড়াও তাবাকাত-এ খুযাআহ গোত্রের অন্যান্য শাখার ১৫ জন ইসলাম গ্রহণকারীর নাম পাওয়া যায়।[৫২] 'উসদ' এর বিবরণ অনুযায়ী আসলাম গোত্রের বেশ কয়েকজন উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।[৫৩] এছাড়া ইব্ন সা'দ, তাবারী এবং উসদ-এ আসলাম গোত্রের বেশ কিছু সদস্যের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁরা বহু অভিযানে ইসলামী উম্মাহর

www.pathagar.com

সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।[৫৪] এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মহানবী (সাঃ) এর অধীনে ইসলামী সরকারের কর্মকর্তা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৫৫] মহানবী (সাঃ) এর সাথে আসলাম গোত্রের ৩টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যা তাঁদের প্রথম দিকে ধর্মান্তরের আভাস দেয় এবং এ কারণে তাঁরা স্বদেশ ভূমি ত্যাগ না করলেও মহানবী (সাঃ) তাঁদেরকে মুহাজির-এর মর্যাদা দান করেছিলেন।[৫৬] ধারণা করা হয় যে, এ চুক্তি হয়েছিল পরবর্তীকালে।[৫৭] কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয় দু'টি কারণে । প্রথমত, মক্কা বিজয়ের পর হিজরত আর কার্যকর ছিল না। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনে পারস্পরিক সাহায্যের কথা এ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যা আগের আমলের সম্পাদিত চুক্তিতেই সচরাচর পরিদৃষ্ট হয়।

আসলাম গোত্রের লোকদের ন্যায় খুযাআহ গোত্রের অন্যান্য শাখার লোকেরাও ইসলামী রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।[৫৮] ইব্ন সা'দ বলেন, মক্কা বিজয়ের কোন এক সময় বনূ কা'ব বিন আমর গোত্রের কাছে কর, সাদাকাহ্ আদায়ের জন্য একজন কর আদায়কারীকে পাঠানো হয়েছিল।[৫৯] এ থেকে আরো জোরালো প্রমাণ মেলে যে মক্কা বিজয়ের আগেই বনূ কা'ব বিন আমর গোত্রের একটি প্রভাবশালী অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। একইভাবে আসলাম ও গিফার গোত্রের কাছ থেকে যৌথভাবে কর (সাদাকাহ্) আদায়ের জন্যে ৯ম হিজরীর মুহাররম মাসে/৬৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে অন্য একজন কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়।[৬০]

আসলাম ও বনূ কা'ব বিন আমরের ন্যায় খুযাআহ গোত্রের তৃতীয় প্রধান শাখা বনূ আল-মুসতালিকও ৬২৭ খৃস্টাব্দে/৫ম হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে ইসলামী উম্মাহ্য় যোগদান করে এবং তাদের সাদাকাহ আদায়ের জন্য সেখানেও একজন কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়।[৬১] মক্কা বিজয়ে খুযাআহ গোত্রের দু'টি শাখার মোট অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা থেকেও এ গোত্রের ধর্মান্তরের সত্যতা স্বীকৃত হয়। জানা যায়, আসলাম গোত্র মক্কা বিজয়ে ৪শ' মুজাহিদ ও ৩শ' ঘোড়া এবং বনূ কা'ব ৫শ' মুজাহিদ নিয়ে অংশগ্রহণ করে।[৬২] অনুরূপভাবে তাবূক অভিযানেও বিপুল সংখ্যক খুযাআহ গোত্রীয় মুজাহিদ অংশ নেয়।[৬৩] এসব ঘটনার আলোকে নিরাপদে এ সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, ৮ম হিজরীর রমযান /৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মক্কা বিজয়ের সময় কালের মধ্যে সমগ্র খুযাআহ গোত্রই ইসলামে বায়'আত হয়েছিল।[৬৪]

পশ্চিমাঞ্চলের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গোত্র জুহায়নাহ ও মুযায়নাহ প্রাক ইসলামী যুগে যথাক্রমে খাযরাজ ও আওস গোত্রের হালীফ অর্থাৎ মিত্র ছিল। এটা বিশ্বাস করা যুক্তিসংগত হবে যে তারা মদীনার অধিবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অব্যাহত রাখে এবং এভাবে তারা প্রথম পর্যায়েই ইসলামী উম্মাহ্র হালীফে পরিণত হয়। বিভিন্ন ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, হিজরতের সময় থেকেই এ দু'টি গোত্র থেকে একাকী বা দলবদ্ধভাবে ইসলামে বায়আত গ্রহণ চলছিল। গোড়ার দিকে জুহায়নাহ গোত্র থেকে কমপক্ষে ৯ জন[৬৫] এবং মুযায়নাহ থেকে ৫ জনের ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে।[৬৬] ইব্ন সা'দ বদর যুদ্ধে জুহায়নাহ গোত্রের

www.pathagar.com

৫ জন এবং মুযায়নাহ্ গোত্রের একজনের অংশ নেয়ার কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬৭] তিনি উহুদ যুদ্ধেও মুযায়নাহ্ গোত্রের ২ ব্যাক্তির অংশগ্রহণ ও শহীদ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[৬৮] মুযায়নাহ গোত্রের গোড়ার দিকে ৫ জন ইসলাম গ্রহণকারীর নাম বর্ণনা করেছেন ইব্ন দুরায়দ আযদী।[৬৯] এঁরা হলেন নু'মান বিন মুকাররিন, আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল, মাকিল বিন ইয়াসার, কুররাহ্ বিন আয়াস, বিলাল বিন আল-হারিস ও কাব বিন জুহায়র। উসদের বিবরণ অনুসারে মুযায়নাহ্ গোত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নু'মান বিন মুকাররিন তাঁর গোত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোককে[৭০] ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। অন্যদিকে ইব্ন সা'দ বলেন, আমর বিন মুররাহ তাঁর গোত্রের লোকদের (কওম) ইসলামে বায়'আত করেন।[৭১] এছাড়া তিনি আরো বলেন যে পরবর্তী সময়ে, কিন্তু মক্কা বিজয়ের আগে একমাত্র জুহায়নাহ গোত্রের কমপক্ষে ২১ ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৭২] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এঁদের কেউই তাঁদের স্বগৃহ ত্যাগ করেন নি এবং এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পল্লী অঞ্চলেই ছিলেন বলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৭৩] ইব্ন সা'দ বলেন, মদীনার একটি লোকালয় সম্পূর্ণরূপে জুহায়নাহ গোত্র থেকে আগত মুহাজির অধ্যুষিত ছিল। সেখানে তাঁরা নিজেদের জন্য একটি মসজিদ তৈরি করেন। এ ঘটনা থেকে এ গোত্রের দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায়।[৭৪]

ওয়াট্-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাদের প্রতিনিধি দল মাত্র ২ জন[৭৫] সদস্যকে নিয়ে গঠিত ছিল। মুযায়নাহ্র যে প্রতিনিধি দলটি ৫ম হিজরীর রজব /৬২৬ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মদীনা সফর করে তারা ছিল মদীনায় আগত প্রথম প্রতিনিধি দল, তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৪শ'।[৭৬] তাছাড়া পশ্চিম দিকের গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে আসলে কোন অভিযান প্রেরণ করা হয়নি। এ ঘটনা থেকে তাদের ইসলামী উম্মাহ্য় যোগদানের বড় ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইসলামী সেনা বাহিনীর বিভিন্ন অভিযানে তাদের বড় আকারের সেনাদল প্রেরণের ঘটনাও এ ধারণাকে আরও জোরদার করে। ইব্ন ইসহাক ও ওয়াকিদীর মতে, মক্কা বিজয় অভিযানে জুহানী ও মুযানী বাহিনীর যথাক্রমে ৮০০ সৈন্য ও ৫০টি ঘোড়া এবং ১০০৩ জন সৈন্য ও ১০০টি ঘোড়া সহযোগে এক গর্বিত সেনাদল অংশগ্রহণ করে।[৭৭] ইব্ন ইসহাক আরো বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে মুযায়নাহ্ গোত্রের আওস ও উসমান নামীয় দু'টি অপরিচিত উপগোত্র ইসলামী বাহিনীর অগ্রবর্তী সারিতে ছিল।[৭৮] ওয়াকিদী তাবূক অভিযানে জুহায়নাহ গোত্রের উল্লেখযোগ্য সেনাদলের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।[৭৯] এ সব ঘটনার আলোকে এ কথা বলা অসত্য হবে না যে জুহায়নাথ ও মুযায়নাহ গোত্রই ইসলামী উম্মাহর শৈশব অবস্থায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল।

পশ্চিমাঞ্চলের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গোত্র পূর্বোল্লিখিত আযদ শানূয়াহ একেবারে গোড়ার দিকেই ইসলামের সংস্পর্শে আসে। ৬১৩-৬১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় এ গোত্রের বনূ সা'দ বিন বকর বংশীয় সদস্য মহানবী (সাঃ) এর যৌবনকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু

www.pathagar.com

যামাদ বিন সালাবাহ উমরাহ পালনের জন্য মক্কায় গমন করেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর কথাবার্তা শোনার পর পরই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮০] এরপর তিনি নিজের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে এই নয়া ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায়ও এটা পরিষ্কার যে, যামাদ বিন সালাবাহ মক্কা থেকে ফিরে আসার পর নিজের গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করেন।[৮১] এ ঘটনা ইব্ন সা'দের বিবরণের সত্যতাকে অধিকতর জোরালো করে যে ১০ম হিজরীর শেষ দিকে/৬৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ না হলেও আযদ শানূয়াহর বেশীর ভাগ লোকই ইসলাম গ্রহণ করে।[৮২]

আযদ শানূয়াহর দাওস নামক অংশটি মক্কায় ধর্ম প্রচারের সময়েই ইসলামের সংস্পর্শে আসে। কোন কোন সূত্রে বলা হয়েছে, এ উপগোত্রের কমপক্ষে ৩ ব্যক্তি মক্কায় মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন মুয়ায়কিব বিন আবী ফাতিমাহ আল-দাওসী। তিনি কুরায়শ বংশের উমাইয়া গোত্রের একজন হালীফ বা মিত্র ছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের অন্যতম ছিলেন। তবে তাঁর ইসলাম গ্রহণ দাওস উপগোত্রের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নি। কারণ, তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করে মক্কায় হিজরত করে সেখানেই একজন হালীফ হিসাবে বসবাস করতে শুরু করেন।[৮৩] ইসলাম গ্রহণকারী অন্য দুই ব্যক্তি হলেন তুফায়ল বিন আমর ও তার পুত্র আমর বিন তুফায়ল। তারা হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে তারা নিজের লোক এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।[৮৪] ৭০ থেকে ৮০ জন লোকের সমন্বয়ে গঠিত দাওস গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল ৭ম হিজরীর শুরু/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মদীনায় আসে[৮৫] এবং তাদের ইসলাম ধর্মে বায়আত করানোর কৃতিত্ব ছিল এ দু'জনের।[৮৬] ঘটনাক্রমে এ প্রতিনিধিদলের মধ্যে আবূ হুরায়রা দাওসী নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন যিনি পরবর্তীকালে মহানবী (সাঃ) এর হাদীস বর্ণনার জন্যে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।[৮৭]

ইব্ন সা'দ আরো বলেছেন, মক্কা বিজয়ের আগে আবূ হুরায়রা দাওসী সহ এ উপ-গোত্রের কমপক্ষে ৩ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। অবশিষ্ট ২ জনের মধ্যে একজন ছিলেন উসমান বিন আফফানের অনুগামী ব্যক্তি আবূ আর-রাওয়া[৮৮] এবং অন্যজন ছিলেন সা'দ বিন আবী যুবাব।[৮৯] তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ইব্ন সা'দ ও উস্‌দ-এর বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে সা'দ বিন আবী যুবাবকে তার কওমের সাদাকাহ্ আদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।[৯০] এ বিষয়টি দাওস গোত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধর্মান্তর গ্রহণেরই আভাস প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে দাওস গোত্র ৭ম হিজরীর মাঝামাঝি/ ৬২৯ খৃষ্টাব্দের শুরুতে মুসলিম উম্মাহর পূর্ণাঙ্গ সদস্যে পরিণত হয়।

এ গোত্রটি ছাড়াও ইব্ন সা'দ আযদ গোত্রের তিন জন ধর্মান্তরিত ব্যক্তির কথা উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন। এঁদের মধ্যে একজন আবদুল্লাহ্ বিন বুহায়নাহ[৯১] হিজরতের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ভাই জুবায়র বিন মালিকও মক্কা পর্যায়ের গোড়ার দিকেই মুসলমান হন।[৯২] অন্য আযদী মুসলমান হলেন আল-হারিস বিন উমায়র। তিনি ছিলেন বুসরার বাদশাহের কাছে মহানবী (সাঃ) প্রেরিত খ্যাতনামা দূত। মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে তিনি শুরাহবীল বিন আমর আল-গাসসানী কর্তৃক নিহত হন।[৯৩] সকল ঘটনা একত্রে গ্রথিত করলে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে মদীনা পর্যায়ের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই আযদ শানূয়াহ্ গোত্র ইসলামী উম্মাহ্র সদস্যে পরিণত হয়েছিল।

এখানে এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় যে মুহাজির ও আনসারদের পর মক্কা ও মদীনার দু'টি পবিত্র নগরীর পশ্চিমাঞ্চলের গোত্রগুলোই ইসলাম গ্রহণ এবং একই সাথে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি সমর্থন প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ওয়াট যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'তারা ইসলামী উম্মাহ্র ভিত্তি গঠন এবং মুহাজিরদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিল।[৯৪] ইসলামে তাদের অটল বিশ্বাস ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অবিচল আনুগত্য রিদ্দাহ্ অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগের সময়ে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তারা সগৌরবে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

মক্কা ও মদীনার পূর্বাঞ্চলীয় গোত্রসমূহ

মক্কা ও মদীনার পূর্বাঞ্চলে বসবাসরত গোত্রগুলো মক্কায় ইসলামের সূচনাকাল থেকে এ ব্যাপারে শুধু যে সচেতন ছিল তাই নয়, বরং পশ্চিমাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর মত তারাও প্রথম থেকেই ইসলামের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল। বলা দরকার যে তা সত্ত্বেও এসব গোত্রের কোন কোনটি দীর্ঘকাল যাবত মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর ইসলাম প্রচারের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদীনায় হিজরতের পর পরই অর্থাৎ ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার সময় থেকে এ বিরোধিতার শুরু হয় এবং ৬৩০ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিক পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। মহানবী (সাঃ) এর ছোট ও বড় অভিযানগুলোর একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রায় ৯০টি অভিযানের মধ্যে ২৮টিই মদীনার পূর্বাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়া ইলাহী ধর্ম হিসাব ইসলাম পূর্বাঞ্চলীয় গোত্রসমূহের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যে কারণে ব্যক্তি পর্যায়ে তো বটেই, দলবদ্ধভাবেও বহু গোত্র-উপগোত্রের লোক মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশাতেই ইসলাম গ্রহণ করে।

আসাদ/খুযায়মাহ গোত্র গোড়ার দিকেই ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করে বলেই ধারণা করা হয়। কুরায়শদের সাথে ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার কারণে শুরুর দিকেই বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।[৯৫] ইব্ন

www.pathagar.com

ইসহাক একেবারে গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ২০ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন।[৯৬] এদের মধ্যে কেউ কেউ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন।[৯৭] ইব্ন ইসহাকের এ বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, বনূ গানাম বিন দূদান (আসাদ/খুযায়মাহ) দলবদ্ধভাবে একেবারে গোড়ার দিকে ইসলামে বায়আত হয়।[৯৮] মক্কায় বসবাসকারী আসাদ গোত্রের লোকদের সংখ্যা যাই হোক না কেন, তাদের ইসলাম গ্রহণ গোত্রের প্রধান অংশের উপর এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এ গোত্রের বাস ছিল প্রতিবেশী 'তায়ী'র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গাতফান গোত্রের উত্তর ও পূর্বদিকে।[৯৯] উল্লেখ্য, গোত্রের মক্কায় বসবাসকারী এ লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা তাদের মূল গোত্রের সাথে কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করে নি বলেই সাধারণভাবে ধারণা করা হয়।

যা হোক, এটা সত্য যে এ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী সময় কালে বনূ আসাদ গোত্রের প্রধান অংশের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে খুব বেশি আলোকপাত করেনি। মনে হয় বনূ আসাদ পরবর্তীকালে, তবে মক্কা বিজয়ের আগে, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা মতে, এ গোত্রের বহু সংখ্যক লোক আবস ও যুবয়ানদের সাথে হুনায়নের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর দক্ষিণভাগে উপস্থিত ছিল এবং তারা উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল।[১০০] এর কয়েক মাস পর নবম হিজরীর গোড়ার দিকে/৬৩০ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ১০টি পরিবারের সমন্বয়ে বনূ আসাদ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা সফর করে এবং তারা ইসলামে তাদের বিশ্বাসের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০১] তাবারী তাঁর সূরা হুজুরাতের তফসীরে বলেন যে, প্রতিনিধি দলের কিছু সদস্য ঔদ্ধত্যের সাথে দাবী করেন যে, তাঁরা নিজে থেকেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন।[১০২] একটি ঘটনা থেকে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আরো জোরদার হয়। সেটি হলো, বনূ আসাদ ও তায়ী গোত্রের কাছ থেকে যৌথভাবে সাদাকাহ্ আদায়ের জন্যে কর আদায়কারী প্রেরণ। অবশ্য এ কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৩]

যতদূর জানা যায়, আসাদ গোত্রের তুলায়হা বিন খুওয়ায়লিদ বাহ্যত ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে তিনিও মহানবী (সাঃ) এর কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। তাবারীর বিভিন্ন বর্ণনা থেকে দেখা যায়, তুলায়হার শক্তির প্রধান উৎস তাঁর গোত্র ছিল না, বরং তায়ী, আসাদ ও গাতফান গোত্র ও তাদের উপগোত্রসমূহের ন্যায় অন্যান্য গোত্রের কাছ থেকে তিনি তাঁর বিদ্রোহে সাহায্য পেয়েছিলেন।[১০৪] আসাদ গোত্রের প্রধান তুলায়হা ও তার অনুসারীদের স্বধর্ম ত্যাগ তাদের ইসলাম গ্রহণের আভাস প্রদান করে। কিন্তু, বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, রিদ্দাহ্কালে মহানবী (সাঃ) এর একজন মহান সাহাবী এবং আরবের কিংবদন্তী খ্যাত দাতা হাতেম তায়ীর পুত্র আদী বিন হাতিম আল–তায়ী তুলায়হার কাছ থেকে তার নিজের গোত্রকেই শুধু সরিয়ে নেননি, তিনি আসাদ ও গাতফান গোত্রের অনেক শাখা উপশাখাকেও বিচ্ছিন্ন করেন এবং তাদেরকে পুনরায় ইসলামের পতাকাতলে ফিরিয়ে আনেন। ঘটনাক্রমে এখানে বলা প্রয়োজন যে, উয়ায়না বিন

www.pathagar.com

হিসন আল-ফাযারীর নেতৃত্বাধীন গাতফান গোত্রই ছিল তুলায়হার প্রধান শক্তিকেন্দ্র এবং তারা তাঁকে প্রধানত সমর্থন করেছিল তাদের পুরনো মিত্রতার সম্পর্কের কারণে। কিন্তু যেই মাত্র তুলায়হার জাল-জুয়াচুরি ধরা পড়ে যায়, সাথে সাথে গাতফান ও তার মিত্ররা তুলায়হাকে পরিত্যাগ করে ইসলামের পতাকাতলে ফিরে আসে।[১০৫] এটা নিশ্চিত যে, মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই বনূ আসাদ/খুযায়মাহ্ গোত্রের প্রধান অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তা না হলে তাদের রিদ্দাহর অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগের পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে ইসলামে তাদের প্রত্যাবর্তন করা এত সহজ ব্যাপার ছিল না।

ইব্‌ন হাযম আল-আন্দালূসীর মতে সমগ্র বনূ আসাদ এবং বিশেষত তার শাখা গোত্র দূদান বিন আসাদ বনূ খুযায়মাহ্‌র প্রকৃত উপশাখা।[১০৬] বনূ গানাম বিন দূদান বিন আসাদ ছাড়া বনূ সালাবাহ বিন দূদান ছিল আসাদ/খুযায়মাহ গোত্রের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উবায়দ বিন সালাবাহ,[১০৭] মালিক আল-হাযরামী বিন আমির,[১০৮] যিরার বিন আল-আযওয়ার[১০৯] ও ওয়াবিসাহ বিন মাবাদ[১১০] ছিলেন এ গোত্রের বিশিষ্ট ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। বনূ আসাদ ব্যতীত খুযায়মাহ গোত্রের আরো দুটি উপগোত্র আযল ও আল-কারাহ-(আল-হুন বিন খুযায়মাহ বংশোদ্ভূত) নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আল-কারাহ-এর প্রথম দিককার একজন ইসলাম গ্রহণকারী হলেন মাসঊদ বিন রিবী। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।[১১১] উসদের মতে এ গোত্র থেকে আরেকজন ইসলাম গ্রহণকারী হলেন মাসঊদ বিন আমর আল-কারী। মহানবী (সাঃ) তাকে হুনায়ন যুদ্ধের পর জিরানাহর লড়াইয়ে মালে গনিমত ও যুদ্ধবন্দী সংগ্রহের জন্যে পাঠিয়েছিলেন।[১১২] মাজমূআতুল-ওয়াসাইক [১১৩] গ্রন্থে পুনরুল্লেখিত মহানবী (সাঃ) এর একটি পত্রেও হুন বিন খুযায়মাহর[১১৪] শাখাগোত্র আল-কারাহ ও আল-হাকামের কিনানাহর একটি দলের সাথে ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। গোত্রের নয়া ধর্মান্তরিতদের দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের জন্যে শিক্ষক পাঠানোর আবেদন নিয়ে মহানবী (সাঃ) এর কাছে আযল ও আল-কারাহ-এর একটি প্রতিনিধিদল আসে। এ থেকেও এ কথার সত্যতা সমর্থিত হয়। যা হোক, আযল ও আল-কারাহর অবিশ্বাসীদের সহযোগিতায় বনূ লিহয়ানদের হাতে আর-রাযী নামক স্থানে মুসলমানদের দলটি গণহত্যার শিকার হয়।[১১৫] তা সত্ত্বেও এ সকল গোত্রের ধর্মান্তরের কথা বাতিল করা যায় না। খুযায়মাহ গোত্রের অন্যান্য শাখার ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারটি এখন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে এ কথা বলা যায় যে, মক্কা বিজয়কালের মধ্যেই খুযায়মাহ গোত্রের লোকেরা মোটামুটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মক্কা ও মদীনার পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী অন্য একটি গোত্র ছিল সুলায়ম।এ গোত্রটিও প্রথম দিকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুরু থেকেই এ গোত্রের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এ রকম একজন হলেন আমর বিন আবাসাহ। ইব্‌ন সা'দের মতে, তিনি আবূ বকর ও হাবশী বিলালের পরপরই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১১৬] মুসলমান হওয়ার পর তিনি তাঁর লোকদের মধ্যে ফিরে আসেন এবং বনূ সুলায়ম-এর ঐতিহ্যবাহী বসতি সুফফাহ ও

হাযযাহতে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি ৭ম হিজরীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ ৬২৮ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মদীনায় হিজরত করেন।[১১৭] বনূ মাযিন গোত্রের আরেকজন মুসলমান উতবাহ বিন গাজওয়ান বনূ নওফাল/কুরায়শ-এর হালীফ ছিলেন।[১১৮] তার ক্রীতদাস খাব্বাবও তার প্রভুর অনুসরণে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উভয়েই বদরের যুদ্ধে অংশ নেন।[১১৯]

সুলায়ম গোত্রের আরেক ইসলাম গ্রহণকারী হলেন উরওয়া বিন আল সালত। তিনি উহুদ অথবা বির মাউনার মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত হন। তবে ঘটনা যাই হোক, ইব্‌ন ইসহাকের মতে তিনি একজন সর্বোত্তম মুসলমান ছিলেন। এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, তাঁর সগোত্রীয়রা তাকে 'আমান' (নিরাপত্তা) দিতে চাইলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং একজন শহীদ হিসাবে মৃত্যুকে বেছে নেন।[১২০] আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তাঁর এই মর্মান্তিক শাহাদতের ঘটনা তাঁর নিজের হত্যাকারীসহ স্বগোত্রের বেশ কিছু লোককে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। সুলায়ম গোত্রের অন্য একজন ঘাতক জাব্বার বিন সুলমা হযরত আবূ বকরের আযাদকৃত ক্রীতদাস আমর বিন ফুহায়রাহকে হত্যা করে। কিন্তু সে তার হাতে নিহত ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তায় এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, এ অপরাধটি সংঘটন করার অব্যবহিত পরই সে অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।[১২১] সম্ভবত এ সময়ই সুলায়ম গোত্রের শাখা বনূ সালাবাহর সাফওয়ান বিন আল-মুআত্তাল মুসলমান হন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। ৫ম হিজরীর শাবান/৬২৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে আল মুরায়সী অভিযানে তার উপস্থিতির কথা তৎকালীন সকল গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১২২]

৫ম হিজরীর যিলকদ/৬২৭ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মদীনা ঘেরাওকারী আহযাবে যদিও সুলায়ম গোত্রের ৭শ'[১২৩] লোকের এক বিরাট বাহিনী অংশ নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের অসারতা উপলব্ধি করে এবং সম্ভবত তখন থেকেই তারা ইসলামী উম্মাহর সাথে নিজেদেরকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে।[১২৪] ইব্‌ন সা'দের বর্ণনা থেকে এ ব্যাপারে আরো জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ৭ম হিজরী/৬২৮ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে ৮ম হিজরী/৬৩০ খৃস্টাব্দের শুরু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বনূ সুলায়মের ১২ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।[১২৫] আগেই বলা হয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের পর বনূ সুলায়মের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণ করা হয়নি। সুলায়ম গোত্রের কবি অব্বাস বিন মিরদাস-এর যে কবিতার উল্লেখ ইব্‌ন ইসহাক করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, মক্কা বিজয়ের আগেই গোত্রটির বহু সংখ্যক লোক মুসলমান হয়েছিল।[১২৬] বিশেষ করে ইব্‌ন সা'দ বলেন, আব্বাস বিন মিরদাস, জাব্বার বিন হাকাম, আখনাস বিন য়াযীদ, হাজ্জাজ বিন ইলাত ও ইরবায বিন সারিয়াহর মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের গোত্রকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১২৭] এভাবে প্রমাণিত হয় যে মক্কা বিজয়কালের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুলায়ম গোত্র ইসলামী উম্মাহর সাথে একীভূত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এর সত্যতার প্রতি আরো সমর্থন মেলে। সুলায়ম গোত্র মহানবী (সাঃ) এর মক্কা বিজয়াভিযানে ১০০০ সুসজ্জিত অশ্বারোহী সেনা সরবরাহ্ করেছিল।[১২৮] এখানে লক্ষ্যযোগ্য যে, সুলায়ম গোত্রের সেনাদলটি আরবের সকল মুসলিম গোত্রের সেনাদলের মধ্যে ছিল বৃহত্তম।একই বাহিনী হুনায়নের যুদ্ধ ও তাইফ অবরোধে অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে মক্কা বিজয়েও অংশ নেয়।[১২৯] এসব অভিযানে মহানবী (সাঃ) এর অগ্রবর্তী বাহিনীর সকলেই ছিল সুলায়মী সৈন্য এবং তারা খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করে।[১৩০] ওয়াকিদী সুলায়মী সৈন্যদের বিশ্বস্ততার তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) যখন তাঁর দুধ মাতার গোত্র বনূ সা'দ বিন বকর-এর অনুরোধে হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের মুক্তি প্রদান করেন, তখন সুলায়মী সৈন্যরা তাদের নেতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) এর পথ অনুসরণ করে।[১৩১] খালিদের নেতৃত্বে বনূ জাযীমাহ্র বিরুদ্ধে অভিযানে মুহাজির ও আনসারদের সাথে সুলায়ম গোত্রও সৈন্য প্রেরণ করে।[১৩২] তারা তাবূক অভিযানেও মহানবী (সাঃ) এর বাহিনীতে এক বড় সেনাদল সরবরাহ করে।[১৩৩] এভাবে দেখা যায়, খায়বার অভিযানের পর সুলায়ম গোত্র সর্বদাই ইসলামের সেবায় অগ্রভাগে থেকেছে এবং সাধ্যানুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের সেবা করেছে।

ইব্ন সা'দ বলেন, মক্কা বিজয়ের বছরে সুলায়ম গোত্রের নেতা কায়স বিন নাসীবাহ্র সনির্বন্ধ অনুরোধে ৯০০ থেকে ১০০০ ব্যক্তির একটি সুলায়মী প্রতিনিধি দল মদীনা সফর করে।[১৩৪] তিনি আরো বলেন যে এ সফরের সময় সুলায়ম গোত্রের কিছু লোক মহানবী (সাঃ) এর কাছ থেকে 'কাতা'ই' (ইকতাস বা ভূমি দায়িত্ব) লাভ করে। তাবাকাত, উসদ ও মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইকের একত্রিত বিবরণ অনুযায়ী কমপক্ষে ১২ ব্যক্তি আরবের বিভিন্ন এলাকায় 'ইকতাস'লাভ করে।[১৩৫] হিজরী নবম সালের শুরুর দিকে/৬৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে মহানবী (সাঃ) সুলায়মের জন্যেও একজন কর আদায়কারী নিযুক্ত করেন এবং গোত্রটি বিশ্বস্ততার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদেয় কর পরিশোধ করে।[১৩৬] উসদের মতে, কর আদায়কারীর নিজের গোত্র এমন কি রিদ্দাহ্, অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগের সময়কালেও তাদের সাদাকাহ্ পরিশোধ করে।[১৩৭] এ সকল ঘটনা একত্র করে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে মহানবী (সাঃ) এর জীবনকালে সুলায়ম গোত্র সম্পূর্ণরূপে ইসলামী উম্মাহর সাথে সংযুক্ত ছিল এবং ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধে সুলায়ম গোত্রের একটি অংশের অংশগ্রহণ (যা এখন পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়নি) থেকে এটা জোর দিয়ে বলা যায় না যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নি।[১৩৮]

কুরায়শদের পর গাতফান ছিল আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র। এ গোত্রটি বনূ সুলায়মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। উভয় গোত্রই ছিল কায়স আয়লান এবং মুযার গোত্রের এক বৃহত্তর অংশ।[১৩৯] অন্যান্য গোত্রের ন্যায় গাতফানও বিভিন্ন উপগোত্র অথবা শাখায় বিভক্ত ছিল। জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী এ গোত্র নিজের ক্ষমতাবলে পূর্ণাঙ্গ গোত্রের মর্যাদা অর্জন করেছিল। গুরুত্ব এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে

www.pathagar.com

গাতফান গোত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী উপগোত্র ছিল আশজা, ফাযারাহ্ এবং মুররাহ্। অন্য আরেকটি উপগোত্র আবস এদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত ছিল। উল্লেখ্য যে, এ উপগোত্রগুলো একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এদের বংশ তালিকার দিকে এক বার তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠে।[১৪০]

আশজা ছিল গাতফানের প্রথম উপগোত্র যা তুলনামূলকভাবে অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। পক্ষান্তরে মূল গাতফানগোত্র ইসলাম গ্রহণ না করে কুরায়শদের মত দীর্ঘকাল ইসলামের বৈরিতা অব্যাহত রাখে। কুরায়শ গোত্রের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে এ গোত্রের বেশ মিল ছিল। কুরায়শদের বিভিন্ন শাখা, উপগোত্র দলবদ্ধভাবে বা ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও মূল অংশ তাদের গর্বের নগরী মক্কার পতন না হওয়া পর্যন্ত ইসলামের তীব্র বিরোধিতা করে। যা হোক, আশজার কিছু লোক গোড়াতেই ইসলাম গ্রহণ করে। ইব্‌ন সা'দের একটি বর্ণনা মতে, এ রকম একজন মুসলমান হলেন জারিয়াহ বিন হুমায়ল। ইব্‌ন সা'দ [১৪১] ও ইব্‌ন হাযমে'র [১৪২] মতে তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে বদর যুদ্ধে হাজির ছিলেন। ইব্‌ন সা'দ মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আশজা গোত্রের কমপক্ষে ১০ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে ৫ জন ৬ষ্ঠ হিজরীর পূর্বে/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মুসলমান হয়েছিল।[১৪৩] উপগোত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন নুয়ায়ম বিন মাসউদ আশজাদ। তিনি ৫ম হিজরীর যিলকদ/৬২৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আহ্যাবের যুদ্ধের অব্যবহিত আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের অভ্যন্তরে বিভেদের বীজ বপন করে মক্কার আরব মিত্রদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টিতে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কূটনৈতিক দক্ষতা ও কৌশলের সাহায্যে মদীনার বিরুদ্ধে আরব ষড়যন্ত্রে যোগদান করা থেকে কুরায়যাহ্‌র ইহুদীদের তিনি বিরত রাখেন।[১৪৪] অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন আবদুল্লাহ বিন নুয়ায়ম[১৪৫], আওফ বিন মালিক[১৪৬], হুসায়ল বিন খারিজাহ্[১৪৭] ও মাকিল বিন সিনান।[১৪৮]

এ সকল ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সামগ্রিকভাবে গোত্রটির উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। তাদের নেতা ও ষড়যন্ত্রকারী বাহিনীতে তাদের গোত্রের বাহিনীর কমাণ্ডার মাসউদ বিন রুখায়লাহ্‌র ইসলাম গ্রহণ গোত্রবাসীদেরও ইসলামে বায়'আত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দেয়। ইব্‌ন সা'দ বলেন, আহ্যাবের যুদ্ধের পরপরই তিনি মুসলমান হন এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত ও আস্থাবান ছিলেন (হাসুনা ইসলামুহু)।[১৪৯] যেহেতু তিনি তাঁর গোত্রের প্রধান ছিলেন সে কারণে তাঁর ইসলাম গ্রহণ সমগ্র গোত্রবাসীকেও ইসলাম গ্রহণে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে।

ইব্‌ন ইসহাক সম্ভবত এরূপ মত পোষণ করেন যে[১৫০] নুয়ায়ম বিন মাসউদের অব্যাহত প্রচেষ্টাও তাদের ইসলাম গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একটি আশজা প্রতিনিধি দলের মদীনা সফরের ঘটনায় এ ধারণা আরো জোরদার হয়। তাবাকাত [১৫১]

গ্রন্থানুসারে এ প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০০ জন। তবে অন্য একটি সূত্রে এ সদস্য সংখ্যা ৭০০ জন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক এটা নিশ্চিত যে ষড়যন্ত্রকারীদের মদীনা অবরোধ ব্যর্থ হওয়ার পর পরই এ প্রতিনিধি দলটি মদীনা সফর করে এবং তারা মুসলিম জোটে যোগ দেয়।[১৫২] মক্কা বিজয়কালের মধ্যে এ গোত্র মহানবী (সাঃ) এর বিশ্বস্ত অনুসারী হয়ে উঠে এবং মুসলিম বাহিনীতে আশজা গোত্রের ৩০০ সৈন্যের একটি দলের উপস্থিতি ছিল ইসলামী বাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[১৫৩] একইভাবে আশজা গোত্র তাবূক অভিযানেও এক বড় সেনাদল পাঠিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উভয় ক্ষেত্রেই নুয়ায়ম বিন মাসউদকে যোদ্ধা সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়েছিল।[১৫৪] ধারণা করা হয় যে, আহযাব যুদ্ধের পর এ গোত্রের সাবেক প্রধান মাসউদ বিন রুখায়লাহ রাজনৈতিক বিস্মৃতির শিকার হলে কিংবা মারা গেলে কোন এক সময় নুয়াইম বিন মাসউদ এই গোত্রের প্রধান হন।

গাতফান গোত্রের অন্যান্য উপগোত্র বিশেষ করে ফাযারাহ ও মুরারাহ দীর্ঘদিন যাবত ইসলামী উম্মাহর বাইরে ছিল। তবে খায়বার যুদ্ধের পর তাদের বৈরিতা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। কারণ, এরপর তাদের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরিত হতে দেখা যায় নি। মক্কা বিজয় কালে মহানবী (সাঃ) এর বাহিনীতে তাদের উপস্থিতি থেকে প্রমাণিত হয় যে তারা ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[১৫৫] ওয়াকিদীর বিভিন্ন উল্লেখ অনুসারে সামগ্রিকভাবে বনূ ফাযারাহ এবং বিশেষ করে এর প্রধানগণ আহযাব যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনার পরিণতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং মূলত তখন থেকেই তারা ধীরে ধীরে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মনে হয় গাতফানের বনূ মুররাহর 'হালীফ'বা মিত্র উয়ায়নাহ্ ও তার গোত্রকে ইসলামের পতাকাতলে আনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। ৭ম হিজরীর যিলকদ/৬২৭ খৃষ্টাব্দের গাযওয়াহ আল-কাযীয়াহ্‌র সময়কালের মধ্যে তারা এ ব্যাপারে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়।[১৫৬] তবে মক্কা বিজয়ের পর তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চিরকালের মত অপসৃত হয় এবং তারা সর্বান্তকরণে ইসলামী উম্মাহ্‌তে যোগদান করে। বনূ ফাযারাহ পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য গোত্রের সাথে হুনায়ন ও আত-তাইফের অভিযানে উপস্থিত ছিল, এ কথা পূর্বেকার গ্রন্থাদিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, জুবয়ান গোত্রের একটি বাহিনী তাদের মিত্র আবস ও বনূ আসাদ গোত্রের সাথে ইসলামী সেনাবাহিনীর দক্ষিণ ভাগকে সম্প্রসারিত করে। [১৫৭]

বনূ ফাযারাহ্ গোত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এর প্রধান উয়ায়নাহ বিন হিসন। তিনি সম্ভবত মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলায়ম, তামীম ও হাওয়াযিন গোত্রের প্রধানদের সাথে তিনিও আল-মুয়াল্লাফাত উ কুলূবুহুমের (যাদের হৃদয় এক হয়ে গেছে) অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি হুনায়ন যুদ্ধের মালে গনিমত থেকে গোত্র প্রধান হিসাবে ১০০টি উট লাভ করেন।[১৫৮] এর পরপরই তাকে ৯ম হিজরীর মুহাররম/৬৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে বনূ তামীমের বৈরী অংশের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে এক সারিয়াহ-তে অর্থাৎ

www.pathagar.com

অভিযানে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়।[১৫৯] আরো উল্লেখ্য যে, এর সামান্য কিছুকাল পরই তিনি বনূ তামীমের[১৬০] কর আদায়কারী বা মুসাদ্দিক নিযুক্ত হন। সম্ভবত এটি ছিল একটি অস্থায়ী দায়িত্ব। কারণ বালাযূরী বলেন শিগগিরই তাকে তার নিজের গোত্র ফাযারাহ্‌র সাদাকাহ্‌ আদায়কারীর দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়।[১৬১] এ বিবরণ সন্দেহাতীতরূপে ফাযারাহ গোত্র ও তার প্রধানের ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত করে। তাবূক অভিযানের কিছুকাল পর ১০ জনেরও বেশি লোকের একটি প্রতিনিধি দলের মদীনা সফর এ ঘটনাকে আরো জোরদার করে। সম্ভবত ৯ম হিজরীর প্রথম দিকে/৬৩১ খৃষ্টাব্দের শুরুতে এ সফর সংঘটিত হয়।[১৬২] ইব্‌ন হাযম এ গোত্রের কয়েকজন সাহাবীরও নামোল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন কাসীর বিন যিয়াদ সামুরাহ বিন জুনদুব। এঁরা ছিলেন ফাযারাহ্‌ গোত্রের বনূ শামখ শাখার সদস্য।[১৬৩]

এসব ঘটনার ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ফাযারাহ্‌ গোত্র তার প্রধানসহ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর তাদের ধর্মত্যাগ ও বনূ আসাদ গোত্রের তুলায়হার সাথে যোগদানের ব্যাপারটি ভিন্ন। এমন কি এ ঘটনাও তাদের ইসলাম গ্রহণেরই সাক্ষ্য দেয়। যা হোক, শেষাবধি তারা ১১ হিজরী/ ৬৩২ খৃস্টাব্দে খালিদ বিন ওয়ালীদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের ঐক্যবদ্ধতার কথা ঘোষণা করে। তাবারী বলেন, তারা অনুশোচনা করে বলে 'আমরা যে ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম তা আবার ত্যাগ করেছিলাম এবং আমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর নবীর কাছে আত্মসমর্পণ করছি ও আমাদের জীবন ও সম্পদের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছি।[১৬৪]

গাতফান গোত্রের অন্য গুরুত্বপূর্ণ উপগোত্র মুররাহ ফাযারাহ উপগোত্রের সাথে শুধু যে রক্তবন্ধনেই আবদ্ধ ছিল তাই নয়, হিলফের মাধ্যমেও তারা সম্পর্কযুক্ত ছিল।[১৬৫] খন্দকের যুদ্ধের পর সৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনা এ দু'টি গোত্রের মধ্যে যথেষ্ট বিরক্তি ও অনাকাঙ্খিত অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী, তখন মুররাহ গোত্রের প্রধান আল-হারিস বিন আওফ মহানবী (সাঃ)এর আনুগত্য স্বীকারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।[১৬৬] খায়বার অভিযানের পর তিনি পুনরায় তার এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১৬৭] ৭ম হিজরীর যিলকদ/৬২৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে উমরাহ্‌ আল-কাযীয়াহ পালন কালে তিনি ইসলাম গ্রহণের প্রায় দ্বার প্রান্তে ছিলেন।[১৬৮] উসদের মতে, এ সময় মুররাহ গোত্রের একটি অংশ ইসলামে বায়আত হয়। বনূ কায়স গোত্রের সারিয়াহ বিন আওফা নামক এক ব্যক্তিকে মহানবী (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য মুররাহ গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন। কিছু লড়াইয়ের পর তাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে।[১৬৯] মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর বাহিনীতে মুররাহর অংশ গ্রহণের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭০]

বালাযূরীর মতে, আল-হারিস বিন আওফকে তার গোত্র মুররাহর সাদাকাহ আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।[১৭১] এ ঘটনা সম্ভবত ৯ম হিজরীর গোড়ার দিকে/৬৩০

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের। এ সময় আরবের সকল মুসলিম গোত্রের জন্যেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়েছিল। এ বছরের শেষ দিকে অর্থাৎ ৬৩১ খৃষ্টাব্দের শুরুতে ফাযারাহ গোত্রের ন্যায় তারাও মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকারের জন্যে ১৩ ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে।[১৭২] এখানে উল্লেখ্য যে রিদ্দাহকালে মুররাহ অথবা তাদের একটি অংশের যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং আবূ বকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও ফাযারাহদের মত তারা তুলায়হা আসাদী ও তার সমর্থকদের সাথে যোগ দেয়।[১৭৩] আরো কথা হল যে, মুররাহদের নেতা আওফ তায়ীদের বিরুদ্ধে ফাযারাহ ও আসাদ গোত্রের জোটেও যোগ দেন নি।[১৭৪]

যুবয়ানের মত গাতফান গোত্রের আরেকটি উপগোত্র আবস পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিস্মৃতির শিকার হয়। কিন্তু তাদের অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায়, আরবের রাজনৈতিক বিষয়াদিতে তাদের গুরুত্ব কোন ভাবেই কম ছিল না। 'মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত ঘটনাবলীতে আবস উপগোত্রের ভূমিকা ছিল সামান্য'-এ কথা ভাবা ঠিক নয়।[১৭৫] ইব্‌ন হাযম আবস গোত্রের যে সব মুসলমানের নাম উল্লেখ করেছেন এদের মধ্যে কমপক্ষে ৩ জন যেমন কুররাহ বিন হুসায়ন, শুরায়হ বিন আওফা ও উবায়্য বিন উমারাহ মহানবী (সাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী ছিলেন।[১৭৬] একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে আবস গোত্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযান প্রেরিত হয়েছে এরূপ ঘটনার কথা জানা যায় না। এ থেকে ধারণা হয় যে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি এবং সম্ভবত নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মক্কা, হুনায়ন ও আত-তাইফ অভিযানে আবস-এর একটি সেনাদলের অংশ গ্রহণ এ বক্তব্যকে জোরদার করে।[১৭৭] এ কথা অবশ্য আগেও বলা হয়েছে।[১৭৮] ইব্‌ন সা'দ ৯টি 'রাহত' (পরিবার) সম্বলিত আবসের একটি বড় প্রতিনিধি দলের মদীনা সফরের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাদের এ সফরের কোন তারিখ উল্লেখ করেন নি।[১৭৯] তাবারী ওয়াকিদীর বরাত দিয়ে বলেন যে, এ প্রতিনিধি দলটি ১০ম হিজরী/৬৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় মদীনা এসেছিল।[১৮০]

বালাযূরীর কাছে তাদের ইসলাম গ্রহণের স্বপক্ষে আরো প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছেন, নুয়ায়ম বিন মাসঊদ আল আশজা, গাতফান গোত্রের ৩টি উপগোত্র আশজা, আনমার বিন বাগীয ও বনূ আবস বিন বাগীযের[১৮১] কর আদায়কারী নিযুক্ত হন। মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর বনূ আবসের একটি অংশ যাকাত প্রদান বন্ধ করে দেয়। পরে তারা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকরের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় ও তুলায়হার সাথে যোগ দেয়। যা হোক, তাবারী থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহানবী (সাঃ)-এর জীবন কালেই সম্পূর্ণ আবস গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।[১৮২] তবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাদের পরবর্তীকালের বিদ্রোহের ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ।

সালাবাহ ও আনমার নামক অপর দু'টি গোত্র ৭ম হিজরী/৬২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৈরিতায় লিপ্ত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দ থেকে কয়েক বছর বেশ

www.pathagar.com

কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করা হলেও তারা এ বৈরিতা ত্যাগ করে নি। তা সত্ত্বেও এসব সামরিক অভিযানকালে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। সালাবাহ্‌র বিরুদ্ধে ৩য় হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরিচালিত প্রথম অভিযানে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং দ্বীনী শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে বিলালের কাছে অর্পণ করা হয়।[১৮৩] বলা প্রয়োজন যে সালাবাহ, আনমার ও মুহারিব উপগোত্র সমূহ একই স্থানে এক সাথে বাস ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ বৈরিতা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে তাদের বিরুদ্ধে ৩য় হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে[১৮৪] যী আমর, ৫ম হিজরীর মুহাররম/৬২৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জাতু'র-রিকা[১৮৫], ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস-সানি/৬২৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যূ'ল-কাসসাহ,[১৮৬] ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদি-উসসানী/৬২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আল-তরফ[১৮৭] এবং ৭ম হিজরীর রমযান/৬২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মায়ফাআহ্‌[১৮৮] নামে পরপর কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করা হয়।

যাহোক ৮ম হিজরী/৬৩০ খৃষ্টাব্দে মহানবী (সাঃ) জিরানাহ্‌ থেকে ফেরার পর সালাবাহ গোত্র ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য প্রকাশের জন্য মদীনায় ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে।[১৮৯]

এ সকল অভিযানের কোন একটিতে মুহারিব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। এ ব্যাপারটি পার্শ্ববর্তী গোত্র গুলোর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ গোত্রের জন্য একজন কর আদায়কারী নিয়োগের কথা পূর্বেই বলা হয়ছে এবং এ ঘটনা তাদের ইসলাম গ্রহণের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। সবশেষে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, গাতফান গোত্র মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

কায়স আয়লান গোত্রের ক্ষুদ্র উপগোষ্ঠী মুহারিব বিন খাসফাহ একই নামের কয়েকটি ক্ষুদ্র ও রাজনৈতিক ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ গোত্রের চাইতে ভিন্ন ছিল।[১৯০] ওয়াকিদী ও ইব্‌ন সা'দের বিবরণ থেকে জানা যায়, একেবারে শুরুর সময় থেকেই মুহারিব বিন খাসফাহর কিছু কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। ৩য় হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেরিত অভিযানকালে এ উপগোত্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দুসূর বিন আল-হারিস নাটকীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি পরে নিজের আত্মীয়জনদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে গোত্রের সকল লোক ইসলামে বায়'আত হয়।[১৯১] যা হোক ১০ম হিজরীর শেষ মাসে/৬৩২ খৃষ্টাব্দে ১০ সদস্যের একটি মুহারিব প্রতিনিধি দল মহানবী (সাঃ)-এর সাথে বিদায় হজ্জকালে মক্কায় সাক্ষাত করে।[১৯২] এতে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মুহারিব গোত্র রিদ্দাহ্‌র বিশৃংখলার সময় ইসলামের প্রতি পূর্ণ অনুগত ছিল। কারণ রিদ্দাহতে তারা অংশ নিয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

www.pathagar.com

কায়স আয়লান গোত্রের দলছুট উপগোত্রগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ছিল হাওয়াযিন।[১৯৩] একে অবশ্য গোত্র না বলে কিছু উপগোত্র ও গোষ্ঠীর সমষ্টি বলাই ভাল। আমির বিন সাসাআহ ছিল এর সবচেয়ে বড় উপগোত্র। এ উপগোত্রের মধ্যে ছিল আল-হিলাল, কিলাব, রাবীয়াহ ও আল-বাক্কা এবং আরো ছিল আল-কুরাতা ও উরায়না[১৯৪] প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগোত্র। হাওয়াযিনের অন্যান্য শক্তিশালী উপগোত্র ছিল নাসর, জুসাম, সা'দ বিন বকর ও সুমালাহ।[১৯৫] অন্যদিকে বৃহত্তর কায়স আয়লান পরিবারের মধ্যে সাকীফ ছিল একটি স্বাধীন গোত্র।[১৯৬] বিপুল জনশক্তি থাকায় সামরিক ক্ষমতার দিক দিয়ে হাওয়াযিন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশেষ করে দক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব তাদের শক্তিকে বহু গুণে বৃদ্ধি করেছিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, দুরায়দ বিন আল-সিম্মাহ্ ছিলেন বনূ জুসামের[১৯৭] যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতা। ওয়াকিদীর মতে, তিনি ১৬০ বছর জীবিত ছিলেন।[১৯৮] তবে সর্বাপেক্ষা সফল নেতা ও ফিল্ড কমাণ্ডার ছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সী বনূ নসর উপগোত্রের আওফ বিন মালিক। হাওয়াযিনের বিভিন্ন উপগোত্রের মধ্যে সামাজিক ও সামরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিরামহীন প্রচেষ্টা তাঁকে জাতীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল।[১৯৯] সাকীফ-এর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপগোত্র আহলাফ ও বনূ মালিক যথাক্রমে কারিব বিন আল-আসওয়াদ এবং যূ আল-খিম্মার সুবায় বিন আল-হারিস ও তাঁর ভাই আহ্‌মদের নেতৃত্বাধীন ছিল।[২০০]

সাধারণত মনে করা হয় যে, হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) ও হাওয়াযিনের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না।[২০১] এ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামরিক যোগাযোগের ব্যাপারে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে তা সত্য বলেই প্রমাণিত হয়। তবে সামরিক সংযোগের ক্ষেত্রে এটা সত্য হলেও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তা সত্য ছিল না। এখন গোত্রীয় ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

আমীর বিন সা'সা'আহ তুলনামূলকভাবে বেশ আগেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপগোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) এর পত্নী জয়নাব বিনতে কূজায়মাহ এবং মায়মুনা বিনতে আল-হারিসের কথা উল্লেখ করা যায়। এঁরা দুজনেই ঘটনাক্রমে হিলাল বিন আমর বিন সাসাআহ্ উপগোত্রের সদস্য ছিলেন এবং নিশ্চিতভাবে গোড়ার দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[২০২] অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের মাতা লুবাবাহ আল-সুগরা এবং খালিদ বিন ওয়ালীদের মাতা লুবাবাহ আল-কুবরাও ইসলামের বিজয় পূর্ব আমলের প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[২০৩]

এঁরা ছাড়াও কাবিসাহ বিন আল-মুখারিক,[২০৪] আল-নাজ্জাল বিন সায়রাহ[২০৫] ও হুমায়দ বিন সাওর আল-আরাকাত[২০৬] নামে হিলাল উপগোত্র থেকে কমপক্ষে আরো তিন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে বলে ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন। একইভাবে বনূ সুওয়াআহ আমীর বিন সাসাআহর আরো ২ ব্যক্তি মুসলমান হন। এঁরা হলেন আবূ জুহায়ফাহ[২০৭] ও

www.pathagar.com

জাবির বিন সামুরাহ।[২০৮] শেষোক্ত জন মহানবী (সাঃ)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী এবং তাঁর বহু হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম ছিলেন।[২০৯] বনূ নুমায়র নামক আরেকটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থেকেও ২ ব্যক্তি মুসলমান হন। এঁরা হলেন কায়স বিন আসিম[২১০] (তিনি মদীনায় এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আসেন) এবং কুররাহ বিন ফুমুস আল-নুমায়রী।[২১১] ইনি মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবী হলেও তেমন পরিচিত ছিলেন না। বনূ আল-বাক্কাল গোত্রের কমপক্ষে ৪ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁরা ছিলেন মুয়াবিয়াহ বিন সাওর ও তাঁর পুত্র বিশর (বিশর প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় গিয়েছিলেন),[২১২] আল-ফুজায় বিন 'আবদুল্লাহ্ (যিনি মহানবী (সা.) এর সাথে সাক্ষাতকালে তাঁর কাছ থেকে একটি কিতাব (চুক্তি) লাভ করেছিলেন)[২১৩] এবং মাজীদ বিন বাজালাহ।[২১৪] অন্য একটি উপগোত্র বনূ আল-জাহিয়া থেকেও একই সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[২১৫]

বিভিন্ন সূত্রে বনূ কিলাবের ৭ জনের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা এই গোত্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র উপগোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। এর মধ্যে ৩ জন ছিলেন বনূ কিলাব বিন রাবিয়াহ/ আমীর গোষ্ঠীর এবং এঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আমীর বিন সাসাআহ গোত্রের আল-জাহহাক বিন সুফিয়ান আল-কিলাবী।[২১৬] তিনি তাঁর গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচার করার ফলে তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে।[২১৭] পরে ৯ম হিজরীর গোড়ার দিকে/ ৬৩০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আরবের সর্বত্র যখন কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়, তখন তিনি তাঁর নিজের উপগোত্র বনূ কিলাবের কর আদায়কারী নিযুক্ত হন।[২১৮] আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি মহানবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বে কয়েকটি অভিযানে অংশ নেন। বনূ কিলাবের আরো কয়েকটি শাখা থেকে ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায়। এর মধ্যে আমর বিন বুজায়র ছিলেন বনূ রুয়াস বিন কিলাব[২১৯] এবং মুলাহ ও কুদামাহ বিন 'আবদুল্লাহ ছিলেন বনূ আল-জিরার বিন কিলাব এর অন্তর্ভুক্ত।[২২০]

কিলাব ও হিলালের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ন্যায় রাবিয়াহ্ গোত্রেরও বিভিন্ন শাখা-উপশাখা ছিল। প্রতি উপ-শাখাতেই কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কা'ব বিন রাবিয়াহ্ উপগোত্রের ২ জন ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁরা হলেন মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ্ ও 'আবদুল্লাহ্ বিন আল-শিখখীর। এঁরা ছিলেন পিতা ও পুত্র।[২২১] বনূ জাদাহ বিন কা'ব বিন রাবিয়াহ উপগোত্র থেকে মাত্র একব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে।[২২২] বনূ কুশায়র বিন কা'ব বিন রাবিয়াহ্র দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে কুররাহ বিন হুবায়রাহ সম্ভবত অধিকতর প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। এ জন্য তাঁকে তাঁর নিজের গোত্রের কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়েছিল।[২২৩] রাবিয়াহর সর্বশেষ উপশাখা বনূ উকায়ল বিন কা'ব-এর কমপক্ষে ৩ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[২২৪] উপরের মোটামুটিভাবে বিস্তারিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, গোত্র হিসাবে আমীর বিন সাসাআহ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামী রাষ্ট্রকে বিভিন্ন উপগোত্রের কর প্রদান থেকেও এ বক্তব্য সমর্থিত হয়।[২২৫] সুতরাং 'তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি পরে অনেকে দেরীতে এবং সামান্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে'- এ বক্তব্য ঠিক নয়।[২২৬]

www.pathagar.com

আমীর বিন সাসাআহ্ গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এর সত্যতা তার বিভিন্ন শাখা-উপশাখা থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। ইব্‌ন সা'দ এর মতে, এ গোত্র ও তার বিভিন্ন শাখা থেকে ৮টির মত প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে কিলাব[২২৭], রুআস বিন কিলাব[২২৮], উকাইল বিন কা'ব[২২৯], জাদাহ্ বিন কা'ব[২৩০], কুশায়র বিন কা'ব[২৩১] ও আল বাকা[২৩২] থেকে ৬টি প্রতিনিধি দল ৯ম হিজরী/৬৩০-৬৩১ খৃষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে মদীনা সফর করে। ইব্‌ন সা'দ যদিও আমীর বিন সাসাআহ্ ও তার হিলাল উপগোত্র থেকে দু'টি প্রতিনিধি দলের মদীনা উপস্থিতির কোন তারিখ উল্লেখ করেন নি, তবে তারা ১০ম হিজরী /৬৩১-৬৩২ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় উপস্থিত হন বলেই মনে হয়। কারণ, এ বছরেই পূর্বেকার প্রতিনিধি দলের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাবারীর অন্য বিবরণ থেকে সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সম্পূর্ণ গোত্রই মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করে।[২৩৩]

পরিশেষে, হাওয়াযিন গোত্রের একটি ক্ষুদ্র শাখা উরায়নাহ্‌র ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ গোত্রের আবদুল্লাহ্ বিন আওসাজাহ্ আল-উরানী পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তা ৯ম হিজরী/৬৩০ খৃষ্টাব্দের আগেই ঘটেছিল। কারণ এ বছরেই মহানবী (সাঃ) তাঁকে বনূ হারিসাহ বিন আমর বিন কুরায়ত[২৩৪] গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। এ গোত্রটি বাহ্যত ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দেয়নি। উরায়নাহ্ উপগোত্রের আরেক ব্যক্তি রিয়াহ্ আল-সুহায়মীর ইসলাম গ্রহণ ছাড়া আর কারো ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায় না।[২৩৫]

হুনায়নের যুদ্ধের বেশ পূর্বে হাওয়াযিনের অন্যান্য শাখার কিছু লোকের ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায়।[২৩৬] ওয়াকিদী ৮ম হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে শুজা বিন ওয়াহাবের আল-সী এর সারায়ার বর্ণনা করে হাওয়াযিন গোত্রের সকল মুসলমান নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দলের মদীনা সফরের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৩৭] হাওয়াযিনের প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন আওস বিন হাদাসান। আল-হুদায়বিয়া সন্ধির আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৩৮] একইভাবে হাওয়াযিন গোত্রের অন্য একটি শাখা সুমালাহ্‌র-এর আমর বিন সুমালীও ছিলেন অন্যতম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি।[২৩৯] যা হোক, এ কথা সত্য যে, হাওয়াযিন গোত্র দীর্ঘদিন যাবত ইসলামের শত্রু ছিল এবং হুনায়নের যুদ্ধের পরই তারা ইসলামে বায়'আত প্রাপ্ত হয়।

৮ম হিজরীর শাওয়াল/৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের কতিপয় শাখার অংশগ্রহণ থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, এর সব শাখাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সম্মত ছিল না। মাত্র ৪টি উপশাখা নাসর, জুসাম, সা'দ বিন বকর ও সাকীফ এবং বনূ হিলাল/আমীর বিন সা'সা'আহ্ গোত্রের কিছু লোক যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির ছিল।[২৪০] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল শক্তিশালী উপগোত্রদ্বয় কা'ব ও কিলাব-এর এ যুদ্ধে যোগ না দেয়া। হাওয়াযিন গোত্রের নেতারা[২৪১] তাদের অনুপস্থিতি

www.pathagar.com

প্রচণ্ডভাবে উপলব্ধি করেন এবং এ ঘটনা তাদের যোদ্ধাদের নৈতিক মনোবল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ যুদ্ধে হাওয়াযিনের পরাজয় তাদের জন্য ইসলাম গ্রহণের দরজা খুলে দেয়। পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সা'দ বিন বকর (মহানবী (সাঃ)-এর দুধ'মা হালিমার গোত্র) গোত্র এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সা'দ বিন বকর গোত্রের মুসলমানসহ হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে আলোচনা করার জন্য মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে।[২৪২] তাদের যকাতের আবেদনে প্রত্যাশিত ফল হয় এবং সকল বন্দী মুক্তি লাভ করে। মহানবী (সা.) এর এ ধরনের সদয় ব্যবহার দেখে স্বাভাবিকভাবেই বনূ সা'দ বিন বকরের অন্য সদস্যবর্গ ইসলামের বাইরে থাকতে পারেনি। এর অত্যল্পকাল পরই মহানবী (সাঃ) হাওয়াযিন গোত্রের সর্বোচ্চ নেতা ও ফিল্ড কমান্ডার মালিক বিন আওফকে অত্যন্ত উদার শর্ত দেন যার ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৪৩] মনে হয় নাসর, সুমালাহ, সালামাহ ও ফাহম উপ-গোত্রের প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কারণ, মালিক বিন আওফকে হাওয়াযিন গোত্রের এই মুসলিম প্রধান অংশগুলোর প্রধান নিয়োগ করা হয়।[২৪৪] এর কিছুকাল পরই হাওয়াযিনের পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের মদীনা সফর থেকে ৯ম হিজরীর শেষ দিকে/৬৩১ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে হাওয়াযিনের বিভিন্ন শাখার ইসলাম গ্রহণ সমর্থিত হয়। এ প্রসঙ্গে সা'দ বিন বকরের এক সদস্য বিশিষ্ট একটি বিখ্যাত প্রতিনিধি দলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইব্‌ন ইসহাক -এর বর্ণনানুযায়ী যিমাম বিন সালাবাহ মদীনায় মহানবী (সাঃ) সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর নিজ গোত্রের কাছে ফিরে এসে তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে ন্যায় ধর্ম ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং দেখা যায় যে, রাত অতিবাহিত হওয়ার আগেই তাঁর গোত্রে এমন একটি নারী, কিংবা পুরুষ ছিল না যে ইসলাম গ্রহণ করেনি।[২৪৫] ইব্‌ন সা'দ আমীর বিন সাসাআহ্‌র বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিদল ছাড়াও মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মদীনায় সুমালাহ ও আল-হাদ্দান গোত্রের যৌথ প্রতিনিধিদল প্রেরণের উল্লেখ করেছেন।[২৪৬] হাওয়াযিন গোত্রের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের এক মাস আগে এ ঘটনা ঘটে।

কেন্দ্রীয় সরকারকে সাদাকাহ প্রদানের ঘটনায়ও হাওয়াযিন গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সুনিশ্চিত প্রমাণ মেলে। পূর্বের উল্লেখ মত আমীর বিন সাসাআহ্‌র বিভিন্ন শাখা গোত্রের জন্যও কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়েছিল। একইভাবে হাওয়াযিন গোত্রের কর আদায়ের জন্য কতিপয় কর আদায়কারী পাঠানো হয়। বালাযূরীর বর্ণনানুযায়ী মালিক বিন 'আওফ আল-নাসরীকে আজুয হাওয়াযিনের অর্থাৎ হাওয়াযিন গোত্রের পশ্চাদভাগের কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। একই সাথে তিনি জুশাম, নাসর ও সা'দ বিন বকরেরও কর আদায়কারী নিযুক্ত হন। তবে অন্যান্য সূত্রে বলা হয়েছে যে, ইকরামা বিন আবি জাহলকে

www.pathagar.com

৯ম হিজরীর গোড়ার দিকে/৬৩০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সমগ্র হাওয়াযিন গোত্রের কেন্দ্রীয় কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়।[২৪৮]

হাওয়াযিন গোত্রের খ্যাতিমান পরিবারের সর্বশেষ সদস্য সাকীফ শাখা একেবারে প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করে। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে মহানবী (সাঃ) এর কাছে তাদের অসম্মতি জানানো সত্ত্বেও হিজরতের প্রায় ৩ বছর আগে ব্যক্তি পর্যায়ে তাদের ইসলাম গ্রহণ শুরু হয়। ইব্ন হাযমের বিবরণ থেকে জানা যায়, তাদের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) নিরাশ হননি। কিছুদিন পর তিনি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাকীফ গোত্রের মুত্তালিব বিন মালিককে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয়।[২৪৯] ধারণা করা হয় যে, তাঁর হত্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং অন্যদের আগেই আবূ মালীহ নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৫০] অন্য আরেকজন ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন মুত্তালিবের ভ্রাতুষ্পুত্র আল মুগীরাহ বিন শুবাহ। তিনি আল হুদায়বিয়ার ঘটনার কিছু পূর্বে মুসলমান হন এবং পরবর্তীকালে একজন বিশিষ্ট সাহাবীতে পরিণত হন।[২৫১] আবু মালীহ-র সাথে উরওয়াহ বিন মাসউদের ভ্রাতুষ্পুত্র করিব বিন আল-আসওয়াদও ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৫২] তবে সাকীফ গোত্রের প্রথম ইসলাম কবুলকারী ছিলেন সম্ভবত আমির বিন গায়লান।তাঁর পিতাও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উভয়েই মদীনায় হিজরত করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত গায়লান ও তাঁর পুত্র ছিলেন সাকীফ-এর কাছে ইসলাম প্রচারকারী, যথাক্রমে মুত্তালিবের পৌত্র ও প্রপৌত্র।[২৫৩] পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন উরওয়াহ বিন মাসউদ,[২৫৪] আমর বিন উমাইয়াহ[২৫৫] ও তাঁর চাচাত ভাই আল হাকাম বিন আমর।[২৫৬] এছাড়া আবূ উবায়দ বিন মাসউদ,[২৫৭] তার ভাই সা'দ[২৫৮] এবং সাকীফ গোত্রের সর্বশেষ প্রখ্যাত কবি আবূ মিহজিন।[২৫৯] পরে সম্ভবত ৯ হিজরীর রমযান/৬৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা গমন করে বলে তাবারী উল্লেখ করেন। ইব্ন সা'দের মতে, এ প্রতিনিধি দলে এগার জন লোক ছিল। এর পর সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।[২৬০]

সাকীফ গোত্রের জন্য কর আদায়কারী নিয়োগ থেকে তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আরো নিশ্চিত হওয়া যায়। বালাযূরী বলেন, মহানবী (সাঃ) আল-তাইফ ও আল-আহলাফ গোত্রের সাদাকাহ আদায়ের জন্য সালিফ বিন উসমান বিন মুআত্তিব সাকাফীকে নিয়োগ করেন।[২৬১] যাহোক এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সাকীফ গোত্র মহানবী (সাঃ) এর জীবিতকালে ইসলাম কবুল করে। উল্লেখ্য যে হাওয়াযিন ও সাকীফ উভয় গোত্রই তাদের ধর্মের প্রতি বরাবর অনুগত ছিল এবং তাদের কেউই রিদ্দাহর গোলযোগপূর্ণ সময়ে কোন রকম আপত্তিকর কাজে অংশ নেয়নি।[২৬২]

কায়স আয়লান গোত্রের প্রধান শাখা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে এর একটি ক্ষুদ্র শাখা বনূ গনী সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কুরায়শ গোত্রের বিভিন্ন শাখার ইসলাম গ্রহণ এবং তাদের হালীফ প্রসঙ্গে যদিও উল্লেখ করা হয়েছে তা সত্ত্বেও তাদের ইসলাম

www.pathagar.com

গ্রহণ সম্পর্কে পুনর্বার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মারসাদ বিন আবী মারসাদ কান্নায-এর পিতা ও পুত্র হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের হালীফ হন এবং প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৬৩] পরে এক প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে মিরদাস বিন-খুওয়ায়লিদ মহানবী (সাঃ)-এর সাথে দেখা করেন।[২৬৪] এখন এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে অন্যরাও তাঁদের ভাইদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

কায়স আয়লানের মুযার উপ-গোত্রের বাহিলাহ গোষ্ঠী বনূ গনীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এই উপ-গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন আসমা ও তার পিতা মুজাহহির,[২৬৫] আবূ উমামাহ বিন আল-সুদা বিন আজলান[২৬৬] ও আল-হিরমাস বিন যিয়াদ।[২৬৭] সম্ভবত এঁরা সবাই পরবর্তীকালের মুসলমান। ইব্‌ন সা'দ বলেছেন যে, মুতাররিফ বিন আল-কাহিন আল-বাহিলী ও নাহশাল বিন মালীক-এর নেতৃত্বে বাহিলা গোত্রের দু'টি শাখার প্রতিনিধি দল মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে এবং মক্কা বিজয়ের কিছুকাল পর ইসলাম গ্রহণ করে।[২৬৮] মহানবী (সা.) এর একটি পত্র থেকে বাহিলাহ গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণ ও নিজস্ব আমিল-এর মাধ্যমে তাদের খাজনা প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়।[২৬৯]

মক্কার পূর্বদিকে বসবাসকারী হুযায়ল গোত্র[২৭০] কুরাশদের প্রতিবেশী ছিল এবং প্রথম দিকেই তারা ইসলামের সংস্পর্শে আসে। 'আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদকে হুযায়ল গোত্রের প্রথম মুসলমান মনে করা হয়। তিনি ছিলেন একজন মহৎ ও জ্ঞানী সাহাবী। মহানবীর (সাঃ) আরকামের গৃহে অবস্থানের পূর্বে তিনি ৬১৩-৬১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৭১] ধারণা করা হয়, তাঁর সম্পূর্ণ পরিবারই ইসলাম গ্রহণ করে। আর কেউ না হলেও তাঁর দু'ভাই উতবাহ ও উমায়স, তাঁর মা উম্মে 'আবদ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আমর বিন উমায়সের ইসলাম গ্রহণের কথা ইব্‌ন হাযম বলেছেন।[২৭২] এঁরা প্রথম আমলের মুহাজিরদের অন্যতম ছিলেন। সম্ভবত উতবার পুত্র আবদুল্লাহ্ ও আওন নামে তাঁর আরো দু'জন ভ্রাতুষ্পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৭৩] এরা সকলেই হুযায়লের বনূ মুআবিয়াহ গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। অন্যদিকে হুযায়লের আরেকটি উপগোত্র বনূ তাবিখাহর উসামা বিন উমায়রও ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৭৪] ওয়াকিদীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, আবূ আল-মালীহ্ আল-হুযালীর পিতা আল-হুদায়বিয়া অভিযানে অংশ নেন। এ থেকে মনে হয়, পিতা না হলেও পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[২৭৫] তবে সত্য কথা যে, হুযায়লের একটি অংশ ৮ম হিজরীর শেষ ভাগ/৬৩০ খৃষ্টাব্দের শুরু পর্যন্ত মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত ছিল।[২৭৬] যাহোক, মক্কা বিজয়ের পর হুযায়ল গোত্র ইসলামে বায়'আত প্রাপ্ত হয় এবং তাদেরকে তাইফ অভিযানে ইসলামী সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাওয়া যায়।[২৭৭]

কাহলান বিন সাবার পরিবারের[২৭৮] এক গোত্র তায়ী বনূ আসাদ[২৭৯] খুযায়মাহর প্রতিবেশী ছিল। তারা আজা ও সাহনা[২৮০] নামক দু'টি পর্বতের চারপাশে বাস করত। মদীনা থেকে এ স্থানের যথেষ্ট দূরত্ব ছিল। ওয়াকিদীর এক মন্তব্য থেকে জানা যায়, তায়ীর

www.pathagar.com

উপগোত্রগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি বাস করত।[২৮১] আরো জানা যায়, তায়ী গোত্র মক্কা ও মদীনার অধিবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। একটি সূত্র মতে, ঘটনাক্রমে বদরের যুদ্ধে তায়ীর ২ ব্যক্তি, বনূ মাখযূম গোত্রের হালীফগণ মক্কার পক্ষে অংশ গ্রহণ করে।[২৮২] অন্যদিকে তায়ীর একজন মুসলমান সুয়ায়দ বিন মাখশী ও বনূ আবদ শামস বিন 'আবদ মানাফের হালীফ এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যোগদান করেন।[২৮৩]

তায়ী গোত্রের লোকদের মক্কার কুরায়শ ও মদীনার আনসারদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। তুলায়ব বিন-উমায়র বিন আবদ বিন কুসাঈ/কুরায়শ[২৮৪] এর স্ত্রী ছিলেন তায়ী গোত্রের এবং বাহ্যত তিনি ওয়ালীদ বিন জুহায়র- এর কন্যা ছিলেন। এই ওয়ালীদ ৪র্থ হিজরীর মুহাররম /৬২৫ খৃষ্টাব্দের [২৮৫] জুন মাসে বনূ আসাদের বিরুদ্ধে আবু সালামাহ্‌র কাতান অভিযানে পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেন। অনুরূপভাবে কা'ব বিন আল-আশরাফের পিতা যিনি ইহুদী গোষ্ঠী বনূ আন-নাজির-এর একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন, তিনিও ছিলেন তায়ী গোত্রভুক্ত।[২৮৬] অন্যদিকে 'আবদুল্লাহ্‌ বিন আর-রাবীর স্ত্রী তায়ী গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং তিনি প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন বলে মনে করা হয়।[২৮৭]

এসব বিবরণ ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া বিবরণে দেখা যায়, তায়ী গোত্রের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার সদস্যবৃন্দ ব্যক্তি পর্যায়ে গোড়ার দিকেই ইসলামের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে। প্রথমদিকে এ গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন রাফি বিন আবী রাফি। তিনি ৮ম হিজরীর জমাদিউসসানী/৬২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে আমর বিন আল-আসে'র যাতু'স-সালাসিল অভিযানে অংশ নেন।[২৮৮] পরের বছর 'আলী-এর নেতৃত্বে তায়ী গোত্রের বিরুদ্ধে একক অভিযান প্রেরণ করা হয়। এর ফলে সমগ্র গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে।[২৮৯] তাদের জাতীয় নেতা আদী বিন হাতিম তা'ঈ-র [২৯০] ইসলাম গ্রহণের সামান্যকাল পরই অবশিষ্ট সকলেই ইসলামে বায়'আত হয়।[২৯১] এ ঘটনা তায়ী গোত্রের নওমুসলিমদের নতুন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকে নিশ্চিত করে। ইব্‌ন হাযম তায়ী গোত্রের প্রত্যেক শাখার বিশিষ্ট কয়েকজন মুসলমানের নাম উল্লেখ করেছেন।[২৯২] ১০ম হিজরী/৬৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় যায়দ বিন মুহালহিলের নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি প্রতিনিধি দলের মদীনা উপস্থিতি তাদেরকে ইসলামের আরো কাছে নিয়ে আসে।[২৯৩] সর্বোপরি মাজমূআতু'ল ওয়াসাইক-এ রক্ষিত ও সংগৃহীত মহানবী (সাঃ)-এর চিঠি থেকে দেখা যায়, তায়ীর অন্যান্য বিভিন্ন উপগোত্র ছাড়া বনূ মুয়াবিয়াহ; বনূ জুওয়ায়ন, বনূ মান, বনূ আজা প্রভৃতি গোত্র ১০ হিজরীর শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করে।[২৯৪]

বিভিন্ন শাখার কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য কর আদায়কারী নিয়োগ তায়ী গোত্রের ইসলাম গ্রহণের আরেকটি নিশ্চিত প্রমাণ। জানা যায় যে, আদী বিন হাতিমকে সমগ্র গোত্রের সাদাকাহ আদায়ের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।[২৯৫] এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ যে, তায়ী গোত্র প্রথম দিকে সামান্য কিছুকালের জন্য গোলযোগ সৃষ্টি করলেও আদী বিন হাতিমের নিরলস চেষ্টায়

www.pathagar.com

তারা রিদ্দাহতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে।[২৯৬] সুতরাং বলা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের আগেই তায়ী গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে তারা রিদ্দাহতে অংশ নেয়া থেকেও বিরত থাকে।[২৯৭]

এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে মক্কা ও মদীনার পূর্বদিকের গোত্রগুলোর মধ্যে ইসলামের প্রবেশ ছিল খুবই গভীর। সুতরাং এসব গোত্র আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরে দ্বীনের সেবায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করে বলে যারা উল্লেখ করেছেন, তাদের বক্তব্যে কোন অতিরঞ্জন নেই বলে ধরে নেয়া যায়। রিদ্দাহ্কালে ইসলামের প্রতি তাদের অটুট আস্থা ও আনুগত্য তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছিল। এখানে বিশেষ তাৎপর্যের সাথে উল্লেখ করা যায় যে, পরে ইসলাম গ্রহণকারী কিছু পূর্বাঞ্চলীয় গোত্র তাদের আগে ইসলাম গ্রহণকারীদের চাইতেও ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে অধিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। যা হোক, পশ্চিমাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর সাথে পূর্বাঞ্চলীয় গোত্র সমূহ সম্মিলিতভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের ও নতুন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী উম্মাহ্‌র মূল শক্তি হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মদীনার উত্তরের গোত্রসমূহ

মদীনার উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর প্রতি মহানবী (সা.) এর নীতি ছিল পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলীয় গোত্রসমূহের অনুরূপ। তাঁর লক্ষ্য ছিল এদের মধ্যে ইসলাম প্রচার এবং অধিক সংখ্যক লোককে ইসলামে বায়'আত করা। যদি তা সম্ভব না হত, তাহলে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য দাবি করতেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক গঠন, জোট স্থাপন এবং চুক্তি সম্পাদন থেকে তাঁর এ নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর ক্ষেত্রে এর বেশী প্রমাণ মেলে। এ ব্যাপারটি অবশ্য আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখন উত্তরাঞ্চলে ইসলামের প্রসারের ব্যাপারটি আলোচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পূর্বের মত এখানেও মদীনার উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে।

কুযাআহ কোন একক গোত্র ছিল না, বরং এটি ছিল কয়েকটি গোত্রের সমন্বয়ে একটি বড় গোত্র। ইব্‌ন হাযম বলেন, জুহায়নাহ (গোত্রটি মদীনার পশ্চিমে হিজরত করেছিল) এবং মাজারাহ (গোত্রটি মদীনার দক্ষিণে বসতি স্থাপন করেছিল) ব্যতীত বাহরা, বালী, সাদ হুযায়ম এবং এর উপগোত্র উযরাহ, যিন্নাহ এবং আল–হারিস, আল কায়ন, খুশায়ন ও কালব প্রভৃতি গোত্র, উপগোত্র এবং আরো কিছু ক্ষুদ্র ও স্বল্প পরিচিত গোত্র কুযাআহ–এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৯৮] পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে প্রধান বা মূল গোত্রটি এত বেশি সম্প্রসারিত

www.pathagar.com

হয়ে পড়েছিল যে এর পক্ষে আর একক গোত্র হিসাবে থাকা সম্ভব ছিল না। ফলে গোত্রটি নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সময়ের ব্যবধানে একটি পূর্ণাঙ্গ গোত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এদের কোন কোনটি অন্যত্র বসতি স্থাপন করলেও মূল গোত্রটি জন্মভূমিতেই রয়ে যায়। এ ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হবে। তবে কুযাআহর প্রধান গোত্রগুলো সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনার আগে নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে যে আরবের অন্যান্য সুদূরস্থিত এলাকায়অনেক আগেই মহানবী (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচারের খবর পৌঁছেছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল পশ্চিমে সিরিয়া গমনকারী বণিক ও তাদের কাফেলার এ পথে অব্যাহত যাতায়াত।[২৯৯]

প্রাক-ইসলামী আমল থেকেই কুযাআহর এক গুরুত্বপূর্ণ গোত্র বালীর সাথে মক্কা ও মদীনার অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মনে হয়,মক্কার কুরায়শরা এ গোত্রের সাথে ব্যাপকভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। পক্ষান্তরে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র তাদের সাথে প্রধানত হিলফ -এর মাধ্যমে সহযোগিতা গড়ে তুলেছিল। মহানবী (সাঃ)-এর অনেক সাহাবীরই মাতা বা স্ত্রী বালী গোত্রের ছিলেন।[৩০০] অন্যদিকে আওস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে বালীর অত্যন্ত জোরালো হিলফের সম্পর্ক ছিল। এ গোত্র সহ মদীনার দু'টি আরব গোত্রের ১৮ জনের মত হালীফ ছিল। মহানবী (সাঃ)-এর বদর যুদ্ধের সাথীদের তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের নামের একটি বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, মদীনার এ দু'টি গোত্রের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার সাথে তাদের ছিল ঐতিহ্যবাহী বন্ধন।[৩০১]

আনসারী সহযোগীদের সহ তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে হয় এবং তাদের অনেকেই জন্মভূমি ত্যাগ করে নি বলেই জানা যায়। ৪র্থ হিজরীর যিলকদ/৬২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে গাজওয়া বদর আল-সুগরা নামে পরিচিত বদর আল-মাবিদ অভিযানের সময় নুয়ায়ম বিন মাসউদ আল-আশজাঈ আবূ সুফিয়ান বিন হারবকে বালী, জুহায়নাহ প্রভৃতি গোত্র থেকে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে হালীফদের উপস্থিত হওয়ার কথা বলেছেন (ঘটনাক্রমে তারা আওস গোত্রের আসল হালীফ ছিল)।[৩০২] উভয় ক্ষেত্রেই এটা সত্য যে বালী গোত্রের বহু লোক বেশ আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। উল্লেখিত ইসলাম গ্রহণকারীগণ ছাড়াও ইব্ন হাযম কাব বিন উজরাহ[৩০৩] আবদুল্লাহ্ বিন আসলাম[৩০৪] সাহল বিন রাফি[৩০৫] তার জ্ঞাতি ভাই তালহা বিন আল-বারা,[৩০৬] আবদুল্লাহ্ বিন যিয়াদ[৩০৭] আবদাহ বিন মুয়াত্তিব[৩০৮] ও তার পুত্র শারীক[৩০৯] এবং আবদুর রহমান বিন উদায়স[৩১০]-এর মত বালীর আরো কিছু মুসলমানের নামোল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ৬ষ্ঠ হিজরী/৬২৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকের কাছাকাছি সময়ে বালী গোত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

যদিও বালী গোত্রকে পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্র বিরোধী অন্যান্য গোত্রের সাথে শামিল হতে দেখা যায়, তা সত্ত্বেও এটা নিশ্চিত যে এই গোত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ ইসলামের বিরোধিতা করেছিল। মূতাহ অভিযানের সময় দেখা যায়, মালিক নামে বালী গোত্রভুক্ত এক ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী বাহিনীর নেতা ছিল, কিন্তু তাতে এ গোত্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৩১১] মূতাহর মর্মান্তিক ঘটনার একমাস পর জাতু'স সালাসিল অভিযানকালে মুসলমানগণ বালীর লোকদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য পাওয়ার আশা করেছিল। বিষয়টি বালীর লোকদের ইসলামের পক্ষে বা বিপক্ষে বিভক্তি এবং অন্তত পক্ষে তাদের একদল লোকের মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বনের কথা জানা যায়।[৩১২] তবে শাস্তি প্রদান বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তখন পর্যন্ত বালী গোত্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযান প্রেরণ করা হয়নি। তাবূক অভিযান কালে সম্ভবত একজন মুসলিম রমণী মহানবী (সাঃ) কে পানি পান করতে দিয়েছিলেন।[৩১৩] যা হোক, উল্লেখ করা যেতে পারে যে বালীর একটি অংশ মুসলিম বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল এবং সে কারণে তাবূক অভিযান পরিচালিত হয়।[৩১৪]

ইব্ন সা'দ মক্কা বিজয়ের আগে বালী গোত্র থেকে কমপক্ষে ৪ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।[৩১৫] এরপর ৯ম হিজরীর রবিউল আওয়াল/৬৩০ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাইতে অর্থাৎ তাবূক অভিযানের প্রায় ৩ মাস আগে আবূ আল-যিবাবের নেতৃত্বে বিশিষ্ট গোত্রবাসীদের সমন্বয়ে বালীর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় উপস্থিত হয়।[৩১৬] এ সকল ঘটনা তাবূক অভিযানের আগে বালী গোত্রের একটি অংশের ইসলাম গ্রহণের কথাই প্রমাণ করে। তাদের ইসলাম গ্রহণের আরেকটি নিশ্চিত প্রমাণ হল সাদাকাহ প্রদান। ৯ম হিজরীর গোড়ার দিকে/৬৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি তাদের কাছে কর আদায়কারী প্রেরণ করা হয়। বালাযূরী বলেন, বালীর আল আজম বিন সুফিয়ান তার নিজ গোত্রসহ উযরাহ ও সালামানের কাছ থেকে কর আদায় করেন। আরেকটি তথ্য মতে কালব গোত্রের কাছ থেকেও কর আদায় করা হয়।[৩১৭] মহানবীর (সাঃ) সাথে বনূ জুয়ায়ল/বালী-এর একটি চুক্তি সম্পদনের ফলে তারা শুধু কয়েকটি কর থেকেই রেহাই পায়নি, উপরোক্ত নসর, সাদ বিন বকর, সুমালাহ ও হুযায়ল গোত্রের কাছ থেকে আদায়কৃত সিয়াআহ্র (রাজস্ব) একটি অংশও তাদেরকে প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারে দলীল পত্রে বালী গোত্রের ৪ জন সাক্ষীর নাম পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এ ঘটনা এ গোত্রটিকে আবদ মনাফ/কুরায়শ-এর প্রায় সম মর্যাদায় উন্নীত করে।[৩১৮]

সম্ভবত মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি তাদের অবিচল সমর্থন এবং মক্কার মুসলমানদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই তা ঘটেছিল।[৩১৯] তবে চুক্তির প্রকৃতি যাই হোক না কেন এটা নিশ্চিত যে বালীর বিভিন্ন গোত্রের উপর ইসলাম একটি স্থায়ী ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

বালীর ন্যায় বাহরা গোত্রও মক্কার কুরায়শ[৩২০] ও মদীনার আনসারদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। আল মিকদাদ বিন আমর কুরায়শ গোত্রের বনূ যুহরাহ [৩২১] এর হালীফ ছিল। অন্যদিকে উৎবাহ বিন রাবীয়াহর সাথে আল-নাজ্জারের বনূ লাউযান

www.pathagar.com

উপগোত্রের অনুরূপ সম্পর্ক ছিল।[৩২২] মূলত উভয় গোত্রই তাদের পুরনো সম্পর্কের কারণেই ইসলামের সাথে পরিচিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হওয়া সত্ত্বেও জোর ধারণা করা হয় যে, ইসলাম প্রচারের একেবারে গোড়ার দিকেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে।[৩২৩] অনুমিত হয় যে, প্রথম থেকেই বাহরা গোত্রের লোকদের উপর ইসলামের প্রভাব পড়েছিল এবং ৬ষ্ঠ হিজরী/৬২৭–২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে।[৩২৪] এ বছরেই যায়দ বিন হারিসার হিসমা অভিযানের বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে তারা অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[৩২৫] হিজরী ৯ম সাল/৬৩০–৩১ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় ১৩ সদস্যের এক প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি থেকে এর স্বপক্ষে আরো প্রমাণ মেলে।[৩২৬] এরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে বলে বর্ণিত হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না, তা সত্ত্বেও ধারণা করা যায় যে, তাবূক অভিযানে মুসলিম বিরোধী সেনাদলে অংশগ্রহণের সময় থেকেই বাহরা গোত্র সম্ভবত ইসলাম গ্রহণ করে। কারণ তাদের বিরুদ্ধে কখনও কোন অভিযান প্রেরিত হয়নি।

বিশাল কুযাআহ্ গোত্রের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সাদ হুযায়ম নিজেই একটি গোত্র বা কয়েকটি উপগোত্রের সমন্বয়ে একটি বড় গোত্রে পরিণত হয়েছিল যেমন উযরাহ্। তাদের ছিল ৩টি হালীফ যথা যিন্নাহ্,আল হারিস ও বনূ সালামান।[৩২৭], আল হারিস ও যিন্নাহ্[৩২৮] ক্ষুদ্র উপগোত্র হলেও অবশিষ্ট দু'টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব মদীনার ইসলামী রাষ্টের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ইব্ন হাযমের মতে, উযরাহ্ [৩২৯] কয়েকটি গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত ছিল। সকল ক্ষেত্রে তারা এক হয়ে কাজ করত। বনূ আল হারিস/সাদ হুযায়ম ছিল এর হালীফ এবং সাধারণভাবে তারা উযরাহ্ গোত্র[৩৩০] থেকে আলাদাভাবে পরিচিত হত না। যা হোক, বালী ও বাহ্রার মত উযরাহ্র কুরায়শ ও আনসারদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল।[৩৩১] মক্কা ও মদীনাবাসীদের অনেকেরই উযরাহ্র সাথে দীর্ঘদিন থেকে বৈবাহিক ও হিলফ–এর সম্পর্ক ছিল।[৩৩২]

এ যোগাযোগের প্রেক্ষিতে ধারণা করা হয় যে গোড়ার দিকেই কোন না কোন ভাবে উযরাহ্ গোত্র ইসলামের সংস্পর্শে এসেছিল। ইবনে সা'দ উযরাহ্ গোত্রের ৩ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা ছিলেন খালিদ বিন উরফাতাহ্[৩৩৩] জামরাহ্ বিন আল নুমান [৩৩৪] ও আবূ খিযামাহ্।[৩৩৫] এরা সবাই মক্কা বিজয়ের আগেই ইসলাম কবুল করেন। ইব্ন সা'দের এ তালিকার সাথে ইব্ন হাযম উযরাহ্ গোত্রের আরো কিছু লোকের নাম উল্লেখ করেছেন যারা সাহাবী ছিলেন। তাঁরা হলেন, সালাবাহ্ বিন আল হাওজ, [৩৩৬] যামীল বিন আমর,[৩৩৭] সালাবাহ্ বিন সুয়ায়র[৩৩৮] ও তার পুত্র আবদুল্লাহ্।[৩৩৯] কিন্তু উযরাহ্ গোত্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট মুসলমান ছিলেন কুযা'ঈ বিন আমর। তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছ থেকে সাদাকাহ্ আদায় করতেন[৩৪০] এবং তায়ী ও বনূ আসাদের প্রশাসক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতেন।[৩৪১] বনূ উযরাহ্র আরেকজন খ্যাতনামা মুসলমান ছিলেন কুতবাহ্ বিন কাতাদাহ্। তিনি ৮ম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল/ ৬২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মূতাহ্র যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণভাগের নেতৃত্ব দেন।[৩৪২]

www.pathagar.com

মহানবী (সাঃ) ও মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে উযরাহর গোত্রের সম্পর্কের একটি কৌতুহলোদ্দীপক দিক হল মুসলিম বাহিনীতে এ গোত্রের কিছু পথ প্রদর্শক (দালীল) নিয়োগ। ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল-রবিউ-সানি/৬২৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে মহানবীর (সাঃ) দূমাতু'ল জান্দাল অভিযানে জনৈক মাযকূর একজন দক্ষ পথ প্রদর্শক ছিল। সে একজন স্কাউট (তালিয়াহ) হিসাবেও কাজ করে এবং শত্রু বাহিনীর খবরাদি এনে দেয়।[৩৪৩] ওয়াকিদী উযরাহ গোত্রের আরো ২১ জন পথ প্রদর্শকের (গাইড) কথা উল্লেখ করেছেন যারা হিসমা ও তাবূক অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিল।[৩৪৪] পরবর্তী অভিযানে এই গোত্রের একজন সদস্য মহানবীর (সাঃ) হাতে বায়আত হয় বলে জানা যায়।[৩৪৫] এসব বিবরণ ও ঘটনা থেকে মনে হয়, সম্ভবত হিজরতের কিছুকাল পরই এ গোত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

মহানবীর (সাঃ) সাথে উযরাহ ও সা'দ হুযায়মের চুক্তি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তারাও ইসলামী উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যামীল বিন আমর-এর কাছে মহানবী (সাঃ) এর প্রেরিত পত্রে দেখা যায়, পত্র বাহককে ঐ গোত্রের লোকদের কাছে একজন মুবাল্লিগ হিসাবে পাঠানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, বনূ উযরাহর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[৩৪৬] জুযাম ও সা'দ হুযায়মের কাছে লেখা আরেকটি পত্রে স্পষ্টভাবে তাদের ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কারণ, এ পত্রে 'সাদাকাহ' সম্পর্কে তাদেরকে ফারায়েজ শিক্ষাদান করা হয়েছে এবং মহানবী (সা) এর দু'জন বার্তাবাহক উবায়ী ও আনবাসাহ অথবা তাদের প্রতিনিধিদের কাছে সাদাকাহ ও খুমুস (গনিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ) প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩৪৭]

বনূ উযরাহ ও সা'দ বিন হুযায়ম/কুযাআহ গোত্রের অন্যান্য শাখা মহানবী (সাঃ) কে সাদাকাহ প্রদান করেছিল, বিভিন্ন তথ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বালাযূরী বলেছেন যে বালী গোত্রের আজাম বিন সুফিয়ান আল বালাবী নামক ব্যক্তি উযরাহ, সালামান, বালী ও কালব-এর যৌথকর আদায়কারী ছিলেন।[৩৪৮] ইব্‌ন সা'দের বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি জানান, উযরাহ গোত্রের এক প্রধান জামরাহ বা হামযাহ ছিলেন হিজাযের লোকদের মধ্যে প্রথম যিনি তার গোত্রের লোকদের সাদাকাহ মহানবীর (সাঃ) কাছে পৌঁছে দেন। তাকে ওয়াদী আল কুরা অঞ্চলের এক বড় 'ইকতা প্রদান করা হয় এবং সেখানেই তিনি তাঁর বাকি জীবন কাটিয়ে দেন।[৩৪৯] এ ছাড়াও ওয়াকিদীর একটি বর্ননায় দেখা যায়, মহানবী (সাঃ) তাবূক অভিযান থেকে ফিরে আসার পরপরই সা'দ হুযায়ম ইসলাম গ্রহণ করে।[৩৫০] কুযাআহর অন্যান্য গোত্র ছাড়াই সা'দ হুযায়ম, উযরাহ ও সালামানের একটি প্রতিনিধিদলের মদীনায় উপস্থিতি থেকে এর সত্যতা আরো সমর্থিত হয়। ৯ম হিজরীর সফর/৬৩০ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে সা'দ হুযায়ম গোত্রের গঠিত প্রতিনিধিদলে বেশ কিছু লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, অন্যদিকে উযরাহর প্রতিনিধি দলে ছিল ১২ জন সদস্য।[৩৫১] তাঁরা মদীনা সফর করেন। এই তিন প্রতিনিধিদলের মধ্যে সর্বশেষ সালামানের দল আসে ১০ম হিজরীর শাওয়াল/৬৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এ দলে ছিল ৭ ব্যক্তি এবং এদের নেতা ছিলেন

www.pathagar.com

হাবীব আল সালামানী।[৩৫২] এ থেকে নিশ্চিত ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ১০ম হিজরী/৬৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সা'দ হুযায়ম গোত্রের বৃহত্তর অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

কুযাআহর অন্যান্য গোত্র-উপগোত্রগুলোর কথা তেমন কিছু জানা না গেলেও যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলামের পতাকাতলে এসে জড় হয়েছিল। ওয়াকিদী জানান যে জাতু'স-সালাসিলের অভিযানে কুযাআহর অন্যান্য গোত্র ছাড়া বালকায়ন উপ-গোত্রের কাছ থেকে সাহায্য আশা করা হয়েছিল এবং তা পাওয়াও গিয়েছিল।[৩৫৩] তবে এ উপগোত্র থেকে কারো ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায় না যদিও পরে এদের বেশ কিছু লোককে মুসলিম বাহিনীতে অংশ নিতে দেখা যায়।[৩৫৪] ইবন হাযম বনূ জারম থেকে কমপক্ষে ৩ জন মুসলমানের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে হাওযাহ বিন আমর[৩৫৫] ও আসমা বিন রাব্বান[৩৫৬] ছিলেন তরুণ বয়সী, অন্যদিকে আমর বিন সালামাহ ছিল ৭ বছরের বালক। আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি তার গোত্রের লোকদের নামাযের জামাতে ইমামতি করেছিলেন।[৩৫৭] বনূ আল বারক বিন ওয়াবারাহ গোত্র থেকে ইসলাম গ্রহণকারী মাত্র একজন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ বিন উনায়স যিনি আনসারদের একজন হালীফ ছিলেন। কারণ, তিনি মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি তাঁর নয়া গোষ্ঠীর সাথে আকাবার শপথে অংশ নিয়েছিলেন।[৩৫৮] একইভাবে কুযাআহর অন্য একটি ক্ষুদ্র শাখা বনূ খুশায়ন[৩৫৯] থেকে আবূ সালাবাহ আল খুশায়নী [৩৬০] ও তাঁর ভাই আমর বিন জুরহুমের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইব্ন সা'দ আরো উল্লেখ করেছেন, খায়বার অভিযানের আগে বা পরপরই সালাবাহ আল খুশায়নীর নেতৃত্ব এ উপগোত্রের ৭ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মদীনা সফর করে।[৩৬১] অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের কিছুকাল পর বনূ জারম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী মাত্র দু'ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দলেরও মদীনা সফরের কথা জানা যায়।[৩৬২] সুতরাং উসদের বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) এর জীবনের শেষ বছরটিতে কুযাআহ গোত্রের বৃহত্তর অংশের ইসলাম গ্রহণের কথা সত্য বলেই মনে হয়। এ সাফল্যের কৃতিত্ব মহানবী (সাঃ) এর প্রেরিত মুবাল্লিগ জুরুসুম বিন নাশিব কুজা এর।[৩৬৫] তিনি ছাড়া প্রেরিত অন্যান্য মুবাল্লিগের বিষয় অনুল্লেখিত রয়ে গেছে।

বিশাল কুযাআহ পরিবারের বড় গোত্র কালব প্রথম দিকেই ইসলামের সংস্পর্শে আসে। এ গোত্রের সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী যায়দ বিন হারিসাহ মহানবী (সাঃ) কর্তৃক ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তিলাভকারী ব্যক্তি ছিলেন।[৩৬৪] এখানে বলা যায় যে যেহেতু তিনি মক্কায় বাস করতেন সে কারণে তিনি তাঁর গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন না বা তাঁদের সাথে তার কোন যোগাযোগও ছিল না।তবে তাঁর পিতার এক অসফল মক্কা সফরে এ গোত্রের সাথে ইসলামের পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।[৩৬৫] যাহোক স্থানীয় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন দিহয়াহ বিন খলীফা আল কালবী।ইব্ন সাদ বলেন, তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রথম দিকেই ঘটেছিল এবং সম্ভবত তা বদর যুদ্ধের আগেই। ইসলাম প্রচারের একেবারে প্রথম দিকে যাঁরা মহানবী (সাঃ) এর সঙ্গী ছিলেন (আসলামু কাজিমান) তাঁদের

www.pathagar.com

তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। ঐতিহ্যসিকরাও বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তবে বদর যুদ্ধে[৩৬৬] অংশ গ্রহণ করেননি তার ইসলাম গ্রহণের স্বপক্ষে এসব প্রমাণই যথেষ্ট। ওয়াকিদীর মন্তব্যেও এর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৬৭] কালব গোত্রের অন্য এক ইসলাম গ্রহণকারী হলেন নুমায়লাহ আল কালবী। খায়বার যুদ্ধে মালে গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ গমের যারা বড় ধরনের অংশ পেয়েছিলেন, তাঁদের তালিকায় তাঁর নাম দেখা যায়।[৩৬৮] পরবর্তীকালে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 'উসমান বিন আফফানের স্ত্রী নায়লাহ বিনতে আল-ফারফিসাহ, তাঁর ভাই জাব বিন আল-ফারফিসাহ[৩৬৯] এবং কাতান বিন যা'ইর।[৩৭০] বলা দরকার, একক ভাবে কালব গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না। তা সত্বেও একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মহানবী (সাঃ) এর জীবনকালেই কালব এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

কালব গোত্রের মুসলমানদের হেফাযতাধীন থাকার চুক্তিকে তাদের ইসলামী উম্মাহ্‌র পূর্ণ সদস্যে পরিণত হওয়ার প্রমাণ বলে উল্লেখ করা যায়। এ চুক্তির আওতায় তারা সকল আবশ্যকীয় কর পরিশোধ করত। ৯ম হিজরীর প্রথম দিকে ৬৩০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কালব, বালী, উযরাহ ও সালামান গোত্রের জন্য একজন যুগ্ন-কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়।[৩৭১] ষষ্ঠ হিজরীর শাবান/৬২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে আবদুর রহমানের দূমাহ[৩৭২] অভিযানকালে কালব গোত্রের একটি শাখার প্রধান আল-আসবাগ বিন আমর আল-কালবী ইসলাম গ্রহণ করেন । এর ফলে তার গোত্রের অধিকাংশ লোক ইসলামে বায়'আত হয়। আবদুর রহমান উক্ত গোত্র প্রধানের কন্যা তুমাযির এর ইসলাম ধর্মে বায়আত হওয়ার পর তাঁকে বিয়ে করেন। এরপরও গোত্রের একটি অংশ তাদের নিজ খৃষ্ট ধর্মের প্রতি অনুগত থাকে এবং এজন্য তারা জিযয়া প্রদান করত।[৩৭৩] পরবর্তীকালে মক্কা বিজয়ের কিছুকাল পর কালব-এর চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা সফর করে ইসলাম ধর্মে বায়আত হয়।[৩৭৪] আগেই বলা হয়েছে যে, তাদের কর আদায়ের জন্য একজন কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়েছিল।এ প্রসঙ্গে বালাযূরী একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, মদীনায় উপস্থিত কালব এর লোকদের মধ্যে থেকে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি না পাওয়ায় মহানবী (সাঃ) আবদুর রহমান বিন আল আওফ আয-যুহরীকে তাদের কর আদায়কারী নিয়োগ করেন।[৩৭৫] তবে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে তাদের সাথে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেই এই নিয়োগ দান করা হয়।

পরিশেষে কালব গোত্রের বিভিন্ন উপ-গোত্রের কাছে লেখা মহানবী (সাঃ) এর কতকগুলো চিঠির বিষয় উল্লেখ করা যায়। দূমাতু'ল জান্দালের ভেতরে ও এর আশেপাশে বসবাসকারী শাখাগুলো, বনূ জিনাব ও তাদের হালীফ এবং অনুরাসীগণ, কালব-এর আমীর, তাদের হালীফ, অনুসারী ও সমর্থকদের কাছে এই চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল। এই সকল পত্রেই তাদেরকে মুসলমানদের মতই সম্বোধন করা হয়েছে এবং সময়মত নামায আদায় ও যাকাত দেয়ার কথা বলা হয়েছে।[৩৭৬] ফলে, আর কোন সন্দেহ থাকে না যে

www.pathagar.com

কালবের বিপুল সংখ্যক লোক তাদের পুরোন ধর্ম ত্যাগ করে মহানবীর (সাঃ) জীবনকালেই বিশ্বস্ত মুসলমানে পরিণত হয়েছিল।অন্যান্য অনেক বেদুঈন গোত্রই বিশাল আরবের দুরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।তাদের কোন কোন ক্ষুদ্র গোত্র বা ব্যক্তিবিশেষ স্বীয় ধর্মকে আকড়ে ধরে রেখেছিল। কাবল গোত্রের ক্ষেত্রেও এটা হতে পারে তবে এটাও নিশ্চিত আস্থার সাথে বলা যায় যে কালব গোত্র সম্পর্কে ওয়াট যা ব্যগ্রভাবে বলার চেষ্টা করেছেন ঘটনা ছিল ঠিক তার বিপরীত।[৩৭৭]

জুযাম গোত্র সম্ভবত জি আল-মারওয়াহ ও হিসমার চারপাশের এলাকায় বাস করত বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ।[৩৭৮] ইব্ন সা'দ বলেছেন, হিসমা ছিল ওয়াদী আল-কুরা থেকে দূরে। তার অর্থ এই দাড়ায় যে জুযাম গোত্র কুযাআহ্ এবং তার কয়েকটি শাখা বিশেষ করে সা'দ হুযায়ম ও উযরাহর নিকট প্রতিবেশী ছিল। ইব্ন হাযম এর আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, তারা হিজাযের উচ্চতর এলাকার আয়লাহ্র কাছাকাছি স্থানে বসবাস করত।[৩৭৯] বংশের দিক দিয়ে তারা দক্ষিণের[৩৮০] একটি গোত্র বনূ উদাদ বিন যায়দ-এর অন্তর্ভুক্ত হলেও জাহিলিয়ার যুগের কোন এক সময়ে উত্তরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল।

যা হোক, জুযামের লোকদের মধ্যেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ৬ষ্ঠ হিজরীর/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে কমপক্ষে একটি উপ-গোত্র বনূ আল জাবীব ইসলাম গ্রহণ করে। এ হল সেই গোত্র যারা অবাধ্য আল-হুনায়দ বিন আল আরিয ও তার পুত্রকে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরিত মহানবী (সাঃ) এর দূত দিহয়াহ্ বিন খলীফা আল কালবীর কাছ থেকে লুণ্ঠিত তার ব্যক্তিগত জিনিষপত্র এবং মহানবী (সাঃ) এর জন্য আনীত উপহারাদি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। তিনি মদীনায় ফিরে আসার পথে এ লুণ্ঠনের শিকার হন।[৩৮১] ওয়াকিদীর মতে বিখ্যাত যোদ্ধা ও তীরন্দাজ আল নুমান বিন আবূ জুয়াল-এর নেতৃত্বে বনূ আল জাবীব ১০ ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি দল লুণ্ঠনকারীদের শাস্তি প্রদান করে।[৩৮২] বনূ জাবীব মুসলমানদের ক্ষতির প্রতিবিধান করেছে, একথা জানার আগেই মহানবী (সাঃ) অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার জন্য যায়দ বিন হারিসার নেতৃত্বে একটি অভিযানকারী দল প্রেরণ করেন। পুরো গোত্রই এ দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ঈমানদার গোত্রবাসীদের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন।[৩৮৩] যা হোক হিব্বান বিন মিল্লাহ্ ও তার পুত্র আবূ যায়দ বিন আমর, সুয়ায়দ বিন যায়দ ও তার ভাই বারজা বিন যায়দ এবং সালাবাহ্ বিন আদী নিয়ে গঠিত বনূ জাবীবের একটি দল যায়দের কাছে আসে এবং নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান শেষে তাদের দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হয়।[৩৮৪]

মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক গ্রন্থের একটি দলিল অনুযায়ী হুদায়বিয়ার চুক্তির আগে রিফাআহ বিন যায়দের নেতৃত্বে জুযামের একটি অংশ ইসলাম গ্রহণ করে।[৩৮৫] এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, এরা মহানবী (সাঃ) এর দূত দিহয়াকে রক্ষা ও তাঁর অপহৃত জিনিষপত্র উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে, কিন্তু দস্যুরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।[৩৮৬] অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, বনূ জাবীব-এর একটি দল দস্যুদের এ হামলার প্রতিশোধ নিয়েছিল।[৩৮৭] এ

www.pathagar.com

থেকে নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে রিফাআহ্‌ বিন যায়দের নেতৃত্বে বনূ জুযামের একটি অংশ ইসলাম ধর্মে বায়আত হয়েছিল।খায়বার যুদ্ধের আগে মদীনায় তাদের এক সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধির উপস্থিতি থেকে এ ধারণা আরো জোরালো হয়।[৩৮৮]

মহানবী (সাঃ) ৯ম হিঃ/৬৩০–৬৩১ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে সাদ হুযায়ম ও জুযামকে তাঁদের সাদাকাহ্‌ প্রদানের জন্য একটি যৌথ পত্র পাঠিয়েছিলেন। এ পত্রে তাদের কাছ থেকে শুধু সাদাকাহ্‌ বা খুমুস আদায়ই নয়, তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিও ব্যক্ত হয়েছে।[৩৮৯] এছাড়াও জুযামের অন্য একটি শাখা বনূ জিফাল বিন রাবিয়াহ্‌র কাছে মহা নবী (সাঃ) এর লেখা একটি পত্রে তাদের নিজের ভূখন্ডে কতিপয় সুবিধা ও অধিকার দেয়া হয়েছে।[৩৯০] অন্যদিকে আমরা শুনতে পাই যে বালকায় রোমকদের সমাবেশের কারণে যে তাবূক অভিযান পরিচালিত হয়, তাতে জুযামের একটি অংশ রোমকদের পক্ষ গ্রহণ করেছিল।[৩৯১] এটা নিশ্চয়ই জুযাম গোত্রের মুসলমানদের বাইরে আলাদা একটি অংশ ছিল। তাহলে এর অর্থ এই দাড়ায় যে তাবূক অভিযানকালে গোত্রটি আনুগত্যের প্রশ্নে বিভক্ত ছিল অর্থাৎ কোন কোন শাখা গোত্র মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিল, অন্যদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যরা তাদের বৈরিতা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতি ছিল। যা হোক, এ অভিযানের পর অন্যান্য বৈরী শাখাগোত্র ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। মালিক বিন আহমার আল আওফীর ঘটনা তার প্রমাণ।[৩৯২]

লাখম উপগোত্র শুধু রক্ত বন্ধনের কারণেই জুযামের সাথে[৩৯৩] সম্পর্কিত ছিল না, উভয়েই ছিল নিকট প্রতিবেশী। গোত্রের প্রধান অংশের বসত ছিল সিরীয় সীমান্তের কাছে[৩৯৪] এবং কিছু দলছুট শাখা মিসর ও আরীশের মধ্যবর্তী অংশে বাস করত।[৩৯৫] কুরায়শদের সাথেও তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।কারণ লাখম গোত্রের একেবারে প্রথম দিকের মুসলমান ছিলেন আসাদ/কুরায়শের একজন হালীফ। তাঁর নাম ছিল হাতিব বিন আবী বালতাহ্‌। তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।[৩৯৬] তবে তাবূক যুদ্ধের আগে এ গোত্র থেকে দলীয়ভাবে বা একক পর্যায়ে কারো ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায় না। তাবূক অভিযানের পর তামীম আল দারীর নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেন।তারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় বসতি স্থাপন করে।[৩৯৭] মহানবী (সাঃ) খায়বারের উৎপন্ন ফসল থেকে তাদের জন্য বার্ষিক ১০০ ওয়াসাক গম ভাতা বরাদ্দ করেন।[৩৯৮] তবে লাখমের অবশিষ্ট অংশের সাথে ইসলামের যোগাযোগের কিংবা তাদের জন্য কর আদায়কারী নিয়োগ সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। তা সত্বেও লাখমের হাদাস নামক একটি গোষ্ঠীর কাছে মহানবী (সাঃ) এর লেখা পত্র থেকে দেখা যায় তাবূক অভিযানের পর এ গোত্রের একটি অংশ নিশ্চিতভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[৩৯৯] এ থেকে পরিদৃষ্ট হয় যে সম্পূর্ণ লাখম গোত্র মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করে নি। মদীনা থেকে বহু দূরে এই গোষ্ঠীর অবস্থিতি হওয়া এর একটি কারণ হতে পারে। বাস্তব অর্থে সিরিয়ার একটি গোত্র হিসাবে আরব উপদ্বীপের ঘটনাবলীর সাথে এ গোত্রের যোগসূত্র ছিল নিতান্ত সামান্যই। আরেকটি কারণ হতে পারে যে

www.pathagar.com

কনস্ট্যান্টিনোপলের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যা মূতাহ ও তাবূক অভিযান কালে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উত্তরাঞ্চলের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভবত বৃহৎ গোত্র গাসসান ইসলামের প্রতি অত্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন ছিল বলে বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়।[৪০০] সম্ভবত গাসসান গোত্রের গুরুত্বহীন এবং পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র দু'একটি অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মহানবী (সাঃ) এর দুটি পত্রে দেখা যায় যে তাঁর আমন্ত্রণক্রমে গাসসান গোত্রের রাজা জাবালা বিন আল আয়হাম ইসলাম গ্রহণ করেন[৪০১] এবং গাসসানের একটি গোষ্ঠী বনূ সালাবাহও ইসলাম ধর্মে আয়'আত হয়। দ্বিতীয় পত্রে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে সায়ফী বিন আমীরকে তাঁর লোকদের প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সম্ভবত তিনি মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত, খুমুস এবং মহানবী (সাঃ)-এর অংশ প্রদান বলবৎ করা সহ নামায কায়েম করেছিলেন।[৪০২] ওয়াট ও তাঁর সমমনা পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা এ প্রমাণকে যথেষ্ট নয় বলে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪০৩] কিন্তু এটা বাতিল করার মত যথেষ্ট যুক্তি তারা দেখাতে পারেন নি। গাসসান গোত্রের জাবালার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সায়ফী বিন আমিরের ইসলাম গ্রহণের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। ১০ হিজরীর রমযান/ ৬৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গাসসান গোত্রের এক প্রতিনিধি দল মদীনায় হাজির হয়। তারা মহানবী (সাঃ) –এর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে বলে বর্ণিত হয়েছে।[৪০৪] ইবৃন ইসহাক গাসসান গোত্রের একটি অংশের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে চমৎকার সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন যা পন্ডিতদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাঁর বর্ণনা মতে হুনায়নের যুদ্ধে আব্বাস বিন মিরদাস আস সুলামীর নেতৃত্বাধীন বনূ সুলায়ম গোত্রের বাহিনীর সাথে গাসসানের একটি সেনাদলও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।[৪০৫] যদি এ বিবরণ সত্য হয় এবং এতে কোন বিরোধ না থাকে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে মক্কা বিজয়ের সময় কালের মধ্যে গাসসানের একটি অংশ শুধু ইসলাম গ্রহণই নয়, বিভিন্ন অভিযানেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তী কালেও এই ধারা অব্যাহত ছিল।

মদীনার উত্তরে ইসলামের বিস্তার প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করার আগে স্বীকার করা দরকার যে, পশ্চিমাঞ্চল বা পূর্বাঞ্চলের মত মদীনার উত্তরাংশে ইসলাম তেমন ব্যাপক প্রসার লাভ করে নি। যত উত্তরের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, ইসলামের প্রভাব ততই সীমিত হয়ে পড়ে বলে দেখা যায়। এর কারণ বোঝা অবশ্য দুষ্কর নয়। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) এর মনোযোগ আরব উপদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র মক্কার কুরায়শদের প্রতিই সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ ছিল। মক্কা বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর তবেই তিনি অন্যান্য অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ পান। এর পর তিনি যে আড়াই বছর কাল জীবিত ছিলেন সে সময় তিনি উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোকে ইসলামে বায়আত করার প্রচেষ্টা নেন এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর অনুসারীদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

www.pathagar.com

মক্কার দক্ষিণের গোত্রসমূহ

মক্কার দক্ষিণাঞ্চল সমূহে ইসলামী রাষ্ট্রের আধিপত্যের স্থান করে নেওয়ার বহু পূর্বেই এ অঞ্চলের গোত্রগুলোর মধ্যে ইসলাম প্রচারিত হয়। মক্কা বিজয়ের আগে এ অঞ্চলে মুসলিম শক্তি বিজয় লাভ করতে পারে নি। এর কারণ শক্তিশালী কুরায়শ অভিজাত তন্ত্র ইসলামের অগ্রযাত্রার পথে দুর্লঙঘ্য বাধার সৃষ্টি করে রেখেছিল। অবশ্য ৬৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথম থেকে এর অবসান হয়। শক্তিশালী ও গতিময় ইসলাম ধর্মের স্রোতের সামনে এ ধরনের বাধা বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। আগেই বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর মক্কা জীবনেই দক্ষিণ আরবের গোত্রগুলো থেকে দলবদ্ধভাবে বা একক পর্যায়েও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছিল। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। তাদের এ বক্তব্য প্রকৃত সত্যের বিপরীত ছিল। এটা সর্বজন বিদিত যে ধর্মীয় ও বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আরব উপদ্বীপের সমগ্র এলাকা থেকে লোকেরা মক্কায় আগমন করত। মহানবী (সাঃ) তাদের কাছে ধর্ম প্রচার করতেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪০৬] এদের মধ্যে অনেকেই তাদের স্ব স্ব গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যেমন, আবূ যার গিফারী এবং অন্যের বেলায় ঘটেছিল। অনুরূপ ভাবে দক্ষিণাঞ্চলের কতিপয় ব্যক্তি গোড়ার দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন ও স্বীয় গোত্রের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ধর্মপ্রচার শুরু করেন।এ ক্ষেত্রে আবূ মূসা আল-আশ 'আরীর নাম উল্লেখ করা যায়। ইব্‌ন সা'দ[৪০৭] বলেছেন, ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে মক্কায় হজ্ব করতে এসে তিনি মুসলমান হন। এর পরপরই তিনি নিজ গোত্রে ফিরে যান এবং পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলো সহ নিজের আশআর গোত্রের মধ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেন।[৪০৮] এর ফলে বিপুল সংখ্যক আশআরী ইসলাম গ্রহণ করে। ৭ম হিজরীর গোড়ার দিকে/৬২৮ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ও তাঁর স্বগোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আসেন। এই প্রতিনিধিদলের সদস্য সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৪০৯] ইব্‌ন সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে আশআর গোত্রের ন্যূনতম ৬ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন আবূ মূসার ভাই আবূ বুরদাহ[৪১০] ও আবূ রূহম[৪১১], আবূ আমীর ও তার পুত্র আমীর[৪১২] আবূ মালিক[৪১৩] ও আল হারিস আল আশ'আরী।[৪১৪] আশআর গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে মনে হয় দক্ষিণাঞ্চলের গোত্রবাসীরাও অন্যান্য আরববাসীর ন্যায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দক্ষিণের লোকদের সাথে মক্কাবাসীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।[৪১৫] এই নিকট সম্পর্কের কারণে তাদের মধ্যে নিয়মিতভাবে সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক বিনিময় অব্যাহত ছিল এবং তা দক্ষিণাঞ্চলবাসীদের ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাই মহানবী (সাঃ) এর মক্কা অবস্থানকালেই মক্কার দক্ষিণে বসবাসকারী হামাদান ও সা'দ আল আশীরাহ নামক দুটি গোত্র ইসলামের সংস্পর্শে আসে।[৪১৬] এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আরব

www.pathagar.com

উপদ্বীপের এ অংশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী মহানবী (সাঃ) এর জীবনকালে মুসলিম শক্তির কোন পরিচয় পায়নি। আরো একটি কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে তারা মোটামুটি সকলেই অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের গোত্রভিত্তিক বিবরণ ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত পরিচয় প্রদানে সহায়ক হবে।

আশআর গোত্র আবূ মূসা আল-আশআরীর মারফত ৬১৫ থেকে ৬১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই নয়া ধর্মের সাথে পরিচিত হয়েছিল।৭ম হিজরীর/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এ গোত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম গ্রহণ করে এবং প্রায় ৫৯ জনের মত সদস্য মদীনায় হিজরত করে। তারা বিভিন্ন অভিযানেও অংশ নেয়।[৪১৭] এটা বিশ্বাস করার জোর কারণ আছে যে তখন আশআর গোত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান স্বীয় ভূ খণ্ডেই থেকে গিয়েছিল।[৪১৮] কৌতুহলের বিষয় যে বনূ আশআরদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে আর কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও এটা স্পষ্ট যে ১০ম হিজরী/৬৩১ খৃষ্টাব্দে তাদের কাছে কর আদায়কারী ও প্রশাসক পাঠাবার বহু পূর্বেই তারা ইসলাম ধর্মকে আলিঙ্গন করেছিল।[৪১৯] ঘটনাক্রমে আশআরী গোত্র রিদ্দাহতে অংশ গ্রহণ করেনি এবং তারা আন্তরিকভাবে এ ধর্মের প্রতি অনুগত ছিল। আশ'আরীদের সৌভাগ্য যে ইসলামের প্রতি তাদের গভীর আস্থা ও নিষ্ঠা স্বয়ং মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। বুখারী শরীফে এর উল্লেখ রয়েছে।[৪২০]

বাজীলাহ্ গোত্র খাসআম গোত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিল এবং সম্ভবত তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে তারা বসবাস করত। জারীর বিন আবদুল্লাহ্ আল বাজালীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ গোত্রটির বিভিন্ন শাখা ও গোষ্ঠী পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত ছিল। মনে হয়, জাবীর ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোত্র প্রধান।[৪২১] ইব্ন হাযমের মতে বিভিন্ন শাখার মধ্যে আহমাস বিন আল গাওস তুলনামূলকভাবে আগে ইসলাম ধর্মে বায়আত হয়।[৪২২] বলা হয়েছে যে জারীর বিন আবদুল্লাহর সাথে এ উপগোত্রের প্রায় ১৫০ জন ইসলাম গ্রহণ করে। পরে তারা একটি প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে মদীনায় আসে এবং মহানবীর (সাঃ)-এর কাছে নতুন করে বায়আত হয়।[৪২৩] মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর তারা জিহাদে অংশ নেয়। দশম হিজরীর রমযান /৬৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাজীলাহ্ গোত্রের বিরুদ্ধে তাদের যু'ল খালাসাহ্ নামের মূর্তি ধ্বংস করার জন্য মহানবী (সাঃ) প্রেরিত অভিযানে তারা ইসলামী বাহিনীর অংশ ছিল।[৪২৪] ইব্ন হাযম এ উপগোত্রের প্রথম দিকের ৩ জন ইসলাম গ্রহণকারীর নাম উল্লেখ করেছেন। এরা হলেন তারিক বিন শিহাব, আবূ হাযিম আল ফাকিহ ও তাঁর পুত্র কায়স।[৪২৫] এ ছাড়া তিনি জারীরের এক আত্মীয় আবদুল্লাহ্ বিন আবী আওফের নামও উল্লেখ করেছেন।[৪২৬]

এর সামান্য কিছু কাল পরে জারীর বিন আবদুল্লাহ্ আল বাজালীকে দক্ষিণের দুটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি কুলা ও জুলায়মের কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি এ দুজন শাহ্যাদা সহ তাদের গোত্রবাসীদেরও ইসলামে বায়আত করেন।[৪২৭] তবে বাজীলাহ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল জারীর বিন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক মদীনায় একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ। কায়স বিন উযরাহ্ আল-আহমাসীর নেতৃত্বে গোত্রের

www.pathagar.com

২৫০ জন লোক নিয়ে এ প্রতিনিধিদল গঠিত হয়।[৪২৮] এ ঘটনা তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সকল সংশয় দূরীভূত করে। সর্বোপরি রিদ্দাহকালে বাজীলাহ্ গোত্র ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল এবং জারীর ও কায়সসহ তাদের সকল নেতা এ ধর্মের সেবায় মূল্যবান ভূমিকা পালন করেন।

খাসআম গোত্র রক্ত সম্পর্কের কারণে বাজীলাহ্র সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। ধরে নেয়া হয় যে তারা বাজীলাহ্র প্রতিবেশী ছিল। কিন্তু ওয়াকিদীর মতে, মূল গোত্রের একটি অংশ খরার কারণে মাতৃভূমি ত্যাগ করে এবং নজদে এসে তুরবার সন্নিকটে বসতি স্থাপন করে।[৪২৯] তবে সকল সম্ভাবনা বিচার করে বলা যায় যে তারা আল-তাইফের উপকণ্ঠে তাবাশাহতে বসতি স্থাপন করেছিল।[৪৩০]

যা হোক, মূল গোত্রটি ১০ম হিজরী/৬৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইসলামের সংস্পর্শে আসে। ইব্ন সা'দ বলেন, এ বছরই তাদের প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে শুধু মুসলমানরাই অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৩১] এ গোত্রের অন্যান্য উপগোত্র বা গোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা যায় না। একইভাবে রিদ্দাহ্য় তারা জড়িত ছিল কিনা সে বিষয়েও তেমন তথ্য মেলে না।

রক্ত সম্পর্কের কারণে হামাদান গোত্র বাজীলাহ্ ও খাসআম-এর সাথে সম্পর্কিত থাকলেও খাস'আম গোত্রের সাথে হামাদান গোত্রের শত্রুতা ছিল।[৪৩২] তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে এ গোত্রের প্রথম দিকের একজন ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন মালিক বিন সা'দ। তিনি হিজরতের বহু আগেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৪৩৩] ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজ গোত্রের মধ্যে ফিরে এসে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন। কেউ কেউ তাতে সাড়াও দেয়।[৪৩৪] ইব্ন হাযম হামাদান গোত্রের বনূ আল-খারিফ উপগোত্রের আরেকজন মুসলমান জিমাম বিন যায়দের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৩৫] যা হোক, এ গোত্রের কমপক্ষে ৩টি শাখার বিপুলসংখ্যক লোক ১০ম হিজরীর/৬৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ই বনূ খারিফের প্রায় সকলেই ইসলামে বায়'আত হয় এবং মালিক বিন নামাতকে তাদের স্থানীয় প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।[৪৩৬] অন্য আরেকটি উপগোত্র বনূ বাকীলাহর দায়িত্ব দেয়া হয় আমির বিন শাহিরকে।[৪৩৭] তৃতীয় গোত্র বনূ আরহাবের প্রায় সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করে। এই উপগোত্রের নেতা ছিলেন পূর্বে উল্লেখিত কায়স বিন মালিক।[৪৩৮]

ইব্ন হাযম হামাদানের স্বল্প পরিচিত একটি শাখা বনূ রাবিয়াহ বিন মালিকের একজন মুসলমানের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন শাকাল বিন হামীদ।[৪৩৯] বনূ আরহাবের আরেক মুসলমান ছিলেন কায়স বিন নামাত। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর একটি পত্র পেয়েছিলেন যদিও তার ব্যাপারে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না।[৪৪০] রাজ্যের শাসক জী রুয়ায়ন, মুয়াফীর ও হামাদান, বিশেষ করে নূমানের কাছে মহানবী (সাঃ)-এর পত্র প্রেরণ থেকে এসব গোত্রের প্রধান ও রাজপুত্রদের ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণের আভাস পাওয়া যায়।[৪৪১] সম্ভবত ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে গোত্র প্রধান ও শাসকরাই নেতৃত্ব দেন ও গোত্রবাসীরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে। মহানবী (সাঃ) কর্তৃক মাররান গোত্রের প্রধান

www.pathagar.com

উমায়রের কাছে একটি এবং হামাদানের মুসলমানদের কাছে লেখা আরেকটি পত্র স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে মহানবী (সাঃ) ৯ম হিজরী/৬৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে তাবুক অভিযান থেকে ফিরে আসার পরপরই এ সকল লোক ধর্মান্তরিত হয়েছিল।[৪৪২] হিজরী দশম সাল/৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইয়ামন হ 'আলী'র অভিযানের পর হামাদান গোত্রের বাকি লোকেরা একদিনে ইসলাম গ্রহণ করে বলে তাবারী জানান।[৪৪৩]

হামাদান গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের সাথে হিময়ার গোত্রের ইসলাম গ্রহণের যোগসূত্র ছিল। বিভিন্ন সূত্রমতে হিময়ারের দুই রাজা (মুলূক বা আকয়াল) আল–হারিস বিন আবদ কুলাল ও নুয়ায়ম বিন আবদ কুলাল এবং ইয়াজানের যুরাহর একজন দূত মালিক বিন মুরারাহ আর রুহাবী ৯ম হিজরীর রমযান/৬৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহানবী (সাঃ) সমীপে উপস্থিত হন এবং হিময়ারের শাসকগণ সহ জনগণের ইসলাম গ্রহণর কথা তাঁকে অবহিত করেন।[৪৪৪] এ ছাড়া ওয়াকিদীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হিময়ারের রাজার পক্ষ থেকে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা মহানবী (সাঃ) কে অবহিত করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। তাদের অনুরোধে মহানবী (সাঃ) খালিদ বিন সাঈদ বিন আল–আসকে ঐ অঞ্চলের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন।[৪৪৫] ইব্ন সা'দ বলেন, মহানবী (সাঃ) হিময়ারের জনসাধারণের কাছে কমপক্ষে দু'জন দূত প্রেরণ করেন। এঁরা হলেন আমাশ বিন রাবিয়াহ ও আল–আকরা বিন আবদুল্লাহ্ আল হিময়ারী। এঁরা শুধু হিময়ারই নয়, জুদ–গোত্রের প্রধান এবং বিশেষ করে মাররানের কাছেও প্রেরিত হয়েছিলেন। এ দূতদের কাছে মহানবী (সাঃ) –এর পত্রে তাদের নিঃশর্ত ইসলাম গ্রহণের প্রশংসা করা হয় এবং পত্রে তাদেরকে ইসলামের মৌল বিধানগুলোও শিক্ষা দেয়া হয়।[৪৪৬] এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে হামাদান ও হিময়ার গোত্র স্ব–উদ্যোগেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের ইসলামে বায়'আত করার জন্য মহানবী (সাঃ)–কে কোন উদ্যোগ নিতে হয়নি। সুতরাং রিদ্দাহ্ কালে তারা যে ইসলামের প্রতি অনুগত থাকবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

মাযহিজ গোত্রকে একক গোত্র না বলে কয়েকটি গোত্র ও গোষ্ঠীর সমষ্টি বলে আখ্যায়িত করাই ভাল। এ বিশাল গোত্রের মধ্যে আনস, মুরাদ ও সা'দ আল–আশিরাহ গোত্র ছাড়াও এই শেষোক্ত গোত্রের জুফী, জাবীদ ও আওস উপগোত্রও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৪৭] কৌতুহলের বিষয় যে কিছু উপগোত্র প্রথমদিকেই ইসলামের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিল।পক্ষান্তরে অন্যেরা মক্কার পতন পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আনস ও মাযহিজ গোত্রের প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মহানবী (সাঃ)–এর বিখ্যাত সাহাবী ইয়াসির, তাঁর স্ত্রী সুমায়্যাহ ও তাঁদের পুত্রগণ–আম্মার, আল–হুরায়স ও 'আবদুল্লাহ্।[৪৪৮] মক্কায় ইসলাম প্রচারের পর পরই বলতে গেলে তারা ধর্মান্তরিত হন। কিন্তু নিজস্ব গোত্র ত্যাগ ও হালীফ হিসাবে কূরায়শদের মধ্যে বসতি স্থাপনের কারণে তাঁদের ধর্মান্তর মূল গোত্রের উপর আদৌ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি।একইভাবে বনূ জুমাহ/ কুরায়শদের হালীফ মাহমীয়াহ বিন জাযা এবং মক্কায় ইসলাম প্রচারের গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণকারী জাবীদের[৪৪৯] মাযহিজ বা জাবিদ গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে কিছুই

করার ছিল না। এ থেকে দেখা যায়, তাঁরা যদিও দক্ষিণ আরবের গোত্রভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ছিল মূলত মক্কাবাসী রূপেই।

যা হোক, নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমেই গোত্রগুলোর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল।অন্যান্য গোত্রের ন্যায় এ গোত্রের লোকেরাও নিয়মিত বিরতিতে মক্কা সফর করত। এ রকমই এক সফরের সময় সা'দ আল-আশীরাহ্‌র এক ব্যক্তি মুসলমান হন। আর এটা ঘটে হিজরতের বেশ আগে। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের লোকদের মধ্যে ফিরে গিয়ে ধর্ম প্রচার শুরু করেন।[৪৫০] তাঁর নিরলস ও অক্লান্ত প্রচারের ফলে সাদ আল আশীরাহ ইসলামী উম্মাহ্‌র সদস্যে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে বলা দরকার যে মাযহিজ বা তার উপগোত্রগুলো দীর্ঘকাল নয়া ধর্মের সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিল। তবে ১০ম হিজরীর রমযান/৬৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে আলী'র আল ইয়ামান অভিযানের পর তারা ইসলাম গ্রহণ করে।[৪৫১]

আনস গোত্র গোড়ার দিকে ইসলামের সাথে পরিচিত হলেও এর মূল অংশ ইসলামী উম্মাহ্‌র সদস্য হয় মহানবী (সাঃ) এর জীবনের শেষ বছরে। এ গোত্রের মধ্য থেকে একক বা দলবদ্ধ ভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায় না। তবে রাবিয়াহ্‌র নেতৃত্বে আনস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের মহানবী (সাঃ) সমীপে আগমন এবং সম্ভবত তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা[৪৫২] তাদের ধর্মান্তরের আভাস দেয়। পরবর্তীকালে আনস গোত্রের বসতিস্থল সানা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একজন কর আদায়কারী প্রেরণ করা হয়।[৪৫৩] এ ঘটনাও তাদের ইসলাম গ্রহণের ইঙ্গিত বহন করে। তবে আল-আসওয়াদ বিন আনসি-এর নবুওত দাবি এবং মহানবী (সাঃ) এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে মদীনার বিরুদ্ধে মাযহিজ গোত্রের কিছু লোকের সাহায্যে তার বিদ্রোহের কারণে আধুনিক কালের কিছু পন্ডিত আনস ও মাযহিজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।[৪৫৪] কিন্তু তাদের ধারণা প্রকৃত তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। কারণ এসব পণ্ডিত নিজেরাই আবার বলেছেন যে আল-আসওয়াদ আনসিকে মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তার নিজের সঙ্গীগণ ও গোত্রবাসীরা পারস্য দেশীয় আল-আবনার[৪৫৫] সহায়তায় উৎখাত করেন।

মুরাদ উপগোত্র মাযহিজের অন্যান্য উপগোত্রের ন্যায় 'আলীর আল-ইয়ামান অভিযানের পর ১০ম হিজরী/৬৩১ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করে।[৪৫৬] তাবারীর মতে এ গোত্রের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন গোত্রপ্রধান ফারওয়াহ বিন মুসায়ক আল-মুরাদী ঐ বছরই মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তিনি শুধু নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেননি, তাঁর নিজের লোকদের ইসলাম গ্রহণেরও দায়িত্ব নেন।[৪৫৭] কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন যে, প্রারম্ভিক পর্যায়ে তার ইসলাম গ্রহণ মহানবী (সাঃ)-এর সাথে একটি রাজনৈতিক মৈত্রী ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিনদাহ্‌র রাজাদের সাথে তাঁর তিক্ত সম্পর্ক ছিল। কারণ, কিনদাহ্‌র রাজাগণ হামাদানের সাথে মুরাদের লড়াই কালে তার গোত্রকে সমর্থন করেন নি।[৪৫৮] যদি তাই হয়ে থাকে তবে তিনি অবশ্যই তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে বিরোধী শিবিরে ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে দলে যোগ দিয়েছিল,

www.pathagar.com

তিনি সে দলের সাথেই একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এসব বৈপরীত্য থেকে নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায় যে ফারওয়া বিন মুসায়ক ও তাঁর গোত্রের লোকেরা স্ব-তাগিদেই ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য বিভিন্নসূত্র থেকেও এ ধারণা জোরদার হয়।[৪৫৯] যেমন মুরাদ গোত্র রিদ্দাহ্‌র সময় ইসলামের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ হওয়ার মত কোন আচরণ করেনি, উপরন্তু তারা আল-ইয়ামানের ভণ্ড নবুওতের দাবীদার আল-আসওয়াদ আল-আনসির উৎখাতে সাহায্য করেছিল।[৪৬০] এসব সূত্রে আরো বলা হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণের পর ফারওয়াহ বিন মুসায়ক জাবীদ, মুরাদ ও মাযহিজের স্থানীয় প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং মজার ব্যাপার এই যে 'উমরের খিলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।[৪৬১]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইসলাম প্রচারের গোড়ার দিকেই সা'দ আল-আশীরাহ গোত্র ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। ইব্‌ন হাযম মূল গোত্রের বিভিন্ন শাখার বেশ কয়েকজন মুসলমানের কথা উল্লেখ করেছেন। এ গোত্রের ক্ষুদ্র উপগোত্র বনূ আ'ইযের একজন গোত্র প্রধান মালিক বিন মিশওয়াফ,[৪৬২] উবায়দ বিন হাজান[৪৬৩] ও আরো কয়েক ব্যক্তির নামের উল্লেখ তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায়।

সা'দ আল-আশীরাহ্‌র উপগোত্রগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে জুফী ছিল সর্ববৃহৎ। মূল গোত্রের সাথে তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি সংযোগ ছিল। ইব্‌ন হাযম এ গোত্রের বেশ কিছু খ্যাতিমান মুসলমানের নাম উল্লেখ করেছেন যারা গোড়ার দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে কায়স বিন সালামাহ বিন শারাহীল ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতকারী প্রতিনিধি দলের সদস্য।[৪৬৪] অন্যরা হলেন আবূ সাবরাহ বিন যায়দ ও তাঁর দুই পুত্র সাবরাহ ও আবদু'র-রহ্‌মান।[৪৬৫] অন্যরা ছাড়াও এরা মদীনায় হিজরত করেছিলেন ও বদর যুদ্ধে অংশ নেন।[৪৬৬] এর অল্পকাল পর জুফীর কায়স বিন সালামাহ মাররান, হারিম ও কুলাব এবং তাদের মাওয়ালীদের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায় করেন।[৪৬৭]

ওয়াকিদী বলেন, মাযহিজ গোত্রের মত জাবীদ ইসলাম গ্রহণ করেন 'আলী'র আল ইয়ামান অভিযানের পর।তাঁর মতে, জাবীদের বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ ও যাকাত প্রদান করেন। তাদের প্রায় সকলেই হযরত আলী'র কাছে কুরআন ও ধর্মশিক্ষার জন্য উপস্থিত হয়।[৪৬৮] এর অল্প কিছুকাল পরে আমির বিন মাদীকারব-এর নেতৃত্বে জাবীদের ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা গমন করে এবং ন্যায় ধর্মের প্রতি তাদের ঈমান আনয়নসহ আনুগত্য জ্ঞাপন করে।[৪৬৯]

যা হোক কায়স বিন মাকশূহ-এর নেতৃত্বে জাবীদ গোত্রের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন ইসলামের বাইরে অবস্থান অব্যাহত রাখে।[৪৭০] উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে আমর বিন মাদীকারব গোত্র প্রধান হলেও এবং তাঁর নিজের লোকদের সাথে বসবাসের জন্য ফিরে এলেও মহানবী (সাঃ)-তাকে কোন পদ দেননি।[৪৭১] আগেই বলা হয়েছে, মুরাদ গোত্রের এক ব্যক্তি জাবীদ গোত্রের কর আদায়কারী নিযুক্ত হয়েছিল। মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর আমর বিন মাদীকারব স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং রিদ্দাহতে অংশ নেয়।[৪৭২] তবে তার স্বধর্ম ত্যাগের অর্থ এই নয় যে জাবীদ গোত্রের সকলেই তাকে সমর্থন দিয়েছিল। বরং এর বিপরীতে দেখা যায়

www.pathagar.com

যে তার গোত্রের বিপুলসংখ্যক লোক ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াইরত মদীনার প্রশাসক ফারওয়াহ্ বিন মুসায়ক আল মুরাদীর পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

মাযহিজের অন্য একটি গোষ্ঠী রুহার ইসলাম গ্রহণ ঘটে সম্ভবতঃ ১০ হিজরী/৬৩১ খৃস্টাব্দের মধ্যে যখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করে।[৪৭৩] ধর্মান্তরিত এই রুহা সদস্যদেরকে একজন সৈনিকের প্রাপ্ত অংশ অনুযায়ী খায়বারের উৎপন্ন শস্য থেকে ১০০ ওয়াসাক করে গম বরাদ্দ করা হয়। উল্লেখ্য, দক্ষিণের আশ'আরী এবং উত্তরের হারীসদেরকেও একই পরিমাণের গম বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল।[৪৭৪] এ ঘটনা থেকে মনে হয়, সহযোদ্ধা আশআরীদের পরপরই তারা মদীনা আগমন করেছিল। এ গোত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন মালিক বিন মুররাহ্ রুহাবি। ইব্ন হাযম রুহা গোত্রের আরো দু'জন মুসলমানের নাম উল্লেখ করেছেন।তাঁরা হলেন মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতকারী আমর বিন সুবায় আর রুহাবী[৪৭৫] ও য়াযীদ বিন শাজারাহ আর রুহাবী। ইনি সিফফীনের যুদ্ধে মু'য়াবিয়ার একজন সমর্থক ছিলেন।[৪৭৬]

মাযহিজের জনবহুল উপগোত্র সুদাও সমসাময়িককালে ইসলামে বায়'আত হয় বলে ইব্ন সা'দ জানান।[৪৭৭] তবে তিনি কোন নতুন মুসলমানের নাম উল্লেখ করেননি। শুধু উসদে বলা হয়েছে যে জনৈক হিয়ান বিন বাহ মহানবী (সাঃ) কর্তৃক স্থানীয় কর আদায়কারী নিযুক্ত হয়েছিলেন, তবে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন।[৪৭৮] কারণ এই ক্লান্তিকর কঠিন দায়িত্ব পালনে তিনি সক্ষম হবেন না বলে মনে করেন।

মূল গোত্রের অনুসরণে মাযহিজের অন্য একটি শাখা নাখা' ১০ হিজরী/৬৩১ খৃস্টাব্দের কোন এক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে বলা হয়, এ গোত্রের প্রতিনিধিদল সবশেষে মদীনায় আগমন করে। তারা এর সঠিক সময়ও নির্ধারণ করেছেন। তা হল ১১ হিজরীর ১৫ই মুহাররম/৬৩২ খৃস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল। তবে ইব্ন সা'দ বলেন, আরতাহ বিন শারাহীল এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে তাবারী বলেন যে জুরারাহ বিন আমর ছিলেন এ প্রতিনিধি দলের নেতা।[৪৭৯] হতে পারে যে এ গোত্রের দু'টি স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দল মহানবীর (সাঃ) সাথে সাক্ষাত করার জন্য মদীনা আগমন করেছিল।[৪৮০] যাহোক, নাখা'র প্রতিনিধিদলের সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ২শ' ছাড়িয়ে গিয়েছিল যা তাদের ধর্মান্তরের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। তবে এ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা না গেলেও সে সময় পর্যন্ত কয়েকজন মুসলমানের নাম পাওয়া যায়; যেমন জাহীশ বিন য়াযীদ[৪৮১], আরকাম বিন কাব, জুররাহ বিন কায়স ও কায়স বিন আমর[৪৮২] প্রমুখ ।

মাযহিজ গোত্রের অংশ হিসাবে বনূ আল-হারিস বিন কা'ব ছিল একটি স্বতন্ত্র গোত্র। অন্যদিকে বনূ আল হারিস গোত্রের[৪৮৩] বনূ 'আবদ আল-মাদান নামক উপগোত্রটিরও এক মর্যাদাজনক অবস্থান ছিল। এখানে বিশেষ তাৎপর্যের সাথে উল্লেখ্য যে আলী'র আল-ইয়ামান অভিযানের ৬ মাস আগে ১০ হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬৩১ খৃস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে খালিদ বিন ওয়ালীদের নাজরান অভিযানকালে তার দাওয়াত ক্রমে মাযহিজ গোত্রের বনূ

আল-হারিস সাধারণভাবে ও বনূ 'আবদ আল-মাদান বিশেষভাবে ইসলামী উম্মাহ্‌র পতাকাতলে এসে সমবেত হয়।[৪৮৪] এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে পরে সমগ্র গোত্রটিই ধর্মান্তরিত হয় এবং নতুন ধর্মের আচার-আচরণ শিক্ষা দেয়ার জন্য খালিদ বহু দিন তাদের মধ্যে অবস্থান করেন। পরে মহানবী (সাঃ)-এর পরামর্শ মত তিনি এ গোত্রের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দলকে মদীনা প্রেরণ করেন। সেখানে তাঁরা তাদের ইসলাম গ্রহণ ও আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করেন।[৪৮৫] পরে কায়স বিন আল হুসায়ন নামক ওয়াফদ গোত্রের একজন সদস্যকে এ উপগোত্রের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।[৪৮৬] সম্ভবত এ গোত্রটি বেশ বড় ছিল। কারণ বনূ আল-জাবাব, বনূ কানান, বনূ আবদ ইয়াগুস ও বনূ যিয়াদ এই গোত্রের শাখা ছিল এবং তাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[৪৮৭]

মাযহিজ-এর সাথে বংশগত কোন যোগসূত্র না থাকলেও খাওলান উপগোত্রের সাথে তার নিকট সম্পর্ক ছিল। ইব্‌ন সা'দ বলেন, খাওলান উপগোত্র তার সকল শাখার সাথে একত্রে ১০ম হিজরী/৬৩১ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ইসলাম গ্রহণ করে। এ বছরই শা'বান মাসে এ গোত্রের ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে এবং তাদের গোত্রের লোকদের সহ নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ব্যক্ত করে।[৪৮৮] কৌতূহলজনক ব্যাপার হল এই যে স্বধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ ও অন্যান্য বিশৃংখলার সময় এ উপগোত্রের আনুগত্যের প্রশংসা করা সত্ত্বেও কোন সূত্রেই খাওলানের মধ্যে ইসলামের বিস্তার ও অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোকপাত করা হয়নি।[৪৮৯] যা হোক, এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে খাওলান উপগোত্র মহানবী (সাঃ)-এর জীবনকালেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ ব্যাপারে একটি নিশ্চিত প্রমাণ হল, খাওলানের কিছু সদস্য বিশেষত মাদীকারব বিন আবরাহা ও আবী মিকুয়াক 'আবদ রিযাকে কাতাই (ইকতা'স) হিসাবে ভূ-সম্পত্তি প্রদান করা হয়।[৪৯০]

বংশগতভাবে নাহদ গোত্র কুযাআহ পরিবারভুক্ত ছিল। কুযাআহ গোত্র ইসলাম পূর্ব আমলের কোন এক সময়ে মদীনার উত্তরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু নাহদ গোত্রের সদস্যরা তাদের স্বীয় মাতৃভূমিতে থাকতেই পছন্দ করে। তারা নাজরানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করত এবং এভাবে তারা বনূ হারিস বিন কা'বের নিকট প্রতিবেশীতে পরিণত হয়। নাহদও বিভিন্ন উপগোত্র সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গোত্রের রূপ নেয় বলে মনে হয়।[৪৯১]

যা হোক, এদের ইসলাম গ্রহণের সরাসরি উল্লেখ পাওয়া না গেলেও তাদের কাছে বিশেষ করে বনূ কুররাহ্‌র কাছে মহানবী (সাঃ)-এর লেখা পত্রগুলো তাদের বায়'আতেরই আভাস দেয়। এসব পত্রে বিভিন্ন অবশ্য-করণীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল যা শুধু মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য। যেমন নামায ও যাকাত সহ সাদাকাহ্ আদায়ের কথা। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যেটা ছিল সেটা হল তাদেরকে মূর্তিপূজকদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে যা তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে।[৪৯২] বনূ নাহদ গোত্র থেকে ৩ জন মুসলমানের নাম পাওয়া যায়।[৪৯৩] ইসলাম গ্রহণের স্বীকৃতি ও বিশ্বাসে অবিচল থাকার প্রতি সমর্থন হিসাবে বনূ কুররাহকে তাদের নিজেদের ভূখণ্ডে কিছু ইকতা'স প্রদান করা হয়।[৪৯৪]

www.pathagar.com

আযদ[৪৯৫] ছিল একটি বিরাট এবং জনসংখ্যাবহুল গোত্র। এর বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শাখা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। মক্কা ও মদীনার উত্তরে এই গোত্রের মূল অংশ বাস করত। কিন্তু আযদ জুরাশ ও আযদ উমান প্রভৃতি উপগোত্রের নামও ইঙ্গিত দেয় যে আযদ-এর বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন এলাকায় বাস করত এবং নিজ এলাকার নামে তারা পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে আযদ জুরাশ ছিল নাজরানের খৃস্টানদের প্রতিবেশী এবং এই খৃস্টানরাও একই গোত্রভূক্ত ছিল।[৪৯৬] এছাড়া অন্যান্য পরিচিত গোত্রগুলো ছিল গামিদ, বারিক, গাফিক প্রভৃতি।

প্রারম্ভিক পর্বের সূত্র সমূহে দাবী করা হয় যে উপগোত্রসহ মূল গোত্রটি ১০ম হিজরী/৬৩১ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে।[৪৯৭] সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন সুরাদ বিন আবদুল্লাহ আল আযবী। তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন। পরে তিনি তাঁর গোত্রের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করার জন্য ১০ সদস্যের বেশী একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় হাজির হন। ইসলামের সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি তাঁর গোত্রের মুসলমানদের প্রধান নিযুক্ত হন। এ ঘটনা তাঁকে জুরাশ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে উৎসাহিত করে এবং তার অক্লান্ত প্রয়াসের মাধ্যমে তিনি তাঁর গোত্রের অবশিষ্ট লোক ও খাসামের একটি অংশকেও ইসলামী উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন[৪৯৮]। এর অল্পকিছুদিন পর জুরাশের একটি প্রতিনিধিদল মদীনা আসে এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে। প্রতিনিধিদলের কোন কোন সদস্যকে ভূ-সম্পত্তি প্রদান করা হয়। অন্য ৩টি উপগোত্র বারিক, গামিদ ও গাফিকও দ্রুত তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে মদীনায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে।[৪৯৯]

এদের ইসলাম গ্রহণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল আযদ ও তার উপগোত্র বারিক, জিমাদ, জানাদাহ্‌, আবী জুবয়ান, আমর বিন আবদুল্লাহ প্রভৃতির কাছে মহানবী (সাঃ)-এর প্রেরিত চুক্তি বিষয়ক পত্রগুলো। এ সমস্ত পত্রের বিষয়বস্তু সমগ্র গোত্রেরই ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ বহন করে।[৫০০]

বর্তমান আলোচনার শেষে এটা বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে সংখ্যা যাই হোক না কেন শুধু আযদ -এর মূর্তি পূজকগণই নয়, নাজরানের খৃস্টান ও দক্ষিণের ইহুদীরাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ওয়াকিদী জানান বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত কাব আল আহবার 'আলী'র দ্বিতীয়বার আল ইয়ামান অভিযানকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে, ইসলামের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ কাব স্বজাতির বহু লোককে ইসলামের ছায়াতলে আনতে সমর্থ হন।[৫০১] যদি তা সত্য হয়, তবে স্বীকার করতে হয় যে কোন একজনের ইসলাম গ্রহণ তার প্রতিবেশীর মধ্যেও বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

আযদের ন্যায় কিনদাহ্‌ ছিল আরেকটি বড় গোত্র। তার উপগোত্রগুলো আরবের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে দূমাতু'ল-জান্দালের কিন্দী

www.pathagar.com

রাজ্যের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বন্ধনের বিষয়টি পূর্বেই পর্যালোচিত হয়েছে। যা হোক কিনদাহ গোত্রের সকল প্রধান প্রধান উপগোত্রের সাথে মূল অংশ দক্ষিণে বসবাস করত। এদের মধ্যে বনূ মু'আবিয়াহ্‌, বনূ ওয়াহাব, বনূ আর-রাইশ, বনূ আশরাস, বনূ আস-সাকূন ও বনূ আস-সাকাসিক ছিল সবচেয়ে বেশী জনবহুল ও ক্ষমতাধর। এ উপগোত্রগুলো আল-ইয়ামান ও হাযরামাওতের কয়েকটি স্থানে বসবাস করত।[৫০২]

দক্ষিণের সকল স্থানের ন্যায় কিনদাহ্‌র লোকদের মধ্যেও মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল। যদিও গোড়ার দিকে ব্যক্তি পর্যায়ে কারো কারো ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ৯ম হিজরীর গোড়ার দিকে। ৬৩০ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কিনদাহর বনূ সাকূন নামক একটি উপগোষ্ঠীর কিছু সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদলের মদীনায় উপস্থিতি তারই ইঙ্গিত দেয়।[৫০৩] তাঁরা মদীনায় মহানবী (সাঃ) এর প্রতি শুধু শ্রদ্ধাই নিবেদন করেননি তাঁদের কাছে প্রাপ্য সাদাকাহও সাথে নিয়ে আসেন।[৫০৪] এর অল্প কিছুকাল পর প্রধান গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে ৬০ থেকে ৭০ জন মুসলমানের একটি দল তাদের বিশিষ্ট গোত্র প্রধান আশআস ইব্‌ন কায়স কিন্দীর নেতৃত্বে মদীনা আগমন করে।[৫০৫] তাদের ঈমানের দৃঢ়তায় খুশী হয়ে মহানবী (সাঃ) কিনদাহ ও সাদীফ গোত্রের লোকদের জন্য যৌথভাবে একজন কর আদায়কারী ও প্রশাসক নিযুক্ত করেন।[৫০৬] উল্লেখ্য, সাদীফের লোকেরাও একই সময়ে ইসলাম গ্রহণ ও মদীনায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিল।

ইব্‌ন হাযম কিনদাহ্‌র বনূ মু'আবিয়াহর ৬ জন মুসলমানের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন-আল আশআস ইব্‌ন কায়স,[৫০৭] তাঁর ভাই সায়ফ ইব্‌ন কায়স[৫০৮] (যিনি মহানবী (সাঃ) কর্তৃক তাঁর গোত্রের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হয়েছিলেন), ইবরাহিম ইব্‌ন কায়স[৫০৯] শুরাহবীল ইব্‌নু'স সিমত[৫১০] হুজর ইব্‌ন আদী[৫১১] ও সুরায়হ্‌ ইব্‌ন মুররাহ।[৫১২] কিনদাহ কিংবা ইব্‌ন মু'আবিয়াহর একটি শাখা বনূ ওয়াহাব-এর (এরা হাযরামাওতে বসবাস করত) কমপক্ষে দু'জন মুসলমানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হলেন ইয়াযীদ[৫১৩] ও তার পিতা আল আসওয়াদ ইব্‌ন সালামাহ।[৫১৪] বনূ মু'আবিয়াহর অন্য একটি উপগোত্র বনূ আশ-শায়তানের (মহানবী (সাঃ) পরে এ উপগোত্রের নাম পরিবর্তন করে বনূ আবদুল্লাহ রাখেন) ৩ জন মুসলমান আস-সাইব ইব্‌ন য়াযীদ, কাসীর ইব্‌নু'স-সালত ও ইমরা উল-কায়স ইব্‌ন আবিস এর নাম পাওয়া যায়।[৫১৫] শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা এবং রিদ্দাহকালে ইসলামের মূল্যবান খিদমত করার জন্য[৫১৬] উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। তুজীব উপগোত্রের একমাত্র মুসলমান মু'আবিয়াহ্‌ ইব্‌ন হুদায়জ-এর নাম পাওয়া যায়।[৫১৭] এখানে উল্লেখ্য যে রিদ্দাহ অর্থাৎ ধর্মত্যাগের সময় তুজীব উপগোত্র মোটামুটিভাবে ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল।

সাকাসিক ও সাকূন গোত্রের কিছু অংশ উত্তরে হিজরত করলেও এর প্রধান উপগোত্রগুলো দক্ষিণেই বসবাসরত ছিল এবং তারা সম্ভবতঃ মক্কা বিজয়ের কিছুকাল পরেই ইসলাম গ্রহণ করে। ৯ম হিজরী/ ৬৩১ খৃস্টাব্দে গাওসী বংশের একজন সদস্য উক্কাশাহ ইব্‌ন সাওরকে তাদের কর আদায়কারী ও প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।[৫১৮]

www.pathagar.com

বংশবৃত্তান্তবিদদের মতে হাযরামাওত ছিল য়াকজানের পুত্র ও কাহতানের ভ্রাতা।[৫১৯] বনূ হাযরামাওত তাদের পিতার নামানুসারে অভিহিত ভূখণ্ডে বাস করত যা দক্ষিণ আরবের একেবারে সুদূর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। এ গোত্রের গোড়ার দিকের মুসলমান ছিলেন আল-আলা ইবনুল হাযরামী[৫২০] ও সূরায়হ আল হাযরামী।[৫২১] তবে তাঁরা তাঁদের জন্মভূমি ত্যাগ করে মক্কা বা মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। ফলে তাঁদের ইসলাম গ্রহণ তাঁদের স্বগোত্রের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। মূল গোত্র আরো পরে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা তাদের প্রতিবেশী কিনদাহ্‌র লোকদের সাথেই ইসলামী উম্মাহর সদস্যভুক্ত হয় বলে ধারণা করা হয়। ইব্‌নে হাযম প্রধান গোত্রের দু'জন বিশিষ্ট মুসলমানের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন-ওয়াইল ইব্‌ন হুজর ও রাবীয়াহ ইব্‌ন হায়দান।[৫২২] এ ছাড়া আগে উল্লেখ করা হয়েছে এমন তিনজন মুসলমান হলেন রাবিয়াহ ইব্‌ন যিউল-মারহাব, রাবিয়াহ ইব্‌ন লাহীয়াহ্‌ ও মাসউদ ইব্‌ন ওয়াইল।[৫২৩] ওয়াইল ইব্‌ন হুজর ছিলেন হাযরামাওতের আকয়ালদের একজন যিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে তাঁর লোকদের আনুগত্য প্রকাশের জন্যে ১০ম হিজরী/৬৩১ খৃষ্টাব্দে মদীনায় আগমনকারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৫২৪] ইব্‌নে সা'দের বিবরণ থেকে মনে হয় যে হাযরামাওতের শাসকদের ইসলাম গ্রহণের কারণেই সেখানকার জনগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। হাযরামাওতের অন্য একটি গোত্র সাদীফও এ সময় ইসলাম গ্রহণ করে বলে জানা যায়।[৫২৫]

আল-ইয়ামানের পারস্য দেশীয় শাসক সম্প্রদায় আল আবনা কোন আরব গোত্রের অংশ ছিল না। কিন্তু সুদূর অতীত কাল থেকে বংশানুক্রমে বসবাসের কারণে তারা এদেশের স্বাভাবিক মাটির সন্তানেই পরিণত হয়েছিল। এ কারণেই তাদের বংশগত নাম ছিল আবনা (সন্তানগণ)। তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আলোচনা না করলে আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে।

সম্ভবত ৬৩০ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মক্কা বিজয়ের পর পরই মহানবী (সাঃ) এর আমন্ত্রণক্রমে আল-ইয়ামানের পারস্য দেশীয় গভর্নর বাজাম অথবা বাজান তাঁর পুত্র শাহর ও অন্যান্য বহু পারস্যীয় অধিবাসীকে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫২৬] তাঁকে তাঁর পদে বহাল রাখার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। কিন্তু এরপর তিনি আর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। মহানবী (সাঃ) এর বিদায় হজ্জের সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু রিদ্দাহকালে তিনি আল-আসওয়াদুল আনসী কর্তৃক নিহত হন। এখানে উল্লেখ্য যে রিদ্দাহর সংকটকালীন সময়ে আবনা গোষ্ঠী পুরোপুরি ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ) সাধারণভাবে এ গোষ্ঠীর সকলকে এবং নির্দিষ্টভাবে তাদের নেতা ফিরুযুল দায়লামীকে ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে তারাই আল-আসওয়াদকে হত্যা করে এবং আল-ইয়ামানে ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে।[৫২৭] কোন সন্দেহ নেই, এ ঘটনাই তাদের ইসলাম গ্রহণ এবং এ ধর্মে তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের সর্বোত্তম প্রমাণ।

www.pathagar.com

আরবী, পারসী বা অন্যান্য অনারব জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে তাদের মধ্যে ইসলামের অনুপ্রবেশের কৌতুহলোদ্দীপক ও তাৎপর্যময় ঘটনা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম ব্যাপকভাবে দ্রুত ও সহজে বিস্তার লাভ করে এবং তা গভীর প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখিত মহানবী (সাঃ) এর পত্রাদি ও চুক্তিপত্র থেকে দেখা যায় দক্ষিণের লোকদের প্রতি তাঁর নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য অঞ্চলের অনুরূপই ছিল। তার অর্থ, তাদের হয় ইসলামী রাষ্ট্রের সদস্য হতে হয়েছিল অথবা তারা তাদের নিরাপত্তাধীনে (যিম্মি) ছিল। প্রথমত তাদের নয়া ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত দেওয়া হত এবং তা গ্রহণ করলে ইসলামী উম্মাহর একজন পূর্ণ সদস্যের ন্যায় তারা সকল অধিকার ও সুবিধার অধিকারী হত। অন্যদিকে তারা যদি তাদের পুরনো ধর্মের অনুসারী থেকে যেত তাহলে তাদের ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার বিনিময়ে জিযয়া বা কর দিতে হত। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম ছিল দক্ষিণে বসবাসকারী নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়। তারা স্বেচ্ছায় এবং অনেক ক্ষেত্রে বেশ উৎসাহের সাথে ইসলাম গ্রহণের অনুকুলে মত দিয়েছিল। তাদের কৃতিত্ব যে রিদ্দাহর সংকটময় কালে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুগত ছিল।

আরবের অবশিষ্ট গোত্রসমূহ

এ পর্যায়ে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্রগুলো সম্পর্কেই প্রধানত আলোচনা করা হবে। পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপাসাগরের উপকূল বরাবর এবং নিম্ন ইরাক পর্যন্ত এসব গোত্র বাস করত। দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী দু'টি বিশাল বৃহৎ পরিবারের মধ্যে মাহারাহ ও আযদ উমান ছিল ব্যতিক্রম। এ ছাড়া অন্যান্য সকল গোত্রই ছিল সুবৃহৎ রাবীয়াহ পরিবার থেকে উদ্ভূত; যেমন আবদু'ল কায়স, হানীফাহ, তামীম, তাগলীব, শায়বান ও ওয়াইল এবং তাদের অসংখ্য উপগোত্র।

বুখারী[৫২৮] সমর্থিত ইব্‌ন হিশামের[৫২৯] একটি বিবরণ অনুযায়ী বনূ হানীফা অথবা কমপক্ষে এর একটি অংশ মক্কা বিজয়ের বেশ পূর্বেই এবং খুব সম্ভবত, ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির আগেই মহানবী (সাঃ) প্রচারিত ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।বনূ হানীফার বিশিষ্ট নেতা সুমামাহ ইব্‌ন উসাল-এর ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মান্তরের সূত্রপাত ঘটে। নজদে[৫৩০] তারিখ বিহীন এক অভিযানের সময় তিনি মুসলিম অশ্বারোহী পর্যবেক্ষক দলের হাতে আটক হন। তাকে মদীনায় নিয়ে আসা হয় এবং মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশে তিন দিন পর আটকাবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করেন। মহানবীর (সাঃ) সদয় ব্যবহারে অভিভূত হয়ে সুমামাহ অবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি উমরাহ পালনের জন্যে পুনঃ মক্কার দিকে অগ্রসর হন। মূলত এজন্যই তিনি স্বদেশ থেকে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি

www.pathagar.com

মক্কাবাসীদের প্রবল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হন। তিনি রুষ্ট হয়ে আল-ইয়ামামাহ থেকে মক্কার লোকদের জন্য তাঁর গম (হিনত) সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেন।[৫৩১] শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর হুমকি কার্যকর করে ছাড়েন। যার ফলে উদ্ধত মক্কাবাসীরা অনাহারের শিকার হয়। ভাগ্যের পরিহাস যে শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে মক্কাবাসীদের গম সরবাহের জন্যে আল-ইয়ামামাহ্র মুসলমানদেরকে অনুরোধ জানান। কারণ, মক্কাবাসীরা মানবিক কারণে এ অবরোধ তুলে নেয়ার জন্যে তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছিল।

মহানবী (সাঃ) এর কথায় সুমামাহ এ অবরোধ প্রত্যাহার করেন।[৫৩২] যে পরিস্থিতিতে সুমামাহ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এর কিছুকাল পর মক্কার বিরুদ্ধে তাঁর খাদ্য অবরোধ আরোপিত হয় তা থেকে ধারণা করা যায় যে তিনি অবশ্যই ৭ম হিজরীর মুহাররম/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসের মধ্যে কিংবা খুব বেশি হলে এ বছরের শাবান/ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৫৩৩] বনূ হানীফা ছাড়া আল-ইয়ামামাহর অন্য মুসলমানদের ধর্মান্তরিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বনূ হানীফার ক্ষেত্রেও মনে হয় যে সমগ্র গোত্র নয় এর একটি অংশমাত্র তাদের নেতার পদাংক অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

বনূ হানীফার অন্যান্য নেতাদের কাছেও ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে প্রচারকারী প্রেরণ করা হয়। ইব্ন সা'দের একটি মাত্র বিবরণ অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) সুমামাহ ইব্ন উসাল ও হাওযাহ ইব্ন আলী নামক ইয়ামানের দু'জন বিশিষ্ট গোত্র প্রধানকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন।[৫৩৪] কিন্তু অন্যান্য সূত্র যেমন বালাযূরী[৫৩৫], তাবারী[৫৩৬], ইব্ন খালদূন[৫৩৭] ও মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব বাগদাদী[৫৩৮] এরা কেউই পত্র প্রাপক হিসাবে সুমামাহ্র কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁদের মতে, ইয়ামামাহ্র প্রধানদের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের যে খোলা দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, তিনিও তার মধ্যে ছিলেন। ঘটনা যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে ইয়ামামাহ্র জনগণকে ৭ম হিজরীর মুহাররম/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসের মধ্যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের দাওয়াত প্রেরণ করা হয়েছিল।[৫৩৯] বিলম্বে হলেও ১০ম হিজরী/৬৩১ খৃষ্টাব্দে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালে ইয়ামামাহ্র লোকেরা মহানবী (সাঃ) এর ডাকে সাড়া দিয়েছিল বলে তাবারী জানান।[৫৪০] অন্য সূত্র সমূহ বনূ হানীফার প্রতিনিধিদলের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেননি।[৫৪১] বালাযূরী বলতে চান যে এটা সম্ভবত আগেই ঘটেছিল, অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) এর দূত প্রেরণের অল্প কিছুকাল পরই। যাহোক প্রতিনিধি দলের ১১ জনের মত সদস্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৫৪২]

তাৎপর্যময় ঘটনা এই যে বনূ হানীফার এই প্রতিনিধি দলে পরবর্তীকালে আল-কায্যাব (তুখোড় মিথ্যাবাদী) নামে আখ্যায়িত মুসায়ালামাহও অন্তর্ভুক্ত ছিল যদিও প্রতিনিধি দলে তার অন্তর্ভুক্তি এবং মহানবী (সাঃ) এর কাছে তার ইসলাম গ্রহণ রহস্যাবৃত।[৫৪৩] সূত্রসমূহ বনূ মুররাহ্র একটি উপগোত্রের প্রধান হাওযাহ ইব্ন আলীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন নি।[৫৪৪] তবে তার উপগোত্র থেকে তালক ইব্ন আলী [৫৪৫] নামক একজন মুসলমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, এ উপগোত্র থেকে ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণ শুরু হয়েছিল। বনূ হানীফার একটি ক্ষুদ্র উপগোত্র

www.pathagar.com

বনূ আদী ইব্‌ন হানীফার সদস্য ছিল মুসায়ালামাহ। ইব্‌ন হাযম-এর মতানুসারে, সম্পদ বা জনশক্তি কোনটিই এ গোত্রের ছিল না।[৫৪৬] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপগোত্র বনূ আদ-দুল বনূ হানীফার ৪টি বড় শাখা ছিল। এগুলো হলঃ বনূ মুররাহ, বনূ আবদুল্লাহ, বনূ যুহল ও বনূ সালাবাহ।[৫৪৭] ইয়ামামাহ্ অঞ্চলে মহানবী (সাঃ) এর সবচেয়ে বড় সমর্থক সুমামাহ ইব্‌ন উসাল এ গোত্রেরই লোক ছিলেন।[৫৪৮] এ সকল ঘটনা থেকে মনে হয়, সুমামাহর নেতৃত্বে বনূ হানীফার অন্তত একটি অংশ মুসলমান হয়েছিল এবং ইসলামের সেবায় মূল্যবান অবদান রেখেছিল। এমন কি মুসায়ালামাহ্‌র নেতৃত্বে ধর্মত্যাগীদের সাথে লড়াই-এর সময়ও তারা ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল।[৫৪৯]

বিশাল রাবীয়াহ পরিবারের সদস্য আবদুল-কায়স গোত্র গোড়ার দিকেই ইসলামের সাথে পরিচিত হয়েছিল। মহানবী সে সময় মক্কায় অবস্থান করছিলেন। ইব্‌ন সা'দ ও ইব্‌ন কুতায়বার মতে, আবদু'ল-কায়সের বনূ আমির ইব্‌ন আসর গোত্রের প্রধান আল আশাজ্জ মক্কায় মহানবী (সাঃ) এর কথা শুনেছিলেন। তিনি তাঁর ভাগ্নে আমর ইব্‌ন আবদু'ল কায়সকে খবর জানার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। এই ঘটনাটি ছিল হিজরতের বছর (আম আল-হিজরাহ) অর্থাৎ ৬২২ খৃস্টাব্দ। আমর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সাঃ) এর কাছে কুরআনের প্রথম সূরা শিখেন। তারপর তিনি বাহ্‌রায়নে ফিরে আসেন। অন্যদিকে তাঁর দালীল (পথ প্রদর্শক)আমীর ইবনু'ল-হারিস গোষ্ঠীর আল উরায়কিত মক্কায় থেকে যান। আল আশাজ্জ তার ভাগ্নের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। কিছুকাল পর তিনি তাঁর গোত্রের ১৭ জন কিংবা ১২ জন সদস্য নিয়ে মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করে[৫৫০] ইসলাম গ্রহণ করেন। ধারণা করা হয় যে এ ঘটনা তাঁর গোত্রবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আল-কায়স গোত্রের মুসলমানদের সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পায় যে, জাওয়াসীর মসজিদে জুমআ'র নামায আদায়ের ব্যবস্থা করতে হয়। ঘটনাচক্রে সমগ্র আরবের মধ্যে মদীনায় মসজিদে নববীর পর এটাই জুমআ'র নামায আদায়ের দ্বিতীয় মসজিদের মর্যাদা লাভ করে।[৫৫১] এরপর ৭ম হিজরী/৬২৮ খৃস্টাব্দ থেকে ৮ম হিজরী/৬৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। এই গোত্র আল-বাহরায়নের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করতে থাকে। আল-বাহরায়ন ছিল পারস্য দেশীয় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য এবং কিসরার বা খসরুর নিযুক্ত একজন প্রতিনিধি এর শাসনকর্তা ছিলেন। মহানবী (সাঃ) ৭ম হিজরীর গোড়ার দিকে ৬২৮ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে যখন আশপাশের সকল দেশ ও জনপদের শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। সে সময় তিনি আল-বাহরায়নের সমসাময়িক শাহযাদা আল-মুনযীর ইব্‌ন সাওয়াকেও ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে একটি পত্র পাঠান।[৫৫২] শাহ্‌যাদা এত বাস্তববাদী ছিলেন যে, মুসলিম দূতকে অভ্যর্থনা জানানোর পরপরই ইসলামে বায়'আত হন।[৫৫৩] এটা তাঁর কৃতিত্ব যে তাঁর জন্যে গোত্রের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[৫৫৪] মক্কা বিজয়ের পর আল-আলা ইবনু'ল

হাযরামীকে মহানবী (সাঃ) এর প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় প্রশাসক হিসাবে আল-বাহ্‌রায়নে পাঠানোর ঘটনা থেকে এর সত্যতা প্রতিপাদিত হয়। তিনি তাদের কাছ থেকে খারাজ আদায় করে যথাসময়ে মদীনায় নিয়ে আসেন। আল-বাগদাদীর মতে এর পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার মুদ্রা।[৫৫৫] এর মধ্যে মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা সাদাকাহ ও অবিশ্বাসী যেমন মাজূস ও ইহুদীদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিযয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানবীর (সাঃ) পত্রাদি থেকে সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, বাহ্‌রায়ন থেকে সাদাকাহ আদায়ের জন্য দু'জন স্বতন্ত্র কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছিল। একজনকে মুসলমানদের কাছ থেকে সাদাকাহ ও উশর সংগ্রহের (যা মূলতঃ স্থানীয় শাসক আল-মুনযীর ইব্‌ন সাওয়া আদায় করতেন) এবং অন্যজনকে জিযয়া সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৫৫৬] তাই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, বাহ্‌রায়নের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ ৮ম হিজরী/৬৩১ খৃস্টাব্দ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

আবদু'ল-কায়সের আরব গোত্র যে একই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর পরই আজ-জারুদ ইব্‌ন আমর ইবনু'ল-মু'আল্লার নেতৃত্বে তাদের একটি প্রতিনিধি দলের মদীনা আগমন থেকে এ ব্যাপারে আরো জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৫৭] এই প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এদের মধ্যে কমপক্ষে তিন জন যথা শু'বায়ব ইব্‌ন কুররাহ্‌, সুহার ইব্‌নু'ল আব্বাস ও মুশমারিজ ইব্‌ন খালিদু'স-সা'দী মহানবীর (সাঃ) কাছ থেকে কাতীয়া লাভ করেন।[৫৫৮] সূত্রসমূহ থেকে জানা যায় যে, আজ-জারুদ তাঁর সমগ্র গোত্রকেই ইসলামে বায়'আত করেন। এমন কি যখন আবদু'ল-কায়সের কিছু মুসলমান রিদ্দাহ্‌কালে ধর্ম ত্যাগ করে তখনও তিনি তাঁর দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন অনুসারীদেরকে নিয়ে ইসলামের প্রতি অনুগত থাকেন।[৫৫৯]

আল-মুনযীর ইব্‌ন সাওয়া আল-আবদীর[৫৬০] নেতৃত্বাধীন পারসী সম্প্রদায় ও আবদু'ল-কায়সের আরব গোত্র ছাড়াও হাজার-এর মাজূস ও তামীমের আরব গোত্র প্রভৃতির ন্যায় অন্যান্য আরো কিছু গোত্রও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। হাজার-এর শাসক (সাহিব) উসায়-বুখত ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ এবং আল-বাহ্‌রায়ন ও ওমানের জনসাধারণের কাছে মহানবীর (সাঃ) লেখা পত্র থেকে এসব জনপদের শাসক ও জনসাধারণের ইসলাম গ্রহণের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কারণ, পত্রগুলোতে তাদের কাছ থেকে একজন মুসলমানের করণীয় দায়িত্ব পালনের উল্লেখ করা হয়েছিল।[৫৬১] রিদ্দাহ্‌র যুদ্ধ এবং তার দমনের ঘটনা থেকেও আভাস পাওয়া যায় যে আল-বাহ্‌রায়নের বিপুলসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

দক্ষিণের আযদ গোত্রীয় বৃহৎ পরিবারের সদস্য আযদ উমানের সাথে মদীনার আনসারদের যোগসূত্র ছিল। [৫৬২] আযদের বিভিন্ন উপগোত্রের মধ্যে বনূ মাউলাহ ইব্‌ন শাম্‌স ওমান শাসন করতেন। মহানবী (সাঃ) এর সময়ে আল-জালান্দা'র দুই পুত্র জায়ফর ও

www.pathagar.com

আম্বাদ দেশের দু'টি পৃথক অংশ শাসন করতেন বলে জানা যায়।[৫৬৩] বালাযূরী ও ইব্ন হাযম বলেন, আযদ গোত্রের লোকেরা এ অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বিভিন্ন উপত্যকায় আরব ও অনারব উভয় শ্রেণীর লোকও বাস করত।

যাহোক, ৮ম হিজরীর শেষ/৬৩০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে মহানবী (সাঃ) উমানের প্রধানদের বরাবরে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানিয়ে আবূ যায়দু'ল আনসারী ও আমর ইবনুল আস আস-সাহমী নামক দু'জন দূতকে প্রেরণ করেন।[৫৬৪] তারা সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের আহ্বানে বিপুল সংখ্যক আরবীও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৫৬৫] রিদ্দাহ্র সময় এ ভূখণ্ডের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ ইসলামের প্রতি অনুগত থাকে এবং ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয়।[৫৬৬]

গোত্র হিসাবে কুযাআহ-এর অংশ হলেও মাহ্রাহ্র প্রধান অংশ ইয়ামানের আল-শিহ্র-এর নিকটবর্তী এলাকা এবং আল-আনবার অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে বাস করত।[৫৬৭] এর একটি উপগোত্র উমান অঞ্চলে এসে বাস করতে শুরু করে।[৫৬৮]

ইব্ন সা'দের মতে আল-মাহরী ইবনুল আবয়াজ-এর নেতৃত্বে এই উপগোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মহানবীর (সাঃ) সাথে সাক্ষাত করে গোত্রের উল্লেখযোগ্য অংশের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে। মহানবী (সাঃ) এ প্রতিনিধিদলের নেতাকে মাহ্রাহ্র মুসলমানদের প্রধান নিযুক্ত করেন।[৫৬৯] রিদ্দাহ্কালে এ গোত্রের বিপুলসংখ্যক লোক ধর্মত্যাগী হয়। কিন্তু ইকরামাহ ইব্ন আবী জাহ্ল একটি মুসলিম বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে তারা পুনরায় ইসলামের পতাকাতলে ফিরে আসে এবং কোন যুদ্ধ ছাড়াই তাদের সাদাকাহ্ প্রদান করে।[৫৭০]

তামীম ছিল আরবের একটি বৃহত্তম গোত্র। বহু উপগোত্র ও শাখা-প্রশাখা সমন্বয়ে এ গোত্র মূলত একটি স্বায়ত্তশাসিত ও শক্তিশালী গোত্রে পরিণত হয়।[৫৭১] আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চল বরাবর আল-ইয়ামামাহ থেকে বাহ্রায়ন ও উমানের মধ্যবর্তী বিশাল অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।[৫৭২] বাহরায়নের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তামীমের একটি শাখাভুক্ত ছিল।[৫৭৩] অন্যদিকে আল-ইরাকের শাসকরা অর্থাৎ আল-হীরাহ রাজ্যের রাজাদের সাথেও এ গোত্রের সুসম্পর্ক ছিল।[৫৭৪] আরেকদিকে তামীমের শাখাগুলো মক্কা ও মদীনার লোকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কসহ হিলফের সম্পর্কও স্থাপন করেছিল।[৫৭৫]

মক্কার লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম দিকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং তামীমী হালীফদের মধ্য থেকে গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মক্কায় বসতি স্থাপন করা কোন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। এ গোত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মুসলমান ছিলেন খাব্বাব ইবনুল আরাত[৫৭৬] ও ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্।[৫৭৭] তারা বদর যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। অন্য একজন বিশিষ্ট মুসলমান ছিলেন বনূ

www.pathagar.com

জুমাহ/কুরায়শ-গোত্রের হালীফ উসাঈদ ইব্‌ন আমর আত-তামীমী। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন।[৫৭৮] এছাড়া তামীমের বনূ উসাঈদ ইব্‌ন আমর গোষ্ঠীর একটি পুরো পরিবার প্রথমে মক্কায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন। তারা প্রথম দিকেই মুসলমান হয়েছিলেন। মহানবীর (সাঃ) সাথে বিবাহের পূর্বে হযরত খাদীজার পূর্বেকার স্বামী ছিলেন আবূ হালাহ হিন্দ ইব্‌ন জুরারাহ।[৫৭৯] তিনি ও তাঁর দু'পুত্র হিন্দ[৫৮০] ও আল-হারিস[৫৮১] বনূ উসাঈদ ইব্‌ন আমর/তামীম গোত্রের লোক ছিলেন। এ গোষ্ঠীর প্রথম দিকের আরেকজন ইসলাম গ্রহণকারী হলেন সাফওয়ান ইব্‌ন সাফওয়ান[৫৮২] ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাফওয়ান ইব্‌ন মালিক[৫৮৩] (তাঁরা বিখ্যাত মুহাজিরদের অন্যতম ছিলেন) এবং হানজালাহ ইবনুর-রাবী। তিনি মহানবী (সাঃ) এর অন্যতম কাতিব ছিলেন।[৫৮৪]

মক্কা বিজয়ের বহু আগে থেকেই ব্যক্তি পর্যায়ে যে ইসলাম গ্রহণ শুরু হয়েছিল তাঁর বহু আভাস পাওয়া যায়। তবে দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটে মক্কা বিজয়ের পরই। যাহোক বলা হয়েছে যে মহানবীর (সাঃ) মক্কা অভিযানের সামান্য কিছু পূর্বে আল-আকরা ইব্‌ন হাবীসের নেতৃত্বে তামীম গোত্রের দশ জন লোকের একটি ক্ষুদ্র প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করে।[৫৮৫] তামীমের এ নওমুসলিমগণ শুধু মক্কা অভিযানেই নয়, হুনায়নের যুদ্ধে এবং আত-তাইফ অভিযানেও অংশগ্রহণ করে।[৫৮৬] এসব অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য আকরাকে হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনিমত থেকে একশ'টি উট অংশ হিসেবে প্রদান করা হয়।[৫৮৭] ইব্‌ন ইসহাকের এক বর্ণনা থেকেও এ সকল যুদ্ধে বনূ উসাঈদ/তামীম গোত্রের লোকদের অংশ গ্রহণের সমর্থন পাওয়া যায়।[৫৮৮] ৯ম হিজরী/৬৩১ খৃস্টাব্দের মধ্যে তামীম গোত্রের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উপর ইসলামের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এ বছর তাদের যে প্রতিনিধিদল আসে তার সদস্য সংখ্যা ছিল ৮০ অথবা ৯০ জন।[৫৮৯] ইব্‌ন ইসহাক সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই মুসলমান ছিলেন।[৫৯০] ওয়াকিদী ও ইব্‌ন সা'দ এঁদের সকলেই মুসলমান বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও তাঁদের বর্ণনায় অনুরূপ আভাসই পাওয়া যায়। বিশেষ করে এ উপলক্ষে প্রতিনিধিদলের একজন সদস্যের রচিত কবিতাতেও এর ইঙ্গিত মেলে।[৫৯১] তাবারী ইব্‌ন হিশামের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।[৫৯২] এ সব তথ্য থেকে তাদের ইসলাম গ্রহণের নিশ্চিত সাক্ষ্য মেলে। উপরন্তু সে কালের প্রায় সকল লেখকই তামীম গোত্র থেকে কর আদায়কারী নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন কায়স ইব্‌ন আসিম, মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ ও আল-জিবরিকান ইব্‌ন বদর।[৫৯৩]

তামীমের প্রায় সকল গোত্র থেকে বিপুল সংখ্যক লোকের ইসলাম গ্রহণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ দিয়েছেন ইব্‌ন হাযম যা নিঃসন্দেহে খাঁটি ও বিরোধহীন। তিনি তাঁর এক বর্ণনায় তামীম-এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা থেকে ৩৬ জনের মত সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন বনূ আল-আনবার/ইব্‌ন আমর/তামীম গোত্রের।[৫৯৪] বনূ উসাঈদ থেকে ৬ জন'[৫৯৫] বনূ মুররাহ[৫৯৬], বনূ ইয়ারবূ[৫৯৭] ও বনূ নাহশাল[৫৯৮] থেকে ৩ জন

করে, বনূ মুজাশী[৫৯৯] ও বনূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন দারিম [৬০০] থেকে ২ জন করে এবং বনূ জুহায়ম,[৬০১] বনূ মালিক,[৬০২] বনূ কা'ব,[৬০৩] বনূ যায়দ মানাত,[৬০৪] বনূ মিনকার,[৬০৫] বনূ আওফ,[৬০৬] বনূ কুরায়,[৬০৭] বনূ রাবীয়াহ,[৬০৮] বনূ মালিক ইব্‌ন হানজালাহ,[৬০৯] ও বনূ জারীর ইব্‌ন দারিম[৬১০] থেকে ১ জন করে। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তামীমী মুসলমান ছিলেন যাঁরা মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন নি। উপরন্তু আরো বহু মুসলমান নিশ্চয়ই ছিলেন যাদের কথা কোন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি, অনেকে ছিলেন যাঁদেরকে কেউ লক্ষ্যই করেন নি। যা হোক, এসব দৃঢ় প্রমাণ সত্ত্বেও 'তামীম গোত্রের কিছু লোক সম্ভবত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন' বলা বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে না।[৬১১] প্রকৃত ঘটনা ছিল অন্যরূপ। মহানবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর রিদ্দাহ সংকট এবং বহু মুসলমানের বিদ্রোহ স্বতন্ত্র ঘটনা। তবে এটাও প্রতিষ্ঠিত সত্য যে এই সংকটময় কালেও আল-জিবরিকান ইব্‌ন বদরের ন্যায় তামীম গোত্রের কিছু অংশ ইসলামের প্রতি শুধু অনুগতই ছিলেন না, তাদের স্বগোত্রীয় লোকদের পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন।[৬১২]

বকর, আনয, তাগলীব, শায়বান ও তাদের অন্যান্য উপগোত্রের ন্যায় বহু উপগোত্র এবং আরো বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত ওয়াইল ছিল আরবের অন্যতম বৃহৎ ও শক্তিশালী গোত্র।[৬১৩] আল-ইয়ামানের আল-জানাদ থেকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আল-হীরাহ্‌র সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে এ গোত্রের লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।[৬১৪] তবে মূল গোত্র বাস করত আল-বাহরায়নের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং আল-হীরাহ্‌র রাজাদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[৬১৫] অন্যদিকে গাসসানীদের ও উত্তরের অন্যান্য গোত্রের সাথেও তাদের সম্পর্ক ছিল নিকটতর।[৬১৬]

ইয়ামানের আল-জানাদ এবং তার আশপাশে বসবাসকারী আনয ইব্‌ন ওয়াইল ছিল তুলনামূলক ভাবে গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম উপগোত্র।[৬১৭] এ গোত্রের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আমর ইব্‌ন রাবীয়াহ ঘটনাক্রমে উমর ইবনু'ল খাত্তাব পরিবারের একজন হালীফ ছিলেন।[৬১৮] এটা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে ৯ম হিজরী।/৬৩১ খৃস্টাব্দের মধ্যে এ গোত্র অবশ্যই ইসলামের সাথে কোন সমঝোতায় এসেছিল। কারণ, আল-জানাদ শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের অংশীভূতই হয় নি, বরং তা ছিল সমগ্র অঞ্চলের জন্যে নিযুক্ত মুসলিম গভর্নর মু'আয ইব্‌ন জাবালের বাসস্থান।[৬১৯]

মূল গোত্রের লোকদের ব্যক্তি পর্যায়ে বা দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা জানা না গেলেও তারা একেবারে ইসলামের বাইরেও ছিল না। প্রমাণ হিসাবে বকর ইব্‌ন ওয়াইল গোষ্ঠীর ইজল শাখার ফুরাত ইব্‌ন হায়ানু'ল-ইজল নামক এক ব্যক্তির কথা ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সেবায় মূল্যবান অবদান রাখেন।[৬২০] এরপর উল্লেখ করা হয়েছে, বকর ইব্‌ন ওয়াইলকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানিয়ে মহানবীর (সাঃ) লেখা পত্রের কথা।[৬২১] তার আরেকটি পত্র থেকে বনূ আমীর ইব্‌ন জুহল/বকর ইব্‌ন ওয়াইল এর আদী ইব্‌ন শারাহীল নামক এক ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায়।[৬২২]

www.pathagar.com

পরে প্রভাবশালী প্রতিনিধি ও প্রধানদের নিয়ে বকর ইব্‌ন ওয়াইলের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সাঃ) এর ওফাতের কিছু আগে মদীনা সফর করেন।[৬২৩] সম্ভবত মুসলমান হিসাবেই তাঁরা তাঁদের গোত্রের কাছে ফিরে যান এবং নয়া ধর্মের কথা প্রচার করতে শুরু করেন। বকর ইব্‌ন ওয়াইলের দু'টি বৃহৎ উপগোত্রের তাগলীব ও শায়বানের প্রতিনিধি দলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

ইব্‌ন সা'দ বলেন, তাগলীবের প্রতিনিধি দলে খৃষ্টানসহ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী ১৬ জন সদস্য ছিলেন।[৬২৪] বাহরায়নে রিদ্দাহ্ সংক্রান্ত তাবারীর বিবরণে জানা যায় যে মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় বকর ইব্‌ন ওয়াইল ও তামীমের সকল গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী কেবল ধর্মান্তরিতই হয়নি, সেই গোলযোগ ও অসন্তোষের দিনগুলোতে ইসলামের প্রতি তারা অনুগত ছিল। এ গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল উতায়বাহ ইবনু'ন-নাহহাস, আমীর ইব্‌ন আবদুল আসওয়াদ, মিসমা, আল মুসান্না ইব্‌ন হারিসাহ আল-শায়বানী এবং খাসাফাহ আল-তামীমী, এঁরা ছিলো দু'টি বৃহৎ যাযাবর গোত্রের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।[৬২৫] এ ছাড়াও বকর বিন ওয়াইল গোত্রের একটি অংশ বনূ শায়বানের কিছু সংখ্যক মুসলমানের কথা ইব্‌ন হাযম উল্লেখ করেছেন।[৬২৬]

একজন পণ্ডিত না হয়েও এসব ঘটনা ও বিবরণ থেকে মন্তব্য করা যায় যে, মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশায় বকর বা তাগলীব গোত্রের বড় কোন অংশ ইসলাম গ্রহণ করে নি।[৬২৭] প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে অবশিষ্ট আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে থাকা গোত্রগুলো বিপুলভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মহানবীর (সাঃ) ওফাত কালে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা জনগোষ্ঠী ইসলামের বাইরে থেকে গিয়েছিল। সে যাই হোক, তাঁর জীবদ্দশাতেই যে ওয়াইল, তাগলীব প্রভৃতি বৃহৎ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপগোত্রের উপর ইসলামের দৃঢ় প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

টীকা

১. ইব্‌ন ইসহাক, ১০৪, ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ১৬; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১০৪ ও ১১৪-১৫; তাবারী, ২য়, ৩০৪। এছাড়া দেখুন বুখারী, বাব বাদ'উল-ওয়াহী, কিতাবুত তাবী, তু. মার্গোলিউথ, মুহাম্মদ এন্ড দি রাইজ অব ইসলাম, ৮৪; রিচার্ড বেল, ইনট্রোডাকশন টু দি কুরআন, ২১, মন্টোগোমারি ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, লন্ডন ১৯৫৩, ৩৯ ও ৫৯।

২. ইব্‌ন ইসহাক, ১০৯-১১; তাবারী, ২য়, ৩১৮-২২; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১১৮-২০।

৩. ইব্‌ন ইসহাক, ১১১-১৬; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১১৯-২৩; তাবারী, ২য়, ৩২২-২৯। এ সময় ইসলাম প্রচারের ফলে গিফার এর আবূ যার, আযদ শানূয়াহর যামাদ বিন সালাবাহ্, সুলায়মের আমর বিন আবাসাহ্, দাওস এর তুফায়ল বিন আমর, আশ'আর (ইয়ামান)-এর আবূ মূসার ইসলাম গ্রহণ। এ জন্য দেখুন উসদ ও বুখারীর সংশ্লিষ্ট সাহাবীদের জীবনী, বা কিসসা আবী যার, বাব যিকর আসলাম ওয়া গিফার; মুসলিম, কিতাব আল ঈমান, ইসলাম আবী যার প্রভৃতি। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ১৭৫-৭৭।

৪. ইব্‌ন ইসহাক, ১৯৪-৯৭; তাবারী, ২য়, ৩৩৫, ৩৪৩-৪৬, ৩৪৮-৫৫ প., আনসাব

www.pathagar.com

আল-আশরাফ, ১ম, ২৩৭-৩৮।

৫. তারা ছিলেনঃ তাঁর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদ; তাঁর বন্ধু ও সাথী আবূ বকর, যায়দ বিন হারিসাহ তাঁরা আযাদ কৃত গোলাম, আলী বিন আবী তালিব, তাঁর কিশোর বয়সী চাচাতো ভাই। দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ১১১-১৬; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১১১-১২; তাবারী, ২য়, ৩০৯-১৬।

৬. ৬১৫ খৃষ্টাব্দের দিকে নবুওত প্রাপ্তির ৫ বছর পর 'উমর বিন খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় একজনের বর্ণনা অনুযায়ী ৪০ ব্যক্তি, অন্যজনের বর্ণনায় ৫০ জন ইসলাম ধর্মে বায়'আত হন। দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ১৫৫-৫৮; ইব্‌ন সা'দ ৩য়, ২৬৭-৬৯; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১২৩।

৭. আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১২৩, আবূ বকর, সাঈদ বিন যায়দ, 'উসমান বিন 'আফফান, 'উমর, হামযাহ ও আবূ উবায়দাহ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো দেখুন তাবারী, ২য়, ৩১৭।

৮. ৬১৫ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, বনূ উমাইয়াহ, বনূ হাশিম,বনূ আবদু'দ্দার, বনূ আসাদ, বনূ যুহরাহ, বনূ মাখযূম, বনূ জুমাহ, বনূ আদী, বনূ আমির বিন লুয়ায়, বনূ আল-হারিস, বনূ তায়ম ও বনূ সালিম গোত্রসমূহ থেকে হিজরত করেছিল। দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ১৪৬-৪৮; ইব্‌ন সা'দ ৩য়, ১-৪১৮; ৪র্থ, ৫ম-২১৪; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১৯৮-২২৭; তাবারী, ২য়, ৩২৯-৩১। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মক্কা, ১০৯-১৭; এছাড়াও পরিশিষ্ট ঙ, ১৭০-৭৯। তবে তার মক্কার মুসলমানদের তালিকা কোন ক্রমেই পূর্ণাঙ্গ নয়। কুরায়শ ও আরবের অন্যান্য গোত্র থেকে প্রথম দিকের ৪৪ জন ইসলাম গ্রহণকারীর নামের জন্যে আরো দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ১১৬-১১৭।

৯. বুখারী, কিতাব আল-মাগাজীতে ইয়ামানী সাহাবী আবূ মূসা আশআরীর কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি ইয়ামানে থাকাকালেই মহানবী (সাঃ) এর আবির্ভাবের কথা শুনেছিলাম।' আরো দেখুন উপরোক্ত পৃঃ ৫০।

১০. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মক্কা, ১৫১-৫৩।

১১. ইব্‌ন ইসহাক, ১৪৬-৪৮; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১৯৭-২২৭।

১২. তু. ইব্‌ন ইসহাক, ১৬১ প.; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ২২৮ প.; তাবারী, ২য়, ৩৩১-৩৫ প.।

১৩. ইব্‌ন ইসহাক, ১৯৭-২১২; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ২৩৮-৫৩; তাবারী ২য়, ৩৫৩-৬৬।

১৪. ইব্‌ন ইসহাক, ২১২-১৬; ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৬১;আনসাব আল-আশরাফ; ১ম, ২৫৮-৯ প.; তাবারী, ২য়, ৩৬৮। এখানে মহানবী (সাঃ) এর প্রতিনিধি মুস'আব বিন উমায়রের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. যাঁরা মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ইসলাম প্রচারে মুবাল্লিগ হিসাবে কাজ করেন। যেমন-গিফার, দাওস ও আযদ শানূয়াহ গোত্র মূলত আবূ যাফর, তুফায়ল বিন আমর ও যামাদ বিন সালবাহর প্রচেষ্টাতেই ইসলামে বায়'আত হয়। আশআর গোত্রের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। আবূ মূসা আশ'আরীর প্রচেষ্টাতেই এ গোত্রটি ইসলাম গ্রহণ করে। তু. উপরোক্ত পৃঃ ৫০।

১৬. তু. আবূ 'আবদুল্লাহ মুস'আব আল-যুবায়রী, কিতাব নাসাব কুরায়শ, সম্পাদনা লেভী প্রোভেন্সাল,

www.pathagar.com

দার আল-মা'আরিফ, কায়রো ১৯৫৩, ৪১০-১১। তিনি এক আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়েছেন যাতে এ ক্ষেত্রে নতুন আলোকপাত ঘটেছে। আমর বিন আল-আসকে ইসলাম গ্রহণে তাঁর দীর্ঘ বিলম্বের কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মন্তব্য করেন, 'আমরা এমন লোকদের সাথে বাস করি যারা বুদ্ধিমত্তা ও বয়সের দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও যাদের জ্ঞান পাহাড়ের চূড়াস্পর্শী। আমরা তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করি। যখন তারা মহানবী (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করল, তখন তার দাওয়াত সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই আমরাও তা প্রত্যাখ্যান করলাম। যখন এসব জ্ঞান বৃদ্ধরা আর কেউই রইলেন না এবং আমরা নিজেরাই নিজেদের কর্ণধার হলাম, তখন আমরা তার দাওয়াত সম্পর্কে ভাবতে শুরু করলাম। এটা ছিল খুব সহজ ও স্পষ্ট। ইসলাম গ্রহণ ছাড়া আমাদের আর বিকল্প ছিল না।' আরো দেখুন 'আবদ আল-মুতাআল সাঈদী, শাবাব-উ-কুরায়শ ফীআল-আহদি আল-সিররী, আল-ইসলাম, দার আল-ফিকর আল-আরাবী, কায়রো ১৯৪৭, যিনি সঠিকভাবে লক্ষ্য করেন যে ইসলাম ছিল তরুণদের এক আন্দোলন।

১৭. তু. হিট্টি, মেকার্স অব আরব হিস্টরী, লন্ডন ১৯৬৯, ১৩ প.।

১৮. তু. আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১৯৯। এতে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে একজন কিনানী স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আমর বিন সাঈদ আল-উমাবীর স্ত্রী ছিলেন।

১৯. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৪৫-৬।

২০. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৩৫৯; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৯৩-৪, ৩য়, ১৬৩; উসদ, ৪র্থ, ৮৬।

২১. উসদ, পূর্বোক্ত।

২২. ইব্‌ন হিশাম, ২য় ৬৪০; ওয়াকিদী, ৯৮৩-৪; ইব্‌ন সা'দ, ২৪৮-৯; উসদ, ৪র্থ, ৮৬।

২৩. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৪৮।

২৪. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৬১ প.।

২৫. ইব্‌ন হিশাম, ২য় ২০৩; ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২১৯-২১, বুখারী ও মুসলিম, ইসলাম আবী যার। তু. ইসাবাহ, নং ৩৭৪; জামহারাহ, ১৭৫।

২৬. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ ২১৯-২১। তু. ইসাবাহ্, নং ২৮৯; জামহারাহ্, ১৭৬।

২৭. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৪৪-৫। তু. ইসাবাহ্, নং ৪১৬; জামাহারাহ্, ১৭৬।

২৮. তু. জামহারাহ্, ১৭৫-৬, এতে আবূ সারীহাহ হুযায়ফা বিন 'আবদুল্লাহ্,আবূ নুওয়ায়রাহ, খালিদ বিন সায়ার প্রমুখসহ গিফার গোত্রের অন্যান্য মুসলমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন ইসাবাহ্, নং ১৬৪৪, ৬৬১, ৯৯৬ ও ২১৭০।

২৯. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২২১। তু. ইব্‌ন হিশাম, ৩য়, ২১৩; উসদ, ৪র্থ, ২৫০ ও ৫ম, ১৯৭। আবূ রুহম, সাইবা বিন উরফাতাহ ও কাব বিন উমায়র-এর ন্যায় কিছু গিফারী মহানবী (সাঃ)এর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গিফারী গোত্রের আরো কিছু লোক মদীনার হিমা (গোচারণ ভূমি) দেখাশোনা করতেন। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৮৪

৩০. পূর্বোক্ত, ৫১৭-১৮।

৩১. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৫৭।

৩২. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৪৪-৫।

৩৩. তু. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক, ১৪৫।

৩৪. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৪৫।

www.pathagar.com

৩৫. ইব্ন সা'দ, ৪র্থ ৩৮৮ প.।

৩৬. ইব্ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৮৮।

৩৭. ইব্ন হিশাম, ৩য় ৩৭০; উসদ, ৪র্থ, ১৫৭। তু. জামহারাহ, ১৭৪; ইসাবাহ, নং ৬৮, এবং ৩০৩৪ আরো ২ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৮. জামহারাহ, ১৭৪-৫। তু. ইসাবাহ, যথাক্রমে নং ৩০৩৪ ও ৬৮ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন। আরো দেখুন, ওয়াকিদী, ৫৬০। তিনি বলেন, মিহজিন আল-দুইলী ৬ হিজরী/৬২৮ খৃষ্টাব্দে হিসমা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। অন্যান্য মুসলমানদের বিষয়ে দেখুন ওয়াকিদী, ৭৮২, ৮৪, ৮৯, ৮১২৪৬।

৩৯. ইব্ন ইসহাক, ৫৬১-৬৫; ইব্ন হিশাম, ৩য়, ৪৩৬; ওয়াকিদী, ৮৭৫-৮১; ইব্ন সা' দ, ২য়, ১৪৭-৯ তাবারী, ৩য়, ৬৬-৬৭। তু. বুখারী, কিতাব আল-মাগাজী।

৪০. ইব্ন হিশাম, ৩য়, ৬২২; উসদ, ৪র্থ, ১৬৮।

৪১. ইব্ন হিশাম, ৩য়, ৩২৮; উসদ, ৫ম, ৪৩।

৪২. জামহারাহ, ১৭১-১৭৩। তু. ইসাবাহ, নং ৭০৫৬, ৭২৮, ১৯৭, ৪৩৬৩, ৭৭৫৩, ৩৮৩৩, ৮৮০৮, ১৮৬৩, ১৪৩, ১২১১, ৬৭৬, ৩৭৩, ২১৪৭, ৪৩৬১, ৪৩৬৮ ও ৯০৮৭।

৪৩. পূর্বোক্ত।

৪৪. পূর্বোক্ত।

৪৫. খুযা'আহ গোত্র ছিল মক্কা ও সংলগ্ন এলাকার পুরনো অধিবাসী। কুরায়শ বংশের কুসায় বিন কিলাব মক্কার বিষয়াদির দায়িত্ব লাভ করার পর খুযা'আহ গোত্রের লোকেরা মক্কা থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং মক্কা ও মদীনার পশ্চিমাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। খুযা'আহর প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য দেখুন ইব্ন ইসহাক, ৪৮-৪৯, ৫২; ইব্ন সা'দ, ১ম, ৬৮-৯; মুহাম্মদ বিন হাবীব বাগদাদী, কিতাব আল-মুনাম্মাক ফী আখবার-ই-কুরায়শ, সম্পাদনা কে.এ. ফারিক, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৬৪, ২৭৫, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ৪৯-৫০; আজরাকী, কিতাব আখবার মক্কাহ, সম্পাদনা ফার্দিনান্দ উস্টেনফেল্ড, বৈরুত ১৯৬৪, ৬৪-৬৬, তাবারী, ২য়, ৪৩।

৪৬. ইব্ন সা'দ, ৪র্থ ২২২।

৪৭. বুখারী, বাব আসলাম ওয়া গিফার। তু. ইসহাক, ৩৯০।

৪৮. তাবাকাত, ৪র্থ ২২১-২২২।

৪৯. ইব্ন সা'দ, ৪র্থ, ২২১-২২২। তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) মদীনায় পৌছা মাত্র উভয় গোত্রই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করত ইসলাম গ্রহণ করে।

৫০. ইব্ন ইসহাক, ৩২৮, উল্লেখ করেছেন যে মক্কা থেকে মদীনা হিজরতকারীদের মধ্যে কমপক্ষে দুই জন লোক ছিলেন খুযাআহ গোত্রের। তাঁদের নাম ছিল আয়হামাহ, বনূ মাখযূম/কুরায়শ-এর একজন হালীফ এবং যূ আল-শিমালায়ন। তাঁরা বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। অন্য একজন মুসলমান ছিলেন নাফি বিন বুদায়ল বিন ওয়ারাকা। তিনি চতুর্থ হিজরীর সফর/৬২৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংঘটিত বি'র মাউনার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও শহীদ হন। দেখুন ইব্ন ইসহাক, ৪৩৪; ইব্ন সা'দ, ৪র্থ, ২৯৪। তু. ইব্ন সা'দ, ৩য়, ২৬৫, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আবিসিনিয়ার হিজরতকারীদের মধ্যে মুআত্তিব বিন আওফ খুযাঈ বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আরো দেখুন আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ২১১-১২। বালাযূরীও আবিসিনিয়ায়

www.pathagar.com

হিজরতকারীদের মধ্যে খুযাআহর একজন মহিলা ও খালিদ বিন সাঈদ আল-উমাবীর স্ত্রী হুমায়নাহ বিনতে খালাফ-এর নাম উল্লেখ করেছেন। দেখুন আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১৯৯।

৫১. তাবাকাত, ৪র্থ, ২৪১-৪৩, ২৯৮-৩২৫।

৫২. তাবাকাত, ৪র্থ, ২৮৭-৯৭।

৫৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ, ২৭৮; ৫ম, ২৫০।

৫৪. ইব্‌ন সা'দ ২য়, ১২০-২১, ১৫০, ১৬৮-১৭৩; তাবারী, ২য় ৭৩; উসদ, ৩য়, ১৪১-২; ৫ম, ৪, ১৬৯-৭০।

৫৫. তু. অধ্যায় ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ।

৫৬. তু. মাজমূ'আতুল-ওয়াসাইক, ১৪৭-৪৯। এতে বলা হয়েছে যে গোত্রের একটি অংশ হিজরত করলেও অন্য অংশটি স্বদেশেই থেকে যায়। এ বিবরণ থেকে এটা পরিষ্কার যে ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাসের কারণেই পল্লী অঞ্চলের আসলামীদের এ মর্যাদা দেয়া হয়েছিল।

৫৭. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৮৬।

৫৮. উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আল-হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে আলোচনাকালে বনূ কা'ব বিন আমর-এর খিরাশ বিন উমাইয়াহ মহানবী (সাঃ) এর দূত হিসাবে কাজ করেন। অন্যদিকে বুশর অথবা বিশর বিন সুফিয়ান একজন গুপ্তচর হিসাবে কাজ করেন এবং কুরায়শদের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। দেখুন ইবনে সা'দ ২য় ৯৫-৯৬, তাবারী,২য়, ৬৩১; উসদ, ১ম, ২৫১; ২য়, ১৯৮।

৫৯. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৯৩, তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তা এই যে বনূ তামীম -এর একটি অংশ ইসলাম গ্রহণকে পছন্দ করেনি এবং তারা মহানবী(সাঃ) কে কর প্রদান করাও পছন্দ করতো না। তাই তারা বনূ কাবকে সাদাকাহ বন্ধ করতে বাধ্য করে। বনূ কাব তৎক্ষণাৎ তা মহানবী (সাঃ) কে জানালে তিনি বনূ তামীমের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন।

৬০. ওয়াকিদী, ৯৭৩, ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৬০; আনসাবু'ল আশরাফ, ১ম, ৫৩১; উসদ, ১ম, ১৭৫-৬। সকলেই বলেন যে বুরায়দাহ বিন আল-হুসায়ব আল-আসলামী আসলাম ও গিফার গোত্রের কাছ থেকে কর আদায়করী নিযুক্ত হন। বালাযূরী বলেন, তিনি জুহায়নাহ্‌র কাছ থেকেও কর আদায় করতেন।

৬১. ওয়াকিদী, ৯৮০-৮১, ইব্‌ন সা'দ ২য়, ১৬১-৬২ ও আনসাব-আল আশরাফ, ৫৩০ অনুযায়ী আব্বাদ বিন বিশর আল-আনসারী বনূ আল-মুসতালিকের কাছ থেকে সাদাকাহ্ আদায় করতেন। তবে তার আগে ওয়ালীদ বিন উকাবাকে এ কাজে নিয়োগ করা হয়, যদিও কিছু কারণে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। তু. ওয়াকিদী ৯৮০; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৬০-৬১।

৬২. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৫৭; ওয়াকিদী, ৮০০-৮০১। তু. উসদ ১ম, ১৭৫-৬; ৫ম, , ২২৫। তারা বলেছেন যে মুসলিম বাহিনীতে বনূ আসলাম থেকে দু'জন এবং বনূ কাব থেকে ৩ জন মোট ৫জন পতাকাবাহী ছিলেন।

৬৩. ওয়াকিদী, ৯৯০-৯১।

৬৪. ওয়াকিদী, ৭৪৯, স্পষ্ট করে বলেন, আল হুদায়বিয়ার সন্ধির পর খুযাআহ্‌র শেষ ব্যক্তিটিও ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬৫. তাঁরা হলেনঃ আমর বিন মুররাহ-উসদ, ৪র্থ, ১৩১; বাসবাস বিন আমর, ওয়াকিদী, ৬ ও ইব্‌ন

www.pathagar.com

সা'দ, ২য়, ১২; আদী বিন আবি আল জাগবা-ওয়াকিদী, ৬ ও ইব্ন সা'দ, ২য়, ১২; , জুনদুব বিন মাকিস-উস্দ, ১ম, ৩০৬, মাবাদ বিন খালিদ-উসদ, ৪র্থ, ৩৯০; সুয়ায়দ বিন সাখর -উসদ, ২য়, ৩৭৮; যায়দ বিন খালিদ-উসদ ২য়, ২২৮; 'আবদুল্লাহ্ বিন বদর-উসদ, ৩য়, ১২৩-৪; যামুরাহ-ওয়াকিদী, পূর্বোক্ত।

৬৬. তাঁদের নাম হলঃ নূমান বিন মুকাররিন-উসদ, ৫ম, ৩০-৩১; খুযা'ঈ বিন আবদ নাহম-উসদ, ২য়, ১১৩; উবায়দ বিন মারওয়াহ-উসদ, ৩য়, ৩৫৩; বিলাল বিন হারিস-উসদ, ১ম, ২০৫; 'আবদুল্লাহ বিন আমর-ওয়াকিদী, ৮০০।

৬৭. তাঁদের নাম হলঃ আদী বিন আবী আল-যাগবা, ওয়াদীয়াহ বিন আমর, যিয়াদ বিন কাব, যামর বিন আমর এবং বাসবাস বিন আমর। এঁদের সকলেই ছিলেন জুহায়নাহ গোত্রের। মুজায়নাহ গোত্রের ছিলেন আসিম বিন আল উকায়র। অন্য ব্যক্তি কাব বিন জামমাযকে যদি জুহানী বলে ধরা হয়, ওয়াকিদীর বর্ণানুযায়ী, তা হলে জুহায়নাহ গোত্র থেকে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ জন। দেখুন ইব্ন সা'দ, ৩য়, ৪৯৬-৭, ৫৪৫, ৫৫৯-৫৬০।

৬৮. ইব্ন সা'দ, ৩য়, ২৪৭-৮, বলেন যে ওয়াহাব বিন কাবূব মুজানী ও তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র আল হারিস বিন উকবাহ মুজায়নাহ্র পর্বতমালা থেকে তাঁদের মেষগুলো নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লড়াই করেন।

৬৯. কিতাবু'ল-ইশতিকাক, সম্পাদনা, এফ. উসটেনফেল্ড, গটিনজেন ১৮৫৪, ১১১-১২।

৭০. উসদ, ৫ম, ৩০-৩১।

৭১. তাবাকাত, ১ম, ৩৩৩-৩৪।

৭২. তিনি তাবাকাতে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েছেন, ৪র্থ, ৩৪৩-৫৩।

৭৩. ইব্ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৪৮।

৭৪. ইব্ন সা'দ, ১ম, ৩৩৩।

৭৫. ইব্ন সা'দ, ১ম, ৩৩৩-৩৪।

৭৬. ইব্ন সা'দ, ১ম, ৩২৯। তুলনীয় ওয়াট, মুহাম্মাদ এট মদীনা, ৮৫। তিনি জুহায়নাহর প্রতিনিধিদলের কথা উল্লেখ করলেও আশ্চর্য যে মুজায়নাহর প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করেন নি।

৭৭. ইব্ন ইসহাক, ৫৪৯. ৫৪, ৫৭; ওয়াকিদী, ৮০০, ৮২০।

৭৮. ইব্ন ইসহাক, ৫৬৮।

৭৯. ওয়াকিদী, ৯৯০।

৮০. ইব্ন সা'দ, ৪র্থ ২৪১। যদিও তিনি যামাদ-এর ইসলাম গ্রহণ ও তার স্ব-গোত্রের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে তার পরবর্তী কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন নি। আরো দেখুন তাবাকাত, ১ম, ২৯৯। এখানে ইব্ন সা'দ ৫ হিজরীর রজব/৬২৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এক প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। তু. মুসলিম, বাব'উল -আওকাত আল-লাতী নুহিয়া আন আস-সালাত ফীহা। তিনিও যামাদ বিন সালাবার ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।

৮১. আল-জামী আল-সহ্, বাব তাকফিফ আস-সালাত ওয়া আল-খুতবাহ্। এতে শুধু এ গোত্রের ইসলাম গ্রহণেরই উল্লেখ করা হয়নি, ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সুসম্পর্কের কথাও বলা হয়েছে।

৮২. ইব্ন সা'দ, ৪র্থ, ২৪১। তিনি বলেন যে আলী ইব্ন আবী তালিব ইয়ামানে অভিযান চালালে তাঁর

www.pathagar.com

সৈন্যরা আযদ শানূয়াহর জনসাধারণের কাছ থেকে কিছু জিনিস-পত্র লুণ্ঠন করে। এ ঘটনা জানার পর তিনি সৈন্যদেরকে সকল মাল ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, কারণ তারা ছিল যামাদ বিন সালাবাহর কওম। এ থেকে আভাস পাওয়া যায় যে এ গোত্র ইতিমধ্যেই ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

৮৩. ইব্‌ন সা'দ ৪র্থ; ১১১-১১৮, দু'টি বিবরণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় বর্ণনানুযায়ী তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের লোকদের মধ্যে ফিরে যান। এরপর তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরীর নেতৃত্বাধীন আশ'আরীদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে ৭ম হিজরী/৬২৮ খৃষ্টাব্দে মদীনায় আগমন করেন। এ সময় মহানবী (সাঃ) খায়বারে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন। তু. উসদ, ৪র্থ, ৪০৩। তিনি প্রথম বিবরণটি সমর্থন করেছেন।

৮৪. তুফায়ল বিন আমর সম্পর্কে দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ১১১-১৬; ওয়াকিদী, ৮৭০; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৫৭-৮; আনসাব' আল-আশরাফ, ১ম, ১১৯-২৩; তাবারী, ২য়, ৩২২-২৯; বুখারী, কিসসাহ দাওস; এবং উসদ, ৩য়, ৫৪-৫৫,। তার পুত্রের ব্যাপারে দেখুন ওয়াকিদী, ৯২৩; উসদ, ৪র্থ, ১১৫।

৮৫. মুসলিম, কিতাবু'ল-ঈমান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তুফায়ল বিন আমর ছিলেন তাঁর গোত্রের জাতীয় কবি। এটা সুবিদিত ছিল যে কবিরা আরব সমাজে বিপুল মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা জনগণের বিবেকের রক্ষক বলে গণ্য হতেন।

৮৬. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৫৩।

৮৭. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ ৩২৫-৪১; ১ম, ৩৫৩।

৮৮. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৪১।

৮৯. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৪১, বলেন যে তিনি মহানবী (সাঃ) এর মত মহান 'উমর -এর সময়েও কর আদায়কারীর দায়িত্ব পালন করেন। তু. উসদ, ২য়, ২৭৬। তিনিও ইব্‌ন সা'দকে সমর্থন করেছেন। আরো দেখুন ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৫৩।

৯০. তু. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ২৭৬।

৯১. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৪২ বলেন যে বুহায়নাহ তার মায়ের নাম ছিল।

৯২. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৪২।

৯৩. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ ৩৪৩, বলেন যে তিনি এ গোত্রের বনূ লিহবের সদস্য ছিলেন।

৯৪. তু. ওযাট, মুহাম্মদ এট মদীনা,৮৭।

৯৫. তু. মুহাম্মদ বিন হাবীব বাগদাদী, কিতাবুল-মুহাব্বার, ২১২। তিনি বলেন, আসাদ খুযায়মাহর একটি শাখা বনূ গানাম বিন দূদান ৬ষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে মক্কায় হিজরত করে হারব বিন উমাইয়াহ এবং পরে তার পুত্র আবূ সুফিয়ান বিন হারব-এর হালীফ হিসাবে সেখানে বসতি স্থাপন করে। এ শাখার প্রধান জাহশ বিন রিয়াব বনূ হাশিমের আবদুল-মুত্তালিবের কন্যা উমাইয়া বিনতে 'আব্দুল-মুত্তালিবকে বিবাহের মাধ্যমে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বনূ উমাইয়াহর সাথে তাদের হিলফ বন্ধন সম্পর্কে দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ১৪৬, ও ৩২৮, ইব্‌ন সা'দ ৩য়, ৮৯-৮৯। অনুরূপভাবে খুযায়মাহর অন্য একটি শাখা আল কারাহ আল হুন বিন খুযায়মাহর বংশধর। দেখুন ইব্‌ন হাযম আল-আন্দালূসী, জামহারাহ, ১৭৯-৮১। আরো দেখুন ওয়াকিদী ১৬৪। তিনি জনৈক উওয়ায়মকে বনূ আস্সাদের বনূ মাযিন বিন আল নাজ্জার-এর হালীফ বলে উল্লেখ করেছেন যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

৯৬. ইব্‌ন ইসহাক, ২১৫-১৬, মদীনায় হিজরত করার সূত্রে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেন যে তাঁরা এবং অন্যান্য মুহাজিরগণ দলবদ্ধভাবে বা সঙ্গীদের সাথে হিজরত করেছিল। তু. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৮৯-৯৭, তিনি মহানবী (সাঃ)-এর বদরী সঙ্গী হিসেবে তাঁদের মধ্যকার ১০ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। আরো দেখুন জামহারাহ, ১৮০-৮১, এতে বলা হয়েছে, তাঁদের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ও মুহাজির ছিলেন।

৯৭. ইব্‌ন ইসহাক, ১৪৬, আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে মাত্র ৩ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে আনসাব' আল আশরাফ, ১ম, ১৯৯-২০০ এ সংখ্যা ৫ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯৮. ইব্‌ন ইসহাক, ১১৬, ১৪৬, ২১৫-১৬। তু. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৮৯-৯৭; জামহারাহ, ১৯৯-২০০।

৯৯. তু. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক, ১৭৬-১৭৭, এতে বনূ আসাদকে লেখা মহানবী (সাঃ)-এর একটি পত্র রয়েছে। পত্রে তায়ীদের পানির উৎসগুলোতে হস্তক্ষেপ না করার জন্য তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। কারণ তা তাদের জন্য অনুমোদিত ছিল না। উপরন্তু আসাদ ও তায়ীর জন্য একজন যৌথ কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। আরো দেখুন ফুতূহ আল-বুলদান, ১০৫; তাবারী, ৩য়, ২৫৪। এতে বলা হয় যে বুযাখাহ ছিল বনূ আসাদের পানির একটি উৎস। বুযাখাহর জন্য দেখুন মুজামু'ল-বুলদান, ১৪২।

১০০. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৬৮।

১০১. ইব্‌ন সা'দ, ২৯২-৯৩।

১০২. তাবারী, (তফসীর, সুরাহ আল হুজুরাত,আয়াত ১৭, তারীখ, ৩য়, ৯৬), বলেন যে, এ আয়াতটি তাদের স্বঘোষিত মুসলমান হওয়ার অতিরঞ্জিত দাবির প্রতিবাদে নাযিল হয়। আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ যে তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছেন। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, '৮৮। তিনি অনুমান করে বলেন যে বিভিন্ন ঘটনায় একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের আভাস পাওয়া যায়। তবে তার অনুমান তথ্য ভিত্তিক নয়। কারণ কুরআনের আয়াত থেকেও তাদের বিশ্বস্ততাই প্রমাণিত হয়।

১০৩. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৬০০; ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২২; আনসাবু'ল- আশরাফ, ১ম, ৫৩০; তাবারী, ৩য়, ১৪৭; উসদ, ৩য়, ৩৯২-৪।

১০৪. তাবারী, ৩য়, ২৪৪; ২৫৩-৫৮।

১০৫. তাবারী, ৩য় ২৫৩-৫৮।

১০৬. জামহারাহ, ১৮০।

১০৭. ঐ, ১৮২।

১০৮. ঐ, ১৮২, এতে বলা হয়েছে যে তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাতকারী এক প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় আসেন।

১০৯. জামহারাহ, ১৮২।

১১০. জামহারাহ, ১৮৫।

১১১. ইব্‌ন ইসহাক, ৩২৮। তু. জামহারাহ, ১৭৯। আরো দেখুন ওয়াকিদী, ১৫৫ এবং ইব্‌ন ইসহাক, ১১৬, এতে তাকে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১১২. উসদ, ৪র্থ, ৩৫৯।

১১৩. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ১৫৪।

১১৪. তু.জামহারাহ্, ১৭৯, এতে বলা হয়েছে যে মালীহ বিন আল-হূন বিন খুযায়মাহর ২ পুত্র ছিল- ইয়াসির ও আল-হাকাম। আল-হাকামের বংশধরগণ মাযহিজ-এর সাথে মিশে যায় এবং অন্য বিবরণ মতে তারা উমাইয়া আমলের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আল-জাররাহ বিন আবদুল্লাহ্ আল-হাকামীর রাহত (পরিবার) গঠন করেছিল।

১১৫. ইব্ন হিশাম, ৬০৯, ২য় ১৬৯; ওয়াকিদী, ৩৪৫; ইব্ন সা'দ, ২য়, ৫৫-৬; আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৩৭৫; তাবারী, ২য়, ৫৩৮।

১১৬. তাবাকাত, ৪র্থ, ২১৪-১৮, এতে বলা হয়েছে যে তিনি উকায-এ মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলামে বায়আত হন।

১১৭. ইব্ন সা'দ, ৬ষ্ঠ, ২১৯। তু. ইব্ন ইসহাক, ১১৬ এবং জামহারাহ্, ২৫২, এতে বলা হয়েছে যে আমর বিন আবাসাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইসলাম পূর্ব যুগের বন্ধু ছিলেন।

১১৮. ইব্ন ইসহাক, ৩২৮; ওয়াকিদী, ১৫৪; ইব্ন সা'দ, ৩য়, ৯৯; আনসাবু'ল-আশরাফ, ১, ২০১। যদিও তিনি অন্য একটি শাখা মাযিন-এর লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি সুলায়মের আত্মীয়ও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সুলায়মের ভাই-এর পরিবারের লোক। তিনিও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তু. জামহারাহ্, ২৪৮।

১১৯. ওয়াকিদী, ৩৫৩; ইব্ন ইসহাক, ৪৩৪।

১২০. ইব্ন ইসহাক, ৪৩৪-৩৬।

১২১. ইব্ন ইসহাক, ৪৩৫; ওয়াকিদী ৩৪৯; ইব্ন সা'দ ২য়, ৫২; তাবারী, ২য়, ৫৪৮। তাঁরা সকলেই বর্ণনা করেছেন যে জাব্বার তার বর্শা দ্বারা আমীর বিন ফুহায়রাহর বক্ষ ভেদ করলে তিনি মাটিতে পড়তে গিয়ে বলেন, 'কাবার স্রষ্টার কসম! আমি সফল হয়েছি।' এ আশ্চর্য ঘটনায় জাব্বার ইসলাম গ্রহণ করেন।

১২২. ইব্ন ইসহাক, ৭৯৪, ওয়াকিদী, ৪২৮, ১০৯৩; বুখারী, কিতাবু'শ-শাহাদাত; উসদ, ৩য়, ২৬-৭; জামহারাহ্, ২৫২।

১২৩. ওয়াকিদী, ৪৪৩; ইব্ন স'দ, ২য়, ৬৬।

১২৪. ওয়াকিদী, ৪৮৮-৯১; ইব্ন সা'দ ২য়, ৭১-৭২।

১২৫. তাবাকাত, ৪র্থ, ২৬৯-৭৭। এতে নিম্নোক্ত নওমুসলিমদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; (১) আল-হাজ্জাজ বিন ইলাত (২) আল-আব্বাস বিন মিরদাস,(৩) তাঁর পুত্র জাহীমাহ বিন আল-আব্বাস (৪) য়াযীদ বিন আল-আখনাস (৫) আল-জাহহাক বিন সুফিয়ান বিন আল-হারিস (৬) উতবাহ বিন ফারকাদ (৭) খুফাফ বিন উমাইর বিন আল-হারিস (৮) ইবনু'ল-আওজা (৯) আল-ওয়ারদ বিন খালিদ বিন হুযায়ফাহ (১০) হাওযাহ বিন আল-হারিস (১১) আল-ইরবায বিন সারিয়াহ এবং (১২) আবূ হুসায়ন। তু. জামহারাহ্, ২৪৯-৫২। এতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের এ সময়কার মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৬. ইব্ন ইসহাক, ৫৮১, তাঁর কবিতার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অংশের উল্লেখ করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ
'এবং সুলায়মের ছিল দম্ভ করার মত কিছুঃ
তারা ছিল মানুষ যারা সাহায্য করেছিল স্রষ্টাকে

এবং তারা অনুসরণ করেছিল নবীর ধর্মকে যখন
মানুষ হয়ে পড়েছিল বিভ্রান্ত।'

১২৭. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৬৯ –৭৭। তু. জামহারাহ্‌, ২৪৯–২৫২। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুলায়মের নেতাসহ গোড়ার দিকে যারা মুসলমান হয়েছিল তারা এর শাখা গোত্রসমূহ উসায়াহ্‌, রি'ল ও যাকওয়ানের সদস্য ছিল। বি'র মাউনার মর্মান্তিক ঘটনার জন্য এ শাখাগুলোই দায়ী ছিল। যেমন–আব্বাস্‌ বিন মিরদাস ও তার পুত্র জাহীমাহ এবং সাফওয়ান বিন মুআত্তাল ছিল যাকওয়ান শাখার, অন্যদিকে খুফাফ বিন উমায়র, হাওযাহ্‌ বিন হারিস এবং আরবী সাহিত্যের বড় মহিলা কবি আল–খানসাহ্‌ ছিল উমায়াহ্‌ শাখার।

১২৮. ইব্‌ন ইসহাক, ৭৮৯–৮০০, ওয়াকিদী, ৭৯৯, ৮১২–১৩, ৮১৯। তু. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৩৪–৩৫, তিনি বনূ সুলায়মের অংশগ্রহণের কথা বলেছেন, তবে তার শক্তির বর্ণনা দেননি।

১২৯. অন্যান্য বৃহৎ দলগুলো ছিল পশ্চিমাঞ্চলীয় মুযায়নাহ্‌ ও জুহায়নাহ্‌ গোত্রের।

১৩০. ওয়াকিদী, ৮১৯, ৮৯৭। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৮৩।

১৩১. ওয়াকিদী, ৯৫২, বলেন,তাদের গোত্র প্রধান আব্বাস বিন মিরদাস তার ভাগে যে সব যুদ্ধবন্দী পড়েছিল তাদের মুক্তি দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। পরে অবশ্য তিনি মহানবী (সাঃ) এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।

১৩২. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৬১–৬৪; ওয়াকিদী; ৮৭৫।

১৩৩. ওয়াকিদী ৯৯০।

১৩৪. তাবাকাত, ১ম, ৩০৭–৯।

১৩৫. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৭৩–৪; উসদ, ৪র্থ, ২৩১ প.; মাজমূ'আতু'ল–ওয়াসাইক ১৮০–৮৪।

১৩৬. ওয়াকিদী, ৯৭৩; ইবনে সা'দ, ২য়, ১৬০; আনসাবু'ল–আশরাফ, ১ম, ৫৩০। ওয়াকিদী ও তাঁর অনুসারীরা বলেন যে আব্বাদ বিন বিশর আশহালীকে সুলায়ম ও মুযায়নাহ্‌ গোত্রের জন্য যৌথভাবে নিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে বালাযূরী বলেন, আব্বাস বিন মিরদাস সুলামীকে বনূ সুলায়ম ও বনূ মাযিন–এর কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়।

১৩৭. উসদ, ২য়, ৭৫।

১৩৮. যাহোক, উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুলায়ম গোত্র ইসলামকে অস্বীকার করেনি, তাঁরা শুধু মদীনাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল।

১৩৯. ইব্‌ন হাযমের মতে, জামহারাহ্‌, ২৩৭–৫৪, বনূ গাতফান ছিল সা'দ বিন কায়স আয়লান বিন মুযার এর বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে বনূ সুলায়ম ছিল মনসুর বিন ইকরামাহ বিন খাসফাহ বিন কায়স আয়লান এর শাখা গোষ্ঠী।

১৪০. (১) বনূ আশজা ছিল রায়স বিন গাতফান গোত্রের বংশধর ।অন্যদিকে (২) বনূ ফাযারাহ ছিল জুবায়ন বিন বাগিয বিন রায়স বিন গাতফান এর (৩) বনূ মুররাহ ছিল আওফ বিন সা'দ বিন জুবয়ান বিন বাগিয বিন রায়স বিন গাতফান এর (৪) বনূ সালাবাহ ছিল সা'দ বিন জুবয়ান বিন রায়স বিন গাতফান এর, (৫) বনূ মুহারিব ছিল খাসফাহ বিন কায়স আয়লান এর, (৬) বনূ আবস ছিল বাগিয বিন রায়স বিন গাতফান–এর। (৭) বনূ জুবয়ান ছিল বাগিয বিন রায়স বিন গাতফান বংশোদ্ভূত। এগুলো ছাড়াও বনূ আবদ ু'ল–উজ্জাহ বিন গাতফান ও বনূ আম্মার বিন বাগিয বিন রায়স বিন গাতফানের ন্যায় আরো কিছু কিছু ক্ষুদ্র উপগোত্র ছিল।

www.pathagar.com

১৪১. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৮১। তিনি এ বিবরণ মেনে নেন নি। বরং তার মতে তিনি গোড়ার দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

১৪২. জামহারাহ, ২৩৮, বলেন যে তার নাম ছিল আল-হারিস বিন হুমায়ল, ইব্‌ন সা'দের কথিত জারিয়াহ নয়।

১৪৩. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৭৭-৮৪।

১৪৪. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৭৭-৭৯। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৫৮-৬০, ইব্‌ন সা'দ, ২য় ৬৯; ওয়াকিদী, ৪৮০-৮৭; তাবারী, ২য়, ৫৭৮-৭৯; উসদ, ৩য় , ২৬৮।

১৪৫. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৮০; উসদ, ৩য়, ২৬৮। খায়বার অভিযানে তিনি মহানবী (সাঃ) এর একজন পথ প্রদর্শক ছিলেন।

১৪৬. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৮০-৮১; উসদ, ৪র্থ, ১৫৬। খায়বার অভিযানে তিনি ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর অন্য আর একজন পথ প্রদর্শক।

১৪৭. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৮০, বলেন যে তাঁর পিতার নাম ছিল নুওয়ায়রাহ, অন্যদিকে তাবারী ৩য়, ২৩, এবং উসদ- ২য়, ১৬,এর ন্যায় অন্যান্য সূত্রে তার নাম খারিজাহ বলে উল্লেখ করা হয়।

১৪৮. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৮২-৮৩। মক্কা বিজয় কালে তিনি গোত্রের পতাকাধারী ছিলেন।

১৪৯. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৮০। তু. জামহারাহ, ২৩৮। এতে তাকে মাসউদ বিন আইয মানে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৫০. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৫৮। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা ৯২। এতে বলা হয়েছে যে এ সময়ে কেউ আনুগত্য স্বীকার করে নি। তবে প্রকৃত ঘটনা অন্য কথা বলে। আরো দেখুন জামহারাহ, ২৩৮। এতে আশজা গোত্র থেকে নুবায়ত বিন শুরায়ত নামে আরেকজন মুসলমানের কথা বলা হয়েয়ে।

১৫১. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩০৬।

১৫২. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩০৬। তু. মাজমূআতু'ল ওয়াসাইক, ১৪৫। এতে নুয়ায়ম বিন মাসউদের সাথে জোট গঠনের কথা বলা হয়েছে।

১৫৩. ওয়াকিদী, ৭৯৯-৮০০। তিনি বলেন যে, অভিযানের যোদ্ধা সংগ্রহের জন্যে মহানবী (সাঃ) মাকিল বিন সিনান ও নুয়ায়ম বিন মাসউদকে পাঠিয়েছিলেন। তু. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ২৮৭।

১৫৪. ওয়াকিদী, ৯৯০।

১৫৫. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৯৩; ওয়াকিদী, ৯৫১-৫২; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৫৩-৫৪; তাবারী, ৩য়, ৮৬। তারা বনূ ফাযারাহসহ পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছু গোত্রের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৯৪। তিনি বলেন, 'ফাযারাহর উয়ায়নাহ বিন হিসন-এর সাথে তাঁর গোত্রের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পর্যন্ত ছিল না।'

১৫৬. ওয়াকিদী, ৬৫২, ৭২৯, ৭৩১।

১৫৭. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৬৮। তিনি সুলায়ম গোত্রের আব্বাস বিন মিরদাসের এ উপলক্ষে রচিত কবিতার কথা উল্লেখ করেছেনঃ

'তাঁর (মহানবী (সাঃ)) ডানদিকে ছিল বনূ আসাদ
এবং দুর্দান্ত বনূ আবস এবং যুবয়ান।'

২টি গোত্রের বংশগত বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন জামহারাহ, ২৩৯-৪৩।

১৫৮. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৩৯; ওয়াকিদী ৯৪৪-৪৬; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৫৩; তাবারী ৩য়, ৯০। এসব

www.pathagar.com

বিবরণ অনুযায়ী বিভিন্ন গোত্রের ১২ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মাথাপিছু ১শ'টি করে উট দেয়া হয়। এদের অধিকাংশই ছিল মক্কার কুরায়শ-এর বিভিন্ন শাখার। শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ ছিল অন্যান্য গোত্রের।

১৫৯. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৬৭; ইব্‌ন হিশাম, ৬২১; ওয়াকিদী, ৯৭৪-৫; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৬০-৬১। এ বাহিনীতে ৫০ জন অশ্বারোহী ছিল, সকলেই ছিল যাযাবর আরব, সম্ভবত ফাযারাহ গোত্রের।

১৬০. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৬০; উসদ, ৪র্থ, ১৬৬-৭।

১৬১. আনসাবু'ল-আশরাফ, ৫৩০। তু. ওয়াকিদী, ৯৭৩। তিনি বলেন,আমর ইবনু'ল-আসকে ফাযারাহর কাছে কেন্দ্রীয় কর আদায়কারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল।

১৬২. ইব্‌ন সা'দ ১ম, ২৯৭। তু. তাবারী, ৩য়, ১২২। তিনি আরও যোগ করে বলেন উয়ায়নাহর এক ভাই খারিজাহ বিন হিসন তাঁদের মধ্যে ছিলেন।

১৬৩. জামহারাহ, ২৪৩-৪৫। সামুরাহ বিন জুনদুব সম্পর্কে দেখুন ইসাবাহ নং ৩৪৭৫।

১৬৪. তাবারী, ৩য়, ২৫৬। তু. তাবারী, ৩য়, ২৬০। তিনি বলেন, উয়ায়নাহ বিন হিসন আল-ফাযারীকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় মদীনায় আনা হয়। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য মদীনার বালকরা তাকে বিদ্রুপ করতে থাকে। তিনি 'আমি আল্লাহ্‌তে কখনো বিশ্বাস করিনি' বলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই একটি খবরের উপর ভিত্তি করে কায়তানি ও ওয়াটের ন্যায় পণ্ডিতরা বলেছেন যে উয়ায়নাহকে অবিশ্বাসী থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছিল (মুহাম্মদ এট মদীনা, ৯৪-৯৫)। কৌতূহলজনক ব্যাপার যে তারা অন্য সকল সত্য বাতিল করে দিয়েছে যা তার ঈমানের দৃঢ়তা না হলেও ইসলামের প্রতি তার আনুগত্যের পরিচয় দেয়। একটি উদাহরণ যে উয়ায়নাহর নিজের ভাই খারিজাহ আবস ও যুবয়ান গোত্রের তাঁর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং যাকাত মওকুফ করার আবেদন জানান। তারা নামায আদায় ও অন্যান্য ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। আবস ও জুবয়ানের লোকদের ইসলাম গ্রহণের আরো প্রমাণ আছে। খলীফা আবূ বকর জু আল-ধর্মত্যাগীদের পরাজিত করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুসলমানদের উপর হামলা চালায় এবং তাদেরকে কাসাহতে নির্মমভাবে হত্যা করে। দেখুন, তাবারী, ৩য়, ২৪৪, ২৪৬ প.।

১৬৫. ওয়াকিদী, ৭২৯।

১৬৬. ওয়াকিদী, ৪৮০।

১৬৭. ওয়াকিদী, ৭২৯।

১৬৮. ওয়াকিদী, ৭৩১।

১৬৯. উসদ, ২য়, ২৪৪।

১৭০. তু. উপরোক্ত পৃষ্ঠা ৭৪-৭৬।

১৭১. আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৫৩০।

১৭২. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৯৭-৮।

১৭৩. তাবারী, ৩য়, ২৪৪, ২৪৬।

১৭৪. তাবারী, ৩য়, ২৫৭। তিনি বলেন যে মহানবী (সাঃ) এর ওফাতের পর ফাযারাহ ও আসাদ গোত্র দ্বারা গাতফান একে অপরের সাথে তাদের প্রাক ইসলামী যুগের হিলফ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। আগে গাতফান, আসাদ ও তায়ী হালীফ ছিল। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর দাওয়াতের অব্যবহিত পূর্বে

www.pathagar.com

আসাদ ও গাতফান একজোট হয় ও তায়ীর গাওস ও জাদীলাহ নামক দু'টি গোত্রকে বহিষ্কার করে। কিন্তু আওফ এ ঘটনাটি মেনে নিতে পারেন নি এবং তিনি তায়ীর এ দু'টি গোত্রের সাথে হিলফ স্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদেরকে ঐতিহ্যবাহী ভূখণ্ডে ফিরে আসতেও সাহায্য করেন।

১৭৫. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৯১, ২। তিনি ইব্‌ন সা'দের বরাতে এ গোত্রের একজন মাত্র মুসলমানের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৭৬. জামহারাহ, ২৪০।

১৭৭. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৬৮।

১৭৮. তু. পৃষ্ঠা ৭৪, পূর্বোক্ত।

১৭৯. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৯৫-৬।

১৮০. তাবারী, ৩য়, ১৩৯।

১৮১. আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৫৩০।

১৮২. তাবারী, ৩য়, ২৪৪, ৪৬,৪৭, ৪৮, ৫৩-৫৮।

১৮৩. ওয়াকিদী, ১৯৪; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৩৫।

১৮৪. ওয়াকিদী, ১৯৩-৬; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৩৪-৫।

১৮৫. ওয়াকিদী, ৩৯৫-৪০২; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৬১-৬২।

১৮৬. ওয়াকিদী, ৫৫২; ইব্‌ন সা'দ ২য়, ৮৬।

১৮৭. ওয়াকিদী, ৫৫৫; ইব্‌ন সা'দ ২য়, ৭৮।

১৮৮. ওয়াকিদী ৭২৬; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১১৯।

১৮৯. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৯৮।

১৯০. তু. জামহারাহ, ১৬৮, ২৪৭-৮ এবং ২৮০। এতে একই নামের ৩টি উপগোত্রের উল্লেখ রয়েছে। মুহারিব বিন খাসফাহ ছাড়া আর একটি হল মুহারিব বিন ফিহর যা ছিল কুরায়শদের একটি শাখা এবং অন্য আরেকটি হল রাবিয়াহ্‌র শাখা মুহারিব বিন আমর।

১৯১. ওয়াকিদী,১৯৫-৬; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৩৫। এ বিবরণ অনুযায়ী দুসূর হঠাৎ করে একটি তলোয়ার হাতে মহানবী (সাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হয় এবং বলে- 'বল কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?' মহানবী (সাঃ) জবাব দেন- 'আল্লাহ্'। সে মহানবী (সাঃ) এর শান্ত-স্থির অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে। তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়। তখন মহানবী (সাঃ) তার তলোয়ারটি নিজের হাতে তুলে নেন এবং জিজ্ঞেস করেন-'বল, তোমাকে এখন আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' সে জবাব দেয়-'কেউ না।' মহানবী (সাঃ) তাকে চলে যেতে বলার পর দেরী না করে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

১৯২. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৯৯, তাবারী, ৩য়, ১৩৯।

১৯৩. বংশের দিক দিয়ে হাওয়াযিনের সাথে বনূ সুলায়মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং উভয় গোত্রই ছিল মনসুর বিন ইকরামাহ বিন খাসফাহ বিন কায়স আয়লানের বংশধর। তু. জামহারাহ, ২৫২।

১৯৪. জামহারাহ, ২৬১-৭৫।

১৯৫. জামহারাহ, ২৫৩-৪, ২৫৭-৫৯।

www.pathagar.com

১৯৬. ঐ, ২৫৪-৫৭।

১৯৭. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৬৬। তু. ওয়াকিদী,৮৮৬; তাবারী, ৩য়, ৭০-৭২।

১৯৮. ওয়াকিদী, ৮৮৬।

১৯৯. ঐ, ৮৮৬।

২০০. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৬৬।

২০১. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১০০।

২০২. জামহারাহ, ২৬২। তু. ইসাবাহ (মহিলা), নং ১০২৬।

২০৩. ঐ ঐ তু. ঐ (মহিলা), ৯৪২, ৯৪৩।

২০৪. ঐ ঐ তু. ঐ নং ৭০৬১।

২০৫. ঐ ঐ তু. ঐ নং ৮৬৯৪।

২০৬. ঐ ঐ তু. ঐ নং ১৮৩৪।

২০৭. ঐ ঐ তু. ঐ নং ৯১৬৬।

২০৮. ঐ ঐ তু. ঐ নং ১০১৮।

২০৯. দ্রষ্টব্য বুখারী, কতিপয় বাব

২১০ জামহারাহ, ২৬৩/ তু. উসদ, ৪র্থ, ২১৯।

২১১. জামহারাহ ২৬৩ ঐ ইসাবাহ, নং ৭১০৩।

২১২. ঐ ২৬৪ ঐ ইসাবাহ, নং ৬৭৯।

২১৩. ঐ ২৬৪ ঐ ইসাবাহ, নং ৬৯৫৮।

২১৪. ঐ ২৬৪ ঐ ইসাবাহ, নং ৭৫৮৮।

২১৫. জামহারাহ ২৬৫ বলা হয়েছে যে, হাওযাহর দুই পুত্র খালিদ ও হারমালাহ এক প্রতিনিধি দলের সাথে মহানবী (সাঃ) এর কাছে আসেন। অন্যদিকে খালিদের এক পুত্র আল-আদ্দা পানির উৎসহ মহানবী (সাঃ) এর কাছ থেকে একটি ইকতা লাভ করেন এবং এই দলের ৪র্থ মুসলমান সাওরাহ বিন ফাযারাহ ও মহানবী (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন। তু. ইসাবাহ নং ৯২৩, ১৬৬৩ ও ৫৪৬।

২১৬. জামহারাহ, ২৬৬-৭তে আরো ২ জন মুসলমানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন আনসারদের একজন হালীফ আন-নাওয়াস বিন সামান এবং আল-আস বিন আমির যাঁর নাম পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ রাখা হয়। তু. ইসাবাহ নং ৮৮২২, ৮০৩৩। আজ-জাহহাকের জন্য দেখুন ইসাবাহ নং ৪১৬৬।

২১৭. ওয়াকিদী, ৯৭৩; ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৩০০ ২য়, ১৬০; ; উসদ, ৩য়, ৩৬। তু. জামহারাহ, ২৬৭; ইসাবাহ নং৪১৬৬।

২১৮. ইব্‌ন , ৯৭৩; ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩০০; 'উসদ, ৩য়, ৩৬; তু. জামাহারাহ, ২৬৭; ইসাবাহ, নং ৪১৬৬।

২১৯. জামহারাজ, ২৭০। দ্রষ্টব্য ইসাবাহ নং ৫৯৫০

২২০. জামহারাহ, ২৭০-৭১; তু. ইসাবাহ, নং ৮২৭৩ ও ৭০৮৪। মুলাহ বিন কুনায়ফ যখন মহানবী

www.pathagar.com

(সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। এরপরও তিনি ১শ' বছরের বেশী সময় ধরে জীবিত ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী আবূ হুরায়রার অনুসারী ও বন্ধু ছিলেন।

২২১. জামহারাহ, ২৭১। তু. ইসাবাহ, নং ৪৭৪৩। মুতাররিফ ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর একজন মহান ও বিজ্ঞ সাহাবী।

২২২. জামহারাহ, ২৭২। তু. ইসাবাহ, নং ৮৬৩৯। তাঁর নাম ছিল ওয়াহওয়াহ বিন আবদুল্লাহ।

২২৩. জামহারাহ, ২৭২-৩। অন্য মুসলমানের নাম ছিল ওয়াহীদাহ বিন মুয়াবিয়া। তু. ইসাবাহ, নং-৭১০৫, ১৮৯৪। ২২৪. জামহারাহ, ২৭৪, উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁদের নাম ছিল জারাদ বিন আল-মুনতাফিক, আবূ-রাযিন লাকিত বিন আমীর ও মুয়াবিয়া বিন উবাদাহ। তু. ইসাবাহ, নং-৭৫৫৪-৫ ও ৭০৭১।

২২৪. জামহারাহ, ২৭৪, উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁদের নাম ছিল জারাদ বিন আল-মুনতাফিক, আবূ রাজিন লাকিত বিন আমীর ও মুয়াবিয়া বিন উবাদাহ, দ্রষ্টব্য ইসাবাহ, নং ৭৫৫৪-৫ ও ৭০৭১।

২২৫. আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৫৩০-৩১, বলা হয়েছে, আমীর বিন মালিক বিন জাফর সমগ্র বনূ আমির গোত্রের কর আদায়কারী ছিলেন। অন্যদিকে জাহহাক বিন সুফিয়ান আল কিলাবী বনূ কিলাবের, কুররাহ বিন হুবায়রাহ আল কুশয়ার বনূ কুশায়রের এবং জাদাহ বনূ আমীর বিন সাসাআহ'র কাছ থেকে সাদাকাহ আদায় করতেন। তু. ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৩০০; জামাহারাহ ২৭২-৩।

২২৬. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৯৯।

২২৭. ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৩০০। ১৩ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধিদলটি মহানবী (সাঃ) এর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে।

২২৮. ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৩০০-৩০১। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন আমর বিন মালিক বিন কায়স।

২২৯. ইব্‌ন সা'দ ১স, ৩০১-৩। এই দলে বিভিন্ন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২৩০. ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৩০৩ , আল রাক্কাদ বিন আমরের নেতৃত্বে।

২৩১. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩০৩ হুনায়নের যুদ্ধ ও বিদায় হজ্বের মধ্যেকার কোন এক সময়ে সফর করেন।

২৩২. ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৩০৪-৫ বলেন যে এই দলে ৩ ব্যক্তি ছিল। তু. তাবারী, ৩য়, ১২২।

২৩৩. তাবারী; ৩য়, ১৪৪।

২৩৪. উসদ, ৩য়, ২৩৯। তু. ওয়াকিদী, ৯৮৩।

২৩৫. তু. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ১৯৬।

২৩৬. তু. ওয়াকিদী, ৮০৬। তিনি হাওয়াযিনের একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করেছেন।

২৩৭. ওয়াকিদী, ৭৫৪।

২৩৮. উসদ, ৩য়, ২৩৯।

২৩৯. ঐ, ৪র্থ, ৯২।

www.pathagar.com

২৪০. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৬৬-৬৮। ওয়াকিদী, ৮৮৫-৮৭, ইব্‌ন সা'দ ১৪৯-৫০; আনসাবু'ল আশরাফ ১ম, ৩৬৪-৬৫, তাবারী, ৩য়, ৭০-৭১।

২৪১. ওয়াকিদী ৮৮৭-৮; তাবারী ৩য়, ৭১-৭২।

২৪২. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৯২; ওয়াকিদী, ৯৫০; ইব্‌ন সা'দ ২য়, ১৫৩-৪, তাবারী, ৩য়, ৮৬।

২৪৩. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৯৩-৯৪, ওয়াকিদী, ৯৫৪-৫৫; তাবারী, ৩য়, ৮৮-৯।

২৪৪. ওয়াকিদী, ৯৫৫, তাবারী, ৩য় , ৮৮-৮৯।

২৪৫. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৩৫।

২৪৬. ইব্‌ন সাদ ১ম, ৩৫৩-৪।

২৪৭. আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৫৩০। তু. ওয়াকিদী, ৯৫৫, তাবারী ৩য়, ৮৯।

২৪৮. উসদ, ৪র্থ, ৪-৬।

২৪৯. জামহারাহ, ২৫৫।

২৫০. ঐ, ২৫৫। তু. ওয়াকিদী, ৯৬২।

২৫১. ঐ, ২৫৫ ইসাবাহ নং ৮১-৯।

২৫২. ঐ, ২৫৫। তু. ওয়াকিদী, ৯৬২।

২৫৩. জামহারাহ, ২৫৬। তু. ইসাবাহ নং ৬৯২৪ ও ৪৪১৪।

২৫৪. ওয়াকিদী, ৯৬০,-৬২। ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৩১২, তাবারী, ৩য়, ৯৬-৭।

২৫৫. জামহারাহ, ২৫৬, ইসাবাহ নং ৫৭৬৭।

২৫৬. ঐ ২৫৬; ঐ, নং ১৭৮৫।

২৫৭. ঐ ২৫৬; ঐ, নং ৭৩৮।

২৫৮. ঐ, ২৫৭, ঐ, নং ৩২০৩।

২৫৯. ঐ, ২৫৭।

২৬০. তাবারী, ৩য়, ৯৮-৯৯। তু. ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৩১২-১৪; ওয়াকিদী, ৯৬৩-৯৭৩।

২৬১. আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৫৩১।

২৬২. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১০১,১০৪।

২৬৩. ইব্‌ন ইসহাক, ৩২৮, ওয়াকিদী, ১৫৩ এবং ইব্‌ন সা'দ ৪র্থ ৪৭-৪৮, বলেন যে, তারা বদর যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। তু. ইব্‌ন হিশাম, ১ম, ৬০৯; ২য়, ১৬৯; ওয়াকিদী, ৩৫৪-৬৩; ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৫৫-৬; তাবারী, ২য়, ৫৩৮; উস'দ ৪র্থ, ২৫৪, ৩৪৫; ৫ম, ২৯৬। আরো দেখুন ইব্‌ন সা'দ ২য়, ৬; তাবারী, ২য়, ৪০২; আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৩৭৫; জামহারাহ, ২৩৬।

২৬৪. জামহারাহ, ২৩৩। এতে বলা হয়েছে যে, বাহিলারা ছিল মালিক বিন আসুর বিন সা'দ বিন কায়স আয়লানের সন্তান, অন্যদিকে গনী ছিল মালিক বিন আসুরের ভাই আমরের বংশধর।

www.pathagar.com

২৬৫. জামহারাহ, ২৩৪।

২৬৬. জামহারাহ, ২৩৫; ইসাবাহ, নং ৪০৫৯। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর অন্যতম হাদীস প্রচারকারী ছিলেন। তু. বুখারী, কিতাবু'ল-হারস, কিতাবু'ল-জিহাদ, কিতাবু'ল আতিমাহ।

২৬৭. জামহারাহ, ২৩৫; ইসাবাহ, নং ৮৯৪৪।

২৬৮. তাবাকাত, ১ম, ৩০৭।

২৬৯. তু. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ১৬৫-৬৬।

২৭০. তু. জামহারাহ, ১৮৭, বলা হয়েছে যে, তারা মক্কার সন্নিকটে বাস করত এবং কুরায়শদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইবন ইসহাক (বলেন, মক্কায় হামলাকারী আবিসিনীয় আবরাহার সাথে সাক্ষাতের সময় আবদুল মুত্তালিবের সাথে হুযায়লের প্রধান খুওয়ায়লিদ বিন ওয়াসিলাহ ছিলেন। আরো দেখুন ইবন সা'দ ৪র্থ, ১৫০। তিনি বলেন, বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদের পিতা মাসঊদ বিন গাফিল হুযালী পূর্বে কোন এক সময়ে যুহরাহ/কুরায়শ-এর আবদু'ল-হারিস-এর সাথে হিলফ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

২৭১. ইব্‌ন সাদ ৪র্থ, ১৫০-৫১। তিনি আরো বলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ মজুরির বিনিময়ে বনী উমাইয়াহর উকবাহ বিন আবী মুয়ায়ত-এর মেষ মাঠে চরাতেন। তু. জামহারাহ, ১৮৬, ইব্‌ন ইসহাক, ১৪১-২।

২৭২. জামহারাহ, ১৮৬।

২৭৩. জামহারাহ, ১৮৬।

২৭৪. জামহারাহ, ১৮৫; ইসাবাহ, নং ৯২।

২৭৫. ওয়াকিদী, ৫৮৯। হুযায়লের গোত্রের আরো ২জন মুসলমানের জন্যে দেখুন ওয়াকিদী ৮৬২-৬৯, ৮৭৩ প.। তারা হলেন, আবূ হুসায়ন সাঈদ ও আমর।

২৭৬. ওয়াকিদী, ৮২৩-২৬। মক্কা বিজয় উপলক্ষে লুযায়লের কিছু লোক খালিদ বিন ওয়ালীদের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে। এরপর হাতাহাতি সংঘর্ষে হুযায়লের ৪ ব্যক্তি নিহত হয়। হুযায়লের জাতীয় দেবতা 'সুয়া'-এর ধ্বংস এবং তাদের পুরোহিতের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আরো দেখুন ওয়াকিদী, ৮৭০।

২৭৭. ওয়াকিদী, ১২৪।

২৭৮. জামহারাহ, ৩৭৫।

২৭৯. তু. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫।

২৮০. তু. পূর্বোক্ত, ৪।

২৮১. ওয়াকিদী, ৯৮৬।

২৮২. ওয়াকিদী, ১৫১, বলেন যে তামীর ২ জন হালীফ আমর বিন সুফিয়ান ও তার ভাই জাব্বার যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হন। তু. আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম,৩০০,ইব্‌ন ইসহাক, ৩৩৮।

২৮৩. ওয়াকিদী, ১৫৪।

www.pathagar.com

২৮৪. তুলায়বের জন্যে দেখুন ইব্‌ন সা'দ ৪র্থ, ১২৩-৪।

২৮৫. ওয়াকিদী, ৩৪১-৪৪।

২৮৬. তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৩৬৫। তিনি বলেন কাব বিন আশরাফ তায়ীর উপশাখা বনী নাবহান-এর সদস্য ছিলেন। তার মাতা ছিলেন বনূ নাযির গোত্রের।

২৮৭. ইব্‌ন সা'দ ৪র্থ, ৫৩৯।

২৮৮. ওয়াকিদী, ৭৭১-২।

২৮৯. ইব্‌ন হিশাম, ৬১৯-১২; ওয়াকিদী, ৯৮৪-৯; ইব্‌ন সা'দ ২য়, ১৬৪, তাবারী, ৩য়, ১১১-১২।

২৯০. তু. উসদ, ৩য়, ৩৯২-৪; ইসাবাহ্, নং ৫৪৭৫।

২৯১. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৩৭-৯; ওয়াকিদী, ৯৮৭-৯।

২৯২. জামহারাহ্, ৩৭৬-৮০, বনূ ফাতারাহ গোত্র হতে জারীর বিন আওস বিন হারিসাহ ও তার পৌত্র উরওয়াহ নামক ২ জন, বনূ সালামান থেকে মালিক বিন আবদুল্লাহ নামে একজন, বনূ আদী বিন আখযাম হতে আদী বিন হাতিম নামে একজন, বনূ জারম হতে কাবীসহ বিন আল-আসওয়াদ নামে একজন এবং যায়দ আল-খায়ল বিন মুহালহিল নামে বনূ নাবহান থেকে আরেক ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। তু. , ইসাবাহ্, নং ১১৩৫, ৫৫২৭, ৫৪৭৫, ৭০৫৭ ও ২৯৪১।

২৯৩. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২১-২৩; তাবারী, ৩য়, ১৪৫-৬। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৩৭।

২৯৪. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক-১৭০-৭৬।

২৯৫. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৬০০, ইব্‌ন সা'দ ৩২২, আনযাবু'ল-আশরাফ, ১ম,৫৩০; তাবারী, ৩য়, ১৪৭; উসদ, ৩য়, ৩৯২-৪; ইসাবাহ্, নং ৫৪৭৫। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৩৭। গোত্রের কিছু লোককে প্রদত্ত ইকতা সম্পর্কে আরো দেখুন ইব্‌ন সা'দ, ১ম,৩২১-৩।

২৯৬. তাবারী, ৩য়, ২৪৪, ২৫৩-৫৫; তিনি উল্লেখ করেছেন যে, জাদীলাহ ও আল গাওস নামক দুটি গোষ্ঠী কিছুদিন দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেও তারা ইসলামের প্রতি অনুগতই ছিল। তিনি আরো বলেন, তায়ী গোত্রের কেউই ইসলাম ত্যাগ করেনি। এ প্রসঙ্গে অবশ্য তিনি তায়ীর অন্য কোন শাখার কথা উল্লেখ করেন নি। ইব্‌ন হাযম, ২৭৮ ও ৩৭৭ বলেন যে, জাদীলাহ্ ছিল আসাদ বিন রাবিয়াহ বিন নিযার গোত্রের, অন্যদিকে গাওস ছিল তায়ীর একটি গোষ্ঠী।

২৯৭. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৮৯-৯০। তার নিজস্ব ধারণা যে তায়ীর বহু সদস্য রিদ্দাহ কালে মদীনার প্রতি অনুগত থাকলেও তারপর কিছুকাল ধরে তাদের অনেকেই খৃষ্টান ছিল। কিন্তু উপরে বর্ণিত ঘটনা ও বিবরণ থেকে তার অভিমত সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। তার ধারণামতে তথ্যগুলো ততটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া তিনি বলেছেন যে, বনূ আসাদের সাথে বিরোধের কারণে তারা রিদ্দাহয় অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তার এ যুক্তিও ঠিক নয়। কারণ দেখা যায় যে, তায়ীর একটি মাত্র অংশ দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়েছিল এবং সম্ভবত তারা এতে অংশগ্রহণের চিন্তা করেছিল। কিন্তু গোত্রের প্রধান অংশই ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল। আসা'দ, গাতফান ও

www.pathagar.com

তায়ীর মধ্যকার বিরোধের ব্যাপারে দেখুন তাবারী, ৩য়, ২৫৭। তাবারী বলেন, এ তিনটি গোত্র দীর্ঘকাল ধরে একে অপরের হালীফ ছিল ।

২৯৮. জামহারাহ, ৪১১-৩১।

২৯৯. তু. ওয়াকিদী, ২৮। তিনি বলেন যে জুযাম-এর এক ব্যক্তি সিরিয়ায় (অথবা সিরীয় সীমান্তের কাছে) মক্কাবাসীদের জানায় যে দেশে ফেরার পথে বদরের কাছে তাদের উপর মুসলমানগণ হামলা চালানোর জন্য অপেক্ষা করছে।

৩০০. ইব্ন সা'দ, ৩য়, আবদুর রাহমান বিন আওফের এক স্ত্রী ছিলেন বালী গোত্রের। তার নাম ছিল সাহ্লাহ বিনতে আসিম। ওয়াকিদী, ৭৭০, বলেন যে আমর বিন আল আ'সের মাতাও বালী গোত্রের ছিলেন।

৩০১. ওয়াকিদী, ১৫৮-৬৮। তারা হলেন ঃ ১. আবূ বুরদাহ বিন নিয়ার/হালীফ। বনূ হারিসাহ, ২. আবূ'ল-হায়সাম বিন আল-তায়িহান এবং ৩. তার ভাই উবায়দ, হালীফ।/ আবদু'ল আশহাল, ৪. আবদুল্লাহ বিন তারিক এবং ৫. তার সৎ ভাই মুয়াত্তিব বিন উবায়দ, হালীফ/বনূ যাফর,; (৬-১১) মান বিন আদী, রিবী বিন রাফি, সাবিত বিন আকরাম, আবদুল্লাহ্ বিন সামাহ, যায়দ বিন আসলাম এবং আসিম বিন আদী, হালীফ/আমর বিন আওফ; ১২. আবূ উকায়ল বিন আবদুল্লাহ, হালীফ/ আমর বিন আওফ; ১৩. নুমান বিন আসার, হালীফ/বনূ মুয়াবিয়াহ; ১৪. সাওয়াদ বিন গাযিয়াহ, হালীফ/আদি বিন আন-নাজ্জার; (১৫-১৮) আল-মুজাযযাজ বিন জিয়াদ, আবদাহ বিন আল-হাশাআস বাবহাস বিন সালাবাহ এবং তার ভাই আবদুল্লাহ, হালীফ/বনি লাওজান বিন গানাম। তু. ইব্ন ইসহাক, ৩৩০-৩৭; ইব্ন সা'দ, ৩য়,

৩০২. ওয়াকিদী, ৩৮৫।

৩০৩. জামহারাহ, ৪১৩। ইসাবাহ নং ৪৫৩০।

৩০৪. জামহারাহ, ৪১৩। তিনি আল-হুদায়বিয়া ৩০২ অভিযান কালে বায়াতু'র-রিদওয়ান-এর (গাছের শপথ) সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩০৫. জামহারাহ, ৪১৪; ইসবাহ, নং ৩৫২৯।

৩০৬. জামহারাহ, ৪১৪; ইসাবাহ, ৪২৫৮। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং তরুণ বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৩০৭. জামহারাহ, ৪১৪। তিনি পূর্বে উল্লেখিত বদরী মুসলিম আল-মুজাযযাজ বিন জিয়াদ-এর ভাই ছিলেন। তাদের জন্যে দেখুন ইসাবাহ, নং ৪৬৫৮ ও ৭৭২৬।

৩০৮. জামহারাহ, ৪১৪। তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তু. ইসাবাহ, নং ৫২৮৬।

৩০৯. জামহরাহ, ৪১৪। তিনি লিয়ানের (নিজের স্ত্রীকে অবিশ্বাসের দায়ে অভিযুক্ত করা) একটা ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলে বলা হয়েছে। তু. ইসাবাহ, নং ৩৮৯৮।

৩১০. জামহারাহ, ৪১৫। তৃতীয় খলীফা উসমান বিন আফফানকে অবরোধের দায়ে অভিযুক্ত হন। তু. ইসাবাহ, নং ৫১৬৩।

www.pathagar.com

৩১১. ওয়াকিদী, ৭৬০। বাহ্‌রা, ওয়াইল, বকর, লাখম ও জুযাম-এর ন্যায় উত্তরের বিভিন্ন গোত্রকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনী গঠন করা হয়।

৩১২. ওয়াকিদী, ৭৭০-৭৭১। অভিযানের নেতা আমর বিন আস মায়ের দিক দিয়ে বালীর সাথে যুক্ত ছিলেন। তাই আশা করা হয়েছিল যে গোত্রটি মুসলমানদেরকে বাস্তব সমর্থন প্রদান করবে। মহানবী (সাঃ) অভিযানের নেতাকে তাদের সমর্থন লাভের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তাতে সফলও হয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

৩১৩. ওয়াকিদী, ১০৪১।

৩১৪. ওয়াকিদী, ৯৯০।

৩১৫. তাবাকাত, ৪র্থ, ৩৫৪-৫, তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন ঃ ১. রুওয়ায়ফি বিন সাবিত। তিনি আল-জিনাব এ অবস্থান করতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাহচর্যে থেকে তার বাণী প্রচার করতেন। ২. আবূ আশ-শুমুস। তিনি হুবক নামক স্থানে অবস্থান করতেন। ৩. আবূ উমামাহ বিন সালাবাহ, আবূ বুরদাহ বিন নিয়ার-এর জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। ৪. আবদুল্লাহ বিন সায়ফী। তিনি আল-হুদায়বিয়া অভিযানে মহানবী (সাঃ) এর সঙ্গী ছিলেন।

৩১৬. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৩০।

৩১৭. আনসাবূ'ল আশরাফ, ১ম, ৫৩০।

৩১৮. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ৪৯।

৩১৯. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৩য়। তিনি বলেন, 'কতিপয় গোত্রের কাছ থেকে তাদের সাদাকা দেওয়া হয়েছিল এ শর্তে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে'............ তবে ওয়াটের এ শর্ত পূর্বোক্ত বিবরণ থেকে সমর্থিত হয়নি।

৩২০. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ১৩৭-৮। সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস-এর দু'জন উত্তরাঞ্চলীয় স্ত্রী ছিলেন। এদের একজন বাহ্‌রা এবং অন্যজন কালব গোত্রের।

৩২১. ওয়াকিদী, ১৫৫; ইব্‌ন সা'দ, ৩য় ১৬১।

৩২২. ওয়াকিদী, ১৬৮ ; ইব্‌ন সাদ, ৩য়, ৫৫৪।

৩২৩. ইব্‌ন সা'দ ৩য়, ১৬১ এবং আনসাব আল-আশরাফ, ১০০, ২০৪, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সাথে আল-মিকদাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২৪. ইব্‌ন ইসহাক, ৩২৮ ও ৩৩৩। তু. ইব্‌ন সা'দ,৩য়, ১৬১, ৫৫৪। জামহারাহ, ৪১২-১৩।

৩২৫. ওয়াকিদী, ৫৫৭-৬০ বলেন যে গোত্রবাসীদের ইসলাম গ্রহণের কথা না জানার কারণে মুসলিম বাহিনী ভুল করে কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা ও কয়েক জনকে বন্দী করে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মালে গণিমত লাভ করে তা মদীনায় নিয়ে আসে। কিন্তু বাহরার জনগণ নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করার পর সকল বন্দী ও মালামাল ফেরত দেওয়া হয়। এর বিনিময়ে তারা মদীনার সৈন্যদের হাতে তাদের স্বীয় গোত্রের লোকজনের রক্তপাতের দায় মাফ করে দেয়।

৩২৬. ইব্‌ন সা'দ,১ম, ৩৩১; তাবারী, ৩য়, ১২২।

৩২৭. জামহারাহ, ৪১৮-২১।

www.pathagar.com

৩২৮. পূর্বোক্ত, ৪১৯।

৩২৯. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৫৫৬। উযরাহ বালীর পার্শ্ববর্তী আল-জিনাব ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করত। ইব্‌ন সাদ একে উযরাহ ও বালির ভূখণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে আল-জিনাব ছিল খায়বার ও ওয়াদি আল-কুরার বহুদূরে। দেখুন ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১২০।

৩৩০. জ্বামহারাহ, ৪১৯।

৩৩১. উযরাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল বনূ রিযাহ। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রাক-ইসলামী যুগের কুরায়শদের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা নেতা কুসায় বিন কিলাব-এর সৎ ভাই। তিনি মক্কার ব্যাপারে বনূ বকর বিন আবদ মানাতকে উৎখাত করতে কুসায়কে সাহায্য করেন এবং সেখানে তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্যে দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ১৪-১৫, ৪৮-৫২; ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৬৮-৯; কিতাবু'ল-মুনাম্মাক, ১৭, ৮৩-৮৪; আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৪৯-৫০; তাবারী, ২য়,২৫৬; আজরাকী, ৬২-৬৩; এবং জামহারাহ, ৪২০।

৩৩২. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৫৬৯। আনসারের সাবিত বিন সালাবাহ ছিলেন একজন উযরী মহিলার পুত্র। অনুরূপভাবে খালিদ বিন উরফাতাহ উযরী ছিলেন বনূ যুহরাহ/কুরায়শ-এর হালীফ। তু. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৫৫।

৩৩৩. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ , ৩৫৫। তু. জামহারাহ, ৪২০; ইসাবাহ, নং ২১৮২।

৩৩৪. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৫৬। তু. জামহারাহ, ৪২০। এতে তাকে হামযাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা খুবই সম্ভব বলে মনে হয়। আরো দেখুন ইসাবাহ, নং ২১১০।

৩৩৫. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৫৬।

৩৩৬. জামহারাহ, ৪২০।

৩৩৭. জামহারাহ, ৪২০।বলা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) তাকে একটি লিওয়া বা সেনাবাহিনীর পতাকা প্রদান করেছিলেন যা নিয়ে তিনি সিফফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়ার পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। তু. ইসাবাহ, নং ২৮১৬।

৩৩৮. জ্বামহারাহ, ৪২০। তু. ইসাবাহ, নং ৯৪২।

৩৩৯. জামহারাহ, ৪২০। তু. ইসাবাহ, নং ৪৫৭৬।

৩৪০. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৭০; তাবারী, ৩য়, ১৭৮ এবং উসদ, ৫ম, ২০৫। বলেন যে তিনি বনূ আল-হারিস থেকে কর আদায় করেন। সম্ভবত এ গোত্র ছিল সা'দ হুযায়মের। অন্যদিকে ইব্‌ন সা'দ বলেন যে তিনি বনূ উযরাহ ও বনূ আসাদেরও কর আদায়কারী ছিলেন।

৩৪১. তু. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ১৭৬-৭৭।

৩৪২. উসদ, ৪র্থ, ৩০৬।

৩৪৩. ওয়াকিদী, ৪০৩।

৩৪৪. ওয়াকিদী, ৫৫৭, ১১২২, ১১২৪।

৩৪৫. ওয়াকিদী, ১০১৭।

৩৪৬. তু. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ১৫৮।

৩৪৭. তু. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ১৫৭।

৩৪৮. আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৫৩০। তু. ওয়াকিদী, ৯৭৩। তিনি বলেন যে, মহানবী (সাঃ) সা'দ হুযায়ম থেকে এক ব্যক্তিকে তাদের যাকাত আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

৩৪৯. ইব্‌ন সা'দ ৪র্থ, ৩৫৬। তু. জামহারাহ, ৪২০। এতে বলা হয়েছে যে বনূ উযরাহর সাদাকাহ নিয়ে হামযাহ বিন আল-নুমান প্রথম আল-হিজাযে মহানবী (সাঃ) এর কাছে আসেন। ওয়াট যেরূপ মনে করেছেন এ বিবরণে আসলে তেমন কৌতুহলের কিছু নেই। জামরাহ অথবা হামযাহ কেউই অমুসলিম হতে পারেন না, কারণ সাদাকাহ শুধুমাত্র মুসলমানদের কাছ থেকেই আদায় করা হত।উযরাহরা যে ভূখণ্ডে বাস করত, তা ছিল উত্তর হিজায, তার পশ্চাতে নয়। দেখুন, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১০৮।

৩৫০. ওয়াকিদী, ১০৩৪। সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তাবূক অভিযানের পূর্বে সাদ হুযায়মের একটি নির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এ অভিযানের পর এ এলাকার প্রায় সকল লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

৩৫১. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২৯-৩০; ৩১।

৩৫২. ইব্‌ন সা'দ ১ম, ৩৩২-৩; তাবারী, ৩য়, ১৩০। তাবারী, ৩য়, ১৩০।

৩৫৩. ওয়াকিদী, ৭৭০-৭১।

৩৫৪. জামহারাহ, ৪২৪। তু. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৫৩৩। তিনি বলেন যে সাহাবী য়াযীদ বিন আল-হারিসের মা ছিলেন বালকায়ন বিন যাসর/কুযাআহ-এর একজন মহিলা। তাঁর নাম ছিল ফুশুম এবং সম্ভবত তিনি একজন মুসলিম ছিলেন।

৩৫৫. জামহারাহ, ৪২১-২২। তু. ইসাবাহ, নং ৯০১৫।

৩৫৬. জামহারাহ, ৪২২। তু. ইসাবাহ, নং ১৩৮। আল-আকীক অঞ্চলে বনূ আকীলের সাথে একটি ভূখন্ড নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের বিষয়টি তিনি মহানবী (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত করেছিলেন।

৩৫৭. জামহারাহ, ৪২২। তু. ইসাবাহ, নং ৫৮৫৭।

৩৫৮. জামহারাহ, ৪২৩। তু. ইসাবাহ, নং ৪৫৫০।

৩৫৯. জামহারাহ, ৩৬০। জামহারাহ, ৪২৫। তু. ইসাবাহ, নং ৭১২৩। এতে বলা হয়েছে যে তার প্রকৃত নাম ছিল আল-আশরাস বিন জুরহুম। আরো দেখুন ওয়াকিদী, ৬৬৪। তিনি বলেন যে তিনি খায়বারের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তার অর্থ এই যে তিনি তার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্‌ন হাযম বলেন যে তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধিকালেও উপস্থিত ছিলেন।

৩৬০. জামহারাহ, ৪২৫

৩৬১. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২৯।

৩৬২. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৩৫-৭।

৩৬৩. প্রাগুক্ত, ২৭৬।

www.pathagar.com

৩৬৪. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৪১-৪২।

৩৬৫. তু. ওয়াকিদী, ১৫২। তিনি বলেন, মক্কার কুরায়শদের সাথে কালব এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বদরের যুদ্ধে বনূ আমির লুয়ির এক হালীফ মা'বাদ বিন ওয়াহাব আল-কালবী মক্কাবাসীদের পক্ষে যোগ দেন।

৩৬৬. তাবাকাত, ৪র্থ, ২৪৯-৫০।

৩৬৭. ওয়াকিদী, ৭৮। তিনি বলেন যে, মহানবী (সাঃ) বদর যুদ্ধের সময় ফেরেশতা হযরত জিবরীলের (আঃ) সাথে দিহয়াহ কালবীর সাদৃশ্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তু. জামহারাহ, ৪২৮; ইসাবাহ, নং ২৩৯০।

৩৬৮. ওয়াকিদী, ৬৯৫। তিনি ৫০ ওয়াসাক পুরস্কার পান।

৩৬৯. জামহারাহ, ৪২৬। উল্লেখ করা হয়েছে যে যাব ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি উসমানের সাথে তাঁর বোনের বিবাহ দিয়েছিলেন যদিও এ সময় তাঁর পিতা খৃস্টান ছিলেন।

৩৭০. জামহারাহ, ২২৫।

৩৭১. তু. আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ৫৩০। আরো দেখুন ওয়াকিদী, ৫৬১, ৭৫০ ও ১০২৫। অন্য এক বিবরণে বলা হয়েছে যে কালব গোত্রের জন্য পৃথক একজন কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়।

৩৭২. দূমাহ অথবা দূমাত আল-জান্দাল একটি খৃষ্টান রাজ্যের শাসন কেন্দ্র এবং এটি কালব অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। দেখুন, ওয়াকিদী, ১০২৫।

৩৭৩. ওয়াকিদী, ৫৬১-৬২, বলেন যে শেষ দিনে দূমাতু'ল জান্দাল এর আশপাশে বসবাসকারী কালব এর একটি অংশের প্রধান ইসলাম গ্রহণ করেন।কারণ মুসলিম বাহিনীর নেতা তিন দিনের মধ্যে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার আহবান জানিয়েছিলেন। মুসলিম সেনাধ্যক্ষ সমগ্র বিষয়টি মদীনায় মহানবী (সাঃ) এর গোচরীভূত করলে তিনি জবাবে তাঁকে নির্দেশ দেন যে 'যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তবে তাদের প্রধানের কন্যাকে বিবাহ কর।' এতদনুযায়ী তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। অনেকেই দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে। আর যারা করেনি তারা জিযয়া প্রদানকেই বেছে নেয়। দেখুন, ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৮৯, তিনি এ প্রসঙ্গে আরো সুস্পষ্টভাবে বলেন যে বিপুল সংখ্যক কালবী সদস্য ইসলাম গ্রহণ করে এবং সামান্য কিছু লোক জিযয়া প্রদানের পথ গ্রহণ করে।

৩৭৪. ইব্‌ন 'সাদ, ১ম, ৩৩৪-৫।

৩৭৫. আনসাব' আল-আশরাফ, ১ম, ৫৩০-৩১।

৩৭৬. তু. মাজমূয়াতু'ল ওয়াসাইক, ১৬৬-৭০।

৩৭৭. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১১৪-১৫।

৩৭৮. ওয়াকিদী, ৫৫৫-৭।

৩৭৯. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৮৮।

www.pathagar.com

৩৮০. জামহারাহ, ৩৯৬।

৩৮১. নাখা, খাওলান, কিনদাহ প্রভৃতি গোত্রের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শাখা সমূহ। দেখুন, জামহারাহ, ৩৮৯।

৩৮২. ওয়াকিদী, ৫৫৬, ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৮৮।

৩৮৩. ওয়াকিদী, ৫৫৬।

৩৮৪. ওয়াকিদী, ৫৫৮।

৩৮৫. তু. মাজমূ'আতু'ল -ওয়াসাইক, ১৫৬।

৩৮৬. ওয়াকিদী, ৫৫৭।

৩৮৭. পূর্বোক্ত, ৫৫৮।

৩৮৮. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৫৪-৫।

৩৮৯. তু. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক। ১৫৭।

৩৯০. তু. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক, ১৫৬-৭।

৩৯১. ওয়াকিদী, ১০৩২।

৩৯২. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক, ১৫৫। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১০৯। তিনি তাবূক অভিযান উপলক্ষে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ওয়াইল এবং সাদ হুযায়মের দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কারণে হিসমার চারপাশে বসবাসকারী জুযাম এর গোষ্ঠীগুলোর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার নিজস্ব ধারণাকে দাড় করাবার প্রচেষ্টার ভিত্তিতে তার যুক্তি হল রিফাআহ বিন যায়দ 'ধর্মান্তরিত হওয়া ছাড়াই মৈত্রী জোট গঠন করে।'

৩৯৩. তু. জামহারাহ,৩৯৬। এতে তাদেরকে জুযাম-এর পূর্বপুরুষের এক ভাইয়ের বংশধর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩৯৪. ওয়াকিদী, ৭৬০, ৯৯০, ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১২৯, ১৬৫।

৩৯৫. জামহারাহ, ৩৯৮।

৩৯৬. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ১১৪-১৫; জামহারাহ, ৩৯৭; ইসাবাহ, নং ১৫৩৮।

৩৯৭. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪৩-৪৪।

৩৯৮. ওয়াকিদী, ৬৯৫, বলেন যে তারা ছিল বনূ আদ-দার বিন হাদীর সদস্য। তাদের নাম ছিলঃ ১. হানী বিন হাবীব ২. আল ফাকীহ বিন নুমান ৩. জাবালাহ বিন মালিক ৪. আবূ হিন্দ বিন বারর ৫. ও তার ভাই আল তায়ীব/আবদুল্লাহ ৬. তামীম বিন আওস ৭. তার ভাই নুয়ায়ম বিন আওস ৮. য়াযীদ বিন কায়স ৯. আযীজ/আবদ আর রহমান বিন মালিক এবং ১০. তার ভাই মুররাহ। তু' জামহারাহ, ৩৯৬; ইসাবাহ, নং ৮৩৭, ৮৭৬৭, ৯১৭৪ এবং ৬৩৮।

৩৯৯. মাজমূআত' আল-ওয়াসাইক, ৪২-৪৩।

৪০০. গাসসানের বৈরী মনোভাব সম্পর্কে দেখুন ওয়াকিদী, ৭৫৫-৬০, ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১২৮-৩০।

৪০১. তু. মাজমূ'আত' আল-ওয়াসাইক, ৪১-৪২।

৪০২. মাজমূআত' আল-ওয়াসাইক, ৪২।

৪০৩. তু. মুহাম্মদ এট মদীনা, ১১৩।

৪০৪. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৩৮-৯ বলেন যে মাত্র ৩ জনকে নিয়ে প্রতিনিধিদল গঠিত ছিল।

৪০৫. ইব্‌ন ইসহাক ৫৫৮। তিনি এ উপলক্ষে আব্বাস রচিত কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন। সংশ্লিষ্ট অংশটি নিম্নরূপঃ
'আমি মনে করি, আল্লাহ্‌র নবী তোমাদের আক্রমণ করবেন কাল সকালে,
সমগ্র প্রান্তর জোড়া এক সেনাবাহিনী নিয়ে,
তাদের মধ্যে রয়েছে তোমার ভাই সুলায়ম যার হাত থেকে নিস্তার পাবে না তুমি
এবং মুসলিমগণ, আল্লাহ্‌র বান্দারা, গাসসান।'

৪০৬. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১১৭।

৪০৭. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ১০৫।

৪০৮. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ১০৫।

৪০৯. ইবনে সা'দ, ৪র্থ, ১০৬

৪১০. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ১০৬, ৩৫৭।

৪১১. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ১০৬।

৪১২. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৫৭-৮। আবূ আমির, তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরীর এক চাচা ছিলেন।

৪১৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ, ৩৫৮-৫৯।

৪১৪. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৫৯।

৪১৫. তু. ওয়াকিদী, ১৫০. তিনি বলেন যে জনৈক আবূ মূসা আল-আশ'আরী বনূ মাখযূম/কুরায়শ এর একজন হালীফ ছিলেন এবং তিনি মক্কাবাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। ঘটনাক্রমে বদর যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

৪১৬. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪০-৪২।

৪১৭. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪৮-৯; ৪র্থ, ১০৫-১১৬, ৩৫৭-৫৯।

৪১৮. ইব্‌ন সা'দ, ১০৬। তাঁর মন্তব্য থেকে আভাস পাওয়া যায় যে সমগ্র আল-আশ'আর গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তু. বুখারী, কুদূম' আল-আশ'আরীয়্যীন।

৪১৯. ইব্‌ন সা'দ, ১০৮; ফুতূহ আল-বুলদান, ৮০; উসদ, ৫ম, ৩০৮। তু. বুখারী, কিতাব উজূব' আল-হাজ্জ।

৪২০. বুখারী, কুদূম'-আল আশ'আরিয়্যীন ওয়া আহলাম -ইয়ামান।

৪২১. জামহারাহ; ৩৬৫।

৪২২. জামহারাহ, ৩৬৬।

৪২৩. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪৭-৮। তু' জামহারাহ, ৩৬৬। এতে বলা হয়েছে যে উপ-গোত্রগুলোর অনেকেই গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

৪২৪. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ২২৬, ৩৪৭; তাবারী, ৩য়, ১৫৮; বুখারী, ফাযল আল-জিহাদ; উসদ; ২য়, ২৭৯-৮০; ইসাবাহ নং ১১৩৬; ইব্‌ন খালদূন, ২য়, ৮৪৫। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এ মদীনা, ১২১, তিনি তাবালাহ ও যূ আল-খালাসাহর ২টি অভিযান সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ওয়াকিদী বলেন, প্রথমটি কুতবাহ বিন আমির এর নেতৃত্বে নবম হিজরীর /৬৩০ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে এবং দ্বিতীয়টি জারীর বাজালীর নেতৃত্বে দশম হিজরীর রমযান/৬৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংঘটিত হয়।মূলত তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল না। বরং তা ছিল তাদের ইসলাম গ্রহণের এবং ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসের ফল।

৪২৫. জামহারাহ, ৩৬৬।

৪২৬. জামহারাহ, ৩৬৫। তার পৌত্তলিক নাম ছিল 'আবদ শামস। তবে ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সাঃ) তাঁর নাম পরিবর্তন করেন।

৪২৭. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৬৬; তাবারী, ৩য়, ১৭৮; উসদ, ১ম, ২৭৯-৮০; ইব্‌ন খালদূন, ২য়, ৮৪৫।

৪২৮. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪৭-৮।

৪২৯. ওয়াকিদী, ৭২২।

৪৩০. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ২য়, ৯-১০।

৪৩১. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪৮। তু. জামহারাহ, ৩৬৮। এতে বলা হয়েছে যে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ছিলেন বনূ খাসাম এর বনূ মু'আবিয়াহ গোত্রের। তাঁরা মহানবী(সাঃ)-এর কাছে এলে তাঁদের বনূ রুশদ (সত্য পথের সন্ধান প্রার্থী) উপাধি প্রদান করেন। কারণ তাঁরা কোনরূপ দ্বিধা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৪৩২. জামহারাহ, ৩৬৯-৭৩।

৪৩৩. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪০-৪১; উসদ; ৫ম, ২৩৪-৫।

৪৩৪. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪০-৪১।

৪৩৫. জামহারাহ, ৩৭২; ইসাবাহ, নং ৪১৭৯। তু. মাজমূ'আতু'ল -ওয়াসাইক, ১১৭।

৪৩৬. উসদ, ৫ম, ২৯৪। তু. মাজমূআতু'ল -ওয়াসাইক, ১১৬-১৭, এতে তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৩৭. ইব্‌ন খালদূন, ২য়, ৮৪৩; উসদ, ৩য়, ৮৩।

৪৩৮. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪০-৪১; উসদ, ৫ম, ২৩৪-৫। তু. মাজমূ'আতু'ল -ওয়াসাইক, ১১৫-১৬, এতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান ছিল এবং এরকম প্রায় ১৫টি গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৩৯. জামহারাহ, ৩৭৩; ইসাবাহ,নং ৩৯১৭।

৪৪০. তু. মাজমূ'আতু'ল -ওয়াসাইক, ১১৭।

৪৪১. পূর্বোক্ত,১১০-১১।

৪৪২. পূর্বোক্ত, ১১৪-১৫।

www.pathagar.com

৪৪৩. তাবারী, ৩য়, ১৩২, বলেন যে মহানবী (সাঃ) তাদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি হামাদানের লোকদের সততার প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহর রহমতের জন্য দোয়া করেন।

৪৪৪. তু. মাজমূ'আতু'ল -ওয়াসাইক, ১০৯-১১৫। এতে সকল গোত্র প্রধান এবং তাদের লোকদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। হিময়ার এর মুসলমানদের জন্য মহানবী (সাঃ) নির্দেশিত শর্ত ও কর্তব্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের নামায আদায় করতে এবং যাকাত ও খুমুস দিতেও বলা হয়। তাছাড়া এতে মুসলমানদের জন্য যাকাত ও সাদাকাহ্র এবং খৃষ্টান ও ইহুদীদের জন্য জিযয়ার পরিমাণ বিশদ ভাবে উল্লেখিত আছে।

৪৪৫. ওয়াকিদী. ১০৮৫।

৪৪৬. ইব্ন সা'দ, ১ম, ২৮২, তাবারী,৩য়; ১৭৮। তু. উসদ, ৪র্থ, ১৬১; ১ম, ১১০।

৪৪৭. জামহারাহ, ৩৮১-৩৮৭।

৪৪৮. ইব্ন সা'দ, ৩য়, ২৪৬-৫০; উসদ, ৪র্থ, ৪৩-৭।

৪৪৯. ওয়াকিদী, ৪১০; ইব্ন সা'দ, ২য়, ৬৪; উসদ ৪র্থ, ৩৩৪। তু. জামহারাহ, ৩৮৭। এতে তার আরো এক ভাই আল-হারিস বিন জাযা এবং এক পুত্র আবদুল্লাহর মক্কী সময়কালে ইসলাম গ্রহণের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আরো দেখুন ইসাবাহ, নং ৭৮২৩ ও ৪৫৯৮।

৪৫০. ইব্ন সা'দ, ১ম, ৩৪২।

৪৫১. ওয়াকিদী ১০৮০, বলেন যে মাযহিজ এর কতিপয় বিশিষ্ট গোত্র প্রধান 'আলীর কাছে আগমন করে। তারা নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের গোত্রবাসীদের ইসলাম গ্রহণেরও নিশ্চয়তা প্রদান করে। তারা শুধু তাদের নিজেদেরই নয় গোত্রবাসীদেরও সাদাকাহ প্রদান করে।

৪৫২. ইব্ন সা'দ, ১ম, ৩৪১-৪২।

৪৫৩. ইব্ন হিশাম, ২য়, ৬০০; তাবারী, ৩য় ১৪৭; ফুতূহ আল-বুলদান, ৮০।

৪৫৪. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১১৮-২০প.।

৪৫৫. আল-আসওয়াদ আল-আনসীর ধর্মত্যাগের ব্যাপারে দেখুন ফুতূহ আল-বুলদান, ১১৩-১৫; তাবারী, ৩য়, ২২৭-৪০। তু. জামহারাহ, ৩৮৩। এতে বনূ মুরাদের একটি গোষ্ঠী বনূ আর-রাবায এর সাফওয়ান বিন আসালকে প্রথমদিকের ইসলাম গ্রহণকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বনূ আল সূনাবিহও এ সময়ের মধ্যে মুসলমান হন।

৪৫৬. তু. তাবারী, ৩য়, ১৩২। তিনি বলেন যে হামাদানের পর আল-ইয়ামানের অবশিষ্ট জনগণও দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে।

৪৫৭. তাবারী, ৩য়, ১৩৪-৩৬। তু. ইব্ন ইসহাক, ৬৩৯-৪০। তাবারী সাধারণত ইব্ন ইসহাক-এর বিবরণই পুনরায় বর্ণনা করেছেন।

৪৫৮. তাবারী, ৩য়, ১৩৪-৩৫। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১১৯। তিনি তাবারীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে বলেন যে মুরাদ অথবা ফারওয়াহ্র ইসলাম গ্রহণ রাজনৈতিক জোট গঠনের ঘটনা

www.pathagar.com

ছাড়া আর কিছু ছিল না।আরো দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ৬৩৯-৪০।

৪৫৯. তু. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৫৮৩; ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২৭; ইব্‌ন খালদূন; ১ম, ৮৩৩; উসদ, ৫ম, ১৮০; জামহারাহ্‌, ৩৮২; ইসাবাহ নং ৬৯৮১।

৪৬০. পূর্বোক্ত।

৪৬১. পূর্বোক্ত, তু. জামহারাহ্‌, ৩৮২।

৪৬২. জামহারাহ্‌, ৩৮৩। তু' ইসাবাহ নং ৭৬৮৯।

৪৬৩. জামহারাহ্‌, ৩৮৩।

৪৬৪. জামহারাহ্‌, ৩৮৪ ইসাবাহ্‌, নং ৭১৮৩। তু. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২৪-৬।

৪৬৫. জামহারাহ্‌, ৩৮৫. বলা হয়েছে যে তাকে ইকতা হিসাবে জর্দান নামক আল ইয়ামানের একটি ভূখণ্ড প্রদান করা হয়।

৪৬৬. জামহারাহ্‌, ৩৮৫, বলা হয়েছে যে আবী খালুলীর ৩ পুত্র খালুলী, হিলাল ও আবদুল্লাহ বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তু. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৩৯১। তিনি উল্লেখ করেছেন যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে শুধু খালুলী ছিলেন।তবে তাঁর উল্লেখিত অন্যান্য বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে পুত্ররা সহ আবী খালুলীর পুরো পরিবারই গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

৪৬৭. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২৫। তু' উসদ, ৪র্থ, ২১৭। ইসাবাহ নং ৭১৮৩।

৪৬৮. ওয়াকিদী, ১০৮২।

৪৬৯. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২৮; তাবারী ৩য়; ১৩২-৩৩।

৪৭০. তাবারী, ৩য় ১৩২-৩৩।

৪৭১. পূর্বোক্ত, ৩য়, ১৩৩-৪।

৪৭২. পূর্বোক্ত ৩য়, ১৩৫.

৪৭৩. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪৪-৪৫। তু. তাবারী, ৩য়, ১৩৯।

৪৭৪. ওয়াকিদী, ৬৯৫। তু. মাজমূ'আতু'ল -ওয়াসাইক, ১১৭, এতে বলা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে একটি করে কিতাব দিয়েছিলেন। প্রথমদিকের সূত্র সমূহ যদিও এসব কিতাবের কোন বিবরণ দেননি তবে তা খায়বারে উৎপন্ন শস্যাদিতে তাদের অংশ সম্পর্কিত শর্ত ও নির্দেশাবলী ছিল বলে অনুমান করা হয়। যা হোক, মু'আবিয়ার শাসনের সময় এ সব লোক তাদের অংশ বিক্রি করে দেয়।

৪৭৫. জামহারাহ্‌, ৩৮৭।

৪৭৬. জামহারাহ্‌, ৩৮৮।

৪৭৭. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২৫-৬।

৪৭৮. উসদ, ২য়, ৬৮।

৪৭৯. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪৬; তাবারী, ২য়, ২৪০। তু. জামহারাহ্‌, ৩৮৯।

www.pathagar.com

৪৮০. তু. জামহারাহ্, ৩৮৯, এতে নাখা থেকে দু'টি স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দলের আগমনের কথা বলা হয়েছে। যুরারাহর জন্য আরো দেখুন ইসাবাহ নং-২৭৯৫।

৪৮১. তু' জামহারাহ্, ৩৯০। এতে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন বনূ আওফ/নাখা এর সদস্য এবং তার গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনা সফর করেন।

৪৮২. মাজুমূ'আতু'ল ওয়াসাইক, ১২৫-৬।এতে মহানবী (সাঃ)এর কাছ থেকে কিতাব লাভকারী তিনজনের বর্ণনা রয়েছে।

৪৮৩. জামহারাহ্, ৩৯১-৯২।

৪৮৪. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৫৯২; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৬৯; তাবারী, ৩য়, ১২৬-৭; ইব্‌ন খালদূন,১ম, ৮২৮; উসদ, ২য়, ৯৩-৬। তু. বুখারী, কিতাবু'ল -মাগাজী, মাজমূ'আতুল -ওয়াসাইক, ৭১-৭২।

৪৮৫. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৩৯-৪০; তাবারী, ৩য়, ১২৭।প্রতিনিধি দলে ছিলেন কায়স বিন আল-হুসায়ন, য়াযীদ বিন আবদ আল-মাদান, য়াযীদ বিন আল-মুহাজ্জাল, আবদুল্লাহ্ বিন কুরায়জ আল-যিয়াদী, শাদ্দাদ বিন আবদুল্লাহ্ আল-কানানী ও আমর বিন আবদুল্লাহ আল-যাবাবী।

৪৮৬. পূর্বোক্ত।

৪৮৭. তু. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক,৭৩-৭৭। এতে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক তাদেরকে প্রদত্ত চুক্তিপত্রের বিবরণ রয়েছে।

৪৮৮. ইব্‌ন সা'দ, ১ম ৩২৪।

৪৮৯. তাবারী, ৩য়, ৩২৪-২৬প.।

৪৯০. মাজমূআতু'ল ওয়াসাইক, ১১৯।

৪৯১. জামহারাহ্, ৪১৮।

৪৯২. তু. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক, ৭৭-৭৯।

৪৯৩. নাহদ এর তিন জন মুসলমান ছিলেন কায়স বিন আল-হুসায়ন, তিহফাহ ও জুফায়নাহ।

৪৯৪. পূর্বোক্ত।

৪৯৫. তু. জামহারাহ্, ৩১২। এতে বলা হয়েছে মদীনার আনসাররা আওস ও খাযরাজ গোত্র আযদ পরিবারের সদস্য ছিল।

৪৯৬. জামহারাহ্, ৩১১-১২।

৪৯৭. তু. ওয়াকিদী, ৯২৩। এতে বলা হয়েছে মক্কা বিজয়ের পরপরই মহানবী (সাঃ) যী আল-খালাসাহতে আযদ এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে আল-তুফায়ল বিন আমরকে পাঠান।নির্দেশ পালনের পর তিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে ফিরে আসেন।মহানবী (সাঃ) তখন তাইফ দুর্গ অবরোধ করে সেখানে অবস্থান করছিলেন। তাইফ অভিযানের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তুফায়ল তাঁর নিজের গোত্র থেকে ৪শ'মুসলমানের এক বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন।

৪৯৮. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৪২; ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৩৭-৮।

www.pathagar.com

৪৯৯. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৪৫, ৩৫২।

৫০০. তু. মাজমূ'আতুল-ওয়াসাইক, ১১৯-২১।

৫০১. ওয়াকিদী, ১০৩৮। তু' ইব্‌ন কুতায়বাহ, কিতাবুল-মা'আরিফ, ১৮৯-৯০; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৬২-৬৩। আরো দেখুন এন, এ, ফারুকী পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ৮৮-৯১।তার নাম ছিল আবূ ইসহাক কাব বিন মাতি।কিন্তু বাইবেলীয় সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি কাব আল-আহবার নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হিমায়র এর যূরুয়ায়ন গোত্রের সদস্য।

৫০২. তু.জামহারাহ, ৩৯৯-৪০৫।

৫০৩. জামাহারাহ, ৪০৩। আশরাস-এর সন্তানদের মায়ের নাম ছিল তুজীব। আশরাস ছিলেন এ বংশের আদি পুরুষ। এক সময় এ বংশ জনবহুল পড়ে এবং দু'টি পৃথক গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়-যথা বনূ আদী ও বনূ সা'দ। তবে উভয় অংশকে একত্রে বনূ তুজীব বলে ডাকা হত।

৫০৪. ইব্‌ন সা'দ, ১খ, ৩২৩পৃ. বলেন যে ১৩ ব্যক্তিকে নিয়ে প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল এবং তাঁরা মহানবী (সাঃ) কে সাদাকাহ প্রদান করেন।

৫০৫. তু. জামহারাহ্ পৃ.৩৯৯, ইসাবাহ নং ২০৫। এতে বলা হয়েছে যে আল-আশআস ছিল বনূ মু'আবিয়াহ কিন্দাহর অংশ। ইব্‌ন ইসহাক (৬৪১) ও তাবারীর (৩য় খ, ১৩৮-৯) বিবরণ অনুযায়ী ৬০ জন মুসলমানকে নিয়ে প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল। তবে ইব্‌ন কুতায়বা (কিতাবুল মা'আরিফ, ৩৩৩) ও ইব্‌ন হাবীব বাগদাদীর (কিতাবুল মুহাব্বার, ২৯১) মতে প্রতিনিধিদলে ৭০ জন লোক ছিল। ইব্‌ন সা'দ (১ম, ৩২৮) বলেন যে এতে ১০ জন রাকিব ছিলেন। তবে সকলেই একটি ব্যাপারে একমত যে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সবাই মুসলমান ছিলেন।

৫০৬. তু. কিতাবুল মুহাব্বার, ১২৫-৬। এতে বলা হয়েছে কিনদাহ ও সাদীফ এর লোকদের কাছ থেকে আল মুহাজির ইব্‌ন উমায়াহ সাদাকাহ আদায় এবং মহানবী (সাঃ) এর নিয়োজিত আমীর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

৫০৭. জামহারাহ, ৩৯৯, ইসাবাহ নং ২০৫। তু. উসদ, ১ম, ৯৭-৯৯।

৫০৮. জামহারাহ ৪০০, ইসাবাহ্ নং ৩৬৩৪। তিনি আমৃত্যু তাঁর পদে বহাল ছিলেন।

৫০৯. জামহারাহ ৪০০।

৫১০. জামহারাহ ৪০০; ইসাবাহ, নং৩৮৭০।

৫১১. জামহারাহ ৪০০; ইসাবাহ, নং ১৬২৯।

৫১২. জামহারাহ ৪০০; ইসাবাহ নং৩৮৮৭।

৫১৩. জামহারাহ ৪০১; ইসাবাহ নং ৯২৩০।

৫১৪. জামহারাহ ৪০১; ইসাবাহ, নং ১৬৩।

৫১৫. জামহারাহ ৪০২; ইসাবাহ; নং ৩০৭৭ ও ২৫০।

৫১৬. জামহারাহ ৪০২।

৫১৭. জামহারাহ ৪০৩; ইসাবাহ নং ৮০৬২।

www.pathagar.com

৫১৮. ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৮৪৩; উসদ, ৫খ. ২।

৫১৯. জামহারাহ ৪২৯।

৫২০. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৫৯-৬৩, বলেন যে তার নাম ছিল আল 'আলা আবদুল্লাহ্ বিন যিমাদ। কিন্তু ইব্‌ন হাযম (জামহারাহ্, ৪৩০ ও ইসাবাহ নং ৫৬৪২) বলেন যে তার নাম ছিল আল 'আলা বিন 'আবদুল্লাহ্ বিন আবদাহ বিন যিমাদ। তিনি মক্কার বনূ উমাইয়াহ্‌র একজন হালীফ ছিলেন এবং প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫২১. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ, ৩৬৩।

৫২২. জামহারাহ্, ৪২৯-৩০। তু. ইসাবাহ্, ৯১০০; মাজমূআতুল-ওয়াসাইক, ১২৭ ৩০।

৫২৩. তু. মাজমূআতুল' ওয়াসাইক, ১২৬ ও ১৩০।

৫২৪. ইব্‌ন সাদ, ১ম, ৩৪৯-৫১।

৫২৫. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২৯। জামহারাহ্, ৪৩১।

৫২৬. তাবারী, ৩য়, ২২৭-৮প.; ইব্‌ন খালদূন; ১ম, ৮৪৩; উসদ, ১ম, ১৬৩; ৩য়, ৬। তারা কোন সন্দেহ ছাড়াই আল আবনার ইসলাম গ্রহণের কথা বলেছেন। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সমপর্ক বা সমঝোতা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল বলে যে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা সত্য নয়, বিশেষত এ কারণে যে বাযাম অথবা বাযান, তাঁর পুত্র ও অন্য পারসিকরা রিদ্দাহ্‌র সময়েও মদীনার প্রতি অনুগত ছিলেন। সর্বোপরি এ দুজনের মৃত্যুর পর মদীনা থেকে প্রেরিত আরব শাসকদের কাছে ৯ম হিজরী/৬৩০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর সত্ত্বেও সমগ্র পারসীয় সম্প্রদায় তাদের আনুগত্য বজায় রাখে। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১২৯।

৫২৭. তাবারী, ৩য়, ২৩১-৪০। তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্যে তাবারী দ্র., ৩য়, ১৫৮।

৫২৮. ইব্‌ন ইসহাক, ইংরেজী ভাষান্তর (ইব্‌ন হিশামের বিবরণ), ৭৯১-৯২। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৭৬-৭৭।

৫২৯. ঐ, ওয়াফদ বনূ হানীফাহ্, হাদীস সুমামাহ বিন উসাল।

৫৩০. কোন সূত্রই এ অভিযানের তারিখ বা বিশদ বিবরণ উল্লেখ করে নি।

৫৩১. বুখারী, ওয়াফদ বনূ হানীফাহ। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৭৯১-৯২।

৫৩২. ইব্‌ন, ইসহাক, ৭৯২।

৫৩৩. এগুলো ছিল নজদ অভিযানের সময় দু'টি মাত্র ঘটনা। তু. পরিশিষ্ট ক-১

৫৩৪. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৬২। তিনি তাদের ইয়ামামাহ্‌র দু' জন রাজা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫৩৫. ফুতূহ্ আল বুলদান, ৯৭, এতে বলা হয়েছে যে মহানবী(সাঃ) হাওযাহ বিন আলী আল-হানাফী ও আল-ইয়ামামাহ্‌র জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

৬৩৬. ঐ., ৬৪৪-৪৫। তাঁকে সাহিবু'ল ইয়ামামাহ্ (ইয়ামামাহ্‌র প্রধান) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৫৩৭. তারীখ ১ম, ৭৮৮।

www.pathagar.com

৫৩৮. কিতাবু'ল মুহাব্বার, ৭৭।

৫৩৯. ইব্‌ন সা'দ (১ম, ২৫৮) এবং ফুতূহ আল-বুলদান (৯৭) তে বলা হয়েছে যে সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসের গোড়ার দিকে দূতবর্গকে প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে তাবারী (২য়, ৬৪৪) বলেন যে,তারা ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ/৬২৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে প্রেরিত হন।

৫৪০. ঐ., ৩য়, ১৩৭.

৫৪১. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৩৬; ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩১৬-৭; কিতাবু'ল মুহাব্বার ৭৭, এবং ফুতূহ আল-বুলদান, ৯৭।

৫৪২. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩১৬-১৭; ফুতূহ আল-বুলদান, ৯৭; তাবারী ৩য়, ১৩৭-৮। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৩৬-৭।

৫৪৩. ঐ. তু. ডি,এস, মার্গোলিয়াথ, অন দি অরিজিন এ্যান্ড ইমপোর্ট অব দি নেমস অব মুসলিম এ্যান্ড হানীফ; জেআরএএস, লন্ডন ১৯০৩; সি, জে লায়াল, দি ওয়ার্ডস 'হানীফ' এ্যান্ড 'মুসলিম' পূর্বোক্ত ৭৭১-৮৪; এফ বুহল 'মুসায়লামা' ইআই, ১ম; ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা ১৩৪-৭। যদিও প্রাসঙ্গিক নয় তবু উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুসায়ালামার ধর্মীয় কার্যক্রমের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ এবং পাশ্চাত্য পন্ডিতদের তার কথিত নবীত্বের বিশ্বস্ততা প্রসঙ্গ কোনক্রমেই সতর্ক ও দৃঢ় পান্ডিত্যের বিষয় নয়।

৫৪৪. তু. জামহারাহ, ২৯২।

৫৪৫. জামহারাহ, ২৯৩ ইসাবাহ নং ৪২৮৩।

৫৪৬. জামহারাহ, ২৯১-৯২।

৫৪৭. পূর্বোক্ত, ২৯১-৯৩।

৫৪৮. পূর্বোক্ত, ২৯৩; ইসাবাহ, নং ৯৬১।

৫৪৯. তাবারী, ৩য়, ১৮৭। তু. উসদ, ৪র্থ, ১৭৫।

৫৫০. ইব্‌ন সা'দ, ৫ম, ৫৬৪; আল-মা'আরিফ, ৩৩৮।

৫৫১. বুখারী, কিতাবু'ল জুমুআহ।

৫৫২. ইব্‌ন হিশাম ২য়, ৬০৭; ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৬৩; ফুতূহ আল-বুলদান, ৮৯; কিতাবু'ল মুহাব্বার, ৭৭, তাবারী, ২য়, ৬৪৫ ও ৩য়, ২৯, ১৩৭। তু. উসদ, ৫ম, ৭-৮; মাজমূ'আতুল-ওয়াসাইক, ৫৫-৫৭ মহানবী, (সাঃ) এর সাথে আবদু'ল কায়স-এর প্রাথমিক যোগাযোগের জন্যে দেখুন ওয়াকিদী, ৩৩৯-৪০। মুরায়সী অভিযানের সময় গোত্রের যে ২ জন পঞ্চম হিজরী/৬২৭ খৃষ্টাব্দের দিকে মুসলমান হন, তাঁদের ব্যাপারে আবারো দেখুন ওয়াকিদী, ৪০৫-৬ ও ৪০৯।

৫৫৩. তু. মুহাম্মদ এট মদীনা, ১৩২। তিনি বলেন, পারস্য সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের হুমকির কারণে তিনি ও আল-বাহরায়নের জনগণ ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু একই সাথে তিনি আবার বলেন যে তাঁরা মদীনা থেকে সামরিক সাহায্য পান নি।

৫৫৪. তু. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক, ৫৭. মহানবী (সাঃ) এর পত্রের উপর আল-মুনযীরের জবাব।

www.pathagar.com

৫৫৫. কিতাবুল মুহাব্বার, ৭৭. গ্রন্থে বলা হয়েছে যে মদীনায় প্রেরিত এটাই ছিল প্রথম মাল বা সামগ্রী! কিন্তু তা দীনার অথবা দিরহামে প্রেরিত হয়েছিল কি না সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। তবে মহানবী (সাঃ) এর একটি পত্র থেকে আভাস পাওয়া যায় যে সম্ভবত তা দীনারে প্রেরিত হয়েছিল।

৫৫৬. তু. মাজুমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ৬১-৬২। এতে বলা হয়েছে সাদাকাহ ও যাকাত আদায়ের জন্যে কুদামাহ ও আবূ হুরায়রাহকে বাহরায়ন পাঠানো হয়েছিল। আরো দেখুন পূর্বোক্ত, ৫৮, যাতে বলা হয়েছে যে বাহরায়নের অমুসলমানদের উপর জিযয়া কর হিসাবে মাথাপিছু আল-মুয়াফিরি হিসাবে এক দীনার মূল্য ধার্য করা হয়।

৫৫৭. ইব্ন সাদ, ১ম, ৩১৪-১৫, বলেন যে অষ্টম হিজরী ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ২০ জনের একটি প্রতিনিধিদল মদীনা আগমন করে। অন্যদিকে তাবারী ৩য়, ১৩৬-৭ বলেন যে, দশম হিজরী/৬৩১ খৃষ্টাব্দে তা ঘটেছিল। এটা সঠিক নয় বলেই মনে হয়। তু. ইব্ন ইসহাক, ৬৩৫-৬; আল-মাআরিফ, ৩৩৯-৪০।

৫৫৮. পূর্বোক্ত। তু. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ৬৮-৯।

৫৫৯. পূর্বোক্ত। আবদু'ল-কায়সের অন্যান্য মুসলমানদের সম্পর্কে তুলনীয় জামহারাহ, ২৭৯-৮০ এবং ইসাবাহ নং ১০৪২, ২০১, ৮২১৮ এবং ৩৩০৯। আবদু'ল-কায়সের ইসলাম গ্রহণের জন্যে তুলনীয় তাবারী ৩য়, ৩০২প.।

৫৬০. তিনি ছিলেন তামীমের উপগোত্র বনূ আবদুল্লাহ্ বিন দারিম এর। দেখুন জামহারাহ, ২২০।

৫৬১. তু. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক, ৬২-৬৪। এতে নামায আদায় ও যাকাত, সাদাকাহ ও উশর প্রদান এবং মুসলমানদের প্রয়োজন মত সাহায্য প্রদানের কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৫৬২. জামহারাহ ৩২৩, ৩৩৩, ৩৫০, ৩৫৮ ও ৩৬২। উমানে যেসব বংশ বাস করত তারা হল আমীর বিন আমর বিন মালিক বিন আল আওস বিন হারিসাহ; বনূ আস-সাইব বিন আওফ বিন আল খাযরাজ; বনূ আল-আতীক বিন আল-আযদ, বনূ মালিক বিন ফাম এবং বনূ গালিব বিন উসমান বিন নাসর বিন যাহরান।

৫৬৩. ইব্ন সা'দ, ১ম, ২৬২,ফুতূহ আল-বুলদান ৮৭, কিতাবু'ল মুহাব্বার, ৭৭; ইব্ন খালদূন ১ম, ৭৮৮, জামহারাহ, ৩৬২।

৫৬৪. পূর্বোক্ত তু. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ৬৯-৭১, এতে দেখুন উমানের রাজা ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে মহানবী (সাঃ)-এর লেখা ৩টি পত্র।

৫৬৫. ফুতূহ আল-বুলদান, ৮৭। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১৩১। তার ধারণা যে জায়ফার ও আব্বাদ ঘটনাজনিত কারণে নয়, স্ব-উদ্যোগেই মহানবী (সাঃ) এর কাছে আবেদন জানিয়েছিল এটা সঠিক নয়।

৫৬৬. ফুতূহ আল-বুলদান, ৮৭-৮৮।

৫৬৭. জামহারাহ, ৪১২।

www.pathagar.com

৫৬৮. ফুতূহ আল-বুলদান, ৮১।

৫৬৯. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩৫৫-৬ তু. মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক, ১৩১।

৫৭০. ফুতূহ আল-বুলদান, ৮৮; তাবারী ৩য়, ৩১৩-১৮।

৫৭১. জামহারাহ, ১৯৬প.।

৫৭২. জামহারাহ, ১৯৬-২২১-এ এই কথাই বলা হয়েছে।

৫৭৩. পূর্বোক্ত, ২২০।

৫৭৪. পূর্বোক্ত, ২০৩। এখানে বলা হয়েছে যায়দ বিন আদী, বনূ ইমরা উল কায়স। যায়দ মানাত বিন তামীম ছিলেন আল-হীরাহ্‌র রাজা আল-নুমান বিন আল-মুনযীর-এর একজন সাহিব।

৫৭৫. পূর্বোক্ত, ১৯৯, ২০০।

৫৭৬. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ১৬৪-৬৭।

৭৭৭. পূর্বোক্ত, ৩৯০।

৫৭৮. পূর্বোক্ত ৪র্থ, ১৯৭।

৫৭৯. জামহারাহ, ১৯৯, ইসবাহ, নং ৯০০৭।

৫৮০. জামহারাহ, ১৯৯, ইসাবাহ, নং ৯০০৮। তিনি উহুদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

৫৮১. জামহারাহ, ১৯৯, ইসবাহ নং ১৫০১। মহানবী (সাঃ) এর উপর কুরায়শদের অত্যাচার শুরু হওয়ার পর তিনি মহানবী (সাঃ) কে রক্ষা করতে গিয়ে প্রথম শাহাদত লাভ করেন।

৫৮২. জামহারাহ; ১৯৯; ইসাবাহ, নং ৪০৭৬। তু. উসদ, ৩য়, ২৭-২৮। তিনি তামীমের একটি শাখার স্থানীয় কর আদায়কারীদের মধ্য একজন ছিলেন।

৫৮৩. জামহারাহ, ১৯৯; ইসাবাহ নং ৪০৮৬। তু. তাবারী, ৩য় ২৬৮-৯। তিনি বলেন যে সাফওয়ান রিদ্দাহকালে আবূ বকরের কাছে সাদাকাহ নিয়ে হাজির হন।

৫৮৪. জামহারাহ, ২০০; ইসাবাহ নং ১৮৫৯।

৫৮৫. ওয়াকিদী, ৮০৩৪। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৬২৮। আরো দেখুন তাবারী ৩য়, ৬৫, তিনি বলেন যে এ ঘটনায় বিপুল সংখ্যক তামীমের একটি বড় বাহিনী উপস্থিত ছিল।

৫৮৬. ইব্‌ন ইসহাক ৫৯৩-৯৫; ওয়াকিদী ৯১৯-২০।

৫৮৭. ওয়াকিদী, ৯৪৬।

৫৮৮. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৮৯, বলেন যে উপগোত্রের আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব তাঁর লোকদের সেবার প্রশংসা করে কিছু কবিতা রচনা করেন।

৫৮৯. ইব্‌ন সাদ, ১ম, ২৯৪-৫। তু. ইব্‌ন ইসহাক, ৬২৮-৩১ এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ ও ইকতা প্রদান সম্পর্কে মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইক, ১৩৩-৭ দেখুন।

৫৯০. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৩১।

৫৯১. ওয়াকিদী, ৯৭৯-৮০।

৫৯২. তাবারী, ৩য় ১১৫-২০। তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১৩৮। মহানবীর (সাঃ) জীবনের শেষ

www.pathagar.com

দিকে তামীমের কাছ থেকে সাদাকাহ্ আদায়কারীদের মধ্যে মালিক বিন নুওয়ায়রাহ থাকায় তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে খুবই সন্ধিহান। মূলত তার সকল কথাই ভিত্তিহীন এবং তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষ।

৫৯৩. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৬০০; আনসাবু'ল-আশরাফ, ১ম, ৫৩০; তাবারী, ৩য়, ১৪৭। তু. ইব্‌ন-খালদূন, ১ম, ৮৪৩; উসদ, ২য়, ২৭-৮, ১৯৪-৫, ৩৬৯-৭০ এবং ৪র্থ, ২১৯-২১ ও ২৯৫। তামীম গোত্রের জন্যে সর্বমোট ৫ জন স্থানীয় কর আদায়কারীকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

৫৯৪. জামহারাহ, ১৯৭-৮। তু. ইসাবাহ, নং ৬৯০১, ৩৪৭৮, ৯১২৪, ১৮৮৩, ২৫৯৯, ১৭৩২, ৭২১৯, ৭১৫৮ ও ৫৩৩৪।

৫৯৫. পূর্বোক্ত, ১৯৯-২০০। তু. পূর্বোক্ত, নং ৯০০৭-৮, ১৫০১, ৪০৭৬, ৪০৮৬, ১৮৫৯।

৫৯৬. পূর্বোক্ত, ২০৬-৭। তু. পূর্বোক্ত, নং ১১৪৯, ১৬১, ৫৬৩৭।

৫৯৭. পূর্বোক্ত, ২১৩। তু.পূর্বোক্ত, নং ১৫৭৭।

৫৯৮. পূর্বোক্ত ২১৮। তু. পূর্বোক্ত, নং ৪৩, ৫৫, (স্ত্রীলোক)।

৫৯৯. পূর্বোক্ত, ২১৯-২০। তু. পূর্বোক্ত, নং ৬১২৮।

৬০০. পূর্বোক্ত, ২২০-২১। তু. পূর্বোক্ত, নং ৫৫৬৬।

৬০১. পূর্বোক্ত, ১৯৯। তু. ঐ. নং ১০১৭।

৬০২. পূর্বোক্ত, ২০১।

৬০৩. পূর্বোক্ত, ২০২। তু. পূর্বোক্ত, নং ৮৩০।

৬০৪. পূর্বোক্ত, ২০২-৩। তু. পূর্বোক্ত, নং ৯৩৫৮।

৬০৫. পূর্বাক্ত ২০৫। তু. পূর্বোক্ত, নং ৭১৯৪।

৬০৬. পূর্বোক্ত, ২০৮-১১।

৬০৭. ঐ

৬০৮. ঐ

৬০৯. পূর্বোক্ত, ২১৭। তু. পূর্বোক্ত, নং ৩৪১৩।

৬১০. পূর্বোক্ত, ২১৮। তু. পূর্বোক্ত, নং ৮৪৮৫।

৬১১. তু. ওয়াট, পূর্বোক্ত ১৩৯-৪০।

৬১২. উসদ, ২য়, ১৯৪-৫।

৬১৩. জামহারাহ, ২৮০-৩০৮

৬১৪. পূর্বোক্ত।

৬১৫. পূর্বোক্ত।

৬১৬. তু. , ওয়াকিদী ৭৬০ ও ১০৩২, তিনি বলেন যে, মূতাহ ও তাবূক অভিযানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত গোত্রগুলোর মধ্যে ওয়াইলের কয়েকটি অংশও ছিল।

৬১৭. জামাহারাহ, ২৮৫-৬। তু. মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক-১৯৫। এতে বলা হয়েছে যে, উবাদাহ বিন আল আশয়াব আল আনযীকে তার গোত্রের মুসলমানদের প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

৬১৮. পূর্বোক্ত, ২৮৫। তু. ইসাবাহ নং ৪৩৮১।

৬১৯. ইব্‌ন হিশাম, ৫৯০; ইব্‌ন সাদ, ১ম, ২৬৪-৫; আনসাবু'ল আশরাফ, ১ম, ৫২৯; ফুতূহ আল-বুলদান, ৮০-৮৩; তাবারী ৩য়, ১২১। তু. বুখারী, বাব উজূবু'য-যাকাত; উসদ, ৪র্থ, ৩৭৬-৮। মহানবী (সাঃ) এর প্রশাসক ও গভর্নরদের সম্পর্কে আলোচনার জন্য ৪র্থ অধ্যায় দেখুন।

৬২০. ওয়াকিদী, ৪৫, ১০৮ ও ৫৫৪। তু. জামহারাহ, ২৯৫ ও ইসাবাহ, নং ২২৫। এতে উপগোত্রটির আরো ২ জন মুসলমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬২১. তু. , মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক, ১৩২। বিশ্বাস করার মত কারণ রয়েছে যে, এর ফলে প্রধান গোত্রের উপর ধর্মান্তরের প্রতিক্রিয়া পড়েছিল।

৬২২. পূর্বোক্ত, ১৩৩। তু. জামহারাহ, ২৯৭ ও ইসাবাহ নং ১৭০৯। এতে হাসান বিন মাহদূজকে এ গোত্রের প্রথম দিকের একজন মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জামহারাহ থেকে দেখা যায় যে, তাঁর সমগ্র পরিবারই গোড়ার দিকে সম্ভবত মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

৬২৩. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩১৫।

৬২৪. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩১৬-১৭।

৬২৫. তাবারী ৩য়, ৩১০। তু. জামহারাহ, ২৯০-৩০৮। এতে বিভিন্ন উপগোত্র ও তাদের নেতাদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

৬২৬. জামহারাহ, ২৯৮-৯৯প.। বনূ শায়বানের সাদূস উপগোত্রের দু'জন সাহাবী হলেন বাশীর বিন মা'বাদ ও খালিদ বিন আল মুয়াম্মার। এদের ব্যাপারে দেখুন ইসাবাহ, নং ৭০৪ ও ২৩২১।

৬২৭. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ১৪১ এ ব্যাপারে তার সকল আলোচনাই দুর্ভাগ্যক্রমে উদ্ভট কল্পনা ও মিথ্যা সিদ্ধান্তের সংমিশ্রণ। তিনি এ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে সাধারণ ভাবে মদীনা থেকে প্রত্যন্ত এলাকার যাযাবর গোত্রগুলো এবং বিশেষ করে খৃষ্টানরা মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করে নি। বরং তারা নিছক ইসলামী রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক মিত্র ছিল। কিন্তু তার এ ধারণা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

মহানবী (সাঃ)-এর সামরিক সংগঠন

মদীনায় একটি নতুন সামাজিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে একটি সামরিক সংগঠনের ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও অপরিহার্য রূপে এসে যায়। মদীনার দুর্বল ও সংখ্যার দিকে নিতান্তই স্বল্প মুসলিম সম্প্রদায় হিজরতের পর প্রকৃত পক্ষে এমন একটি ভূখণ্ডে বাস করতে থাকে যার চারদিকে ঘিরে ছিল একটি প্রবল বিরোধী শত্রু পক্ষ। মদীনার মুসলমানদের সামনে যে বড় বিপদ দেখা দেয় সেটি ছিল মক্কাবাসীদের তরফ থেকে প্রতিনিয়ত একটি আক্রমণের আশংকা। কারণ, মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ অতি অল্পের জন্য তাদের রুদ্ধরোষ থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। এমনকি এখানে নতুন আবাসস্থলেও মুসলমানদের শত্রুর শেষ ছিল না। এই নগরীর ইহুদীরা মহানবী (সাঃ) ও তাঁর ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতা করাকেই বেছে নেয়, আর এটা মুসলমানদের অস্তিত্বের উপর একটি নয়া হুমকি সৃষ্টি করে। মুনাফিক আরবদের শত্রুতাও তাদের জীবনকে আরো দুর্বিসহ করে তুলে। এই দু'টি অভ্যন্তরীণ বৈরিতা ছাড়াও এ এলাকার পৌত্তলিক আরব উপজাতিগুলো তাদের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এসব বহুবিধ হুমকি ও বিপদের মুখে মদীনার শিশু ইসলামী রাষ্ট্রকে তার সামরিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হয়। অন্যথায় তার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল। মহানবী (সাঃ) ছিলেন যুক্তি ও বাস্তববাদী এক মহা মানব। তিনি প্রথম থেকেই যুদ্ধের একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন এবং সে মোতাবেক তাঁর পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। মুসলমানদের রণনৈপুণ্য ও সামরিক শৌর্যের কোন ঘাটতি ছিল না। তবে প্রয়োজন ছিল উদ্যমী ও সাহসী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সুসজ্জিত করা। মহানবী (সাঃ) এর প্রাথমিক পর্যায়ের অভিযানগুলোতে মুসলিম যোদ্ধারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ লাভ করে। আর এই সাথে একটি দক্ষ সামরিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠে যা দশ বছরের এক সংক্ষিপ্ত সময়ে আরব জগতের মধ্যে শৌর্যে বীর্যে সর্বোচ্চ স্থানে আরোহন করে। ৬২২ খৃষ্টাব্দে তাঁর নিজ শহর মক্কা থেকে নিতান্ত অসৌজন্যমূলক ভাবে বিতাড়িত হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) তাঁর সেনা সংগঠনের সহযোগিতায় মাত্র ৮ বছর পর এ শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। শুধু জন্মস্থানই নয়, সমগ্র আরব তাঁর পদানত হয়।

www.pathagar.com

মক্কার পতনের পর ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিকতা ব্যতিরেকে আরব উপদ্বীপের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর সামরিক শক্তির প্রভাব অনুভূত হয়। মূলত তাঁর সামরিক শক্তি আরবের ক্ষমতাশালী গোত্রসমূহ, রাজ কর্মচারী, শাসক ও রাজাদেরকে মদীনার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করে। আরব উপদ্বীপকে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনয়নের পর মহানবী (সাঃ) এর সেনাবাহিনী প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী কালে বিশ্ব বিজয়ের এক সুদূর প্রসারী পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক সংগঠন মহানবী (সাঃ) এর জীবনকালের এক দশক সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে যথারীতি এক উন্নত সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় মহানবী (সাঃ) বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত করেন। সময়ের প্রয়োজনে সামরিক কৌশলগত চাহিদার প্রেক্ষিতে এ সব নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত এ সকল সামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন অভিযানের সেনানায়কবৃন্দ (উমারা আল-সারিয়া) কর্মকর্তাগণ (উমারা আল-মায়মানাহ্, মায়সারহ্, মুকাদ্দামাহ্ ও সাকাহ্), পতাকাবাহী (সাহিব আল-লিওয়া ওয়া' আর-রায়াহ্), স্কাউট (তালিআহ্), গুপ্তচর (উয়ূন), পথ প্রদর্শক (দালীল), যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আসহাবু'ল মাগানিম ওয়া'ল আসারা), যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধাশ্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আসহাবু'স সিলাহ্ ওয়া'ল ফারাস) এবং দেহরক্ষীগণ (আসহাবু'ল হারাস)। মহানবী (সাঃ) এর সামরিক ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্যে বিভিন্ন অভিযানের কমান্ডার নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ, অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর এর একটি কালানুক্রমিক পূর্ববর্তীতা রয়েছে।

সেনা অভিযানের অধিনায়কগণ

সারায়ার আমীর বা অধিনায়ক নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আগে ইসলামী সামরিক ব্যবস্থার সংগঠনে মহানবী (সাঃ) এর অবস্থান সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। মদীনার সংবিধান নামে সাধারণভাবে পরিচিত মহানবী (সাঃ) এর 'কিতাব' অনুযায়ী তিনি ইসলামী উম্মাহ্ তথা ইসলামী রাষ্ট্রের ঐশী পরিচালক (ডিভাইন ডিরেক্টর) হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন।[১] বিশেষ ভাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৬ ধারা বলে তাঁর হাতে সামরিক ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। এর ফলে মদীনার ব্যবসায়ীগণকে যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেয়ার প্রাধিকার তাঁর ছিল।[২] কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেনাবাহিনীসহ সকল প্রশাসনিক শাখায় কর্মকর্তা নিয়োগের সর্বময় ক্ষমতা ও অধিকার। এ ক্ষমতা তাঁকে ইসলামী বাহিনীর সর্বাধিনায়কে পরিণত করে এবং এ কারণে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিপুল সংখ্যক যুদ্ধাভিযানের নেতৃত্ব দেন ।

এটা সর্বজনবিদিত যে হিজরতের মাত্র ৬ মাস পর ১ম হিজরীর রমযান মাসে (৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ)

www.pathagar.com

একটি সারায়ার প্রথম সামরিক অধিনায়ক নিয়োগ করা হয় এবং সর্বশেষ সেনাধিনায়ক নিয়োগ করা হয় ১১শ হিজরীর রবিউস সানি / ৬৩২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, মহানবী (সাঃ) -এর জীবনের অন্তিম কালে।[৩] প্রথম ও শেষ সেনা অভিযানের অধিনায়কদের মধ্যে সর্বমোট ৭২টি নিয়োগ দান করা হয়েছিল। অবশ্য মাত্র ৪৭ জন বিভিন্ন সারায়ার সেনা অধিনায়কের দায়িত্ব লাভ করেন। অধিনায়ক পদে নিয়োগের সংখ্যা এবং সেনা অধিনায়কদের প্রকৃত সংখ্যার মধ্যে এ ব্যবধানের কারণ এই যে কতিপয় অধিনায়ক একাধিকবার এ মর্যাদাজনক পদে নিযুক্তি লাভ করেছিলেন। এসব অধিনায়কের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, গালিব বিন আবদুল্লাহ্ এবং খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম দু'জন ৩টি অভিযানের নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে শেষোক্ত দু'জন ৪টি অভিযানে ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন।[৪] কিন্তু মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ৬ বছরে সবচেয়ে খ্যাতিমান ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অধিনায়ক কুরায়শ বা আনসারদের কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটি বিখ্যাত আরব পরিবারের সদস্য এবং মহানবী (সাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ বিন হারিসাহ। তিনি ৯টি অভিযানে মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তাঁর প্রথম অভিযান ছিল ৩য় হিজরীর জমাদিউস সানি মাসে(৬২৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর) এবং তিনি সর্বশেষ অভিযান পরিচালনা করেন ৮ম হিজরীর জমাদিউল[৫] আউয়াল মাসে (৬২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর)। তথ্যসমূহ জোর দিয়ে উল্লেখ করেছে যে যায়দ কোন অভিযানে উপস্থিত থাকলে মহানবী (সাঃ) তাঁকেই অধিনায়কের দায়িত্ব প্রদান করতেন।[৬] প্রথম সারির অধিনায়কবৃন্দ ছাড়াও আরো ৬ জন অধিনায়ক মুসলিম সেনাবাহিনীকে দু'দুবার নেতৃত্ব দেন।[৭]

স্বাধীনভাবে কোন অভিযানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এরূপ সামরিক অধিনায়কদের মোট সংখ্যা ছিল ৭৪টি। কিন্তু ৭৪টি সেনা অভিযানে ৪৯ জন সেনা অধিনায়ক নিয়োগ লাভ করেছিলেন।[৮] আমীর-ই সারায়া অর্থাৎ সেনাধিনায়ক পদে এরূপ বিপুল সংখ্যক নিয়োগ প্রদান এই সত্যকে প্রতিফলিত করে যে অধিনায়কদের পদ তখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। এটি স্থায়ী কোন নিয়োগ ছিল না এবং সেনা অধিনায়কগণ কোন বিশেষ অভিযানের দায়িত্ব লাভ করতেন মাত্র। অভিযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি আর মুসলিম বাহিনীর দায়িত্বে থাকতেন না। দু'টি কারণে সারায়ার (অভিযানের) অধিনায়কদের অস্থায়ী দায়িত্ব দেয়া হত। প্রথমত এই ইসলামী রাষ্ট্রটির কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। কোন বিশেষ অভিযান শেষ হওয়ার পর মুসলিম বাহিনীকেও ভেঙ্গে দেয়া হত। দ্বিতীয়ত মহানবী (সাঃ) নিজেই ছিলেন মুসলিম বাহিনীর এক মাত্র স্থায়ী সামরিক অধিনায়ক। প্রকৃতপক্ষে তিনি সাময়িকভাবে সারায়ার (অভিযানসমূহের) অধিনায়কবৃন্দের কাছে তাঁর সামরিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন।

সামরিক অধিনায়কদের পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি মজার বিষয় হলো যে এ পদগুলো বিভিন্ন উপজাতি ও গোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করা হত। নিচের ছকে গোষ্ঠীগতভাবে এ সব নিয়োগ এবং নিয়োগ প্রাপ্ত সেনা অধিনায়কদের সংখ্যা দেয়া হল ঃ

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	গোত্র/ বংশ	নিয়োগের সংখ্যা	নিয়োগপ্রাপ্ত সেনা অধিনায়কের সংখ্যা
১.	কুরায়শ	(২৫)	(১৮)
	(১) বনূ হাশিম	৫	৩
	(২) বনূ উমাইয়াহ	৪	৪
	(৩) বনূ সাহম	৩	২
	(৪) বনূ মাখযূম	৫	২
	(৫) বনূ ফিহর্	৩	২
	(৬) বনূ যুহ্‌রাহ	২	২
	(৭) বনূ মুত্তালিব	১	১
	(৮) বনূ তায়ম	১	১
	(৯) বনূ আদী	১	১
২.	খাযরাজ	১১	৮
৩.	আওস	৬	৩
৪.	কালব	১০	২
৫.	বালী	১	১
৬.	সুলায়ম	১	১
৭.	গাতফান	১	১
৮.	হাওয়াযিন	২	২
৯.	কায়স আয়লান	২	২
১০.	আসাদ	৪	৩
১১.	কিনানাহ্	৭	৪
১২.	আযদ	২	২
১৩.	বাযীলাহ্	১	১
১৪.	অজ্ঞাত	১	১
	সর্বমোট	৭৪	৪৯

উপরের ছক থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে সেনাধিনায়ক পদে বেশীর ভাগ নিয়োগ হয়েছে কুরায়শ গোত্র থেকে। এতে কোন সংশয় নেই যে, আরবের গোটা গোত্রীয় সমাজের মধ্যে কুরায়শ গোত্রের সদস্যরাই ছিল সবদিক থেকে শক্ত, সমর্থ এবং সংখ্যার দিক থেকে শক্তিশালী। যেটি অধিক গুরুত্বের সাথে উল্লেখের দাবী রাখে তা হলো এই যে, উমাইয়া পরিবারের যতজন সামরিক অধিনায়কের পদ লাভ করতে সমর্থ হয় তা ছিল সকল আরব গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড়।[৯] ইসলামের আবির্ভাবের আগে সামরিক শৌর্য-বীর্যে তথা নেতৃত্বের গুণাবলীতে উমাইয়াহ বংশ বিভূষিত ছিল এতে তারই প্রমাণ মিলে। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বের ও পরের দশক গুলোতে মক্কার কুরায়শ শাসনামলে বনূ উমাইয়াহ্ কিয়াদাহ্ অর্থাৎ সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১০]

যা হোক কুরায়শ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য উপগোত্র সাহম, মাখযূম, ফিহ্র ও যুহরাহ মক্কার শাসক পরিবারের বিশিষ্ট সদস্য ছিল[১১] এবং সামরিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা ছিল প্রায় পরস্পরের কাছাকাছি। মক্কার শাসককুলে বনূ মাখযূম সামরিক নেতৃত্বে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি অর্জন করে[১২] এবং এই গোত্রের প্রতিনিধি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ মাখযূমী[১৩] বিভিন্ন অভিযানে এক বিরল সামরিক কৃতিত্ব অর্জন করেন। ফলে এই বংশগুলোর মধ্যে কোনটি অধিক সামরিক শৌর্যবীর্যের অধিকারী তা নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ ছিল। কুরায়শ গোত্রের শেষোক্ত ৩টি বংশ সামরিক পেশায় ততটা প্রাতিনিধিত্ব করতে পারেনি। অথচ তায়ম[১৪] বংশের আবূ বক্র, আদী বংশের উমর ইবনুল খাত্তাব[১৫] এবং ফিহ্র বংশের আবূ উবায়দাহ, ইবনুল জাররাহ[১৬] মহানবী (সাঃ) এর পর ইসলামী উম্মাহ'র সবচেয়ে শক্তিধর ও সম্মানিত সদস্য হিসাবে বিবেচিত ছিলেন।

কুরায়শ বংশের পর অন্যান্য গোত্রের মধ্যে মদীনার দুটি প্রধান গোত্র আওস ও খাযরাজ যুগ্মভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল। তাদের গোত্র থেকে ১১জন সদস্য ১৭টি সেনা অভিযানে অধিনায়কের পদ অলংকৃত করেন। এর মধ্যে খাযরাজ গোত্র তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আওস গোত্র থেকে অধিকতর ভাল অবস্থানে ছিল। সম্ভবত তাদের সংখ্যা ও গুণগত উৎকর্ষের কারণে খাযরাজ গোত্রের প্রাধান্য ছিল। কালব গোত্রের ক্ষেত্রে এখানে সারবান কোন তথ্য যোগ করার তেমন কিছু নেই। মহানবীর (সাঃ) বিখ্যাত মাওলা, অর্থাৎ আযাদকৃত গোলাম যায়দ বিন হারিসাহ এই বংশেরই এক গৌরবদীপ্ত প্রতিনিধি। তিনি সবচেয়ে অধিক সংখ্যক সামরিক অভিযানে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা ছিল।[১৭] তাঁর ১৮ বছরের যুবক পুত্র উসামাহকে মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশায় শেষ অভিযানের অধিনায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং এই অভিযানে তার তুলনায় প্রবীন, অভিজ্ঞ ও মহান সাহাবীদেরকে তাঁর অধীনেই ন্যস্ত করা হয়।[১৮] অবশিষ্ট গোত্রসমূহের মধ্যে আসাদ ও কিনানাহ অন্যান্য গোত্রের তুলনায় বেশী সংখ্যক অধিনায়কের পদ লাভ করে। এর অন্যতম কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বংশের লোকেরাই ইসলামী উম্মাহ্র সাথে প্রথম সংহতি প্রকাশ করে একাত্মতা ঘোষণা করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আসাদ গোত্রের তিন জন সামরিক অধিনায়কের সকলেই ছিলেন ইসলামপূর্ব কালের বনূ উমাইয়াহ বংশের হালীফ (মিত্র)।[১৯] এ থেকে উমাইয়াহ ও তাদের মিত্ররা মক্কার গোত্রীয় শাসনে এবং মদীনার ইসলামিক রাষ্ট্রে যে মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করেছে তার আভাস পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মহানবী (সাঃ) তাঁর ৪ জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে আমীর-ই-সারয়াহ (প্রধান সেনাধ্যক্ষ) পদে নিয়োগ দান করেন। তারা হলেন তাঁর চাচা হামযাহ ইবন মুত্তালিব,[২০] তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবন আবী তালিব[২১] ও তাঁর বড় ভাই জাফর[২২] এবং তার ফুফুর ছেলে আবূ সালামাহ ইবন আব্দুল আসাদ।[২৩] এছাড়া সেনা অধিনায়ক পদে নিযুক্ত আরো ছয় ব্যক্তি বৈবাহিক সূত্রে কোন না কোন ভাবে তাঁর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। এরা হলেন- আবূ বক্র, আবূ সুফিয়ান[২৪] ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফাহ[২৫] এবং হিলফ অর্থাৎ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে সম্পর্কিত ছিলেন যায়দ ইবন হারিসাহ ও তার পুত্র উসামাহ। এখানে এরূপ মতামত ব্যক্ত করা সম্পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক

www.pathagar.com

হবে যে, মহানবী (সাঃ) অবস্থার প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে সেনা অধিনায়ক পদে নিয়োগ দান করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে গোত্র বা গোষ্ঠীগত বিষয়গুলোকে কখনও গুরুত্ব দেননি। তবে কাউকে কোন দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়গুলো যেমন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেনি তেমনি নিবৃত্তও করেনি। যেখানে বংশ বা গোত্রীয় সম্পর্ক অন্যান্য বন্ধনের সাথে সমান্তরাল ভাবে পরস্পরকে কাছে এনে দেয় সে সব গোত্রবদ্ধ সমাজে নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট। সেনা অধিনায়কদের বংশ ও গোত্রীয় বিষয় বিবেচনা করলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। এটা উল্লেখ করার মত একটি চমকপ্রদ বিষয় ছিল এই যে এ শ্রেণীর প্রথম ৩টি নিযুক্তি কুরায়শ গোত্রের ৩টি প্রধান গোষ্ঠী যথা হাশিম, মুত্তালিব ও যুহরাহ থেকে প্রদান করা হয়েছিল।[২৬]

৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে অর্থাৎ হিজরতের ষষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম মাসের পর এই সকল নিয়োগ দান সম্পন্ন হয়। হাশিমী বংশোদ্ভূত প্রথম ব্যক্তির নিয়োগের ৪ বছর পর ৬২৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মতান্তরে ৬২৮ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে (শাবান, ৬ হিজরী)[২৭] আরেকজন হাশিমী আলী ইবন আবূ তালিব নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ৯ম হিজরীর রবিউস সানি মাসে (জুলাই–আগস্ট, ৬৩০ খৃষ্টাব্দ) এবং ১০ম হিজরীর রমযান মাসে (ডিসেম্বর, ৬৩১ খৃষ্টাব্দ)[২৮] আলীকে আরো দু'টি সামরিক অধিনায়দের পদে নিযোগ দান করা হয়। ৮ম হিজরীর জমাদিউস সানি মাসে (সেপ্টেম্বর, ৬২৯ খৃস্টাব্দে) হাশিমী বংশের তৃতীয় ব্যক্তি জাফর ইবন আবূ তালিবকে সেনাধ্যক্ষের পদ দেয়া হয়। মূতাহ[২৯] অভিযানের তিন জন অধিনায়কের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

উমাইয়া বংশ থেকে সামরিক অধিনায়কের পদে প্রথম নিয়োগদান একটু দেরীতে হয়েছিল। এই বংশের আবান ইবন সা'ঈদকে প্রথম নিয়োগ দান করা হয় ৭ম হিজরীতে (৬২৮ খৃস্টাব্দে)।[৩০] কিন্তু উমাইয়া বংশের হালীফ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জাহশকে দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে (জানুয়ারী, ৬২৪ খৃস্টাব্দে) নাখলাহের অভিযানে[৩১] অধিনায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও উমাইয়া হালিফ উক্কাশাহ ইবন মিহসিন ও বনূ আসাদ গোত্রের শুজা ইব্ন ওয়াহাবকে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ হিজরী (৬২৭ খৃস্টাব্দ) ও ৮ম হিজরীতে (৬২৯ খৃস্টাব্দে)[৩২] সেনা অভিযানের অধিনায়ক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। যাহোক বনূ উমাইয়াহ গোত্রের আর একজন সদস্য খালিদ ইবন সাঈদ ৮ম হিজরীতে (৬৩০ খৃস্টাব্দে)[৩৩] এই পদ লাভ করেন। ঘটনাক্রমে তিনি মহানবী (সাঃ) এর অধীন প্রথম উমাইয়া অধিনায়ক আবান-এর ভাই ছিলেন। এই একই বছরে আর একজন উমাইয়া হিশাম ইবনুল আস[৩৪] অনুরূপ নিয়োগ লাভ করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর অধীনে চতুর্থ ও সর্বশেষ উমাইয়া অধিনায়ক ছিলেন আবূ সুফিয়ান। তিনি ছিলেন তৎকালীন মক্কার কুরায়শদের সর্বাধিনায়ক(ক্বা'ইদ)। তিনি ৮ম হিজরীতে (৬৩০ খৃস্টাব্দে)[৩৫] মক্কা নগরীর পতনের অব্যহিত পরেই মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তার একমাত্র সামরিক দায়িত্ব (যদিও যুগ্মভাবে) লাভ করেন। কুরায়শদের মধ্যে আর যারা ছিলেন তাদের মধ্যে খালিদ ইবন ওয়ালীদ, আমর ইবনুল আস ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস তাদের অভূতপূর্ব সামরিক কৌশল ও উল্লেখযোগ্য দক্ষতার জন্য শুধুমাত্র মহানবী(সাঃ)-এর আমলেই নয় তাঁর পরবর্তী খলীফাদের আমলেও অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।[৩৬]

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরে অর্থাৎ ১ম হিজরীর যিলক্বদ মাসে (মে, ৬২৩ খৃষ্টাব্দে)[৩৭] সা'দ তাঁর জীবনে মুসলিম বাহিনীর একমাত্র অভিযান পরিচালনা করেন। অপরদিকে আমর ইবনু'ল-আস আস-সাহমীকে তার ইসলাম গ্রহণের প্রায় ২ বছর পর ৮ম হিজরীর জমাদিউস সানি মাসে (অক্টোবর, ৬২৯ খৃষ্টাব্দে) ইসলামী বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে তার জীবনের প্রথম সামরিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মক্কার পতনের[৩৮] মাসেই তিনি দ্বিতীয় বার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ আল-মাখযূমী সম্পর্কে এখানে পূনরাবৃত্তি নিরর্থক। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর একজন মহান সাহাবী আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ আল-ফিহরীকে ৬ষ্ঠ হিজরীর প্রথম ভাগে (৬২৭ খৃষ্টাব্দের শেষে)[৩৯] সেনা অধিনায়কের পদে নিয়োগ দান করা হয়। উমরের খিলাফত কালে তিনি প্রভূত যশ লাভ করেন। এখানে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল মহানবী (সাঃ) এর যে সব মহান সাহাবী শৌর্যবীর্যে ও সামরিক গুণাবলীতে ভাস্বর ছিলেন তারা সকলে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব যথেষ্ট দেরীতে লাভ করেন।

প্রথম সামরিক দায়িত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আওস গোত্র খাযরাজ গোত্র থেকে অগ্রবর্তী ছিল। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে (মার্চ, ৬২৪ খৃষ্টাব্দে) আওস গোত্র সামরিক দায়িত্ব লাভ করে। অপরদিকে খাযরাজ গোত্র এর একমাস পর এরূপ সামরিক দায়িত্বে নিয়োজিত হয়।[৪০] এ বছরের গোটা সময় ধরে আওস গোত্র যদিও অধিনায়কের দায়িত্বে বহাল থাকে কিন্তু খাযরাজ গোত্র মাত্র এক বছর পর ৪র্থ হিজরীর মুহাররম মাসে (জুন, ৬২৫ খৃষ্টাব্দ) দ্বিতীয় বার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। এর পরের বছর তারা তৃতীয় বারের মত দায়িত্ব লাভ করে।[৪১] অপরদিকে আওস গোত্রের প্রতিনিধি মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ্ তিন বছর বিরতির পর তার গোত্রের জন্য সামরিক অধিনায়কের পদে একটি নিয়োগ পান। এর পরের বছরে তিনি দ্বিতীয়বার এবং তিন বছর পর তিনি শেষবার নিয়োগ লাভ করেন। আর এ নিয়োগ প্রাপ্তি ঘটে ৮ম হিজরীতে (৬৩০ খৃষ্টাব্দে)।[৪২] অপর দিকে খাযরাজীরা ৬২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে (একমাত্র ৬২৭ খৃষ্টাব্দ বাদে) মুসলিম বাহিনীকে অব্যাহত ভাবে পরিচালনার সুযোগ লাভ করে।[৪৩] মহানবীর (সাঃ) জীবনের শেষ দুই বছরে স্বাধীনভাবে মদীনার মুসলিম বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব আওস বা খাযরাজ গোত্রের কোন সদস্যের ছিল না।[৪৪] সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে এসময়ে সামরিক অভিযান খুবই কম সংখ্যায় হয়েছিল। যা হোক আনসারদের এই দু'টি গঠনকর যৌথ প্রতিনিধিত্ব পরবর্তীতে বিশেষ করে মক্কা জয়ের পর ৬ বছরেরও বেশী সময় ধরে অব্যাহত থাকে। আর এ থেকে মহানবী (সাঃ) তাঁর মদীনার অনুসারীদের উপর যে কতখানি আস্থা রেখেছিলেন তা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়। এ থেকে আরো একটা জোরালো সত্য প্রকাশ পায় যে মুহাজিরদের মত আনসারগণও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার ছিলেন। এই শ্রেণীর সামরিক অধিনায়কদের মধ্যে শেষ গুরুত্বপূর্ণ গোত্র হচ্ছে কিনানাহ। তাদের প্রতিনিধি আমর বিন উমাইয়াহ আল যামুরী ৬ষ্ঠ হিজরীতে (৬২৮ খৃষ্টাব্দে)[৪৫] প্রথম সেনা অধিনায়কের দায়িত্বলাভ করেন। এই গোত্রের অপর অধিনায়ক হলেন গালিব ইবন আব্দুল্লাহ আল লায়সী। ইতিপূর্বে তাঁর ৪টি অভিযানের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। কিনানাহ গোত্রের উপর সর্বশেষ অধিনায়কত্বের দায়িত্ব ৯ম হিজরীর রবিউস সানী মাসে (জুলাই-আগষ্ট, ৬৩০ খৃষ্টাব্দে)[৪৬] ন্যস্ত হয়েছিল।

www.pathagar.com

মদীনা থেকে কিছুটা দূরত্বের কারণে এবং কিছুটা নওমুসলিমদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর অভাবের জন্য অন্যান্য গোত্র ও উপ-গোত্র থেকে সেনা অধিনায়কের পদে প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম।[৪৭] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, উল্লিখিত গোত্রগুলো ছাড়া অন্যান্য গোত্র যেমন আযদ, বাজীলাহ, গাতফান ও হাওয়াযিন কেবলমাত্র মহানবী (সাঃ) এর জীবনের শেষ দুই বছরে সামরিক নেতৃত্ব লাভ করে। তবে কায়স আয়লান ও সুলায়ম গোত্র যথাক্রমে ৩য় হিজরী (৬২৫ খৃষ্টাব্দ) ও ৭ম হিজরীতে (৬২৯ খৃষ্টাব্দ) সেনা বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছিল।[৪৮] নিচের ছকে মদীনার মুসলিম বাহিনীতে গোত্রীয় ও উপ-গোত্রীয় অধিনায়কত্বের একটি স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। এ তালিকায় মুসলিম বাহিনীর অভিযান গুলোর বছর ভিত্তিক সংখ্যা এবং কুরায়শ গোত্রের বিভিন্ন শাখা ও আরবের অন্যান্য গোত্রের একটি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের চিত্রও স্পষ্ট হবে।

বছর	৬২৩	৬২৪	৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮	৬২৯	৬৩০	৬৩১	৬৩২
অভিযানের সংখ্যা	৩	৬	৪	২	১২	৯	১১	১৭	৬	১
১. কুরায়শ বংশ										
(ক) হাশিম	১				১		১	১	১	
(খ) উমাইয়া						১		৩	১	
(গ) সাহম							১	১	১	
(ঘ) মাখযূম			১					৩		
(ঙ) ফিহর					১	১	১			
(চ) যুহরাহ	১				১					
(ছ) মুত্তালিব	১									
(জ) তায়ম						১				
(ঝ) আদী					১					
মোট	৩	০	১	০	৪	৩	৩	৮	৩	০
২. খাযরাজ		১	২	১		২	৪	১		
৩. আওস		৩			২			১		
৪. কালব		১			৫	২	১			১
৫. সুলায়ম							১			
৬. বালী									১	
৭. গাতফান								১		
৮. হওয়াযিন								২		
৯. কায়স আয়লান			১		১					
১০. আসাদ		১			১		১	১		
১১. কিনানাহ				১		১	৩	২		
১২. আযদ								২		
১৩. বাজীলাহ									১	
১৪. অজ্ঞাত									১	
মোট	৩	৬	৪	২	১৩	৯	১৩	১৮	৬	১

www.pathagar.com

এ তালিকায় সারায়ার সেনা অধিনায়ক পদে কুরায়শদের নিযুক্তির মোট সংখ্যা থেকে দেখা যায় যে এতে অন্যান্য গোত্রের সাথে এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। একমাত্র ৮ম হিজরী (৬৩০ খৃষ্টাব্দ) অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের বছর ছাড়া এক দশক ধরে এককভাবে সেনা অধিনায়কের দায়িত্ব প্রাপ্তির সংখ্যা লক্ষ্মণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে ঐ দশকে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হুদায়বিয়া অভিযানের পরে অন্যান্য গোত্রের বাইরে মক্কার কুরায়শদের নজিরবিহীন ভাবে ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৯] এদের মধ্যে ছিলেন সামরিক শৌর্যবীর্য ও নেতৃত্বের জন্য খ্যাত কুরায়শ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ও আমর ইব্‌নু'ল আস।[৫০] অতঃপর কুরায়শদের মধ্যে সেনা অধিনায়কদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। এটা উল্লেখ করার মত একটি বিষয় যে এ বছর সেনাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ প্রাপ্ত ৮ জন কুরায়শ-এর মধ্যে ৫ জনই মক্কা বিজয়ের সময় বা তার পরপরই মুসলমান হয়েছিলেন।[৫১] এ তথ্য দ্বারা কোন কোন মহল বিশেষের ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন করে যে 'আস সাবিকূনাল আওয়ালূন' (প্রথম দিকের মুসলমান) দের রাষ্ট্রীয় নিয়োগ বা সরকারী পদগুলোতে সবচেয়ে বেশি অধিকার বা দাবী ছিল।[৫২]

মহানবী (সাঃ) এর সকল সামরিক অধিনায়কদের ধর্মান্তরকরণের ক্রম অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত এক ধর্মীয় অবস্থানের বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে সেনা অধিনায়কদের অধিকাংশই ছিলেন বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার বা মদীনার মুসলমান। নিম্নের ছক থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হবে ঃ

ইসলাম গ্রহণের সময় ঃ	(ক)	মক্কা	ক	খ	গ	ঘ
সেনা অধিনায়কদেরসংখ্যা ঃ			১৩	৫	০	১৫
	(খ)	মদীনা	ঙ	চ	ছ	জ
			৪	০	৩	৪
			ঝ	ঞ		
			১	৪		

এব্যাপারে এরূপ দ্রুত মন্তব্য করা যায় যে প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ বা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার এক অপরিসীম মূল্য ছিল এবং কখনও তা ছিল কোন কোন ব্যক্তির সিদ্ধান্তকর বা পছন্দযুক্ত ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা একমাত্র বিষয় বা বিচারের কোন মানদণ্ড ছিল না। যদি তাই হত, তা হলে পরবর্তী কালের ইসলাম গ্রহণকারীরা ইসলামী রাষ্ট্রে কোন পদ বা চাকুরি পেতেন কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে মহানবী (সাঃ) এর প্রশাসনের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ও পদাধিকারীদেরকে পরবর্তী কালের মুসলমান হিসাবেই দেখা যায়।

সামরিক অধিনায়কদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অঞ্চল ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব আরেকটি উল্লেখ করার মত বিষয়। নিচের ছকে এরূপ বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক নিয়োগের আনুপাতিক হার দেখহয়েছেঃ

www.pathagar.com

অঞ্চল	গোত্র / শাখা	নিয়োগ	শতকরা হার	অধিনায়ক	শতকরা হার
মধ্যআরব	১. কুরায়শ	৪২	৫৬.৭৫%	২৯	৬০.৪৩%
	২. খাযরাজ				
	৩. আওস				
উত্তর আরব	১. কালব	১১	১৪.৮৯%	৩	৬.২৫%
	২. বালী				
পূর্ব আরব	১. সুলায়ম	১০	১৩.৫১%	৯	১৬.৬৭%
	২. গাতফান				
	৩. হাওয়াযিন				
	৪. আসাদ				
	৫. কায়স আয়লান				
পশ্চিম আরব	১. কিনানাহ	৯	১২.১৫%	৬	১২.৫%
	২. আযদ শানূয়াহ				
দক্ষিণ আরব	১. বাজীলাহ	১	১.৩%	১	২.০৯%
অজ্ঞাত			১,৩%	১	২.০৯%
	মোট	৭৪		৪৯	

এভাবে দেখা যায়, সঙ্গত কারণেই অঞ্চল ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগের এ পর্যায়ে মধ্য আরবের প্রতিনিধিত্বের হার সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। বালাযূরীর মতে সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চলের নগন্য সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের কারণ ছিল[৫৩] এই যে খুবই কম সংখ্যক উত্তরাঞ্চলীয় মুসলমানকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিয়োগের জন্য পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। সে কারণে তাদের প্রতিনিধিত্বও ছিল একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ের।[৫৪] মজার ব্যাপার যে পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব ছিল প্রায় সমান। এর কারণ, এ সব অঞ্চলের গোত্র গুলোর প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ, আর এজন্যেই তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার অধিক সংখ্যক সুযোগ পেয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি চমকপ্রদ বিষয় হল, অফিসার শ্রেণীতে আরবীয় গোত্র গুলোর প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা। উদাহরণ স্বরূপ উত্তরাঞ্চলীয় ৮ টির মধ্যে শুধুমাত্র ২টি গোত্র সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব লাভ করে। পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি বৃহৎ গোত্রের মধ্যে মাত্র ৪টি এরূপ সামরিক দায়িত্বলাভ করেছিল। পক্ষান্তরে পশ্চিমাঞ্চলীয় ৫টি প্রধান গোত্রের মধ্যে ২টি গোত্র প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। অবশেষে দক্ষিণাঞ্চলের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ গোত্রের মধ্যে মাত্র ১টি গোত্র স্বাধীনভাবে সামরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করে। আরবের অবশিষ্ট অঞ্চল সমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেশ কিছু সংখ্যক গোত্রের কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না।[৫৫]

একেকটি অভিযান পরিচালনাকারী প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বাধীন ছোট বা বড় সেনা বাহিনীর সংখ্যাগত শক্তি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ গ্রন্থের শেষে সামরিক কমান্ডারদের তালিকা যদিও বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ অভিযানে অংশ গ্রহণকারী বাহিনীর সংখ্যাগত পরিসংখ্যান এখানে দেয়া হ'ল যাতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ঃ

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	সেনাশক্তি	অভিযানের সংখ্যা	অভিযানের সংখ্যা এবং সেনা অধিনায়কদের গোত্র		
ক	১০০ এর নিচে	৩৪	(১)	৮ টি	বনূ কুরায়শ
			(২)	২ "	" আসাদ
			(৩)	৫ "	" আওস
			(৪)	৯ "	" খাযরাজ
			(৫)	২ "	" কায়স আয়লান
			(৬)	৩ "	" কিনানাহ্
			(৭)	১ "	" কালব
			(৮)	১ "	" সুলায়ম
			(৯)	১ "	" বাজীলাহ্
			(১০)	১ "	" হাওয়াযিন
			(১১)	১ "	" গাতফান
খ	১০০ থেকে ২০০	৭	(১)	২ "	বনূ কালবের যায়দ ইব্ন হারিসাহ্
			(২)	২ "	বনূ কুরায়শ/বনূ হাশিমের আলী ইবন আবী তালিব
	হাশিম-এর আলী ইব্ন আবী তালিব,		(৩)	২ "	বনূ কিনানাহ এর গালিব ইবন আবদুল্লাহ্,
			(৪)	১ "	বনূ কুরায়শ/বনূ উমাইয়াহ্‌র হিশাম ইবনু'ল আ'স
গ	২০০ থেকে ৩০০	৫	(১)	১ "	বনূ খাযরাজ এর বশীর ইব্ন সা'দ
			(২)	১ "	বনূ কুরায়শ/বনূ ফিহর এর আবূ উবায়দাহ্ ইবনূ'ল জাররাহ্,
			(৩)	১ "	বনূ কুরায়শ/বনূ উমাইয়াহ্'র খালিদ ইবন সাঈদ
			(৪)	১ "	বনূ কুরায়শ/বনূ হাশিম-এর আলী ইবন আবী তালিব
			(৫)	১ "	বনূ কিনানাহ্'র আলকামাহ্ ইব্ন মুজাযযিজ
ঘ	৩০০ থেকে ৪০০	২		১ "	বনূ কুরায়শ/বনূ মাখযূম-এর খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ-এর নেতৃত্বে দু'টি অভিযানই পরিচালিত 'হয়।
ঙ	৪০০ থেকে ৫০০	৩	(১)	১ "	বনূ কালব-এর যায়দ ইব্ন হারিসাহ্
			(২)	১ "	বনূ কুরায়শ/বনূ মাখযূম-এর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ
			(৩)	১ "	বনূ কুরায়শ/বনূ সাহম-এর আমর ইবনু'ল-আস
চ	৭০০	১			বনূ কুরায়শ/বনূ যুহরাহ্‌র আবদুর রহমান বিন আওফ
ছ	৩,০০০	২	(১)	১ "	বনূ কালব-এর যায়দ ইবন হারিসাহ্, সহযোগী সেনাপতি ছিলেন বনূ কুরায়শ/বনূ হাশিম-এর জাফর ইবন আবী তালিব। বনূ খাযরাজ (খালিদ)-এর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ্
			(২)	"	বনূ কালব-এর উসামাহ্ ইব্ন যায়দ

www.pathagar.com

এ ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়ে দু'টি বৃহৎ অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহানবী (সাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম এবং তার তরুণ পুত্র, তারা কুরায়শদের কেউ নয়। তাদের এ সাফল্য শুধু তাদের নিয়োগের সার্থকতাই প্রমাণ করেনি, গোত্র কিংবা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে নয় বরং প্রতিভা ও মেধার ভিত্তিতে সেনাধিনায়ক নিয়োগে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের অবস্থানকেও সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। যায়দ ইবন হারিসাহ তার সকল অভিযানেই সাফল্য লাভ করেন। তবে জীবনের সর্বশেষ অভিযানের বেলায় এটা ঘটেনি, এ যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

মহানবী (সাঃ) এর সময়কালে এককভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য খ্যাতনামা সেনাধিনায়ক হলেন আবদুর রহমান বিন আওফ, আমর ইব্নুল আস ও খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার দিক বিবেচনায় এদের স্থান ছিল যায়দ ও তার কৃতীপুত্র উসামাহ এর পরেই। যা হোক এরা ছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের।তৃতীয় পর্যায়ে ছিলেন আলকামাহ ইব্ন মুজাযযিয, আলী ইবন আবূ তালিব, খালিদ ইবন সাঈদ, আবূ উবায়দাহ এবং বশীর ইবন সাদ। এরা অনেক কম সংখ্যক সৈন্যের বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহানবীর (সাঃ) কয়েকজন বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি তার আমলে তেমন খ্যাতিমান ছিলেন না।এমনকি সাহাবী হিসাবেও প্রসিদ্ধি অর্জন করেননি। তাই দেখা যায়, ইসলামের ইতিহাসের বড় বড় সেনাপতি যেমন খালিদ ইবন ওয়ালীদ মাখযূমী, আমর ইবনুল আস-সাহমী বা আবূ উবায়দাহ ইব্নুল জার্রাহ ফিহ্রীর তুলনামূলকভাবে নিম্নপর্যায়ের সেনাপতি ছিলেন। তারা বড় সেনাপতির খ্যাতি অর্জন করেন খিলাফতের একেবারে গোড়ার দিকে, বিশেষ করে আবূ বকর এবং উমরের সময়ে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হল প্রেরিত সেনা অভিযান সমূহের গন্তব্য এবং কাদের বিরুদ্ধে তা প্রেরণ করা হয়েছিল। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোর অবস্থানগত গুরুত্ব সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় তো বটেই, উপরন্তু বৈরী গোত্র গুলোর প্রতিরোধের প্রকৃতি ও পরিণতি সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়।

নিচের ছক থেকে বড় বড় সামরিক অভিযান গুলোর গন্তব্য বা লক্ষ্যস্থলের বিবরণ পাওয়া যাবে। একশ বা ততোধিক সৈন্য সমন্বয়ে এসব অভিযানকারী বাহিনী গঠিত হয়েছিল।

ক্রমিক নং	গোত্র / এলাকা	মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা
১.	কুরায়শ (একটি ক্ষুদ্র অংশ)	১০০ ও ১৭০
২.	সাদ	১০০
৩.	তায়ী	১০০
৪.	সালাবাহ	১৩০
৫.	আসাদ	১৫০
৬.	ইয়ালামলাম	২০০
৭.	উরায়নাহ	৩০০
৮.	গাতফান	২০০ ও ৩০০
৯.	জুহায়নাহ ও অন্যান্য	৩০০
১০.	আবিসিনীয়	৩০০
১১.	মাযহিজ	৩০০
১২.	জাযীমাহ	৩৫০
১৩.	কিনদাহ/দূমাতু'ল জান্দাল	৪২০
১৪.	নাজরান	৪০০
১৫.	জুযাম	৫০০
১৬.	বালী ও কুযাআহ	৫০০
১৭.	কালব ও কিনদাহ/দূমাতুল জান্দাল	৭০০
১৮.	গাসসান ও তাদের মিত্রগণ	৩০০০ ও ৩০০০

www.pathagar.com

২১টি বড় অভিযানের মধ্যে ৫টিই উত্তরের শক্তিশালী কালব, জুযাম, কিনদাহ ও গাসসান গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল। দু'টি বৃহৎ অভিযানের প্রতিটিতে ৩ হাজার করে সৈন্য ছিল। উত্তরের মিত্রতাবদ্ধ কয়েকটি শক্তিশালী গোত্রের বিরুদ্ধে এদেরকে পাঠানো হয়েছিল।অনুরূপভাবে প্রায় সমসংখ্যক সৈন্যের ৪টি বড় বাহিনীকে দক্ষিণের সংগঠিত গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। আরবের দু'টি অঞ্চলের বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ সেনা অভিযান প্রেরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে এ দু'টি অঞ্চল কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই উভয় অঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের কারণ সম্ভবত একই ছিল। তা হল, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের গোত্রগুলো সংগঠিত জনপদ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনাধীনে বাস করত। এগুলো আবার তৎকলীন বিশ্ব শক্তি সমূহ যেমন রোমান সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য বা আবিসিনিয়ার বাদশাহী শাসন দ্বারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ছিল। তবে, মদীনার পশ্চিম দিকে একটি মাত্র বড় অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল। আর তা করা হয়েছিল একতাবদ্ধ দস্যুদের দমনের জন্যে। মদীনার পূর্বদিকে বসবাসকারী গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে ৮টি বড় সেনা অভিযান পরিচালিত হয়। পূর্বাঞ্চলের বৈরী গোত্রগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে যে একটি বড় ধরনের বিপদ হয়ে উঠেছিল, এ থেকে তারই প্রমাণ মেলে।

সারায়া সম্পর্কে এ সকল বিবরণের পর গাজওয়াতের [নবী (সাঃ) স্বয়ং যে সব অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন] বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে ছোট বড় সকল গাজওয়াতের কালানুক্রমিক একটি ছক দেয়া হল।

ক্রমিক নং	অভিযানের সৈন্য সংখ্যা	অভিযানের গন্তব্যস্থল/গোত্র
১.	৬০	আল-আবওয়া
২.	২০০	বুওয়াত
৩.	২০০	সাফওয়ান
৪.	১৫০-২০০	আল-উশায়রাহ
৫.	৩১৪	বদরুল কুবরা/কুরায়শ
৬.	-	কায়নুকা/ইহুদী
৭.	২০০-৪০০	সাবীক/কুরায়শ
৮.	২০০	আল-কুদর/সুলায়ম ও গাতফান
৯.	৪৫০	যূ আমর/সালাবাহ ও মুহারিব/গাতফান
১০.	৩০০	বুহরান/ সুলায়মান
১১.	৭০০	উহুদ/কুরায়শ
১২.	৬২৩/৯০০	হামরা উল আসাদ/কুরায়শ
১৩.	১,০০০	বনূ আন-নাযীর/ ইহুদী
১৪.	১,৫০০	বদরু'ল-মাবিদ/কুরায়শ
১৫.	৪০০-৮০০	জাতু'র রিকা/আম্মার ও গাতফানের সালাবাহ
১৬.	১,০০০	দূমাতু'ল জান্দাল/কালব
১৭.	-	আল মুরায়সী/বনূ আল-মুসতালিক
১৮.	৩,০০০	আল খন্দক/আরবদের মিত্রবাহিনী।
১৯.	৩,০০০	বনূ কুরায়যাহ/ইহুদী
২০.	২০০	উসফান/বনূ লিহয়ান
২১.	৫০০-৭০০	যু কারাদ/ গাতফান
২২.	১,৬০০	আল-হুদায়বিয়া/কুরায়শ
২৩.	১,৬০০	খায়বার/ইহুদী
২৪.	২,০০০	উমরাতু'ল কাযা/মক্কা/কুরায়শ
২৫.	১০,০০০	মক্কা/মক্কাবিজয় অভিযান/কুরায়শ
২৬.	১২,০০০	হুনায়ন/হাওয়াযিন
২৭.	১২,০০০	তাইফ/সাকীফ ও হাওয়াযিন
২৮.	৩০,০০০	তাবুক/গাসসান ও তাদের মিত্রবর্গ

www.pathagar.com

এ ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম প্রচারের প্রথম দশকটিতে উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর বিরুদ্ধেই বৃহৎ অভিযান সমূহ পরিচালিত হয়েছিল। মহানবী (সাঃ)-এর অন্যান্য বড় অভিযানগুলো প্রেরিত হয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু মক্কার অভিজাততন্ত্রের পুরোধা অথবা দু'টি পবিত্র শহরের পূর্বদিকে বসবাসকারী অত্যন্ত শক্তিশালী গোত্র যেমন হাওয়াযিন, গাতফান ও সাকীফদের বিরুদ্ধে। মদীনা ও খায়বারের ইহুদীদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের ৪টি অভিযান পাঠানো হয়েছিল। এগুলোতে বহু সংখ্যক যোদ্ধা শরিক হয়েছিলেন।প্রথম অধ্যায়ে 'গাযওয়াত' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ৪ শ্রেণীর শত্রু ছিল। এরা হল-উত্তরাঞ্চলের গোত্র সমূহ, মক্কার কুরায়শ গোত্র ও ইহুদীরা এবং নবী (সাঃ) ও তাঁর সরকারের কঠোর বিরোধিতাকারী পূর্বাঞ্চলীয় গোত্র সমূহ। অতঃপর সংখ্যার দিক দিয়ে সুবৃহৎ ইসলামী সেনাবাহিনী তাদেরকে হয় ধ্বংস অথবা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

পরিশেষে, সারায়ার কমান্ডারগণের অবস্থান ও তাদের শক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। তথ্যসূত্র সমূহে পাওয়া যায় যে কোন অভিযান প্রেরণ কালে নবী (সাঃ) কমান্ডারদের অভিযানের সহায়ক সাধারণ দিক নির্দেশনা ও কৌশল ব্যাখ্যা করতেন।[৫৬] এছাড়া কমান্ডারগণকে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল তাই অভিযানের সময় সৈন্য চলাচলের পথ নির্ধারণ, সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, যুদ্ধ ক্ষেত্র ও শিবির স্থাপনের স্থান নির্বাচন, নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও রণকৌশল গ্রহণ, পরাজিতদের ক্ষমা ও মুক্তি প্রদান, যুদ্ধবন্দী ও গনিমতের মাল সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সামরিক কমান্ডারদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কারণ তারাই পরিস্থিতির বিচারে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন। সংক্ষেপে কমান্ডারগণ তাদেরকে প্রদত্ত সুবিধা অনুসারে স্বীয় বুদ্ধিমতে কাজ করতেন।মধ্যযুগে যখন সদর দফতরের সাথে নিয়মিত ও নির্বিঘ্ন যোগাযোগ সম্ভব ছিল না, তখন এটিই ছিল সবচেয়ে উত্তম পন্থা। তাছাড়া সামরিক পদ্ধতি বা কৌশল পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা সম্ভব হত না। পরিস্থিতি অনুযায়ীই তা নির্ধারণ করতে হত। তথ্যগ্রন্থ, সমূহ কমান্ডারদের স্বাধীনভাবে কাজ করার কতিপয় উদাহরণ দিয়েছে। যেমন, নাখলাতে যা ঘটেছিল তার সিদ্ধান্ত কমাণ্ডারই নিয়েছিলেন[৫৭] এবং তা কার্যত নবী (সাঃ)-এর নির্দেশের লংঘন ছিল। মূতাহ অভিযানকালে খালিদের নিজে নিজেই সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ এবং ঘটনার প্রেক্ষিতে কৌশলগত পশ্চাদপসরন ছিল স্বাধীন ভাবে নিজস্ব কৌশল অবলম্বনের আরেকটি প্রমাণ। অবশ্য এ কৌশল নবী (সাঃ) কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল।[৫৮] অনুরূপভাবে বনূ জাযীমাহর বিরুদ্ধে তার অভিযান পরিচালনায় স্বাধীনভাবে সামরিক দায়িত্ব পালন নবী (সাঃ) অনুমোদন লাভ করেনি।

উপসংহার ঃ

হিজরতের পর ৬ মাসের মধ্যে মদীনার সন্নিকটে এক অভিযানের (সারয়াহ) জন্য একজন কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। এদিন থেকে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত কমান্ডার নিয়োগ অব্যাহত ছিল। ৭৪টি অভিযানের জন্যে সর্বমোট ৪৯ জনকে সেনা অধিনায়ক (কমান্ডার) নিয়োগ করা হয়। এর অর্থ এদের মধ্যে কয়েকজনকে একাধিক অভিযানের অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল।মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তত এ পর্যায়ের কার্যক্রম থেকে বোঝা যায় যে এ সব নিয়োগ স্থায়ী ভিত্তিতে ছিল না এবং সাধারণভাবে অভিযান শেষ হলেই একজন অধিনায়কের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত। এই প্রথা দৃষ্টে কিছু আধুনিক

www.pathagar.com

ইউরোপীয় ও অ-ইউরোপীয় পন্ডিতের বিশ্বাস ও দাবী যে ইসলামী রাষ্ট্রের শুরুতে কোন স্থায়ী সরকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় নি। সকল কর্মকান্ড মূলত অস্থায়ীভাবে এবং ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাহ করা হত, ফলে কাজ অথবা দায়িত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা আর স্বীয়পদে বহাল থাকতেন না। তাদের এ ধারণা ভুল। আল্লাহ্‌র রাসূল হওয়ার কারণে মহানবী (সাঃ) ছিলেন একমাত্র স্থায়ী সামরিক অধিনায়ক। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তারা উপেক্ষা করেছেন বলে এ ভুল ধারণা পেয়েছেন। সুতরাং কোন অধিনায়কের পদের পরিবর্তন ঘটত তখনি যখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে অনীহা প্রকাশ করতেন। এ ক্ষেত্রে তার সামরিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তার সহকারী বা সহকারীদের উপর ন্যস্ত হত। এই ছিল সারায়ার সকল সামরিক অধিনায়কের দায়িত্বের অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য।

সামরিক কমান্ডারদের পদগুলোতে নিয়োগদান কালে মদীনার মুসলমানদের সকল গোত্র। উপগোত্রের মধ্যে তা সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা হত। অধিকাংশ পদেই কুরায়শ, মুহাজির ও আনসারগণ নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের গোত্রগুলোর মধ্যেও সমভাবে এ পদ গুলো বন্টন করা হত। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণের গোত্রগুলোর প্রতিনিধিত্ব একেবারেই কম ছিল। এর কারণ, মদীনায় তাদের স্বল্প সংখ্যক লোকই উপস্থিত থাকত। তবে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষের দু'বছরে নতুন ধর্মে তাদের বায়'আতের আনুপাতিক হারে তাদের নিয়োগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সামরিক অধিনায়ক পদে নিয়োগের একমাত্র যোগ্যতা ছিল মেধা ও যোগ্যতা। গোত্র, বংশ, আঞ্চলিক বা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য কোনভাবেই এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলত না। সমালোচনা বা প্রশংসা, ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা সেনাধিনায়ক নিয়োগদানের বেলায় মহানবী (সাঃ)কে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করত না। শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ যদিও প্রশংসনীয় ব্যাপার ছিল তা সত্ত্বেও তা মহানবী (সাঃ)-এর প্রশাসনের আওতায় কোন পদের জন্য কোন ব্যক্তির যোগ্যতা বলে বিবেচিত হত না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যায় যে বৃহৎ বাহিনীর অধিনায়ক তাদেরই করা হত যারা তাদের নেতৃত্বের গুণাবলী ও সামরিক দক্ষতার জন্যে খ্যাত ছিলেন। মহানবী (সাঃ)-এর সবচেয়ে নাম করা অধিনায়কদের মধ্যে যায়দ বিন হারিসাই ছিলেন সর্বোচ্চে। মহানবী (সাঃ)-এর এই আযাদকৃত গোলাম শুধু যে সর্বাধিক সংখ্যক সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাই নয়, তিনি সর্ব বৃহৎ সেনাবাহিনীরও নেতৃত্ব দেন। অন্যান্য বিশিষ্ট অধিনায়করা ছিলেন উসামা ইব্‌ন যায়দ, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, খালিদ বিন ওয়ালীদ, আমর ইবনুল আস, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব এবং আলকামাহ বিন মুজাযযিয।[৫৯] সামরিক দায়িত্ব পালনকালে এসব অধিনায়কদের যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের নিজস্ব জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি মোতাবেক কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদের সকল ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে মেনে চলতে হত।

ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস

ইসলামের বিখ্যাত দার্শনিক-ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন বলেছেন, পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে যুদ্ধের যে সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল তা হল 'আল কার ওয়া আল ফার' (অর্থাৎ আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ)। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তারা অনারব লোকদের নিয়ে সেনা বাহিনী গড়ে তুলতে (তাবিয়াহ) শুরু

www.pathagar.com

করে। তারা এটা করেছিল দু'টি কারণে। প্রথমত শত্রুপক্ষের যুদ্ধের মোকাবেলা, দ্বিতীয়ত স্বীয় বাহিনীকে অধিকতর কার্যকর করে গড়ে তোলা। তাদের বেপরোয়া লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এটাই ছিল অধিকতর সঠিক পদ্ধতি ইস্তিমাতাহ্[৬০]। পূর্ববর্তী লেখকগণ কর্তৃক "আল খামিস' নামে আখ্যায়িত এ পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীকে ৫টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হত।[৬১] প্রচলিত ভাবে এ ভাগ গুলো ছিল কালব(কেন্দ্র), মায়মানাহ (দক্ষিণ বাহু), মায়সারাহ (বাম বাহু), মুকাদ্দামাহ (অগ্রবর্তী বাহিনী) ও সাকাহ (পশ্চাদরক্ষী)[৬২]। ইব্‌নে খালদূন এ নয়া বিন্যাস কে যাহফ (শাব্দিক অর্থে বাহিনীর সামনে অগ্রসর হওয়া) বলেও আখ্যায়িত করেছেন এবং এমন এক রণ পদ্ধতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন যাতে সেনাবাহিনী নামাজের সারির মত বিভিন্ন সারিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এ পদ্ধতি শত্রুবাহিনীর জন্যে ছিল ভীতিকর। ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবে এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।[৬৩] এখন মহানবী (সাঃ)-এর অধীনে ইসলামী বাহিনীর সমর বিন্যাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও পর্যায়ক্রমে এর উন্নয়নের ব্যাপারটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

গ্রন্থসূত্র সমূহ 'খামিস' পদ্ধতি এবং ইসলামী বাহিনীর শাখা অধিনায়কদের নিয়োগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান করেছেন। তাঁর 'গাজওয়াত' (মহানবী (সাঃ) যে সব অভিযানে নেতৃত্ব দেন) সম্পর্কে এ ধরনের তথ্য যত বেশি পাওয়া যায় 'সারায়া' সম্পর্কে (সাহাবী ও সেনাধ্যক্ষরা যে সব অভিযানে নেতৃত্ব দেন) সে তুলনায় অনেক কম তথ্য মেলে। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ 'সারায়া' গুলো সাধারণত ক্ষুদ্র অভিযান ছিল। অন্যদিকে ৫টি শাখা (বাহু) সম্বলিত 'খামিস' পদ্ধতিতে সেনা বিন্যাসের জন্য এক বড় বাহিনীর প্রয়োজন হত। যা হোক, বৃহৎ 'সারায়া' গুলোতেও এ ধরনের সামরিক বিন্যাসের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনে হয়, মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকের মাসগুলোতে যেহেতু কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না, সে কারণে এই সামরিক বিন্যাস অনুযায়ী ইসলামী বাহিনী গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় নি। তখন সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানকে নিয়ে ইসলামী বাহিনী গঠিত হয়।[৬৪] উপরন্তু মুসলমানদের তখন পর্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত যুদ্ধ বা সংগঠিত শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকায় তারা তাদের সামরিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার কথা ভাবেনি।[৬৫]

যা হোক অল্পকাল পর ২য় হিজরী/৬২৪ খৃষ্টাব্দে বদরের যুদ্ধে সংগঠিত মক্কা বাহিনীর সম্মুখীন হলে মুসলিম বাহিনী তড়িঘড়ি করে প্রচলিত পদ্ধতিতে সৈন্য বিন্যাস করে। এ যুদ্ধে যদিও 'খামিস' পদ্ধতির সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবু তার অনুসরণ ও প্রয়োগের আভাস সর্বত্র পাওয়া যায়। ওয়াকিদী[৬৬] বদর যুদ্ধের কয়েক স্থানে মহানবী (সাঃ) সেনাবাহিনীর 'মায়মানাহ' ও 'মায়সারাহ' বাহুর উল্লেখ করেছেন। এটা সুবিদিত ঘটনা যে মহানবী (সাঃ) একটি সুবিধাজনক স্থানে 'দাড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।[৬৭] এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি নিজে মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান নিয়েছিলেন। একটি বিবরণ অনুযায়ী আবূ বকর ডান বাহুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বাম বাহুর নেতৃত্বেও হয়ত কেউ ছিলেন। তবে অন্য একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে দাবি করা হয়েছে কিন্তু কোন যুক্তি উপস্থাপিত হয়নি যে মুসলিম বাহিনীর দু'টি বাহু বা তাদের প্রতিপক্ষ মক্কার মুশরিক বাহিনীর কোন বাহুর নেতৃত্বে কেউ ছিলেন না।[৬৮] মদীনার শিশু ইসলামী রাষ্ট্র যদিও সময় বা অভিজ্ঞতার কারণে তার সেনাবাহিনী সংগঠিত করতে পারে নি, কিন্তু মক্কার

কুরায়শদের ক্ষেত্রে সে সময় এবং ৫টি (খামিস) বাহুতে সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করার দীর্ঘ ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল।একটি দুর্বল সূত্রে এ কথা উল্লেখিত হয়েছে।[৬৯] উপরন্তু ইসলামী বাহিনীর ৩টি সুনির্দিষ্ট বাহু ছিল। মুহাজির, খাযরাজী ও আওসীদের নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে এ সব বাহু গঠন করা হয়। এতে আরব সেনাবাহিনীর প্রচলিত গোত্রীয় রীতিরই প্রতিফলন দেখা যায়।[৭০]

উহুদ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে শত্রুবাহিনীর হামলা ও কৌশল কার্যকর ভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে ইসলামী বাহিনী সুনিশ্চিতভাবে আল-খামিস নীতি অবলম্বন করে। ওয়াকিদী বলেন যে কুরায়শরা খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ মাখযূমীকে ডান বাহু ও ইকরামা ইব্ন আবী জাহল মাখযুমীকে বাম বাহুতে মোতায়েন করার প্রেক্ষিতে মহানবী (সাঃ) ও তার বাহিনীকে স্ব স্ব অধিনায়কের অধীনে দু'টি বাহুতে বিন্যস্ত করেন।[৭১] আংশিকভাবে উসদ গ্রন্থের একটি বিবরণ থেকে এটি সমর্থিত হয়। উসদে বলা হয়েছে, আল মুনযির ইব্ন আমর মুসলিম বাহিনীর বাম বাহুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৭২] এ থেকে ধারণা করা যায় যে ডান বাহুতেও কোন একজন নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে হলেও তাবারীও এ ঘটনার সত্যতা সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, হামযাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইসলামী অগ্রবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন।[৭৩] সুনির্দিষ্ট ভাবে অন্য কোন বাহু বা এ বিষয়ে আর কোন উল্লেখ না করা হলেও এটা বলা যায় যে, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াকালীন সময়ের মধ্যেই 'খামিস'পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়েছিল। মুরায়সী[৭৪] অভিযান কালে মুসলিম সেনাবাহিনীর আরেকটি শাখা সাবাহ (পশ্চাদবাহিনী)–রও বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যদিকে বনূ কুরায়যাহ'র বিরুদ্ধে গাজওয়াহ পরিচালনা কালে মুকাদ্দামাহর (অগ্রবাহিনী) কথা জানা যায়। আলী ইব্ন আবী তালিব এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন।[৭৫]

ওয়াকিদী খায়বার অভিযানের যে বিবরণ দিয়েছেন, সেখানে আল-খামিস বিষয়টির প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭৬] এর পর থেকে মুসলিম বাহিনীর ৫টি বিন্যাস পদ্ধতির কথা স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে, যেমন মহানবী (সাঃ) প্রেরিত উমরাতুল কাযা, মূতাহ, মক্কা বিজয়, হুনায়ন, আওতাস, তাইফ ও তাবূক অভিযান। উমরাতু'ল কাযা অভিযানে ১০০ অশ্বারোহী সৈন্য (আল খায়ল) নিয়ে গঠিত অগ্রবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহ আওসী। অন্যদিকে অস্ত্র-শস্ত্র সহ আর একটি ডিভিশনকে (আল-সিলাহ) বাশীর ইবন সাদ খাযরাজীর নেতৃত্বে দেয়া হয়েছিল[৭৭] ৬ মাস পর মূতাহ অভিযানে যায়দ ইবন হারিসার নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর কমান্ডার হিসাবে কুতবাহ ইবন কাতাদাহকে নিয়োগ করা হয়।[৭৮] মহানবী (সাঃ) কর্তৃক এ অভিযানে নিযুক্ত ৩জন সেনাপতি নিহত হওয়ার পর মুসলিম সৈন্যরা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় খালিদ ইবন ওয়ালীদ মাখযূমী মুসলিম বাহিনীর সংকটময় মুহূর্তে নিজেই সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং তিনি পঞ্চবিন্যাস পদ্ধতির কৌশলগত পরিবর্তন ঘটান। এ নতুন ও অপরাজেয় সেনাপতি মুসলিম সৈন্যের অগ্রবাহিনীকে পশ্চাদবাহিনীর স্থানে স্থাপন এবং দু'টি বাহুর অবস্থান পরিবর্তন করে মুসলিম বাহিনীর সেনা বিন্যাসে আমূল পরিবর্তন ঘটান।[৭৯] মক্কা অভিযান কালে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে খালিদ ইবন ওয়ালীদ ১,০০০ সৈন্যের মুসলিম অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং অন্য ৩টি বাহুর নেতৃত্ব দেন তাদের নিজ নিজ সেনাপতিগণ। তবে মূল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন মহানবী (সাঃ) স্বয়ং। উল্লেখ্য, মুসলিম বাহিনী আরবের বিভিন্ন গোত্র কর্তৃক সরবরাহকৃত সৈন্য দিয়ে গঠিত ছিল। স্ব স্ব গোত্র বা শাখা প্রধানগণ স্বা স্ব দলের নেতৃত্বে ছিলেন।[৮০] কিন্তু

www.pathagar.com

সম্মিলিত বাহিনীর (কাতাইব-দল বা বাহিনী) সর্বাধিনায়ক ছিলেন মহানবী (সাঃ) নিজেই। হুনায়ন ও তাইফ এবং খায়ল[৮১] অভিযানে খামিস পদ্ধতির কথা জানা যায়। এসব অভিযান খালিদ ইবন ওয়ালীদের সুদক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। এ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তাবূক অভিযানকালে বিশাল মুসলিম বাহিনীকে খামিস পদ্ধতিতেই বিন্যস্ত করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণরূপে না হলেও অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব থেকে 'তাবিয়া' যুদ্ধকৌশল এবং সেনা বিন্যাসে খামিস পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। সময়ের সাথে সাথে উভয় পদ্ধতির উন্নয়ন, অগ্রগতি ও পূর্ণতা লাভ করে ইসলামী বাহিনী এক সুদক্ষ যুদ্ধযন্ত্রে পরিণত হয় এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বাহিনীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করে।

মহানবী (সাঃ)-এর বিখ্যাত সেনানায়কদের (বাহু-প্রধান) মধ্যে ছিলেন খাযরাজ গোত্রের মুনযির ইবন আমর[৮২] ও আওস ইবন আল-খাওলী,[৮৩] কুরায়শ গোত্রের আলী ইবন আবী তালিব,[৮৪] হামযাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব,[৮৫] আল যুবায়র ইবনুল আওয়াম,[৮৬] আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ[৮৭] ও খালিদ ইব্‌নু'ল ওয়ালীদ[৮৮] এবং সাদ হুজায়ম গোত্রের কুতবাহ্ ইবন কাতাদাহ,[৮৯] সুলায়ম গোত্রের ওয়ারদ ইবন খালিদ[৯০] এবং সর্বশেষ আশআর গোত্রের আবূ আমির।[৯১]

আল-হারাস

বৈরিতার সময় ইসলামী সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে উত্থিত চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলায় রাজধানীর বাইরে চলে গেলেও রাজধানীতে একটি সেনা গ্যারিসন মোতায়েন থাকত যাতে সেনাবাহিনীর অবর্তমানে আশপাশের কোন বৈরী গোত্রের হামলার বিরুদ্ধে রাজধানীর মুসলমানরা আত্মরক্ষা, প্রতিশোধ বা পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারত। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও মদীনার মুসলমানগণ নিজেদের খুব একটা নিরাপদ ভাবতে পারত না। কারণ, স্বার্থ লোভী মুনাফিক ও ইহুদী গোত্রের শাখাগুলো রাজধানী শহরের বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকত।[৯২] এমতাবস্থায় সদর দফতরের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অধিক মনোযোগের ও প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। মহানবী (সাঃ) তার সামরিক দূরদৃষ্টি বলে মদীনার প্রতিরক্ষার সুব্যবস্থা করেন। একারণেই দেখা যায় যে মহানবী (সাঃ) যখনই রাজধানীর বাইরে যেতেন, তার অনুপস্থিতিকালে মদীনার উপর বাইরের হামলা প্রতিরোধ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের উপযোগী একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী রেখে যেতেন। এমন কি তাঁর মদীনায় অবস্থানকালেও বাইরের কোন মারাত্মক হামলা মোকাবেলায় তিনি এ কর্তব্য পালনে সচেতন থাকতেন। এ ছাড়াও তিনি সাধারণভাবে মুসলিম সম্প্রদায় এবং বিশেষত ইসলামী রাষ্ট্রের দেখা-শোনার জন্যে তার পক্ষ থেকে একজন ডেপুটি (নায়েব) নিয়োগ করতেন। এ সব ডেপুটিরা (নায়েব বা খুলাফা) সামরিক কমান্ডারদের চেয়ে অনেক বেশি বেসামরিক প্রশাসক ছিলেন। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

প্রায় সকল গাযওয়াহর ঘটনাতেই আল-হারাস নামে রাজধানী রক্ষার জন্য নিয়োজিত একটি গ্যারিসন বাহিনীর কথা জানা যায়। উহুদ অভিযানকালে আওসীয় প্রধান সাদ ইব্‌ন মু'আযকে হারাস-এর কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।[৯৩] খন্দক অভিযানের কঠিন পরিস্থিতির সময় কুরায়যাহ

www.pathagar.com

গোত্রের ইহুদীদের সম্ভাব্য আশু হামলা বা রাতের বেলা আরব ষড়যন্ত্রকারীদের আক্রমণ থেকে মদীনাকে রক্ষার জন্য কালব গোত্রের যায়দ ইব্ন হারিসাহ এবং আওস গোত্রের সালামাহ ইব্ন আসলামের নেতৃত্বে যথাক্রমে ৩০০ ও ২০০ অশ্বারোহী সৈন্যের দু'টি বাহিনী মোতায়েন করা হয়।[৯৪] ৬ হিজরীর রবিউস সানি (৬২৭ খৃষ্টাব্দ) মাসে গাতফান গোত্রের একটি অংশের বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর অভিযান কালে খাযরাজ গোত্রের প্রধান সাদ ইব্ন উবায়দাহ এককভাবে তার গোত্রের ৩০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত হারাস এর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।[৯৫] হারাস সম্পর্কে যদিও বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না, তবুও একথা বলা যায় যে হারাস এর দায়িত্ব ভার প্রদান এবং সৈন্য সংগ্রহ উভয়ই দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মদীনার দুটি প্রধান আরব গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আরেক ধরনের আল-হারাস ছিল যাকে পর্যবেক্ষণ বাহিনী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। এ বাহিনী শত্রুর নৈশ আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে শিবির স্থাপন এবং বিশেষ করে রাতের বেলা শত্রুবাহিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখত।[৯৬] বদর যুদ্ধের সময় এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কিনা, তা সুনির্দিষ্টরূপে জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে খুব সম্ভবত এই ব্যবস্থাই হয়েছিল। কিন্তু উহুদ অভিযান কালে আল-হারাস সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা যায়।[৯৭] বিভিন্ন সফল অভিযানের ঘটনা থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে একজন কমান্ডারের অধীনে নৈশ প্রহরী বা পর্যবেক্ষণ বাহিনী গঠন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আওস গোত্রের মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহ্ ও আব্বাদ ইব্ন বিশর, খাযরাজ গোত্রের আওস ইব্ন খাওলী এবং কুরায়শ/আদী গোত্রের উমর ইব্নুল খাত্তাব আল- হারাস এর খ্যাতনামা কমান্ডার ছিলেন।[৯৮] তবে মনে হয়, এ ব্যাপারে আওস গোত্র দক্ষতা ও নৈপুন্যে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কারণ ৩ হিজরী (৬২৫ খৃষ্টাব্দ) থেকে ৮ হিজরীর (৬৩০ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে এ গোত্রের ২ জন সদস্য এরূপ ৬টি নিয়োগ লাভ করেছিলেন।[৯৯] সূত্র সমূহ থেকে জানা যায় যে প্রথম উল্লেখিত দু'জন কমান্ডার মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ ও আব্বাদ ইব্ন বিশর বিভিন্ন উপলক্ষে নৈশকালীন প্রহরায় অত্যন্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন।[১০০]

কোন অভিযানকালের পুরো সময়টিতে হারাস এর নেতৃত্বের দায়িত্ব সাধারণত এক ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত করা হত। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন বড় ধরনের কোন বিপদ দেখা দিত, তখন একটি মাত্র হারাস এর জন্যেও একাধিক কমান্ডার নিয়োগ কিংবা স্ব স্ব প্রধানের নেতৃত্বে হারাস এর বিভিন্ন দলকে ন্যস্ত করা হত। যেমন, উমরাতু'ল কাযা অভিযানকালে মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ্, আব্বাদ ইবন বিশর ও আওস ইব্ন খাওলী পর্যায়ক্রমে নৈশবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হন।[১০১]

নৈশ রক্ষী ছাড়াও আল হারাস এর অপর একটি অংশ ছিল শিবির রক্ষী। তারা তাদের নিজস্ব কমান্ডারের অধীনে সহযোগী সৈন্যদের নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত থাকত। কোন কোন সময় এক বা দুজনকে এ দায়িত্ব দেয়া হত।[১০২] এটা করা হত অবশ্য বিদ্যমান পরিস্থিতি অনুযায়ী। যখন বিপদের সম্ভাবনা নিতান্ত কম থাকত বা অভিযান হত ছোট আকারের কিংবা এমন বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হত যে একজন মাত্র রক্ষী হলেই চলে শুধু তখনই এরকম করা হত। উদাহরণ স্বরূপ, খন্দকের যুদ্ধের সময় আব্বাদ ইব্ন বিশর ও সাদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আল-হারাস এর একটি দলকে একটি সালমাহ প্রহরার দায়িত্ব দিয়া হয়। কারণ শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীর এ স্থানটি অতিক্রম করার

www.pathagar.com

সম্ভাবনা ছিল।[১০৩] সকল বিষয় বিবেচনা করে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মহানবী (সাঃ) এর সময়ে যে গাযওয়াত বা সারায়া যাই হোক না কেন মুসলিম বাহিনীর সকল অভিযানেই সামরিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ ছিল আল-হারাস।

শিবির অধিনায়কগণ

সাধারণত ইসলামী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তার শিবিরেরও অধিনায়ক ছিলেন। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে শিবিরের জন্যে স্বতন্ত্র অধিনায়কও নিয়োগ করা হত। এ ধরনের ঘটনার কমপক্ষে দুটি প্রমাণ পাওয়া যায় এবং বেশ কয়েকটি সূত্রে আরো কিছু ঘটনার কথা জানা যায়। যাহোক, ওয়াকিদী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে বনূ হাশিমের আলী বিন আবী তালিব[১০৪] ও বনূ উমাইয়ার উসমান ইবন আফফান[১০৫] বনূ আন-নাযীর ও খায়বার অভিযানকালে মুসলিম শিবিরের অধিনায়ক ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতিকালে তাদেরকে ইসলামী বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার (য়াস্তাখলিফু) পদে নিয়োগ করেছিলেন। খায়বার অভিযানকালে মহানবী (সাঃ) তাঁর আর-রাজী শিবির থেকে দূরে অবস্থানকালে বনূ উমাইয়ার উসমান ইবন আফফানকে তার ডেপুটি এবং তার সাথে সাথে শিবিরেরও অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন।

সৈন্য গণনা

মহানবী (সাঃ)-এর সামরিক সংগঠনের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সেনা সমাবেশ (আরয) সৈন্য সমাবেশ কৌশলে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ এমন সাহাবীদের উপরই তিনি সাধরণত এ দায়িত্ব অর্পণ করতেন। সাধারণত স্থায়ী সেনাবাহিনী না থাকার কারণে সৈন্য সংগ্রহ করার সাথে সাথেই তাদের সমাবেশ ও গণনার ব্যবস্থা করা হত। কোন কোন সময় সৈন্যদের অভিযানে যাওয়ার আগে অথবা যুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পূর্বেও সংগ্রহকৃত সৈন্যের গণনা কাজ সমাধা করা হত। যা হোক, এটা নিশ্চিত যে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ থেকেই সেনা সংগ্রহের ও গণনার ব্যাপারটি চালু হয়।[১০৬] ওয়াকিদী বলেন, ২ হিজরীর (৬২৪ খৃস্টাব্দ) রমযান মাসে বদর ময়দানের পথে বির আবী ইনাবাহ নামক স্থানে মুসলিম বাহিনী পৌছালে মহানবী (সাঃ) কায়স বিন আবি সাসাআহ নামক একজন সাহাবীকে মুসলিম যোদ্ধাদের সমাবেশ করে গণনার নির্দেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী তিনি তাদের হাজিরা (আদদাহুম) গ্রহণ করে যথাযথ ভাবে মহানবী (সাঃ) কে অবহিত করেন।[১০৭] ইব্নে সাদ বলেন, রাজধানী থেকে এক মাইল যাওয়ার পর এ গণনা করা হয় এবং যাদের বয়স কম, তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়।[১০৮] একবছর পর উহুদ অভিযানের সময় আল-শায়খায়ন নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীকে একত্র সমাবেশ করে গণনা করা হয়।[১০৯] ওয়াকিদী বলেন, ১১ টি বালককে (গিলমান) তাদের নিতান্ত কম বয়সের কারণে বাদ দেয়া হয়। তবে এদের মধ্যে দু'জনকে রাফী ইব্ন খাদীজ ও সামুরাহ ইবন জুনদুব কে তাদের শারীরিক যোগ্যতা, সামরিক শোর্য এবং তীর নিক্ষেপে দক্ষতার কারণে সৈন্যদলে থাকার অনুমতি দেয়া হয়।[১১০] মুসলিম বাহিনীর পররর্তী গণনা ঘটে ৫ হিজরীর যিলকদ (৬২৭ খৃস্টাব্দের এপ্রিল) মাসে খন্দকযুদ্ধের সময়।উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার, যায়দ ইব্ন সাবিত ও আল-বারা ইব্ন আযিবের ন্যায় উহুদ যুদ্ধের সময় কম বয়সের জন্যে প্রত্যাখ্যাত তরুণেরা ১৫ বছর পূর্তি হওয়ার কারণে এই যুদ্ধে যোগ দেয়ার অনুমতি লাভ করে।[১১১] এ থেকে বোঝা যায় যে মুসলিম সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির নিম্নতম বয়স ছিল ১৫ বছর।

www.pathagar.com

খায়বার অভিযানকালে সমাবেশের মাধ্যমে সৈন্যগণনার কোন বিবরণ যদিও পাওয়া যায় না, তবে একথা জানা যায় যে বিশেষত মালে গনিমত ভাগ বাঁটোয়ারার জন্য মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা জানার জন্য যায়দ বিন সাবিত কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য যে খায়বার অভিযানের পর যায়দ বিন সাবিতকে তার অল্প বয়স সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে সৈন্য গণনার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছিল। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনকালে সকল অভিযানে তিনি এ দায়িত্ব পালন করতেন।[১১৩] এ থেকে দেখা যায় যে মুসলিম সৈন্য গণনার কাজটি একজন সাহাবীই করতেন এবং যায়দ বিন সাবিত এর দায়িত্বে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন।

ইসলামী সেনাবাহিনীর বিভাগ সমূহ

ইসলামী রাষ্ট্র জাহিলিয়া যুগের পৌত্তলিক আরবদের সামরিক বিভাগকরণ রীতি লাভ করেছিল। প্রকৃত পক্ষে আরব বাহিনী সে ইসলামীই হোক আর পৌত্তলিকই হোক, ৫টি বিভাগে বিভক্ত ছিল ঃ পদাতিক (মুশাত), অশ্বারোহী (আল-খায়ল), তীরন্দাজ (রুমাত), বর্মধারী সৈন্য (আহলু'ল সিলাহ্) এবং সর্বশেষ রসদবাহী (রিসসাহ) সৈন্য। উটগুলো রসদপত্র কিংবা সৈন্য পরিবহনের কোন কাজে লাগানো হত, তা নির্ধারণ করা কঠিন ছিল।সকল সম্ভাবনা বিবেচনায় সে গুলো পরিবহন কাজেই ব্যবহৃত হত। যাহোক, এ সকল বিভাগের বর্ণনাই মহানবী (সাঃ)-এর বিভিন্ন অভিযান প্রসঙ্গে দেয়া হয়েছে। ওয়াকিদী[১১৪] ও ইব্নে সাদ[১১৫] বদর অভিযানকালে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে কায়স ইব্ন আবী সাসাআহ নামক একজন খাযরাজীর নাম উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইব্ন ইসহাক[১১৬] ও তাবারী[১১৭] তাকে পশ্চাদবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ বিতর্ক নিরসন করা কঠিন। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে ৪টি তথ্যাভিজ্ঞের সকলেই একই বিষয় অর্থাৎ পশ্চাদবর্তী সেনাদলকে পদাতিক বাহিনী বোঝাতে চেয়েছেন। এ বিষয়টির ক্ষেত্রে সমর্থন পাওয়া যায় এভাবে যে এ অভিযানে পুরো ইসলামী বাহিনীই ছিল পদাতিক সৈন্যের এবং সেনা বাহিনীর মূল অংশ ছিল মহানবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বাধীন। এজন্য পশ্চাদবাহিনীর একজন স্বতন্ত্র কমান্ডার ছিল। যাহোক, মহানবী (সাঃ) এর সময় পদাতিক বাহিনীই ছিল সেনাবাহিনীর মূল অংশ। পরবর্তীকালে অশ্বারোহী বাহিনী প্রচলনের ফলে তাদের প্রাধান্য হ্রাস পায়।

মহানবী (সাঃ)-এর সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী বাহিনী প্রবর্তনের বিষয়টি জানার জন্য বিভিন্ন গাযওয়ার ঘটনাবলী জানা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ উহুদ ও যূ আমার অভিযান কালে আসাদ/কুরায়শ গোত্রের আল যুবায়র ইবনুল আওয়াম[১১৮] এবং আশহাল আওস গোত্রের সাদ ইব্ন যায়দ[১১৯] অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন বলে উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে খায়বার অভিযান কালে সাঁজোয়া বাহিনী আওস ইব্ন খাওলীর নেতৃত্বে ছিল।[১২০] আল-ফুলসের বিরুদ্ধে আলী ইবন আবী তালিবের অভিযানকালে খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক পদাতিক ও মালপত্রবাহী বাহিনী উভয়েরই অধিনায়ক নিযুক্ত হন।[১২১]

অশ্বারোহী বাহিনীর ক্রমান্বয় অগ্রগতি ঃ

মহানবী (সাঃ)-এর প্রধান অভিযান সমূহে ব্যবহৃত অশ্ব ও অশ্বারোহীর সংখ্যার একটি পর্যালোচনা এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ এ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তির ক্রম বিকাশের পরিচয় মেলে। বস্তুত অশ্বারোহী বাহিনী ক্রমান্বয়ে বেশ শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে। ২ হিজরীতে (৬২৪

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দ) অনুষ্ঠিত প্রথম খন্ড যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মাত্র ২টি অশ্ব ছিল।[১২২] পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার বাহিনীর ছিল ১০০টি।[১২৩] ৬মাস পর যূ আমার অভিযানকালে মুসলিম বাহিনীর দখলে মাত্র কয়েকটি অশ্ব ছিল।[১২৪] ৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে (৬২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ) মদীনার মুসলিম বাহিনীতে ছিল মাত্র ৫০টি অশ্ব অথচ মক্কার কুরায়শ বাহিনীতে ছিল ৩হাজার সৈন্য, ২শ অশ্ব, ৩ হাজার বা'ঈর অর্থাৎ উট ৭শ দিরা বা বর্ম ও ১শ তীরন্দাজের একটি দল।[১২৫] মুসলিম বাহিনীতে এ সময় আবদুল্লাহ বিন জুবায়য়ের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজের একটি দল ছিল।[১২৬] মুরায়সী অভিযানকালে মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ জন।[১২৭] কিন্তু ৫ম হিজরীর (৬২৭ খৃষ্টাব্দ) যিলকদ মাসে খন্দক অভিযানকালে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা ৫০০তে পৌঁছেছিল। ৩০০ ও ২০০, এ রকম দুটি দলে বিভক্ত এ বাহিনীকে মদীনা রক্ষার জন্যে নিয়োজিত করা হয়েছিল।[১২৮]

উল্লেখ্য, এ যুদ্ধের ব্যাপারে ওয়াকিদীর বিবরণে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর অশ্বারোহী দলের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা পাওয়া যায়। ওয়াকিদীর বিবরণ এবং অন্যান্য সূত্রে এ যুদ্ধের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে যে কেউই বলবে যে খন্দকের যুদ্ধে মূলত দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর রণকৌশলের পাশাপাশি অশ্বরোহী বাহিনীর শক্তি পরীক্ষাও ঘটেছিল।

এ ছাড়াও মুসলমানদের প্রায় সকল বৃহৎ অভিযানেই অশ্বারোহী বাহিনীর নিয়মিত উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন উসফান,[১২৯] আল-গাবাহ,[১৩০] হুদায়বিয়া,[১৩১] খায়বার,[১৩২] ও উমরাতু'ল কাযা।[১৩৩] এ সব গুলো অভিযানই ৬ হিজরী (৬২৭ খৃষ্টাব্দ) থেকে ৭ম হিজরীর (৬২৯ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে পরিচালিত হয়। এ সব অভিযানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে অশ্বারোহী বাহিনীতে অশ্বের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক ভাবে কম। এর একটি সাধারণ কারণ এই যে এ সকল অভিযান সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যহীন ছিল। যাহোক মক্কা বিজয় অভিযানে অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০। অবশিষ্ট ৮,০০০ সৈন্য দ্বারা অন্যান্য ডিভিশন গঠন করা হয়েছিল।[১৩৪] তাবূক অভিযানের এক বছরের সামান্য বেশি সময় পর মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহী দলের সদস্য সংখ্যা ১০,০০০ এ পৌঁছেছিল। তখন মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০,০০০।[১৩৫] এ সংখ্যা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। এ থেকে দেখা যায় যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৮ বছরের মধ্য মদীনার সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা ৩০০ সৈন্য ও ২টি অশ্ব থেকে এক বিপুল সংখ্যায় উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছিল।

এখানে একটি যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন জাগতে পারে। কি সে কারণ যার জন্য মহানবী (সাঃ) এত বিশাল এবং শক্তিশালী এক অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুললেন? এর জবাবে বলা যায়, প্রথমত মহানবী (সাঃ) শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনীর কার্যকর মোকাবেলা এবং তাদের আঘাত হানার শক্তি গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর দ্রুত চলাফেরার সুবিধার কারণে তাদের অধিকতর আঘাত হানার ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তৃতীয়ত তাদের দ্রুতগতি এবং চলাচল সুবিধা কেন্দ্র থেকে গোলযোগপূর্ণ স্থানের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। এ সব কারণে শুধু যে অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন তা নয়, সকল মুসলমানকে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব অশ্ব সংগ্রহের জন্যেও তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায়, তাই, এ অশ্বারোহী বাহিনী

www.pathagar.com

দ্রুত গড়ে ওঠার পিছনে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় কাজ করেছিল। তা হল, মালে গনিমতের অংশ প্রাপ্তি। একজন অশ্বারোহী সৈন্য একজন পদাতিকের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ গনিমতের মাল লাভ করত।বিশ্বস্ত সূত্র সমূহের বিবরণ থেকে এ বিষয়টি জানা যায়।[১৩৬] ওয়াকিদীর একটি বিবরণ অনুযায়ী ২ হিজরীতে (৬২৪ খৃষ্টাব্দ) অনুষ্ঠিত প্রথম যুদ্ধ থেকে শেষ পর্যন্ত পদাতিক ও অশ্বরোহী সৈন্যের মধ্যে গনিমতের মালের অংশ বন্টন চালু ছিল।[১৩৭] স্পষ্টতই বিষয়টি মুসলমানদের যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব অশ্ব সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ ছাড়াও মহানবী (সাঃ) গনিমতের রাষ্ট্রীয় অংশ এবং অন্যান্য আয় দ্বারা সমগ্র আরবের বিভিন্ন বাজার থেকে অশ্ব ক্রয়ের জন্যে অর্থ ব্যয় করতেন।এ সব চেষ্টার সুফল দেখা দিয়েছিল এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যে এক শক্তিশালী মুসলিম অশ্বরোহী বাহিনী গড়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাড়িয়েছিল যে পরবর্তী কালের প্রায় সকল যুদ্ধেই এ অশ্বারোহী বাহিনীর কারণে যুদ্ধের ভারসাম্য মুসলমানদের অনুকূলে এসে গিয়েছিল।

মহানবী (সাঃ)-এর সেনাবাহিনীর আর একটি বিশেষ দিক ছিল তার গোত্রীয় চরিত্র এবং তখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে তা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ছিল। ছোট খাট অভিযানে এটি তেমন প্রতীয়মান না হলেও বড় অভিযানগুলোতে তা ধরা পড়ত। আগেই বলা হয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রের কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনের সময় আরবের বেদুইন এবং মদীনার মুহাজির ও আনসারদেরকে ডাকা হত এবং কোটা অনুসারে তাদের প্রদত্ত সৈন্য নিয়ে ইসলামী সেনাবাহিনী গঠন করা হত। সাধারণত বিভিন্ন গোত্র/ শাখা থেকে আগত এ সেনাদলের ক্ষেত্রে স্ব স্ব গোত্র প্রধান কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ে তারা পরিচলিত ও নিয়ন্ত্রিত হত।[১৩৮] কিন্তু ইসলামী বাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার পর তাদের গ্রোত্রীয় প্রধানরা এই বাহিনীর সর্বাধিনায়কের অধীনে ন্যস্ত হতেন। যা হোক, সকল বড় অভিযান বিশেষ করে গাযওয়ায় সেনাবাহিনীর এ গোত্রীয় চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বদর যুদ্ধে মুহাজির, খাযরাজী ও আওসীদের ৩টি দল নিয়ে মুসলিম বাহিনী গঠিত হয়। খন্দক যুদ্ধের পূর্ববর্তী সকল অভিযানের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সত্য ছিল। মক্কা বিজয় এবং তাবূক অভিযানে মদীনার আনসারদের ৩টি শাখা ছাড়াও মুসলিম আরবের অন্যান্য গোত্র যেমন সুলায়ম, আশজা, আসলাম, গিফার, মুযায়নাহ, জুহায়নাহ, খুযাআহ প্রভৃতি থেকেও সেনা দল অংশ নিয়েছিল।

প্রাদেশিক সামরিক সংগঠন ঃ

প্রদেশগুলোর সামরিক সংক্রান্ত প্রশাসনকে 'বিলায়াত' বলে আখ্যায়িত করা হত। এটি সংশ্লিষ্ট 'ওয়ালির' (গভর্নর) কার্যক্রম ও ক্ষমতার আওতাধীন ছিল। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে সামরিক বিষয়াদি তাদের ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হত এবং এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিশেষ সামরিক অধিনায়কের কাছে ন্যস্ত করা হত। মহানবী (সাঃ) আল-ইয়ামানের ক্ষেত্রে এমনটি করেছিলেন। উসদ আল-গাবাহ গ্রন্থ অনুযায়ী মাখযূম কুরায়শ বংশের আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবীয়াহকে সেখানকার কেন্দ্রীয় বাহিনীর[১৩৯] (আল জুনদ) অধিনায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয় সম্ভবত ৯ হিজরী (৬৩০ খৃষ্টাব্দে) ও ১১ হিজরীর (৬৩২ খৃষ্টাব্দে) মধ্যে। মুআয ইব্ন জাবালু'ল খাযরাজী আল- ইয়ামানের গর্ভনর জেনারেল থাকার সময় তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরে উমর এর খিলাফতকালে দেওয়ান আল-জুনদ নামে অভিহিত একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক দফতরকে সমগ্র খিলাফতের মুসলিম সেনাবাহিনীর বিষয়াদি দেখাশোনা করার জন্যে স্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

পরিশেষে আবূ বকর তাবূক অভিযানকালে যে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন, তার উল্লেখ করা যথার্থ হবে বলে মনে হয়। ওয়াকিদী বলেন, ইসলামী বাহিনী শিবিরে জড়ো হওয়ার পর পরই মহানবী (সাঃ) আবূবকর কে শিবিরে তার উত্তরাধিকারী (ইসতাখালফাহু) নিয়োগ করেন। সেখানে তিনি মুসলমানদের সালাতের ইমামতি করতেন[১৪০] এবং এ সময়, তাবূক অভিযানের প্রাক্কালে তাকে সর্বোচ্চ সম্মানে (লিওয়াহু আল-আ'জাম) ভূষিত করা হয়।[১৪১] ইসলামী সেনাবাহিনীর বিশাল আকারের কারণেই কি মহানবী (সাঃ) তাকে ডেপুটি হিসাবে নিয়োগ করছিলেন? সকল সম্ভাবনা বিবেচনায় এক্ষেত্রে তার ইতিবাচক উত্তরই মেলে।

মুসলিম বাহিনীর বাহু (শাখা) প্রধান পদে গোত্রীয় প্রতিনিধিত্ব ঃ

মহানবী (সাঃ) এর অধীনে ইসলামী সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ডিভিশন ও বাহু প্রধানের সম্মানজনক পদগুলোতে গোত্রীয় সংশ্লিষ্টতার কথা আগেই বলা হয়েছে। নিচে প্রদত্ত বিভিন্ন আফিসারদের বছর ভিত্তিক গোত্রীয় প্রতিনিধিত্বের একটি ছক থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	বছর	৬২৪	৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮	৬২৯	৬৩০	৬৩১-৩২
	নিয়োগ	২	৮	০	১০	৩	৫	১৩	২
১. কুরায়শ									
	(ক) হাশিম		২		১				
	(খ) আসাদ		১					২	
	(গ) উমাইয়া					১			
	(ঘ) তাইম	১							১
	(ঙ) আদী					১		১	
	(চ) ফিহ্র							১	
	(ছ) মাখযূম							৩	১
	মোট	১	৩	০	১	২	০	৭	২
২. খাযরাজ		১	১		১	১	২	২	
৩. আওস			৪		৬		২	১	
৪. কালব					১				
৫. সুলায়ম					১			২	
৬. সাদ হুযায়ম							১		
৭. আশআর								১	

এ ছক থেকে দেখা যায়, কুরায়শরাই এ পর্যায়ের সামরিক অফিসার পদে বেশিরভাগ নিয়োগ লাভ করলেও খাযরাজ ও আওস গোত্রের সম্মিলিত অফিসার সংখ্যা তাদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র আওস গোত্রের অফিসার সংখ্যাই মক্কার মুহাজিরদের প্রায় সমান ছিল। কুরায়শ আফিসারদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে একাধিকবার নিয়োগ করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আল যুবায়র ইব্ন আল আওয়াম, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং উমর ইবনুল খাত্তাব একবার অথবা আরো দু' বার এই দায়িত্ব পান। এখানে বলা দরকার যে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সব সময়ই ইসলামী সেনা বাহিনীর অগ্রবাহিনী অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক ছিলেন। আওসী। অধিনায়কদের মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহ, আববাদ ইবন বিশর, উসায়দ ইবনু'ল হুযায়র এবং আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র। খাযরাজ গোত্রের বিশিষ্ট কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন যায়দ ইব্ন সাবিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক ও আওস বিন খাওলী। মদীনার দু'টি গোত্রের লোকেরাই একচেটিয়াভাবে নৈশ ও শিবির রক্ষীর(আল-হারাস) পদগুলোতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে যায়দ ইবন সাবিত স্থায়ী অফিসার ছিলেন। সৈন্য গণনা ও তাদের গনিমতের অংশ নির্ধারণ করা তার দায়িত্ব ছিল।

সুলায়ম ছাড়া সেনাবাহিনীর এ পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে আরবের অন্যান্য গোত্রের প্রতিনিধিত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। হতে পারে, এ পর্যায়ের অফিসারদের সংখ্যা মহানবী (সাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত সংখ্যার চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। সূত্র সমূহের বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে মহানবী (সাঃ)-এর নিযুক্ত অনেক অফিসারের উল্লেখ করতে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অন্যথায় বাহু প্রধান এবং গোত্র ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি ছিল।

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে মধ্য আরবের লোকেরাই বাহু প্রধানের পদগুলোতে একচেটিয়াভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। এর কারণ অংশত এই ছিল যে তখন কোন স্থায়ী ও স্থিতিশীল সেনাবাহিনী ছিল না এবং আরেকটি আংশিক কারণ ছিল এই যে কিছু অব্যাহত যুদ্ধের কারণে একটি বড় সেনাবাহিনীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। নিচের ছক থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবেঃ

অঞ্চল	গোত্র	নিয়োগ	সেনানায়ক
মধ্য আরব	কুরায়শ	১৬	১০
	খাযরাজ	৮	৬
	আওস	১৩	৮
উত্তর আরব	কালব	১	১
পূর্ব আরব	সাদ হুযায়ম	১	১
	সুলায়ম	৩	৩
দক্ষিণ আরব	আশআর	১	১
মোট	৭টি গোত্র	৪৩	৩০

এ সময় এ ধরনের সামরিক পদাধিকারীদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশই মক্কা ও মদীনার প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের নিয়ে গর্বিত ছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় যে যোগ্য এবং প্রতিভা সম্পন্ন লোকদের পাওয়া মাত্র তাদের রাষ্ট্রীয় চাকুরিতে নিয়োগ করা হয়। মাখযূম/কুরায়শ গোত্রের খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, সুলায়ম গোত্রের ওয়ার্দ ইব্ন খালিদ এবং মাখযূম গোত্রের আবদুল্লহ্ ইব্ন রাবীয়াহ-এর ঘটনা তার প্রমাণ। আল-হুদায়বিয়া উত্তরকালে ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই তাদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

পতাকা বহনকারীগণ ঃ

আরবের সামরিক ঐতিহ্যে কোন অভিযানে বা যুদ্ধক্ষেত্রে স্ব স্ব জাতীয় বা গোত্রীয় পতাকা[১৪২] তুলে ধরা ছিল এক বিরাট মর্যাদার ব্যাপার।[১৪৩] সাধারণত কোন মর্যাদাবান পরিবার বা শাখাকে এ বিশেষ দায়িত্ব পালনের ভার দেয়া হত। লেভি যথার্থই বলেছিলেন " মুসলিম যুদ্ধ কৌশলে পতাকার অন্যবিধ তাৎপর্য ছিল। প্রতিটি গোত্রের তার নিজস্ব পতাকা ছিল এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে তা ছিল সমবেত হওয়ার স্থল। কারণ সেনানায়ক এ পতাকার কাছেই অবস্থান করতেন।[১৪৪] মক্কার বাহিনীর ক্ষেত্রে পতাকা বহনের সম্মানজনক দায়িত্বটি স্থায়ীভাবে অর্পিত হয়েছিল কুরায়শ গোত্রের আবদু'দ দার শাখার উপর। ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী সময়েও তারা সকল যুদ্ধে এ দায়িত্ব পালন করে।[১৪৫] মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র পৌত্তলিক পূর্বসূরীদের কাছ থেকে যুগ–যুগান্ত ধরে চলে আসা এ ঐতিহ্য বজায় রাখে। মহানবী (সাঃ) তাঁর চাচা হামজার নেতৃত্বে সীফু'ল এর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান প্রেরণকালে এ আরবীয় প্রথা বজায় রাখেন।[১৪৬] যেহেতু বিভিন্ন গোত্রের লোকদের নিয়ে ইসলামী বাহিনী গঠিত ছিল, সেহেতু সে সব গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে বেশ কিছু পতাকাবাহী ছিল। সুতরাং মহানবী (সাঃ)–এর সময়কালের পুরোটাই এ গোত্রীয় চরিত্র বজায় ছিল। তবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব হিসাবে মহানবী (সাঃ) –এর একটি বিশেষ পতাকা বহন করা হত এবং তার উম্মাহ্‌র একজন অত্যন্ত সম্মানিত যে কোন সদস্যকে প্রদান করা হত।[১৪৭] সারায়াতে সাধারণত একজন পতাকাবাহক থাকলেও গাযওয়াতে বিশেষ করে বড় কোন গাযওয়ায় কয়েকজন পতাকাধারী থাকতেন। ক্ষুদ্র গাযওয়ায় সাধারণত ৩ জন পতাকাবাহক নিয়োগ করা হত, এরা মুহাজির, খাযরাজ ও আওস গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন। কিন্তু বড় অভিযান গুলোতে, যেমন মক্কা বিজয় ও তাবূক অভিযানে, সকল গোত্র ও তাদের বিশিষ্ট শাখা সমূহ নিজস্ব পতাকা বহন করত। সূত্র সমূহ কর্তৃক উল্লেখিত পতাকাবাহীদের একটি ছক থেকে সংশ্লিষ্ট গোত্র সমূহের বছর ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের একটি পরিচয় পাওয়া যাবে।

ক্রমিক নং বছর	৬২৩	৬২৪	৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮	৬২৯	৬৩০	৬৩১	৬৩২	মোট নিয়োগ	মোট পতাকা বাহক
১। মুহাজির												
(ক) কুরায়শ	৫	৩	–	১	২	৪	–	৬	২	–	২৭	৮
(খ) কায়স আয়লান	১	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১	১
(গ) কুযাআহ	১	–	–	–	১	–	–	–	–	–	২	১
(ঘ) কালব	–	–	–	–	১	–	–	–	–	–	১	১
২. খাযরাজ	–	১	১	–	২	৪	–	১১	৭	–	২৬	১৫
৩. আওস	–	–	১	১	–	–	–	৭	১	–	১০	৮
৪. সুলায় ম	–	–	–	–	–	–	–	৩	–	–	৩	৩
৫. গাতফান	–	–	–	–	–	–	–	১	–	–	১	১
৬. মুযায়নাহ	–	–	–	–	–	–	–	৪	–	–	৪	৪
৭. জুহায়নাহ্	–	–	–	–	–	–	–	৪	–	–	৪	৪
৮. খুজাআহ	–	–	–	–	–	–	–	৩	–	–	৩	৩
৯. আসলাম	–	–	–	–	–	–	–	২	১	১	৪	৩
মোট =	৭	৫	২	১	৬	৮	–	৪১	১১	১	৮৬	৫২

এখানে অবশ্যই স্বীকার্য যে এ তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। এ ছাড়াও আরো অধিক পতাকাবাহক থাকার কথা যাদের উল্লেখ সূত্রসমূহ করে নি। যেমন, তাবূক অভিযানে বিপুল সংখ্যক যাযাবর আরব অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তাদের পতাকা বাহকদের কথা উল্লেখ করা হয় নি। যাহোক, উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে

www.pathagar.com

দেখা যায়, প্রতিনিধিত্বের সিংহভাগই ছিল মুহাজির ও আনসারদের। কারণ তারাই ছিল ইসলামী সেনাবাহিনীর মূল ভিত্তি। মদীনার ৩টি মুসলিম গ্রুপের মধ্যে কুরায়শদের সকল পদে নিয়োগের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ। তবে পতাকা বহনকারীর ক্ষেত্রে কুরায়শরা খাযরাজীদের চেয়ে অনেক পিছনে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে কুরায়শদের চেয়ে খাযরাজী ভাইদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ ছিল। আনসারদের আরেকটি অংশ আওসদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থান ছিল তৃতীয়। কিন্তু সৈন্যদের সংখ্যার ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা কুরায়শদের সমান ছিল। এ থেকে পরোক্ষভাবে এ কথাই বোঝা যায় যে সকল অভিযানে ইসলামী সেনাবাহিনীর বড় অংশই আনসারদের মধ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং খাযরাজ গোত্রের অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি।

অন্যান্য গোত্রের ক্ষেত্রে বলা যায়, তারা মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করায় প্রথমবারের মত পতাকা বহনের দায়িত্ব লাভ করেছিল। এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে তাদের পতাকা বহনকারীদের সংখ্যা ইসলামী বাহিনীতে তাদের সংখ্যাগত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছিল। নিম্নের ছক থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবেঃ

ক্রমিক নং	গোত্র/শাখা	সৈন্য সংখ্যা	পতাকা বহনকারীদের সংখ্যা
১.	খাযরাজ/সাইদাহ	আনসারদের	১জন, (প্রতিটি গোত্রের
	" /সালামাহ্	প্রতিটি গোষ্ঠীর	
	" /নাজ্জার	সৈন্য সংখ্যা	
	" / হারিস	জানা যায় নি	
	আওস/ওয়াকিফ		
	"/ আশহাল		
	"/মুয়াবিয়াহ		
	"/খাতমাহ্		
	"/খাতামাহ্		
	খাযরাজ/ সাইদাহ		
	"/যাফর		
	"/হারিসাহ		
মোট ১১টি বংশ আনসার		৪০০০ সৈন্য/৫০০ অশ্বারোহী[১৪৮]	১১
২. কুরায়শ		৭০০ সৈন্য/৩০০ অশ্বারোহী	৩
৩. মুযায়নাহ		১০০০ সৈন্য/১০০ আশ্বারোহী	৩
৪. জুহায়নাহ্		৮০০ সৈন্য/৫০ "	৪
৫. আসলাম		৪০০ সৈন্য/৩০০ "	২
৬. খুযাআহ		৫০০ সৈন্য/ –	৩
৭. আশজা		–	–

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য ও গোত্র/শাখার পতাকাবাহকদের আনুপাতিক সংখ্যা না থাকায় অনুমান করা যায় যে একটি পতাকা বহনের জন্যে ২০০ থেকে ৩০০ সৈন্যের একটি দলের প্রয়োজন হত। পূর্বে উল্লেখিত ছক থেকেও তাই মনে হয়।

কুরায়শদের মধ্য থেকে এ ধরনের পতাকাধারীদের মধ্যে ছিলেন বনূ হাশিমের আলী বিন আবী তালিব। তিনি ১০ বারের মত পতাকাধারীর পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। আসাদ গোত্রের আল-জুবায়র

ইবনুল আওয়াম, বনূ হাশিমের হামযাহ বিন আবদুল মুত্তালিব, জুহরা গোত্রের সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, আবদুদদার গোত্রের মুস'আব বিন উমায়র, তায়ম গোত্রের আবূ বকর এবং আদী গোত্রের উমর ইবনুল খাত্তাব। খাযরাজ গোত্রের মধ্য থেকে বিশিষ্ট ছিলেন সাদ' বিন উবাদাহ্, আল হুবাব ইবনুল মুনযির, যায়দ বিন সাবিত এবং উমারাহ বিন হাযম। অন্যদিকে আওস গোত্রের মধ্য থেকে ছিলেন সা'দ বিন মু'আয ও উসায়দ ইবনুল হুযায়র। আরবীয় গোত্রগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আসলাম গোত্রের বুরায়দাহ্ ইবনুল হুসায়র। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ সকল গোত্রীয় পতাকা বহনকারী এবং আরবের অন্যান্য গোত্র যেমন মুযায়নাহ্, জুহায়নাহ্, খুযাআহ্, আশজা প্রভৃতির বহু পতাকাবহনকারীই তাদের গোত্র ও শাখার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বা প্রধান ছিলেন। আরো উল্লেখ্য যে এ মর্যাদা পাওয়ার অধিকার শুধু তারাই লাভ করতেন।

এ ধরনের পতাকাধারীর আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সহজেই বোঝা যায় যে বিপুল সংখ্যক পদই মধ্য আরবের লোকদের দখলে ছিল। তাদের পরই স্থান ছিল পশ্চিম আরবের পতাকা বহনকারীদের। অপর পক্ষে অন্যদের প্রতিনিধিত্ব ছিল নিতান্তই নামমাত্র। দক্ষিণ আরবের তো কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না। নিচে প্রদত্ত ছক থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবেঃ

অঞ্চল	গোত্র	নিয়োগ	পদাধিকারী
মধ্য আরব	কুরায়শ	২৭	৮
	খাযরাজ	২৬	১৫
	আওস	১০	৮
উত্তর আরব	কালব	১	১
	কুযাআহ্	২	১
পূর্ব আরব	সুলায়ম	৩	৩
	গাতফান	১	১
	কায়স আয়লান	১	১
পশ্চিম আরব	মুযায়নাহ্	৪	৪
	জুহায়নাহ্	৪	৪
	আসলাম	৪	৩
	খুযাআহ্	৩	৩
দক্ষিণ আরব	–	–	–
মোট	১২টি গোত্র/শাখা	৮৬	৫২

তালিয়াহ্ বা স্কাউট, গোপন পর্যবেক্ষণ দল

মহানবী (সাঃ)-এর সামরিক সংগঠনে তালিয়াহ্দের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ, তারা সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য আহরণে কিছু কাজ করত। এ পর্যায়ে তালিয়াহ্র অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেছিল এমন কিছু সংগঠনের কথা বলা যেতে পারে যাদের কাজও ছিল অতি প্রয়োজনীয়। তালিয়াহ ছিল পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ক্ষুদ্র সেনাদল। তাদের কাজ ও গুপ্তচরদের কাজের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই ডক্টর হামিদুল্লাহ্ তালিয়াহ্র কাজকে সামরিক গুপ্তচরের অংশ হিসাব গণ্য করেছেন।[১৪৯] যাহোক, এ দু'টি সংগঠনের কাজের প্রকৃতির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য

www.pathagar.com

রয়েছে। প্রথমত, তালিয়াহ ছিল সব সময়ই ৩ অথবা ২০ জন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি দল।[১৫০] দ্বিতীয়ত, তালিয়াহ খোলাখুলি এবং প্রকাশ্য দিবালোকে কাজ করত। পক্ষান্তরে গুপ্তচরেরা কাজ করত গোপনে। তৃতীয়ত, তালিয়াহ ছিল সেনাবাহিনীরই একটি অংশ এবং শত্রু বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে তাদেরকে আগে পাঠানো হত। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মক্কা থেকে আগমনকারী কুরায়শ সেনাবাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য আল যুবায়র ইবনূ'ল আওয়াম, আলী বিন আবী তালিব। বাসবাস বিন আমর ও সাদ বিন আবী ওয়াক্কাসকে নিয়ে গঠিত ৪ জনের এ দলটির ক্ষেত্রে তালিয়াহ্ শব্দটি যদিও প্রয়োগ করা হয় নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে সেটিও একটি তালিয়াহ্[১৫১] ছিল। উপরন্তু তাবারী আল-যুবায়র ইবনুল আওয়ামের সাথে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীদের একটি দল (উসবাহ) প্রেরণের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকেও নিশ্চিত হওয়া যায় যে এটা একজন নেতার অধিনায়কত্বে প্রেরিত তালিয়াহ্ ছিল।[১৫২] ঘটনাচক্রে এ দলটি বদরের একটি কূপ পর্যন্ত গমন করে এবং পানি বহনকারীদের (সুক্কা)[১৫৩] ৩ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, মুসলমানদের সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে মক্কী বাহিনী আসছে এবং তাদের অগ্রবর্তী দলে রয়েছে নিজস্ব পানি বহনকারীগণ। মুসলমানগণ তাদেরকে আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী মক্কী কাফেলার অংশ বলে মনে করেছিলেন। যাহোক এ ঘটনা মুসলমানদের বদরের সমস্ত পানির উৎস (মিয়াহ-ই বদর) দখল করে একটি কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার সুযোগ এনে দিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী সমভূমিতে শিবির স্থাপন করে এবং শত্রুবাহিনীকে তাদের অনুকূল এমন সুবিধাজনক স্থানে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে।[১৫৪]

উসদুল গাবাহ থেকে জানা যায়, আসলাম গোত্রের দু'ভাই মালিক বিন খালাফ ও তার ভাই আল নুমান উহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মহানবী (সাঃ) প্রেরিত তালিয়াহদের অন্যতম ছিলেন। তারা উভয়েই দায়িত্ব পালনকালে নিহত হন।[১৫৫] হামরা উল-আসাদ অভিযানে আসলাম গোত্রের ৩ জনের একটি দলকে পশ্চাদপসরণ রত মক্কী বাহিনীর প্রকৃত অভিসন্ধি জানার জন্যে তালিয়াহ্ হিসাবে পাঠানো হয়। তারাও নিহত হন।[১৫৬] ৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (৬২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই) মহানবী (সাঃ) লিহয়ান এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এ সময় তিনি আবূ বকরকে শত্রু বাহিনীর খোঁজ খবর জানার জন্যে একটি দল আল-গাম নামক স্থান অভিমুখে প্রেরণ করেন।[১৫৭] ওয়াকিদী ও ইবন সাদের মতে, আল হুদায়বিয়াহ অভিযানে মুসলিম বাহিনীর তালিয়াহ্ আওস গোত্রের আব্বাদ বিন বিশর এর নেতৃত্বে ২০ জন অশ্বারোহীকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল।[১৫৮] ইনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি খায়বার অভিযানে মুসলিম বাহিনীর তালিয়াহ্র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।তারা খায়বারের এক ইহুদী গুপ্তচরকে আটক করতে সক্ষম হন। এ গুপ্তচর আশজা গোত্রের ছিল। সে ইহুদীদের সমর প্রস্তুতির বিশদ তথ্য ফাঁস করে দেয় এবং শেষে ইসলাম গ্রহণ করে।[১৫৯] একই অভিযানে আওস গোত্রের অন্য এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহকে মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপনের জন্যে একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সে দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।[১৬০] মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনী মদীনা ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে মহানবী (সাঃ) এক মহিলা গুপ্তচরের কাছ থেকে হাবিব বিন আবী বালতাহ লিখিত একটি পত্র উদ্ধার করার জন্য হযরত আলী ও যুবায়রকে পাঠান। এ পত্রে পবিত্র নগরীর উপর মুসলিম আক্রমণ সম্পর্কিত তথ্য ছিল।[১৬১] তাবূকের বিখ্যাত অভিযানে আওস গোত্রের উসায়দ ইবনুল হুযায়রকে মুসলমানদের জন্যে একটি পানির উৎস খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[১৬২] এ থেকে দেখা যায়, তালিয়াহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যা শুধু কৌশলগত কারণেই নয়, মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যও অতীব জরুরী ছিল।

www.pathagar.com

অন্যান্য সংগঠনের কাজের মধ্যে মুসলমানদের বিজয় বার্তা ঘোষণা অথবা মুসলিম বাহিনীর মঙ্গল সংবাদ সম্পর্কে মক্কার জনগণকে অবহিত করার কাজ ছিল অন্যতম। মুহাম্মদ ইবন হাবিব আল-বাগদাদী তার গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে মহানবী (সাঃ)-এর এসব বুশারা'র কথা উল্লেখ করেছেন।[১৬৩] যেমন, মক্কার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর জয়লাভের বিজয় বার্তা মদীনার অধিবাসীদের মাঝে ঘোষণার জন্যে যায়দ বিন হারিসাহ ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাহ্কে প্রেরণ করা হয়েছিল।[১৬৪] একই ভাবে যাতু'র রিকার সফল অভিযানের পর মহানবী (সাঃ) তাঁর নিজের সহ মুসলিম বাহিনীর মঙ্গল সংবাদ জানানোর জন্য জিয়াল ইবন সুরাকা আল যামুরীকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন।[১৬৫] হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার পর সালামাহ্ ইবন আসলাম আল-আশহালির বিজয়ের খবরও ঘোষণা করা হয়েছিল।[১৬৬] অন্যদিকে হুনায়নের বিরাট সাফল্যের শুভ সংবাদ মদীনার লোকদের জানানোর জন্যে খাযরাজের নুওয়ায়ম বিন আওসকে প্রেরণ করা হয়।[১৬৭]

সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় বিবিধ প্রকার দায়িত্ব পালনকারীদের দিয়ে আরেকটি সংগঠন বা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে বনূ কায়নুকার আবূ লায়লা খাযরাজী ও আব্দুল্লাহ্ বিন সাল্লামের কথা উল্লেখ করা যায়। এরা ছিলেন ইহুদী, পরে মুসলমান হন। অবরুদ্ধ শত্রুদের হয়রানী করা ও তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যে এক বিশেষ ধরনের খেজুর গাছ[১৬৮] (কুরআনে লীনাহ্[১৬৯] নামে আখ্যায়িত) কেটে ফেলা ছিল তাদের দায়িত্ব। শেষে এ কথা বলা যায় যে শত্রুদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যেই অভিযানকালে সর্বদাই তালিয়াহ্ প্রেরণ করা হত এবং তাদের সাফল্য মুসলিম বাহিনীকে কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থানে রাখত। এ ধরণের পদাধিকারীদের গোত্রীয় ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব দেখানোর জন্য নিচে একটি ছক দেয়া হলঃ

অঞ্চল	গোত্র	নিয়োগ	কমান্ডার
মধ্য আরব	কুরায়শ	৫	৩
	খাযরাজ	৪	৪
	আওস	৬	৪
	কায়নুকা	১	১
উত্তর আরব	কালব	১	১
পূর্ব আরব	–	–	–
পশ্চিম আরব	জুহায়নাহ্	১	১
	আসলাম	৫	৫
	কিনানাহ/যামুরাহ	১	১
দক্ষিণ আরব	আযদ	১	১
অবশিষ্ট আরব	তামীম	১	১
মোট	১০টি গোত্র/শাখা	২৬	২২

www.pathagar.com

এ ছক অনুসারে এ পর্যায়ে মধ্য আরবের গোত্র গুলোরই প্রাধান্য লক্ষিত হয় এবং তাদের সম্মিলিত সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৫ ভাগ। অন্যান্য গোত্রের মধ্যে একমাত্র আসলামের প্রতিনিধিত্বই ছিল উল্লেখযোগ্য। এ পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন আসাদ। কুরায়শদের গোত্রের আল যুবায়র ইবনুল আওয়াম, কুরায়শেরই আলী বিন আবী তালিব, আওসের আব্বাদ বিন বিশর ও উসায়দ ইবনুল হুজায়র এবং কায়নুকার আবদুল্লাহ বিন সাল্লাম। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম দিকের মুসলমান ছিলেন, পক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিলেন মক্কার শেষ দিকের বা মদীনার প্রথম দিকের মুসলমান।

গুপ্তচর (উয়ুন) ঃ

মধ্যযুগে অন্যান্য বিষয় ছাড়া সামরিক সাফল্য দক্ষ গুপ্তচর ব্যবস্থার উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল ছিল। এরা শত্রু বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ছিদ্র পথের অন্বেষণে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখত।[১৭০] গুপ্তচররা (উয়ুন) সামরিক অভিযানকালে শত্রু বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তারা শত্রুদের সামরিক ও সংখ্যাগত শক্তি, তাদের কার্যব্যবস্থা ও পরিকল্পনা, গমন পথ, ঘটনাস্থলের মানচিত্র প্রণয়ন সহ আরো বহুবিধ বিষয়ে অবগত থাকত, যা কোন না কোন ভাবে কাজে আসত।

মহানবী (সাঃ) গুপ্তচরদের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। তথ্য সূত্রে জানা যায় যে সকল অভিযানেই তিনি তাদেরকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। যতদূর জানা যায় বদর যুদ্ধে গুপ্তচরদেরকে প্রথম ব্যবহার করা হয়। তায়ম গোত্রের তালহাহ্ বিন উবায়দুল্লাহ এবং আদী গোত্রের সাঈদ ইবন যায়দ নামক ২ জন কুরায়শকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনরত মক্কী কাফেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।[১৭১] একই অভিযানকালে মহানবী (সাঃ) বদরের নিকটে পৌছে আরো ২জন গুপ্তচর জুহায়নাহ্ বাসবাস ইবন আমর ও আদী ইবন আবী আল-জাগবাকে মক্কী কাফেলার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে বদরের একটি পানির কূপের দিকে পাঠিয়েছিলেন। তারা সে কাজ যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করেন।[১৭২] মক্কী বাহিনী এসে উপস্থিত হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) আরো ২ জন গুপ্তচর প্রেরণ করেন। এরা ছিলেন মক্কার প্রথম দিকের মুসলমান আম্মার বিন ইয়াসির ও আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ। তারা মক্কী বাহিনীর ধৃত পানি বাহকদের কাছ থেকে ভ্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন।

এক বছর পর উহুদের যুদ্ধকালে খাযরাজের ফাযালাহর ২ পুত্র আনাস ও মুনসীকে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। আল-আকীক পৌছে তারা কুরায়শ বাহিনীর সৈন্যদের সাথে মিশে যাওয়ার সুযোগ পান। তাদের সাথে থেকে তারা আল-বিলা নামক স্থানে পৌছেন এবং সেখান থেকে চুপিসারে সরে পড়েন। তারা মহানবী (সাঃ) এর কাছে পৌছে তাঁকে কুরায়শদের যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন। কুরায়শরা গন্তব্য স্থানে পৌছার আগেই এ ঘটনা ঘটে।[১৭৩] মক্কী বাহিনী উহুদে শিবির স্থাপন করার পর মহানবী (সাঃ) তার অন্য একজন গুপ্তচর খাযরাজের আল-হুবাব ইবনুল মুনযির কে কুরায়শদের আঘাত হানার শক্তি নিরূপণ ও মূল্যায়নের জন্যে প্রেরণ করেন। আল-হুবাব ইবনুল মুনযির ছিলেন একজন

www.pathagar.com

বিখ্যাত রণ কৌশলবিদ ও সামরিক বিশেষজ্ঞ। মহানবী (সাঃ) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন তথ্য যেন কারো কাছে প্রকাশ না করেন। কারণ তা মুসলিম বাহিনীর মনোবলের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারত। তিনি গোপনে কুরায়শ বাহিনীর সামরিক শক্তির সঠিক পরিসংখ্যান[১৭৪] নিয়ে আসেন। যুদ্ধের পর পশ্চাদপসরণরত মক্কী বাহিনীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে আলী বিন আবী তালিবকে নিয়োগ করা হয়।[১৭৫]

উসদ আল-গাবাহ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে আর-রাজীর মর্মান্তিক ঘটনার পর কুরায়শদের অভিসন্ধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য উমাইয়াহ ইবন খুওয়ায়লিদ আল-যামুরীকে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল।[১৭৬] একই মিশনে আমর ইবন উমাইয়াহ আল-যামুরীকেও প্রেরণ করা হয়। মুরায়সীতে বনূ আল-মুসতালিক গোত্রের সৈন্য সমাবেশের খবর মদীনায় এসে পৌঁছালে মহানবী (সাঃ) তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুরায়দাহ ইবনুল হুসায়বকে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের পানির উৎস স্থানে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। বিপক্ষ সম্পর্কে এরূপ প্রাথমিক তথ্য ইসলামী বাহিনীকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সুবিধা এনে দিয়েছিল এবং মুসলিম বাহিনীর আল-মুরায়সী অভিযানকালে তাদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।[১৭৭] কিন্তু খন্দকের যুদ্ধকালেই মুসলিম গুপ্তচরদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়। এ সময় মদীনা একমাস যাবত অবরুদ্ধ ছিল।

রাজধানী শহর দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থাকাকালে মুসলিম যোদ্ধারা শুধু শত্রুর আশু সম্মুখ হামলার শিকারই ছিল না, পশ্চাদ্দিকে ইহুদী গোত্র বনূ কুরায়যার হামলারও আশংকা ছিল। এ দুটি শত্রু দলের প্রকৃত অভিসন্ধি জানার জন্য মহানবী (সাঃ) খাওয়াত ইব্‌ন জুবায়রকে প্রেরণ করলে তিনি সাফল্যের সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন।[১৭৮] এর আগে তাদের আহযাবের (খন্দকের) যুদ্ধে যোগদানের খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মহানবী (সাঃ) আল যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে দায়িত্ব প্রদান করেন। অবরোধের শেষে মহানবী (সাঃ) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানকে তাঁর গুপ্তচর হিসাবে কুরায়শ শিবিরে প্রেরণ করেন। তিনি কুরায়শ শিবিরে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে চারপাশ ঘিরে বসে থাকা মক্কার লোকদের একটি দলের সাথে সহজেই মিশে যান। কেউ তাকে চিনতে পারেনি। তার প্রবেশের পর পরই কুরায়শ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবূ সুফিয়ান সেখানে এসে হাজির হন এবং শত্রুবাহিনীর গুপ্তচরদের ব্যাপারে সাবধান থাকার জন্যে তার সৈন্যদের হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি তাদেরকে স্বীয় সঙ্গীদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার নির্দেশ দেন। মুসলিম গুপ্তচররা এভাবে ধরা পড়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ার ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তার পাশের প্রথম লোকটিকে দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা শুরু করেন। তাঁর উপর কারো সন্দেহ থাকলেও তার নিরসন হয়। এরপর তিনি তাদের বাহিনীর প্রত্যাহারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হন এবং পুরো বিষয়টি তিনি যথারীতি মহানবী (সাঃ) কে অবহিত করেন।[১৭৯]

অনুরূপ ভাবে হুদায়বিয়া অভিযানকালে বুসর ইব্‌ন সুফিয়ান আল-খুযাঈ মহানবী (সাঃ) কে মক্কায় প্রবেশে কুরায়শ বাহিনীর বাধা প্রদানের প্রস্তুতি সম্পর্কে খবর জানার লক্ষ্যে মক্কায় গমন করেন।[১৮০] একই ভাবে হুনায়নের যুদ্ধে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবী হাদরাদু'ল আসলামী মহানবী (সাঃ)-এর একজন গুপ্তচর হিসাবে কাজ করেন এবং শত্রুদের প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করেন।[১৮১] এছাড়াও বহু সংখ্যক অপরিজ্ঞাত গুপ্তচর ছিল। যাদেরকে মহানবী (সাঃ) কাজে লাগিয়েছিলেন বিভিন্ন অভিযানে তারা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে মুসলিম বাহিনীকে মূল্যবান সেবা প্রদান করেছিল। এক

www.pathagar.com

হিসাবে তারা মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের মূল শক্তি ছিল। যেহেতু গুপ্তচরবৃত্তি একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজ সে কারণে মহানবী (সাঃ) স্বল্প পরিচিত দক্ষ গুপ্তচরদের নিয়োগ করতেন। এজন্য তারা যখন শত্রুর সাথে মিশে যেতেন তখন সহজে তাদেরকে কেউ শনাক্ত করতে পারত না। বুরায়দাহ ইবনুল হুসায়ব এবং হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামানের গুপ্তচর বৃত্তি তার দৃষ্টান্ত।

পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছক থেকে গুপ্তচরদের গোত্রীয় ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে জানা যাবে। উল্লেখ্য, যাদের নাম বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া গিয়েছে এখানে শুধু তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছেঃ

অঞ্চল	গোত্র	৬২৪	৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮	৬৩০	নিয়োগ	গুপ্তচর
মধ্য আরব	কুরায়শ		১		১			২	২
	খাযরাজ		৩					৩	৩
পূর্ব আরব	হুযায়ল	১						১	১
	কায়স আয়লান						১	১	১
	গাতফান				১			১	১
পশ্চিম	জুহায়নাহ্	২						২	২
আরব	যামুরাহ্			২			১	২	২
	খুযাআহ					১		১	১
দক্ষিণ	আসলাম				১		১	২	২
আরব	মাযহিজ	১						১	১
মোট	১০টি গোত্র	৪	৪	২	৩	১	৩	১৭	১৬

ছক অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চলীয় গোত্র সমূহই বেশির ভাগ নিয়োগ লাভ করে। সম্ভবত এর কারণ ছিল যে তারা কুরায়শদের কাছে সবচেয়ে কম পরিচিত ছিল। বিশিষ্ট গুপ্তচর হিসাবে খ্যাত ছিলেন আমর ইবন উমাইয়া যামুরী (তিনি দু'বার নিয়োগ লাভ করেন), বাসবাস ইবন আমর জুহানী, বুরায়দাহ ইবনুল হুসায়ব আল-আসলামী ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান আল মাযহিজী। তারা সকলেই সামরিক গোয়েন্দা কর্মে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নাম জানা মোট ১৬ জন গুপ্তচরের মধ্যে ৫ জন ছিলেন একেবারে গোড়ার দিকের মুসলমান, ৫ জন মক্কার শেষ দিকের বা মদীনা পর্বের প্রথমদিকের মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৬জন আল-হুদায়বিয়ার সন্ধির কিছুকাল পূর্বে মুসলমান হন।

দালীল (পথ প্রদর্শক)

আরব উপদ্বীপে বিশেষত যে সকল মরুভূমিতে কোন পথ নেই সেগুলোসহ সড়ক-মহাসড়ক তেমন কিছু না থাকায় পর্যটক, কাফেলা এমন কি সেনাবাহিনীরও পথ হারিয়ে ফেলা একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। এর ফলে জীবনহানিও অস্বাভাবিক ছিল না। সে কারণে সকল মুসাফির, বণিক, ধর্মীয় কাফেলা বা সেনাবাহিনীর নিরাপদ গমন ও গন্তব্যে পৌছার জন্যে পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। আরব সেনাবাহিনীর জন্য তা ছিল অত্যাবশ্যক। কারণ সম্পূর্ণরূপে সঠিক দিকে তাদেরকে অগ্রসর হতে হত এবং পথ প্রদর্শকদের উপর তাদের অগ্রযাত্রা দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিল। দালীলরা ছিল পেশাগত ভাবে দক্ষ

www.pathagar.com

(খিররীত), পথ-ঘাট (সানান) সম্পর্কে ছিল জ্ঞাত এবং শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্য তারা শর্টকাটও (তানাকিব-চেনা পথ থেকে সরে এসে অচেনা পথ ধরে অগ্রসর হওয়া) জানত বলে শত্রুরা বিরোধী পক্ষের আগমন সম্পর্কে বুঝতে পারত না।[১৮২] সুতরাং দালীলদের সাহায্য অতি প্রয়োজনীয় ছিল। সাধারণত এসব লোক ছিল যাযাবর গোত্রের এবং যে কোন পক্ষ তাদেরকে ভাড়া করতে পারত।[১৮৩]

সাধারণভাবে আরবদের সামাজিক জীবনে এবং বিশেষ করে মহানবী (সাঃ)-এর বিভিন্ন সফর ও অভিযানের সময় চলাচল পথ সম্পর্কে এ সকল বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কথা বললে সম্ভবত অতিরঞ্জিত হবে না যে মুসলিম বাহিনীতে সর্বদাই একজন পথ প্রদর্শক থাকত, সূত্র সমূহ তাদের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন আর নাই করুন। একথা সর্বজন বিদিত যে মহানবী (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত কালে তাঁর বন্ধু আবূ বকরের সাথে আলোচনার পর একজন পথ প্রদর্শকের ব্যবস্থা করেন।[১৮৪] একই সফরে আল-আরজ থেকে তদেরকে পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য সাদূ'ল আরাজী নামক আরেক পথ প্রদর্শক নিয়োগ করেন।[১৮৫] এ স্থানটি মদীনা থেকে সামান্য দূরে ছিল।

সকল অভিযানেই পথ প্রদর্শকরা থাকলেও বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাদের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। উহুদ অভিযানকালে সর্ব প্রথম একজন পথ প্রদর্শকের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। ওয়াকিদীর বক্তব্য অনুযায়ী আবূ হাসমাহ আল হারীসী পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেন।[১৮৬] হামরাউল-আসাদ অভিমুখে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা কালে সাবিত-ইব্নুয যাহ্হাক আল-খাযরাজী পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৮৭] তিনি সম্ভবত মহানবী (সাঃ) এর ঘনিষ্ট সাহাবী যায়দ ইব্ন সাবিতের পিতা ছিলেন। ওয়াকিদী বলেন, আবূ সালামাহ্ ইব্ন আবদু'ল আসাদের কাতান অভিযানে তায়ী গোত্রের এক ব্যক্তি আল-ওয়ালীদ ইবন জুবায়র পথ প্রদর্শক নিযুক্ত হন।[১৮৮] এ থেকে মনে হয় একই অভিযানে মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের সময় আরেক জন পথ প্রদর্শক নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি গনিমতের মালের খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) পারিশ্রমিক পান।[১৮৯] দূমাতু'ল জানদাল অভিযানকালে মহানবী (সাঃ) এর সেনাবাহিনীর সাথে বনূ উযরাহ্ এর মাযকূর নামক একজন দক্ষ পথ প্রদর্শক (হাদী খিররীত) ছিলেন এবং তিনি তালিয়াহ্ (স্কাউট) হিসাবেও কাজ করেন। তিনি শত্রু শিবিরের অবস্থান খুঁজে পান।[১৯০] উসদ-এ মুসলিম বাহিনীর মুরায়সী অভিযান কালে মাসঊদ ইব্ন হুনায়দাহ্ আসলামী নামক একজন পথ প্রদর্শকের উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯১] একই সাথে বলা হয় যে ৬ হিজরীর গোড়ার দিকে গাতফানের বিরুদ্ধে গাযওয়ায় আবূ হাদরাদ আল-আসলামী একই দায়িত্ব পালন করেন।[১৯২] ওয়াকিদী একই বছর যায়দ ইব্ন হারিসার নেতৃত্বে হিসমা অভিযানে বনূ উযরাহ্র আরেকজন পথ প্রদর্শক নিয়োগের কথা জানিয়েছেন।[১৯৩] মহানবী (সাঃ)-এর আল-হুদায়বিয়া অভিযানকালে আসলাম গোত্রের আরেক ব্যক্তি আমর ইবন আবদ নাহম পথ প্রদর্শক হিসাবে মহানবী (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলেন।[১৯৪]

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে খায়বার অভিযানে কমপক্ষে ৩ জন স্থানীয় ইহুদী স্বেচ্ছায় পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে এবং বিনিময়ে আকর্ষণীয় পুরস্কার লাভ করে।[১৯৫] তাবারী ও উসদ একই অভিযানে আরেকজন পথ প্রদর্শক নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। তদের মতে হুসায়ল ইবন নুওয়ায়রাহ্ বা খারিজাহ ছিলেন আশজা/গাতফানের একজন পৌত্তলিক এবং তিনি খায়বারের সন্নিকটে বাস করতেন। এটা ঘটেছিল এ কারণে যে অভিযানের অব্যবহিত পূর্বে তিনি মদীনার বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য

www.pathagar.com

সামগ্রী কিনতে আসেন। সেখানে তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাকে খায়বার অভিযানে পথ প্রদর্শক হওয়ার বিনিময়ে ২০ সা' মদীনার খেজুর প্রদানের প্রস্তাব দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তার কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অভিযান শেষ হওয়ার পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৯৬] এ অভিযানে অন্য যে পথ প্রদর্শককে নিয়োগ করা হয় তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুয়ায়ম আশজা।[১৯৭]

পূর্বে উল্লেখিত হুসায়ল ৭ মাস পর বশির ইব্ন সাদ এর আল-জিনাব সারিয়াতে আরো একবার পথ প্রদর্শক নিযুক্ত হন।[১৯৮] একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে মহানবী (সাঃ) মক্কা বিজয়ের সামান্য পূর্বে কিনানাহ্র গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-লায়সীর কাছে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ সম্পর্কে জানতে চান। পরে, এ অভিযানকালে তিনি মুসলিম বাহিনীর পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেন।[১৯৯] মহানবী (সাঃ) তার শেষ অভিযান অর্থাৎ তাবূক অভিযান কালে আলকামাহ্ ইবন ফাগওয়া আল-খুজাঈকে তাঁর পথ প্রদর্শক নিয়োগ করেন।[২০০] সবশেষে, মহানবী (সাঃ) প্রেরিত সর্বশেষ অভিযান, উসামাহ্ ইব্ন যায়দের সারিয়ায় একজন উযরী পথ প্রদর্শকের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০১]

এভাবে দেখা যায়, প্রথম থেকে শেষ অভিযান পর্যন্ত সকল পথ প্রদর্শকই মহানবী (সাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল। এর বাইরে ১৪ জন পথ প্রদর্শকের নাম জানা যায়। কোন সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন সারিয়া ও গাযওয়াহ্র জন্যে আরো অনেক পথ প্রদর্শক ছিলেন। তবে তাদের নাম অথবা তাদের ব্যাপারে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে পথ প্রদর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আরবের প্রতিনিধিত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। নিচের ছক থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

অঞ্চল	গোত্র	নিয়োগ	ব্যক্তির সংখ্যা
পশ্চিম আরব	আসলাম	৪	৪
	কিনানাহ	১	১
	খুযাআহ	১	১
উত্তর আরব	উযরাহ্	১	১
	খায়বারের ইহুদী	৩	৩
পূর্ব আরব	গাতফান	৩	২
মধ্য আরব	খাযরাজ	১	১
	আওস	১	১
মোট	৮টি	১৫	১৪

উপরোক্ত পথ প্রদর্শকদের ধর্মীয় শ্রেণীকরণে দেখা যায়, ১৪ জনের মধ্যে ৪ জন মক্কার শেষ পর্যায়ের বা মদীনার প্রথম পর্যায়ের, ৫ জন আল-হুদায়বিয়া পর্যায়ের, ৪ জন ৬২৮ থেকে ৬৩০ খৃস্টাব্দ এবং শেষ ব্যক্তি মহানবী (সাঃ) এর জীবনের শেষ দুই বছরে মুসলমান হন। তবে এ ক্ষেত্রে অমুসলিম, কাফের ও ইহুদীদের পথ প্রদর্শক হিসাবে নিয়োগ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

www.pathagar.com

যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী (মালে গনিমাহ) ও যুদ্ধবন্দীর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ

একটি যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হওয়ার পর মুসলমানদের হাতে প্রায়ই যুদ্ধলব্ধ বিভিন্ন সামগ্রী ও যুদ্ধবন্দী আসত। এদের মধ্যে খুব কম লোককেই দাস বানানো হত। বরং মহানবী (সাঃ) মুক্তিপণের বিনিময়ে কিংবা কোন কিছু না নিয়েই এদের মুক্তি দিতেন। মালামাল এবং বন্দীদের উভয়কেই আল-মাগানিম বলে আখ্যায়িত করা হত। সূত্র সমূহ বলে, সকল অভিযানে আল-মাগানিমের দায়িত্বে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক একজন কর্মকর্তা, কোন কোন সময় কয়েকজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হত। গাযওয়াহ বা সারায়া সকল ক্ষেত্রেই তিনি এটা করতেন। বদরের যুদ্ধ থেকে শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত এ দায়িত্বে নিয়োজিত বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার কথা জানা যায়।

বদর যুদ্ধে প্রথম এ ধরনের কর্মকর্তা নিয়োগের কথা আগেই বলা হয়েছে। ওয়াকিদী বলেন, মহানবী (সাঃ) খাযরাজের আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাবকে দখলীকৃত মাগানিমের[২০২] এবং তাঁর নিজের গোলাম শুকরানকে বন্দীদের (আসরা) দায়িত্বে নিয়োগ করেন।[২০৩] আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাব যুদ্ধলব্ধ মালের ভাগ পেলেও শুকরানকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে পুরস্কৃত করা হয় (তিনি কোন অংশ নেন নি)। কারণ তারা গোলাম লাভ করার অধিকারী ছিল না।[২০৪] উসদ অনুযায়ী কাব বদর যুদ্ধের পরবর্তী বেশ কিছু অভিযানে 'খুমুস' (রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে প্রদত্ত এক পঞ্চমাংশ সামগ্রী) এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

উসদ-এর মতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাব আল-খাযরাজী বদর যুদ্ধের পর বেশ কয়েকটি অভিযানে 'খুমুস' (রাষ্ট্রকে প্রদেয় যুদ্ধলব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ) এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২০৫] মুরায়সী অভিযান প্রসঙ্গে শুকরানের অন্য একটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তখন তিনি পুনরায় যুদ্ধলব্ধ মালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে বনূ আল-মুসতালিকের বিরুদ্ধে তার অভিযানে আরো ৩ জন অফিসারকে নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে বুরায়দাহ ইব্‌ন আল-হুসায়ব আল-আসলামীকে যুদ্ধবন্দী,[২০৬] মাহমিয়া ইব্‌ন জাযা আল-জাবীদীকে মুসলিম যোদ্ধাদের অংশ[২০৭] এবং মাসউদ ইব্‌ন হুনায়দাহ আল-আসলামীকে খুমুস[২০৮] এর দায়িত্ব দেয়া হয়।

কোন কোন সময় একজন মাত্র ব্যক্তি একই সাথে যুদ্ধলব্ধ মাল ও বন্দীদের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। যেমন বনূ কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযানে মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ্ একাই এ দায়িত্ব পালন করেন।[২০৯] একই অভিযানে আরো দু'জন কর্মকর্তাকে ভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। আল মুনযির ইব্‌ন কুদামা আওসীকে হাজতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধৃত ব্যক্তিদের হাতকড়া (কিতাফ) পরানোর নির্দেশ দেয়া হয়।[২১০] পক্ষান্তরে রাজধানীর গোপন স্থানগুলোতে লুকিয়ে থাকা ইহুদীদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা তদারকির জন্যে উবাদাহ ইবনুস সীমিত আল-খাযরাজীকে দায়িত্ব দেয়া হয়।[২১১] মদীনার আর একটি ইহুদী গোত্র বনূ আন-নাযির এর আত্মসমর্পণের পর অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ।[২১২] মহানবী (সাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফীকে যুদ্ধলব্ধ মালামাল তার নিজ দায়িত্বে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[২১৩] মদীনার ইহুদীদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযান হিসাবে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ গোত্র বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বেশ কয়েকজন অফিসার নিয়োগ করা হয়। আবদুল্লাহ্

www.pathagar.com

ইবন সাল্লাম ছিলেন যুদ্ধবন্দীদের সার্বিক দায়িত্বে,[২১৪] মাহমিয়াহ্ ইবন জাযা খুমুস তদারকি করতেন,[২১৫] মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহকে যুদ্ধবন্দীদের হাতকড়া পরানোর দায়িত্ব দেয়া হয়,[২১৬] আলী ইব্ন আবী তালিব ও আল-জুবায়র ইবনু'ল আওয়াম দণ্ডপ্রাপ্তদের দণ্ড কার্যকর[২১৭] করা (যারা সাদ ইব্ন হুযায়ম কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হতেন)[২১৮] এবং উসদ বলেন, মুসলিম বিন বাহরাহ্ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের দায়িত্বে ছিলেন।[২১৯] সাদ ইব্ন উবাদাহ[২২০] ও সাদ ইব্ন যায়দ[২২১] নামক দু'জন কর্মকর্তা বিক্রয়যোগ্য বন্দীদের যথাক্রমে সিরিয়া ও নজদের বাজারে বিক্রি করতেন। খায়বারের ইহুদীদের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের পর ৩ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত করা হয়। ওয়াকিদী এবং তার অনুসারী বলেন, খাযরাজের ফারওয়াহ্ ইব্ন আমর আল-বায়াযীকে সাহিব আল-মাগানিম[২২২] নিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে উসদ দাবি করেন যে মিরদাস ইবন মারওয়ান খাযরাজীকে এতসংক্রান্ত দায়িত্ব দেয়া হয়।[২২৩] সম্ভবত এটা হতে পারে যে মিরদাসকে খুমুস অথবা মুসলমানদের অংশ দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তৃতীয় একজন কর্মকর্তা ছিলেন আবূ জুহায়ানাহ আল-আনসারী, তাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত ভেড়া ও ছাগলের পাল রাজধানী মদীনায় নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[২২৪]

মক্কা বিজয়ের প্রসঙ্গে ওয়াকিদী যদিও যুদ্ধলব্ধ মালামালের দায়িত্বে কোন কর্মকর্তার নিয়োগের কথা উল্লেখ করেন নি, কিন্তু উসদ তা করেছেন। তিনি বলেছেন, মহানবী (সাঃ) এ সৌভাগ্যময় দিনে যুদ্ধলব্ধ মালামাল সংগ্রহের জন্যে খুযাআহ্ ইব্ন আবদ নাহমকে নিয়োগ করেন।[২২৫] তাবারী এবং ইবন খালদূন একমত যে আল-জিরানাহ্[২২৬] এর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালামাল ও বন্দী সংগ্রহের ব্যবস্থা করার জন্যে মাসঊদ ইব্ন আমর আল-গিফারীকে নির্দেশ দেয়া হয়। তবে উসদ বলেন, এ জন্যে আমর বিন আল-কারীকেও প্রেরণ করা হয়।[২২৭] উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে আল-জিরানাহর যুদ্ধলব্ধ মালামাল সংগৃহীত হওয়ার পর একজন নও মুসলমান বুদায়ল ইব্ন ওয়ারকা আল-খুযাঈকে তার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছিল।[২২৮] এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে যে মহানবী (সাঃ) হুনায়নের যুদ্ধে আটক হওয়া বন্দীদের ছিন্ন কাপড় দেখার পর বুসর বিন আবূ সুফিয়ান আল-খুযাঈকে তাদের জন্যে নতুন কাপড় কেনার নির্দেশ দেন।[২২৯] সেকালের সেরা পরিসংখ্যানবিদ যায়দ ইব্ন সাবিত আল-জিরানাহর যুদ্ধে সংগৃহীত যুদ্ধ বন্দীদের গণনা ও তালিকা তৈরির জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২৩০] আরো উল্লেখ্য, মহানবী (সাঃ) হাওয়াযিনের যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর মুহাজির, আনসার ও যাযাবর গোত্রগুলোকে তাদের ভাগে প্রাপ্ত বন্দীদের মুক্তি প্রদানে রাজি করাতে উমর ইবনুল খাত্তাব,যায়দ ইবন সাবিত ও আবূ রুহম আল-গিফারীকে নির্দেশ দেন।[২৩১]

শুধু গাযওয়াতেই যে এসব কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয় তা নয়, সারিয়াতেও এরূপ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল। ইব্ন সাদের বিবরণে বলা হয়, আল ফুলস্ এ আলীর সারিয়া কালে আবূ কাতাদাহ্কে যুদ্ধলব্ধ মালামাল ও বন্দীদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়।[২৩২] এগুলোকে যদিও খাপছাড়া প্রমাণ বলে মনে হতে পারে তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে মহানবী (সাঃ) অথবা সারায়ার কমান্ডারদের স্বীয় ব্যবস্থাপনায় এই ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। নিচের ছক থেকে যুদ্ধলব্ধ মালামাল ও যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের গোত্রীয় ও অঞ্চল ভিত্তিক পরিচয় জানা যাবে।

www.pathagar.com

অঞ্চল	গোত্র/শাখা	৬২৪	৬২৫	৬২৭	৬২৮	৬৩০	নিয়োগ	কর্মকর্তা
মধ্য আরব	কুরায়শ			২		১	৩	৩
	খাযরাজ	২		১	২	৩	৮	৮
	আওস	২	১	২			৫	৩
	(আনসার)			১	১		২	২
	কায়নুকা			১			১	১
পূর্ব আরব	কারাহ					১	১	১
পশ্চিম আরব	আসলাম			২			২	১
	মুযায়নাহ					১	১	১
	গিফার					২	২	২
	খুযাআহ					২	২	২
দক্ষিণ আরব	যাবীদ			২			২	১
অনারব মুসলমান	আবিসিনীয় বাসী	১		১			২	২
অজ্ঞাত পরিচয়	মহানবী (সাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম		১				১	১
মোট		৫	২	১২	৩	১০	৩২	২৮

উপরোক্ত ছক থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ নিয়োগই হয়েছে মধ্য আরব থেকে এবং খাযরাজ ও আওস গোত্রের নিয়োগ প্রাপ্তদের সংখ্যা সর্বোচ্চ। অন্যদিকে কুরায়শদের সংখ্যা একেবারেই কম। এর পরে রয়েছে পবিত্র শহর দু'টির পশ্চিমে বসবাসকারী গোত্রগুলো। একত্রে তাদের সংখ্যা ৭ জন, যদিও ব্যক্তিগতভাবে কেউই তেমন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল না। যাহোক, এপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিশিষ্টরা ছিলেন আওস গোত্রের মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহ, খাযরাজের আবদুল্লাহ ইবন কাব ও যায়দ ইব্‌ন সাবিত, আসলাম গোত্রের বুরায়দাহ ইবনুল হুসায়ব ও মাসউদ ইবন হুনায়দাহ, যাবীদ গোত্রের মাহমিয়াহ ইব্‌ন মাযা এবং মহানবী (সাঃ) এর আজাদকৃত গোলাম আবিসিনিয়ার শুকরান। এ পর্যায়ের ২৮ জন অফিসারের জন্যে মাত্র ৫ জনকে আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন (প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী) নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে ৯ জন মক্কা পর্যায়ের মুসলমান,আর ১১ জন মদীনা পর্যায়ের প্রথম দিকে মুসলমান হন। অবশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ মদীনা পর্যায়ের পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

অস্ত্র-শস্ত্র ও অশ্বের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ

অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সামরিক বাহিনীর এ শাখায় বেশ কিছু পদাধিকারী[২৩৩] ব্যক্তি ছিলেন। এর কারণ মহানবী (সাঃ) অশ্বসহ যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, মুসলিম সেনাবাহিনীর গোড়ার দিকে সামরিক সরঞ্জাম এবং অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব ছিল। বদর, উহুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধে তা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পরামর্শ অনুসারে বেশী সংখ্যক অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহে বাধ্য করে।[২৩৪]

মদীনার উপর কুরায়শদের আশু হামলার বিপদ অনুধাবন করে পশ্চিমা পণ্ডিতরা যাকে উস্কানিমূলক ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন মহানবী (সাঃ) একেবারে প্রথম থেকেই বিশেষ করে অশ্বারোহী বাহিনীসহ একটি কার্যকর 'যুদ্ধ যন্ত্র' গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন প্রকার গাফিলতি করেন নি। এ ব্যাপারে

উসদ গ্রন্থে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্যানুযায়ী বদর যুদ্ধের কিছু আগে মহানবী (সাঃ) মাত্র ৩টি অশ্ব সংগ্রহ করেন এবং তা সা'দ ইব্‌ন আসাদ বিন যুরারাহ খাযরাজীর তত্ত্বাবধানে রাখেন।[২৩৫] তখন থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও অশ্বসহ ইসলামী রাষ্ট্রের যে সমর-সরঞ্জাম ছিল, তা ছিল মূলত মুসলিম যোদ্ধাদের ব্যক্তিগত সম্পদ, রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন সমর সরঞ্জাম ছিল না। এ থেকে মনে হয়, প্রথম থেকেই মহানবী (সাঃ) অস্ত্র ও অশ্বসহ সমর-সরঞ্জাম সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করেন, বিশেষ করে বদর যুদ্ধের পর থেকে। এ ঘটনা তাঁকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেষ্ট করে তোলে।

ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অস্ত্র ভান্ডার

মুসলিম বাহিনীতে অশ্ব ও অশ্বারোহী বাহিনীর দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন অস্ত্র সংগ্রহের উপর একটি পরিসংখ্যানগত পর্যালোচনা হতে পারে। প্রথম যুদ্ধ বিজয় থেকে মুসলমানগণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গনিমতের মাল সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ছিল ৪টি চামড়া, কাজের জন্যে চামড়ার পোশাক (আনতা), পোশাক, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য সামগ্রী ও সামান্য কিছু অস্ত্র-শস্ত্র (সিলাহ্)[২৩৬] এসব অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে ছিল তলোয়ার (সাইফ, বহুবচন সুযূফ)[২৩৭] লৌহবর্ম (এক বচন দিরা বহুবচন দুরূ) লৌহ শিরস্ত্রাণ[২৩৮] (বায়যাহ, বহুবচন বীয) বল্লম (রূম, বহুবচন রিমাহ্), নিক্ষেপ উপযোগী ছোট বর্শা (একবচন আনজাহ, বহুবচন আনায)[২৩৯] প্রভৃতি। মুসলিম বাহিনী কুরায়শদের ১০টি অশ্বও অধিকার করে।[২৪০] তবে এ অশ্ব মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করা এবং খুমুস (রাষ্ট্রের অংশ) রাখা হয়েছিল কিনা কিংবা সবই খুমুস হিসাবে রাখা হয়েছিল, সে ব্যাপারে তথ্য সূত্রে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে যাই করা হোক না কেন, এসব যুদ্ধ লব্ধ মালামাল মুসলমানদের যুদ্ধ ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। পরবর্তীকালের অভিযান সমূহে এর সত্যতা পরিদৃষ্ট হয়।

পরবর্তীতে উহুদের প্রান্তরে মক্কার কাফির বাহিনীর সাথে যুদ্ধে মুসলমানরা সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রে (সিলাহ্) সজ্জিত ছিল এবং তাদের মধ্যে ১০০ জন ছিল বর্ম পরিহিত (দারি),[২৪১] ৫০ জন ছিল অশ্বারোহী। তাদের সামরিক সাফল্য অর্জিত হলেও তারা কিছু যুদ্ধলব্ধ(গানিমাহ্)[২৪২] সামগ্রী লাভ করেছিল। পরে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের দীর্ঘ সময়কালে তারা সেগুলো হারিয়ে ফেলে বা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যা হোক, মদীনার ৩টি ইহুদী গোত্র এবং খায়বারের শক্তিশালী ইহুদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অভিযানের ফল হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্র সমর সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়। বনূ কায়নুকার প্রথম মোকাবেলায় শত্রু পক্ষ ৭০০ নামকরা যোদ্ধার সমাবেশ ঘটায়। এর মধ্যে ৪০০ জন সম্পূর্ণ বর্মাবৃত (দারি) ছিল। অন্যদিকে ৩০০ জন ছিল হাসির (শিরস্ত্রাণ বিহীন)।[২৪৩] দীর্ঘ ১৫ দিনের অবরোধ শেষে তারা যখন আত্মসমর্পণ করে তখন যুদ্ধলব্ধ মালামালের মধ্যে প্রায় ৪০০ দুরূ অর্থাৎ লৌহবর্ম পাওয়া যায়। কারণ আত্মসমর্পণের চুক্তি তদনুরূপই ছিল।[২৪৪] এসব ছাড়াও মুসলমানগণ দূর্গ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং স্বর্ণকারের কাজে ব্যবহৃত সাজ সরঞ্জাম লাভ করে। উল্লেখ্য, ইহুদীরা এ শিল্পে ছিল অত্যন্ত দক্ষ।[২৪৫] শক্তিশালী গোত্র আন-নাযীরের সাথে লড়াইয়ে মুসলমানরা স্বল্প পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ৫০টি দুরু (বর্ম), সমসংখ্যক লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং ৩৪টি তলোয়ার। সূত্র সমূহে উল্লেখ করা হয়, পরাজিত শত্রুরা

www.pathagar.com

বিজয়ীদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে। তারা এগুলো তাদের মালপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।[২৪৬] তবে মদীনার তৃতীয় ইহুদী গোত্র বনূ কুরায়যাহ'র সাথে লড়াইয়ে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছিল ১,৫০০ তলোয়ার, ৩০০ দুরূ (বর্ম), ২,০০০ বর্শা ও ১,৫০০ তুরমা ওয়া হাজাফা (লৌহ ও চামড়ার তৈরি ঢাল)।[২৪৭] এছাড়া বনূ কুরায়যাহ'র, তথাকথিত গণহত্যার দাবি যদি সত্যও হয়, তাহলে কুরায়যাহ্র নারী ও শিশু মিলিয়ে ১ হাজার গোলাম কে বাজারে বিক্রয় করা হয় এবং এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ অস্ত্র ও অশ্ব (আল সিলাহ্ ওয়া আর-খুয়ুল)[২৪৮] ক্রয়ে ব্যয় করা হয়।

খায়বারের ইহুদীদের বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর জীবনের শেষ অভিযানে সবচেয়ে বেশি অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ সামগ্রী, ভূমি ও অন্যান্য ধরনের সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল। ওয়াকিদী বলেন, আন-নাতাত দূর্গের (হিসন) পতনের ফলে মুসলমানগণ একটি অসংবদ্ধ মিনজিনীক সহ বিপুল পরিমান যুদ্ধ সামগ্রী অধিকার করে।[২৪৯] মিনজিনীক এর অংশগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও তা তৎক্ষণাৎ মেরামত করা হয়। এছাড়া ছিল দু'টি দাব্বাবাহ[২৫০] (যুদ্ধের কল) এবং বিপুল পরিমাণ দুরূ (বর্ম), লৌহ শিরস্ত্রাণ, তলোয়ার প্রভৃতি।অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে বিশেষ করে মিনজিনীক এবং দাব্বাবাহ্ দু'টি খায়বারের অন্যান্য দুর্গ যেমন আশ শিক, আন-নিযার, আল-কামূস[২৫১] ও আস সা'দ ইব্‌ন মু'আযের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২৫২] শুধুমাত্র আল-কামূস দুর্গ থেকেই মুসলমানগণ ১০০ দুরূ (বর্ম), ৪০০ তলোয়ার, ১০০০ বর্শা ও তূণীর সহ ৫০০ আরবী ধনুক লাভ করে।[২৫৩] চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এ কথা বলা যায় যে ওয়াকিদীর বক্তব্য অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ অন্যান্য সামগ্রী যেমন বিভিন্ন জিনিসপত্র, ভেড়া, গরু-বাছুর, উট, চামড়া, পোশাক ছাড়াও প্রচুর অস্ত্রও সংগৃহীত হয়েছিল।[২৫৪] তবুও এ কথা সত্য যে ইহুদীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র মদীনা ও খায়বারের ইহুদীদের সাথে লড়াইকারী বাহিনীর চাহিদা মেটানোর মত পর্যাপ্ত ছিল না। তবে তা মুসলিম বাহিনীর জন্যে পূর্ণ শক্তি এনে দেয়। ইহুদীদের বিরুদ্ধে ৪টি অভিযানে মোট ৮৫০টি দুরূ (বর্ম), ৫০টি লৌহ শিরস্ত্রাণ, ২,২৪০টি তলোয়ার, ৩,০০০ বর্শা, ১৫০০ ঢাল ও ৫০০ তূণীর সহ ধনুক পাওয়া যায়। এর সাথে ছিল মিনজিনীক ও দাব্বাবাহ্। এ গুলোকে মদীনা ও খায়বারের ইহুদী দূর্গগুলো থেকে পাওয়া অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্রের সাথে যোগ করা যেতে পারে। তবে তখনো তা মুসলিম বাহিনীর প্রয়োজনীয় অথবা দখলাধীন অস্ত্রশস্ত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল। যা হোক, বলা প্রয়োজন যে এ সকল অস্ত্রশস্ত্র মুসলিম সেনাবাহিনীকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করে এবং শত্রুদের সাথে কার্যকর মোকাবেলার জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী করে।

বড়ই বিদ্রূপাত্মক ব্যাপার এই যে বনূ কুরায়যার কাছ থেকে মুসলমানগণ গর্ত খোঁড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন লোহার কোদাল (মাসাহি), ব্যাগ (সম্ভবত চামড়ার তৈরি), এবং ১৫ সা' (মাকাতিল) পরিমাণ খেজুর রাখার ঝুড়ি সংগ্রহ করে।[২৫৫] শেষে উল্লেখিত সামগ্রী দু'টি, তাদের নাম থেকে মনে হয়, পরিখা থেকে মাটি অপসারণের কাজে এগুলি ব্যবহৃত হত। তারা সালা পর্বতের কাছে অপসারিত মাটি জমা করে এবং ফেরার পথে পর্বত থেকে ব্যাগ ও ঝুড়িতে পাথর ভরে নিয়ে আসে। এ সব পাথর মদীনা অবরোধকারীদের খন্দক অতিক্রমে প্রতিহত করতে তীরের পাশাপাশি ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য, মুসলমানগণ এসব পাথর সারির পর সারিতে এমন ভাবে বিন্যস্ত করে যে এগুলো দেখে দড়ি অথবা খেজুরের পাহাড়ের মত মনে হত। ওয়াকিদী বলেন, এ পাথর খন্দকের যুদ্ধের দুর্দশাময় অবরোধের দিন গুলোতে মুসলিম বাহিনীর প্রধান অস্ত্র সমূহের অন্যতম ছিল।[২৫৬]

www.pathagar.com

মহানবী (সাঃ)-এর অবশিষ্ট অভিযানগুলো থেকে মনে হয়, মুসলিম বাহিনী পর্যাপ্ত সমর সরঞ্জামেও পূর্ণাঙ্গভাবে সজ্জিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ৭ হিজরীতে (৬২৯ খৃষ্টাব্দে) উমরাতুল কাযা নামে আখ্যায়িত উমরাহ পালন কালে ২০০০ যোদ্ধার সকলেই বর্ম পরিহিত এবং তলোয়ার, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত ছিল।[২৫৭] হুদায়বিয়ায় স্বাক্ষরিত সন্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মহানবী (সাঃ) সকল অস্ত্রশস্ত্র পবিত্র শহরের বাইরে রাখেন এবং বশীর ইব্ন সাদকে তার তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত রাখেন।[২৫৮] পরে মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করলে সেগুলো পাহারা দেয়ার জন্যে ২০০ সৈন্য সহ আওস ইব্ন খাওলীকে দায়িত্ব দেয়া হয়।[২৫৯] প্রায় এক বছর পর মক্কা বিজয়াভিযানকালে মুসলিম বাহিনীর ১০,০০০ সৈন্যের সকলেই সম্পূর্ণ বর্ম সজ্জিত ছিল। ইসলামী বাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ না থাকলেও ওয়াকিদী সুনির্দিষ্টভাবে সুলায়ম গোত্রের ৯০০ সৈন্যের একটি সুসজ্জিত বাহিনী[২৬০] এবং তাদের দুরূ (বর্ম) 'কানার' (বর্শা) এর কথা উল্লেখ করেছেন।[২৬১] ওয়াকিদী সুলায়ম ও ফাযারাহ্ গোত্রের অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাদের সামরিক শৌর্যের কথাও বলেছেন।[২৬২] মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে গঠিত মহানবী (সাঃ)-এর সুবিখ্যাত বাহিনীর শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বর্ম সজ্জিত ছিল। তাদের কারোরই চোখের মণি ছাড়া আর কিছু দেখা যেত না।[২৬৩] একটি বিবরণ মতে শুধুমাত্র তাঁর সেনাদলে ১০০০ জন যোদ্ধা পূর্ণ বর্ম (দারি) সজ্জিত ছিল।[২৬৪] তৎকালীন মক্কা বাহিনীর প্রধান আবূ সুফিয়ান, তার স্ত্রীকে মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে বলেছিলেন- ''লৌহ বর্ম সজ্জিত ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে মুহাম্মদ আসছে।''[২৬৫]

হুনায়নের আসন্ন যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মহানবী (সাঃ) মক্কার পতনের পর ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমদের জন্যে মক্কার অন্যতম ধনী ব্যক্তি সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার কাছ থেকে একশত দুরূ (বর্ম) ক্রয় করেন।[২৬৬] উসদ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে মহানবী (সাঃ)-এর একজন বিখ্যাত সাহাবী আবদুর রহমান ইব্ন আওফ আয--যুহরীর ভ্রাতৃষ্পুত্র আবদুর রহমান ইব্ন আযহারকে এই অভিযানে যুদ্ধাস্ত্রের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[২৬৭] আত-তাইফ দূর্গ অবরোধকালে আযদ এর ৪০০ লোক মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেয়, ফলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। একটি দাব্বাবাহ্ ও একটি[২৬৮] মিনিজিনীকসহ আযদ-এর সৈনিকবৃন্দ মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্যে তাদের মাতৃভূমি থেকে এসেছিল। তাদেরকে কে এনেছিল, এ ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য না পাওয়ায় স্পষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ওয়াকিদীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, আযদীরা যে দাব্বাবাহ্ নিয়ে এসেছিল, তা ছিল গরুর চামড়ার তৈরি।[২৬৯] যা হোক, অবরোধ চাপ বৃদ্ধি এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে শিবির রক্ষার জন্যে মহানবী (সাঃ) তাদের দূর্গের চারপাশে আল-হাসক (কাঁটা ঝোপ) ছড়িয়ে দিয়েছিলেন[২৭০] এবং দাব্বাবাহ ও মিনজিনীক ব্যবহার করেন। তাবূক অভিযানকালে ইসলামী বাহিনীর কি ধরনের সামরিক সরঞ্জাম ছিল,তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে এ বাহিনী পর্যাপ্ত সংখ্যক বর্ম ও সমর সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত ছিল। কারণ তৎকালীন সময়ে সেটি ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরিত বৃহত্তম মুসলিম বাহিনী। এ সময় দূমাতু'ল জানদালের অধিপতি উকায়দির-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। অভিযানের ফলে অন্যান্য সামগ্রী ছাড়াও প্রায় ৮০০ দুরূ (বর্ম) ও বর্শা পাওয়া যায়।[২৭১]

উপরের সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ইসলামী রাষ্ট্র সর্বদাই তার সমরাস্ত্র মজুদ অথবা সমর সম্ভার বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে যুদ্ধে প্রাপ্ত গানিমাহ্ ও অন্যান্য

www.pathagar.com

সম্পদ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র তার সকল সামরিক সরঞ্জাম লাভ করেছিল। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু সর্বদাই একমাত্র উৎস নয়। বিভিন্ন যুদ্ধ থেকে অস্ত্র-শস্ত্রের আকারে প্রাপ্ত মালামালের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য, তাবূকের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর প্রয়োজনের মাত্র এক চতুর্থাংশ সমরাস্ত্র সমাবেশ করা সম্ভবপর হয়েছিল। যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যয় করে ১০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এটাই ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর প্রকৃত সংখ্যা। তাই কোন সন্দেহ নেই যে যুদ্ধলব্ধ গানিমাহ দিয়েই মুসলিম বাহিনীর অস্ত্র ও যুদ্ধাশ্বের একটি বড় অংশ ক্রয় করা হয়েছিল। কিন্তু এটাও উল্লেখ্য যে যুদ্ধ সামগ্রীর একটি বড় অংশই শান্তিপূর্ণভাবে- মুসলমানদের দান থেকে ও ক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। বিশিষ্ট মুসলমানবর্গ এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের দান করেন যেমন উসমান ইব্‌ন আফফান। তিনি তাবূক অভিযানে ইসলামী বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ সৈন্যকে সমরাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।[২৭২]

এভাবে ৭ থেকে ৮ বছরের মধ্যেই ইসলামী সেনাবাহিনী দুর্বল, বিচ্ছিন্ন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণহীন একটি ক্ষুদ্র গোত্রীয় সেনাবাহিনী থেকে আরব উপদ্বীপের সর্বকালের সুসংবদ্ধ, সুসজ্জিত ও সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়। তাদের পেশাগত শক্তি শত্রু সৈন্যদেরকে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, এর ফলে যে সামরিক বিভাগের প্রতিষ্ঠা ঘটে তা বিশৃঙ্খল আরবকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনয়ন এবং সু-সংগঠিত যুদ্ধ-যন্ত্রে পরিণত করে যা অচিরেই বিশ্ব জয়ে বহির্গত হয়।

দেহরক্ষীগণ

এ পর্যায়ে রয়েছে সে সব ব্যক্তিবর্গ যারা সামরিক অভিযান বা যুদ্ধ কালে মহানবী (সাঃ) এর দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। যেহেতু মহানবী (সাঃ) ছিলেন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু, সে কারণে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ সময় তাঁর নিরাপত্তা ভেঙ্গে পড়লে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যেত। উল্লেখ্য, সেকালে শত্রুপক্ষের নেতা ও প্রধানদের গুপ্তভাবে হত্যা করার রীতি আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এ ধরনের ঘটনা বিরোধী গোত্র বা শাখার মনোবলের ক্ষেত্রে কুঠারাঘাত করত। যুদ্ধের সময় তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি বৃদ্ধি পেত বলে মুসলমানগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মহানবী (সাঃ) এর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন এবং এ ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) এর সমর্থনও আদায় করেন।

আনসারের দু'টি গোত্র 'আকাবা'র শপথ কালে মহানবী (সাঃ) -এর নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গীকার করে। তারা নবী (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত থেকে বিশ্বস্তভাবে অঙ্গীকার পালন করে। মূলত আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত ছিল এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ২ জন ব্যক্তি ছিলেন আওস গোত্রের সাক ইব্‌ন মু'আয এবং খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ। বদর অভিযানে মহানবী (সাঃ) যে আরিশে (তাঁবু) অবস্থান করছিলেন, সাদ ইব্‌ন মু'আয তার সামনে প্রহরায় নিয়োজিত থাকতেন।[২৭৩] উহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শত্রু বাহিনী

বিজয়ীর বেশে হামরা উল আসাদ এর দিকে ফিরে গেলে আওস গোত্রের উসায়দ ইবনুল হুযায়র সহ আনসারদের ২ জন গোত্র প্রধান তাঁর উপর আশু হামলার আশংকায় মহানবী (সাঃ) এর বাস ভবনে প্রহরায় ছিলেন।[২৭৪] পরে হামরা উল-আসাদে শত্রুর মোকাবেলার উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রাকালে আওস ও খাযরাজ গোত্রের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ মহানবী (সাঃ) এর তাঁবু পাহারা দেন। এদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন আওস গোত্রের সা'দ ইব্ন মু'আয, আব্বাদ ইবন বিশর, উবায়দাহ ইব্ন আওস ও কাতাদাহ ইবনু'ল নূমান এবং ৩ জন ছিলেন খাযরাজ্ গোত্রের, তারা হলেন, সাদ ইবন উবাদাহ, হুবাব ইবনু'ল মুনযির এবং আওস ইবন খাওলী।[২৭৫] পরবর্তী বিভিন্ন অভিযান যেমন জাতু'র [illegible], আল-হুদায়বিয়া, ওয়াহদী উল-কুরা সহ প্রায় সকল অভিযানেই দেহরক্ষী নিয়োগের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেহরক্ষীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন আববাদ ইব্ন বিশর। তিনি সব সময়ই তার প্রিয় নেতা মহানবী (সাঃ) কে রক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নাম বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।[২৭৬] অন্যান্য বিশিষ্ট দেহরক্ষীদের নামও উল্লিখিত হয়েছে বলে বর্তমানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে আরো কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন উপলক্ষে দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালন করেন। তবে তাদের মধ্যে দু'জনের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা হলেন মাযহিজের আম্মার ইবন ইয়াসির, মক্কার বনূ মাখযূমের হালীফ এবং আবিসিনিয়াবাসী সুবিখ্যাত মুয়াজ্জিন বিলাল ইব্ন রিবাহ্।[২৭৭]

আগেই বলা হয়েছে, দেহরক্ষীদের বড় অংশই ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের। এর মধ্যে আওসের ৬ জন এবং খাযরাজের ৪ জন ১৫ বার যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করেন। দেহরক্ষীদের ইসলাম গ্রহণের সময়কালের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা সকলেই মক্কা বা মদীনা পর্যায়ের প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান ছিলেন। এ আলোচনার শেষ পর্যায়ে দেহরক্ষীদের গোত্রীয় ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব নিম্নের ছকে প্রদর্শন করা হল ঃ

অঞ্চল	গোত্র	নিয়োগ	ব্যক্তি
মধ্য আরব	আওস	১০	৬
	খাযরাজ	৫	৪
দক্ষিণ আরব	মাযহিজ	১	১
অনারব	আবিসিনীয়	১	১
মোট	৪টি গ্রুপ	১৭	১২

টীকা

১. দ্রষ্টব্য, অধ্যায়, ১, ৭-১৫।

২. ইব্ন ইসহাক, ২৩২।

৩. মহানবী (সাঃ) এর অভিযানসমূহের আলোচনার জন্যে দেখুন অধ্যায়-১।

৪. দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট ক-১।

www.pathagar.com

৫. পূর্বোক্ত। ইব্‌ন সাদ ৩য়, ৪৫, কর্তৃকও এটি সমর্থিত হয়েছে এবং দেখুন আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ৪৭২-৩। এতে বলা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) যায়দ বিন হারিসাহকে ৯টি অভিযানে আমির (ইউ আম্মিরহু) নিযুক্ত করেন। তবে অন্যান্য সূত্রে বলা হয়েছে যে তিনি ১৩টি অভিযানের আমির ছিলেন। দ্রষ্টব্য উসদ, ২৩৪-৭। মনে হয় যে অন্য কোন কারণের চেয়ে রাজনৈতিক কারণেই যায়দকে বহুসংখ্যক সামরিক অভিযানে অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল। একমাত্র মূতাহ অভিযান ছাড়া অন্যান্য অভিযানগুলো থেকে তার সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে অবমূল্যায়ন করার কোন সুযোগ নেই। কারণ এর সবগুলোই মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। মনে হয় মহানবী (সাঃ) বিশেষভাবে সকল আরবকে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ইসলামী রাষ্ট্রে পদাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা ভাল ঘর বা উচ্চ বংশের উপর নয়, প্রতিভা ও ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে। মহানবী (সাঃ) এর শেষ দিনগুলোতে তাঁর পালিত পুত্র উসামাহ'র অভিযান থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলামী রাষ্ট্রের অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুপারিশে উসামাহকে অধিনায়ক করা হয়। এ সময় তার নিয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে গুঞ্জন ওঠে। মহানবী (সাঃ) তা জানার সাথে সাথে সবাইকে ডাকেন এবং সমালোচকদের সমালোচনার জবাবে বলেন,- "আমি উসামার নিয়োগ নিয়ে সমালোচনার কথা শুনতে পেলাম। এর আগে তার পিতার ব্যাপারেও সমালোচনা হয়েছে। তাদের দু'জনকে আমির হিসাবে নিয়োগ... আল্লাহর কসম তারা উভয়েই আমির হওয়ার যোগ্য...।" আবূ বকরের খিলাফতের প্রথম দিকে উসামাহকে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক করে অভিযানে পাঠানো হত। দেখুন, ওয়াকিদী, ১১৮-৯, আনসাব আল-আশরাফ, ১, ৪৭৪।

৬, দ্রষ্টব্য, উসদ, ২য়, ২৩৪-৭, তাবাকাত, ৩য়, ৪৫-৪৬।

৭. দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট ক-১।

৮. পূর্বোক্ত।

৯. উমাইয়াহদের সাথে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এ বিষয়ে বিশদ জানার জন্যে দেখুন হাশিম ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং তাদের তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা -বুরদান (উর্দু), দিল্লী, জানুয়ারী ১৯৮০ ও মে-আগস্ট, ১৯৮০।

১০. আজরাকি, কিতাব আখবার মক্কা, সম্পাদনা ফার্ডিনান্দ উস্টেনফেল্ড বৈরুত, ১৯৬৪, ৬৪-৬৬। দ্রষ্টব্য ১৯৭৮ সালের ৬-৮ অক্টোবর লক্ষ্ণৌ এর দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ইসলামিক স্টাডিজ কনফারেন্সের ৮ম অধিবেশনে পেশকৃত আমার "বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়াহর মধ্যে দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক পটভূমি" শীর্ষক নিবন্ধ। বুরদান (উর্দু), দিল্লী, জানুয়ারী, ১৯৮০ তে প্রকাশিত।

১১. মক্কার গোষ্ঠীতন্ত্র সম্পর্কে দেখুন ইব্‌ন আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল ফারিদ, কায়রো, সম্পা, ৩য়, খণ্ড ৩১৫; আল-ফাকীহ, কিতাব আল-মুনাতানাকা ফি আখবার উম্ম আল-কুরা, সম্পাদনা এফ, উস্টেনফেল্ড, বৈরুত, ১৯৬৪, ২য়, ১৪৩। দ্রষ্টব্য গ্রুনেবাউম, ক্ল্যাসিক্যাল ইসলাম, ইংল্যান্ড, অনুবাদ ক্যাথারিন ওয়াটসন, লন্ডন, ১৯৭০, ২০, এবং আমার পূর্বে উল্লেখিত নিবন্ধ।

১২. বনূ মাখযূম কুব্বাহর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল (অশ্বারোহী সৈন্যদের নেতৃত্ব ও মক্কী বাহিনীর শিবির সন্নিবেশের ব্যবস্থা)। দেখুন আল-ইকদ আল-ফারিদ, ৩য়, ৩১৫।

www.pathagar.com

১৩. ইসলামের এ সকল বিখ্যাত সেনানায়কদের উপর সম্প্রতি কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে।

১৪. তার জন্যে দেখুন ইব্‌ন সাদ, ৩য়, ১৬৯-২১৩; উসদ, ৩য়, ২০২-২৩; বুখারী ও মুসলিম, ফাযাইল আসহাব আল-নাবি।

১৫. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ২৬৫-৩৭৫; উস্‌দ, ৪র্থ, ৫২-৭২; বুখারী ও মুসলিম, পূর্বোক্ত।

১৬. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৪০৯-১৫; উস্‌দ, ৫ম, ২৪৯; বুখারী ও মুসলিম, পূর্বোক্ত।

১৭. দ্রষ্টব্য জামহারাহ, আনসাব আল-আশরাফ, ৩১২-২৬ ও ৩২৬-৪৭, যথাক্রমে আওস ও খাযরাজের জন্যে।

১৮. পরিশিষ্ট- ক-১।

১৯. পূর্বোক্ত

২০. ঐ

২১. ঐ

২২. ঐ

২৩. ঐ

২৪. সুবিদিত যে এরা ৩ জন মহানবী (সাঃ) এর শ্বশুর ছিলেন। দেখুন আনসাব আল-আশরাফ, ৪০৯, ৪২২, ৪৩৮; তাবারী ৩য়, ১৬১-৬৫।

২৫. তিনি মহানবী (সাঃ) এর অন্যতমা পত্নী হাফসা বিনতে উমর এর সাবেক স্বামী উনায়স বিন হুযাফাহর ভাই ছিলেন। এ জন্যে দেখুন ইব্‌ন সাদ, ৩য়, ৩৯২-৯৩; উস্‌দ ৩য়, ১৪২-৪।

২৬. দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট-ক-১।

২৭. পূর্বোক্ত।

২৮. ঐ

২৯. ঐ

৩০. ঐ

৩১. ঐ

৩২. ঐ

৩৩. ঐ

৩৪. ঐ

৩৫. ঐ

৩৬. তাদের সাময়িক শৌর্যের জন্যে দেখুন মাহমুদ শিত খাত্তাব, খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ আল-মাখযূমী, বৈরুত, ১৯৭৩, কাদাহ্ ফাস আল-ইরাক ওয়া আল-শাম, বৈরুত, ১৯৭৩।

৩৭. দেখুন, পরিশিষ্ট ক-১।

৩৮. পূর্বোক্ত

৩৯. ঐ

www.pathagar.com

৪০. দেখুন পরিশিষ্ট ক-১।

৪১. ঐ

৪২. ঐ

৪৩. ঐ

৪৪. ঐ

৪৫. ঐ

৪৬. ঐ

৪৭. ঐ

৪৮. ঐ

৪৯. ইব্‌ন ইসহাক, ৫০৭

৫০. ইব্‌ন সাদ, ৪র্থ, ২৫২, ২৫৪-৬১।

৫১. খালিদ বিন ওয়ালীদ সহ ৩ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। অবশিষ্ট ২ জন ছিলেন আমর বিন আল-আস ও আবূ সুফিয়ান বিন আল-হারব।

৫২. সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদী, খিলাফত ওয়া মুলুকিয়াত, দিল্লী, ১৯৬৯, ১০৯।

৫৩. আনসাব আল আশরাফ, ১ম, ৫৩০-৩১।

৫৪. আরবে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ইসলামের বিস্তারের জন্যে ২য় অধ্যায় দেখুন।

৫৫. দেখুন পরিশিষ্ট ক-১।

৫৬. কাতান এর নাখলাহ্‌র বিরুদ্ধে, সুফিয়ান আল-হুজালির বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ্‌ বিন উনায়সের, দূমাত আল-জানদালের বিরুদ্ধে আবদ আল রাহমানের, মূতাহর তুরবাহ্‌র বিরুদ্ধে উমরের, আবূ কাতাদাহ্‌র, খাসামের বিরুদ্ধে কুতবাহর, উকায়দিরের বিরুদ্ধে খালিদের, ইয়ামানে আলী এবং উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে উসামাহর অভিযানে মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশাবলীর জন্যে দেখুন ওয়াকিদী, ১৩, ৩৪১, ৩৩১-৩২, ৫৬১, ৭২২, ৭৫৭-৮, ৭৮৭, ৯৮১, ১০২৬, ১০৭৯ ও ১১১৭-১৮। তিনি অধিনায়কদের সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় ও সকল কাজে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার, সহযোগী সৈনিকদের সাথে সৌজন্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার, যুদ্ধের আগে ইসলাম গ্রহণের জন্যে শত্রুদের প্রতি দাওয়াত প্রদানের, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে যুদ্ধ বন্ধ করার এবং তাদের মদীনায় হিজরতের অনুরোধ জানানোর, যদি তারা সে প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে তাদের মুহাজিরের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করার, যদি তারা হিজরত না করে জন্মভূমিতে থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে মুসলিম সম্প্রদায়ের আরব (বেদুইন) এর মর্যাদা প্রদানের কথা জানিয়ে দেয়া এবং আরো জানিয়ে দেয়া যে তারা যুদ্ধ লব্ধ কোন মালামালের অংশ পাবে না যদি তারা অভিযানে অংশ না নেয়। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের জিযয়া দিতে বলা এবং যদি তারা তাতেও অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রভৃতি নির্দেশাবলী প্রদান করেন। অধিনায়কদের আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে অবরোধের সময় শত্রুকে যেন আল্লাহ্‌র নামে আত্মসমর্পণ না করান হয়। বরং তাদের নিজেদের রীতি অনুযায়ী

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণ করানো উচিত। অনুরূপভাবে কোন দূর্গ বা শহরের লোক যদি নিরাপত্তা চায় তবে তাদেরকে আল্লাহ্ বা রাসূলের (সাঃ) নামে নয়, অধিনায়কদের নিজেদের তরফ থেকে নিরাপত্তা দিতে হবে। তিনি শত্রুর সাথে আলোচনা, তাদের বোঝানো এবং আবেদন জানানোর চেষ্টা পরিহার করে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলে নির্দেশ দেন। এছাড়া ছিল মানবিক কিছু সাধারণ নির্দেশ-যেমন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের হত্যা, কোন লাশের বিকৃতি বা ক্ষতি সাধন, কোন খেজুর গাছ নির্মূল, বৃক্ষ কর্তন, বাড়িঘর ধ্বংস, এবং শত্রুদের আগুনে নিক্ষেপ অথবা তাদের ভূখন্ডে আগুন ধরানো প্রভৃতি কাজ না করার নির্দেশ দেন। সেনানায়ক ও তাদের সৈন্যদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা না করারও নির্দেশ দেয়া হয়। যুদ্ধের কৌশলগত ব্যাপারে তাদেরকে বিশেষ কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছিলঃ যেমন রাতের বেলায় অগ্রসর হওয়া এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকা, পথ প্রদর্শকদের সাহায্য নেয়া, বাধ্যতামূলক অগ্রযাত্রা, শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করা, গুপ্তচর ও পর্যবেক্ষণকারীর সাহায্য গ্রহণ, শত্রুদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ, এলাকা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ, শত্রুদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে শিবির স্থাপন, সকল দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করা, ভোরের প্রথম দিকে তাদের উপর আক্রমণ চালানো এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র বা শত্রু এলাকায় সফল অভিযানের পর যথা সম্ভব শীঘ্র স্থান ত্যাগ করা। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন ইসহাক, ৩৮৬-৭, ৬৭২; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১০, ৩২, ৫১, ৮৯, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৬৯ ও ১৯০ এবং তাবারী ২য়, ৪১০, ৬৪২; ৩য়, ২২, ৩৬-৩৭, ১৩১-২ এবং ১৮৪-৫।

৫৭. দ্রষ্টব্য, অধ্যায় ১, ১৮-২০।

৫৮. ওয়াকিদী, ৭৬৪, বলেন, খালিদ মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির পদ গ্রহণ করার পরপরই যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর বিন্যাসের পরিবর্তন করেন। সম্মুখ বাহিনীকে পশ্চাতে এবং ডান বাহুকে বাম বাহুতে স্থাপন করা হয়। মুসলিম সেনাপতির জন্য এটি ছিল এক বিরল সাফল্য, কারণ শত্রু পক্ষ মনে করেছিল যে মুসলিম বাহিনীতে নতুন করে সেনা সমাবেশ ঘটেছে। এর ফল হিসাবে তারা পশ্চাদপসরণ করে এবং মুসলিম বাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন ইসহাক , ৫৩৫; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১২৯; তাবারী ৩য়, ৪০।

৫৯. ওয়াকিদী, ৮৮০-১; ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৪৮-৯; তাবারী, ৩য়, ৬৭।

৬০. ইব্‌ন খালদূন, মুকাদ্দামাহ্, মাতাবাহ্ মুসতাফা মুহাম্মদ, কায়রো, এন, ডি, শাখা ৩৭, ২৭২-৩। দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ৮৮,২৩০, তাবিয়াহর জন্যে দেখুন; মাহমুদ শিত খাত্তাব, উদ্ধৃত, ৭৮-৭৯, যুদ্ধের ২টি পদ্ধতির আলোচনার জন্য দেখুন, আল-কার ওয়া আল-ফার ও তাবিয়াহ্।

৬১. দ্রষ্টব্য রিউবেন লেভি, ইসলামের সামাজিক কাঠামো, কেমব্রিজ, ১৯৬২, ৪২৮, তিনি বলেন যে, "মহানবী (সাঃ) এর সময় পঞ্চ বিন্যাস পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। বদর, ও মূতার যুদ্ধ এই পদ্ধতিতেই হয়। এই পদ্ধতির উদ্ভব ও প্রচলিত আক্রমণের অনিয়মিত পদ্ধতি ব্যবহারকারী শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাফল্য অনেক খানি নিশ্চিত করে। প্রাপ্ত প্রমাণে মনে হয়, ইসলামের আবির্ভাব পরবর্তী যুগের ন্যায় পৌত্তলিক আরবের খামিস (পঞ্চ বিন্যাস) পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাবারী জি-কার এ পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে আরবের পৌত্তলিক বাহিনীর যুদ্ধে পঞ্চ বিন্যাস পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, তারিখ, ২য়, ২০৯-১০।

www.pathagar.com

৬২. ইব্‌ন খালদূন, ২৭২, দ্রষ্টব্য, লেভি, উদ্ধৃত, ৪২৭। লেভি ইব্‌ন খালদূনের বর্ণনার অনুবাদ করেছেন এভাবে–"আমীর এবং তার অবস্থান স্থল ছিল মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রে, অধীনস্থ সেনানায়করা দু'দিকের বাহুর নেতৃত্ব দিতেন। তাদের চেয়ে পৃথক এবং কেন্দ্রের সামনে থাকত নিজস্ব অধিনায়কের অধীনে সম্মুখ বাহিনী ও পতাকা। সাকাহ্ পশ্চাদরক্ষী হিসাবে ও মালামাল সরবরাহ, অস্ত্র-শস্ত্র ও ভারি ধরণের সরঞ্জামের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকত।" তিনি আরো বলেন যে-"কুচকাওয়াজ, মার্চ অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে তাবিয়াহ্‌ই ছিল সৈন্যবাহিনীর স্বীকৃত বিন্যাস পদ্ধতি।"

৬৩. ইব্‌ন খালদূন, ২৭১ দ্রষ্টব্য কুরআন, সূরা আল আনফাল, ১৫। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে-"হে মুমিনগণ! তোমরা কাফেরদের সাথে মোকাবেলার সময় পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর না।"

৬৪. কুরআন, সূরা আত-তওবা, ১১১-১২।

৬৫. দ্রষ্টব্য, হামিদুল্লাহ্, দি ব্যাটলফিল্ডস, ৫৮।

৬৬. ওয়াকিদী, ৫৮,৭০-৭১।

৬৭. তিনি কেন্দ্রে একটি 'আরিস' (তাঁবু) এর মধ্যে অবস্থান করেন। দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ২৯৯-৩০০; ওয়াকিদী, ৫৫, ৫৬, ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১৫; তাবারী, ২য়, ৪৪১, ৪৪৬-৯।

৬৮. ওয়াকিদী, ৫৮। সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দলের উপস্থিতি থেকে তাদের অধিনায়ক নিয়োগের বিষয়টিও প্রমাণিত হয়।

৬৯. পূর্বোক্ত। বলা হয়েছে যে মক্কার অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিল আল হারিস বিন হিশাম, অন্যদিকে ডান ও বাম বাহুর অধিনায়ক ছিল যথাক্রমেই আক্রাম হুবায়রা বিন ওয়াহাব ও জামাহ্ বিন আল-আসওয়াদ। আল মুগিরাহ বিন আবদ আল-রাহমান আল-মাখযূমীর বক্তব্য থেকে এ ঘটনা সমর্থিত হয়। তার দাদা, কুখ্যাত আবূ জাহল এর ভাই ছিলেন। তিনি হলেন পূর্বোক্ত আল-হারিস বিন হিশাম। তিনি বদর যুদ্ধে মক্কী বাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি একজন উত্তম মুসলমান হন। অন্য দু'জন অধিনায়ক জামাহ্ বিন আসাদ/কুরায়শ ও বনূ মাখযূমের হুবায়রা মক্কার দু'টি শীর্ষ স্থানীয় পরিবারের সদস্য ছিলেন। তারা ছিলেন নেতাদের মধ্যে অন্যতম ও দেশের কৃতী সন্তান (আফলাজ কাবিসাহ)। তাদের জন্যে দেখুন ওয়াকিদী, ৩২, ৩৪, ৪২, ৪৬, ৫৮-৯, ১৪৪ ও ৯৪, ২০১, ৩০২; তাবারী, ২য়, ৪৩৭। তৃতীয় একটি বিবরণে বলা হয়েছে মক্কী বাহিনীর দু'টি বাহুর অধিনায়ক ছিলেন আল-হারিস বিন আমির ও আমর বিন আবদ। তারাও কৃতী সন্তান ও নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। মক্কার অধিনায়কদের নাম নিয়ে পার্থক্য থাকলেও এটা নিশ্চিত যে তাদের সেনাবাহিনীতে কমপক্ষে দু'টি বাহু ছিল।

৭০. ওয়াকিদী, ৭১।

৭১. পূর্বোক্ত, ২২০ ও ২২৫, ২২৯-৩০। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৩৯-৪০।

৭১. পূর্বোক্ত, ৪র্থ, ৪১৯।

৭২. তাবারী, ২য়, ৫০৮।

৭৩. দ্রষ্টব্য উসদ, ২য়, ৪৬-৫০।

৭৪. দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ৯৯৬। তিনি ইসলামী সেনাবাহিনীর গতিধারার একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। তাবূক অভিযান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে ৩০,০০০ সৈন্যের ইসলামী বাহিনী প্রতিদিন সূর্যাস্তের

www.pathagar.com

পূর্ব মুহূর্তে মার্চ শুরু করত এবং সারারাত তা অব্যাহত থাকত। সেনাবাহিনীর সর্বশেষ সৈন্যটি শিবির ত্যাগ করার পরে সাকাহ্ এর যাত্রা শুরু হত। আরো দেখুন ওয়াকিদী, ২১, ২১৬ ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৩৮-৩৯; তাবারী ২য়, ৫৭০।

৭৫. ওয়াকিদী, ৪৯৯; তাবারী, ২য়, ৫৮২।

৭৬. পূর্বোক্ত। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১০৬

৭৭. পূর্বোক্ত, ৭৩৩। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১২১।

৭৮. উসদ, ৪র্থ, ৩০৬।

৭৯. ওয়াকিদী, ৭৬৪।

৮০. পূর্বোক্ত, ৮০১, ৮১৫, ৮১৯-২৫।

৮১. পূর্বোক্ত, ৮৯৭-৮, ৯১২, ৯২৩।

৮২. দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট ক-২।

৮৩. পূর্বোক্ত।

৮৪. পূর্বোক্ত।

৮৫. পূর্বোক্ত।

৮৬. পূর্বোক্ত।

৮৭. পূর্বোক্ত।

৮৮. পূর্বোক্ত।

৮৯. পূর্বোক্ত।

৯০. পূর্বোক্ত।

৯১. পূর্বোক্ত।

৯২. ৫ হিজরী (৬২৭ খৃষ্টাব্দে) বনূ কুরায়যাহকে উৎখাত না করা পর্যন্ত ইহুদীদের তরফ থেকে ইসলামী উম্মাহ্র প্রতি একটি বিপদ বিরাজমান ছিল। আরব জোট কর্তৃক মদীনা অবরোধকালে এটি বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ তারা মদীনায় সদ্য সৃষ্ট ইসলামী রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে চাইছিল। উহুদ অভিযানকারী বাহিনীর জন্য দেখুন উসদ, ২য়, ২৯৬-৭; খন্দক অভিযানকারী বাহিনীর জন্যে দেখুন ওয়াকিদী, ৪৬০, ৫৪৭ ও ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৬৭,৮০। ৬ হিজরীতে (৬২৭ খৃষ্টাব্দে) গাতফানের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল।

৯৩. দেখুন পরিশিষ্ট ক-২।

৯৪. পূর্বোক্ত।

৯৫. পূর্বোক্ত।

৯৬. দ্রষ্টব্য লেভি, উদ্ধৃত, ৪৩৬। ট্যাকটিকা-তে লিও (সম্রাট) ষষ্ঠ এর অভিমতের ভিত্তিতে ইন মিগনে,প্যাট্রোলজিয়া গ্রেকা-ল্যাটিনা, খ. ১০৭ বলেন যে "তারা (আরবরা) সর্বদাই নৈশ আক্রমণের ভয়ে ভীত থাকত। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে এবং এ জন্য তারা ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করত। সারারাত ধরে প্রহরীরা প্রহরা দিত। অথবা শিবিরের সর্বত্র সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত যাতে শত্রুরা আকস্মিক হামলা চালিয়ে পর্যুদস্ত করতে না পারে।"

www.pathagar.com

৯৭. পূর্বোক্ত। পরিশিষ্ট-২।

৯৮. পূর্বোক্ত।

৯৯. পূর্বোক্ত।

১০০. পূর্বোক্ত।

১০১. পূর্বোক্ত।

১০২. পূর্বোক্ত।

১০৩. পূর্বোক্ত। দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ৪৬৩-৬৪।

১০৪. ওয়াকিদী, ৩৭১, বলেন যে, মহানবী (সাঃ) আল-নাযির এর ইহুদীদের দুর্গগুলো অবরোধ করেন এবং অবরোধের প্রথম রাতে আলীকে তাঁর ডেপুটি নিযুক্ত করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। অন্য সূত্রে আলীর স্থানে আবূ বকরের কথা বলা হয়েছে।

১০৫. পূর্বোক্ত। ৬৪৫।

১০৬. ওয়াকিদী, ২১। বলেন যে ২ হিজরীর ১২ই রমযান (৬২৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ) মদীনার সন্নিকটে আল-বুকাহ্ নামক স্থানে মহানবী (সাঃ) প্রথম সৈন্য গণনা করেন। 'আরজ' এর পর তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর, রাফি বিন খাদীজ, উসামাহ বিন যায়দ, আল-বারা বিন আজিব, উসায়দ বিন যুহায়র, যায়দ বিন আকরাম ও যায়দ বিন সাবিতের ন্যায় যুদ্ধের অনুপযুক্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের সৈন্যদল থেকে বাদ দেন। তবে ১৫ বছর বয়স হওয়ার কারণে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের ছোট ভাই উমায়র কে তিনি সৈন্যদলে যোগ দেয়ার অনুমতি দেন।

১০৭. ওয়াকিদী, ২৬।

১০৮. তাবাকাত, ২য়, ১২। দ্রষ্টব্য তাবারী, ২য়, ৫০৫।

১০৯. পূর্বোক্ত।

১১০. ওয়াকিদী, ২১৬। যারা প্রত্যাখ্যাত হলেন তারা আবদুল্লাহ্ বিন উমর, যায়দ বিন সাবিত, উসামাহ বিন যায়দ, আল-নুমান বিন বশির, যায়দ বিন আকরাম, আল-বারা বিন আজিব, উসায়দ বিন যুহায়র, আরাবাহ্ বিন আওস, ও আবূ সাইদ আল খুদরি। এরা সকলেই ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর বিখ্যাত সাহাবী এবং পরবর্তীকালে তারা অসাধারণ শৌর্য-বীর্য ও যোগ্যতার পারিচয় দেন। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ৩৯; তাবারী, ২য়, ৫০৫-৬।

১১১. ওয়াকিদী, ৪৫৩।

১১২. ওয়াকিদী, ৬৯৮; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১০৭।

১১৩. দ্রষ্টব্য, উসদ, ২য়, ২২১-২৩ বলেছেন যে, তিনি ফারায়েজ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মূলত মনে হয় যে তিনি গণনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

১১৪. পূর্বোক্ত, ২৬।

১১৫. পূর্বোক্ত, ৩য়, ৫১৭।

১১৬. পূর্বোক্ত, ২৯৩।

১১৭. পূর্বোক্ত, ২য়, ৪৩৩।

www.pathagar.com

১১৮. তাবারী, ২য়, ৫০৮।

১১৯. পূর্বোক্ত।

১২০. ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১২৩।

১২১. উসদ, ৩য়, ২০৩-৫।

১২২. ওয়াকিদী, ২৬৩, ৬২; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১২; তাবারী, ৪৩৪।

১২৩. পূর্বোক্ত।

১২৪. ওয়াকিদী, ১৯৪; ইব্‌ন সাদ, ২য় ৩৪।

১২৫. ওয়াকিদী, ২১৫; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৩৭।

১২৬. ওয়াকিদী, ২১৯; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৪০; তাবারী, ২য়, ৫০৭। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন খালদূন, তারীখ, ১ম, ৭৬২; উসদ, ৩য়, ১৩০-৩১; বুখারী, ফজল আল-জিহাদ।

১২৭. ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৬৩।

১২৮. ওয়াকিদী, ৪৫০; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৬৭।

১২৯. ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৭৯।

১৩০. পূর্বোক্ত, ৮১।

১৩১. ওয়াকিদী, ৫৭৪; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৯৫।

১৩২. ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১০৭, বলেন যে মুসলিম বাহিনীতে ২০০ অশ্ব ছিল।

১৩৩. পূর্বোক্ত, ২য়, ১৩০। মাত্র ১০০ অশ্ব ছিল।

১৩৪. ওয়াকিদী, ৮৮৯; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১৩৫।

১৩৫. ওয়াকিদী ১০০২, ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৬৬।

১৩৬. অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের অংশের ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল। কেউ কেউ বলেন, পদাতিক সৈন্যদের চেয়ে অশ্বরোহীদের অংশ দ্বিগুণ ছিল। কেউ কেউ বলেছেন তা ৩ গুণ ছিল। তবে প্রথম বিবরণটিই সঠিক বলে ব্যাপকভাবে গৃহীত। দেখুন, ইব্‌ন ইসহাক, ৫২২, ৬৮৯-৯০; ইব্‌ন সাদ, ২য় ৬৪-১১৪; তাবারী, ৩য়, ১৯। দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ১০১-৩। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহানবী (সাঃ) এর একজন সাহাবী মিকদাদ বিন আমরের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি অশ্বারোহী সৈন্য হিসাবে যুদ্ধে অংশ নেন এবং দ্বিগুণ পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী পান-একটি অংশ নিজের জন্যে অন্যটি তার অশ্বের জন্যে। তবে অন্য একটি বিবরণে বলা হয়েছে যে, মুরায়সী ও বনূ কুরায়যাহ অভিযানে অংশগ্রহণকারী অশ্বারোহীরা ৩ গুণ পরিমাণ অংশ লাভ করেন।

১৩৭. পূর্বোক্ত, ১০২-৩।

১৩৮. বনূ সুলায়মের জাহহাক বিন সুফিয়ান কিলাবি মক্কা বিজয় অভিযানে কয়েজন গোত্রীয় অধিনায়কের অন্যতম ছিলেন। দেখুন, উসদ, ২য়, ৩৬। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ক-৩। মহানবী (সাঃ) এর সেনাবাহিনীতে পতাকা-বহনকারীদের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

১৩৯. উদ্ধৃত, ৩য়, ১৫৫।

১৪০. ওয়াকিদী, ৯৯৫।

১৪১. পূর্বোক্ত, ৯৯৬।

www.pathagar.com

১৪২. এ প্রসঙ্গে সূত্র সমূহ দু'টি সমার্থক শব্দের উল্লেখ করেছেন- 'লিওয়া' ও রায়াহ যার অর্থ পতাকা। সকল অভিযান কালে 'লিওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হত। কিন্তু ওয়াকিদীর মতে রায়াত শব্দটি খায়বার অভিযানে প্রথম বারের মত ব্যবহৃত হয়। তার মতে আলী বিন আবী তালিব, আল-হুবাব বিন আল-মুনজির ও সাদ বিন উবাদাহকে ৩টি পতাকা প্রদান করা হয়। মহানবী (সাঃ) এর পতাকা ছিল কালো, বিবি আয়েশার পোশাক থেকে তা তৈরি হয়েছিল। যখন তাঁর পতাকা সাদা রঙের থাকত তখন তাকে আল উকাব (ঈগল) বলে আখ্যায়িত করা হত। দেখুন ওয়াকিদী, ৬৪৯। কিন্তু তিনি অন্যান্য স্থানে (৫৬, ২২৬) বলেছেন যে, মহানবী (সাঃ) বদর যুদ্ধে মুস'আব বিন উমায়র কে তাঁর রায়াহ প্রদান করেন। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন কুতায়বাহ, আল-মা'রিফ, ১৫৩। তিনি পূর্বোক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন যে বদর যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) তাঁর সাদা 'লিওয়া' মুসআব বিন উমায়র ও কালো 'রায়াহ' আলীকে প্রদান করেন। এ থেকে দেখা যায় খায়বার অভিযানে 'রায়াহ' প্রথম ব্যবহৃত হয় বলে ওয়াকিদীর বক্তব্য সঠিক নয়।

১৪৩. দ্রষ্টব্য. আজরাকি, ৭০-৭১।

১৪৪. উদ্ধৃত, ৪৩৪-৩৫। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন ইসহাক, ৩৭৯; ওয়াকিদী, ৫৬।

১৪৫. জুবায়রী, ২৫১-৫৪; বালাযূরী, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ৫৩-৫৫; আজরাকি, ৬৭-৭১; জামহারাহ, ১১৮। আরো দেখুন ইব্‌ন ইসহাক, ৩৭৪। তিনি বলেছেন যে, উহুদ অভিযান উপলক্ষে আবূ সুফিয়ান বনূ আবদুদ-দার এর পতাকা বাহকদের যুদ্ধের জন্যে উদ্দীপ্ত করে বলেন-'হে বনূ আবদ উদ-দার, বদরের যুদ্ধে তোমরাই পতাকা বহনের দায়িত্বে ছিলে সেদিন কি ঘটেছে তা তোমরা দেখেছ। যোদ্ধারা তাদের পতাকার উপর নির্ভরশীল। এখন হয় তোমাদেরকে যোগ্যতার সাথে আমাদের পতাকার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে নইলে তা আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে, আমরা তার মর্যাদা রক্ষা করব।' একথা শুনে তারা আবূ সুফিয়ানকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন-"কি, আমরা কি আমাদের পতাকা তোমাদের কাছে সমর্পণ করব? আগামীকাল যুদ্ধের সময় তোমরা দেখ আমরা কি করি---।" তারা তাদের কথায় অবিচল ছিল বলে জুবায়রী জানান এবং বলেন, এ যুদ্ধে পতাকা রক্ষা করতে গিয়ে তাদের ৯ জন পতাকা বাহক প্রাণ দেয়। দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ২২০-২১, ২৫-২৮, ৩০৭-৮।

১৪৬. ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৬; তাবারী, ২য়, ৪০২; উসদ, ৫ম, ২৯৬। দ্রষ্টব্য লেভি, ৪৩৫। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর পতাকা যারা বহন করেছিলেন তাদের নাম ও আনসারদের নাম দেখেই প্রতীক ও পতাকা বহনের এ গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

১৪৭. ওয়াকিদী, ৯৯৬, বলেন যে, মহানবী (সাঃ) তাবূক অভিযানে আবূ বকরকে তাঁর বিশেষ রায়াহ প্রদান করেছিলেন।

১৪৮. অশ্ব।

১৪৯. দ্রষ্টব্য, দি ব্যাটলফিল্ডস অব দি প্রফেট মুহাম্মদ, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৯৭৩, অধ্যায় ৮ম, ৫৩-৭।

১৫০. ওয়াকিদী, ৫১। দ্রষ্টব্য তাবারী, ২য়, ৪২২, ৪৩৬। তিনি বলেন যে কয়েকটি দল যুক্ত হওয়ায় এটি

www.pathagar.com

এক বিরাট দলে পরিণত হয়।

১৫১. ওয়াকিদী, ৫১; তাবারী, ২য়, ৪২২, ৪৩৬।

১৫২. তাবারী, ২য়, ৪২২।

১৫৩. ওয়াকিদী, ৫২। তিনি এদেরকে ইয়াসার, আসলাম ও আবূ রাফি বলে উল্লেখ করেছেন যারা যথাক্রমে উবায়দ বিন সাইদ বিন আল-আস, মুনাব্বিহ বিন আল-হাজ্জাজ ও উমাইয়াহ বিন খালাফ-এর ক্রীতদাস (গোলাম) ছিলেন। ঘটনাক্রমে মক্কা বাহিনী পানি সরবরাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে তাদের গোলামদের উপর নির্ভরশীল ছিল বলেই মনে হয়।

১৫৪. ওয়াকিদী, ৫৩-৪। দ্রষ্টব্য অধ্যায় ৪, পরামর্শদাতা বিষয়ক আলোচনা।

১৫৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ, ২৭৮।

১৫৬. ওয়াকিদী, ৩৩৭, বলেন যে বনূ সাহম এর সুফিয়ান বিন খালীদের দুই পুত্র সালিত ও নূমান এবং বনূ উযায়র এর অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তিকে নিয়ে এ দলটি গঠিত ছিল। শেষোক্ত জন অত্যন্ত ধীরে এবং প্রথমোক্ত দুই জন দ্রুত হেঁটেছিলেন। মক্কা বাহিনী তাদের দুই জনকে খুঁজে পেয়ে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে তাদের লাশ দাফন করে।

১৫৭. ওয়াকিদী, ৫৩৬; ইব্ন সাদ, ২য়, ৭৯।

১৫৮. ওয়াকিদী, ৫৭৪; ইব্ন সাদ, ২য়, ৯৫।

১৫৯. ওয়াকিদী, ৬৪০-৪১।

১৬০. পূর্বোক্ত, ৬৪৪।

১৬১. পূর্বোক্ত, ৭৯৭-৯৮। দ্রষ্টব্য ইয়াকুবী, তারীখ, ২য়, ৫৮। তিনি বলেন যে এ মহিলাটি ছিল আবূ লাহাব বিন আবদুল মুত্তালিব হাশমীর দাসী সারাহ।

১৬২. পূর্বোক্ত, ১০৪১।

১৬৩. কিতাব আল-মুহাব্বার, ২৮৭।

১৬৪. ওয়াকিদী ১৪১; ইব্ন সাদ, ২য়, ১৩; তাবারী, ২য়, ৪৫৮। উল্লেখ্য যে এটি ছিল একটি সুসংবাদ। মদীনাবাসীদের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল বিষাদময়, পরে তা আনন্দজনক হয়ে ওঠে। দ্রষ্টব্য কিতাব আল-মুহাব্বার, ২৮৭।

১৬৫. কিতাব আল-মুহাব্বার, ২৮৭। এতে বিভিন্ন অভিযানের বিজয় বার্তার কথা বলা হয়েছে, তবে বিশদ কোন বিবরণ নেই।

১৬৭. উসদ, ৫ম, ৪৪। দ্রষ্টব্য, কিতাব আল-মুহাব্বার, ২৮৭।

১৬৮. ওয়াকিদী, ৩৭২।

১৬৯. সূরা আল হাশর, ৫ম আয়াত।

১৭০. দ্রষ্টব্য, হামিদুল্লাহ্, দি ব্যাটলফিল্ডস, ৫৩-৫৭।

১৭১. পূর্বোক্ত, ৫৪। ওয়াকিদী বলেন যে, মক্কী বাহিনীর অন্যতম শীর্ষ নেতা মুনাব্বিহ বিন আল-হাজ্জাজ পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। নিজের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে তিনি মাটিতে ২ জন মুসলিম গুপ্তচরের পায়ের ছাপ শনাক্ত করেন।

www.pathagar.com

১৭৩. ওয়াকিদী, ২০৬–৭; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৩৭।

১৭৪. ওয়াকিদী, ২০৭–৮, বলেন যে, তার হিসাব অনুযায়ী মক্কী বাহিনীতে কমবেশি ৩,০০০ সৈন্য ছিল। তার হিসাব পরে সঠিক প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে ২০০ ছিল অশ্বারোহী, ৭০০ ছিল বর্ম পরিহিত সৈন্য।

১৭৫. তাবারী, ২য়, ৫২৭–৮। তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে 'আলীর কথোপকথন কালে মহানবী (সাঃ) এর কৌশলগত চিন্তার কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। "যদি তুমি দেখ যে তারা অশ্বরোহী বাহিনী নয়, উষ্ট্রে আরোহন করেছে তবে বুঝবে যে তারা হয় মক্কার পথে যাত্রা করেছে, নইলে মদীনা।" তিনি যা দেখেছেন তা প্রকাশ্যে না বলার জন্যেও আলীকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি সে নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হন এবং চিৎকার করে জানিয়ে দেন যে মক্কী বাহিনী স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে।

১৭৬. ওয়াকিদী, ৪০৪; ইবনে সাদ, ২য়, ৬৩।

১৭৭. ওয়াকিদী, ৪৬০–৬১।

১৭৮. পূর্বোক্ত, ৪৫৭। তিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে জানান যে বনূ কুরায়যাহর ইহুদীরা দূর্গ সংস্কার করেছে, সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং তাদের গবাদি পশু জড়ো করেছে। দ্রষ্টব্য বুখারী, ফাজল আল–জিহাদ।

১৭৯. ওয়াকিদী, ৪৮৯–৯০। দ্রষ্টব্য মুসলিম, , বাব আল–জিহাদ।

১৮০. ওয়াকিদী, ৫৭৩; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৯৫।

১৮১. ওয়াকিদী, ৮৯৩; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১৫০; তাবারী, ৩য়, ৭৩; ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৮১২।

১৮২. ওয়াকিদী, ৩৪১–৪৪।

১৮৩. পূর্বোক্ত, ৩৪৬।

১৮৪. ইব্‌ন সাদ, ৩য়, ১৭৩। তিনি বলেন যে পৌত্তলিক আবদুল্লাহ্ বিন উরায়কিকে পথ প্রদর্শক হিসাবে ভাড়া করা হয়েছিল।

১৮৫. উসদ ২য়, ২৮৬–৭ অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) এর হিজরতকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কাফের পথ প্রদর্শকের স্থলাভিষিক্ত হন।

১৮৬. ওয়াকিদী, ২১৭–১৮, বলেন যে, আরো দুটি বিবরণে ভিন্ন ২ জন পথ প্রদর্শকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে পূর্বোক্ত বিবরণই অধিক সঠিক। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৩৯; তাবারী, ২য়; উসদ, ৫ম, ১৬৯।

১৮৭. উসদ, ১০৩, ২২৫–৬।

১৮৮. ওয়াকিদী, ৩৪৪। তিনি একজন দক্ষ পথ প্রদর্শক ছিলেন।

১৮৯. ওয়াকিদী, ৩৪৬। অভিযানের অন্যতম অংশগ্রহণকারী সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বলেছেন যে, "পথ হারিয়ে ফেলার পর আমরা যাযাবরদের একজনকে পথ প্রদর্শক হিসাবে ভাড়া করি। সে জিজ্ঞাসা করে–আমি যদি এমন এক স্থানে তোমাদের নিয়ে যাই যেখানে তোমরা যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী পাবে, তা হলে কি আমাকে তার অংশ দেবে? তারা উত্তর দেন–আল–খুমুস। তখন লোকটি তাদের গবাদি পশুর কাছে মুসলিম রাহিনীকে নিয়ে যায় এবং নিজের অংশ লাভ করে।"

www.pathagar.com

১৯০. পূর্বোক্ত, ৪০৩।

১৯১. উসদ, ৪র্থ, ৩৬০।

১৯২. পূর্বোক্ত, ৫ম, ১৬৯-৭০।

১৯৩. ওয়াকিদী, ৫৫৭। তিনি তাদের নাম দেননি।

১৯৪. পূর্বোক্ত, ৫৮৪।

১৯৫. পূর্বোক্ত, ৬৪১, ৬৪৭-৮।

১৯৬. তাবারী, ৩য়, ২৩; উসদ, ২য়, ১৬। দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ৬৪১।

১৯৭. পূর্বোক্ত, ৩য়, ২৬৮।

১৯৮. ওয়াকিদী, ৭২৭; উসদ, ২য়, ১৬২।

১৯৯. উসদ, ৪র্থ, ১৬৮।

২০০. ওয়াকিদী, ৯৯৯। দ্রষ্টব্য উসদ, ৪র্থ, ১৩-১৪।

২০১. ওয়াকিদী, ১১২২।

২০২. ওয়াকিদী, ১০০। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১৮; তাবারী, ২য়, ৪৫৮; ইব্‌ন খালদূন, ১ম,৭৫৫ এবং উসদ, ৩য়, ২৪৮-৪৯। তবে ওয়াকিদীর অন্য এক বিবরণে বলা হয়েছে যে খাব্বাব বিন আল-আরাত সাহিব আল-মাগানিম পদে নিযুক্ত হন।

২০৩. ওয়াকিদী, ১০৫। দ্রষ্টব্য, উসদ, ৩য়, ৩-৪

২০৪. ওয়াকিদী, ১০৪-৫। তিনি বলেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল গোলামকে পুরস্কৃত করা হয়, কোন অংশ দেয়া হয়নি।

২০৫. উসদ, ৩য়, ২৪৮-৯।

২০৬. ওয়াকিদী, ৪১০; ইব্‌ন সাদ, ২য়; ৬৪।

২০৭. ওয়াকিদী, ৪১০ এবং ইব্‌ন সাদ ২য়, ৬৪। তিনি বলেন যে তাকে খুমুসের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

২০৮. উসদ, ৪র্থ, ৩৬০। তিনি বলেন যে মাসউদ বিন হুনায়দা খুমুসের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

২০৯. ওয়াকিদী, ১৭৮; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৩০ ও ৫৮।

২১০. ওয়াকিদী, ১৭৭; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ২৯। দ্রষ্টব্য উসদ, ৪র্থ, ৪১৯।

২১১. ইব্‌ন সাদ, ২য়, ২৯; তাবারী, ২য়, ৪৮১। দ্রষ্টব্য ইব্‌ন খালদূন, ১, ৭৫৯; উসদ, ৪র্থ, ১০৬-৭।

২১২. ওয়াকিদী, ৩৭৪; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৭৫। দ্রষ্টব্য উসদ, ৪র্থ, ৩৩১।

২১৩. ওয়াকিদী, ৩৭৯; দ্রষ্টব্য উসদ, ৫ম, ১৯১।

২১৪. ওয়াকিদী, ৫০৯; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৭৫। দ্রষ্টব্য উসদ, ৩য়, ১৭৬-৭।

২১৫. ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৭৫। দ্রষ্টব্য উসদ, ৪র্থ, ৩৩৪।

২১৬. ওয়াকিদী, ৫০৯।

২১৭. ঐ, ৫১৩।

২১৮. পূর্বোক্ত, ৫১৩।

www.pathagar.com

২১৯. উসদ, ৪র্থ, ৩৬০।

২২০. ওয়াকিদী, ৫২৩; উসদ, ২য়, ২৮৩–৮৫।

২২১. তাবারী, ২য়, ৫৯১–৯২। দ্রষ্টব্য উসদ, ২য়, ২৭৯–৮০।

২২২. ওয়াকিদী, ৬০৮; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১০৭। দ্রষ্টব্য উসদ,-৪র্থ, ১৭৮–৯।

২২৩. উসদ, ৪র্থ, ৩৪৭–৮।

২২৪. পূর্বোক্ত, ৫ম, ১৬৫।

২২৫. উসদ, ২য়, ১১৩।

২২৬. তাবারী, ৩য়, ৮১, ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৮১৫।

২২৭. পূর্বোক্ত, ৪র্থ, ১২৬।

২২৮. ওয়াকিদী, ৯২৩।

২২৯. পূর্বোক্ত, ৯৪৩।

২৩০. পূর্বোক্ত, ৯৪৯।

২৩১. ওয়াকিদী, ৯৫২।

২৩২. ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১৬৪।

২৩৩. ওয়াকিদী বলেন, যারা স্বাধীনভাবে অস্ত্র ও অশ্বের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তারা ছাড়া সাহিব আল–মাগানিম (গানিমার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসার) অস্ত্র শস্ত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত হতেন। তিনি বলেন, খায়বার অভিযানের ঘটনায় সকল প্রকার যুদ্ধ লব্ধ সামগ্রী সাহিব আল মাগানিমের তত্ত্বাবধানে থাকার কথা জানা যায়। তাছাড়া যুদ্ধের সময় অস্ত্রের প্রয়োজন হলে তার কাছে থেকেই নেয়া হত। আবার যুদ্ধের পর তার হেফাজতেই সে গুলো ফিরিয়ে দেয়া হত। দেখুন. পৃঃ ৬৮০।

২৩৪. কুরআন, সূরা আনফাল, ৬০ ও ৬৫ আয়াত। দ্রষ্টব্য আরবেরি, ২০৪। বলা হয়েছে–"আল্লাহ্‌র এবং তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলায় তোমাদের সৈন্য ও অশ্ব প্রস্তুত রাখ। তোমরা যা জান না, আল্লাহ্ তা জনেন।" আরো বলা হয়েছে–"হে রাসূল। মুমিনদের যুদ্ধ করার জন্য ডাক দিন।"

২৩৫. উসদ, ২য়, ২৬৮।

২৩৬. ওয়াকিদী, ৮২, ৯২, ১০০–১০১। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুসলমানদের সংগৃহীত অস্ত্র সাধারণত সালব এর মাধ্যমেই আসত (যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত শত্রু সৈন্য)। দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ৮৪, ৮৬, ৯৯–১০০।

২৩৭. মহানবী (সাঃ) জুলফিকার নামে পরিচিত মুনাব্বিহ্ বিন আল–হাজ্জাজ এর তলোয়ার তার সাফিয় হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ইব্‌ন আইজ আল–মাখযূমী ও আল–আস বিন মুনাব্বিহ্‌র তলোয়ার তাঁর দু'জন সাহাবী কে প্রদান করেন। দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ১০৩; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১৮–১৯।

২৩৮. ওয়াকিদী, ৮৪–১০৪। ওয়াকিদী ও তাঁর কাতিব বলেছেন যে বায়জাহ্‌কে মিগফারের উপর স্থাপন করা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ২১৯, এবং ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৩৯। তিনি বলেন, "মহানবী (সাঃ) দু'টি দুরূ পরিধান করেছিলেন, একটির পর আরেকটি, একটি মিগফার এবং মিগফারের উপর বায়জাহ্।"

২৩৯. ওয়াকিদী, ৮৪–১০৪।

২৪০. পূর্বোক্ত, ১০৩।

www.pathagar.com

২৪১. পূর্বোক্ত, ২১৯; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৪৯।

২৪২. ওয়াকিদী, ২৩০.

২৪৩. ওয়াকিদী, ১৭৭.

২৪৪. এ শর্তে আত্ম সমর্পণ করা হয়েছিল যে, বনূ কায়নুকা তাদের সকল অস্ত্রশস্ত্র (আল-হালাকা), গবাদি পশু (কুরা) এবং স্বর্ণকারের যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ করে নির্বাসনে যাবে। দ্রষ্টব্য ওয়াকিদী, ১৭৮-৯।

২৪৫. ওয়াকিদী, ১৭৯।

২৪৬. পূর্বোক্ত, ৩৭৭। তারাও একই শর্তে আত্মসমর্পণ করে।

২৪৭. ওয়াকিদী, ৫১০।

২৪৮. পূর্বোক্ত, ৫২৩।

২৪৯. ওয়াকিদী, ৬৪৭-৮। উল্লেখ্য, আল-রাজিতে মুসলিম শিবিরের কাছে ঘোরাঘুরি করার সময় সিমাক নামক একজন ইহুদী ধৃত হয়। সে ইহুদীদের লুকিয়ে রাখা এ সকল যুদ্ধাস্ত্রের কথা প্রকাশ করে। দূর্গের পতনের পর মুসলিম বাহিনী মাটি খুঁড়ে সে গুলো বের করে। উক্ত ইহুদী পরে ইসলাম গ্রহণ করে।

২৫০. দাব্বাবাহ ও মিনজিনীক উভয়ই ছিল অবরোধের যন্ত্র। দূর্গ গুলোর দেয়ালে আঘাত হানার জন্য এসব নির্মিত হয়েছিল যাতে অবরুদ্ধ শত্রুরা আত্মসমর্পণ করে নয়তো যুদ্ধের জন্য খোলা মাঠে বের হয়ে আসে। লেভি বলেন-"দাব্বাবাহ ছিল কয়েকটি তাক বিশিষ্ট ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বিশেষ যাতে কয়েকজন যোদ্ধা বিভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে যুগপৎভাবে শত্রুর উপর আঘাত হানতে পারে। এর নিচে অবস্থানকারী সৈন্যরা গাঁইতি ও তুরপুন এবং অন্যরা তীর ধনুকে সজ্জিত ছিল যাতে দাব্বাবাহ্‌র সৈনিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করা যায় এবং তারা প্রতিরোধকারীদের দেয়ালে কার্যকর ক্ষতি সাধন করতে পারে।" দেখুন, দি সোশাল ষ্ট্রাকচার অব ইসলাম, ৪৪০। এখানে বলা যেতে পারে যে তাইফ অভিযানে একটি দাব্বাবাহ ব্যবহৃত হয় এবং তা গরুর চামড়ার তৈরি ছিল।

২৫১. ওয়াকিদী, ৬৪৮ ও ৬৭০। বলেন যে মিনজিনীক মেরামত করার সাথে সাথে ২টি দাব্বাবাহর সাথে যুক্ত করার ফলে শিক দুর্গের পতন ঘটে। আল-নিজার ও আল-কামুস এর ইহুদীরা এ সব যন্ত্রের ভীতিকর ধ্বংস ক্ষমতা দেখে একটি পাথর নিক্ষেপ করার পূর্বেই আত্ম সমর্পণ করে।

২৫২. ওয়াকিদী, ৬৬৪, তিনি বলেন যে মুসলমানরা আল-সাব বিন মু'আয দূর্গের পতনের পর সেখান থেকে মিনজিনীক, দাব্বাবাহ ও বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র সহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র লাভ করে। ইহুদীরা এ দূর্গে বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র মজুত করেছিল।

২৫৩. ওয়াকিদী, ৬৭০-৭১। তিনি অন্য দুটি দূর্গ থেকে যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেন নি।

২৫৪. ওয়াকিদী, ৬৮০। বলা হয়েছে যে, খুমুসের চার-পঞ্চমাংশ বিক্রয় করা হয়েছিল এবং প্রাপ্ত অর্থ অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহে ব্যয়িত হয়েছিল।

২৫৫. ওয়াকিদী, ৪৪৫-৬। তখন পর্যন্ত কুরায়যার ইহুদী শাখা মহানবী (সাঃ) এর সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং তারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি।

২৫৬. পূর্বোক্ত, ৪৪৬।

২৫৭. ওয়াকিদী, ৭৩৩; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ১২১। কয়েকজন মুসলমান মহানবী (সাঃ) এর কাছে প্রশ্ন করে-"কোষবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া কোন অস্ত্র নিয়ে মক্কা শহরে প্রবেশ নিষেধ করে কুরায়শদের সাথে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন অস্ত্র এনেছেন?" মহানবী (সাঃ) জবাব দেন-"আমরা হারাম (পবিত্র

www.pathagar.com

এলাকা) এ সেগুলো সাথে নেব না, কিন্তু সে গুলো আমাদের কাছাকাছি থাকবে যাতে গোলাযোগ ঘটলে সে গুলো হাতে পাওয়া যায়।"

২৫৮. ওয়াকিদী, ৭৩৩; ইব্ন সাদ, ২য়, ১২১।

২৫৯. ওয়াকিদী, ৭৩৫; ইব্ন সাদ, ২য়, ১২১।

২৬০. পূর্বোক্ত, ৮১৩।

২৬১. পূর্বোক্ত, ৮১৩।

২৬২. পূর্বোক্ত, ৮১৩-১৪। বনূ ফাযারাহ তাদের অশ্ব সহ সৈন্য, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। বনূ সুলায়ম বলত যে তাদের উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী, বর্শাধারী ও তালোয়ারবাজ রয়েছে যারা মাশরাফি (সিরিয়ার উঁচু অংশে তৈরি তালোয়ার) ব্যবহার করত।

২৬৩. পূর্বোক্ত, ৮২১।

২৬৪. পূর্বোক্ত।

২৬৫. পূর্বোক্ত, ৮২২-২৩।

২৬৬. পূর্বোক্ত, ৮৫৪; ইব্ন সাদ, ২য়, ১৫০। আরো দেখুন ওয়াকিদী, ৮৮৯-৯০।

২৬৭. উসদ, ৩য়, ২৭৯।

২৬৮. ওয়াকিদী, ৯২৩। আযদি সৈন্যদের আগমণের পূর্বে সালমান আল ফারসী পারস্যদেশীয় মডেলে একটি মিনজিনীক তৈরি করেছিলেন।

২৬৯. পূর্বোক্ত, ৯২৭। মিনজিনীক ও দাব্বাবাহ সম্পর্কে ৩ জনের বর্ণনা আছে। এ ৩ জন হলেন ইয়াযিদ বিন জামাহ্, আল-তুফায়ল বিন আমর ও খালিদ বিন সাঈদ। তাঁরা সেগুলো সানা থেকে এনেছিলেন।

২৭০. পূর্বোক্ত।

২৭১. ওয়াকিদী, ১০২৭।

২৭২. ওয়াকিদী, ৯৯১। দ্রষ্টব্য আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ৩৬৮। বলা হয়েছে যে তিনি একাই ৭০,০০০ দিরহাম বা তারও বেশি ব্যয় করতে সক্ষম ছিলেন। এ সূত্র মতে আবূ বকর তার সকল সম্পদ দান করেছিলেন যার পরিমান ছিল ৪,০০০ দিরহাম। অন্য যারা এ সময় উদার হস্তে যুদ্ধ তহবিলে দান করেন তারা হলেন-উমর বিন আল-খাত্তাব (তিনি তার সম্পদের অর্ধেক দান করেন), আল-আব্বাস বিন আবদ আল মুত্তালিব, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ আবদু'র-রাহমান বিন আওফ, সাদ বিন উবাদাহ্, মুহাম্মদ বিন মাসালামাহ্, আসিম বিন আদী প্রমুখ। এ ছাড়া আরো অনেক ধনবান ব্যক্তিও দান করেন, যাদের নাম জানা যায় নি।

২৭৩. ওয়াকিদী, ৫৫; তাবারী, ২য়, ৪৪৯। দ্রষ্টব্য উসদ, ২য়, ২৯৬-৯।

২৭৪. ওয়াকিদী, ২০৮; ইব্ন সাদ, ২য়, ৩৭। মনে হয় যে দু'টি গোত্র থেকে রক্ষীদের ৩টি দল নেয়া হয়েছিল এবং স্ব স্ব দলপতিরা দিনে ও রাতে পালা করে মহানবী (সাঃ) এর বাড়ি পাহারা দিতেন।

২৭৫. ওয়াকিদী, ৩৩৪ ও ৩৩৬।

২৭৬. তিনি হামরা আল-আসাদ, জাত আল-রিকা, হুদায়বিয়ার ও অন্য কয়েকটি অভিযানে বিরল নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। দেখুন ওয়াকিদী, ৩৩৬, ৩৯৭, ৬০৬। দ্রষ্টব্য উসদ, ৩য়, ১০০-১০১।

২৭৭. তাবারী, ৩য়, ১৭। দ্রষ্টব্য উসদ, ১ম, ২০৬।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

নবী (সাঃ) এর বেসামরিক প্রশাসন

এক দশকের কম সময়ের মধ্যে মদীনার নগর-রাষ্ট্র এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যেটাকে মুসলমানদের জাতীয় রাষ্ট্র বলা যায়। যদিও আরবের গোত্রীয় কাঠামোর ভিতরে থেকেই এর উত্থান তবুও শীঘ্রই মদীনাকে রাজধানী করে এটি একটি কেন্দ্র শাসনাধীন সরকারে পরিণত হয়। আরবদের জন্য এটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। ইতিপূর্বে কখনো গোটা আরব উপদ্বীপ কোন একক কর্তৃত্বাধীনে শাসিত, নিয়ন্ত্রিত ও প্রশাসিত হয়নি। যদিও আরবদের অন্তর্নিহিত কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা সর্বাবস্থায় তাদেরকে নিজ নিজ গোত্র ভিন্ন অন্য কোন কর্তৃপক্ষের অধীনতা গ্রহণের ধারণাকে চরমভাবে ঘৃণা করতে প্ররোচিত করতো, তা'সত্বেও এ নতুন ধর্ম ইসলাম এক রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে তাদেরকে নবী (সাঃ)-এর এককেন্দ্রিক কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত থাকার প্রয়োজনীয়তার দিকটিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী করে তোলে।

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচালক (হাকীম) নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস। আইন, প্রশাসনিক, সামরিক ও বিচার বিভাগীয় সকল ক্ষমতা তাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল।একটা সরকার ও প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করে তাঁদের নিকট তিনি স্বীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন। তাঁর এ বেসামরিক প্রশাসন যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা বিভাগীয় এবং স্থানীয় প্রশাসকগণ। কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং নবী (সাঃ) তাঁর সব প্রতিনিধি (নায়িবীন), উপদেষ্টা (মুশীর), সচিব (কাতিব), দূত (রুসুল), কমিশনারগণ বা বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কবি (শুয়ারা) ও বক্তা (খুতাবা) এবং আরও নানা ধরনের কর্মকর্তাগণ। অপরপক্ষে প্রাদেশিক কর্মকর্তারা ছিলেন বিভিন্ন গভর্নর (ওয়ালী), স্থানীয় প্রশাসকবৃন্দ (রুউসা), স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ (নকীব), বিচারকবৃন্দ ও বাজার কর্মকর্তাগণ (সাহিবুল-সূ'ক বা আলা-আল-সূক) এদের সকল নিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর এক দশকের শাসনামলের বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন শাঁখা ও কর্মকর্তাদের কার্য প্রণালীর ঐতিহাসিক বিবর্তন পেশ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

১. মদীনায় নবী (সাঃ)-এর প্রতিনিধিবর্গঃ ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক কর্মকর্তাদের মত বেসামরিক কর্মকর্তারাও স্থায়ী ভাবে কোন অফিস বা পদের অধিকারী ছিলেন না। তবে এসব পদ বা অফিস স্থায়ীই

www.pathagar.com

ছিল যদিও নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীরা চাকুরিতে নিয়োজিত হতেন আবার চলেও যেতেন। যাহোক, সকল কর্মকর্তাই অস্থায়ী ছিলেন না। তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক হয় স্থায়ী, নয় নিজের পক্ষে আধা-স্থায়ী পদাধিকারী ছিলেন।

"উয়ালাত" বা বিভিন্ন ওয়ালী নামে প্রাদেশিক প্রশাসকদের এবং "আমিল" ও "রুউসা" বলে পরিচিত স্থানীয় প্রশাসকদের ক্ষেত্রে এ দিকটি আমরা লক্ষ্য করি। পদচ্যুত বা মৃত্যু না হলে প্রায় সবাই স্থায়ীভাবে স্বীয় পদে নিয়োজিত থাকতেন।

অবশ্য, নবী (সাঃ) এর সহকারীরাই (নুওয়াব বা নায়েবীন) বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যকার সর্বাধিক সম্মানজনক অবস্থানে ছিলেন। যদিও তাঁদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট জানা যায় না, তবে এটা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, মদীনায় নবী পাক (সাঃ)-এর অবর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যালয়ের দায়িত্ব তাঁরা আনযাম দিতেন। এ ধরনের সরকারী কর্মকর্তার কার্যক্রম এবং তাদের নিযুক্তির প্রকৃতি উল্লেখ করার জন্য যথাক্রমে খলিফা ও ইসতিখলাফ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হতো। [১]

বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায় যে, যখনই নবী (সাঃ) কোন ধর্মীয় বা সামরিক অভিযানে মদীনা ত্যাগ করতেন তখনই তিনি তাঁর অনুপস্থিতিকালে মুসলমানদের বিষয়সমূহ দেখা-শোনার জন্যে একজন প্রতিনিধি অবশ্যই নিয়োগ করে যেতেন। ওয়াদ্দান ও ওয়াতের প্রথম দুটি অভিযানকালে তিনি খাযরাজ ও আওস গোত্রের নেতা যথাক্রমে সা'দ বিন উবাদাহ[২] ও সা'দ বিন মু'আযকে[৩] নগরীর দায়িত্বে রেখে গিয়েছিলেন। লক্ষণীয় যে, দু'জন স্থানীয় প্রধানকেই প্রথম নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল রাসূল (সাঃ) এর বড়ই এক বিজ্ঞ জনোচিত পদক্ষেপ। কেননা, এর ফলে তিনি মদীনার সর্বাধিক ক্ষমতাশালী দু'টি গোত্রের কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন মাওলা আযাদকৃত গোলাম যায়দ বিন হারিসাহ[৪] ছিলেন এ ধরনের মর্যাদাবান পদে নিযুক্ত তৃতীয় ব্যক্তি। যায়দের নিযুক্তিকে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। এটি একদিকে ছিল নবী (সাঃ) এর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার নির্দেশক অপরদিকে ইসলামী উম্মাহ্‌র ছায়াতলে আসীন মাওয়ালীদের (আশ্রিতদের) মুক্তি ছিল এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৫] আবূ সালামাহ বিন আব্‌দ আল-আসাদ ছিলেন কুরায়শদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি যাত আল উশায়রাহ অভিযান কালে একই বছরে নবী (সাঃ) এর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। [৬]

যে সময় নবী (সাঃ) ও মক্কাবাসীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছিলো তখন এরূপ কতজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সে নিযুক্তির ধরন কি ছিল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক এবং তাঁর সম্পাদক ইব্‌ন হিশাম সম্ভবত এটাই বলতে চান যে, ইব্‌ন উম্ম মাকতূম সর্ব প্রথম প্রতিনিধির দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে তার পরিবর্তে আবূ লুবাবাহ বশীর বিন আব্‌দ আল-মুনযিরকে সে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বদর অভিমুখে চলার পথে আল-রাওহা নামক স্থল হতে নবী পাক (সাঃ) তাঁকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন।[৭] অন্যদের মতে আবূ লুবাবাহ যার স্থলাভিষিক্ত হন তিনি ইব্‌ন উম্ম মাকতূমের নন বরং আওস গোত্রের আসিম বিন আদী। কিন্তু সকলে এই ব্যাপারে একমত যে, নগরীর উত্তর দিকস্থ অংশের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য দ্বিতীয় প্রতিনিধি ছিলেন হারিস বিন হাতিব।[৮] পক্ষান্তরে ইব্‌ন সা'দ মনে হয় বলতে চান যে,

কমপক্ষে তিন ব্যক্তি নগরীর তিনটি অংশের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেনঃ মদীনা সদরের জন্য আবূ লুবাবাহ; আল-আলীয়াহ্র (উত্তরাংশের) জন্য আজলানের আসিম বিন আদী এবং বনূ আমর বিন আওফের এলাকার জন্য আমর গোত্রের হারিস বিন হাতিব। কারণ তাঁদের সম্পর্কে কিছু একটা খবর নবী (সাঃ) এর শ্রুতিগোচর হয়েছিল।[৯] তবে ৬২৪ খৃষ্টাব্দের প্রায় মাঝামাঝি (দ্বিতীয় হিজরীর শেষাংশে[১০]) সময়ে পরপর কায়নুকা ও আল-সাবিক অভিযান চলাকালে আবূ লুবাবাহ আরও দু'বার এ পদে সমাসীন ছিলেন। যার ফলে এপদে তাঁর নিয়োগ প্রাপ্তির সংখ্যা দাড়ায় তিনে।

কিন্তু মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের তালিকায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন নবী (সাঃ)-এর জনৈক অন্ধ সাহাবী আমর বিন উম্মে মাকতূম যিনি বনূ আমির/কুরায়শ গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বার থেকে তের বার তিনি এ পদে আসীন হয়েছিলেন[১১] পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ইব্ন হিশামের বর্ণনা যদি সত্য হয় তবে বলতে হয়, বদরের যুদ্ধের সময় তিনি প্রথম বারের মত এ সাময়িক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। চার মাস পর আল-কুদ্র অভিযানের সময় তিনি দ্বিতীয় বারের জন্য দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কিছুদিন পর হিজরী তৃতীয় বর্ষের ১লা রবিউল আউয়াল, তথা ৬২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন হযরত উসমান বিন আফ্ফান কে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়[১২]। তারপর অর্থাৎ ৩য় হিজরীর ১লা জমাদিউল আউয়াল বা ৬২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হতে ৩য় হিজরীর শাওয়াল তথা ৬২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে পরপর তিন বার তিনি এ পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তখন নবী (সাঃ) বুহরান, উহুদ ও হামরা আল-আসাদ অভিযান উপলক্ষে মদীনার বাইরে ছিলেন। পুনরায় আরেকটি সংক্ষিপ্ত বিরতির পর বনূ আল নাযীর অভিযান কালে এ অন্ধ সাহাবী ৬ষ্ঠ বারের জন্য এ পদে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর এক বছরেরও অধিক কাল পর যথাক্রমে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা,[১৩] উসমান বিন আফ্ফান,[১৪] গিফার পরিবারের সিবা বিন উরফাতাহ,[১৫] যায়দ বিন হারিসাহ[১৬] নামক চারজন ব্যক্তি পরপর এ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন।[১৭]

উক্ত সময় অতিক্রান্ত হলে ৫ম হিজরীর যিলকদ / ৬২৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে ৭ম হিজরীর মুহাররম/৬২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে ইব্ন উম্ম মাকতূম বেশ কয়েক বার দীর্ঘ সময়ের জন্য মহানবীর (সাঃ) আল-খন্দক, বনূ কুরায়যাহ, লিহয়ান আল-গাবাহ ও আল-হুদায়বিয়া অভিযানকালে নবী (সাঃ)-এর পক্ষে দায়িত্ব আনযাম দিয়েছেন। তাঁর শেষ নিযুক্তি লাভ হয়েছিল ৮ম হিজরীর রমযান তথা ৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের দিকে যখন মহানবী (সাঃ) মক্কা অভিমুখে চূড়ান্ত বিজয় অভিযানে বহির্গত হন। তিনি ছিলেন কুরায়শ গোত্রের অখ্যাত বনূ আমীর পরিবারের সদস্য। অপেক্ষাকৃত দুর্বল সামাজিক ও গোত্রীয় অবস্থান সত্ত্বেও তিনি যে বিভিন্ন পযায়ে সর্বাধিক বার নবী (সাঃ)-এর এহেন আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা বাস্তবিকই বেশ তাৎপর্যবহ।[১৮]

বেসামরিক প্রশাসনের এ শাখায় আর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন গিফার গোত্রের সিবা বিন উরফাতাহ। এটা বড়ই গুরুত্ববহ যে, গিফার নামক একটি ছোট্ট গোত্রের সদস্যকে নবী (সাঃ)-এর নায়েব পদে তিনবার নিযুক্তি দিয়ে মহিমান্বিত করা হয়েছিল। তাঁর প্রথম নিযুক্তি লাভ হয়েছিল ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানী / ৬২৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। ৭ম হিজরীর সফর/৬২৮

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দের জুন এবং ১০ম হিজরীর যিলহজ্জ/৬৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আর দু'বার তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১৯] এখানে গিফার গোত্রের অপর সদস্য আবূ রুহম কুলসূম বিন আল-হুসাইন আল-গিফারীর নিযুক্তির বিষয়টিও উল্লেখ করা জরুরী। ৭ম হিজরীর যিলকদ/৬২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উমরাতুল ক্বাযা উপলক্ষে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[২০] এ ধরনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদে যেখানে হাশেমী পরিবারের সদস্যরা কেউ স্থান পাননি সেক্ষেত্রে প্রখ্যাত উমাইয়া উসমানের দুটি বারের জন্য এ পদের অধিকারী হওয়াটা সবিশেষ গুরুত্ব রাখে।[২১] নবী (সাঃ)-এর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলী একমাত্র ব্যক্তি যিনি মাত্র একবার মহানবী(সাঃ)র পারিবারিক বিষয়াদির দায়িত্ব পালন করেছেন, তাও তাবূক অভিযানের সময়। তখন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন আওস গোত্রের মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ।[২২] নবী (সাঃ)-এর ডেপুটিদের গোত্র ও আঞ্চলিক পরিচয় উত্তম রূপে বুঝাবার জন্য নিচে একটি সূচী চিত্র উপস্থাপিত হলো যেখানে তাঁদের নিযুক্তির বছরও উল্লেখিত হয়েছে।[২৩]

অঞ্চল	গোত্র	সন										নিযুক্তির সংখ্যা	ডেপুটিদের সংখ্যা
		৬২৩	৬২৪	৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮	৬২৯	৬৩০	৬৩১	৬৩২		
মধ্যআরব	১. কুরায়শ	১	৫	৪	১	৪	১		১			১৭	৩
	(১) উমাইয়াহ			১		১						২	১
	(২) আমির		৪	৩		৪	১		১			১৩	১
	(৩) মাখযূম	১			১							২	১
	২. খাযরাজ	১			১							২	২
	৩. আওস	১	৫						১			৭	৫
উত্তর আরব	৪. কাল্ব		১				১					২	১
পশ্চিম আরব	৫. গিফার					১		১	১		১	৪	২
মোট =	৫ গোত্র	৪	১০	৪	৩	৫	২	১	২		১	৩২	১৩

২. মুশির (উপদেষ্টাগণ)

কুরআন নবী (সাঃ) কে নির্দেশ দেয় "বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পরামর্শ নাও," বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশ্নে। কেননা ধর্মীয় বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে তিনি খোদায়ী নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হতেন বলে অনুরূপ পরামর্শের প্রয়োজন ছিল না। এছাড়াও কখনো কখনো ধর্মীয় প্রশ্নেও তিনি মুসলমানদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন বলে আমাদেরকে বলা হয়েছে। তবে, সাধারণত সে সব পরামর্শ শুধুমাত্র বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ছিল। এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। হিজরত পরবর্তী কালে ইসলামের প্রাথমিক দিন গুলোতে মুসলমানদেরকে মস্‌জিদে আহবান ও জামায়াতবদ্ধ করার সমস্যা দেখা

www.pathagar.com

দিয়ে। এটা সর্বজন বিদিত বিষয় যে, একজন সাহাবীই এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন।[২৪] তিনি আযান প্রবর্তনের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন।[২৫] বিভিন্ন সূত্র অবশ্য স্পষ্টত এটাই নির্দেশ করে যে, কুরআনের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরওয়ারে কায়েনাত মহানবী (সাঃ) সকল অবস্থায় রাজনৈতিক প্রশ্ন সমূহে তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তবে কুরআন তাঁকে যে অলংঘনীয় ব্যাপক ক্ষমতা (প্রাধিকার) দিয়েছে তাঁর প্রেক্ষিতে তিনি সে সব পরামর্শ গ্রহণ বা বর্জন করার এখতিয়ার রাখতেন।[২৬] ওয়াকিদী বলেন যে, মহা নবী (সাঃ) যুদ্ধের (আল-হারব) বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর লোকদের সঙ্গে সব সময় পরামর্শ করতেন[২৭] এবং ঘটনা প্রবাহ তাঁর এ দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করে।

যদ্দুর জানা যায়, যখন অগ্রসরমান মক্কী বাহিনীর সংবাদ নবী (সাঃ) এর নিকট পৌঁছলো তখন বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি যে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন সেটাই পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম লিপিবদ্ধ নিদর্শন। অন্যান্যরা ছাড়াও ইব্‌ন ইসহাক, ওয়াকিদী, বুখারী ও তাবারী বলেন যে, রাসূল (সাঃ) তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের নিকট বিষয়টি উথাপন করলেন। মুহাজিরদের পক্ষ থেকে হযরত আবূ বকর, হযরত উমর এবং মিকদাদ বিন আমর আল-খুযাঈ নবী (সাঃ)-এর পরিকল্পনা সমর্থন করেন। আনসারদের মধ্যে আওস গোত্রের সা'দ বিন আওস, সাদ বিন উবাদাহ এবং খাযরাজ গোত্রের হুবাব বিন আল-মুনযির তাদের পূর্ণ সমর্থন দানের প্রশ্নে তাঁকে নিশ্চিত করেন।[২৮] বস্তুত এটি ছিল বিষয়টিতে সমর্থন দানকারী উপদেষ্টাদের সুচিন্তিত অভিমত। যুদ্ধ শেষে, যুদ্ধ বন্দীদের বিষয়টি নিষ্পন্ন করার প্রশ্নেও তিনি পুনরায় তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। আবূ বকরের পরামর্শ ছিল মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার; অপর পক্ষে উমরের পরামর্শ ছিল হত্যা করার। রাসূল (সাঃ) আবূ বকরের উপদেশ গ্রহণ করেন।[২৯]

উহুদ যুদ্ধের প্রশ্নে নবী (সাঃ) নগরীর মধ্যে থেকেই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে দৃঢ় মত পোষণ করলেও মুসলমানদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেছেন। তাঁদের মধ্যকার একটা বিরাট সংখ্যক লোক যাদের মধ্যে যুবক ও অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ ব্যক্তিও ছিলেন, তাঁরা (সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীতে) অতি উৎসাহী হয়ে দুশমনদেরকে উন্মুক্ত ময়দানে মুকাবিলা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং ঘটনা ক্রমে তাঁরাই নবী (সাঃ) ও সমমনা সাহাবীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে, এই অতি উৎসাহীগণ হচ্ছেনঃ হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব, সাদ বিন উবাদাহ, নুমান বিন মালিক, মালিক বিন সিনান, আয়াস বিন আওস, খায়সামাহ বিন আল-হারিস, আনাস বিন কাতাদাহ প্রমুখ।[৩০] অনুরূপভাবে, প্রবীন আনসারদের সাথে কয়েক দিনের একটানা পরামর্শের পর যুদ্ধের প্ররোচনা দানকারী ইহুদী কবি কাব বিন আল-আশরাফকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩১] এটাই সম্পূর্ণ রূপে সম্ভব যে, অন্য সব রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের হত্যার বিষয়ে সিদ্ধান্তও কেবলমাত্র পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমেই করা হয়েছে।

এ ঘটনা সর্বজনবিদিত যে, আহযাব-যুদ্ধের সময় সালমান ফারসী নগরীর চতুর্পার্শ্বে খন্দক (পরিখা) খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩২] সে ঘটনার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। তবে, এই অভিযান চলাকালে স্বীয় পরামর্শদাতাদের সঙ্গে নবী (সাঃ)-এর অপর একটি পরামর্শ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যযোগ্য। যখন অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলো, কঠিন দুর্ভোগ নেমে এলো মুসলমানদের জন্য তখন নবী (সাঃ) গাতফানদেরকে তাদের মিত্রতার আতাত থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে চিন্তা করলেন এবং এজন্য তিনি তাদেরকে মদীনার এক

www.pathagar.com

তৃতীয়াংশ ফসল দিতেও প্রস্তত হলেন। দৃশ্যত আলোচনা শুরু হলো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্বে নবী (সাঃ) অবশ্য সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সা'দ বিন মু'আয, সাদ বিন উবাদাহ, এবং উসাইদ বিন হুজায়র এর বিপরীত পরামর্শ দিলেন। মহানবী (সাঃ) আগ্রহের সাথে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন।[৩৩]

প্রায় সকল ঐতিহাসিক এটাই সাক্ষ্য দেন যে, উমর বিন আল-খাত্তাবের পরামর্শক্রমে হুদায়বিয়া অভিযানকালে মক্কাবাসীদের মধ্যে উসমান বিন আফ্ফানকে নবী (সাঃ)-এর দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন।[৩৪] খায়বার অভিযানকালে কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের গাছ কেটে ফেলা সম্পর্কে আল-হুবাব বিন আল-মুনযিরের পরামর্শ রাসূল (সাঃ) প্রথমত মেনে নিলেও পরবর্তী পর্যায়ে আবূ বকরের ভিন্নতর পরামর্শে তিনি উক্ত পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৫] ঘটনাক্রমে কুরআন উভয় মতের যথার্থতা ও উপযোগিতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে।[৩৬] মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপনের প্রশ্নে অনেক বারই হুবাব বিন মুনযিরের পরামর্শ প্রাধান্য পেয়েছে, যেমনঃ বদর, খন্দক, খায়বার, তাইফ ইত্যাদি যুদ্ধের সময়।[৩৭] অনুরূপভাবে সেই অভিযানের সময় ইহুদী এলাকা ত্যাগের বিনিময়ে গাতফানদেরকে খায়বারের অর্ধেক শস্য দান সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিপরীতে সা'দ বিন উবায়দার পরামর্শ নবী (সাঃ) গ্রহণ করেছিলেন।[৩৮]

৭ম হিজরীর শাওয়াল /৬২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আল-জিনাব অভিমুখে নবী(সাঃ) এক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এই অভিযানে কে সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করবেন সে প্রশ্নে তিনি মনস্থির করতে পারছিলেন না। সুতরাং রাসূল পাক(সাঃ) আবূ বকর ও উমরের পরামর্শ কামনা করেন। তাঁরা যৌথভাবে বাশীর বিন সাদ আল-খাযরাজীর নাম অনুমোদন করলে নবী (সাঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁদের পরামর্শের প্রতি সম্মতি দেন।[৩৯] হুনায়ন অভিযান কালে উমরের কৃতিত্ব রয়েছে যে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করা হয়েছিল।[৪০] এ দুটি ঘটনা এ সত্যই নির্দেশ করে যে, সারায়ার নেতৃবৃন্দ, এমনকি বেসামরিক আমীরদেরকেও পরামর্শক্রমে নিয়োগ করা হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, সাহাবীদের যথাযথ পরামর্শক্রমে যুদ্ধের গতিধারা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতো। হুনায়ন অভিযানের সময় যথেষ্ট চিন্তাভাবনা ও পরামর্শের পরই হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির বিষয়টি কার্যকর করা হয়।[৪১] ওয়াকিদী উল্লেখ করেন যে, আল-তাইফ-এ পরবর্তী অভিযান চলাকালে অবরুদ্ধ শত্রুদের বিরুদ্ধে 'মিনজিনীক' ব্যবহার করা সংক্রান্ত সালমান ফারসীর পরামর্শ বিনা বাক্যে গ্রহণ করা হয়।[৪২] পক্ষান্তরে নওফাল বিন মুয়াবিয়া আল দু'ইলীর উপদেশে সাকাফী নগরের অবরোধ তুলে নেন।[৪৩] অবশেষে, তাবূকের শেষ মহা অভিযান কালে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হলেও যখন দুশমন বাহিনী সম্মুখ সমরে এগিয়ে এলো না, তখন যদ্দুর জানা যায় উমর বিন-আল-খাত্তাবের পরামর্শক্রমে পরবর্তীদিন মুসলিম বাহিনী স্বীয় এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে।[৪৪]

সম্প্রদায়গত স্বার্থ, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির প্রশ্নে প্রতিনিয়তই পরামর্শ সভা চলতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জনৈক মুসলমানের উত্তম পরামর্শের প্রেক্ষিতে 'আযান' প্রথার প্রচলন হয়েছিল। অনুরূপ ভাবে, আমরা লক্ষ করি যে, পরামর্শের ভিত্তিতেই মদীনাতে[৪৫] মসজিদ-ই-নববীর স্থান নির্বাচিত হয়েছিল এবং এই পরামর্শের রীতি অনুসরণ করেই [৪৬] মু'আখতের রীতি প্রচলিত হয়। নেতৃস্থানীয় আনসারদের সঙ্গে পরামর্শের পর তাঁদের সম্মতিক্রমেই মদীনাস্থ ইহূদী

www.pathagar.com

গোত্রসমূহ হতে গণিমত হিসাবে প্রাপ্ত সকল স্থাবর সম্পত্তি দরিদ্র মুহাজিরদের (এবং কিছু দরিদ্র আনসারীদের) মধ্যেও বন্টন করা হয়েছিল।[৪৭] বাহরায়নের ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রেও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেখানকার আনসারদের মধ্যে ভূমি বন্টনের প্রশ্নে মতামত যাচাই করা হয়। তবে মুহাজিরগণের অংশ সমান না হওয়ার আনসারগণ সে দান গ্রহণে অস্বীকার করেন।[৪৮]

বদর অভিযানের অব্যবহিত পরে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে নবী (সাঃ) যে আচরণ করেছিলেন সেটাও ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।[৪৯] অবশ্য এ ধরনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে সম্পর্কে এপর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। পরামর্শের পরই বদর যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিপণ নির্দিষ্ট হয়ে ছিল ৪০০০ দিরহাম-এ। কিন্তু দরিদ্র, যাঁরা অক্ষর জ্ঞান দিতে পারেন তাঁদের মুক্তিপণ নির্দিষ্ট হয়েছিল দশ জন মুসলিম বালক-বালিকাকে শিক্ষা দেয়ার শর্তে।[৫০] এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে, বদরের যুদ্ধের পরও নবী করীম (সাঃ) এর জ্যেষ্ঠা কন্যা যয়নাব তখনও মদীনায় ছিলেন এবং যুদ্ধবন্দী স্বামী আবূ আল-আস-এর মুক্তিপণ হিসাবে তাঁর বিয়ের সময় মাতা খাদিজা প্রদত্ত যে কণ্ঠহার বর্তমান ছিল সেটি প্রেরণ করেছিলেন। যেহেতু সে অলঙ্কার ছিল কন্যার জন্য নবী (সাঃ)-এর পরলোকগতা প্রিয়তমা স্ত্রীর উপহার, এজন্যে নবী (সাঃ) সেটি ফেরত দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত উপদেষ্টাদের সম্মতি লাভের পূর্বে তিনি তা' করেননি।[৫১] অনুরূপভাবে কয়েক বছর অতিক্রান্তের পর আবূ আল-আস মুসলিম বাহিনীর এক চোরা-গোপ্তা হামলায় তার পণ্যদ্রব্যসহ ধৃত হলে মুসলিম জনতার রায় নিয়েই মালামালসহ তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।[৫২] মুরায়সী অভিযানের সময় সংঘটিত সে' "মিথ্যা কাহিনী" (ওয়াকিয়া ইফক) যা' মদীনার মুসলমানদেরকে প্রায় পঞ্চাশ দিন মানসিক যাতনাময় অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল তখনও নবী (সাঃ) বিভিন্ন পর্যায়ে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তবে তিনি অবশ্য তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি এবং এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত লাভের জন্য আল্লাহ্‌রই শরণাপন্ন হয়েছিলেন।চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ্ তাঁকে সকল দোষমুক্ত ঘোষণা করে নবী-পত্নীর অনুকূলে রায় দেন।[৫৩]

একই বছরে জনগণের মধ্যে মহিলাদের আচরণ সম্পর্কিত কয়েকটি বিধান জারী হয় এবং বিভিন্ন বর্ণনা মতে, এসব সামাজিক ও আইনগত পদক্ষেপের বেশ কয়েকটি সম্পর্কে ইতিমধ্যে নবী (সাঃ) এর কয়েজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সহধর্মিনী উম্মে সালামার পরামর্শের বিষয়ও উল্লেখ করা যায়। তাঁর উপদেশ ছিল যে, হুদাইবিয়া অভিযানের সময় যেন উমরাহ পালন করা হয়। তাঁর ধারণায়, এর ফলে ইতিপূর্বে যে সব ভগ্নহৃদয় মুসলমান নবী (সাঃ)-এর নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি তারা আনুগত্য করবে। উম্মে সালামার এ ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।[৫৪] খায়বার অভিযানে কিছু মুসলিম নারী ও রাসূলের (সাঃ) অনুমতি ব্যতিরেকে মুসলিম বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের কাকুতি মিনতিতে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁদেরকে অনুমতি প্রদান করেন।[৫৫] মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষিতে ইসলামের কিছু দুশমনকে, বিশেষ করে আবূ সুফিয়ানকে নিরাপত্তা (আমান) দান এবং তাঁর গৃহকে নবী (সাঃ) কর্তৃক সাধারণ ক্ষমাভুক্ত গৃহ ঘোষণা করা ছিল বস্তুত কিছু পরামর্শদাতার পরামর্শের দল।[৫৬] নবম হিজরী /৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইলার (স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে নবীর (সাঃ) সাময়িক বিচ্ছেদ) ঘটনায় তিনি উমর-এর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন।[৫৭]

www.pathagar.com

যদিও চুক্তি ও রাজনৈতিক মিত্রতা সম্পাদনে নবী (সাঃ) তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন বলে স্পষ্ট কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না তবে ধারণা করা যায় যে, তাঁদের কাউকে না কাউকে তিনি আস্থাভাজন মনে করতেন। অন্তত হুদায়বিয়া সন্ধির চূড়ান্ত রূপদানের জন্য আলী বিন আবী তালিবকে প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তাঁর নিযুক্তি দানের মধ্য দিয়ে এ সত্যই প্রকাশ পায়।[৫৮] আল-খন্দক ও খায়বার অভিযান কালে, যা এর আগে বর্ণিত হয়েছে, গাতফানদের সঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর পরামর্শ করার বিষয়টি আরও দৃঢ়ভাবে এদিককেই প্রতিপন্ন করে। যদিও এটা সত্য যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি ছিল নবী (সাঃ) প্রাধিকারের।

৩. কাতিব (সচিব বৃন্দ)

কাতিব'[৫৯] শব্দের শাব্দিক অর্থ লেখক, প্রতিলিপি কারক। কিন্তু কালের বিবর্তনে শব্দটি একটি পরিভাষায় রূপ নিয়েছে যার অর্থ দাড়ায় সচিব। প্রাক-ইসলামী যুগেই শব্দটি পারিভাষিক তৎপর্য লাভ করেছিল। এটি "কিতাবাহ" (লিখন কলা) থেকে উৎসারিত, যা আরবে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল না। এমন কি আরবের বৃহত্তম নগরী মক্কার অধিবাসীদের একটা ক্ষুদ্র অংশই এ শব্দটি সম্পর্কে অবগত ছিল। যারা লিখতে পারতেন তাদেরকে কাতিব বলা হতো[৬০] এবং সে' কারণেই তাদেরকে উচ্চ সম্মান দেয়া হত। ইসলামের আবির্ভাবের পর লিখন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হলো। মক্কায় অবস্থান কালে নবী (সাঃ) ওহী লিপিবদ্ধ করণের এবং রাজনৈতিক প্রকৃতির দলিল রচনার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। এক বর্ণনা মতে নবী (সাঃ)-এর মক্কী জিন্দিগীর প্রথম দিকের একজন কাতিব ছিলেন শুরাহবীল বিন হাসানাহ আল-কিন্দী।[৬১] মাজমূআত আল-ওয়াসাইক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ এক দলিল এটারই বাস্তব প্রমাণ যে, তিনি বনূ লাখমদের অন্তর্ভুক্ত দারীসদের মক্কায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাদেরকে নিরাপত্তা দানকারী একটি পত্র লিখেছিলেন।[৬২] রাসূল (সাঃ)-এর মক্কা অবস্থানকালে আরও যাঁরা লেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হচ্ছেনঃ আব্দুল্লাহ বিন সা'দ, সা'দ বিন আবী সারহ, আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী এবং সম্ভবত আরও কিছু সংখ্যক সাহাবী।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কাতিবদের কাজটি ধর্মীয় প্রকৃতি ছাড়াও রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। চতুর্দশ শতকের একজন পত্র লেখক আল-কালকাশন্দী "দিওয়ান আল-ইনশাহ"-এর (পত্র যোগাযোগ বিভাগের) আদি উৎস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন যে, এটাই প্রথম দিওয়ান যার গোড়াপত্তন করেছেন স্বয়ং নবী (সাঃ। তবে সে সময়ে এ বিভাগটি এ নামে পরিচিত ছিল না। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে তিনি তাঁর সামরিক কর্মকর্তাদের, গভর্নর ও প্রশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও নির্দেশ জ্ঞাত করার জন্য পত্র বিনিময় করতেন এবং কর্মকর্তারাও তাঁর নিকট পত্র লিখতেন। অনুরূপ ভাবে তিনি বিভিন্ন শাসক ও যুবরাজদের নিকটও বেশ কিছু পত্র প্রেরণ করেছিলেন এবং অনেক দূতকে স্বীয় পত্রসহ আরব, রাজপুরুষ ও অনুরূপ ব্যক্তিত্বদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক আরবদের নিরাপত্তা বিধান করে তিনি কিছু সংখ্যক চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন। এতদ্ভিন্ন বেশ কিছু ব্যক্তি ও গোত্রের নিকট নবী (সাঃ) কর্তৃক নিরাপত্তা দানকারী পত্র প্রেরিত হয়েছিল। সবশেষে বলতে হয়, বহু ব্যক্তির নিকট তিনি

www.pathagar.com

ইকতা-পত্র পাঠিয়েছেন। এসব দলিল পত্রের বিষয়াদি এমন এক বিভাগ কর্তৃক আনযাম দেয়া হত যেটা পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ একটি দিওয়ান-ই-ইনশাহ[৬৩] বা নথি-পত্র বিভাগে উন্নীত হয়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই এক্ষেত্রে লেখক ও করণিকদের সেবা দানের প্রয়োজন হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে যারা নবী (সাঃ) এর পক্ষে লেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের প্রকৃত সংখ্যার প্রশ্নে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন হিশাম তাঁদের মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করেন। অপর পক্ষে ওয়াকিদী বেশ কিছু কাতিবের নাম বর্ণনা করেন। প্রাথমিক স্তরের লেখকদের মধ্যে ইব্‌ন সাদের বর্ণনামতে নবীর (সাঃ) দলিল-পত্রের সংখ্যা ও কাতিবদের সংখ্যা দাড়ায় ১৬জন। অথচ বালাযূরী ও তাবারী মাত্র দশজনের নাম উল্লেখ করেন। বস্তুত এটা পরবর্তী লেখকদের কৃতিত্ব যে, নবী (সাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত কাতিবদের একটি পূর্ণ নাম- তালিকা সংকলন করতে গিয়ে তাঁরা সর্বাধিক সংখ্যক নাম পেশ করার এক সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছেন। ইব্‌ন আসাকির তাঁর তারিখ-ই-দিমিশক' ও বাহজাত আল-মাহফিল পুস্তকদ্বয়ে যথাক্রমে ২৩ ও ২৫ জন কাতিবের দুটি তালিকা পেশ করেছেন।[৬৪] সে সবের অধিকাংশ ইব্‌ন সাদ এর পুস্তকেও উল্লেখিত হয়েছে।[৬৫] 'আল-ইসতিয়াব' নামক পুস্তকেও অনুরূপ সংখ্যক নাম দৃষ্ট হয়। তবে আল-কুরতুবীর তাফসীরে ২৬টি নাম লক্ষ্য করা যায়। আর শিবরামালসীর তালিকায় ৪০টি নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যায়ন-উদ-দ্বীন আল-ইরাকী কাব্য ছন্দে রচিত তাঁর 'সীরাহ'[৬৬] পুস্তকে ৪২ জন কাতিবের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। নামের সর্বোচ্চ সংখ্যা অর্থাৎ ৪৩ জন কাতিব -এর নাম আল-বুরহান আল হিলবীর 'হাওয়াশী আলশিফা'[৬৭] পুস্তকে পরিদৃষ্ট হয়। তবুও এটা নিশ্চিত করে দাবী করা যাবে না যে, এটাই চূড়ান্ত তালিকা বা সংখ্যা। বরং আরও কতক কাতিব ছিলেন যারা নবী (সাঃ) এর পক্ষে লিখতেন বলে অনুমিত হয়।

এ থেকে কাতিবদের নিয়োগের ধরন ও কর্মধারা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি। লক্ষ্যণীয় যে, কাতিবরা স্থায়ী, প্রায়-স্থায়ী, খন্ডকালীন বা অস্থায়ী কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সাময়িক বা অস্থায়ী কাতিবরা যখন নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হতেন-তখন এ দায়িত্ব পালন করতেন। ঐতিহাসিক সূত্রে দাবী করা হয় যে, যেহেতু ওহীর বিষয়টি ছিল সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এ জন্যে কিছু বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ লোকের ওপরই সাধারণত এ দায়িত্ব অর্পিত হতো। মক্কী জীবনে ওহী লিখতেন শুরাহবীল বিন হাসানাহ, আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী এবং এক বর্ণনা মতে[৬৮] আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বীন আবি সারহ। ভিন্ন সূত্র অনুযায়ী মনে হয় মক্কী জিন্দিগীতে প্রধানত উসমান ও আলী ওহী লিখতেন।

অন্যদিকে মদীনায় এ দায়িত্ব পালন করতেন উবায়য়ি বিন কাব ও যায়দ বিন সাবিত, এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুয়াবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ান।[৬৯] শেষোক্ত তিনজন ছিলেন নবী (সাঃ) এর স্থায়ী কাতিব। এই তিন জনের মধ্যে আবার উবাঈ-বিন-কাব ছিলেন প্রধান কাতিব। তিনি উপস্থিত থাকলে অন্য কেউ লেখার অনুমতি পেতেন না।[৭০] বিভিন্ন সূত্র স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে যে, তাঁর অবর্তমানে যায়দ বিন সাবিত ওহী লিখতেন।[৭১] আল-হুরায়নী, নাওয়াবী, ইব্‌ন আবদু'ল বারর ও বুখারীর মত পরবর্তী পর্যায়ের পন্ডিতগণ একমত হন যে হিজরতের পর যায়দ বিন সাবিত সকল অবস্থায় নবী (সাঃ) এর সাহচর্যে

থাকতেন এবং সে কারণেই যে কোন লোকের তুলনায় তিনি নানা পত্র, দলিল ও ওহী লেখার অধিকতর সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর মুয়াবিয়াহ এমনি ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে নবী (সাঃ) এর পিছে পিছে থাকতেন যে ওহী লেখার প্রশ্নে কেউই তাঁর সমতুল্য ছিলেন না।[৭২]

মাজমূআত আল-ওয়াসাইক পুস্তকের দলিল সমূহ পর্যবেক্ষণ করলে কিছু চমকপ্রদ দিক উদঘাটিত হয়। এতে নবী (সাঃ)-এর যুগের ২৪৬টি পত্র রয়েছে। এর মধ্যে আরব শাসক, প্রধান ও বিদেশী রাজপুরুষদের উদ্দেশ্যে লেখা ও প্রেরিত কিছু পত্র অন্তর্ভুক্ত। তবে বেশ কিছু দলিল রয়েছে যার প্রকৃত বিষয় বস্তু লিপিবদ্ধ হয়নি। যাহোক, মাত্র ৭৪টি দলিলের লেখকের নাম উল্লেখিত আছে। নিচে তার বিবরণ উপস্থাপিত হলোঃ

	কাতিবদের নাম	দলিলের সংখ্যা
১.	আলী বিন আবী তালিব	১২
২.	উবায়য়ি বিন কাব	১১
৩.	মুয়াবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ান	১১
৪.	খালিদ বিন সাঈদ	৯
৫.	আল মুগিরাহ বিন শুবাহ	৭
৬.	আল-আলা বিন উকবাহ	৫
৭.	আরকাম বিন আরকাম	৪
৮.	সাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস	৪
৯.	উসমান বিন আফ্ফান	২
১০.	শুরাহবীল বিন হাসানাহ	২
১১.	জুহায়ম বিন আল-সাল্ত	২
১২.	আল-আলা বিন আল-হাযরামী	২
১৩.	আব্দুল্লাহ্ বিন যায়দ	১
১৪.	আব্দুল্লাহ্ বিন আবী বকর	১
১৫.	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	১
১৬.	আল-যুবায়র বিন আল-আওয়াম	১

তথ্যগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ওপরে উল্লেখিত লেখকদের সম্পর্কে বক্তব্য বাস্তব বলে প্রমাণ করে। যায়দ বিন সাবিতের নাম লক্ষণীয় ভাবে বাদ পড়েছে। একটি দলিলেও তাঁর নাম দৃষ্ট হয় না। দৃশ্যত এর কারণ ছিল এই যে, তিনি ওহী, ফারাইয, এবং সুহমান[৭৩] (উত্তরাধিকার ও যুদ্ধলব্ধ অংশীদারীত্ব বিষয়) লেখার সঙ্গেই অধিকতর জড়িত ছিলেন।

অন্য ধরণের দলিলসমূহের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক পত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। প্রাথমিক যুগের কিছু লেখকের দাবীর ভিত্তিতে মনে হয় সাধারণত আলী বিন আবী তালিব কর্তৃক চুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ হতো।[৭৪] তাৎপর্যবহ যে, নবী (সাঃ)-এর প্রথম দিকে চুক্তিগুলোর তথ্যবলী অদ্যাবধি বিদ্যমান। ফলে সে সবের মাধ্যমে এ দিকটির বাস্তবতা প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ স্বরূপ কুরায়শ[৭৫] (অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি) ও মাকনার জনগণ[৭৬] বনূ যিয়াদ, বাল হারিস,[৭৭] হামাদানের[৭৮] এক

গোত্র প্রধান উমায়র,[৭৯] তামীম গোত্রের[৮০] আহমার বিন মুয়াবিয়াহ এবং আশজা[৮১] নুয়ায়ম বিন মাসউদ–এদের সবার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি লিখেছেন আলী। উপরে বর্ণিত ১৬ জন[৮২] কাতিবের সবাইকে এ ধরনের কাতিবের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কেননা তাঁরা সবাই কোন না কোন চুক্তি বা নিরাপত্তামূলক পত্র লেখায় নিয়োজিত ছিলেন। আবূ বকরের মাওলা আমীর বিন ফুহায়রাহ্র এ তালিকা থেকে বাদ পড়াটা এক লক্ষণীয় ভুল। হিজরত উপলক্ষে চলার পথে তিনি সুরাকা বিন মালিক আল–মুদলিজীর নিকট নিরাপত্তামূলক পত্র লিখেছিলেন।[৮৩]

কাত্তানীর বর্ণনা মতে আবদুল্লাহ্ বিন আরকাম ও যায়দ বিন সাবিত বিদেশী শাসক, গভর্নর ও ইসলামী শক্তির আমীরদের বরাবরে পত্র রচনার দায়িত্ব আনযাম দিতেন।[৮৪] বিভিন্ন শাসকের নিকট প্রেরিত পত্রগুলোতে (যা এখনও বর্তমান) অবশ্য কোন কাতিবের নামের উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে আল–মাদানীর বর্ণনা মতে মুয়াবিয়াহ নবী (সাঃ) ও আরবদের[৮৫] মধ্যকার বনূ কুররাহ্, নাজরানের খৃষ্টান রাবিয়া বিন যি আল–মারহাব, হাযরামাওতের ওয়াইল বিন হুজ্র–এদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিসহ্ সম্ভবত আরও কিছু চুক্তি সবই তাঁর দ্বারা লিখিত হয়।[৮৬] ইক্তাস পত্র সমূহ মাজমূয়াত আল–ওয়াসাইকে বর্ণিত হয়েছে। আলী, মুয়াবিয়াহ্, খালিদ বিন সাঈদ, আল–আরকাম, আল–আলা বিন উকবাহ্, ইয়াযীদ বিন আবী সুফিয়ান, মুগিরাহ্, জুহায়ম বিন আল–সাল্ত, কায়স বিন শাম্মাস এবং উবায়য়ি বিন কাব কর্তৃক এ সব রচিত হয়েছিল।[৮৭] পণ্ডিতরা এটাও দাবী করেন যে, আল–হুসায়ন বিন নুমায়র এবং আল–মুগিরা বিন শুবাহ নবী (সাঃ) এর বিশেষ বিষয়সমূহ লিখতেন। আল–যুবায়র বিন আল–আওয়াম ও জুহায়ম বিন সাল্ত সাদাকাত বিষয়ে; হুযায়ফাহ বিন আল–ইয়ামান কৃষি উৎপাদন এবং শুরাহবীল বিন হাসানাহ বিভিন্ন রাজার নিকট পত্র রচনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[৮৮]

এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় পত্র সমূহের নথিবদ্ধকরণ ও প্রেরণের পদ্ধতি সম্পর্কে দু–একটি কথা বলা যায় যে যখনই প্রয়োজন হয়েছে নবী (সাঃ) কোন কাতিবকে ডেকেছেন। লেখার সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথা কলম, কালি, লেখার কাগজ (আল–সাহীফা), লেখার উপযোগী চামড়ার মোটা কাগজ (রাকক) বা চামড়া (আদাম) ইত্যাদি সহ উপস্থিত হতেন।[৮৯] বিষয়বস্তু নবী (সাঃ) নির্দেশ করতেন বলে কাতিব তাঁর সম্মুখে বসতেন। দলিল–পত্রসমূহ সাধারণত বিসমিল্লাহ্[৯০] শিরোনাম দিয়ে শুরু হতো। অতঃপর স্থান পেত প্রেরকের নাম এবং যথোপযুক্ত স্থানে উপাধিসহ প্রাপকের নাম ও ঠিকানা।[৯১] একটা ক্ষুদ্র ভূমিকার পর লেখা হতো মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ভূমিকায় সাধারণত থাকতো যে চিরাচরিত শব্দগুচ্ছ আম্মা বাদ বা অন্য শব্দরাজী যা' খোদায়ী রহমত আনয়ন করে বা ইসলামী বিশ্বাসকে বুলন্দ করে। সাধারণত দলিল পত্রগুলো ওয়া আস–সালাম (অর্থাৎ খোদায়ী রহমতের সঙ্গে) দ্বারা সমাপ্ত হতো। অতঃপর থাকতো লেখক /লিপিকারের নাম। সবশেষে নবী (সাঃ)–এর সীলমোহরের ছাপ দেয়া হতো।[৯২] এ সীলমোহরটি একটি রূপার আংটি ছিল। ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে /৬২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে যখন নবী (সাঃ) বিদেশী শাসকদের নিকট পত্র প্রেরণের ইচ্ছা করলেন, তখনই প্রথম সেটি তৈরী বা তার ব্যবহার শুরু হয়।[৯৩] সীলমোহরটির মধ্যে মুহাম্মাদ রাসূল আল্লাহ্ শব্দ কটি নিচ থেকে উপরে দিকে সাজান ছিল অর্থাৎ সর্বনিম্নে প্রথম শব্দ মুহাম্মাদ এবং সর্বউর্ধ্বে শেষ শব্দ আল্লাহ্ বিদ্যমান ছিল।[৯৪] বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী নবী (সাঃ) এর সীলমোহর হিফাজতের জন্য কমপক্ষে একজন হিফাজতকারী নিয়োজিত ছিলেন। বুখারী তাঁর তারীখ পুস্তকে বলেন যে, মুআয়াকিব বিন আবী ফাতিমাহ আল–দাওসী 'সাহিব আল–খাতাম' হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। নবী (সাঃ) মোহরটি না চাইলে সেটি তাঁর হিফাজতেই থাকতো। এ থেকে মনে হয় সাধারণত তিনি সেটি ব্যবহার করতেন না। এ বর্ণনার বিষয় উস্দও[৯৫] সমর্থন দিয়েছে। আল–ইক্দ আল–ফারীদের লেখক তাঁর একটি বর্ণনায় বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে 'সাহিব আল–খাতাম' হিসাবে হানযালাহ বিন আল–রাবী আল–আসাদীর নাম তিনি উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন[৯৬]

নবী (সাঃ) সচিবদের সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত করার পূর্বে মুয়াযযিন হিসাবে সমধিক পরিচিত আবিসিনিয়ার বিলাল সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। সম্ভবত তিনিই ছিলেন শব্দটির শাব্দিক তাৎপর্য অনুযায়ী সকল সচিবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ, সকল অবস্থায় তিনিই নবী (সাঃ) এর সাহচর্যে থাকতেন। বিভিন্ন বর্ণনা মতে নবী (সাঃ) এর প্রায় সকল ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিলাল দায়িত্ব পালন করতেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ এ দিকটিকে স্পষ্ট করবে। রাসূল (সাঃ) এর পারিবারিক বিষয়গুলো যেমন, প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়, ঋণের ব্যবস্থা ও পরিশোধ, অতিথিদের আপ্যায়ন এবং এ ধরনের আরও অনেক কাজ বিলাল সম্পাদন করতেন।[৯৭] ওয়াকিদী ও তাবারীর[৯৮] মতে তিনি সালাত সম্পাদনের সময় সম্বন্ধেও নবী (সাঃ) কে জ্ঞাত করতেন। পরবর্তী লেখকরা এটাও বলেন যে, বিলাল তাঁর ওজুর পানি আনা, সুতরাহ বা নিদের্শ ফলক[৯৯] হিসাবে বর্শা স্থাপনের[১০০] (সালাতরত অবস্থায় সম্মুখ দিয়ে চলাচল বন্ধের জন্য ইমামের সম্মুখের চিহ্ন) দায়িত্বও পালন করতেন।

উস্‌দ উল্লেখ করে যে, তিনি নবীর (সাঃ) কোষাধ্যক্ষ[১০১] হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতেন। বিভিন্ন লেখক তাঁর বর্ণনা বিনা দ্বিধায় অনুমোদন করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক ও আরও কয়েকজন লেখকের মতে যাত আল-রিকা অভিযান কালে এক উকিয়া (৪০ দিরহাম) দ্বারা নবী (সাঃ) একটি উট ক্রয় করেছিলেন এবং বিলালকে আরও কিছু বাড়তি অর্থসহ তার মূল্য পরিশোধ করতে বলেন। বিলাল নবী (সাঃ)-এর এই নির্দেশ যথারীতি পালন করেন।[১০২]

সম্ভবত নবীর (সাঃ) নির্দেশে বিলাল জনগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণও করতেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি জিরানাহতে আবূ সুফিয়ান ও তাঁর দুইপুত্র ইয়াযীদ ও মুয়াবিয়াকে ৪০ উকিয়া রৌপ্য ও ১০০ উট পুরস্কার দিয়েছিলেন।[১০৩] ওয়াকিদীও বলেন, বিলাল সকল অবস্থায় নিজের সাথে রৌপ্য মুদ্রা রাখতেন এবং যখনই নবী (সাঃ) নির্দেশ করতেন তখনই মুসলমানদের মধ্যে সে সব বিতরণ করতেন।[১০৪] অনুরূপভাবে তিনি বনূ তামীমের প্রতিনিধিদলের সদস্যদেরকে পুরষ্কার (জাওয়াইয) প্রদান করেছিলেন।[১০৫] ফাদাক ও বাহ্‌রায়নের[১০৬] ঘটনা থেকে ধারণা করা যায় যে, তিনি সরকারি অর্থ বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা থেকে কর (খারাজ) ও দান হিসাবে এসব অর্থ আদায় করা হতো।

সম্ভবত তিনি নবী (সাঃ) এর স্থায়ী ঘোষক (মুনাদী) হিসাবেও কাজ করতেন। হামরা আল-আসাদ ও বনূ কুরায়যাহর বিরুদ্ধে অভিযান চলাকালে তিনিই ঘোষণা করেছিলেন যে, মুসলমানদের কর্তব্য হবে দুশমনদের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া এবং শত্রু নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করা।[১০৭] খায়বার অভিযান কালে নবী (সাঃ) এর অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর পূর্ব নির্দেশ বাতিল ঘোষণা করেন। অবরুদ্ধ শত্রু এলাকার খেজুর বৃক্ষ মুসলিম বাহিনী কর্তৃক কর্তন না করার নির্দেশ তিনিই ঘোষণা করেন।[১০৮] হুনায়ন অভিযানেও তিনি একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন।[১০৯] এসব সাময়িক পুনারাবৃত্তিক ঘোষণা ছাড়াও যখনই প্রয়োজন হত কিংবা যখন বিশেষ জরুরী অবস্থায় নবী (সাঃ) মুসলিম জামায়াতের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে চাইতেন তখনই, হযরত বিলাল মুসলমানদেরকে মদীনার মসজিদে জমাতবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা জারী করতেন।[১১০]এছাড়াও বিলাল নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর নানাবিধ কাজকর্মসমূহের আনযাম নিতেন। উদারণ স্বরূপ বনূ সালাবাহ ও মুহারিবদের বিরুদ্ধে যূ আমার অভিযান কালে দুশমনদের মধ্যকার ধর্মান্তরিত নব্য মুসলমানদের জন্য তিনি আতিথেয়তাও করেছেন।[১১১] সম্ভবত নবী (সাঃ) এর পক্ষ থেকে তিনি স্থায়ী মেযবান ছিলেন। সাকীফ, তামীম[১১২] ইত্যাদি প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে যাঁরাই নবী (সাঃ)

www.pathagar.com

এর নিকট আসতেন তাঁদেরই আতিথেয়তার আনযাম তাঁকেই করতে দেখা গেছে। এ থেকেই উক্ত ধারণা সত্য বলে মনে হয়। খায়বার অভিযানের সময় নবীর (সাঃ) নতুন বিবাহিত স্ত্রী সাফিয়াকে তাঁর শিবিরে (রাহল)[১১৩] আনয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বিলালের ওপর আরোপিত হয়েছিল। দূমাত আল-জান্দাল অভিমুখে সারিয়াহর (যুদ্ধ যাত্রা) পূর্ব মুহূর্তে নবী (সাঃ) মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবদু'র-রহমান বিন আওফকে পতাকা দেওয়ার জন্য বিলালকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১৪] মক্কার পতনের পর নবী (সাঃ) কাবা ঘরের রক্ষকের নিকট থেকে এর চাবি আনয়নের জন্য বিলালকে প্রেরণ করেন।[১১৫] আরও অন্যান্য অনেক ঘটনা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে বিলাল মহানবীর (সাঃ) দাপ্তরিক কাজকর্মে এক উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। এই আলোচনার পর ৪৪ জন কাতিবের একটি তালিকা পেশ করা হলো যা' তাঁদের আঞ্চলিক ও গোত্রীয় পরিচয় তুলে ধরে ঃ

অঞ্চল	গোত্র/পরিবার	কাতিবের সংখ্যা
মধ্য আরব	১. কুরায়শ	২২
	ক. হাশিম	১
	খ. উমাইয়াহ	৭
	গ. মুত্তালিব	১
	ঘ. মাখযূম	৩
	ঙ. যুহরাহ	২
	চ. তায়ম	৩
	ছ. আদী	১
	জ. সাহম	১
	ঝ. আমির বিন লুআয়য়ী	২
	ঞ. আদরাম	১
	২. খাযরাজ	৬
	৩. আওস	২
	৪. আনসারী (অশনাক্তকৃত)	১
পূর্ব আরব	৫. সাকীফ	১
পশ্চিম আরব	৬. আসলাম	১
	৭. দাওস	১
উত্তর আরব	৮. উযরাহ	১
দক্ষিণ আরব	৯. কিন্দাহ	১
	১০. ধর্মান্তরিত খৃস্টান	১
	১১. হাযরামাওত	১
অবশিষ্ট আরব	১২. তামীম	১
	১৩. অজ্ঞাত	৫
মোট	১৩ গোত্র	৪৪ জন

www.pathagar.com

৪. রুসূল (দূত বর্গ)

প্রাক-ইসলামী যুগে মক্কায় গোত্রীয় শাসন-কাঠামোর মধ্যেও দৌত্যকর্ম (সিফারাহ) সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপেই পরিচিত ছিল।[১১৬] প্রথাগত ভাবে বহু কাল পূর্ব থেকে কুরায়শ গোত্রের বনূ আদী পরিবারের লোকেরাই এ পদে নিযুক্তি পেয়ে আসছিলেন এবং ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারাই তা বহাল রেখেছিলেন। উমর বিন আল-খাত্তাব যুবক হলেও তার গোষ্ঠীতে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন এবং কথিত হয়ে থাকে যে তিনিই ছিলেন এ পদে সমাসীন শেষ ব্যক্তি। এভাবে আরবের অন্যসব গোত্রের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের বিষায়টিতে তিনিই কুরায়শদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। যেহেতু সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে বিস্তারিত তথ্যের অভাব রয়েছে এজন্যে দৌত্যকর্মের কার্য প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের তেমন বড় কিছু জ্ঞান নেই।[১১৭]

যা হোক বিভিন্ন ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় ইসলামী রাষ্ট্র মুশরিক আবরদের নিকট থেকে সিফারাহ রাষ্ট্র দূতের কার্যক্রম উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং নতুন মাত্রা যোগ করে একে উন্নত করেছে। সিফারাহ নামক পুরাতন প্রতিষ্ঠানটি যা ইসলামী যুগে রিসালাহ (দূতাবাস) নাম ধারণ করেছে সেটি একদিক থেকে ইসলামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্থক্য রাখে। মক্কার গোত্রপতিদের সামনে এ পদের স্থায়ী কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রে তদ্রুপ পদাধিকারী ছিলেন না। এর পরিবর্তে সেখানে ছিল বিরাট সংখ্যক কূটনৈতিক ও দূত। বস্তুত দূতদের এ ধরণের স্থায়ী নিযুক্তির কারণ ছিল তাঁদের কাজের জটিল প্রকৃতি ও গভীরতা।

উত্তম দূত তৈরী জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী সম্বন্ধে কোন সূত্রে স্পষ্ট ভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু সে সম্বন্ধে অনুমান করা তেমন কঠিন কিছু নয়। কাত্তানী পুরো একটি অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তাঁর সে দীর্ঘ বর্ণনায় একজন উত্তম দূত তৈরীর জন্য কমপক্ষে চারটি পূর্বশর্তের উল্লেখ রয়েছে। সে সব হচ্ছেঃ উচ্চমাত্রায় বুদ্ধিমত্তা, বাকপটুতা, আকর্ষণীয় চেহারা এবং যে এলাকার জন্য নির্দিষ্ট সে এলাকার ভাষায় উত্তম জ্ঞান ও কথা বলবার ক্ষমতা।[১১৮] চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী নবী (সাঃ) দূতদের যাত্রাকালে সব সময় উপদেশ প্রদান করতেন নমনীয় ও দয়ার্দ্রহৃদয় হবে, বিরোধ ও কর্কশতা থেকে দূরে থাকবে, বিষয়সমূহকে সহজ করবে-কঠিন করবে না, শুভসংবাদ জ্ঞাত করবে, ঘৃণা ছড়ান থেকে বিরত থাকবে এবং পার্থক্য সৃষ্টি করবে না।[১১৯]

কাত্তানী মুসলিম দূতাবাসসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং পৃথক শিরোনামে সে সবের বর্ণনাও দিয়েছেন। তাঁর মতে জনতাকে ইসলামের পথে আহ্বান, চুক্তি ও সন্ধি সম্পাদন, নিরাপত্তা দানের প্রয়োজনে রাজাদেরকে তাঁদের নিজ নিজ দেশে অবস্থানরত মুসলমানদেরকে প্রেরণের মাধ্যমে সংবাদ জ্ঞাপন, একজন ইমামের সাথে মুসলিম মহিলার বিবাহ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজাদেরকে বলা, তাঁদের মাধ্যমে উপহার প্রেরণের অভিপ্রায়ে অথবা যুদ্ধরত শাসককে তাঁর পৌত্তলিকতার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান করতে দূতদেরকে প্রেরণ করা হতো[১২০] অবশ্যই এ শ্রেণী বিন্যাস ছিল না প্রয়োজনীয়, না ব্যাপক। পরবর্তীতে নবী (সাঃ) এর বেসামরিক প্রশাসনের কাঠামোর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি সংগতিপূর্ণ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দেয়ার প্রয়াস চলবে।

www.pathagar.com

নথিপত্র থেকে জানা যায়, কয়েকটি সামরিক ও আধা সামরিক অভিযান কালে ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম দূত নিযুক্ত হন। তবে এই সঙ্গে 'রুসূল' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়নি। সম্ভবত, ইতিপূর্বে কিছু সংখ্যক দূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উল্লেখ দেখা যায় না। যা হোক, এ প্রসঙ্গে প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করি তৃতীয় হিজরী / ৬২৫ খৃষ্টাব্দে। সেটা ঘটেছিল বনূ আল-নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযানে যখন রাসূল (সাঃ) এর সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য মুহাম্মদ বিন মাসলামাহকে দূত হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল।[১২১] দু'বছর সম্মিলিত আরব শক্তিসমূহ যখন মদীনা অবরোধ করে তখন তিন মুসলিম দূত আওস গোত্রের সাদ বিন মু'আয, খাযরাজ গোত্রের সাদ বিন উবাদাহ ও আবদুল্লহ্ বিন রাওয়াহা[১২২] বনূ কুরায়যাহ গোত্রের নিকট প্রেরিত হন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের সঙ্গে অতীতে সম্পাদিত চুক্তি সম্বন্ধে বনূ কুরায়যাহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণকারীদের সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাহায্য না করার প্রশ্নে সাবধান বাণী শোনান যার প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তারা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিল।[১২৩] হুদায়বিয়া অভিযান চলাকালে এক এক করে কমপক্ষে তিনজন দূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। যখনই মুসলিম হজ্জ যাত্রীগণ সেখানে পৌঁছলেন তখন পবিত্র নগরীতে মুসলমানদের প্রবেশ করার অনুমতি আদায়ের জন্য খুযাআহ গোত্রের খিরাশ বিন উমাইয়াকে মক্কায় গোত্রীর প্রধানদের নিকট প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল যেন তারা উমরাহ্ পালন করতে পারে । কিন্তু এ মিশন ব্যর্থ হয়।[১২৪] সম্ভবত কিছু দিন পর উমরের উপদেশে উসমান বিন আফ্ফান একটা শন্তি চুক্তি সম্পাদনের অভিপ্রায়ে মক্কায় প্রেরিত হন। তবে তাঁর দৌত্যকর্মও বিফল হয়।[১২৫] চূড়ান্ত পর্যায়ে, মক্কার দুটি প্রতিনিধি দলের চুক্তির শর্তসমূহ[১২৬]সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছতে ব্যর্থতার পর সুহায়ল বিন আমর-ও হুওয়াইতিবের নেতৃত্বে বিষয়টির নিস্পত্তি ঘটে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে দৌত্যকর্ম সম্পাদনের জন্য আলী বিন আবী তালিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। বস্তুত পক্ষে আল-হুদায়বিয়ার বিখ্যাত সন্ধি চুক্তি এসব আলোচনারই ফল।[১২৭]

৭ম হিজরীর মুহাররম/ ৬২৮ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে, ইব্ন হিশামের[১২৮] মতে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশের রাজাদের এবং আরব উপদ্বীপের সীমান্ত এলাকার শাসকদের নিকট কয়েকজন দূত প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রামাণ্য বিভিন্ন গ্রন্থের সম্মিলিত বিবরণী অনুযায়ী বিদেশী শাসকদের নিকট পাঁচজন দূতকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁরা হচ্ছেন-যথাক্রমে রোমক সম্রাটের নিকট প্রেরিত দিহয়াহ বিন খালীফা আল-কালবী, ইরানের কিসরার (খসরুর) নিকট আবদুল্লাহ্ বিন হুযায়ফা আস-সাহমী; অবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর (নেগাস) নিকট আমর বিন উমাইয়া আল-যামুরী, মিশরের বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট হাতিব বিন আবী বালতাহ এবং সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের (তুখমু'ল-শাম) রাজার নিকট শুজা বিন ওয়াহাব আল-আসাদী। ইব্ন সা'দের মতে, সালিত বিন আমর আল-আমিরী প্রেরিত হয়েছিলেন আল-ইয়ামামাহর দু'জন রাজার নিকট। তিনি এবং উপরোক্ত ছয়জন একই দিনে মদীনা থেকে রওনা হয়েছিলেন।[১২৯] নবী (সাঃ) এর পত্র সমূহের বিষয়বস্তু[১৩০] এবং লেখকদের[১৩১] বর্ণনাসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে উল্লেখিত ছয় জন দূতই বিদেশী শাসকদের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরিত হন। ভিন্ন কথায়, তথা রাজনৈতিক ভাষায় বলতে গেলে দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য যদি ধর্মান্তরকরণ না হয়ে থাকে, তবে তা ছিল বিদেশী শাসকদের সঙ্গে কমপক্ষে একটা সুসম্পর্ক স্থাপন ও আপস-রফায় পৌঁছবার প্রয়াস। এসব মিশন অবশ্য যে সকল শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে সাধারণভাবে তাঁদের সবার মধ্যে বিরাট সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। তবে ইরানের সম্রাট কিসরা এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিন নবী (সাঃ) এর পত্র

www.pathagar.com

শুধু টুকরো টুকরো করে ছিড়েই ফেলেন নি বরং নবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করার চিন্তাভাবনাও করেছিলেন। কিন্তু তা আর হতে পারেনি। কেননা নিজ পুত্রের হাতেই তিনি নিহত হন।[১৩২]

এসব ছাড়াও বিভিন্ন সূত্রে আরও কিছু দূতাবাসের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মতে, আল-আলা বিন আল-হাযরামী, আমর বিন আল-আস আস-সাহমী এবং আল-মুহাজির বিন আবী উমাইয়াহ আল-মাখযূমী একই উদ্দেশ্যে যথাক্রমে বাহরায়ন, উমান ও হিময়ার (আল-ইয়ামান) এর রাজাদের সমীপে পৌছেন।[১৩৩] ইব্ন সা'দ[১৩৪]-এর বর্ণনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রথমোক্ত দু'জন ৮ম হিজরী/৬৩০ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। শেষোক্ত জনকে কিছুদিন পর পাঠান হয়েছিল।

যদিও ভুলবশত বিশ্বাস করা হয় যে, সাধাণরভাবে তাঁরাই হচ্ছেন ঐ সব দূত নবী (সাঃ) যাঁদেরকে বিভিন্ন শাসকের নিকট প্রেরণ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎসের সযত্ন পর্যালোচনা এ সত্যই উদঘাটন করে যে, পরবর্তী বছর সমূহে আরও অনেক দূত প্রেরিত হয়েছিল। ৯ম হিজরী/৬৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে কমপক্ষে ৭ জন দূত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হন। মাত্র ৫ জনের নাম উল্লেখ করে ইব্ন সাদ বলেন যে, নুমায়র বিন খারাশাহকে তাইফস্থ তাঁর লোকদের মধ্যে, বকর বিন ওয়াইল গোত্রের নিকট যিবয়ান বিন মারসাদ আল-সাদূসীকে বুসরার অধিপতির নিকট; হারিস বিন উমায়র আল আযদীকে; আবী রাবীয়াহ আল মাখযূমীকে হিময়ার এবং দিহয়াহ বিন খালীফাহ আল-কালবীকে নাজরানের[১৩৫] বিশপ যাগাতির আল-উসকুফির নিকট প্রেরণ করা হয়। বাকী দু'জন সম্বন্ধে উস্দ উল্লেখ করে যে, আল-কামাহ বিন ফাগওয়া আল-খুযাঈ এবং তাঁর ভ্রাতা আমর কিছু অর্থসহ মক্কার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আবূ সুফিয়ানের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র কুরায়শদের[১৩৬] মধ্যে এই অর্থ বিতরণ করে দেওয়া।[১৩৭] অনুরূপভাবে হুদায়বিয়া ও মক্কা বিজয়ের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে আমর বিন উমাইয়াহ আল-যামুরীও নবী (সাঃ) কর্তৃক প্রেরিত হন।[১৩৮]

রাসূল (সাঃ) এর জীবনের অন্তিম বছরটিতে তথা দশম ও একাদশ হিজরী/৬৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে সর্বাধিক সংখ্যক ১৬ জন দূত পাঠান হয়েছিল। তাঁদের প্রায় সবার নাম উস্দ উল্লেখ করে; কিন্তু অল্প কয়েক জনের নাম অন্যান্য উৎস গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। ইব্ন সা'দ দুটি দূতাবাসের বিষয় উল্লেখ করেন। বনূ হানিফার ভণ্ড মুসায়লামাহর নিকট পেরিত আমর বিন উমাইয়া আল-যামুরী এবং আল-কু'লা ও আল-যুলায়ম[১৩৯]-এর রাজ পুরুষদের নিকট প্রেরিত জারীর বিন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী ছিলেন উক্ত দূতাবাসের অন্তর্ভুক্ত। অথচ তাবারী তাঁদের মধ্যকার ৮ জনের নাম উল্লেখ করে বলেন যে, জারীর বিন আবদুল্লাহ্র দৌত্যকর্ম গ্রহণের পর অতি শীঘ্র দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৭জন দূত প্রেরণ করা হয়। তাঁরা ছিলেনঃ ইয়ামানের আবনাতে প্রেরিত ওয়াবর বিন উনায়স আল-খুযাঈ; সুমামাহর (বনূ হানিফার একজন মুসলিম গোত্র প্রধান) নিকট প্রেরিত ফুরাত বিন হায়য়ান আল-ইজলী, যুদ ও মাররানের যুবরাজদের নিকট প্রেরিত আকরা বিন আবদুল্লাহ আল-হিময়ারী, বনূ আমীরের নিকট প্রেরিত সালসাল বিন শুরাহবীল; বনূ ওয়ায়ল ও আসাদ গোত্রের উপগোত্র বনূ সায়দার নিকট প্রেরিত যিরার বিন আল-আযওয়ার আল-আসাদী এবং নিজ নিজ গোত্রের লোকদের নিকট প্রেরিত নুআয়ম বিন মাসঊদ আল-আশযাঈ ও যিয়াদ বিন

www.pathagar.com

হানযালাহ আল-তামীমী। এর বাইরে আরেক জন দূতের নাম হচ্ছে জারীর বিন আবদুল্লাহ্[১৪০]। বাকী দূতবর্গের নাম যা' শুধু উস্‌দে লক্ষ্য করা যায় সে সব সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টে দৃষ্ট হবে।[১৪১]

এখানে নবীপাক (সাঃ) ও প্রতারক মুসায়লামাহর নিকট প্রেরিত দূতসমূহের একটি সমন্বিত বিবরণীর প্রয়োজন রয়েছে। এটি সাধারণভাবে আরব গোত্রসমূহের প্রতি এবং বিশেষ করে ভণ্ড নবী সম্বন্ধে নবী করীম (সাঃ) এর নীতি-কৌশলের কিছু দিক সম্বন্ধে এক চমকপ্রদ বিষয় জ্ঞাত করায়। লক্ষ্য করা যায় যে, এ প্রসঙ্গে প্রথম দূত ছিলেন, আমর বিন উমাইয়া আল-যামুরী। দশম হিজরীর শেষ দিকে এবং ৬৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম পর্যায়ে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি নবী (সাঃ) এর পত্র মুসায়লামাহ্‌র নিকট পৌঁছান বলে কথিত হয়ে থাকে। যে পত্রে আরবকে সমান ভাগে ভাগ করে দুজনের দ্বারা শাসন করার মুসায়লামার প্রস্তাব নবী (সাঃ) সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।[১৪২]

বালাযূরীর ধারণামতে[১৪৩] সম্ভবত এই দূত প্রেরণের পর মহানবী (সাঃ) আরও দু'জন দূত প্রেরণ করেছিলেন, যাদের নাম যথাক্রমে হাবীব বিন যায়দ আল-খাযরাজী ও আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব আল-আসলামী। উদ্দেশ্য ছিল মুসায়লামাহকে তার ইসলামী রাষ্ট্র বিরোধী যুদ্ধং দেহী আচরণ নিরুৎসাহিত করা।[১৪৪] কিন্তু বড়ই বিয়োগান্তক ভাবে এ দৌত্যকর্ম বিফল হয়। কারণ, প্রতারক মুসায়লামাহ দূত হাবীবকে অত্যাচার করে হত্যা করে। অন্য জন কোন প্রকারে পালিয়ে মহানবী (সাঃ) কে ঘটনা অবগত করেন।[১৪৫] অতঃপর তাবারী[১৪৬] যেমন বর্ণনা করেন যে মহানবী (সাঃ) ফুরাত বিন হায়য়ান আল-ইজলীকে বনূ হানিফাহর ঈমানদার মুসলিম গ্রোত্র প্রধান সুমামাহর নিকট প্রেরণ করেন যেন তিনি মুসায়লামাহ বিন কাজ্জাবকে ধ্বংস করেন। এ দৌত্যকর্ম সম্পূর্ণ রুপে না হলেও আংশিক সফল অবশ্যই হয়েছিল। কারণ এতে বনূ হানিফাহর একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে মুসায়লামাহর সাথে সম্পর্কচ্যুত করা সম্ভবপর হয়েছিল।[১৪৭] ইয়ামানের আবনা প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে ওয়াবর বিন উনায়স-এর বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। সেটা ছিল একই শ্রেণীভুক্ত। এই দৌত্যকর্মের মাধ্যমে নবী (সাঃ) পারস্যের অভিজাততন্ত্রকে আল-ইয়ামানের প্রতারক আল-আসওয়াদ আল-আনসীর অনুরূপ বর্বরতা ত্যাগ করার আহ্বান জানান। এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়। কেননা আবনা আল-আসওয়াদের বিরুদ্ধে একটি দল হিসাবে দণ্ডায়মান হয় এবং কিছু আরব গোত্রের সাহায্যে তাকে হত্যা করে।[১৪৮]

মক্কার পলাতকদের জন্য নিরাপত্তা মঞ্জুরকারী দূতদের কাত্তানী তাঁর শিরোনামের এক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, মক্কার পতনের পর দু'জন ব্যক্তি উমায়র বিন ওয়াহাব ও উম্মে হাকীম দূত হিসাবে সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ (এবং অপর এক সূত্র অনুযায়ী তাঁর পুত্র ওয়াহাব বিন উমায়রকেও) এবং ইকরামাহ বিন আবু জাহলকে নিরাপত্তা দান করেন।[১৪৯] তবে আল হাফিয আল-ইরাকী কর্তৃক নবীর (সাঃ) দূতদের যে তালিকা তৈরী করা হয়েছিল সেখানে এসব অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[১৫০] তাঁর তালিকায় ১৭ জন দূতের নাম রয়েছে। এছাড়া অনেক,অপরিচিত ও নাম না-জানা ব্যক্তি ও কিছু সংখ্যক গোত্র প্রধানের যেমন ফারওয়া বিন আমীর আল-জুযামী, বনূ আমরের হিময়ার, হাদাস/লাখম গোত্রের মুসলমানগণ খালিদ বিন যিমাদ আল-আযদী, আমর বিন হাযম, তামীম/ আওসের য়াযীদ বিন আল-তুফায়ল ও বনূ যিয়াদ বিন আল- হারিস-এর নিকটও দূত প্রেরণ করা হয়েছিল।[১৫১]যাহোক নিচে গোত্রের পেশকৃত তালিকায় ৩৮ জনের ৪২টি নিযুক্তি লক্ষ্য করা যাবে। এতে তাদের গোত্র ও আঞ্চলিক পরিচয় স্পষ্ট হবে।

www.pathagar.com

অঞ্চল	গোত্র/পরিবার	নিযুক্তি	ব্যক্তির সংখ্যা
মধ্য আরব	১.কুরায়শ	৭	৭
	(১) বনূ হাশিম	১	১
	(২) বনূ উমাইয়াহ	১	১
	(৩) বনূ সাহম	২	২
	(৪) বনূ মাখযূম	২	২
	(৫) বনূ আমির	১	১
	২. খাযরাজ	৩	২
	৩. আওস	২	২
উত্তর আরব	৪. কাল্ব	৩	২
	৫. লাখম	১	১
পূর্ব আরব	৬. গাতফান	১	১
	৭. হাওয়াযিন	৩	৩
	৮. খুযায়মাহ	২	২
পশ্চিম আরব	৯. খুযাআহ	৭	৭
	১০. কিনানাহ	৩	১
	১১. আয্দ	১	১
দক্ষিণ আরব	১২. বাজীলাহ	২	২
	১৩. হাযরামাওত	১	১
	১৪. হিময়ার	১	১
	১৫. সাদূস	২	২
বাকী আরব এলাকা	১৬. তামীম	১	১
অজ্ঞাত	–	২	২
মোট	১৬	৪২	৩৮

৫ বিভিন্ন ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা (কমিশনার গণ)ঃ

আমরা যতটুকু জানি যে কেন্দ্রে নবী (সাঃ) স্বয়ং প্রশাসনিক কিংবা অন্যান্য সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীদের নিকট কর্তৃত্ব ন্যস্ত করতেন। দুটি কারণে এ বিষয়টি জরুরী ছিল। প্রথমত দিন দিন জটিলতর রূপ ধারণ করা একটি বৃহত্তর সমাজের বিষয় সমূহকে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে নজর দেয়া বাস্তব ক্ষেত্রে একরূপ অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়ত তিনি এ বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন যে অন্য কোন বিষয় ছাড়াও তাঁর সাহাবী ও অনুসারীদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তোলা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাতে তাঁর তিরোধান উত্তর কালে তাঁরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট সৈনাপত্যের দায়িত্ব আরোপ, আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রশাসক ও গভর্ণর নিয়োগ এবং বহুসংখ্যক কর্মকর্তা ও প্রতিনিধির নিকট কর্তৃত্ব হস্তান্তরই বস্তুত তাঁর এ উপলব্ধি সম্বন্ধে প্রমাণ বহন করে। প্রায়শ বর্ণিত সে হাদীসটি[১৫২] যাতে নবী (সাঃ) মু'আয বিন জাবালের

www.pathagar.com

ইয়ামান যাত্রার পূর্বে তাঁর যোগ্যতা পরীক্ষা করেছেন তারও ইঙ্গিত প্রদান করে। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তিনি সাহাবীদের ডেকে তাঁর পক্ষে তাদের উপর দায়িত্ব পালনের ভার অর্পণ করেছেন। গভর্ণর ও স্থানীয় প্রশাসকদের মত এসব ব্যক্তিবৃন্দ স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা এবং সে' দায়িত্ব সমাপ্তির পর তাঁদের নিযুক্তিও শেষ হয়ে যেত।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সাধারণত অগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিস্পন্ন করার জন্য নিযুক্ত হতেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা বড় বড় দায়িত্বও পালন করতেন। ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সেদিকটি লক্ষ্য করি। বনূ কুরায়য়াহর বিরুদ্ধে সা'দ বিন মু'আযের সেই সর্বজন পরিচিত রায় যদি কখনো বাস্তব রূপ গ্রহণ করতো, তবে কোন কোন পণ্ডিত সন্দেহ করেন যে এর সঙ্গে জড়িত সকল কাহিনী বিরাট তাৎপর্যবহ ও ব্যাপক। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনটি বিভিন্ন ঘটনায় আলী বিন আবী তালিব মুসলিম সৈনিকদের দ্বারা অজ্ঞতাবশত নিহতদের পরিবারকে রক্তপণ দানের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। বনূ জাযীমাহ ও মক্কার লোকদের নিকট তিনি যথাক্রমে ৮ম হিজরীর শাওয়াল/৬৩০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে এবং ৮ম হিজরীর রমযান/৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পৌছেছিলেন।[১৫৩] ইতিপূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদি-উস-সানী ৬২৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি জুযামের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেছেন। যায়দ বিন হারিসাহ ভুলবশত তাঁদেরকে বন্দী করেছিলেন।[১৫৪]

দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকারী আচরণ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত-হই। ইসলামী রাষ্ট্র যখন পরম উৎকর্ষে পৌছেছিল এই ঘটনা দু'টি সেই সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাবূক অভিযানের অব্যবহিত পূর্বে কুরায়শ গোত্রের তায়ম পরিবারের তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্কে মুনাফিকদের আড্ডাখানা হিসাবে ব্যবহৃত একটি গৃহ ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।[১৫৫] অনুরূপভাবে অভিযানটির অব্যবহিত পরে কুরআনে[১৫৬] বর্ণিত মসজিদ-ই-যিরার ধুলিস্মাৎ করেন। কারণ সেটিও মুনাফিক ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হত।[১৫৭]

এসব সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রকৃতির অভিযান ছাড়াও কিছু লোককে তাদের অসদাচরণের জন্য শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উসদ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, আস্‌লাম গোত্রের জনৈক মহিলার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে তার স্বগোত্রের উনায়স বিন আল-যাহ্‌হাককে প্রস্তর নিক্ষেপ করে (রজম) হত্যা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।[১৫৮] এখানে উল্লেখ্য যে, একজন খৃষ্টান দেশের আইন মানতে অস্বীকার করলে উমর বিন খাত্তাব কে বিষয়টির নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং উমর তার অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।[১৫৯] একটি হাদীস অনুযায়ী দুই সহোদর ভ্রাতার মধ্যকার সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার মীমাংসার জন্য হানাযালা বিন আল-ইয়ামান নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১৬০] কাত্তানী আল-আলা বিন উকবাহ ও আরকামকে এ ধরনের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেন।[১৬১] ইসাবাহ বলে, প্রাক-ইসলামী আইনে অনুমোদিত রক্তভক্ষণকে হারাম ঘোষণার জন্য আবূ উমামাহ বাহিলীকে তার স্ব গোত্র বাহিলার লোকদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।[১৬২]

নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় নিয়োজিত কমিশনারদের এটাই পূর্ণ তালিকা নয়। এছাড়াও এসব থেকে আমরা ধারণা পাই যে, কি প্রকারে এবং কেন এসব কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরের পৃষ্ঠারসারণীতে জানা সকল ভারপ্রাপ্ত কর্মকতাদের (কমিশনারদের) গোত্রীয় ও আঞ্চলিক পরিচয় পাওয়া যাবেঃ

www.pathagar.com

অঞ্চল	গোত্র/পরিবার	বছর সমূহ				মোট
		৬২৭	৬৩০	৬৩১	৬২২-৩২	
মধ্য আরব	১. কুরায়শ	১	২	১	২	৬
	(১) হাশিম	১	২			
	(২) আদী				১	
	(৩) তায়ম			১		
	(৪) মাখযূম				১	
	২. আওস	১		২		= ৩
পশ্চিম আরব	৩. আসলাম				১	= ১
পূর্ব আরব	৪. গাতফান				১	= ১
	৫. বাহিলাহ				১	= ১
	৬. অনির্দিষ্ট				১	= ১
মোট	৫. গোত্র	২	২	৩	৬	= ১৩

৬. কবি ও বক্তাগণ (শুয়ারা ওয়া খুতাবা)

একজন আধুনিক পণ্ডিত আরবের গোত্রীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে কবি ও বক্তাদের অবস্থান ও গুরুত্ব সুন্দর এবং সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এ ভাষায় যে তাঁরা ছিলেন ‘‘জনতার বিবেকের হিফাজতকারী।” যেহেতু আরবরা ছিলেন “সবাক জনতা” যারা নিজেদের ভাষার প্রতি ছিলেন চরম গর্বিত, তেমনি তাদের কবি ও বক্তারাও সমাজে বিরাট সম্মান ও ভক্তিভাজন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। জনমত পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁরা খুবই পারদর্শী ছিলেন। আরবী সাহিত্যে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা সাক্ষ্য দেয় যে যুদ্ধ ও শান্তি যেন তাঁদের দয়ার উপর নির্ভর করতো। একজন অনলবর্ষী কবি বা বক্তাই আরবে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলন করতে যথেষ্ট ছিলেন।

যদিও নবী (সাঃ) কখনো কবিসুলভ অতিশয়োক্তি ও অসংলগ্ন কথাবার্তার অনুমোদন দেন নি, আবার একই সঙ্গে কখনো তিনি কবিতার ভাষা ও এর প্রভাব সম্বন্ধে প্রশংসা করতেও কার্পণ্য করেন নি, বরং এ থেকে পূর্ণ ফায়দা লাভের প্রয়াস পেয়েছেন। এটা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনার বিরোধিতা সহ্য করেছেন। তাঁর সামগ্রিক ব্যবস্থাকেই অবনমিত করার প্রয়াস চলেছে। অতীত সব সূত্রে উল্লেখিত কবিতাসমূহ পরীক্ষা করলে দেখা যায়, মুসলিম বিদ্বেষী সব বক্তৃতা, বিশেষ করে নবী (সাঃ) বিরোধী কবিতাসমূহ তিনটি প্রধান বিষয়কে নিয়ে কেন্দ্রীভূত ছিলঃ ধর্ম, বংশপরম্পরা ও হত্যা করার হুমকী। শত্রুকে যথাযথ ভাবে মুকাবিলা করার জন্য নবী (সাঃ) ও একই পন্থা ও কৌশল গ্রহণ করেছেন। উস্‌দ বলে, নবী (সাঃ) এর তিন প্রধান কবি ছিলেন হাসান বিন সাবিত, কাব

www.pathagar.com

বিন মালিক ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাহ। "ক'াব দুশমনদের যুদ্ধের ভয় দেখাতেন; হাসান তাদের বংশ কুলজির সমালোচনা করতেন এবং আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাহ তাদের নাস্তিক্যের প্রতি নিন্দাবাদ সম্বলিত কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন।[১৬৩]

ইব্‌ন ইসহাক[১৬৪] ও অন্যান্য লেখকের পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে পরিলক্ষিত হবে যে উভয় পক্ষের কবিদের পারস্পরিক আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের বিষয় চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সে সঁব অবশ্যই আরবের মধ্য যুগীয় ইসলামী রাষ্ট্রের কবিঁদের আবশ্যিক উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।

হিজরত পূর্ব যুগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, তথা বনূ হাশিমের[১৬৫] বয়কট বাতিল, হিজরত, ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্নে মক্কার বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাপূর্ণ হাসানের কিছু কবিতা ছাড়াও ইব্‌ন ইসহাক স্বীয় "সীরাহ" পুস্তকে ইসলাম, নবী ও রাষ্ট্রের পক্ষে রচিত তাঁর (হাসানের) অনেক কবিতার উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। এটা অজ্ঞাত নয় যে, ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদগারের ক্ষেত্রে ইহুদীরা ছিল সর্বাগ্রে। আওস ও খাযরাজ গোত্রের মুনাফিকদের মধ্যে তাদের সুভানুধ্যায়ী ছিল। বর্ণনায় এসেছে যে, সা'দ গোত্রের বনূ কাব পরিবারের আল–যাহহাক বিন সাবিত যাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ করা হয়েছিল যে, তিনি মুনাফিকীর আশ্রয় নিচ্ছিলেন এবং ইহুদীদের[১৬৬] সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, তাঁরও সমালোচনা করেছিলেন হাসান। মক্কাবাসীদের বদরের যুদ্ধে পরাজয় সম্পর্কিত তাঁর আক্রমণাত্মক পংক্তিসমূহ পরাজিতদের মধ্যে নিঃসন্দেহে লজ্জা ও রোষ আনয়ন করেছিল।[১৬৭] কা'ব বিন আশরাফ মক্কার জনতার মধ্যে বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ স্পৃহা উস্কিয়ে দেয়ার জন্য মক্কা গিয়েছিল।[১৬৮] কিন্তু কাব বিন আশরাফের বিরুদ্ধে রচিত কবি হাসানের ব্যঙ্গাত্মক কবিতা মেযবান মক্কীদের জন্য এতই বিষাক্ত ও হতাশাব্যঞ্জক ছিল যে, প্রথমোক্তকে সলাজ অবনত মস্তকে মক্কা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। উহুদ অভিযানের[১৬৯] সময় মক্কার নেতাদের সম্বন্ধে হাসান বিন সাবিত কিছু আক্রমনাত্মক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছিলেন। হুযায়ল বিরোধী তার হুল ফুটান ব্যঙ্গ কবিতা গোত্রটিকে এমনই কম্পমান করে তুলেছিল যে, অন্ততপক্ষে তাদের একটা অংশ চেষ্টা করেছে নিজেদের সংশোধন করতে।[১৭০] উল্লেখ্য যে খুবায়ব ও তাঁর সহচরদেরকে গুপ্তভাবে হত্যা করার নেতৃত্ব দিয়েছিল হুযায়ল। বি'র মাউনার বিয়োগান্তক[১৭১] ঘটনার পর, বস্তুত মুসলিম দলকে রক্ষা করা সংক্রান্ত ওয়াদা প্রতিপালনে বনূ আবূ বারার কাপুরুষোচিত বিফলতার জন্য কবি হাসানের সমালোচনা পরিবারটির প্রধান রাবিয়াহ বিন আমির (আবূ আল বারা) তাঁর রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয় আমির বিন তুফায়লকে আক্রমণ ও আহত করতে প্ররোচিত করেছিল। কেননা তুফায়লই সে বিয়োগান্তক ঘটনার জন্য দায়ী ছিল। সংক্ষেপে বলতে হয়, ইব্‌ন ইসহাকের সীরাহ গ্রন্থসমূহ সে সময়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কিত হাসানের কবিতা ধারণ করেছে। এ সব থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামের স্বার্থে কত বড় ভূমিকাই না তিনি পালন করেছেন।[১৭২] একই সত্য

www.pathagar.com

নিহিত রয়েছে নবী (সাঃ) অপর দুই কবি কাব বিন মালিক ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার ক্ষেত্রেও। তাঁরাও তাদের নেতা ও মুসলমানদের ইজ্জত হিফাজতের জন্য কবিতা যুদ্ধ করেছেন যে সবের অনেক নিদর্শন ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যান্য লেখকের পুস্তকের পাতায় ছড়িয়ে আছে।[১৭৩]

উপরোক্তরা ছাড়াও মহানবীর (সাঃ) আরও কিছু সংখ্যক কবি ছিলেন যাঁরা দুশমনের অপবাদের মুকাবিলায় নবীকে (সাঃ) সমর্থন দিয়েছেন এবং তাঁর প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছেন। সাঈদ আল-নাস (মৃত্যু ৭৩৪ হিজরী/ ১৩৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দ) তাঁর "মানহ্ আল মায" পুস্তকে এবং আরও কিছু লেখক তাঁদের পুস্তক সমূহে প্রায় ২০০ কবির হিসাব দিয়েছেন? তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কাব বিন যুহায়র, খানসা, আলী বিন আবী তালিব, আমির বিন আকওয়া, আব্বাস বিন মিরদাস সুলামী এবং আরও অনেকে।[১৭৪]

নবীর (সাঃ) বক্তাদের (খাতিব) মধ্যে একটি নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস খাযরাজী। তিনি আনসারদেরও জাতীয় বক্তা বা খতিব ছিলেন। বনূ-তামীম গোত্রের কবি ও বক্তাদের সাহিত্য প্রতিযোগিতা এবং তাঁদের অভ্যুদয় প্রসঙ্গের আলোচনায় তাঁর নাম এসেছে।[১৭৫] এ সময়ে তিনি ভিন্ন অন্য বড় বক্তা হচ্ছেনঃ আবূ বকর, উমর, আলী, জাফর বিন আবী তালিব, আমর বিন সুহায়ল এবং আরও অনেকে। তাঁরা সবাই ইসলামের বিরাট খেদমত করেছেন। তবে এ প্রসঙ্গে চরম সত্য কথা হচ্ছে নবী (সাঃ) স্বয়ং ছিলেন সে আমলের শ্রেষ্ঠতম বক্তা।

৭. নিম্নস্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিভিন্ন সূত্রমতে নবী (সাঃ) এর অধীন কিছু বেসামরিক কর্মকর্তা ছিলেন যাদেরকে বলা হতোঃ আযিন (আহ্বানকারী) বাউয়াব (দ্বাররক্ষী) এবং ফটক রক্ষী (হাজিব)। কোন কোন পরবর্তী লেখক যেমন, কাত্তানী তাঁদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সব কর্মকতা বলে বিবেচনা করেছেন। আসলে তিনটি শব্দ বা পরিভাষা যতভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বুঝা যায় সে'গুলো একটি পদ এবং তা একটি কর্মকর্তার প্রতিই নির্দেশ করে। বস্তুত একজন দ্বাররক্ষীর নিযুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন উপলক্ষে নবী (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ প্রার্থী জনতার ঢলকে নিয়ন্ত্রণ করা। বুখারী শরীফের এক হাদীসে যথার্থই বলা হয়েছে যে, শাসক ও আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) হিসাবে দ্বৈত ক্ষমতার আধার নবী (সাঃ) যে কোন সময় যে কোন স্থানে নিম্নস্তরের মুসলমানদের তথা রাষ্ট্রের নিম্নস্তরের নাগরিকদের সাক্ষাৎ দিতেন।[১৭৬] তবু রাজনৈতিক কারণে বা সময়ের দাবীর প্রেক্ষিতে কখনো কখনো দর্শকদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দিত। বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করবো যে, সে সব উপলক্ষে উচ্চস্তরের এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এমনকি উপদেষ্টারা পর্যন্ত প্রবেশ অধিকার পেতেন না।

বনূ কায়নুকা অভিযান কালে ২য় হিজরী/ ৬২৪ খৃষ্টাব্দে এ ধরনের কর্মকর্তা নিয়োগের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। ওয়াকিদীর মতে বনূ কায়নুকার কাউকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তাদের হালীফ (মিত্র) আবদুল্লাহ্ বিন উবায়য়ি নবী (সাঃ) এর সাক্ষাতপ্রার্থী হয়েছিলেন। দ্বারে তিনি উওয়ায়ম বিন সাঈদাহর সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হন। কেননা শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁকে একথা বলে প্রতিহত করেনঃ "নবীর

www.pathagar.com

(সাঃ) অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করবেন না।" এর ফলে ইবৃন উবায়য়ি উওয়ায়মকে এক পার্শ্বে ঠেলে বলপূর্বক প্রবেশের প্রয়াস পান। উওয়ায়ম ক্ষিপ্ত হয়ে আবদুল্লাহ্‌র মুখাবয়বে আঘাত হানলে খুন বইতে থাকে। শেষে যখন ইবৃন উবায়য়ি উওয়ায়মের কঠোর ব্যবহারের জন্য নবীর (সাঃ) নিকট অভিযোগ করেন, স্বয়ং তিনিই নবীর (সাঃ) কর্মকর্তাকে প্ররোচিত করার জন্য দায়ী সাব্যস্ত হলেন।[১৭৭] নবীর বাওয়াব/ আযিনদের কাজের ধরন ও তাঁদের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা দেয়ার জন্য এ ঘটনাটি কিছুটা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

আর এক বিশেষ ঘটনা যা ইলা (নবী (সাঃ)-এর স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদ) বলে পরিচিত সেটা ৯ম হিজরী/ ৬৩১ খৃষ্টাব্দে ঘটেছিল।[১৭৮] এ সময় নবী সাঃ) একাকীত্ব বরণ করেছিলেন একটি মাশরাবায়[১৭৯] (বাগান বাড়ীতে এক ধরণের কক্ষ অথবা স্বগৃহের দোতালার এক কক্ষ) নিজেকে অন্তরীণ করে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে রটনা হয় যে নবী (সাঃ) তাঁর সকল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন যা মদীনায় এক তোলপাড় সৃষ্টি করে। সত্য যাচাইয়ের জন্য উমর উপস্থিত হলে নবী (সাঃ) এর একজন কৃষ্ণকায় ভৃত্য রিবাহ্ তাঁকে বাধা প্রদান করেন। তখন রিবাহ্ আযিন হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি উমরের নির্দেশে নবী (সাঃ) -এর নিকট অনুমতি চাইতে অস্বীকার করেন। কেননা প্রথমবার নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (নবী (সাঃ) নীরব ছিলেন। অবশ্য ঘটনাচক্রে শেষ পর্যন্ত উমর অনুমতি লাভ করেছিলেন।[১৮০]

বালাযূরী ও তাবারীর মতে রিবাহ নবীর (সাঃ) স্থায়ী আযিন এর দায়িত্ব পালন করতেন।[১৮১] উক্ত লেখকবৃন্দ নবীর (সাঃ) অপর এক আশ্রিত আনাসাহর নাম উল্লেখ করেন। তাঁরা তাঁকে দ্বার-রক্ষী/ আযিনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মুহাম্মদ বিন হাবীব আল-বাগদাদী তাঁকে হুজ্জাবের মধ্যে গণ্য করেন। অবশ্য তিনিও আযিন শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[১৮২] বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আবূ মূসাকে নবীর (সাঃ) আযিন বলে দাবী করা হয়েছে। একদিন তিনি আবূ বকর ও উমরকে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করেন, অপর পক্ষে অন্যদের[১৮৩] বাধা দেন। অনুরূপ ভাবে কুযাঈ তাঁর "কিতাব আনবা আল-আম্বিয়া" ও ইবৃন আল-আরাবী তাঁর " আল-আহকাম" পুস্তকে বলেন যে, আনাস বিন মালিক আযিন[১৮৪] হিসাবে দায়িত্ব আনযাম দিতেন।

উদ্‌স-এর এক তথ্য থেকে জানা যায়, কুরায়শ গেত্রের আবদুল্লাহ্ বিন যামাহ্ আসাদীর ইসলাম গ্রহণের পর দর্শনার্থীদের[১৮৫] নিয়ন্ত্রণের জন্য আজীবন নবীর (সাঃ) দ্বার-রক্ষীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ৫ সম্ভবত এথেকে এ ধারণাই জন্মায় যে, দ্বার-রক্ষীর এ পদটি স্থায়ী না হলেও প্রায় স্থায়ী হিসাবে গণ্য হত। কাসতালানী ও তাঁর সম্পাদক (শারিহ) যুরকানীর ধারণায়[১৮৬] তিনি তাঁর সেবার বিনিময়ে কোন বেতন গ্রহণ করতেন না। পরিশেষে বলতে হয়, নবী (সাঃ) এর সময় দ্বার রক্ষীর পদ ছিল সম্মানজনক এবং সম্পূর্ণরূপেই অস্থায়ী। পরবর্তী কালে উমাইয়া ও আব্বাসিয়া শাসন আমলে হাজিব ও বাওয়াবরা যেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো৭, নবীর (সাঃ) আমলে কিন্তু কোনক্রমেই এ পদ শাসক ও নবীর (সাঃ) সঙ্গে জনতার সাক্ষাতের বিষয়ে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়নি।

www.pathagar.com

প্রাদেশিক প্রশাসন

১. ওয়ালী (প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ) ঃ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ ও সে সব অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্র সম্বন্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক দিনগুলোতে আপস ও সমঝোতাই ছিল মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের নীতি। ৬২৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিক (প্রথম হিজরী সনের মধ্যভাগ) থেকে শুরু করে ৬২৭ খৃষ্টাব্দের শেষ দিন (৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ চতুর্থাংশ) পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে নবী করীম (সাঃ) মদীনা সংলগ্ন কয়েকটি গোত্রের সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক চুক্তি সম্পাদন করেন। এভাবেই দিনের পর দিন তাঁর প্রভাব বলয়ের বৃদ্ধি ঘটে।[১৮৮] ইতোমধ্যে কয়েকটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে বিজিত এলাকাসমূহ ইসলামী নগর রাষ্ট্রের সংগে যুক্ত হয়। প্রথমত যে সব এলাকা ইসলামীর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় সে সব ছিল মদীনার ইহুদী গোত্রসমূহের অধীন এবং এ সবের জন্য কোন পৃথক প্রশাসক নিয়োগ করা হয়নি। কেননা, নতুন বিজিত এলাকা রাজধানী শহর থেকে বড় একটা দূরে অবস্থিত ছিল না বিধায় রাসূল (সাঃ) স্বয়ং সে সব সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলেন।

খুব সম্ভবত ওয়াদী আল কুরা[১৮৯] ছিল কেন্দ্র থেকে প্রেরিত ওয়ালীর (প্রশাসক বা গভর্নর) শাসনাধীন সর্ব প্রথম এলাকা। মনে হয় সপ্তম হিজরীর প্রথম ভাগে/৬২৮ খৃষ্টাব্দে উমাইয়া গোত্রের বিখ্যাত সাঈদী পরিবারের[১৯০] আমর বিন সাঈদ সংশ্লিষ্ট এলাকার গভর্নর নিযুক্ত হন। ওয়াদীতেই তাঁর কার্যালয় অবস্থিত ছিল।[১৯১] অপর এক বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, বিশাল এক এলাকা শাসনের জন্য তাঁকে ওয়ালী নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং নবী (সাঃ)-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে আসীন ছিলেন।[১৯২] এর অর্থ এই যে তিনি প্রায় চার বছর রাসূল (সাঃ)-এর অধীনে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এটি হচ্ছে কেন্দ্রাতিগ শাসন ও আমলাতন্ত্রের অভ্যুদয়ের এক তাৎপর্যপূর্ণ ও লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। মুহাম্মদ বিন-হাবীব আল-বাগদাদীর মতে[১৯৩] সম্ভবত একই সময়ে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (পূর্বেকার আল-হাকীম) নবী (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে আরব গ্রাম-সমূহের (কুরা আরাবীয়াহ)[১৯৪] আমীর ছিলেন।[১৯৫]

বালাযূরী ও যুবায়রীর মতে ঠিক এসময়েই তায়মা অধিকারে এলে উমাইয়া গোত্রের অপর সদস্য ইয়াযীদ বিন আবী সুফিয়ানকে উক্ত এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।[১৯৬]এটা উল্লেখ করা তাৎপর্যবহ যে, পদসমূহের ক্ষেত্রে তাঁরা যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন বলেই অন্যান্য গোত্র ও গোষ্ঠীকে পরিহার করে প্রথম এ তিন গভর্নরকে উমাইয়া গোত্র থেকেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। উল্লেখিত সময়কালের মধ্যেই তৎসংলগ্ন এলাকার জন্য চতুর্থ গভর্নর নিয়োগ করা হয়। তিনি ছিলেন খায়বারের গভর্নর খাযরাজের বনূ নাজজার গোত্রের সদস্য সাওয়াদ বিন গাযীয়াহ।[১৯৭]

উত্তর অঞ্চলে প্রথম পর্যায়ে বিজিত এসব এলাকা অধিকার করা এবং মদীনার ইসলামী রাষ্টের কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে সে সবের অন্তর্ভুক্তিকরণ হয় ছিল নিছক ঘটে যাওয়া কিছু কিংবা সেটাকে রাসূল (সাঃ) এর

www.pathagar.com

সুচিন্তিত উত্তরাঞ্চলীয় কৌশলী ব্যবস্থা বলা হয়।[১৯৮] ঘটনা প্রবাহ দ্বিতীয় ধারণার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়। কেননা, উত্তরাঞ্চলের নিজস্ব এক রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব ছিল। উপদ্বীপটির উত্তর সীমান্তে যেহেতু এক শক্তিধর সাম্রাজ্য এবং ক্ষমতাশালী ও উচ্চাভিলাষী সামন্তদের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল এজন্যে রাসূল (সাঃ) এর সরকারের পক্ষে স্বীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি ও বিপদের মুখে হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব ছিল না।[১৯৯] কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলে মক্কা-বিজয়ের অব্যবহিত উত্তর কালে মদীনার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে উপদ্বীপের নিকটতর এবং দূরবর্তী সকল অংশের এক সংযোগ ঘটেছিল। এমনকি সারা আরবের মধ্যে সবচেয়ে গরবিনী ও বৃহত্তম শহর হিসাবে পরিগণিত মক্কা সঙ্গে সঙ্গে মদীনার রাষ্ট্রাধীন এক নগরীতে পরিণত হলো। এক বর্ণনা মতে মহানবী (সাঃ) এর হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সাকীফ/হাওয়াযিন গোত্রের হুবায়রাহ বিন-শিবল এর প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন।[২০০] কিন্তু শীঘ্রই তাঁর পরিবর্তে আত্তাব বিন-আসীদ নামক এক যুবক, এবং বলা যায় এক বালক, ১৮ বছরের[২০১] তরুণকে নিয়োগ করা হয়। এ যুবক উমাইয়া গোত্রভুক্ত ছিলেন যিনি কুরায়শদের বড় বড় প্রখ্যাত নেতার মুকাবিলায় এহেন গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছিলেন।[২০২] সম্ভবত অষ্টম হিজরীর শাওয়াল/৬৩০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি এই নিয়োগ প্রাপ্ত হন। চতুর্দশ হিজরী/৬৩৪ খৃষ্টাব্দে এবং আবূ বকরের খেলাফত আমলের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সে পদে বহাল ছিলেন।[২০৩]প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া যে শুরু হয়েছিল এটা তার যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে নাকি? তবে আত্তাব বিন-আসীদের প্রসঙ্গ থেকে আমরা একটা চমকপ্রদ নিদর্শন খুঁজে পাই যে, রাষ্ট্রীয় সেবার জন্য গভর্নরগণকে বিনিময় দেয়া হতো। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, মাসিক তিনি ৪০ উকিয়াহ[২০৪] রৌপ্য মূদ্রা বেতন পেতেন এবং সম্ভবত তাঁর গভর্নর পদের সমগ্র সময়ধরে এ বেতন চালু ছিল।

পরবর্তী বছরে তাইফ মদীনার কর্তৃপক্ষের অধীনে এলে স্বাভাবিক ভাবেই তা একজন আঞ্চলিক প্রশাসকের কর্তৃত্বাধীন হয়। এখানেও একজন ১৮ বছরের তরুণকে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন নবী (সাঃ) এর দর্শনার্থী মদীনায় অপেক্ষারত তাইফী প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত সাকীফ গোত্রের উসমান বিন আল-আস। উসমানও মক্কার গভর্ণরের মত দীর্ঘদিন গভর্নরের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন অর্থাৎ উমর এর খেলাফতের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত এপদে বহাল ছিলেন।[২০৫] ইবন ইস্হাকের এক মন্তব্য গভর্নর হিসাবে তার নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নে কিছুটা আলোকপাত করে। তিনি বলেন, যদিও তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তবুও আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) উসমান বিন আবুল আসকে নির্বাচন করেন। আর তা করা হয়েছিল এজন্যেই যে, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও কুরআন অধ্যয়নের প্রশ্নে তিনি ছিলেন সর্বাধিক উৎসাহী।[২০৬]

তাইফের নিকটস্থ দাবা এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত হুযায়ফা বিন আল-ইয়ামান ছিলেন অপর এক আঞ্চলিক প্রশাসক যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল ছিলেন।[২০৭] প্রায় একই সময়ে আরও একজন আঞ্চলিক প্রশাসক জেদ্দার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। উস্দ-এর মতে বনূ হাশিম /কুরায়শ গোত্রের আল-হারিস বিন নওফাল এই প্রাচীন বন্দরটির গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন[২০৮]। সম্ভবত নবম হিজরীর

গোড়ার দিকে/৬৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এবং নবী (সাঃ) এর জীবনকালের গোটা সময় তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন।[২০৯] এছাড়া এটাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তিনিই একমাত্র গভর্নর যিনি নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় হাশেমীয় পরিবারের সদস্য ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে আরব গোত্রসমূহ ও তাদের এলাকাগুলোর প্রশ্নে এক উল্লেখযোগ্য ও দৃশ্যমান কৌশলগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইতিপূর্বে যেসব গোত্র ও এলাকা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতো তারা হালীফদের মত একটা মর্যাদা লাভ করত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মদীনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়তো ততক্ষণ অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ে, সবদিক থেকে তারা স্বাধীন ছিল। কিন্তু এখন তাদেরকে নবী (সাঃ) এর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে হলো। কোন গোত্র বা এলাকা, হোক তা' বলপূর্বক অধিকৃত কিংবা আপসে অথবা সন্ধির মাধ্যমে, সকল অবস্থায় সেটিকে অবশ্যই একজন নির্বাচিত ব্যক্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত শাসকের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়েছে। পরিবর্তিত এ নীতি অনুযায়ী মদীনা থেকে বিভিন্ন এলাকায় গভর্নর ও প্রশাসকদের প্রেরণ করা হতো। এ ভাবে সারা উপদ্বীপ রাজধানী শহরের সঙ্গে প্রশাসনিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

এ দেশের পূর্বাংশ তথা পারস্য ও ইরাকের পার্শ্ববর্তী সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাসমূহ মক্কা বিজয়ের পর পরই কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের অধীনে নীত হয়। দূরবর্তী উমানের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত হন কুরায়শ গোত্রের সাহম পরিবারের আমর বিন আল-আস। সম্ভবত অষ্টম হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধে তথা ৬৯০ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে এ নিযুক্তি ঘটেছিল।[২১০] অনুরূপ ভাবে আল-আলা বিন আল-হাযরামী একই সময়ে আল-বাহরায়নে নিযুক্ত হন। কিন্তু মুহাম্মদ বিন হাবীব বাগদাদী বলেন যে, দু'জন কেন্দ্রীয় প্রশাসককে বাহরায়ন রাজ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে আল-আলা বিন আল-হাযরামী বসবাস করতেন আল-কাতিফ এলাকায়। আর, উমাইয়া গোত্রের সাঈদী পরিবারের আ'বান বিন সাঈদের আবাস ছিল আল-খাত্ব এলাকায়।[২১১] যদিও বালাযূরী এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তবুও তিনি এ অভিমত গ্রহণ করেন নি। তিনি আল-আলা বিন আল-হাযরামী পদচ্যুত হয়েছিলেন বলে জানান এবং তদস্থলে আবান বিন সাঈদ নিযুক্ত হয়ে ছিলেন বলে দাবী করেন। আবার নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশার সম্পূর্ণ সময়ে তিনি উক্ত এলাকা শাসন করেছেন।[২১২] পূর্বাঞ্চলে কিছু সংখ্যক শাসক বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা কেবলমাত্র মহানবী (সাঃ) এর রাজনৈতিক অধীনতাই মেনে নেন নি বরং নিজেদের এলাকায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বও বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে নবীর (সাঃ) প্রশাসনিক কর্তৃত্বও গ্রহণ করেছিলেন। বাহরায়নের শাসক আল-মুনযির বিন সাওয়া এবং উমানের যৌথ শাসক জাফর ও আব্‌দের ব্যাপারটিকে দ্বৈত শাসনের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ বলা যায়। অন্যান্য এলাকায়ও একই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

উপরোল্লেখিত রাজধানী শহর সংলগ্ন উত্তরাঞ্চলের চারজন গুরুত্বপূর্ণ গভর্নর ছাড়াও আরও উত্তরে সিরীয় সীমান্তের নিকট সারওয়াত নামক আরব অধিপতিদের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল যারা হয় শান্তি চুক্তির মাধ্যমে

www.pathagar.com

অথবা সামরিক অভিযানে পরাজিত হয়ে নবী (সাঃ) এর রাজনৈতিক আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। যাহোক, এসব এলাকা বা ক্ষমতার কেন্দ্র পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসকের অধীনে নীত হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) এর চুক্তিসমূহের বক্তব্যে এবং তাঁর পত্রসমূহে এসব এলাকায় কিছু সংখ্যক প্রশাসকের নিয়োগ ও উপস্থিতির বিষয় প্রমাণ দিলেও বিশেষ করে কর-সংগ্রহকারীদের বিষয় ও তাঁদের নাম সম্বন্ধে সূত্র সমূহ স্পষ্ট কিছু উল্লেখ করেনি।[২১৩] এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের ক্ষেত্রেই একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে। এসবের প্রশাসকদের নাম সহ উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্ন সা'দ বলেন যে, আয়লাহর বিভিন্ন এলাকার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন শুরাহবীল বিন হাসানাহ[২১৪], উবায়য়ি বিন কা'ব[২১৫], হারামালাহ[২১৬], তায়ী গোত্রের হুরায়স বিন যায়দ[২১৭]এবং জাহায়ম বিন আস-সালত।[২১৮]সম্ভবত নবম হিজরীর প্রথম দিকে/৬৩০ সালের মধ্যভাগে তাঁদের নিযুক্তি ঘটেছিল। য়ুহান্না বিন রুবাহ এবং আয়লাহর অন্যান্য সারওয়াতের নিকট লেখা রাসূল (সাঃ) এর পত্রসমূহের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য দাবী করা হয়েছে। তাঁদেরকে বলা হতো রুসূল (দূত)।[২১৯] যদিও স্পষ্টত উল্লেখ নেই তবুও জারবা, মাকনা, আযরুহ ও কতক ভিন্ন জনপদের জন্য পৃথক সব প্রশাসক, নিদেন পক্ষে কর সংগ্রহকারীরা তো অবশ্যই ছিলেন। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে মনে হয় যে, শুরাহবীল বিন হাসানাহ উত্তরাঞ্চলের প্রধান প্রশাসক বা গভর্নর জেনারেল হিসাবে কাজ করতেন। অন্য চারজন প্রশাসক ছিলেন তাঁর অধীন।

এটা যথেষ্ট তাৎপর্যবহ যে, দক্ষিণ আরবে সর্বাধিক সংখ্যক স্থানীয় প্রশাসক ও গভর্নর প্রেরণ করা হয়েছিল। এর কারণ অন্বেষণে বেশীদূর অগ্রসর হতে হয় না। এটি ছিল এক বিশাল অঞ্চল যেখানে জনতা তাদের সুসংগঠিত ও এককেন্দ্রিক সরকারসমূহ দীর্ঘদিন থেকে দেখে আসছিল। নাজরান এমনি এক এলাকা যা' সর্বপ্রথম মদীনার প্রশাসনিক আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর খৃষ্টান প্রজারা জিযয়া প্রদানেই শুধু সম্মত হয়েছিল এমন নয় বরং অর্থ সংগ্রহ করা ও সে অর্থ মদীনায় পৌছাবার জন্য যেন একজন করসংগ্রহকারী প্রেরণ করা হয় সে অনুরোধও জানিয়েছিল।[২২০] ৯ম হিজরী তথা ৬৩০ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আবূ উবায়দাহ বিন জার্‌রাহ সে এলাকায় প্রেরিত হন।[২২১] বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করে এ ধারণাই লাভ করা যায় যে, সাধারণত যেমনটি ভাবা হয় ঠিক তেমনি ভাবে তিনি সেখানে নিছক খাজনা সংগ্রহকারী বা ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হননি বরং "তাদের মধ্যকার কোন কোন অর্থনৈতিক বিরোধের প্রশ্নেও তাঁকে সিদ্ধান্ত দিতে হতো।" বর্ণিত আছে যে, নবী (সাঃ) তাকে বলেছেন, "তাদের সঙ্গে যাও এবং তাদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশ্নে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত দাও।"[২২২] ইব্ন ইসহাক এটিকে "অফিস" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন;[২২৩] কিন্তু এর অধিকারীকে ইব্ন খালদূন বলেছেন ওয়ালী।[২২৪] ইব্ন সা'দ এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক তাৎপর্যবহ তথ্য সরবরাহ করেছেন। তাঁর নিজস্ব সীল মোহর ছিল বলে তিনি জানান।[২২৫]

বনূ আল-হারিস বিন কা'ব-এর গোত্র থেকে বিরাট সংখ্যক লোককে ইসলামে বায়আত করে দশম হিজরীর যিলকদ তথা ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে খালিদ বিন ওয়ালীদ প্রাথমিক কাজ সমাপ্তের পর খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার পরিবারের এক তরুণ আনসারী আমর বিন হাযমকে এই অঞ্চলটির জন্য ওয়ালী বা গভর্নর নিযুক্ত করেন।[২২৬] এটা বিশ্বাস করার এক শক্তিশালী কারণ রয়েছে যে, তথ্যমতে যেহেতু

www.pathagar.com

উবায়দ বিন আল–জাররাহ সে সময়ে মদীনায় ছিলেন, তা থেকে বুঝা যায় যে আমর বিন হাযমই তাঁর পরিবর্তে নাজরানের গভর্নর নির্বাচিত হয়েছিলেন।[২২৭] আর আমর বিন হাযম নবী (সাঃ) এর ওফাতের সময় নাজরানে ছিলেন।[২২৮]

এটা স্বীকার্য যে, নাজরান[২২৯] ও জুরাশের ওয়ালীয়াতের (গভর্নরশীপ) বিষয়ে বিতর্কিত বর্ণনা রয়েছে। ফুতূহ আল–বুলদানের এক বর্ণনা মতে আমর বিন হাযমের স্থলে বনূ উমাইয়াহ্‌র আবূ সুফিয়ান বিন হারব নাজরানের গভর্নর পদে আসীন হয়েছিলেন।[২৩০] যেহেতু বালাযূরী স্বয়ং এটি গ্রহণ করেননি এজন্যে কোন ক্রমেই এটি সঠিক হতে পারে না। তার পরিবর্তে তিনি এরূপ দৃঢ় অভিমত পোষণ করেন যে মহানবী (সাঃ) তাঁকে জুরাশ–এর দায়িত্ব প্রদান করেন।[২৩১] উস্‌দ বলতে চায়ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের অন্তিম কয়েক মাসের কোন এক সময়ে যখন তিনি এ অঞ্চল ত্যাগ করেন তখন বনূ উমাইয়াহ্‌র একজন বৃদ্ধ হালীফ সাঈদ বিন কুশায়দ আযদী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[২৩২] আমরা সাঈদ বিন কুশায়দ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু না জানলেও যেহেতু কাল–পরম্পরার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এজন্যে এ বর্ণনাকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে মনে করছি।

আল–ইয়ামানের পারসিক গভর্নর বাযানের ইসলাম গ্রহণ এবং নবী (সাঃ) এর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আনুগত্য স্বীকার, আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের আঞ্চলিক রাজনীতির প্রশ্নে এক তাৎপর্যপূর্ণ মোড় পরিবর্তন ঘটায়। তথ্য সম্পর্কে আমাদের উৎস সমূহে তাঁর বায়আত গ্রহণের তারিখ নিয়ে বড় একটা আলোকপাত করে না, তবে ধারণা করা যেতে পারে যে, হিজরতের নয় বছর পর ৬৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ধর্মান্তরিত হন।[২৩৩] এ আনন্দদায়ক পরিবর্তনের ফলে গোটা ইয়ামান[২৩৪]প্রদেশ যা' ছিল দীর্ঘকালের জন্য সে আমলের বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্রীড়াঙ্গন, সেটি ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে বা প্রশাসনিক ইউনিটে (বিলায়াত) পরিণত হলো। যতদিন বা'যান জীবিত ছিলেন ততদিন ইয়ামানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছিলো। কিন্তু যখনই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন তখনই নানা সমস্যার উদ্ভব হল। কিন্তু সে এক ভিন্ন ইতিহাস যা' অন্যত্র বলা হয়েছে। যাহোক, বাযানের পরে তাঁর পুত্র শাহর সম্ভবত জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে প্রদেশটির গভর্নর পদে আসীন হন। তিনি বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে মহানবী (সাঃ) এর দৃষ্টি গোচর করেন। বিভিন্ন উৎস থেকে যদ্দুর জানা যায়, মহা নবী (সাঃ) নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁকে কাজ করে যেতে বলেন।[২৩৫] অতঃপর মদীনা থেকে খাযরাজ গোত্রের মু'আয বিন জাবালকে প্রধান প্রশাসক করে কয়েকজন প্রশাসককে দক্ষিণাঞ্চলের[২৩৬] বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করা হয়।

আধুনিক পণ্ডিতবর্গ[২৩৭] এবং কিছু কিছু প্রাচীন লেখকও[২৩৮] দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রশাসনযন্ত্রে মু'আয বিন–জাবালের অবস্থানের বিষয়টিতে বিরাট ভুল বুঝাবুঝির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মতে তিনি একজন ধর্মীয় শিক্ষক মাত্র ছিলেন বা বড় জোর একজন বিচারক ও কর সংগ্রহকারী বৈ আর কিছুই ছিলেন না। কিন্তু সকল ঘটনা সামনে রেখে বলা যায় যে, গোটা দক্ষিণ অঞ্চলের সকল কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসকের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার কারণে একজন গভর্নর জেনারেলের মর্যাদায়ই তিনি আসীন ছিলেন। ইয়ামানের শাসনকর্তার উদ্দেশ্যে নবী (সাঃ) এর লেখা এক পত্রের বিষয় ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। নবী (সাঃ) ইয়ামানের শাসককে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁর প্রতিনিধির প্রতি সম্মান ও

www.pathagar.com

আনুগত্য প্রদর্শিত হয় এবং "আপনার প্রদেশ থেকে ব্যক্তিগত সাহায্য ও কর আমার প্রতিনিধিদের নিকট প্রদান করুন। তাঁদের নেতা হচ্ছে মু'আয বিন জাবাল এবং সে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাকে ফিরতে দেবেন না।"[২৩৯] বালাযূরী বলেন " তাঁকে আল-জানাদ এলাকার গভর্নর করে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং আইন, প্রশাসন ও ইয়ামানের সকল প্রকার সাদাকাহ্ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।"[২৪০] তাঁর অপর এক পুস্তকে বালাযূরী মু'আযের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তার বর্ণনার সাথে আরও নতুন দিক যোগ করে বলেন, ইসলামের নীতিমালা, জনতাকে শরীয়ত ও কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং বিচার, প্রশাসন পরিচালনা ও ইয়ামানের গভর্নরদের নিকট থেকে কর আদায় করার দায়িত্বেও তিনি নিয়োজিত ছিলেন।[২৪১] অনুরূপ ভাবে ইব্ন হিশাম-এর গ্রন্থেও আরও কিছু বর্ণনা রয়েছে[২৪২] ইব্ন সা'দ[২৪৩], বুখারী[২৪৪], উস্দ[২৪৫] ও ইব্ন খালদূন[২৪৬] তাঁর গোটা দক্ষিণের সার্বিক দায়িত্বজনিত উচ্চমর্যাদার বিষয়টির উল্লেখ করেন। তাঁর মুয়াল্লিম হওয়া সংক্রান্ত ধারণাটি তাবারী আরও জোরদার করেছেন এই বলে যে, তিনি ইয়ামান থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত সকল প্রশাসকের এলাকায় নিজ আবাসস্থল পরিবর্তন করতেন।[২৪৭] এর অর্থ, আল-জানাদে তাঁর প্রধান কার্যালয় হলেও গোটা দক্ষিণাঞ্চলের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব বজায় ছিল।[২৪৮]

ইব্ন সা'দের এক বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয় যে, নবম হিজরীর ২রা রবিউস-সানী তথা ৬৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্টের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে তিনি দক্ষিণাঞ্চলে গিয়েছিলেন।[২৪৯] পক্ষান্তরে অন্যরা বলেনঃ দশম হিজরীর যিলহজ্জ/৬৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিদায় হজ্জের সময় তিনি নিযুক্তি লাভ করেন।[২৫০] বেশ কয়েকটি কারণে সম্ভবত ইব্ন সা'দের বর্ণিত তারিখ অধিকতর সঠিক। আসওয়াদ আনসীদের বিদ্রোহ সম্পর্কে তাবারীর বর্ণনা থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, দশম হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে/ ৬৩১ খৃষ্টাব্দে যখন সানার গভর্নর শাহর বিন বাযান নিহত হন তখন এ নিযুক্তি দানের ঘটনাটি ঘটে।। ইতিমধ্যে মু'আয বিন জাবালের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় প্রশাসকরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় সরকারী কাজ কর্ম শুরু করে দিয়েছিলেন।[২৫১] তবে, এ ধারণা পোষণ করাই যথাযথ হবে যে, দক্ষিণাঞ্চলের কেন্দ্রীয় প্রশাসকরা নবম হিজরীর মধ্যভাগে বা ৬৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সেখানে নবম হিজরীর শেষ পর্যায়ে/৬৩০ খৃষ্টাব্দের শুরুতে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৫২]

মু'আয বিন জাবালের অধীনস্থ গভর্নরদের সংখ্যা ছিল ১০ জন। তাবারীর[২৫৩] মতে তাঁদের নিযুক্তি ছিল নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার জন্য এবং নিজ নিজ এলাকায় তাঁদের কার্যালয়সমূহও অবস্থিত ছিল। তাঁরা ছিলেনঃ সানা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য শাহর বিন বাযান, হামাদানের[২৫৪] জন্য আমীর বিন শাহর আল-হামদানী,[২৫৫] বালাযূরীর মতে যাবীদ, মারিব, রিমা, এডেন ও উপকূলীয় এলাকার জন্য আবূ মূসা আল আশআরী; নাজরান, রিমা ও যাবীদের মধ্যবর্তী এলাকার জন্য খালীদ বিন সাঈদ বিন আল-আস;[২৫৬] আক্ব ও আশা'আ[২৫৭] এলাকাদ্বয়ের জন্য আত-তাহীর বিন আবী হালাহ; আল-জানাদ এলাকার জন্য ইয়ালা বিন উমাইয়া,[২৫৮] নাজরানের জন্য আমর বিন হাযম,[২৫৯] হাযরামাওতের জন্য যিয়াদ বিন লাবীদ[২৬০], বনূ মুয়াবিয়াহ বিন কিনদাহর দায়িত্বে আল-মুহাজির বিন আবী উমাইয়াহ (কিন্তু তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে সেখানে যান নি এবং যায়দ বিন লাবীদ তাঁর পরিবর্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেন)[২৬১]

www.pathagar.com

এবং আল সাকাসিক ও আল–সাকূনের জন্য উক্কাশাহ্ বিন সাওর আল–গাওসী[২৬২]। এসবের মধ্যে শেষ তিন জন হাযরামাওত অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় এবং প্রথমোক্ত ৭ জনকে ইয়ামানের বিভন্ন অংশে প্রেরণ করা হয়।

কয়েকটি বর্ণনা মতে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, অধীনস্থ গভর্নরবৃন্দ যাঁরা বাস্তবক্ষেত্রে ইয়ামান ও হায়রামাওতের[২৬৩] নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন ভাবে দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরা ভিন্ন মু'আয বিন জাবালের পক্ষে কিছু সংখ্যক সাহায্যকারী বা কর্মকতা নিয়োজিত ছিলেন। তাদেরকে সমবেত ভাবে বলা যায় প্রাদেশিক বা বিভাগীয় আমলাতন্ত্র কিংবা সচিবালয়। যুরাহ্যী ইয়ামানের নিকট রাসূল (সাঃ) এর এক পত্রে বলা হয় যে, মু'আয বিন জাবালের সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইব্ন ইসহাক, তাবারী ও অন্যদের লেখায় তাঁদের মধ্যকার মাত্র চারজনের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ, মালিক বিন উবাদাহ্, উক্বাহ্ বিন নিমর এবং মালিক বিন মুররাহ্। তাঁদের সঙ্গে অন্যরাও ছিলেন যাদেরকে শুধুমাত্র সহকর্মী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬৪] উস্দ আরও যুক্ত করে যে, মু'আয বিন জাবালের সঙ্গীদের মধ্যে উবায়দ বিন সাখর বিন লাওযানও ছিলেন।[২৬৫] এসকল তথ্যের ভিত্তিতে এটা ভাবা অযৌক্তিক হবে না যে, ইয়ামান ও হাযরামাওতের আঞ্চলিক প্রশাসকগণের অধীনে নিশ্চিত ভাবেই বেশ কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিলেন যারা তাঁদেরকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মে সহায়তা করতেন। এ প্রসঙ্গে উস্দ উৎসাহপ্রদ তথ্য উপস্থাপন করে। সেখানে বলা হয়, ইয়ামান ও অধীনস্থ এলাকার জন্য নবী (সাঃ) আবদুল্লাহ্ বিন আবি রাবী আল মাখযূমীকে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন।[২৬৬] ঔৎসুক্যের বিষয় যে, তৃতীয় খলিফার অন্তিম দিনগুলো পর্যন্ত তিনি এ সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উপরন্তু উমর এর খেলাফত আমলে তিনি সানার বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব লাভ করেন।[২৬৭]

কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের স্থায়িত্বকালের বিষয়টি নতুন সব ব্যবস্থার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এ প্রসঙ্গের কোন কোন দিক ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। অধিকাংশ গভর্নর ও স্থানীয় প্রশাসক বেশ দীর্ঘ দিন ধরে স্ব স্ব পদে কার্যরত ছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, নবী (সাঃ) এর ওফাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনকি তাদের কয়েকজন আবার সে সময় সীমাও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। মক্কা, নাজরান, জুরাশ ও বাহরায়নের ৪ জন গভর্নরই কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্য দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যার ফলে অন্যরা তাঁদের পদে আসীন হবার পর রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত নিজ নিজ দায়িত্ব আনযাম দিয়েছেন। দু'জন গভর্নর তথা আল–ইয়ামানের গভর্নর ও তাঁর পুত্র সানার গভর্নর শাহর কার্যরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। পক্ষান্তরে অন্য ২৫ জন প্রশাসক ইসলামী রাষ্ট্রের স্বর্ণময় আমলের সম্পূর্ণ সময়কালে স্থায়ীভাবে স্ব–স্ব পদে বহাল ছিলেন।

নবী (সাঃ) এর যুগের কেন্দ্রীয় প্রশাসক ও গভর্নরদের গোত্রীয় ও আঞ্চলিক পরিচয় বুঝবার জন্য পরের পাতায় একটি তালিকা উপস্থাপিত হলোঃ

www.pathagar.com

সময়-কাল

এলাকা	গোত্র/পরিবার	৭/৬২৮	৮/৬৩০	৯/৬৩০-৩১	৯/৬৩১	গভর্নরদের সংখ্যা
মধ্য আরব	১. কুরায়শ	৩	২	৫	২	১২
	(১) হাশিম			১		১
	(২) উমাইয়াহ	৩	১	২	১	৭
	(৩) মাখ্যূম				১	১
	(৪) ফিহর			১		১
	(৫) মুত্তালিব			১		১
	(৬) সাহম		১			১
	২. খাযরাজ	১		২	৩	৬
পূর্ব আরব	৩. সাকীফ		১	১		২
	৪. তায়ী			১		১
	৫. আযদ			১	১	২
	৬. আশ'আর				১	১
	৭. গাওস/মুর			১	১	২
	৮. হাযরামাওত		১			১
	৯. ইরানী			১	১	২
	১০. হামাদান				১	১
আরবের বাকী অংশ	১১. তা'মীম				২	২
মোট	১১ গোত্র	৪	৪	১২	১২	৩২

উপরে তালিকা কিছু চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। ৩২ জন গভর্ণর বা প্রশাসকের মধ্যে অধিকাংশ (বার জন গভর্নর) স্বাভাবিক কারণেই কুরায়শ গোত্রের মধ্য থেকে এসেছেন। আরও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, গভর্নরদের মধ্যে ৭টি পদ উমাইয়াদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছিল। এটা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। আর উমাইয়াহ গোত্রের বিখ্যাত সাঈদী পরিবার থেকে একই সাথে চারজন গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। উমাইয়াহ গোত্রের প্রধান হিজরত পূর্বকালে মক্কার সম্মানিত নেতা ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, সাঈদী পরিবারের চারজন গভর্নর প্রকৃতপক্ষে সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ (হাকাম), আমর বিন সাঈদ, আবান বিন সাঈদ ও খালীদ বিন সাঈদ, যারা যথাক্রমে কুরয়া আরাবীয়া, ওয়াদি আল-কুরয়া, বাহরায়ন ও সানার মত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহের গভর্নর পদে আসীন ছিলেন। অপর দুজন উমাইয়া গভর্নর মক্কার শক্তিশালী সুফিয়ান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন আবূ সুফিয়ান বিন হারব এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ইয়াযীদ বিন আবী সুফিয়ান। তাঁদের দায়িত্ব ছিলো যথাক্রমে জুরাশ ও তায়মা শাসনের। আত্তাব বিন আসীদ ছিলেন অপর এক উমাইয়াহ যিনি মক্কার

www.pathagar.com

গভর্নরদের মত সর্বাধিক কাম্য ও সম্মানিত দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন। আবূ সুফিয়ান নবম হিজরী/৬৩১ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণ করেছিলেন অথবা তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ভিন্ন অন্য সব উমাইয়া গভর্নর নবী (সাঃ) এর অন্তিম শয্যায় শায়িত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে বালাযূরীর এক বর্ণনায় প্রকাশ যে, নবী (সাঃ) এর জিন্দিগানীর শেষ পর্যায় পর্যন্ত চার জন উমাইয়া গভর্ণর স্ব-স্ব পদে কর্তব্যরত ছিলেন।[২৬৮] নবী (সাঃ) এর সরকারে যথেষ্ট সংখ্যক উমাইয়া গভর্নর নিয়োগ বড় এক গরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেননা আবূ উহায়হা, সাঈদ বিন-আল আস ও আবূ সুফিয়ান ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর দুশমনদের অন্যতম। এ মন্তব্য থেকে অবশ্য এ ধারণা পোষণ করা সঠিক নয় যে, গোত্রগত ভাবেই উমাইয়ারা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের দুশমন ছিলেন যদিও সাধারণত এমনটিই ধারণা করা হয়। তবে এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝি বেশ কিছু ঘটনা থেকে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আমরা অবশ্য সে দিকটায় অগ্রসর হবো না, যেহেতু সেটা আমাদের প্রসঙ্গ নয়। এ ক্ষেত্রে যেটা প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ২৭টি প্রশাসনিক অঞ্চলের মধ্যে ৭জন গভর্নরই এসেছিলেন উমাইয়া পরিবার হতে। এটাও উল্লেখ্য যে, আরও দু'জন গভর্নর বাহরায়নের আল-আলা বিন আল-হাযরামী এবং জুরাশের সাঈদ বিন কুশায়ব আযদী ছিলেন বনূ উমাইয়ার হালীফদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এ পর্যায়ের কর্মচারীদের শ্রেণী বিভাজনের ক্ষেত্রে উমাইয়াদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। কুরায়শ গোত্রের অবশিষ্ট গভর্নরদের মধ্যে অন্যরা হচ্ছেন হাশিম, ফিহর, মুত্তালিব, সাহম ও মাখযূম পরিবারের একজন করে মোট ৫ জন। দক্ষিণাঞ্চলের ইসলামী বাহিনীর প্রধানও ছিলেন এ গোত্রের সদস্য। তবে এ সময়ে তিনি কোন বেসামরিক প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন না।

খাযরাজ হলো পরবর্তী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গোত্র যেখান থেকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ গভর্নর পদে ৬ জন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মু'আয বিন জাবাল যিনি দক্ষিণ আরবের বিশাল অঞ্চলে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। খাযরাজীদের দ্বারা যে সকল এলাকা শাসিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে খায়বার, আয়লাহর কিছু অংশ, নাজরান ও হাযরামাওত। তবে মদীনার আওস গোত্র বাদ পড়েছে এবং প্রশাসনের এ পর্যায় থেকে তাদের বাদ পড়াটা বাস্তবিক বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যান্য গোত্র ও পরিবার সাফিক, গাওস বিন মূর ও তামীম সম্বন্ধে তালিকায় দেখা যায় তাঁরা সমান সংখ্যকপদ দখল করেছিলেন। প্রত্যেক গোত্র ২জন করে গভর্নরের পদ অলংকৃত করেছেন। বড়ই তাৎপর্যবহ যে, ২জন তামীমী তাদের লোকদের ত্যাগ করে একই গোত্র বা ভিন্ন গোত্রের হালীফদের অন্তর্ভুক্ত হন যারা ছিলেন মক্কার অভিজাত গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

গভর্নরদের সম্পর্কে লক্ষ্যণীয় একটি দিক হচ্ছে যে, তাদের কাউকে নিজ এলাকায় নিয়োগ করা হয়নি। এটা নবী (সাঃ) এর অধীন মদীনা রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অবকাঠামোর এককেন্দ্রিকতার প্রমাণবহ। এ পুস্তকের শেষে প্রদত্ত গভর্ণরদের তালিকার প্রতি একটা তাৎক্ষণিক দৃষ্টি দিলে বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করবে।

ইসলামী রাষ্টের গভর্নরদের এ পরিচিতি থেকে আমরা দেখি ৩২ জনের মধ্যে ৫ জনকে প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মান্তরিত বলা যায়। আর আট জন হয় হিজরতের অব্যবহিত আগে অথবা পরে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। অন্যরা যাঁরা সংখ্যগরিষ্ঠ তাঁরা অনেক পরে ইসলামের ছায়াতলে সমাসীন হয়েছেন। ৭ জন আল-হুদায়বিয়ার সন্ধির অল্প পূর্বে বা উত্তরকালে এবং অন্যরা মক্কা বিজয়ের পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ঘটনাচক্রে ৭ জন উমাইয়া গভর্নরের মধ্যে দু'জন ছিলেন প্রথম পর্যায়ের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। অপর তিনজন হুদায়বিয়া সন্ধির উত্তর কালের এবং দু'জন মক্কা পতনের অব্যবহিত পরে ধর্মান্তরিত হন। একটি ঔৎসুক্য সৃষ্টিকারী বিষয় এই যে, বনূ হাশিমী গোত্রের একমাত্র গভর্নর যিনি বদর

www.pathagar.com

যুদ্ধ পর্যন্ত নবী (সাঃ) এর এবং তাঁর রাষ্ট্রের চরমতম সমালোচক ও দুশমন ছিলেন, তিনি মহাবিজয়ের স্বল্পকাল পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনা আর একবার এ নীতির গুরুত্বের প্রতিই দিক নির্দেশ করে যে, একদিকে ইসলাম অমুসলিম অতীত জীবনের সকল কাজকর্মকে ক্ষমা করে দেয়, অন্যদিকে এটি এ মতের গুরুত্ব আরও জোরদার করে যে, রাষ্ট্রীয় চাকুরি ও দায়িত্বপূর্ণ পদ যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট হয়েছে।

গভর্নরদের ক্ষমতাঃ

পরিশেষে গভর্নর ও প্রশাসকদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অবস্থান সম্বন্ধে কিছু উল্লেখিত হচ্ছে। প্রাপ্ত সকল তথ্য থেকে ধারণা করা যায় যে, নবী (সাঃ) এর প্রবর্তিত সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইয়ামানের গভর্ণর হিসেবে মু'আয ইব্‌ন জাবাল–এর যোগদানের পূর্বে নবী করীম (সাঃ) এর সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়েছিল এক বর্ণনায় সেটি লক্ষ্য করা যায়। সে বর্ণনা মতে রাসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ভাবে তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? তিনি উত্তর করলেন, 'আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী।' পুনরায় আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) শুধালেন, 'যদি তুমি (কুরআনে বিষয়টি সম্বন্ধে) কিছু না পাও তখন?' তিনি উত্তরে বললেন, '(আমি সিদ্ধান্ত নেব) আল্লাহ্‌র নবীর সুন্নাহ অনুসারে।' অতঃপর নবী (সাঃ) পুনরায় প্রশ্ন করেন, সেখানেও যদি তুমি কিছু না পাও তখন?" তিনি উত্তর দেন, 'তখন আমি স্বয়ং একটা সিদ্ধান্তে পৌছবো।' এ পর্যায়ে নবী (সাঃ) বলেন, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আল্লাহ্‌র নবীর প্রতিনিধিকে সঠিক হেদায়াত দান করেছেন যা আল্লাহ্‌র নবী পছন্দ করেন"। [২৬৯] এর অর্থ এই যে, কিতাব ও সুন্নাহর সাধারণ পথনির্দেশসমূহের ভিত্তিতে গভর্নরগণ এবং একই কারণে অন্যান্য কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা নিজস্ব এক্তিয়ারে স্বাধীনভাবে প্রশাসন চালাতেন। তা সত্ত্বেও মু'আয বিন জাবাল, আমর বিন হায্‌ম ও অন্যান্যের সঙ্গে সম্পর্কিত দৃষ্টান্ত থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ প্রশাসনিক এলাকায় পৌছার প্রারম্ভে মহানবী (সাঃ) তাদেরকে সময়োপযোগী নির্দেশ প্রদান করতেন। উদাহরণ স্বরূপ মু'আয ও তাঁর নিজ লোকদেরকে (ঘটনাচক্রে তারা আহলে কিতাব ছিলেন) কালিমা গ্রহণ, প্রত্যহ পাঁচবার সালাত আদায় এবং যাকাত প্রদানের প্রশ্নে আহ্বান জানাতে তিনি নির্দেশ দেন। নবী (সাঃ) জাবালকে জনতার সর্বোত্তম সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন এবং নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্তদের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্যও উপদেশ দেন।[২৭০] আর এক বর্ণনা মতে তিনি তাঁকে এ নির্দেশও প্রদান করেন যে, কাঠিন্য সৃষ্টি করার পরিবর্তে বিষয়টি যেন সহজ করে দেয়া হয়, ঘৃণা সৃষ্টির পরিবর্তে যেন শুভ সংবাদ পরিবেশন করা হয় এবং বিরোধ না বাড়িয়ে যেন সহায়তার হাত প্রসারিত রাখা হয়।[২৭১] জনতাকে যাতে উত্তম আচরণ ও দয়া প্রদর্শন করা হয় সে প্রশ্নেও নবী (সাঃ) তাঁকে নির্দেশ দেন।[২৭২]

কিছু সংখ্যক আধুনিক পণ্ডিত[২৭৩] সন্দেহ পোষণ করলেও আমর বিন হাযমের নিযুক্তির সময় প্রদত্ত তাঁর নির্দেশসমূহ যেমন ছিল ব্যাপক, তেমনি শিক্ষণীয়। নির্দেশের মধ্যে–তাদেরকে খোদা ভীরুতা, সত্যের অনুবর্তী হওয়ার, সততার সঙ্গে আচরণ করার, জনতার নিকট শুভ সংবাদ পৌছানোর, তাঁদেরকে তাঁদের সুযোগ–সুবিধা ও বাধ্যবাধকতা জানানর, সঠিক পথে থাকলে তাদের প্রতি ছাড় দিতে, এবং যখন তাঁরা অবিচার করবে তখন শাস্তি প্রদানের, অতঃপর বেহেশত লাভের শুভসংবাদ দিতে, সেটা অর্জনের পন্থা বাত্‌লিয়ে দিতে, জাহান্নামের প্রশ্নে সতর্ক করতে, তাদেরকে হজ্জের রীতিনীতি শিক্ষাদানের, এমন স্বল্প পরিমান বস্ত্র পরিধান করে সালাত সম্পাদনে নিষেধ করতে বলেন যেটা কাঁধের উভর পার্শ্ব আবৃত না করে এবং এমন পোশাক পরিধান করতেও বারণ করেন যেটা তাদের দেহে সেটে থাকার কারণে দেহাংশ দৃশ্যমান হয়, যদি তাদের মাথার চুল এমন দীর্ঘ হয় যে পেছন দিকে ঝুলে থাকে তবে তাদেরকে চুল বেনী

www.pathagar.com

করা থেকে বিরত করতে, বিপদের সময় নিজ নিজ গোত্র বা পরিবারের প্রতি নয় বরং আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাত করতে উপদেশ দিন। যারা আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন না জানিয়ে বরং গোত্র ও পরিবারের নিকট জানায় তাদেরকে তাদের তরবারী নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দিন যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। জনতাকে অযু করতে নির্দেশ দিন। তাদেরকে সালাত সম্পাদনের এবং আযান হলে জামায়াতবদ্ধ হতে বলুন। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে পাক-সাফ হতে জানিয়ে দিন। তাদেরকে নির্দেশ দিন যাতে তারা আল্লাহ্‌র পঞ্চম পাওনার অর্থাৎ যাকাতের প্রশ্নে নিজেদেরকে দায়মুক্ত রাখে এবং সে সব কর থেকেও যেগুলো মুসলিমদের ভূমির উপর নির্দিষ্ট রয়েছে, যেমনঃ ফোয়ারা বা বৃষ্টির পানি দ্বারা উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচ ব্যবস্থাধীন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ, প্রতি দশটি উটের মধ্যে দুটি ভেড়া, প্রতি বিশটি উটের মধ্যে চারটি ভেড়া, প্রতি চল্লিশটি গাভীর মধ্যে একটি গাভী, প্রতি ত্রিশটি গাভীর মধ্যে একটি বলদ অথবা গো-ছানা, প্রতি চল্লিশটি ভেড়ার মধ্যে একটি ভেড়া। যদি কোন ইহুদী বা খৃষ্টান স্বেচ্ছায় ঈমানদার মুসলমানে পরিণত হয় এবং ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করে তবে সে একজন বিশ্বাসীই-অধিকার ও বাধ্য-বাধকতার সব প্রশ্নেও সে ভিন্ন কিছু নয়। যদি কেউ স্বধর্ম আকড়িয়ে থাকে তাঁকে তা-থেকে ফেরান যাবে না। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ককে, পুরুষ হোক আর নারী, দাস হোক আর মুক্ত (অমুসলিম), অবশ্যই এক স্বর্ণ দিনার অথবা সম মূল্যের কাপড় দিতে হবে। যে এটা করবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাঁর নিরাপত্তা দেয়া হলো এবং যে এটা অবজ্ঞা করবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) এবং বিশ্বাসীদের দুশমন।[২৭৪]

এসব নির্দেশের প্রকৃতি নানা বৈচিত্রময়তায় পূর্ণ। কেননা সেগুলো কেবলমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপই নয় বরং সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদিও সেসবের অন্তর্ভুক্ত। গোত্রীয় আনুগত্য খর্ব করার দিকটি এবং বিদ্রোহে উস্কানী দাতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার নির্দেশটির বড়ই রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। অর্থনেতিক বিষয়ে নির্দেশসমূহের প্রশ্নে আমরা অন্যত্র আলোচনা করবো। যাহোক, এ দলিল গভর্নরের অবস্থান ও ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। নীতিগত ভাবে তাঁরা সবাই মদীনার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাঁদের সকল বিষয়ের জন্য দায়ী ছিলেন। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এলাকা শাসন করতেন। তাঁরা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কাত্তানীর লিপিবদ্ধকৃত তথ্য সমূহ এ দিকটির প্রতি একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দেয়। একজন প্রখ্যাত লেখকের উদ্ধৃতি টেনে তিনি বলেন যে, উলাত (গভর্নরগণ) কে স্ব-স্ব প্রশাসনিক অঞ্চলে প্রশাসন, বিচার, কর আদায় ও হজ্জের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছিল।[২৭৫] বালাযূরীও অন্যরা এর সমর্থন দেন এই বলে যে, আমীর একটি অঞ্চলের উপর শাসন চালাতেন এবং কর আদায় করতেন।[২৭৬] আযরাকীর এক মন্তব্যে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অষ্টম হিজরী তথা ৬৩০ খৃষ্টাব্দে আত্তাব বিন আসীদ অঞ্চলের প্রধান প্রশাসক (আমীরুল-বালাদ) হিসাবে হজ্জের নেতৃত্ব দিতেন যদিও নবী (সাঃ) তাঁকে সে দায়িত্ব দেন নি।[২৭৭]

স্থানীয় প্রশাসকবৃন্দ ঃ

আরব সমাজ কাঠামোর প্রকৃতি যেহেতু গোত্রীয় এজন্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসক এবং গভর্নরগণ না স্থানীয় সব সমস্যা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারতেন, না তাঁরা স্থানীয় জনতার সে সব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দিতে সক্ষম হতেন। এজন্যেই স্থানীয় প্রশাসকবৃন্দ প্রায় সবাই প্রধানত বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতিদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হতেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে গোত্রের অধিকাংশ সদস্য অথবা গোত্রপতিসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য ইসলাম কবুল করেন নি, সে'সব ক্ষেত্রে গোত্রের বাকী অংশ থেকে গোত্রপতি নির্বাচন করা হতো। এসব স্থানীয় প্রশাসক অশ্যই করসংগ্রহকারীও দিলেন। অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় এবং বর্ণনা সংক্ষেপ করার মানসে স্থানীয় প্রশাসকদের বিবরণী এখানে

www.pathagar.com

পেশ করা হয়নি। তবে বিভিন্নসূত্রে যাদেরকে গোত্র প্রধান বলা হয়েছে এখানে তাঁদেরই বর্ণনা রয়েছে। এটা সত্য, কোনক্রমেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নির্বাচিত বা অনুমোদিত স্থানীয় প্রশাসকদের এটি কোন পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ তালিকা নয়। কারণ তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল গোত্র ও শাখা গোত্র সমূহের মোট সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। ওয়াটের এ ধারণা সঠিক যে, নবী (সাঃ) এর আবির্ভাবের ফলে প্রত্যেক এলাকার অভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহের ক্ষমতা গোত্রগুলোর নয় বরং গোষ্ঠীগুলোর প্রভাবাধীন ছিল। পরবর্তীকালের এক লেখকের মতে আবার গোত্র ও গোষ্ঠীসমূহের সংখ্যা ছিল, "আকাশের তারকাপুঞ্জের মত অগনন।" সংক্ষেপে বলতে হয়, আরবের অসংখ্য গোত্রের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোরই নিজস্ব প্রধান ছিল যারা মদীনার কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় প্রশাসক হিসাবে কাজ করেছেন।

ইতিপূর্বে প্রথম দুটি অধ্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির উপস্থাপনা ঘটেছে এবং এ পর্যায়ে সে'সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দেশের অভ্যন্তরে এমনকি সুদূরবর্তী এলাকায় ইসলামী সরকারের ব্যাপ্তির জন্যে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সুযোগ করে দিয়েছে সেটা উপলব্ধির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের উপর দ্রুত আলোকপাত করা যায়। সাধারণত এটা বিশ্বাস করা হয় যে, হিজরত পরবর্তী নবম সালে অর্থাৎ ৬৩০–৩১ খৃষ্টাব্দে বিভিন্নসূত্র যাকে উল্লেখ করেছে "প্রতিনিধিদলসমূহের বছর বলে" সেটাই ছিল আবর উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশে ইসলামের এবং ইসলামী প্রশাসন–বিস্তারের উষালগ্ন। সে'সময়েই আরবের বিভিন্ন এলাকার গোত্রীয় প্রতিনিধিদল নবী (সাঃ) এর নিকট বায়আত গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষমান থাকতেন। বস্তুত এটি ছিল সে' প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায় যেটা শুরু হয়েছিল ঠিক তখনই যখন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গিফার, আসলাম, জুহায়নাহ, মুযায়নাহ, মুদলিজ এবং অন্যদের ইতিহাস এ দিকটিই প্রমাণ করে। আরব প্রতিনিধিদল সমূহের সাথে ইব্‌ন সাদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনাই এ সত্য উদঘাটনে যথেষ্ট যে, নবম হিজরী বা ৬৩০ খৃষ্টাব্দের বেশ আগে আরব গোত্র ও গোষ্ঠীসমূহ নবী (সাঃ) এর জন্য প্রতীক্ষমান থাকতে শুরু করে। যাক, এসব সাক্ষাত চলাকালেই বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রধানদের নির্বাচন অথবা অনুমোদন ঘটে। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে "প্রতিনিধি দলসমূহের বছরে" যখন বিরাট সংখ্যক আরব গোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তখনই অধিকাংশ স্থানীয় প্রশাসক নিযুক্ত হন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী বা গোত্রের প্রধান হিসেবে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করা হতো। লক্ষণীয় যে, নির্বাচিত প্রধান যে প্রতিনিধিদলের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যই ছিলেন এমন নয়। অনুরূপভাবে তাঁরা সবাই গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রধানও ছিলেন না। অন্তত সাকীফ গোত্রের উমসান বিন আবী আল–আসের দিক বিবেচনা করে সেটাই লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় প্রধানদের নির্বাচনের প্রশ্নে সাধারণত দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হতো। প্রথমত স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার যোগ্যতা এবং দ্বিতীয়ত ইসলামী আদর্শ ও বিধানাবলী বুঝবার ক্ষমতা। কখনো কখনো দ্বিতীয় বিষয়টিতে অন্যান্য প্রশ্নের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়া হতো বিশেষ করে স্থানীয় প্রধান নির্বাচন করার প্রশ্নে। কেননা আশা করা হতো যে, স্থানীয় প্রধানরা নিজ নিজ গোত্র বা গোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রয়োজনের বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন, এবং ইসলাম প্রচারে কাজ চালাবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবকাঠামোতে স্থানীয় প্রশাসকদের অবস্থান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তাঁরা স্থানীয় জনতা ও এলাকাস্থ কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করতেন। কখনো কখনো তাঁরা মদীনার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতেন। বাইরের এলাকাগুলোতে সে'সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি বা গভর্নরদের অধীনতার প্রশ্ন ছিল সে'সব ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসকগণ পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু আরবের মধ্যবর্তী এলাকার স্থানীয় প্রশাসকগণ প্রত্যক্ষভাবে মদীনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি নিচে বর্ণিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

আমরা অন্যত্র লক্ষ্য করেছি যে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা সুসংগঠিত সরকার কায়েম ছিল। সে'সব সমসাময়িক রাজ্য ও সরকার বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হতো। দেশের পূর্বাঞ্চলে দুটি রাজ্য ছিল বাহরায়ন ও উমান। একটির শাসক ছিলেন তামীম গোত্রের আল-মুনযির বিন সাবা এবং অপরটির শাসক ছিলেন আল-জুলান্দা'র দু'পুত্র জায়ফার ও আব্দ। যখন এসব শাসক নবী (সাঃ) এর সার্বভৌম কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তখন তাঁরা তাঁদের অঞ্চলস্থ কেন্দ্রীয় সরকারের গভর্নরের প্রতিনিধিত্বও মেনে নেন। এ কারণেই আমর বিন আল-আস ও আল-আলা বিন আল-হাযরামী যথাক্রমে উমান ও বাহরায়নে তাদের আবাসস্থল নির্মাণ করেন। শাসকরা তাঁদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে নবী (সাঃ) এর যেসব সার্বজনীন নির্দেশ তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাঁদের নিকট পৌঁছাতো সে'সব তাঁরা মেনে চলতেন। কিন্তু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত কোন বিষয়ে তারা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির কর্তৃত্বাধীন থাকতেন না। আল-মুনযীর বিন সাবা[২৭৮] ও আল-জুলান্দরের[২৭৯] দুই পুত্রকে লেখা নবী (সাঃ)-এর পত্র সমূহ এর যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে। অনুরূপভাবে ইরানের কিসরার অপর প্রতিনিধি উসায়বুখ্‌তকেও নবী (সাঃ)-এর 'উম্মাল' অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।[২৮০] বাহরায়নের এক শক্তিশালী গোত্র আব্দ আল-কায়সের প্রধানকেও আল-আলা বিন আল-হাযরামীর[২৮১] কর্তৃত্বাধীন থাকতে হয়েছে। নাজরানের প্রশাসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে নবী (সাঃ) এর আমীর উবায়দা বিন আল-জাররাহ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যা স্পষ্টত এ সত্যই প্রমাণ করে যে, অঞ্চলটিতে তিনি প্রতিনিধি হিসাবে কর্তৃত্ব করেছেন।[২৮২] ইয়াযানের শাসক যুরাহর নিকট প্রেরিত তাঁর পত্র, যা' ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে, সেটাও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দাবী করে।[২৮৩] সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, স্থানীয় প্রশাসক ও শাহযাদাদের নিকট লেখা নবী (সাঃ)-এর পত্র সমূহ সে'সব এখানো বিদ্যমান, সেগুলোতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের প্রতি সার্বিক আনুগত্যের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা স্বেচ্ছায় এ কাজটি করেছেন। হামাদান, হাযরামাওত, মাহরাব, জুযাম এবং কুযাআহর স্থানীয় প্রধানদের এবং বাহিলাহ, দূমাত আল-জান্দাল, বনূ আসাদ[২৮৪] ও আরও অনেকের নিকট লেখা রাসূলে পাকের (সাঃ) পত্র সমূহের বিষয়বস্তুই এদিকটি স্পষ্ট করবে।

আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে এবং উত্তর অঞ্চলসমূহে, বিভিন্ন সূত্রে যাদের উল্লেখ রয়েছে সে'সব স্থানীয় প্রধান ও প্রশাসকরাই কার্য পরিচালনা করতেন। পুস্তকটির শেষে এবং কিছুটা সংক্ষেপে এ বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান পেশ করা হবে। এ পর্যায়ে কতক গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সকল গোত্র এবং তাদের বড় বড় সকল গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রধান থাকতেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক তাঁরা নিযুক্ত বা অনুমোদিত হতেন। উত্তরাঞ্চলের একজন উল্লেখযোগ্য প্রধান ছিলেন ইমরা আল-কায়স যিনি কালব গোত্রের ইব্‌ন আল-আসবাগ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। কুযাআহ এলাকার কয়েকজন গোত্র প্রধানের মধ্যে তিনি অন্যতম এবং[২৮৫] রিদ্দাহ অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগের আমল পর্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। উসদ আরও দু'জন প্রধানের উল্লেখ করেছে, এদের একজন ছিলেন বনূ যুহল এর, অপর জন বনূ আন্‌য বিন ওয়ায়ল এর কর্তা।[২৮৬] দুই পবিত্র নারীর পূর্বাঞ্চলে সুমালাহ, সালামাহ এবং ফাহম[২৮৭] এলাকার প্রশাসক মালিক বিন আওফ আল-নাসরী এবং তায়ী ও বনূ আসাদের[২৮৮] প্রধান আদী বিন হাতিম ছিলেন সর্বজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। দক্ষিণাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর মধ্যে প্রায় ১২ জন প্রশাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা খাওয়ালান, আয্‌দ জুরাশ, হামাদানের বনূ খারিফ, মুরাদ, যাবীদ, মাযহিজ, জুরাশ, মাযহিজের বনু আল হারীস বিন ক্বা'ব, মুররাহ, হারীম ও কুলাব; হামাদানের বনূ আরহাজ, সুদা ও কিন্দাহ ও আরও অনেক গোত্র বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[২৮৯] অনুরূপভাবে অবশিষ্ট আরবের বিভিন্ন গোত্র সমূহের মধ্যে আবদ আল-কায়স ও বনূ আওস/তামীম-এর দু'জন উল্লেখযোগ্য প্রশাসক ছিলেন জারূদ বিন-মুয়াল্লা ও যিবরিকান বিন বদর।[২৯০] এ ধরণের স্থানীয় প্রশাসকদের বিষয় স্থানীয় কর

www.pathagar.com

প্রশাসকদের প্রসঙ্গে আলোচনায় বিস্তারিতভাবে আসবে। পরিশেষে স্থানীয় প্রশাসকদের নিযুক্তির বছর ভিত্তিক তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল যদিও সেটা মোটেও ব্যাপক নয়, তবুও ইতিমধ্যে আলোচিত দিকগুলো বুঝবার প্রশ্নে এটা সহায়ক হবে।

সময় কাল

অঞ্চল	গোত্র/গোষ্ঠী	৭/৬২৮-২৯	৮/৬৩০,	৯/৬৩১,	১০/৬৩১-৩২	তারিখ অজ্ঞাত	গ্রোত্রীয় প্রধানা
উত্তর আরব	কালব					২	২
	বনূ আন্‌যবিন ওয়াইল					১	১
	জুযাম/মাররাম	১					১
পশ্চিম আরব	আওস/নিজায	১					১
পূর্ব আরব	হাওয়াযিন		১				১
	বনূ আমীর					১	১
	দু'ইল/আসাদ						১
	তায়ী/আসাদ			১			১
দক্ষিণাঞ্চল	আয্‌দ-জুরাশ			১			১
	হামাদান			১	১	১	৩
	মুরাদ				১		১
	জুরাশ				১	১	১
	মাযহিজ						১
	জুফি				২	১	১
	রুহা						১
	হাযরামাওত				১		১
	সুদা				১		১
	কিন্দাহ্‌				১		১
বাকী আরব	তামীম		১	১			১
	আব্‌দ আল কায়স						১
অনির্দিষ্ট	–			২			২
মোট	২০ গোত্র/ গোষ্ঠী	২	২	৬	৮	৭	২৫

www.pathagar.com

নকীবগণঃ

আরবে নকীব (গোত্র/ গোষ্ঠী সমূহের নেতা / জনতার প্রতিনিধি) প্রাচীন এক প্রতিষ্ঠান। কেননা ইহুদী ও খৃষ্টান ঐহিত্যেও এপদের অস্তিত্ব মিলে। সিনাই মরুভূমিতে মিশরের ইহুদীরা ব্যাপকভাবে শরণার্থী হওয়ার পরবর্তী অবস্থায় তাদের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে "সম্প্রদায় হিসেবে তারা বারটি গোত্র।"[২৯১] আল্লাহ্ তাদের মধ্য হতে বার জননেতা (নকীব) তৈরী করেছেন।"[২৯২] কুরআনের এ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে নকীবের প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং ব্যাখ্যাও মিলে। বাইবেলের বর্ণনায় মূসা (আঃ) কে নির্দেশ করা হয়েছে" লও---- হে সম্মানিত বনূ ইসরাইল--- এবং তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক গোত্রের একজন লোক থাকবে। প্রত্যেকে হবে তাঁর পিতৃ পরিবারের প্রধান।"[২৯৩] তাদের এ নিযুক্তির লক্ষ্য ছিল হযরত মূসা (আঃ) কে খোদায়ী দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা এবং এটাও লক্ষ্য রাখার জন্য যে, তাঁদের নিজ নিজ গোত্র যেন বিচ্যুত না হয় বা আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের রজ্জুকে ছিন্ন না করে।[২৯৪] ইহুদী জনতার মাঝে তাঁদের অবস্থান সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এইবলেঃ এরা হচ্ছে নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রখ্যাত ব্যক্তি, নিজ নিজ পৈত্রিক গোত্রের শাসক এবং ইসরাইলের হাজার হাজার জনতার প্রধান।[২৯৫] রিচার্ড বেল কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাদেরকে ইসরাইলের নেতা বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন, " জ্যেষ্ঠরা মূসা (আঃ) এর বোঝা হাল্কা করার জন্যই মনোনীত হতেন।"[২৯৬] ইহুদী এই ঐহিত্য যিশুখৃষ্টও অনুসরণ করেছেন। সুসমাচার প্রচার করার জন্য নিজ প্রয়োজনে তিনিও বার জন নকীব'[২৯৭] (শিষ্য ও অনুসারী) নিযুক্ত করেছিলেন। "এই বার জনকে যিশুখৃষ্ট পাঠিয়ে ছিলেন এ নির্দেশ দিয়ে যে অভিজাতদের পথে যেওনা এবং সুমারীয়দের কোন নগরীতে প্রবেশ করোনা, বরং ইসরাইলের হারিয়ে যাওয়া মেষের সন্ধানে যাও এবং তোমরা এ বলে প্রচার কর যে, স্বর্গরাজ্য এখন নাগালের মধ্যে।"[২৯৮]

৬২২ খৃষ্টাব্দের আল-আকাবার শেষ সমাবেশে ইসলামের নবী (সাঃ) নকীব-এর এই ইহুদী-খৃষ্টান প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করেছেন। তখন তিনি আওস ও খাযরাজ গোত্র থেকে ১২ জন নকীব নির্বাচন করেন। আওস থেকে ৩ জন এবং খাযরাজ গোত্র হতে বাকী সবাই নিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্যান্য উৎস ছাড়াও ইব্ন ইসহাক,[২৯৯] ইব্ন সা'দ,[৩০০] বালাযূরী,[৩০১] বাগদাদী[৩০২] ও তাবারীতে[৩০৩] কিছু সংখ্যক বর্ণনা এই ইহুদী খৃষ্টান প্রতিষ্ঠানের আত্মীকরণের বিষয়টির প্রমাণ বহন করে।

ইহুদী ধর্মীয় কাঠামোতে নকীব প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান প্রসঙ্গে ইসলামের সঙ্গে মোটামুটি অভিন্নতা দেখা যায়। তবে খৃষ্টীয় বিশ্বাস কিছুটা ভিন্নতর। বালাযূরী নবী (সাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "মূসা (আ.) বনূ ইসরাইলে মধ্য হতে বারজন নকীব নির্বাচন করেছিলেন, একই ভাবে আমিও নির্বাচন করবো----।"[৩০৪] অতঃপর নবী (সাঃ) আল-আকাবার সমাবেশে উপস্থিত মদীনাবাসীকে "বারজন নেতা উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন যাতে করে তাঁরা জনতার বিষয়াদির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে।[৩০৫] তাৎপর্যবহ যে, সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীতে এটি ছিল আনসারীদের জামায়াত এবং নবী (সাঃ) স্বয়ং নির্বাচন না করে জামায়াত তাঁদেরকে নির্বাচিত করেছে। ৯ জন আনা হয়েছিল আল-খাযরাজ এবং ৩ জনকে আনা হয়েছিল আল-আওস গোত্র থেকে।[৩০৬] পরিশেষে নবী (সাঃ) নেতৃবৃন্দকে বল্লেন, "আপনারা আপনাদের জনতার নিরাপত্তা বিধানকারী যেমন মরিয়মের সন্তান ইসার অনুসারীরা তাঁর জন্য

www.pathagar.com

দায়ী ছিল, অপর পক্ষে আমি আমার জনতার জন্য দায়িত্বশীল।"[৩০৭] বালাযূরী ও ইব্ন সাদের মতে নবী (সাঃ) বনূ আল-নাজ্জার/খাযরাজ থেকে আবূ উমামাহ্ আসাদ বিন যুরারাহকে প্রধান ও নেতা হিসাবে নিযুক্ত করেন।[৩০৮] বালাযূরী আরও বর্ণনা করেনঃ নকীবরা এক এক করে দাড়ালেন; আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তাঁদের সহায়তার প্রশ্নে এবং আল্লাহ্র সাথে তাঁদের ওয়াদা পূর্ণ করার বিষয়ে শপথ গ্রহণ করলেন।[৩০৯] এভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে, নকীবদের অবস্থান ছিল অনেকটা স্থানীয় প্রশাসকদের কিংবা রাজধানী শহরের গুরুত্বপুর্ণ কর্মচারীদের মত। তাঁরা আওস ও খাযরাজ গোত্রের কর্মাদি ও বিষয়সমূহ দেখা-শোনার দায়িত্ব পালন করতেন।

ইহুদী-খৃষ্টান ঐতিহ্য যেমন নবীকের প্রতিষ্ঠানটিকে গ্রহণ করা হয়েছে আমরাও যদি তদ্রুপ এর অন্তর্নিহিত ধর্মীয় প্রেরণাকে গ্রহণ করি তবে এটাও অনস্বীকার্য যে, এটি পুরোপুরি গোত্র ব্যবস্থা ভিত্তিক ছিল না, না ছিল এর গোত্রীয় চরিত্র। যদিও নকীবদেরকে কোন না কোন আনসার গোষ্ঠী থেকে বাছাই করা হয়েছিল। আরও অধিকতর শক্তিশালী এক যুক্তি প্রতিষ্ঠানটির গোত্রীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়। সেটা হচ্ছে, প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, যদিও আনসারীদের গোষ্ঠী সংখ্যা অনেক বেশী এবং সে'সবের মধ্যে কোন কোনটি বড়ই গুরুত্ববহ ও শক্তিশালী ছিল অথচ তাদের মধ্য হতে একজন নকীবও নির্বাচন করা হয়নি। বিপরীত পক্ষে কোন কোন গোত্র থেকে একাধিক নকীব গৃহীত হয়েছিল এবং প্রাথমিক বারজন নকীব নিযুক্ত হয়েছিলেন। নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় নকীবের এ সংখ্যা অপরিবর্তিত ছিল। পুস্তকটির শেষে নকীবদের গোত্র ও গোষ্ঠীগত পরিচয় সম্বলিত যে তালিকা দেয়া হয়েছে সেখানে লক্ষ্য করা যায় যে, আওস গোত্রীয় নকীবরা আব্দ আল-আশহাল, গানম ও আমর বিন আওফ থেকে একজন করে(আমর বিন আওফ বা বালী গোত্র হচ্ছে আব্দ আল-আশহাল এর মিত্র)। পক্ষান্তরে খাযরাজ গোত্রের বনূ আল-নাজ্জার ও আল-কাওয়াকিলাহ এবং বনূ যুরায়ক থেকে একজন, এবং বালহারীস, সাঈদাহ্ ও সালামাহ্ থেকে দু'জন করে রয়েছেন।[৩১০] এর ভিত্তি যদি গোত্রীয় হতো তবে নিদেন পক্ষে আল-আকাবায় বিরাজমান অন্যান্য মদীনা গোষ্ঠী হতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধিত্ব করতেন। আকাবায় উপস্থিতদের তালিকা লক্ষ্য করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বায়া'যাহ গোষ্ঠী এবং বনূ আল-নাজ্জার ও গানমের কিছু সংখ্যক উপগোত্রের কোন নকীব ছিল না।[৩১১]

এটি কতক পন্ডিতের এ ধারণাকেও মিথ্যা প্রমাণ করে যে, আকাবায় উপস্থিত গোষ্ঠীসমূহের সংখ্যা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। এমনটি হলে আল-নাজ্জারের সকল ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী যারা সংখ্যার দিক থেকে মদীনায় শক্তিশালী এবং আল-আকাবায়[৩১২] যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্য হতে অবশ্যই একাধিক নকীব থাকতো। প্রকৃত পক্ষে নকীব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভিত্তি ছিল নির্বাচিতদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং মদীনী বিষয়সমূহে তাঁদের ভূমিকা ও অবস্থানের ওপর।[৩১৩]

নকীবের প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে একই পন্ডিত সন্দেহ পোষণ করেছেন।[৩১৪] কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অপ্রতুল হলেও বিপরীত প্রমাণই বহন করে। প্রায় সকল লেখক বর্ণনা করেন, আল-নাজ্জারের নকীব ও নকীবদের প্রধান আসাদ বিন যুররাহ হিজরতের নয়মাস পর শাওয়াল মাসে তথা ৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইন্তেকাল করলে আল-নাজ্জারের জনতা তাদের জন্য অপর এক নকীব নিয়োগ করতে অনুরোধ জানালেন

www.pathagar.com

এবং নবী (সাঃ) স্বয়ং সে' দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।[৩১৫] অন্ততঃ পক্ষে বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত সময় কালের জন্য প্রতিষ্ঠানটির গঠন সম্বন্ধে এসব তথ্য স্পষ্ট আলোকপাত করে। এটা অবশ্যই যোগ করতে হয় যে, এ দায়িত্বে নবীর (সাঃ) আসীন হওয়ার পশ্চাতে সম্ভবতঃ বনূ আল-নাজ্জারের সঙ্গে প্রপিতামহী সূত্রের সম্পর্ক মাত্র নয় বরং আসাদ বিন যুরারাহর নকীবু'ল নূকাবা তথা প্রধান নকীবের অতি দায়িত্বসম্পন্ন পদটি পূরণের জন্যই তিনি এ পদে আসীন হয়ে ছিলেন। অতপর নবী (সাঃ) মুহাজির ও আনসার সকল মুসলমানদের নেতায় পরিণত হলেন। আরও কিছু ঘটনা রয়েছে যেগুলো বদর যুদ্ধ উত্তর কালের এ প্রতিষ্ঠানটির গঠন সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। নবী[৩১৬] (সাঃ)-এর মদীনায় পৌছার একমাস পূর্বে হিজরীর পহেলা সফর তথা ৬২২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আর একজন নকীব বনূ সালামাহ্ গোত্রের আল বারা বিন মুররাহ্ মৃত্যু বরণ করেন। উস্‌দ বলে, তাঁর পরিবর্তে তদীয় সন্তান বিশর সে পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৩১৭] উক্ত লেখকই উল্লেখ করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় কমপক্ষে তিনজন আনসারী নকীব পদে আসীন ছিলেন। আমর বিন জামুহ ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বনু সালামাহর সদস্য।[৩১৮] অপর দিকে রাফি বিন খাদীজ ছিলেন আওস গোত্রের আমর বিন মালিকের অন্তর্ভুক্ত।[৩১৯] তৃতীয় জন ছিলেন মুসাঈয়িব বিন আমর যার কর্মস্থল সম্পর্কে জানা যায় না।[৩২০] এটা অজ্ঞাত যে, নকীবের এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যপ্রণালী কি ছিল। তবে উমাইয়া ও আব্বাসিয়া আমলেও পুনরায় এ প্রতিষ্ঠানটির তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করি।[৩২১]

৪. কুযাত (বিচারক মন্ডলী)ঃ

এ ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলেও এটা ভুল যে, ইসলামের স্বর্ণময় যুগে কা'যার (বিচার বিভাগের) প্রতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেনি। এ ধরনের মিথ্যা ধারণা বিস্তার লাভের জন্য আধুনিক, বিশেষ করে পশ্চিমা পণ্ডিতরা, যাঁরা ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক বিচার ব্যবস্থার মানদণ্ডে বিচার করেন, তাঁরা দায়ী। বিভিন্নসূত্র ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যসমূহের সযত্ন অধ্যয়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে, নবী (সাঃ) প্রশাসনের এদিকটিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐশী প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নবী (সাঃ) স্বয়ং ইনসাফের আধার ছিলেন। কেননা খোদায়ী বিধানের প্রধান ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি। জানা যায়, সর্বোচ্চ বিচারক হিসাবে তিনি অসংখ্য মামলার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যার কিছু কিছু উপরে উল্লেখিত হয়েছে। পরবর্তী মুসলিম লেখক ও ফকীহ্গণ তাঁর বিচার সম্বন্ধে যে বিপুল সংখ্যক পুস্তক রচনা করেছেন সেটার মাধ্যমেই প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ এ দিকটির তখনকার প্রচলিত ব্যবস্থার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যাবে।[৩২২] কাত্তানী সে'গুলোকে কতক ভাগ ও উপভাগে বিভক্ত করেছেন।[৩২৩] একটা পৃথক অধ্যায়ে তিনি রাসূল (সাঃ) এর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের বিচারকদের বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩২৪] তাদের মধ্যে আট জনের নাম উল্লেখ রয়েছেঃ উমর, আলী, মু'আয বিন জাবাল, আবদুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ উবাঈ বিন কা'ব, যায়দ বিন সাবিত, আবূ মূসা আল-আশআরী, উকবাহ ও মা'কিল বিন ইয়াসার।[৩২৫]

এ প্রসেঙ্গ এখানে এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, নবী (সাঃ) এর যামানার কা'যীদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ কেন্দ্রের কাযী ও প্রাদেশিক শহরের কা'যী। পরবর্তীদের সম্পর্কে বলতে হয় আলী, মু'আয ও আবূ মূসা আল-আশআরীর উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁরা সবাই প্রাদেশিক বা বিভাগীয়

www.pathagar.com

(উমারা, উম্মাল) প্রশাসক ছিলেন। তাঁদের প্রশ্নে বলতে হয় যে, বিভিন্ন উৎস আমীর, কাযী, জাবী (কর সংগ্রহকারী) বা আমীল শব্দ কটি যত্রতত্র এবং একটির পরিবর্তে অপরটি ব্যবহার করেছেন।[৩২৬] বস্তুত কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সকল প্রশাসক বিচার বিভাগীয় ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন। কেননা সে যুগে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না এবং কাযীদের সাধারণ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা হতো।

উপরন্তু কতক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর নির্দেশে অনেক সময় তাঁর উপস্থিতিতেও কা'যীর দায়িত্ব পালন করতেন। তিরমিযী, আহমদ বিন হাম্বল ও আল-হাকীম কর্তৃক লিপিবদ্ধ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিবদমান পক্ষগুলো নবী (সাঃ) এর নিকট মামলা দায়ের করলে তিনটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে উমর, মাকিল বিন ইয়াসার ও উকবাহকে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মামলার নিষ্পত্তি করতে বলেছিলেন।[৩২৭] অবশ্যই নবী (সাঃ) এর লক্ষ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্রে ভবিষ্যত শাসকদের বাস্তব ধারণা ও প্রশিক্ষণ দেয়া এবং এমন একটি আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যেটা প্রশাসনের প্রাত্যহিক সমস্যা সমূহের মুকাবিলা করতে পারবে।

তবে পরবর্তী লেখকরা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশ্নে নবী (সাঃ) ব্যক্তিগত ভাবেই কাউকে না কাউকে দায়িত্ব দিয়েছেন এমন নয় বরং কখনো কখনো মামলার প্রকৃতি বিচার করে সামষ্টিকভাবে কয়েকজনের উপর বিচারের দায়িত্ব আরোপ করতেন।[৩২৮] পরবর্তী কালের এক লেখক সুব্হ আল-আশআ'র মতে সেই প্রাথমিক দিনগুলোতে এমনকি পরবর্তী কালের কাযীদের কর্তব্য ছিল শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বিরোধে জড়িত দু'পক্ষের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ মীমাংসা করে দেওয়া।[৩২৯] প্রথমত নবী (সাঃ) স্বয়ং এ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যখন যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে তখন স্বীয় ক্ষমতা অনুসারীদের উপর ন্যস্ত করেছেন।

৫. বাজার প্রশাসনঃ

বাজার ও বাজারের সদস্যদের বাণিজ্যিক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করা মধ্য যুগীয় সরকারসমূহের জন্য সর্বাবস্থায় ছিল কঠিনতম এক সমস্যা এবং বড়ই কৌশলময় এক বিষয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনে করে রাসূল পাক (সাঃ) অসাধু বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক তৎপরতা সংস্কার করার জন্য স্বয়ং যত্নবান ছিলেন। কখনো কখনো তিনি নিজেই বাজারের হালচাল পরিদর্শন করতেন এবং পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী বিধানসমূহ জারী করতেন। তিরমিযীর এক হাদীস হতে একদিন আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বাজারে গেলেন এবং একটি খাদ্যের স্তুপের পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। (সাবরাহ তা'আম, অর্থাৎ যা' বিনা ওজনে ক্রয় ও বিক্রয় করা হচ্ছিল)। তিনি স্তুপের মধ্যে স্বীয় আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে ভেতরে সে'গুলোকে ভেঁজা দেখতে পেলেন। প্রতারণামূলক কাজের জন্য তিনি বিক্রয়কারীকে তিরস্কার করলেন।[৩৩০] বুখারীর অপর এক হাদীসে বলা হয় যে, যেখানে খাদ্যশস্য ক্রয় করা হচ্ছিল সেখানে খাদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল।[৩৩১] অনুরূপ ভাবে যে' শস্যবিক্রেতারা মুজাযাফাহ[৩৩২] ব্যবস্থায় লেন-দেন করছিল তাদেরকে সে কাজ হতে নিবৃত্ত করেন।[৩৩৩] খাদ্যশস্য সচরাচর যেখানে বিক্রয় করা হয় কেবলে মাত্র সেখানেই খাদ্যশস্য লেন-দেনের অনুমতি দেয়া হতো।[৩৩৪] স্পষ্টতই এজন্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে একদিকে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অপরদিকে প্রতারণামূলক প্রক্রিয়া বন্ধ করা সম্ভবপর হয়।

www.pathagar.com

এ উদ্দেশ্যে নবী (সাঃ) বাজার সমূহের জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। ইব্ন সা'দ বলেন যে, উমাইয়া গোত্রের সাঈদী পরিবারের একজন সদস্য সাঈদ বিন আল-আস মক্কার পতনের পরপরই এর বাজার কর্মকর্তা নিয়োজিত হয়েছিলেন।[৩৩৫] অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, মদীনাতে উমর বিন আল-খাত্তাব বাজার কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৩৩৬] যদিও এ ধরনের কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে আর কোন নির্ভর যোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না তবুও এটা ধারণা করাই যুক্তিযুক্ত হবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে আরও কিছু বাজার কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সকল বিশেষ কর্মকর্তা ছাড়াও প্রাদেশিক গভর্নর, স্থানীয় প্রশাসক এবং তাঁদের প্রতিনিধিবর্গ এ কাজে শরিক ছিলেন।

'টীকা ঃ

১. ইব্ন হিশাম, ১ম, ৫৯, ৫৯৮-ওয়াকিদী, ১৮০-ইব্ন সা'দ ২য়, ৮-তাবারী ২য়, ৪০৭- ইবন খালদূন ১ম, ৭৪৪, আনসাব আল আশরাফ, ১ম, ২৮, ২৮৭-৮৯-কাত্তানী ১ম, ৩১৪-১৬।

২. ইব্ন হিশাম, ১ম, ৫৯-৮১, ইব্ন সা'দ ২য়, ৮-আনসাব আল আশরাফ ১ম, ২৮৭-তাবারী ২য়, ৪০৭, ইবন খালদূন ১ম, ৭৪৪; উসদ, ২য়, ২৮৩-৫।

৩. ইব্ন সা'দ ২য় খন্ড, পৃঃ ৮ আনসাব আল-আশরাফ ৬-১, পৃঃ ২৮৭, তাবারী ৬-২, পৃঃ ৪০৭। ইব্ন সা'দ ২য় খন্ড, পৃঃ ৯। আনসাব আল-আশরাফ ১, পৃঃ ২৮৭, তাবারী ২য় খন্ড, পৃঃ ৪০৭। ইব্ন ইসহাক, ৬৭৯; ওয়াকিদী ১১৭-১৯; তাবারী ৬-৩, পৃঃ১৮৬।

৪. ইব্ন সা'দ দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৯; আনসাব আল-আশরাফ প্রথম খণ্ড, পৃঃ২৮৭; তাবারী, দ্বিতীয় খন্ড. পৃঃ ৪০৭।

৫. ইব্ন ইসহাক, পৃঃ ৬৭৯; ওয়াকিদী ১১৭-১৯, তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৮৬; বুখারী, বাবু'স উসামাহ ও মানকিব যায়দ বিন হারীসাহ।

৬. ইব্ন হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৫৯৮; ইব্ন সা'দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯; আনসাব আল-আশরাফ ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮৭।

৭. ইব্ন হিশাম, ঐ, পৃঃ ৬১২; ইব্ন খালদূন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৪৮-৯; আনসাব আল আশরাফ ১,২৮৯।

৮. ওয়াকিদী ১০০, তাবারী ৩য় খন্ড,৪৭৮; আনসাব আল আশরাফ ১খ, ২৮৯ (এ পুস্তকে হারিস বিন হাতিবের পরিবর্তে আসিম বিন আদীর নামের উল্লেখ রয়েছে)।

৯. ইব্ন সা'দ ২খ, ১২।

১০. ইব্ন হিশাম, ২খ, ৪৫; ওয়াকিদী ১৮০-৮১; ইব্ন সা'দ ২খ, ২৯-৩০, ৬২; তাবারী ২খ,৪৮১।

১১. উস্দ ২খ, আশরাফ, ১২৭।

১২. ইব্ন হিশাম, ২য় খন্ড, ৪৬; ওয়াকিদী ১৯৬; ইব্ন সাদ ২য় খন্ড, ৩৫; আনসাব আল আশরাফ ১খন্ড, ১১১।

১৩. ওয়াকিদী ৩৮৪; ইব্ন সাদ, ২য়, ৫৯; আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ৩৪০; ইব্নে হিশাম, ২য়, ২০৯, আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার পরিবর্তে খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ্ বিন উবাঈ বিন সুলুল-এর নাম উল্লেখ করে।

১৪. ইব্ন হিশাম, ২য়, ২০৩; ওয়াকিদী, ৪০২; ইব্ন সাদ ২য়, ৬১, আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ৩৪০, তাবারী, ২য়, ৫৫৬।

১৫. ইব্ন হিশাম, ২য়, ২১৩; ওয়াকিদী, ৪০৪; ইব্ন সাদ ২য়, ৬২, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম,৩৪১।

www.pathagar.com

১৬. ইব্‌ন সা'দ ২য়, ৬৩; আনসাব আল-আশরাফ ১ম,৩৪২; উসদ ২য়, ২৩৪-৩৭।

১৭. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৬১২; ৪৩, ৪৬, ১০২, ২২০, ২৩৪, ২৭৯, ২৮৪ ও ৩৯৯; ওয়াকিদী, ১৮৪, ১৯৭, ১৯৯, ৩৭১, ৪৪১, ৫৩৭, ৫৩৮, ৪৪৭, ৫৭৬; ইবন সাদ ২য়, ৩১, ৩৫-৬, ৩৯, ৪৯, ৫৮, ৬৬, ৭৪, ৭৯, ৮০, ৯৫, ১৩৫; আনসাব আল- আশরাফ, ১ম, ৩১০-৯, ৩৩৯, ৩৪৭-৫০, ৩৬৪, ৩৬৬-৬৮, তাবারী, ২য়, ৪৮৭, ৫৩৬,৫৫৪, ৬২২, ৪র্থ, ১২৭, ইব্‌ন খালদূন ১ম,৭৪৮-৯।

১৮. পরিশিষ্ট খ-১ দেখুন।

১৯. ঐ

২০. ঐ

২১. ঐ

২২. ঐ।

২৩. কুরআন, সূরা আল-ইমরান ৫ঃ১৫৯।

২৪. দুটি হাদীস রয়েছে। একটির মতে এ পরামর্শ ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন যায়দের। অপর হাসীস মতে উমর প্রথম এ পরামর্শ দিয়েছিলেন।

২৫. ইব্‌ন ইসহাক, ২৩৫-৩৬; বুখারী, বাব-আল আযান; আবু দাউদ, বাব-আল আযান; আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ২৭৩।

২৬. সূরা আল ইমরান ৫ঃ ১৫৯।

২৭. ঐ ৩৪৪-৪৫

২৮. ইবনে ইসহাক, ২৯৩-৪, ওয়াকিদী,১০৭-৮; বুখারী বাব-ফাজায়েল আসহাব আননবী; তাবারী ৩য়, ৪৭৪-৭৭ ইবনে সা'দ ১ম, ৬-৭; মুসলিম; গাজওয়ায়ে বদর, আনসাব আল আশরাফ, ১ম, ২৯৩-৪।

২৯. ওয়াকিদী ১০৭-৮, তাবারী, ২য়, ৪৭৪-৭।

৩০. ওয়াকিদী, ২০৯-১৩; ইব্‌ন ইসহাক, ৩৭১-৭২; তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫০২-৩।

৩১. ওয়াকিদী, ১৮৭ পৃষ্ঠায় বলেনঃ ইহুদী কবির অপবাদের হাত থেকে নবী (সাঃ) কে রেহাই দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ। কিন্তু তিনি কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই নবী (সাঃ) তাঁকে সা'দ বিন মু'আহযের সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেন।

৩২. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৫০; ওয়াকিদী ৪৪৪-৪৫; তাবারী, ২য়, ৫৬৬।

৩৩. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৫৪; ওয়াকিদী ৪৭৭-৭৯; তাবারী-২য়, ৫৭৩।

৩৪. ইব্‌ন হিশাম ২য়, ৩১৫; ওয়াকিদী, ৬০০; ইব্‌ন সাদ ২য়, ৯৭; ইব্‌ন খালদূন ১ম, তাবারী ২য়, ৬৩০-১, ৭৮৫।

৩৫. ওয়াকিদী, ৬৪৩-৪৪।

৩৬. কুরআন, সূরা আল-হাশর আয়াত-৫।

৩৭. পরিশিষ্ট খ-২।

৩৮. ওয়াকিদী, ৬৫১।

৩৯. ওয়াকিদী, ৭২৮।

৪০. ওয়াকিদী, ৮৯৩; তাবারী ৩য়, ৭৩।

৪১. ইব্‌ন ইসহাক, ৫৯২; ওয়াকিদী, ৯৫০-৫২; তাবারী ৩য়, ৮৬-৮৭।

৪২. ওয়াকিদী ৯২৭।

www.pathagar.com

৪৩. ঐ, ৯৩৭।

৪৪. ঐ, ১০১৯।

৪৫. বুখারী, বাব আল-মসজিদ, বাব আল-হিজরাহ, বাব আল-হজ্জ, কিতার আল বুইয়ু।

৪৬. ইব্‌ন ইসহাক, ২৩৪।

৪৭. ফুতূহ আল-বুলদান, ২২০; যুরকানী, শারহ আল-মাওয়াহীব আল-লাদুন্নিয়াহ, প্রথম সংকলন, কায়রো, ১৯০৭।

৪৮. বুখারী, ফাযাইল আল-আনসার; ইয়াহয়া বিন আদম, কিতাব আল-খারায, ব্রিল, লাইডেন, ১৮৯৬.

৪৯. পূর্ব আলোচনা ২১৬।

৫০. ইব্‌ন সাদ, ২য়, ২২।

৫১. ইব্‌ন ইসহাক, ৩১৪। ওয়াকিদী ১০৩-৩১।

৫২. ইব্‌ন ইসহাক, ৩১৬-১৭।

৫৩. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৯৫-৯৯; বুখারী বাব হাদীস আল-ইফক/ওয়াকিদী, ৪৩০, ৪৩১-৩২

৫৪. সূরা আল-নূর, ১১-২০।

৫৫. বুখারী, হুদায়বিয়া, কিতাব আশ-শুরুফ।

৫৬. আবূ দাউদ, সুনান, বাব আল-সার'য়া ওয়া আল-আব্‌দ ইয়াখদুমানি মিম আল-গানিমাহ।

৫৭. আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ৩৫৫।

৫৮. বুখারী, কিতাব আল-নিকাহ, বাব মাউয়িযাত আর-রাজুল, কিতাব আল-লিবাস, বাব মা কানা ইয়াতাজাওয়াজ্জু রাসূল আল্লাহ মিন আল লিবাস।

৫৯. তাবারী ২য়, ৬৩০; মুসলিম, বাব সুলেহ আল-হুদায়বিয়া ফি আল-হুদায়বিয়া। তবুও এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে এ ধারণা করা যুক্তিসংগত ভাবে নিরাপদ যে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাধারণত পরামর্শ গ্রহণ করা হতো।

৬০. Wehr দ্র.

৬১. যুবায়রী, ১৭৪, বলেন উমাইয়া গোত্রের সাঈদী পরিবারের আল-হাকাম (আব্দুল্লাহ্) কাতিব ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি এতই সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, কাতিব পরিভাষাটি তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল।

৬২. কাত্তানী ১ম, ১১৮।

৬৩. ঐ, দলিল নং ৪৩, ৪৩-৪৪.

৬৪. কাত্তানী ১ম, ১১৮।

৬৫. কাত্তানী ১ম, ১১৫-১৭।

৬৬. পরিশিষ্ট খ-৩।

৬৭. ঐ

৬৮. কাত্তানী, ১ম, ১১৫-১৭।

৬৯. কাত্তানী, ১ম, ১১৮।

৭০. ঐ; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, এ পুস্তকে তার সম্বন্ধে এক কৌতূহল জনক ঘটনা রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে তিনি সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও স্থায়ী এক কাতিব ছিলেন।

৭১. উস্‌দ, ১ম, ৪৯; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম ৫৩১ ; আল-মারিফ, ২৬১, বুখারী, বাব-ফাজল আলজিহাদ ওয়া মিয়ার, কাত্তানী, ১ম, ১১৮।

www.pathagar.com

৭২. উস্‌দ, ২য়, ২২১, ২২২; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ৫৩১; তাবারী, ৩য়, ১৭৩।
৭৩. কাত্তানী, ১ম, ১১৭।
৭৪. ওয়াকিদী, ৬৮৯, ৭০৭, ৭১৮-১৯, ৭২০-২১, ৯৫৯, ৯৫২, ৯৯৬; বুখারী, বিতাব আল আহকাম।
৭৫. কাত্তানী, ১ম, ১২৩।
৭৬. মাজমূয়াত আল-ওয়াসাইক, ১৩-১৪।
৭৭. ঐ, ৩৬।
৭৮. ঐ, ৭৫।
৭৯. ঐ, ১১৫।
৮০. ঐ, ১৩৩।
৮১. ঐ, ১৪৫; ওয়াট, মুহাম্মদ এ্যাট মদীনা, ৩৫৭।
৮২. এ পুস্তকে পূর্বে বর্ণিত।
৮৩. কাত্তানী, ১ম খণ্ড, ১২৩; ইব্‌ন ইসহাক, ২২৬, এটা আবূ বকর লিখতেন বলে বলা হয়েছে।
৮৪. কাত্তানী, ১২০-২১; জাহশিয়ারী, ১২।
৮৫. ঐ,
৮৬. মাজমূয়াত আল-ওয়াসাইক ৭৭, ৯৬, ১২৭-৩০।
৮৭. ঐ, পৃঃ ৬৫-৬, ৬৭-৯, ৭৩-৭৭, ১৩৩, ১৩৭, ১৪০-৪২, ১৪৬-৭, ১৮০-৯০, ১৯৩-৭।
৮৮. কাত্তানী, ১ম, ১২৩-৪ আল ইকদ আল ফরিদ, ২য়, ১৪২।
৮৯. কাত্তানী, ১ম, ১২২-৩।
৯০. ''বাসমালা'' শব্দটি বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিমের সংক্ষিপ্ত রূপ; জাহশিয়ারী, ১৪।
৯১. নবী (সাঃ)-এর নামের সঙ্গে অবশ্যই রাসূল আল্লাহ্‌ বা এ ধরণের অর্থবহ শব্দসমূহ ব্যবহৃত হতো। আর প্রাপকের নামের সঙ্গে তার দুনিয়াবী উপাধি বা গোত্রীয় পরিচয় উল্লেখ থাকতো।
৯২. মাজমূয়াত আল-ওয়াসাইক, ১ম, ২০০।
৯৩. সীলমোহরের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বুখারী ও শামায়েলে তিরমিযী দেখুন। কাত্তানী, ১ম, ১৭৭-৮৭।
৯৪. মাজমূয়াত আল-ওয়াসাইক ৫০, ৫১, ৫৭।
৯৫. কাত্তানী, ১ম, ১৭৮।
৯৬. ঐ, ৫ম, ৪০৩।
৯৭. ঐ, ২য় ১২২, ১৭৪
৯৮. আবূ দাঊদ, সুনান, বাব কুবুল হিদিয়া আল-মুশরিকিন।
৯৯. ওয়াকিদী, ২৪৮, ৩২৬; ৯৭৫-৬ আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ১৮৭, ৫৫৭-৫৮।
১০০. আনসাব আল আশরাফ, ১ম, ১৯০, ৫২৪।
১০১. এজন্যে হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন পুস্তকের বাব-আল-সাতরাহ দেখুন।
১০২. উসদ, ১ম, ২০৬-৯।
১০৩. ইবনে ইসহাক, (৪৪৬) এর মতে এক আউন্স স্বর্ণ, আর ওয়াকিদী (৪০১) এর মতে এক উকিয়া (৪০ দিরহাম এর সমান) এবং অতিরিক্ত আরো দুই কেরাত; বুখারী কিতাবুল উইকালা।
১০৪. ওয়াকিদী, ৯৪৪-৪৫।
১০৫. ঐ, ৯৪৮।
১০৬. ঐ, ৯৮০ এর বর্ণনা অনুসারে প্রতি জনে পায় ১২.৫০ উকিয়া আর একজন ছেলে পায় ৫ উকিয়া।

www.pathagar.com

১০৭. বুখারী, বাব আল-কিসসাহ; আবূ দাঊদ, পূর্বে বর্ণিত।
১০৮. ওয়াকিদী, ৩২৬-২৭, ৩৭১, ৪৯৭।
১০৯. ঐ, ৬৪৫।
১১০. ঐ, ৯১৭।
১১১. আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ২য়, ৩৫৮।
১১২. ওয়াকিদী, ১৯৪।
১১৩. ঐ, ৯৬৮, ৯৮০; ইব্‌ন সাদ, ১ম, ৩২৩, ৩৩০, ৩৫৬।
১১৪. ইব্‌ন ইসহাক, ৫১৫; ওয়াকিদী, ৬৭৩।
১১৫. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৭২।
১১৬. ওয়াকিদী, ৮৩৩, ইব্‌ন ইসহাক, ৭৭৪।
১১৭. আযরাকী ৭১; আল ইকদ আল ফারীদ ৩য়, ৩১৪।
১১৮. ঐ;
১১৯. কাত্তানী, ১ম, ১৮৩-৯০।
১২০. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৫৩; ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৫৮৫; মুসলিম, কিতাব আল-ঈমান, তাবারী, ২য়, ৬৪৬।
১২১. কাত্তানী, ১ম, ১৯৪-২০১।
১২২. ওয়াকিদী, ৩৬৬; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৫৭।
১২৩. ইবনে ইসহাক, ৪৫৩; তাবারী ২য় ৫৭১, তাঁরা খাব্বাত বিন যুবায়রকেও তালিকাভুক্ত করেন। কিন্তু ওয়াকিদী তাঁর একটি বর্ণনায় এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন।
১২৪. ইব্‌ন ইসহাক ৪৫৩, ওয়াকিদী ৪৫৮-৯১; তাবারী ২য়, ৫৭১।
১২৫. ইব্‌ন ইসহাক, ৫০৩; ওয়াকিদী, ৬০০; ইব্‌নে সাদ, ২য়, ৯৬; তাবারী, ২য়, ৫৫২-৩; কাত্তানী, ১ম, ১৯৫, যিনি তাঁকে শান্তিদুতদের দলভুক্ত করেন।
১২৬. ইবন ইসহাক, ৫০৩; ওয়াকিদী ৬০০; ইবনে সা'দ ২য় ৯৭; তাবারী, ২য়, ৬৩১, উসদ ৩য় ৩৭৬-৮৪; ইবন ফালদূন ১ম, ৭৮৫। কাত্তানী, ১ম, ১৯৫; তাঁকেও যিরাশ বিন উমাইয়ার সাথে শান্তিদূত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।
১২৭. ওয়াকিদী, ৬০৩।
১২৮. তাবারী ২য়, ৬৩০।
১২৯. ইব্‌ন হিশাম, ৩য়, ৬০৭; ইব্‌ন ইসহাক, ৬৫২-৫৫।
১৩০. ইব্‌ন সাদ, ১ম, ২৫৪-৬২; ইব্‌ন ইসহাক, ৬৫২-৫৫; ইব্‌ন হিশাম, ৩য়, ৬০৭; বালাযূরী, আনসাব-আল আশরাফ, ১ম, ৫৩১; তাবারী, ২য়, ৬৪৪-৪৫, কিতাব আল-মুহাব্বার, ৭৫-৭৭, কাত্তানী, ১ম, ১৯৪-৯৫, ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৭৮৮-৯০। বাহরায়ন এবং ইয়ামীনের রাজন্যবর্গের নিকট আলা বিন হাজরামী এবং মুহাজির বিন আবু উমাইয়া আল মাখযূমীর নেতৃত্বে যথাক্রমে যে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়েছিল উপরোক্ত ছয় জনকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
১৩১. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৫৩; মাজমূআত আল-ওয়াসাইক।
১৩২. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৫৩; ইব্‌ন সাদ, ১ম, ২৫৮; তাবারী, ২য়, ৬৪৪-৪৫; কাত্তানী ১ম, ১৯৪।
১৩৩. ঐ।
১৩৪. ইব্‌ন হিশাম, ৩য়, ৬০৭; ইব্‌ন ইসহাক, ৬৫৪।
১৩৫. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ২৬২-৬৩।
১৩৬. ইব্‌ন সাদ, ১ম, ২৭৬, ২৮২, ২৮৫; দ্বিতীয়, ১২৮।

www.pathagar.com

১৩৭. উস্‌দ, ৪র্থ খণ্ড ১৩–১৪, ১২৬।
১৩৮. আল–ইশতিয়াব, কাত্তানী (১ম, ১৯৮); আমর বিন উমাইয়া জামুরীকে উপঢৌকন প্রেরণকারী দূতগণের অন্তর্ভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।
১৩৯. ইবন সাদ, ১ম, ২৭৩; ২য়, ২৬৬; কিতাব আল–মুহাব্বার, ৭৫।
১৪০. তাবারী, ৩য়, ১৭৮।
১৪১. পরিশিষ্ট–খ ঃ ৩
১৪২. ইব্‌ন সাদ, ১ম, ২৭৩; মাজমূয়াত আল–ওয়াসাইক।
১৪৩. ফুতূহ আল–বুলদান, ১০২।
১৪৪. ঐ।
১৪৫. ঐ।
১৪৬. তাবারী, ৩য়, ১৮৭।
১৪৭. ঐ, দ্বিতীয় অধ্যায়।
১৪৮. তাবারী, ৩য় ১৭৮; ইবন খালদূন, ১ম, ৮৪৫।
১৪৯. কাত্তানী, ১ম, ১৯৫–৯৬।
১৫০. ঐ, ১ম, ১৯৯–২০১।
১৫১. ঐ।
১৫২. উপরে দেখুন।
১৫৩. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৪৩০; ওয়াকিদী, ১ম, ৮৮২; ইব্‌ন খালদূন, ৮১০, ৮৩৮, উস্‌দ, ৪র্থ, ১৬–৪০।
১৫৪. ওয়াকিদী, ৫৫৯।
১৫৫. ইব্‌ন খালদূন, ৮১৯, উস্‌দ, ৩য়, ৫৯–৬০।
১৫৬. সূরা আত–তওবা–১০৭।
১৫৭. ওয়াকিদী, ১০৪৬; তাবারী, ৩য়, ১১০; ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৮২২; উস্‌দ, ৪র্থ, ২৭৮–২৭৯, ৪০১।
১৫৮. ঐ, ১ম, ১৩৩।
১৫৯. উসদ, ৪র্থ, ৫২–৭২।
১৬০. কাত্তানী, ১ম, ২৮০।
১৬১. কাত্তানী, ১ম, ২৮০–৮১।
১৬২. ঐ, ৩য়, ২৪০।
১৬৩. ঐ, ৪র্থ, ২৪৮; কাত্তানী, ১ম, ২১০, যুরকানী, ৩য়, ৩৭২।
১৬৪. "সিরাহ" পুস্তকের ভূমিকা দেখুন।
১৬৫. ইব্‌ন ইসহাক ১৭৪–৫।
১৬৬. ঐ, ২৪৫।
১৬৭. ঐ, ৩০৬–৭, ৩২০।
১৬৮. ইব্‌ন ইসহাক, ৩৬৫–৬৭; ওয়াকিদী, ১২২–২৩৭, ১৮৪–৮৮; ইব্‌ন সাদ, ২য়, ৫৭, তাবারী, ২য় ৪৮৯–৯১; বুখারী, ও মুসলিম কিতাব আল মাগাযী।
১৬৯. ইব্‌ন ইসহাক, ৩৭৯–৮০/৩৮২/৩৮৬/৪০৫, ৪৩৮, ৪১৭
১৭০. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৩০–৩৩।
১৭১. ঐ, ৪৩৫–৩৬।

www.pathagar.com

১৭২. ইব্‌ন ইসহাক, ৪৪৮, ৫৭-৫৮, ৭২-৭৬, ৭৮-৮০, ৮৩, ৮৮-৮৯, ৯৮-৯৯, ৫২০-২১; ৩৭-৩৯; ৪৪-৪৫; ৫৬, ৫৮, ৬২৪, ২৬, ২৯, ৩০-৩১, ৭৬, ৮৯-৯০; ইব্‌ন হিশাম, ৭২২-৯৯; দেওয়ানে হাসান বিন সাবিত।

১৭৩. আবদুল্লাহ-বিন রাওয়াহা এর কবিতার জন্য ইবন ইসহাকের ৩১৫; ৪২২, ৪৩৬, ৪৪৮, দেখা যেতে পারে।

১৭৪. কাত্তানী, ১ম, ২১১-১২; যুরকানী, ৩য়, ৩৭২-৭৬; জুমাহী, তাবাকাত ফুহুল আল-শুয়ারা, কায়রো ১৯৫২ এর ১৭৯-২৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৭৫. ইবন ইসহাক, ৪২৮-৩১; ওয়াকিদী, ৯৭৬; ইবনে সা'দ, ১ম, ২৯৪; তাবারী ৩য় ১১৬; উসদ ১ম ২২৯-৩০; যুরকানী ৩য়, ৩৭৬।

১৭৬. ঐ, কাত্তানী ২৪-২৬।

১৭৭. ওয়াকিদী, ১৭৮।

১৭৮. মুসলিম, বনূ আল-নিকাহ, আবূ দাউদ, সুনান বাব আল-ইমান ইউসাল্লী মিন কুয়াদ/বুখারী, কিতাবুল নিকাহ, কিতাব আত-তালাক, কিতাব আল-ইলম।

১৭৯. আবূ দাউদ, পূর্বে বর্ণিত।

১৮০. বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, পূর্বে বর্ণিত; কাত্তানী ১ম, ২৪-২৫।

১৮১. আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ৪৮৪; তাবারী ৩য়, ১৭১।

১৮২. আনসাব আল আশরাফ ১ম, ৪৭৮; তাবারী ৩য়, ১৭১; কাত্তানী ১ম, ২১। কিতাব আল মুহাব্বার ২৫৮।

১৮৩. ঐ, বাব-আল-আদর।

১৮৪. কাত্তানী ১ম, ২১।

১৮৫. ঐ, ৩য়, ১৬৪-৬৫।

১৮৬. কাত্তানী, ১ম, ২৩-২৪।

১৮৭. কাত্তানী, ১ম, ২৫-২৬।

১৮৮. ওয়াকিদী, ১৯৭-৮, ৩৮৮।

১৮৯. ওয়াদী আল-কুরা ও তায়মা সিরীয় অঞ্চলভুক্ত ছিল। অপর দিকে ওয়াদী আল-কুরার দক্ষিণাঞ্চল যা' মদীনার দিকে বিস্তৃত, সেটাকে হিজাযের অংশ বলে গণ্য করা হতো। এর বাইরে ছিল সিরীয় এলাকাসমূহ। ওয়াকিদী, ৭১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১৯০. এ জন্যে জুবায়রী, ১৭৬-৮৩ দ্রষ্টব্য; জামহারাহ, ৭৩-৭৫, তু. পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৯১. ফুতূহুল-বুলদান ৪৮; তু. কিতাবু'ল-মুহাব্বার, ১২৬।

১৯২. তু. কাত্তানী ১ম, ২৪৩, ২৪৬।

১৯৩. কিতাবু'ল-মুহাব্বার, ১২৬।

১৯৪. কাত্তানী ১ম, ২৪৬, উরাইনা কথাটি রয়েছে। সম্ভবত সেটা লেখার ভুল ছিল। এম, চার্লস সেফার, লেইড কর্তৃক ১৮৯৬ সালে সংকলিত ইয়াহিয়া বিন আদমের 'কিতাবু'ল-খারাজ পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে এটা ছিল আরয নামক স্থানের যথাযথ নাম। একটি বিবরণ অনুযায়ী মু'আয বিন জাবালকে সাদাকাহ আদায়ের জন্য কুরা আরাবীয়াহতে পাঠান হয়েছিল। বালাযূরী তাঁর আনসাবু' ল-আশরাফ দ্বিতীয় অংশ ১২৮ পৃঃ বলেনঃ তাবূক, খায়বার, ও ফাদাক এলাকা সমূহ কুরা আরাবীয়াহর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এর গভর্নর ছিলেন আমর বিন সাঈদ। দৃশ্যত, এর মধ্যে দুই ধরনের ভুল রয়েছেঃ আমর বিন-সাঈদ ছিলেন ওয়াদী আল-কুরার গভর্নর, কুরা আরাবীয়াহর নয়। দ্বিতীয়ত তাবূক থেকে

www.pathagar.com

খায়বার ও ফাদাক কয়েকশ' মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। যাহোক এমন হতে পারে যে ওয়াদী আল কুরার পার্শবর্তী অঞ্চল তাবূকের চারদিকে ছিল যা কুরা আরাবিয়াহ নামে পরিচিত।

১৯৫. জুবাইরী, ১৭৪ পৃষ্ঠায় বলেন, তাঁর আসল নাম ছিল আল-হাকাম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হাকাম নাম ধারণ করেন। মদীনাতে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী (সাঃ) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি একজন কাতিব ছিলেন। অষ্টম হিজরীর মাঝমাঝি সময় তথা ৬২৯ খৃষ্টাব্দের শেষ-চতুর্থাংশ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং মূতাহ্ অভিযানে তিনি শহীদ হন। তাঁর গভর্নর পদ এক বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তবে এটা গুরুত্ববহ যে আমৃত্যু তিনি স্বপদে বহাল ছিলেন। তবে তাঁর প্রশাসনিক আমল ও শাহাদতের বিষয়ে নানামত প্রচলিত।

১৯৬. ফুতূহ আল-বুলদান, ৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে ঐ দিনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যুবায়রী, ১২৪ পৃষ্ঠা, এদিকটি এ বলেই নিশ্চিত করেন যে, উভয় ভ্রাতা ইয়াযীদ ও মুয়াবিয়াহ উমরাতু' ল-কাযার সময় অর্থাৎ সপ্তম হি. /৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঘটনাক্রমে সে দিনই তায়মা অধিকারে এসেছিল। কিতাবু' ল-মুহাব্বার-এর ১২৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৯৭. উস্‌দ, ২য়, ৩৭৪ পৃঃ; কাত্তানীর ১ম, ২৪৪-৪৫, ৩৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন। ইব্‌ন কুদামাহর আল-ইসতিবসার-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, একদিন তিনি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট খায়বার থেকে খারাজী খেজুর এনেছিলেন। সেটা ছিল তাঁর শাসনাধীন এলাকার মোট খেজুরের অর্ধেক।

১৯৮. তু. ওয়াট, মুহাম্মদ এ্যাট মদীনা, ১০৫-১১৭ পৃষ্ঠা, বিশেষ করে শেষ দুই পাতা পড়ুন।

১৯৯. বিস্তারিত জানার জন্য এ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা পড়ুন।

২০০. ইব্‌ন সা'দ, ২য়, ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলা হয় যে, নবী করীম (সাঃ) যখন আত-তাইফ অভিমুখে রওনা হন তখন হুবায়রাকে তার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে নিযুক্ত করেন। আত-তাইফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী (সাঃ) যখন মদীনার দিকে অগ্রসর হতে মনস্থ করেন তখন আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেন এবং তাকে হজ্জের আমীরও নির্বাচন করেন। ওয়াকিদীর মতে নবী (সাঃ) অষ্টম হিজরীর ৬ই শাওয়াল/৬৩০ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে জানুয়ারী হুনায়নে গমন করেন এবং আল-জিরানাহ্ থেকে ৮ম হিজরীর ১৮ই যিলকদ/৬৩০ সালের ৮ই মার্চ মদীনার দিকে রওনা হন। এ থেকে তাঁর গভর্নর পদের স্থায়িত্ব বলা যায় একমাস বার দিন। উস্‌দ ৫ম, ৫৫ পৃঃ দেখুন। বিপরীত পক্ষে ওয়াকিদী ৮৮৯, ৯৫৯ পৃষ্ঠায় বলেন যে, হুনায়ন গমনের পূর্বে নবী (সাঃ) আত্তাব বিন-আসীদকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর অপর এক বর্ণনায় বিপরীত কিছু প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মদীনার উদ্দেশ্যে রওনার পূর্বে হুবায়রাহকে নিয়োগ করা হয়। কাত্তানী হুবায়রাহর নিযুক্তির বিষয় উল্লেখ করেন নি।

২০১. ইব্‌ন হিশাম, ৩য়, ৫০০ পৃঃ; তাবারী ৩য়, ৭৩, ৯৪; ইব্‌ন খালদূন ১ম, ৮১৮; ইব্‌ন সা'দ ১ম, ১৩৭ পৃঃ দেখুন।

২০২. ইব্‌ন হিশাম ৩য়, ৪৪০, ৫০০; ওয়াকিদী, ৮৮৯, ৯৫৯; ইব্‌ন সা'দ ২য়, ১৪৫; আনসাব আল আশরাফ ১ম, ৫২৯; ফুতূহ আল-বুলদান, ৫৩; জুবায়রী, ১৮৭; আযরাকী, ১২৭-১২৮;

www.pathagar.com

জামহারাহ, ১০৪; ফকীহ, ৩৫, ৪০; কিতাব আল-মুহাব্বার, ১২৬।

২০৩. জামহারাহ, ১০৪; উস্‌দ ৩য়, ৩৫৪-৫৮; জুবায়রী, ১৮৭; আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ৫২৯; ফকীহ পৃঃ ৩৫; এবং ইব্‌ন কুতায়বা, পূর্বে বর্ণিত পৃঃ ২৮৩ দেখুন।

২০৪. ফকীহ, ৪০। কিন্তু উস্‌দ, ৩য়, ৩৫৪-৫৯ পৃষ্ঠায় বলেন যে, তিনি দিন প্রতি দুই দিরহাম তথা বার্ষিক ৭২০ দিরহাম বেতন পেতেন। কাত্তানীর মত যদি সঠিক হয় যে, এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান ছিল তবে তাঁর বেতন ছিল বছরে ১৬০০ দিরহাম অর্থাৎ মাসে ১৩৩.৩৩ দিরহাম বা দৈনিক ৪.৪৩ দিরহাম। এ ধরনের বর্ণনাও রয়েছে যে, তিনি মোটেও কোন বেতন গ্রহণ করতেন না। মূল্য ও ওজন সংক্রান্ত প্রশ্নে দেখুন আল-মাগরিবী, আল-নকুদ আল-ইসলামিয়া, সংকলনে মোহাম্মদ আল-সাঈদ আলী, নাজাফ-১৯৬৭; শুযুর আল-উকুদ, সংকলনে এল. এ. ম্যায়ার, আলেকজান্দ্রিয়া-১৯৩৩; এ. এম. আল-কারমিলি, আল-নকুদ আল-আরাবীয়া, কায়রো-১৯৩৯; আল-জাহশিয়ারীর কিতাব আল উযারা ওয়া আল-কুতুব, কায়রো ১৯৩৮; ইব্‌ন আল-আসীরের আল-কামীল জিআল তারিখ, লেইডেন ১৮৫১; ফুতূহ আল-বুলদান ৪৫১-৫৬ পাঠ করুন।

২০৫. ইব্‌ন হিশাম, ৩য়, ৫৪০; ওয়াকিদী, ৯৬৮; ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩১৩; ৫ম, ৫০৮-৯; ফুতূহ আল-বুলদান ৭০; আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ৫২৯; কিতাব আল-মুহাব্বার ১২৭; তাবারী ৩য়, ৯৯; উস্‌দ ৩য়, ৩৭২-৭৪; ইব্‌ন খালদূন ৮১২; কাত্তানী ১ম, ২৪৩; ইব্‌ন কুতায়বা, ২৬৮-৬৯ পড়ুন।

২০৬. ইব্‌ন ইসহাক, ৬১৬; ইব্‌ন হিশাম ৩য়, ৫৪০ পৃঃ দেখুন। অতীতে ধর্মীয় জ্ঞানের পরিধির মধ্যে ইসলামী আইনের জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপরন্তু বয়স কম হলেও তাইফ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত থাকার মধ্যেই পরোক্ষভাবে উসমানের বুদ্ধিমত্তা ও জনতার মাঝে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আসনের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। নবী (সাঃ), আবূ বকর ও উমর এর অধীন আট বছরেরও কিছু বেশী সময়ের জন্য তিনি তাইফের গভর্নর ছিলেন। বেশ কিছু কালের জন্য বাহরায়ন ও উমানের গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এজন্যে কিতাব আল-মুহাব্বার ও আল-মা'আরিফ বর্ণনা করে যে, এসবই হচ্ছে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

২০৭. ইব্‌ন সা'দ ৫ম, ৫২৭।

২০৮. উস্‌দ ৩য়, ৩৫০; কাত্তানী ১ম, ২৪১; দেখুন।

২০৯. ইব্‌ন সা'দ ৪র্থ, ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা; তাঁকে নবী (সাঃ) মক্কার কতক অধীনস্থ এলাকার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং খেলাফতের শেষ পর্যায়ে বসরায় তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত আবূ বকর ও উসমান এর আমলের গোটা সময়টিতে স্বপদে বহাল ছিলেন। কাত্তানী ১ম, ২৪৬-৮২।

২১০. ইব্‌ন হিশাম ২য়, ৬০৭; ওয়াকিদী ৭৮৮; ইব্‌ন সা'দ ৩য়, ১৬১; তাবারী ৩য়, ৯৫।

২১১. কিতাব আল-মুহাব্বার, ১২৬; আল-আলা বিন আল-হাযরামীর শাসন কাল সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্ক এবং অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

২১২. ফুতূহ আল-বুলদান ৯২; আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ৫২৯। কাত্তানী ১ম, ২৪৬, আল-হাফীজ আল-ইরাকীর পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আবান বিন সাঈদকে আল-খাত্তের গভর্নর নিয়োগ

www.pathagar.com

করা হয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, তিনি আল-আলা বিন আল-হাযরামীর বিষয়ে কোথাও উল্লেখ করেন নি।

২১৩. মাজমূআত আল-ওয়াসাইক, ৩২-৩৯।

২১৪. ইব্‌ন সা'দ ৪র্থ, ১২৭।

২১৫. উস্‌দ ১ম, ৪৯০ দেখুন।

২১৬. উস্‌দ ১ম, ৩৯৭ দেখুন।

২১৭. উস্‌দ ১ম, ৩৯৮।

২১৮. উস্‌দ ১ম, ৩১১-১২; জুবায়রী ৯৩; জামহারাহ ৬৬; ইসাবাহ নং ১২৫৬।

২১৯. ইব্‌ন সা'দ ১ম, ২৭৮-৭৯; মাজমূয়াত আল -ওয়াসাইক ৩৩-৩৪; উস্‌দ ১ম, ৩১১-১২, ৩৯৭-৯৮।

২২০. নাজরান চুক্তি সম্পর্কে ফুতূহ আল-বুলদান ৭৫-৭৯; মাজমূয়াত আল-ওয়াসাইক ৮০-৯৬ দেখুন।

২২১. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ২১৫-১৬; বুখারী, কিতাব আল-মাগাযী; ফাতহ আল-বারি ৭ম, ৭৪; ইবন মা'জা, ১ম, ৩২ দেখুন।

২২২. ইব্‌ন ইসহাক, ২৭৭; ইব্‌ন সা'দ ৩য়, ৪১১-১২ দেখুন।

২২৩. ঐ

২২৪. পূর্বে উল্লেখিত ১ম, ৮৩৭।

২২৫. ইব্‌ন সা'দ ৩য়, ৪১২। তিনি বলেন যে, আবূ উবায়দার খাতামের নকশা ছিল আল-খুমুস লি আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পঞ্চম আশীর্বাদ হচ্ছে তাঁর গভর্নর পদের গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। উস্‌দ ৫ম, ২৪৯, ইসাবাহ নং ৪৩৯৩ দেখুন।

২২৬. ইব্‌ন হিশাম, ৩য় ; ৫৯৪-৯৫; ফুতূহ আল-বুলদান ৮০; আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ৫২৯-৩০; তাবারী ৩য়, ১২৮; ইব্‌ন খালদূন ১ম, ৮৪৩; উস্‌দ ৪র্থ; ৬৮-৬৯ দেখুন। উস্‌দ-এ বর্ণিত হয়েছেঃ তাঁর নিযুক্তির সময় তিনি ১৭ বছরের তরুণ ছিলেন। খালিদের তৎপরতার বিষয়ে মাজমূয়াত আল-ওয়াসাইক ৭১-৭৩ এবং নাজরানে নতুন গভর্ণরকে দেয়া নির্দেশাবলী সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকের ১০৪, ১০৯ পাঠ করুন।

২২৭. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৪০৯-৪১৪।

২২৮. উস্‌দ ৪র্থ, ৬৮-৬৯।

২২৯. আনসাব আল-আশরাফ ১ম, ৫২৯-৩০ মতে এক বর্ণনানুযায়ী ইয়াযীদ বিন-আবূ-সুফিয়ান অপর বর্ণনা অনুযায়ী আওফ বিন মালিক নাজরানে প্রেরিত হয়েছিলেন।

২৩০. ওয়াকিদীর মতে নবী (সাঃ) এর ওফাতের সময় আবূ সুফিয়ান মদীনায় উপস্থিত ছিলেন অথবা আল-কালবীর মতে তিনি জুরাশে ছিলেন।

২৩১. ফুতূহ আল-বুলদান ৭০।

২৩২. উস্‌দ ২য়, ৩১৫।

www.pathagar.com

২৩৩. কাত্তানী, ২৪০-৪১ এর এক বর্ণনা মতে পুত্র কর্তৃক খশরু পারভেজের হত্যার কিছু দিন পর তিনি ধর্মান্তরিত হন। ইরানী সূত্রসমূহের মতে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে খসরু নিহত হন। যেমন করেই হোক তাঁর ধর্মান্তর ও আনুগত্য প্রকাশ মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঘটেনি।

২৩৪. তাবারী ৩য়, ২২৭-২৮ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় যে, নবী (সাঃ) তাকে নিযুক্ত করেন নি। বরং তাঁর কর্তৃত্বের অনুমোদন দিয়েছেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে তাঁর (বাযানের) অংশীদার বানান নি।

২৩৫. উস্‌দ ৩য়, ৬; ইব্‌ন খালদূন ১ম, ৮৪৩; ইবন ইসহাক ৬৫৯, তাবারী ৩য়, ২৮৮; কাত্তানী ১ম, ২৪১ পৃঃ দেখুন।

২৩৬. তাবারী, ৩য়, ২২৮-২৯ বলা হয়ঃ তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় নিয়োজিত ছিলেন।

২৩৭. শিবলী নূমানী, পূর্বে বর্ণিত পৃঃ-২, ২৪; ওয়াট, মুহাম্মাদ এ্যাট মদীনা ২৩৭ দেখুন।

২৩৮. তাবারী, ৩য়, ২২৮; আল-ইয়ামান ও হাযরামাওতের ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন।

২৩৯. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৪৩, মাজমূয়াত আল-ওয়াসাইক, ৩য়, ফুতূহ আল-বুলদান দেখুন। এসব পুস্তকে তাঁকে নবী (সাঃ) প্রতিনিধিদের প্রধান বলা হয়েছে।

২৪০. ফুতূহ আল-বুলদান, ৮০, ৮২, ৮৩।

২৪১. আনসাব আল- আশরাফ, ১ম, ৫৮৯।

২৪২. পূর্বে বর্ণিত, ৩য়, ৫৯০।

২৪৩. পূর্বে বর্ণিত ১ম, ২৬৪-৬৫।

২৪৪. আল-সহিহ বা'ব আল-যাকাত।

২৪৫. উস্‌দ, ৪র্থ, ৩৭৬-৭৮; মাজমূয়াত আল-ওয়াসাইক, ১১৯; খাওয়ালানের আবী মিকনাফ আব্‌দ রিযার নিকট নবী (সাঃ) কিতাব লিখেছিলেন। সম্ভবত প্রশাসনিক বিষয়ে এটা লেখা হয়েছিল।

২৪৬. ঐ, ১ম, ৮২৫-২৬।

২৪৭. তাবারী ৩য়, ২২৮। মুয়াল্লিমের অর্থ জানতে হলে লিসান আল-আরব দেখুন। মুয়াল্লিমের এক অর্থ মনিব।

২৪৮. তাবারী ৩য়, ২৩৫ বর্ণনা করে; আসওয়াদ আনসীর বিদ্রোহ দমিত হলে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের প্রশ্নে নবী (সাঃ) আলোচনা করেন। মু'আয বিন জাবালকে অনুমোদন দেন, অন্যান্য গভর্নরগণ নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান।

২৪৯. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৫৮৪।

২৫০. কাত্তানী, ১ম, ২৪১।

২৫১. তাবারী, ৩য়, ২২৯-৩০; ওয়াট, মুহাম্মাদ এট মদীনা দেখুন।

২৫২. তাবারী বলেন (৩য়, ১৪৭ পৃঃ) আমীর ও আমীলদের দশম হিজরী বা ৬৩০ খৃষ্টাব্দে প্রেরণ করা হয়েছিল বলে দাবীটি অনিবার্য কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

২৫৪. তাবারী, ২২৮–২৯; ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৮৪৩; উস্‌দ, ৩য়, ৮৩।

২৫৫. ফুতূহ আল–বুলদান ৮০; উস্‌দ, ৫ম, ৩০৮; ইবন খালদূন, ১ম, ৮৪৩, বুখারী, কিতাব উযুব আল–হাজ্জ, ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ১০৫–১১৬ দেখুন।

২৫৬. তাবারী, ৩য়, ২২৮; আনসাব আল–আশরাফ ১ম, ৫২৯ দেখুন।

২৫৭. তাবারী, ৩য়, ২২৮; উস্‌দ, ৩য়, ৫০; ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৮৪৩ দেখুন।

২৫৮. তাবারী, ৩য়, ২২৮; উস্‌দ, ৫ম, ৫০; ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৮৪৩ দেখুন।

২৫৯. উপরে দেখুন ২৫১–৫৩।

২৬০. ইব্‌নে হিশাম, ৩য়, ৬০০; কিতাব আল–মুহাব্বার, ১৮৬, কাত্তানী, ২৪৫।

২৬১. তাবারী, ৩য়, ২৮৮–২৯; উস্‌দ, ৫ম, ৪২২–৪২৩; ইব্‌ন খালদূন, ৮৫৩।

২৬২. ঐ, উস্‌দ, ৫ম, ২ ; ইব্‌ন খালদূন ভূ–১, ৮৪৩; কাত্তানী ১ম, ২৪৩।

২৬৩. তাবারী, ৩য়, ২২৮–৯ দেখুন।

২৬৪. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৪৩; তাবারী, ৩য়, ১২১; ফুতূহ আল–বুলদান ৮১; মাজমূয়াত আল–ওয়াসাইক, ৩য়, পড়ুন।

২৬৫. উস্‌দ, ৩য়, ৩৫১।

২৬৬. কাত্তানী আল–নওয়াবীর "তাহজীব"–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, নবী (সাঃ) তাঁকে গোটা আল–জানাদ ও অধীনস্থ এলাকার জন্য নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি উসমান এর খেলাফতের এক পর্যায় পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। তিনি অবশ্যই গভর্নর ছিলেন বলে নওয়াবীর কথায় বিশ্বাস হয়।

২৬৭. যুবায়রী, ৩১৭, ইসাবাহ নং ৫৯৬, ৪৬৬২; আল–ইসতিয়াব, ২য়, ২৯৮–৯৯; জামহারাহ, ১৩৭।

২৬৮. আনসাব আল–আশরাফ, ১ম, ৫২৯ তে সাঈদ ও ইয়াযীদ বিন আবূ সুফিয়ানের পুত্রদ্বয় যথাক্রমে আবদুল্লাহ্ ও আমরের বিষয় উল্লেখিত হয়নি। ফুতূহ আল–বুলদানের ৪০ পৃষ্ঠায় সাঈদ ও আবূ সুফিয়ানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

২৬৯. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৫৪৮।

২৭০. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৪৪। ইব্‌ন সা'দ, ৩য় ৫৮৪।

২৭১. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৪৪। মুসলিম, কিতাব আল–ঈমান।

২৭২. ইব্‌ন সা'দ, ৩য়, ৫৮৪।

২৭৩. ওয়াট, মুহাম্মদ এ্যাট মদীনা ১২৪৮, তিনি বলেন, "সম্ভবত এ নির্দেশসমূহ পরবর্তী পর্যায়ে পরিবর্তন ও প্রসারিত করা হয়েছে এবং বর্তমানে পরবর্তী কালের পরিবর্তিত ও বর্ণিত নির্দেশের কথাই বলা হচ্ছে।

২৭৪. ইব্‌ন ইসহাক, ৬৪৭–৪৮; আবূ ইউসুফ, কিতাব আল–খারাজ ৪০–৪১; মাজমূয়াত আল–ওয়াসাইক ১০৪–৮, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, পৃঃ ১২৮

২৭৫. কাত্তানী, ১ম, ২৪৫।

২৭৬. আনসাব আল–আশরাফ, ১ম, ৩০৪ পৃষ্ঠা। স্বধর্মত্যাগ শুরু হলে মক্কার গভর্নর আত্তাব বিন আসীদ

www.pathagar.com

জনতার ভয়ে পলাতক হন। সে সংকট মুহূর্তে সুহায়ল বিন আমর মক্কার জনতার অনুভূতিকে শান্ত করার জন্য বলেনঃ "হে জনতা তোমাদের আমীরকে বরণ কর, কর দাও এবং (আমি তোমাদের অর্থের) জামিনদার হচ্ছি, যদি সে'সব বিফল হয় আমি ফেরত দেব।" এরপর তিনি বিলাপ করলেন, জনতা সরে পড়লো, তিনিও প্রত্যাবর্তন করলেন।

২৭৭. আজরাকী, ১২৭-১২৮

২৭৮. মাজমূআত আল-ওয়াসাইক, ৫৬-৫৮, ৬১-৬২।

২৭৯. ঐ, ৬৯।

২৮০. ঐ, ৬২।

২৮১. ঐ, ৬৭-৬৮।

২৮২. মাজমূয়াত আল-ওয়াসাইক, ৮০-৮২; নাজরানের লোকদের নবী (সাঃ) এর প্রতিনিধিকে সহায়তা এবং তাঁর আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৮৩-৯৬ পৃষ্ঠাও দেখুন।

২৮৩. ঐ, ১১১-১১২।

২৮৪. ঐ, ১৭৬-৭৭।

২৮৫. ওয়াকিদী, ৫৬১; উস্‌দ, ১১৫।

২৮৬. ঐ, ২য়, ১৩৪,৩য়, ১০৪।

২৮৭. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৪৯১, ওয়াকিদী ৯৫০; ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩১২; তাবারী, ৩য়, ৩৯২-৯৪; ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৮৪৩।

২৮৮. ইব্‌ন হিশাম, ২য়, ৬০, ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৩২২; তাবারী, ৩য়, ১৪৭, উস্‌দ, ৩য়, ৩৯২-৯৪; ইব্‌ন খালদূন, ১ম, ৮৪৩।

২৮৯. পারিশিষ্ট ৫-২।

২৯০. তাবারী, ৩য়, ১৩৬-৩৭, ১১৫-১৯। পরিশিষ্ট ৫-২।

২৯১. কুরআন , সূরা আল-আরাফ, আয়াত নং ১৬০ নং ১৬০ রিচর্ড বেল,, The Quran, Edinburg, ১৯৩৭, V. l. ১. ১৫২

২৯২. কুরআন, সূরা আল-মায়েদা, আয়াত নং ১৫; তাবারী, তাফসীর দশম খন্ড ১০৯-১১৮, উসদ ১.৯৫.

২৯৩. The Bible, ch. l. verse no. ২. ৪, কিতাব আল-মুহাব্বার, ৪৬৪; তাবারী, তারিখ ১, ৪২৯, ৩০ দেখুন।

২৯৪. ঐ, আয়াত নং ১৬।

২৯৫. ঐ।

২৯৬. বেল, ১ম, ৯৫।

২৯৭. সেন্ট ম্যাথুজ, ১০ খ. বাণী-১-৪; কিতাব আল মুহাব্বারেও তাদের নাম দেয়া হয়েছে।

২৯৮. ঐ, ঈসা (আ.) এর সকল নির্দেশের জন্য দেখুন।

www.pathagar.com

২৯৯. ঐ, ২০৪।

৩০০. ঐ, ৩য়, ৬০২-৩।

৩০১. আনসাব আল-আশরাফ, ৫-১, ২৫৪।

৩০২. কিতাব আল-মুহাব্বার, ৪৬৪-৭৫।

৩০৩. ঐ, ২য়, ৩৬৩।

৩০৪. আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ২৫৪

৩০৫. ইব্ন ইসহাক, ২০৪।

৩০৬. ইব্ন ইসহাক, ২০৪; ইব্ন সা'দ, ৩য়, ৬০২, তাবারী, ৩য়, ৩৬৩; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ৩৬৩।

৩০৭. ঐ, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, তাবারী, ২য়, ৩৬৩।

৩০৮. ইব্ন সা'দ, ৩য়, ৬০২-৩; আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ২৫৪, ফুতূহ আল বুলদান, ২০।

৩০৯. আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ২৩৪।

৩১০. ইব্ন সা'দ, ৩য়, ৬০৩-৬৬; পরিশিষ্ট ৩য়, দেখুন।

৩১১. ইব্ন ইসহাক ২০৯-২১৫, আনসাব আল-আশরাফ, ১ম, ২৪০-৪৮।

৩১২. Watt, Muhammad at Medina, ২৪৮.

৩১৩. এখানে পুনরায় গুরুত্বসহকারে বলতে হয় নকীবদের নির্বাচন নবী (সাঃ) এর বিশেষ ক্ষমতায় নয় বরং মদীনীদের পছন্দ মত ঘটেছে।

৩১৪. ঐ।

৩১৫. ইব্ন সা'দ, ৩য়, ৬১১; আনসাব আল-আশরাফ, ২য় , ২৪৩।

৩১৬. আনসাব আল-আশরাফ , ২৪৬, ইব্ন সা'দ, ৩য়, ৬১৯।

৩১৭. ঐ-১, ১৮৩-৮৪।

৩১৮. ঐ, ৪র্থ, ৯৩-৯৫।

৩১৯. ঐ, ১১, ১৫১-৫২।

৩২০. ঐ, ৪র্থ, ৩৬৭।

৩২১. পরবর্তী পর্যায়ে আব্বাসী ও আলাভী নকীব ছিলেন। আব্বাসী নকীবদের বিষয় জানতে হলে পড়ুন খাতীব বাগদাদীর তা'রীখ বাগদাদ, ২য়, ১৬৪; ৪, ৩৬০, ৩৭৯; ৯, ৩৮৭। তাবারী ৬, ৫৭৫, আল-কামিল-৮, ৫৬৫-৬৬।

৩২২. কাত্তানী, ১ম, ২৫১-৫৩।

৩২৩. ঐ, ২৫৩-৫৬।

৩২৪. ঐ, ২৫৬-৬৪।

৩২৫. ঐ, ২৫৮।

৩২৬. কিতাব আল মুহাব্বার, ১২৫-২৮; বুখারী, বা'ব উজুব আল-যাকাত পড়ুন।

www.pathagar.com

৩২৭. কাত্তানী, ১ম, ২৫৮।

৩২৮. কাত্তানী, ১ম, ২৫৯।

৩২৯. ঐ।

৩৩০. কাত্তানী, ১ম, ২৮৪-৮৫।

৩৩১. ঐ।

৩৩২. ঐ, মুজাযাফাহ্‌র অর্থ ওজন বা গণনা না করে বাণিজ্যিক উপকরণ বিক্রয় করা।

৩৩৩. ঐ।

৩৩৪. ঐ।

৩৩৫. তাবারী, ২য়, ১৪৫; কাত্তানী, ১ম, ২৪৫, ৮৭ এবং কিতাব আল-মুনাম্মাক ৫২ পৃষ্ঠা বলে যে মক্কায় প্রতিদিন বাজার বস্‌তো।

৩৩৬. কাত্তানী, ১ম, ২৮৭ দেখুন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো

মদীনার মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামো বা রাজস্ব আয়ের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করার আগে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়, কেননা কিছু আধুনিক এবং অসতর্ক পঠন-পাঠনের কারণে বিষয়টি সম্বন্ধে বেশ কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।[১]

হিজরতের সময়ে মদীনার অধিকাংশ মুসলমানই সচ্ছল ছিলেন, যদিও তিনটি প্রধান ইহুদী গোত্রের, যথা-বনূ কায়নুকা,[২] বনূ নাযীর[৩] এবং বনূ কুরায়যাহ'র[৪] লোকদের ভাগ্যে সচ্ছলতা যেন পূর্ব লিখিতই ছিল। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত গোত্রের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য আর শেষোক্ত দুই গোত্রের ইহুদীরা প্রধানত কৃষি কাজ করত। কিন্তু সকল ইহুদীই সূদের ব্যবসা করত আর সেটাই ছিল তাদের সবচেয়ে প্রধান পেশা এবং সম্ভবত আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। প্রাক-হিজরী যুগে ইহুদীদের আর্থিক শোষণের শিকার ছিল দরিদ্র আনসারগণ[৫] এবং হিজরী উত্তর কালে মুহাজিরগণও তাদের এই আর্থিক শোষণের জালে আটকা পড়ে।

মুসলমানদের এই দুরবস্থা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মদীনাতুন-নবীর জনসংখ্যার বেশ বড় একটি অংশ সচ্ছল ছিল, যদিও বা তারা কোন বিরাট ধন-সম্পদশালী ছিল না। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি ভাল বুঝা যাবে। মু'য়াখাত প্রসঙ্গে আমরা যেরূপ দেখেছি যে মদীনার মুসলমানগণ তাঁদের মুসলিম ভাইদেরকে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পৃক্ত করে সম্পত্তি ও সম্পদের সমান অংশ তাঁদেরকে প্রদান করেন। আনসারগণের সম্পদের এই সাধারণ তালিকা ছাড়াও তাঁদের সমৃদ্ধির আরো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। আবূ আইয়ূব আনসারীর অন্যান্য ভূসম্পত্তি ছাড়াও দোতলা বাড়ী এবং বড় খেজুর বাগান ছিল।[৬] তাছাড়া সা'দ ইবন মু'আয, সা'দ ইব্ন 'উবাদা এবং 'উমারাহ ইব্ন হাযম মদীনার সবচেয়ে ধনী আনসারগণের অন্যতম ছিলেন।[৭] মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখিত আছে যে জনৈক আনসারী মুসলিম বায়তুল-মালে দীনার-পূর্ণ বড় একটি থলে প্রদান করেছিলেন; তিনি সেটা বহন করতে পারছিলেন না।[৮] বুখারী শরীফে রয়েছে জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ একটি খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন।[৯] অপর একটি হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যে অধিকাংশ আনসার এবং কোন কোন মুজাহির মদীনা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাতে কৃষিকাজ করতেন।[১০]

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে, মুহাজিরগণও হিজরতের পরে পরেই ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন, কারণ তাঁরা ছিলেন জন্মগতভাবে ব্যবসায়ী এবং দক্ষ অর্থ লগ্নীকারী পরিবার থেকে আগত লোক। ব্যবসায়িক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া যায় ইসাবাহ-গ্রন্থে বর্ণিত 'আবদুর-রহমান ইব্‌ন 'আওফ-এর ঘটনা থেকে। তাঁর মুসলমান ভাই, মদীনার একজন খুবই ধনাঢ্য আনসার সা'দ ইব্‌নুর-রাবী একটি উদার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে কায়নুকার বাজারে গিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করেন। দিন শেষ হবার আগেই তিনি জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট অর্থ আয় করেন। শিগগিরই তিনি তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এমন বড় আকারে দাড় করেন যে মদীনার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিগণের অন্যতম বলে পরিচিত হন।[১১] আবূ বকর নিকটবর্তী সাখ নামক স্থানে তাঁর কাপড়ের কল বা কারখানা স্থাপন করেন এবং সেখানে কাপড়ের ব্যবসা করতে থাকেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে বাণিজ্য করতে থাকেন। তার এই বাণিজ্য সম্ভবত পারস্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শুরুতে উসমান বনূ কায়নুকার বাজারে খেজুরের ব্যবসা করতেন।[১২] পরবর্তীকালে তিনি এবং 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ গোলাম ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন বলে জানা যায়। মধ্যযুগে তা খুবই লাভজনক ব্যবসা ছিল যা বনূ কুরায়যার বন্দীগণের ঘটনা থেকে প্রত্যক্ষ করা যায়।[১৩]

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর মুসনাদে মদীনা ও তার চারপাশে দৈনিক এবং সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বসে এরূপ কয়েকটি হাট-বাজারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। মুসলমানগণ সেখানে বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবসা করতেন।[১৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবীব আল-বাগদাদী 'আরব দেশের বিভিন্ন স্থানের হাট-বাজারগুলোর একটি পরিসংখ্যান তৈরী করেছেন। তাঁর মতে প্রাক-ইসলামী 'আরবে সারা বছর অনুষ্ঠিত হত সেরূপ অন্তত এগারোটি পারস্পরিক সংযুক্ত হাট বাজার ছিল। আযরাকী স্বীকার করেন যে সেই বাজারগুলো মুসলিম আমলেও সাধারণভাবে চালু ছিল। তিনি সেগুলোর মধ্যে কতকগুলোর নামও উল্লেখ করেছেন, যথা-উকায, মাজান্না, আল-মাজায এবং হুবাশাহ; তাছাড়া মক্কা, মদীনা ও আরাফাতের হজ্জের মেলা তো ছিলই।[১৫]

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য লেখকের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এ সকল স্থানীয় বাজারে মুসলিম সওদাগরগণের যথেষ্ট ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতা ছিল। বদর আল-মা'বিদ উপলক্ষে ৪র্থ হিজরীর যুলকাদা/ ৬২৬ খৃঃ এপ্রিল মাসে মুসলিমগণ বদরের বাজারে বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে গিয়েছিলেন, মাসের ১লা থেকে ৮ই পর্যন্ত সেই হাট বসেছিল। মুসলিমগণ সেই সময়ে বিকিকিনি করে যথেষ্ট পরিমান অর্থ লাভ করেছিলেন। 'উসমান 'এক দীনারে এক দীনার', অর্থাৎ ১০০% লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৬]

মনে হয় যে আরবগণ, মুসলিমই হোক বা প্রকৃতি পূজারীই হোক, যখনি কোন সামরিক বা ধর্মীয় অভিযানে যেত সবখানেই নিজেদের পণ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেত। কারণ তারা ছিল একটি উত্তম ব্যবসায়ী জাতি।[১৭] একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় এই যে কুরায়শ বাহিনী যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ করার জন্যে বদর অভিমুখে রওনা হয় তখন তারা সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক শুকনা চামড়াও (আদাম) ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিল।[১৮] অনুরূপভাবে মুসলমানগণও খায়বার[১৯] এবং অন্যান্য যুদ্ধাভিযানের সময়ে যথেষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যও করেছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁরা সুদূর পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যেও বাণিজ্য কাফেলার সংগঠনের ব্যবস্থা করতেন। ৬হি./৬২৮ খৃষ্টাব্দের জানু-ফেব্রুয়ারি মাসে যায়দ ইব্‌ন হারিসাহ্‌ সে রকম একটি বাণিজ্য কাফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই কাফেলায় সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীদের ব্যণিজ্য-সামগ্রী ছিল, কিন্তু ফাযারাহ্‌ গোত্রের লোকেরা ওয়াদীউল-কুরার নিকটে ওৎ পেতে থেকে তাঁর উপরে আক্রমণ চালায়।[২০] অবশ্য মুসলমানদের দূর পথে বাণিজ্যের এটাই একমাত্র উদাহরণ নয়, তার আরো উদাহরণ রয়েছে। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে এ রকম বেশ কয়েকটি ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে, বিশেষ করে রাসূল (সাঃ)-এর সওদাগর সাহাবীদের জীবনীতে, যথা 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, 'উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌, আবূ বকর, 'উমর এবং অন্যান্য।[২১]

তথ্যসূত্র সমূহের উল্লেখ অনুযায়ী, সাধারণভাবে মুহাজিরগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন, আর আনসারগণ ব্যস্ত থাকতেন কৃষি কাজে, যদিও আনসারদের নিকটে ব্যবসা এবং মুহাজিরদের নিকটে কৃষিকাজ কোন অপরিচিত বিষয় ছিল না। যা হোক, একথা নিশ্চিত যে মদীনাবাসীদের মধ্যে অধিকাংশের জীবনযাত্রা অনেকটা সহজ ছিল। তবে আবার যথেষ্ট সংখ্যক এমন মুসলমানও ছিলেন যেমন-আহ্‌লে সুফ্‌ফা, যাঁদের জীবনযাত্রার জন্য নিয়মিত ও যথেষ্ট আয়ের কোন উপায় ছিল না। এঁরাই দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতেন এবং জীবনযাত্রার জন্যে প্রধানত অবস্থাপন্ন মুসলমানগণের দান ও সাদাকাহ্‌র উপরে নির্ভরশীল ছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস

১. দান

আনসারগণের সার্বক্ষণিক মেহমানদারী ছাড়াও নিয়মিত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মত দানই ছিল মুসলিম সমাজের আয়ের প্রধান আর্থিক উৎস এবং কেবল মদীনা আমলের গোড়ার দিকের কষ্টের সময়েই নয়, ইসলামী রাষ্ট্র যখন রাজনৈতিক শীর্ষ মর্যাদায় আসীন হয়, তখনও এই আর্থিক প্রথা প্রচলিত ছিল। তথ্যের উৎস সমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে এই আর্থিক পর্যবেক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যাবে। একদিন একজন ক্ষুধার্ত লোক রাসূল (সাঃ) এর নিকটে আসে। কিন্তু তাকে দেবার মত তাঁর কাছে কিছু ছিল না। তখন আবূ তালহা ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটিকে খুবই ভালভাবে খাইয়েছিলেন। সেজন্য কুরআন শরীফে তার প্রশংসা করা হয়।[২২] বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্যে সুফ্‌ফার লোকদের সম্বন্ধে লিখিত অধ্যায়সমূহে এ ধরনের দানের অজস্র উদাহরণ রয়েছে।[২৩] হাদীসবেত্তা ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন যে রাসূল (সাঃ) একবার একটি নও-মুসলিম গোত্রের জন্য সাহায্যের কথা বললে সবাই তাদের সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন; কেউ খাদ্য, কেউ কাপড় নিয়ে আসেন, আর একজন আনসারী বিপুল পরিমান অর্থ দান করেন।[২৪] একটি ঘটনার কথা তো সুবিদিত যে বদরের যুদ্ধে বন্দী মক্কাবাসীদেরকে মুসলমানগণই উদারতার সঙ্গে খাদ্য ও বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।[২৫] একই রকমভাবে মুসলমানগণ হুনায়ন এবং তাইফের যুদ্ধের পরে হাওয়াযিনের ৬,০০০ যুদ্ধবন্দীকে পরিধানের কাপড় দিয়েছিলেন।[২৬]

www.pathagar.com

যুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালে অথবা অভিযান চলাকালে দানশীল মুসলমানগণ সব সময়েই বায়তুল মালে দান করতেন। খন্দকের যুদ্ধের সময়ে সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ্‌, জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ এবং আরো কয়েকজন সাহাবী মুসলিম সেনাবাহিনীকে খাদ্য ও খেজুর যুগিয়েছিলেন–যদিও পরিমাণে তা অল্প ছিল।[২৭] পরবর্তী বনূ কুরায়যার যুদ্ধের সময়ে সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাহ মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্যে বোঝা বোঝা খেজুর পাঠিয়েছিলেন।[২৮] একইভাবে যী কারদ অভিযানকালেও সা'দ তাঁর পুত্র কায়সকে দিয়ে মুসলিম বাহিনীর জন্যে কয়েক বোঝা খেজুর এবং দশটি জাযূর (যবেহ করবার উট) প্রেরণ করেছিলেন।[২৯] তথ্যগ্রন্থসমূহে সা'দ ইব্‌ন 'উবাদার এরূপ উদারতা ও বদান্যতার আরো অনেক উল্লেখ রয়েছে। আবূ দাউদ উল্লেখ করেছেন যে, খায়বার যুদ্ধের সময়ে এমন কি মুসলিম নারীগণ পর্যন্ত কাপড় বুনে যা উপার্জন করেছিলেন তার সবই দান করেছিলেন। ৮ হিজরীর রজব মাসে /৬২৯ খৃষ্টাব্দের নভেঃ সিফুল–বাহরের যুদ্ধের সময়ে ইব্‌ন সা'দ বিন 'উবাদার, পুত্র কায়স যিনি মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন, উপবাসী মুসলিম সৈন্যদের জন্যে পর পর তিন দিন উট যবেহ্‌ করে খাইয়েছিলেন।[৩০]

স্বেচ্ছামূলক দানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় তাবূক অভিযানের ঘটনা থেকে। রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করা মাত্রই মুসলমানগণ সকলে তাঁর বাড়ীতে ছুটে যান এবং মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাসূল (সাঃ) এর সামনে নানারকম দ্রব্য সামগ্রী স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে। আবূ বকর নিজের সর্বস্ব নিয়ে আসেন, তা ছিল ৪০০০ দিরহাম। আর 'উমার নিজ সম্পদের অর্ধেক দান করেন। অন্যান্য যাঁরা যথেষ্ট পরিমাণ মাল দান করেছিলেন, তাঁরা হলেন 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল–মুত্তালিব, তালহা ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্‌, সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাহ্‌, মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ। 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ –এর মালের পরিমাণ ছিল ২০০ উকিয়া রূপা (অর্থাৎ ৮,০০০ দিরহাম), আর 'আসিম ইব্‌ন আদী দিয়েছিলেন ৯০ ওয়াসাক (প্রায় ৯০ কুইন্টাল) খেজুর। সবচেয়ে বড় পরিমাণের দান এসেছিল উসমান ইবন 'আফ্‌ফান–এর কাছ থেকে। তিনি সেনাবাহিনীর এক–তৃতীয়াংশের ব্যয় বহন করেছিলেন।[৩১] বালাযুরী লিখেছেন যে তাঁর পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ দিরহাম (বা কিছু বেশী)।[৩২] বস্তুত যখনি প্রয়োজন হত রাসূল (সাঃ) সাহায্য চাইতেন এবং মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় সাদাকাহ প্রদান করতেন; তবে কারো কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু আদায় করা হত না। 'উস্‌দ থেকে আমরা বড় পরিমাণ অর্থের একটি তালিকা পাই যা নাকি 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ রাসূল (সাঃ)–এর জীবনকালে দান করেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে দানের সময় এবং উপলক্ষও উল্লেখিত হয়েছে।[৩৩] এই সবই হল মুসলমানগণ কর্তৃক বায়তুল মালে নগদ অর্থ প্রদানের ঘটনা।

যমিন দান করবার ঘটনাও পাওয়া যায় না, এমন নয়। হিজরার সময়ে রাসূল (সাঃ) কুবাতে কুলসূম ইবনুল–হিদম এর বাড়ীতে তাঁর মেহমানরূপে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি যখন সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন কুলসূমই সেই প্রস্তাবিত মসজিদের জন্যে একখন্ড যমিন দান করেন।[৩৪] 'উম্মে আনাস নাম্নী একজন আনসারী মহিলা তাঁর যমিন রাসূল (সাঃ)কে উপহার দিলে তিনি তা নিজের ধাত্রী উম্মে আয়মানকে প্রদান করেন।[৩৫] আনসারগণ যে তাঁদের জায়গা–যমিন–বাগিচা, মাঠ, ঘর মুহাজির ভাইদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন, সেই সুবিদিত ঘটনার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।[৩৬] হারিসাহ ইব্‌ন নূ'মান বিশাল ভূ–সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি নিজের কয়েকটি ঘর ও যমিন রাসূল

www.pathagar.com

(সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণকে উপহার দিয়েছিলেন; একটি বাড়ী উপহার দিয়েছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর ছোট মেয়ে ফাতিমাকে ২ হিজরী/৬২৪ খৃঃ তাঁর বিয়ে উপলক্ষে।[৩৭] বনূ নাজজার বংশীয় একজন আনসারী রাসূল (সাঃ)কে একটি প্রাসাদ (কাসর) উপহার দেন, সম্ভবত জনগণের প্রয়োজনে।[৩৮] এ প্রসঙ্গে মুখায়রিক-এর বিরাট ভূ-সম্পত্তি দানের কথাও উল্লেখ করতে হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে মুখায়রিক ছিলেন বনূ নাযীর গোত্রের একজন সম্পদশালী ইহুদী। রাসূল (সাঃ) এর সততায় মুগ্ধ হয়ে তিনি 'উহুদ যুদ্ধের ঠিক আগে ইসলাম কবুল করেন। তিনি যুদ্ধে যোগ দেন এবং রাসূল (সাঃ) এর নিকটে নিজের 'বড় ভূ-সম্পত্তি ও খেজুর বাগিচা' সমর্পণ করেন। একজন লেখকের মত অনুযায়ী বাগিচা (হাওয়া'ইত) ছিল সাতটি।[৩৯] ইব্ন ইসহাক-এর মতে, 'মদীনাতে তিনি যত দান খয়রাত করেছিলেন তা সবই ছিল এখানকার।[৪০] এগুলো হল মদীনার মুসলমানগণের দান করা ভূ-সম্পত্তির কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ। মুহাজিরগণও যে ভূ-সম্পত্তি বিশেষ করে কূপ দান করেছিলেন, তারও কয়েকটি উদারহণ রয়েছে। পানির কূপ সম্ভবত ছিল তৃষ্ণার্ত 'আরবগণের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের। 'উসমান ইব্ন 'আফ্ফান জনগণের কল্যাণের জন্যে রূমাহ্ কূপটি দান করেছিলেন বলে জানা যায়। তা ছিল মদীনার সবচেয়ে মিষ্টি পানির কূপ।[৪১] তা ছাড়াও তিনি আরো অন্যান্য কূপ দান করেছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর অন্যান্য ধনী ও দানশীল সাহাবীও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য অবশ্যই আরো কূপ ওয়াক্ফ করে থাকবেন, আর এরূপ হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক।

২. মালে গনিমতঃ নগদ অর্থ ও দ্রব্য-সামগ্রী

যুদ্ধ জয় থেকে প্রাপ্ত মালে-গনিমতের উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গনিমতের এই মাল দ্বারা মদীনার মুসলমানগণের কতটুকু আর্থিক উন্নতি হয়েছিল তা পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযান থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে করা হয়েছে, কাজেই তার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে এখানে গাযওয়াহ ও সারায়াহ থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য মালামালের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। প্রথম দিককার যুদ্ধ অভিযানগুলো থেকে যে কোন মালে গনিমত (যুদ্ধ লব্ধ মালামাল) পাওয়া যায়নি সে কথা সুবিদিত এবং বদর যুদ্ধের ঠিক পূর্বে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ-এর সারায়াহ থেকে নাখলাহ পর্যন্ত মুসলমানগণ কিছু পরিমাণ যুদ্ধ জয়ের মালামাল লাভ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, মুসলমানদের দলটি যে বাণিজ্য কারাভাঁ আটক করেছিল তাতে কিছু পরিমাণ মদ, চামড়া (আদাম), শুকনো কিসমিস (যাবীব) ও অন্যান্য মালামাল ছিল, আর ছিল দু'জন বন্দী।[৪২] এই যুদ্ধজয়ের মালের সঠিক মূল্য নির্ণয় করা কঠিন। তবে একজন বন্দী মুক্তির অর্থের পরিমাণ ছিল ৪০ উকিয়া রূপা (১ উকিয়া-৪০ দিরহাম), অর্থাৎ ১৬০০ দিরহাম।[৪৩] অপর বন্দী ইসলাম কবুল করায় কোন মুক্তিপনের অর্থ পাওয়া যায়নি।[৪৪] যাই হোক, নাখলাহ অভিযান থেকে যে মালমাল পাওয়া গিয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্র সেখান থেকে খুমুস লাভ করে। প্রথম দিকের সারায়ার মত প্রথম দিকের গাযওয়াত থেকে

www.pathagar.com

মুসলমানগণ যুদ্ধ জয়ের কোন মালামাল লাভ করেনি। বদরের যুদ্ধই ছিল প্রথম বড় বিজয় এবং তা থেকে বেশ যথেষ্ট পরিমাণ মালও লাভ করেছিল। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও মুসলমানগণ যে মালামাল লাভ করে সেগুলোর মধ্যে ছিল উট, জিনিসপত্র (মাতা) চামড়ার মাদুর (আনতা) এবং কাপড়-চোপড় (সিয়াব)। এগুলোর মধ্যে আদাম বা চামড়ার দ্রব্যাদিই ছিল বেশী পরিমাণে, কেননা মক্কাবাসীগণ সে সব এনেছিল ব্যবসা করার জন্যে। আর আটক উট ছিল ১৫টি। এই যুদ্ধে ঘোড়া পাওয়া গিয়েছিল ১০টি।[৪৫] রাসূল (সাঃ) রাষ্ট্রের জন্যে খুমুস[৪৬] হিসাবে তাঁর প্রথম সাফীয়[৪৭] লাভ করেন। মুসলমানগণের প্রাপ্ত অংশে কেউ পেয়েছিলেন একটি উট (বা'ঈর) এবং সেই সঙ্গে কিছু মাল (রিসসাহ), অন্যেরা পেয়েছিলেন দুটি উট (বা'ঈরান), আবার কেউবা শুধুমাত্র চামড়ার মাদুর। প্রাপ্ত মোট অংশের অনুপাত ছিল যোদ্ধাগণের জন্য ৩২৫ঃ ৩১৩, চার ভাগ দুই ঘোড়ার জন্যে এবং আট ভাগ মদীনাতে আটক অন্যান্য মুসলমানের জন্যে।[৪৮] ওয়াকিদীর একটি তথ্য থেকে ধারণা হয় যে মুসলিম যোদ্ধাগণ নিজেদের প্রাপ্ত গনিমতের মালের অংশকে খুব কম বলে মনে করেছিলেন।[৪৯] এ থেকে বুঝা যায় যে যুদ্ধলব্ধ মালমাল মুসলমানদের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি এবং এ দ্বারা সমগ্র সম্পদের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

তবে প্রাপ্ত মুক্তিপণের অর্থ অসন্তুষ্ট যোদ্ধাগণকে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়েছিল বলে মনে হয়। গনিমতের মালের মাধ্যমে আয়ের উৎস সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখার উপযোগী। বিশেষ করে এ বিষয়টির উপরে ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন হিশাম, ওয়াকিদী, বালাযূরী এবং তাবারী যে বিবরণ দিয়েছেন সেগুলো থেকে দেখা যায় যে ২০ জন বন্দী ৭৫,০০০ দিরহাম মুক্তি পণ পরিশোধ করে, ১৮ জন বন্দীর প্রত্যেকে মাথা প্রতি ৪,০০০ দিরহাম, আর বাকী ২ জন দিয়েছিল ২,০০০ এবং ১,০০০ দিরহাম মাত্র। যে সকল বন্দীর মুক্তিপণ বিষয়ে সঠিক পরিমাণের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে তাদের তালিকা অনুসারেই এই অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য ১০ জন বন্দীর বিষয়ে উল্লেখ আছে যে মুক্তিপণ দেওয়ার পরে তাদেরকে দেড়ে দেয়া হয়; কিন্তু তাদের প্রদত্ত অর্থের সঠিক পরিমাণ উল্লেখিত নেই। যদি এরূপ ধারণার উপর হিসাব করা হয় যে ১০ জনের সকলেই সর্বোচ্চ পরিমাণের মুক্তিপণ অর্থাৎ মাথা প্রতি ৪,০০০ দিরহাম হারে পরিশোধ করে তাহলে মুক্তিপণের সর্বমোট পরিমাণ হবে ৪০,০০০ হিরদাম।[৫০] সেক্ষেত্রে, এ উপলক্ষে মুসলিমগণকে শোধ করা মোট মুক্তিপণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১৫,০০০ দিরহাম-যা বস্তুতই একটা বড় অংকের অর্থ। অন্যান্য বন্দীগণের মধ্যে কয়েক জনের সঙ্গে মুসলমান বন্দী বদল করা হয়। কয়েক জন ইসলাম কবুল করে, কারুর বন্দী অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড হয় (সাবরান), আর অন্যান্য কয়েকজনের বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

একটি বিখ্যাত বিবরণ অনুযায়ী, সর্বমোট বন্দীর সংখ্যা ছিল ৭০ জন। এ বিষয়ে যদিও কিছু মতভেদ রয়েছে, তবুও নামের উল্লেখ রয়েছে এমন বন্দীর সংখ্যা ৪৯, এটি হচ্ছে ওয়াকিদীর বিবরণ।[৫১] এ প্রসঙ্গে একটি পর্যবেক্ষণের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। বন্দীর মুক্তিপণের অর্থ পেতেন বন্দীকারক নিজে, এ বিষয়টি ওয়াকিদী এবং বালাযূরীর লেখা থেকে বুঝা যায়।[৫২] সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় যে মুসলিম যোদ্ধাগণের মধ্যে মাত্র এক ষষ্ঠাংশ, বা খুব বেশী হলে এক-চতুর্থাংশের মত মোটামুটিভাবে সম্পদশালী হতে পেরেছিলেন।[৫৩] আর বদর যুদ্ধের বাদবাকী সৈনিক খুব সামান্যই যুদ্ধজয়ের মাল (এবং সেই সঙ্গে

www.pathagar.com

সালাব বা যুদ্ধে নিহত সৈনিকের ব্যক্তিগত সম্পদ) লাভ করেছিলেন।

পরের যে অভিযানে মুসলিমগণ কিছু পরিমাণ যুদ্ধজয়ের মাল পেয়েছিলেন তা ছিল বনূ কায়নুকার ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে। সেই মালের মধ্যে ছিল যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং স্বর্ণকারদের ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি। রাসূল (সাঃ) নিজের সাফীয় ও খুমুস গ্রহণ করেন এবং সেই সম্পদের ৪/৫ অংশ মুসলমানগণের মধ্যে বিতরণ করেন।[৫৪] তাঁরা কিছু যমিনও লাভ করেন। সে বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু এই অভিযানে কোন নগদ অর্থ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী অভিযান, গাযওয়া উস্–সাবীক থেকে মুসলিমগণ পান অনেক বস্তা সাবীক (গম বা যব পেষা, তা পানি দিয়ে তৈরী করে, তেল–চর্বি বা মধু মাখিয়ে খাওয়া যায়)। ২০০ শক্তিশালী শত্রু সৈন্য পশ্চাদপসরণের সময়ে সেগুলো ফেলে গিয়েছিল।[৫৫]

একটি বিবরণ অনুযায়ী, আল–কুদরের যুদ্ধে মুসলিমগণ পেয়েছিলেন ৫০০ উট (বা'ঈর)। এর ৪০০টি বিতরণ করা হয়েছিল ২০০ মুসলিম সৈনিকের মধ্যে, আর ১০০ উট রাসূল(সাঃ) নিয়েছিলেন খুমুস হিসাবে।[৫৬] অপর একটি বিবরণ অনুযায়ী, এই যুদ্ধজয়ের মাল হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল ১,৬৮০টি উট, প্রতি জন যোদ্ধা পেয়েছিলেন ৭টি করে উট, আর খুমুসের পরিমাণ ছিল ২৮০টি উট।[৫৭] কিন্তু প্রথম বিবরণটি অধিকার যথার্থ। যা হোক, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা খুমুসের এবং মুসলমানগণের অংশের সঠিক পরিমাণ জানতে পারি।

অপর যে অভিযান থেকে মুসলিমগণ গনিমতের মাল পেয়েছিলেন, তা ছিল কারাদাহ্‌র সারয়াহ্‌। মক্কাবাসীদের একটি বাণিজ্য কারাভাঁ পূর্বদিকের পথ ধরে সিরিয়াতে যাচ্ছিল। যায়দ ইব্‌ন হারিসাহ্‌ পথে ওঁৎ পেতে থেকে সেটি আক্রমণ ও দখল করে নেন। এখান থেকে এক লক্ষ দিরহাম মুল্যের মালামাল পাওয়া গিয়েছিল। কেননা শুধু খুমুসের পরিমান হয়েছিল ২০,০০০ দিরহাম মুল্যের।[৫৮] 'উহুদের যুদ্ধলব্ধ মালামালের সবই পরে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদপসরণের সময়ে শত্রুগণের হস্তগত হয়ে যায়, এ বিষয় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ সালামাহ্‌ কাতান অভিযানে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ১৫০ জন মুসলিম সৈনিকের প্রত্যেকে ৭টি করে উট পেয়েছিলেন। তা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে মোট যুদ্ধলব্ধ মালের পরিমাণ ছিল ১,২৬০টি উট। কারণ খুমুস এবং সাফীয় আগেই আলাদা করে নিয়ে অতঃপর মুসলমানগণের মধ্যে গনিমতের মাল বিতরণ করা হয়েছিল।[৫৯] বনূ আন–নাযীরদের বিরুদ্ধে অভিযানে কোন নগদ অর্থ পাওয়া যায়নি, শুধু কিছু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রকৃত লাভ হয়েছিল ইহুদীদের বিপুল পরিমাণ ভূ–সম্পত্তি ও খেজুর বাগিচা।[৬০] ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল/৬২৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট–সেপ্টেম্বর, সংঘটিত দূমাতুল জান্দালের যুদ্ধে, মুসলমানগণ ডাকাতদের কিছু সংখ্যক গবাদি পশু পেয়েছিলেন।[৬১] এই যুদ্ধ আরব দস্যুদের আক্রমণ থেকে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি রক্ষার জন্যে করা হয়েছিল।

বনূ আল–মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে মুরায়সী অভিযানে মুসলমানগণ বন্দী এবং গবাদিপশু মিলিয়ে বেশ যথেষ্ট পরিমাণে মালামাল লাভ করেন। ঘোড়ার জিনের সংগে বাঁধা থলিতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত, মালামাল (রিস্‌সাহ বা মাতা') ছাড়াও ছিল ২,০০০ বা'ঈর এবং ৫,০০০ ছাগল–ভেড়া (শাত)। এই অভিযানে ২০০

www.pathagar.com

পরিবার বন্দী হয়। এর মধ্যে ১০০ পরিবারকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেওয়া হয়। কেননা রাসূল (সাঃ) সেই গোত্রের সর্দারের কন্যা জুওয়ায়রীআহ-কে বিয়ে করেন,[৬২] আর বাকী অর্ধেককে তাদের আত্মীয়-স্বজন মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।[৬৩] জানা যায় যে, একটি ক্ষেত্রে জনৈকা মহিলা ও তার সন্তানদের (যুররীয়্যা) ৬ ফারাইয দিয়ে মুক্ত করা হয়েছিল।[৬৪] জুওয়ায়রীআহ-এর ঘটনাটিও বেশ দৃষ্টিগোচরমূলক। যুদ্ধবন্দী হিসাবে তিনি সাবিত ইব্‌ন কায়স এবং তাঁর এক চাচাতো ভাইয়ের অংশে পড়েছিলেন। সাবিত মদীনাতে একটি খেজুর বাগানের (নাখলাহ) বিনিময়ে চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে সেই অংশ কিনে নিয়েছিলেন। পরে জুওয়ায়রীআহ-কে মুক্তিপণ বাবদ ৯ 'উকিয়া স্বর্ণ (প্রায় ৪,০০০ দিরহাম) সাবিতকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শেষ পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করে তাঁকে শাদী করেন।[৬৫] গবাদি পশুগুলো থেকে রাসুল (সাঃ) এর সাফীয় গ্রহণ করার পরে মুসলমানগণের মধ্যে তা বিতরণ করে দেওয়া হয়।[৬৬]

মদীনার সবশেষ ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুসলিমগণ অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও যথেষ্ট মাল (আসা), তৈজষপত্র ('আনিয়া), কাপড়-চোপড় (সিয়াব) এবং যথেষ্ট সংখ্যক উত্তম মানের উট ও গরু লাভ করেন। এই সকল যুদ্ধলব্ধ মালামালই মুসলমানগণের মধ্যে বিতরণ এবং খুমুস গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া মদ ভর্তি কিছুসংখ্যক মাটির পিপাও পাওয়া গিয়েছিল, মদ ফেলে দিয়ে সেই পিপাগুলো ভেঙে ফেলা হয়।[৬৭] একটি জনপ্রিয় সূত্রমতে এই যুদ্ধে এক বিপুল সংখ্যক ইহুদী স্ত্রীলোক ও শিশুকে বন্দী করা হয় এবং তাদেরকে বাজারে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ (অবশ্যই খুমুসের) দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয় করা হয়।[৬৮] কুরায়যাহ গোত্রের বন্দীগণের সংখ্যা প্রায় ১,০০০ ছিল বলে জানা যায়। তাদেরকে বিক্রয় করা হয়নি বলেই সাধারণত বিশ্বাস করা হয়। মুসলমানগণের সুপারিশক্রমে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদসহ বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হয়। সাবিত ইব্‌ন কায়স[৬৯], উম্মুল মুনযির[৭০] এবং সম্ভবত আরো কয়েকজনের ঘটনা থেকে সেরূপই মনে হয়। একইরকমভাবে রাষ্ট্রের অংশে খুমুস হিসাবে যে সব বন্দী পড়েছিল সেখান থেকেও বেশ কিছুসংখ্যক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৭১] ইব্‌ন মুহাম্মদ মাসলামাহ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে মনে হয় যে প্রতিজন অশ্বারোহী সৈনিকের ভাগে ৪৫ দীনার করে পড়েছিল। এর মধ্যে বন্দী মুক্তির অর্থ, মাল ও যমিন ছিল।[৭২] এই হারে সমগ্র যুদ্ধলব্ধ মালের মূল্য নগদ অর্থে দাঁড়াবে প্রায় ৫৫,২৯৬ দীনারে। তন্মধ্যে ৩,০০০ মুসলিমের অংশ এবং ৩৬টি ঘোড়া এবং খুমসের পরিমাণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিমাণ থেকে অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য এবং রাসূল (সাঃ) এর সাফীয় বাদ যাবে। যাই হোক, একটি যথার্থ হিসাব মতে যুদ্ধলব্ধ সমগ্র মালামালের মূল্য কোন অবস্থাতেই ৬৩,০০০ দীনারের বেশী হবে না।

হিজরী ৬ষ্ঠ বছর (জুন, ৬২৭ থেকে মে, ৬২৮ খৃঃ পর্যন্ত) ছিল যুদ্ধলব্ধ মালের বিবেচনায় সারায়ার বছর। ২১টি গাযওয়াত ও সারায়ার মধ্যে মাত্র শেষোক্ত সাতটি থেকে কিছু মালামাল পাওয়া যায়। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ ৬ হি. মুহাররম/ জুন, ৬২৭ খৃঃ কুরাতাতে যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, সেখান থেকে পাওয়া গিয়েছিল ১৫০টি উট এবং ৩,০০০ ছাগল-ভেড়া।[৭৩] তিন মাস পরে 'উক্কাশা ইব্‌ন মিহসিন গামরে যে অভিযান চালনা করেন সেখান থেকে পাওয়া যায় ২০০ উট।[৭৪] আবূ উবায়দাহ যূল-কাস্‌সাতে অভিযান শেষে কিছুসংখ্যক গবাদি পশু এবং মালামালা নিয়ে আসেন।[৭৫] আর যায়দ ইব্‌ন

www.pathagar.com

হারিসাহ কর্তৃক আল–'ঈসের সারায়াতে কুরায়শগণের একটি কারাভাঁ আক্রান্ত হয়। তারা ইরাকের পথে সিরিয়া যাচ্ছিল। এই অভিযান থেকে যথেষ্ট পরিমাণে মালমাল পাওয়া যায় যেমন রূপা ও অন্যান্য বাণিজ্য সম্পদ এবং তা'ছাড়া দুজন বন্দী। একজন বন্দী আবূ আল–'আস ইবনুর–রাবীকে তার মালামালসহ মুক্তি দেওয়া হয়। কেননা, রাসূল (সাঃ) এর কন্যা ও আবূ আল–আস–এর স্ত্রী যয়নব তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বন্দীকে সম্ভবত মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়াতে হয়েছিল, যদিও তথ্যের উৎসসমূহে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৭৬] পরের মাসে যায়দ আত–তারাফে অভিযান করে ২০টি উট এবং প্রায় ১৭০টি ভেড়া যুদ্ধ জয়ের মালরূপে পান।[৭৭] যায়দ এর পরে হিসমাতে যে অভিযান পরিচালনা করেন তা থেকেও প্রচুর মাল পাওয়া যায়। কিন্তু সে গুলো সবই ফেরত দেওয়া হয়।[৭৮] অতঃপর 'আলী ফাদাক অভিযান করেন। সেখান থেকে ৫০০ উট ও ২০০০ ভেড়া পাওয়া যায়।[৭৯] যায়দ বছরের শেষ অভিযান পরিচালনা করেন বনূ ফাযারাহ গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে। সে সময়ে উম্মে কিরফা–এর কন্যাকে বন্দী করা হয়[৮০] এবং সেটাই ছিল একমাত্র গনিমতের মাল।

৭ হিজরী/৬২৮–২৯ খৃঃ– এর প্রথম অভিযান, অর্থাৎ খায়বারের যুদ্ধ থেকে স্থাবর ভূসম্পত্তি ও অস্থাবর মালামাল প্রচুর পাওয়া যায়। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও এই যুদ্ধে প্রাপ্ত মালামালের মধ্যে ছিল খাদ্যসামগ্রী, বিবিধ দ্রব্যাদি (আসাস), লিনেন (বায), মখমল(কাতা'ইফ), সোনার পাত্র (আওয়ানী) ও অন্যান্য ধাতব দ্রব্যাদি, গবাদি পশু (গরু ও উট), চামড়ার বিছানা, অলঙ্কার এবং বিপুল পরিমাণ অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ। খাদ্যদ্রব্য, চামড়া ও পশুর খাদ্য ('আলাফ) বিতরণ করা হয়নি, লোকেরা নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী সেখান থেকে নিয়ে যায়।[৮১] যুদ্ধ বিজয়ের পরে লব্ধ মালামাল আইন অনুযায়ী বিতরণ করা হয়। তবে মোট যুদ্ধলব্ধ মালের মূল্য ঠিক কত ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। এই তথ্য থেকে মূল্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে যে খায়বারের বিভিন্ন কেল্লার ইহুদীগণ এত পরিমাণ সম্পদ ও দ্রব্য–সামগ্রী সংগ্রহ করে রেখেছিল যা তাদের ১০,০০০ জন যোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কয়েক বছরের জন্যে যথেষ্ট ছিল। ওয়াকিদীর গ্রন্থে বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ থেকে বুঝা যায় যে যুদ্ধজয়ের মাল থেকে মাথা প্রতি একজন অশ্বারোহী সৈনিকের অংশে পড়ে ছিল ১১.৫ দীনার। আর প্রতিজন পদাতিক সৈনিক পেয়েছিলেন ৪ দীনার করে।[৮২] তার ভিত্তিতে সমগ্র যুদ্ধজয়ের মালের পরিমাণ মোটামুটি হিসাবে দাঁড়ায় ৯,৫০০ দীনারে। কিন্তু বেশী মূল্যবান ছিল খায়বারের আমওয়াল অর্থাৎ ভূ–সম্পত্তি, তার মধ্যে ছিল খেজুর বাগিচা ও ফসলী ক্ষেত। ফাদাক থেকে যে যুদ্ধ জয়ের মালামাল পাওয়া গিয়েছিল, তাও ছিল ভূ–সম্পত্তি।[৮২] কিন্তু ওয়াদী–উল–কুরার অভিযান থেকে রাসূল (সাঃ) যমিন ছাড়াও মালামাল (আসাস, মাতা) আকারে যথেষ্ট সম্পদ পেয়েছিলেন; সকল যমিন পুনরায় ইহুদীদেরকেই অর্ধেক বর্গা ভাগের ভিত্তিতে দিয়ে দেওয়া হয়।[৮৪] তায়মার ইহুদীরা নিজেরাই জিযয়া কর প্রদান করতে সম্মত হয়। এই করের প্রকৃতি এবং এর যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা বেশ কঠিন ছিল।[৮৫]

এই বছরের অন্যান্য অভিযানের মধ্যে আবূ বকর– এর নজদের সারয়া অর্থাৎ অভিযান থেকে সমান্য পরিমাণ যুদ্ধ জয়ের মালামাল পাওয়া যায়।[৮৬] বশীর ইব্‌ন সা'দ ও তার লোকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে গালিব ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌কে ফাদাকে পাঠানো হয়েছিল। এখান থেকে তিনি গনিমতের মাল হিসাবে যথেষ্ট সংখ্যক উট ও ভেড়া লাভ করেন। ২০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী দলের

www.pathagar.com

প্রত্যেকে ৭টি করে উট বা সমপরিমাণ সম্পদ লাভ করেছিলেন। এ থেকে ধরে নেয়া যায় যে প্রায় ১,৭০০ উট বা সমসংখ্যক ভেড়া পাওয়া গিয়েছিল। পরের দুটি অভিযান পরিকল্পনা করেন গালিব ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ এবং বশীর ইব্ন সা'দ যথাক্রমে মায়ফা'য়াহ ও জিনাবে। উভয় অভিযান থেকে মুসলিমগণ যথেষ্ট সংখ্যক উট ও ভেড়া[৮৭] লাভ করেন। সেগুলোর সঠিক সংখ্যা বা মূল্য কত ছিল জানা যায় না।

৮ম হিজরী/৬২৯–৩০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২০টি অভিযান প্রেরিত হয়। গালিব ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ কাদীদে সফর/জুন মাসে এ বছরের প্রথম সারয়ার নেতৃত্ব দান করেন। সেখান থেকে যুদ্ধবন্দী, উট ও অন্যান্য পশু পাওয়া যায়। পরের মাসে শূজা ইব্ন ওয়াহাব আল সীয়তে অভিযান পরিচালনা করে যথেষ্ট সংখ্যক উট ও ভেড়া দখল করেন। ২৪ জন সৈনিকের প্রত্যেক ১৫টি করে উট বা তার সমান আনুপাতিক হারে ভেড়া পান (১টি উটের সমান ১০টি করে ভেড়া ধরা হয়)।[৮৮] মূতাহ অভিযানে সৈনিকগণ ব্যক্তিগতভাবে শত্রু সৈন্যদের মালমাল থেকে কিছু পরিমাণ সম্পদ লাভ করেন। একজন একটি আংটি আর একজন জনৈক শত্রু সৈন্যের শিরস্ত্রাণে বসানো একটি চুনি পাথর (ইয়াকুত) পেয়ে যান।[৮৯] আমর ইবনুল–আস যাতুস্ সালাসিলে যে অভিযান পরিচালনা করেন তা থেকে খুব বেশী মালামাল পাওয়া যায়নি। শুধু সৈন্যদের খাবারের জন্য কিছু সংখ্যক উট ও ভেড়া যবেহ করা হয়েছিল।[৯০] আবূ কাতাদা ইব্ন রিবি খাযিরাহতে যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন সেখান থেকে ২০০ উট ও ১,০০০ ভেড়া, এবং তাছাড়া বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দী হস্তগত হয়। ১৬ জনের দলের প্রত্যেক সদস্য ১২টি করে উট বা তার সমানানুপাতিক হারে ভেড়া লাভ করেন। তাছাড়া প্রত্যেকের অংশে যুদ্ধবন্দীও পড়ে ছিল।[৯১] কিন্তু বছরের সবচেয়ে বড় পরিমাণের যুদ্ধ জয়ের মালমাল আসে হুনায়ন অভিযান থেকেঃ ৬,০০০ যুদ্ধবন্দী, ২৪,০০০ উট, ৪০,০০০–এর বেশী ভেড়া (শাত) এবং ৪,০০০ উকিয়া রূপা। যুদ্ধবন্দী গনিমতের মালের হিসাবের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা যায়দ ইব্ন সাবিত– এর হিসাব অনুযায়ী প্রতি পদাতিক সৈন্য ৪টি করে উট অথবা ৪০টি ছাগল/ভেড়া পেয়েছিলেন, আর প্রতি জন অশ্বারোহী সৈনিক পেয়েছিলেন ১২টি করে উট অথবা ১২০টি করে ছাগল/ভেড়া।[৯২] হাওয়াযিন গোত্রপ্রধান রাসূল (সাঃ) এর নিকটে সুপারিশ করলে তখন সকল বন্দীকেই মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, আর এটি ছিল সুবিদিত ঘটনা।[৯৩]

৯ম হিঃ/ ৬৩০–১ খৃঃ যে নয়টি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তন্মধ্যে একটি বা দুটি ব্যতীত সবগুলো থেকেই মুসলমানগণ কিছু না কিছু যুদ্ধের মালমাল পেয়েছিলেন। উয়ায়নাহ ইব্ন হিস্ন আল–ফাযারী যে বনূ আল–আনবার/তামীম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তা থেকে কিছু বন্দী এবং সম্ভবত কিছু মালামাল পাওয়া গিয়েছিল। কিছুসংখ্যক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, আর কিছু সংখ্যককে পণ দিয়ে মুক্ত করা হয়েছিল।[৯৪] খাসয়াম গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে পরের মাসে কুতবাহ ইব্ন আমির যে অভিযান পরিচালনা করেন, তা থেকে কিছুসংখ্যক উট ও ভেড়া পাওয়া যায়; খুমুস গ্রহণের পর ২০ জন সৈনিকের প্রত্যেকে ৪টি করে উট বা তার সমসংখ্যক ভেড়া পেয়েছিলেন[৯৫] বছরের পঞ্চম যুদ্ধাভিযান করেন আলী ইব্ন আবী তালিব আল–ফুলসে, সাফল্যের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট সংখ্যক বন্দী, উট–ভেড়া এবং তাছাড়া তায়্যি–এর মন্দির থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে আসেন। রাসূল (সাঃ) এর সাফিয় এবং রাষ্ট্রীয় খুমুস গ্রহণের পরে বাকী সব মালমাল সৈনিকগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়।[৯৬] তাবূক অভিযানের সময়ে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ দূমাতুল–জান্দালের উকায়দির ইব্ন

www.pathagar.com

'আবদুল-মালিকের বিরুদ্ধে একটি সারয়া অভিযান বা পরিচালনা করেন। তিনি খালিদের সঙ্গে সন্ধি করে ২,০০০ উট, ৮০০ রা'স (গোলাম, অথবা খুব সম্ভবত ঘোড়া), ৪০০ ঢাল/লৌহ বর্ম এবং ৪০০ বল্লম দিতে সম্মত হন। পরে উকায়দির রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত করে জিযয়া কর প্রদান করতে স্বীকৃত হয়ে[৯৭] সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন।

হিজরীর ১০ম বছরে/৬৩১-২ খৃঃ, মাত্র একটি অভিযান পরিচালিত হয়। 'আলী ইবন আবী তালিব আল-ইয়ামান অভিযান করে উট-ভেড়া, কাপড় ও বন্দী নিয়ে আসেন। খুমুস ছিল কয়েক বস্তা ইয়ামানী কাপড়। 'আলী বনূ মাযহিজ গোত্রের মুসলমানদের কাছ থেকে সাদাকাহও নিয়ে আসেন।[৯৮]

এগুলোই ছিল রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধাভিযান যা থেকে মুসলমানদের জন্য কম বা বেশী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ এসেছিল। সবগুলো অভিযান এবং সেগুলো থেকে মালামাল হিসাব করে দেখলে এই সিদ্ধান্ত পৌঁছানো যায় যে এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী অভিযান থেকে জয়ের মাল এসেছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মালামালের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে গনিমত এবং তার সহায়ক সাফিয় ও খুমুস হিসাবে যা পাওয়া গিয়েছিল তা দ্বারা দরিদ্র মুসলমানদের আর্থিক অনটনের অনেকখানি উপশম হয়েছিল। কিন্তু অধিকতর লাভজনক যুদ্ধ জয়ের মালামালরূপে প্রাপ্ত যমিন সম্পর্কে আমরা বর্তমানে আলোচনা করব।

৩. যুদ্ধজয়ের মালামালঃ ভূ-সম্পত্তি

প্রথম যুদ্ধলব্ধ ভূ-সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছিল খুব সম্ভবত বনূ ফিতয়ূন নামক প্রায় অখ্যাত একটি ইহুদী গোত্রের কাছ থেকে, মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব-এর মতে তাদেরকেই প্রথম মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।[৯৯] বনূ কায়নুকা গোত্রকে বহিষ্কারের ঘটনা যদি সত্য হয় (একজন আধুনিক পণ্ডিত এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন), তবে তাদের ভূ-সম্পত্তি দ্বারা মুসলিমগণ, বিশেষ করে গরীব মুহাজিরগণ অনেকখানি সম্পদশালী হয়েছিলেন।[১০০] তারা ছিল স্বর্ণকার, তাদের নিজেদের একটি বাজার ছিল, আর সেটিই সম্ভবত মদীনার সবচেয়ে বড় বাজার।[১০১] দোকান ও বাড়ী ছাড়া[১০২] তাদের আর কোন ভূ-সম্পত্তি যেমন খেজুর বাগিচা বা আবাদযোগ্য কোন ক্ষেত (কিরাব) ছিল না। বনূ কায়নুকা গোত্রের আমওয়াল অর্থাৎ সম্পত্তি বলতে তাদের কেল্লাসমূহ এবং বাজার, আর সেগুলোই মুসলমানগণ দখল করে নেন।[১০৩] ধারণা করা হয় যে সেগুলোও বনূ নাযীরগণের আমওয়ালের মত আনসারদের সম্মতিক্রমে মুহাজিরদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়েছিল। বনূ কায়নুকার ভূ-সম্পত্তির সঠিক মুল্য কত ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, তথ্য উৎসগ্রন্থে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। একটা ধারণা করা শুধু সম্ভব যে তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০০-এর মত।[১০৪]

বনূ নাযীরগণের আমওয়ালের মধ্যে ছিল খেজুর বাগান, মাঠ এবং বসবাসের কিল্লা।[১০৫] অন্যান্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মত ওয়াকিদী বলেন, তাদের আমওয়ালের খেজুর বাগানের নিচে বড় বড় চাষের

যমিন (আয–যারুল–কাসীর ছিল।[১০৬] রাসূল (সাঃ) তাঁর বিবিগণ এবং বনূ আল–মুত্তালিবের সদস্যগণকে নিয়ে গঠিত পরিবার তাঁদের সারা বছরের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ যব ও খেজুরের সরবরাহ লাভ করতেন। অতিরিক্ত ফসল দ্বারা ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা হত। তিনি তাঁর মাওলা আবূ রাফিকে বনূ নাযীর গোত্রের আমওয়াল তত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। আবূ রাফি কখনো কখনো তাদের বাগিচা ও মাঠের উৎপাদিত প্রথম ফল ফসল, তরি–তরকারী (আল–বাকূরা) এনে রসূল (সাঃ) কে দিতেন। তিনি এগুলো এবং ইতিপূর্বে তাঁকে প্রদত্ত মুখায়রিকের[১০৭] আমওয়ালের দ্রব্যাদি থেকে সাদাকাহ (ভিক্ষা) প্রদান করতেন। 'উমর ইবনুল–খাত্তাব–এর বরাত দিয়ে বর্ণিত একটি হাদীস অনুসারে বনূ আল নাযীর, ফাদাক ও খায়বারের আমওয়াল রাসূল (সাঃ)–এর সাফায়ার[১০৮] (সংরক্ষিত যমিন) অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাকে রাসূল (সাঃ) এর আল–ফায়ও বলা হত।[১০৯] অপর একটি হাদীস থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে বনূ নাযীরগণের আমওয়াল বিতরণ করে দেওয়া হত মুহাজিরদের মধ্যে এবং সেই সংগে দুজন গরীব আনসারীকেও। তাদের নামছিল সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ ও আবূ দু'জানা।[১১০] ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম বলেছেন যে সাতটি বাগিচা (হাওয়াইত) ছাড়া আর সকল ভূ–সম্পত্তিই বিতরণ করে দেওয়া হয়েছিল।[১১১] যদি তাই হয়ে থাকে তবে এই সাতটি বাগিচা মুখায়রিকের আমওয়াল থেকে ভিন্ন হবে।

যা হোক, এ সকল আমওয়াল থেকে যে সকল ভূ–সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল সেগুলোর যে বিবরণ ওয়াকিদী প্রদান করেছেন তা থেকে সেগুলোর ধরন এবং মূল্য সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হবে। আবূ বকর এবং 'উমার পেয়েছিলেন যথাক্রমে বি'র (কূপ) হিজর ও বি'র জারাম, আর 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ পেয়েছিলেন সু'য়ালা যা মাল সুলায়ম নামে পরিচিত ছিল। সুহায়ব ইব্‌ন সিনান পেয়েছিলেন আয্‌–যারাতা, এবং যুবায়র ইব্‌ন 'আওয়াম ও আবূ সালামাহ ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ উভয়ে আল–বুওয়ায়লা ভাগ করে নিয়েছিলেন। সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ এবং আবূ দুজানার মালকে বলা হত ইব্‌ন খারাশাহ–এর মাল।[১১২] ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে সে সময়ে এগুলো সুবিদিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে এগুলো সম্বন্ধে আর তেমমন কিছুই জানা যায় না। ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেছেন যে 'আবদুর হরমান ইব্‌ন 'আওফ বনূ নাযীরগণের কায়দামা আমওয়াল থেকে যমিন পেয়েছিলেন, তা পরে তিনি তৃতীয় খলীফার নিকটে ৪০,০০০ দীনারে বিক্রী করে দিয়েছিলেন।[১১৩]

বনূ কুরায়যাহদের ভূ–সম্পত্তি সম্বন্ধে সঠিকভাবে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তাদেরও কেল্লা, খেজুর বাগিচা এবং চাষাবাদের যমিন ছিল।[১১৪] ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম–এর কিতাবুল–খারাজ গ্রন্থে একটি উল্লেখ আছে যে কুরায়যাহদের মাহরূয নামক একটি উপত্যকা বনূ কুরায়যাহদের, সেটি মদীনার হার্‌রা বা লাভা ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল। এখানে চাষাবাদের জন্য কতকগুলো বড় বড় মাঠ ছিল।[১১৫] আবূ ইউসুফ লিখেছেন যে বনূ কুরায়যাহদের ভূ–সম্পত্তি বিতরণ করা হয় নাই, কিন্তু ওয়াকিদী তার বিপরীত কথাই বলেছেন।[১১৬] শেষোক্তজনের অর্থাৎ ওয়াকিদীর মতে, বনূ 'আবদুল–আশহাল, বনূ যাফর, হারিসাহ, বনূ মু'য়াবিয়্যা (এদেরকে সাধারণভাবে আন–নাবিত বলা হত)–এদেরকে যৌথ ভাবে একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল–যা তার মন্তব্য থেকে পরিদৃষ্ট হয়। আর বনূ 'আমর ইব্‌ন 'আওফ এবং বাকী আওফগণ পেয়েছিলেন অপর অংশ। বনূ আন–নাজ্জার, মাযিন, মালিক জুবায়ন ও আদী সম্মিলিতভাবে একটি অংশ পেয়েছিলেন এবং সালামা, যুরায়ক, ও আল–হারিস ইবনুল–খাযরাজ পেয়েছিলেন বাকী অংশ। তিনি

www.pathagar.com

আরও বলেছেন যে, রীতি অনুযায়ী আমওয়াল পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হত এবং প্রতিটি ভাগ ছিল সমান। এক–পঞ্চমাংশ ছিল আল্লাহ্‌র (অর্থাৎ খুমুস), চারভাগ মুসলিম সৈন্যদের, একভাগ পদাতিক সৈন্যের এবং দুইভাগ অশ্বরোহী সৈন্যের জন্যে ভাগ করা হয়েছিল।[১১৭] বনূ কুরায়যাহর আমওয়ালের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। শুধু এটুকু জানা গেছে যে মাহরূয বনূ কুরায়যাহর ওয়াদী (উপত্যকা), তার কিছু অংশ যুবায়র ইবনুল–'আওয়ামকে এবং বনূ উমাইয়্যার আনসারগণের একজন লোককে দেওয়া হয়েছিল।[১১৮] এ থেকে পরোক্ষভাবে হলেও বরকত আহ্‌মদ–এর মতের সমর্থন পাওয়া যায়। সাধারণভাবে যে ধারণা করা হয় যে বনূ কুরায়যাহর সদস্যদেরকে হত্যা করা এবং তাদের আমওয়াল বিতরণ করে দেওয়া হয়েছিল, তা সঠিক নয়।

খায়বারের আমওয়াল[১১৯] সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পুরাপুরি সন্তোষজনক নয়। এখানেও খেজুর বাগিচা এবং ফসলের ক্ষেত ছিল। সেগুলোকে অন্যান্য ইহুদী বসতি স্থাপনকারীদের মত খেজুর গাছের নীচে বিভিন্ন ফসল বপন করা হত।[১২০] তথ্য–উৎসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে যে যদিও খায়বার বলপূর্বক দখল করা হয়েছিল ('আনওয়াতান) এবং সে হিসাবে এই সম্পদ মুসলিম সৈন্যগণের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া উচিত ছিল। কেননা এ ছিল মুসলিম সৈন্যগণের গনিমতের মাল। কিন্তু একে আল–ফায় বা রাসূল (সাঃ) –এর সাফিয় বলে ঘোষণা করা হয়। তিনি সেগুলোকে অর্ধেক ফসল প্রদানের চুক্তিতে পূর্বের কৃষকগণের মধ্যে বন্টন করে দেন। এ থেকে এরূপ মতও প্রকাশ করা হয় যে, যে ১,৪০০ মুসলিম সৈন্য সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা নন, বরং মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এবং খায়বারের ইহুদীগণই এর উৎপাদনের অর্ধেক ফসল ভোগের অধিকার পেয়েছিল।[১২১] যা হোক, তথ্য গ্রন্থসমূহে এই ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে মুছাকা (আবাদী জমি দীর্ঘ মেয়াদের চুক্তিতে দিয়ে ফসল ভাগ করে নেয়ার ব্যবস্থা)।[১২২] অপর পক্ষে, কাজী আবূ ইউসুফ এবং অনুরূপ মনোভাবাপন্ন আরো কয়েকজন ইসলামী আইনবেত্তা মনে করেন যে ইমামেরই (শাসক) অধিকার যে বিজিত এলাকা মুসলিম সৈনিকগণের মধ্যে বিতরণ করে দিবেন নাকি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সাফিয় বা ফায় হিসাবে তা রেখে দিবেন; এবং রাসূল (সাঃ) খায়বারের যমিন বন্টন করে দিলেও কুরায়যাহ, নাযীর এবং অপর কয়েকটি আরব গোত্রের যমিন বিতরণ করেন নি।[১২৩] ইব্‌ন ওয়াকিদী আরও মনে করেন যে খায়বারকে গনিমতের মাল হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল এবং সে হিসাবে তা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণও করে হয়েছিল। খায়বারের খুমুস (বিজিত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ) ছিল কাতিবার কিল্লা।[১২৪] রাসূল (সাঃ) শুধু এই খুমুস থেকেই ভিক্ষা বা দান করতেন।[১২৫]

যা হোক, এই মতানুযায়ী, কাতিবার খেজুর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল বছরে ৮,০০০ ওয়াসাক (প্রায় ৮,০০০ কুইন্টাল), তা দুইটি সমান ভাগে ভাগ করে অর্ধেক অর্থাৎ ৪,০০০ ওয়াসাক রাসূল (সাঃ)–এর জন্যে এবং অপর ৪,০০০ ওয়াসাক ইহুদীদের জন্যে দেওয়া হত। কাতিবার উৎপাদিত যবের পরিমাণ[১২৬] ছিল ৩,০০০ সা' তাও রাসূল (সাঃ) ও ইহুদীদের মধ্যে সমান দুইভাগে ভাগ করা হত। এর নাওয়া (ফলের শাঁস) উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মোটামুটিভাবে ১,০০০ সা' এবং তার অর্ধেক রাসূল (সাঃ) এর অংশ ছিল। এই সম্পত্তি থেকেই রাসূল (সাঃ) মুসলমানগণকে যব, খেজুর বা নাওয়া দান করতেন। ওয়াকিদী যে সংখ্যা ও পরিমাণের উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তিতে খায়বারের যমিন থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর

www.pathagar.com

মুসলিমদের প্রাপ্য অংশ এ রকম হবেঃ ৪০,০০০ ওয়াসাক খেজুর, ১৫,০০০ সা'যব এবং ৫,০০০ সা' নাওয়া। ওয়াকিদীর উল্লেখিত অপর একটি তথ্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন এক বছর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা সেখানকার উৎপাদিত খেজুরের পরিমাপ করেছিলেন ৪০,০০০ ওয়াসাক।[১২৭]

খায়বারের যমিন যা মুসলিমদের ভাগে পড়েছিল এবং খুমুস যা রাষ্ট্রের ভাগে পড়েছিল সেগুলো দুটি স্বতন্ত্র কর্মকর্তা-কর্মচারীদ্বারা (রু'য়ূস, রা'স-এর বহুবচন, অর্থ প্রধান বা দায়িত্বে নিযুক্তি ব্যক্তি) পরিচালিত হ'ত। কাজী আবূ ইউসুফ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন[১২৮] যে, ইহুদীদের অধীনস্থ জমিতে তারা ফসল বুনত, পানি সেচ দিত, ফসল রক্ষা করে ঘরে তুলত। ফল/ফসল (নাখল) যখন পরিপক্ক হয়ে উঠত তখন মদীনা থেকে পরিমাপকারী পাঠানো হত। সাধারণভাবে এরূপ বিশ্বাস করা হয় যে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাই খায়বারের যমিনের উৎপাদিত ফসল পরিমাপের জন্যে একমাত্র নিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন।[১২৯] কিন্তু ইব্ন ইসহাক এবং ওয়াকিদীর একটি বিবরণ থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে 'আবদুল্লাহ্ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশের ফসল পরিমাপক কর্মকর্তা ছিলেন। তাছাড়া আরো ১৮ জন পরিমাপক বা কর্মকর্তার একটি দল মুসলিমদের অংশ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

যমিনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কাতিবার খুমুস নির্ধারণের পর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা উৎপাদিত ফসলকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করে ইহুদীদেরকে যে কোন একটি ভাগ নিতে বলতেন।[১৩০] কিতাবুল-খারাজ গ্রন্থে আবূ-ইউসুফ-এর একটি বিবরণী থেকে এরূপ মনে হয় যে, 'আবদুল্লাহ্ কখনো কখনো খেজুর উৎপাদনের বেলায় ৫০% মুসলিম অংশ নগদ দাবী করতেন, এবং ইহুদীরা সাধারণত তা মেনে নিত।[১৩১] দুঃখের বিষয়, ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে নগদ অর্থের পরিমান কত ছিল তার উল্লেখ সেখানে নেই।

মুসলিম অংশের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ১৮ জন কর্মকর্তার উপরে ন্যস্ত ছিল। তাঁদের প্রত্যেকে আবার ১০০টি অংশের দেখাশুনা করতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিমদের অংশে অন্তর্ভুক্ত ছিল কিল্লার দুটি দলের যথা নাতাত এবং শিক্-এর ব্যবস্থাপনায় আবাদী জমি। ইব্ন ইসহাক লিখেছেন যে প্রথমোক্তটি অর্থাৎ নাতাত পাঁচ অংশে, আর শেষোক্তটি অর্থাৎ শিক্ তিন অংশে বিভক্ত ছিল।[১৩২] প্রতিটি ভাগে ১০০ শরীক থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে এ দ্বারা বুঝায় যে নাতাত শাসন করতেন পাঁচজন কর্মকর্তা এবং অপরদিকে শিক্ শাসন করতেন ১৩ জন কর্মকতা। অন্যান্যদের ছাড়া ইব্ন ইসহাক ও ওয়াকিদী যে সকল অংশীদারের নাম উল্লেখ করেছেন, সেগুলো বস্তুত মুসলিম অংশীদারদের (সুহমান) নাম নয়; সেগুলো প্রকৃত পক্ষে ১৮টি গ্রুপের যমিন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারগণের নামেই সেগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল।[১৩৩] এই ধারণাটিকে সম্প্রসারিত করে ওয়াকিদী লিখেছেন যে প্রতি একশ জন লোকের জন্যে একজন করে রা'স (প্রধান) থাকতেন, তিনি একজন পরিচিত বা স্বীকৃত ব্যক্তি (ইউ'রাফু) হতেন। তিনিই নিজের লোকদের মধ্যে দুই দলের যা কিছু গাল্লা (উৎপাদিত শষ্য) পাওয়া যেত তা ভাগ করে দিতেন। রু'য়াসাগণের (প্রধান, সর্দার) মধ্যে মাত্র এগার জনের নাম ওয়াকিদীর গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। তারা হলেন আসিম ইব্ন 'আদী, 'আলী ইব্ন আবী তালিব, 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ, তাল্হা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্, মু'আয ইব্ন জাবাল, 'উসাঈদ ইব্ন হুযায়র, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা,

www.pathagar.com

ফারওয়াহ ইব্ন 'আমর, উমর ইবনুল-খাত্তাব, সা'দ ইব্ন উবাদাহ এবং বুরায়দাহ ইব্ন হুসায়ব। তবে শেষোক্ত ব্যক্তি সাহমুল-লাফিফ নামে আওসের অংশ ক্রয় করেছিলেন এবং সে হিসাবে তিনি একজন কর্মকর্তা হয়েছিলেন।[১৩৪] ইব্ন ইসহাক-এর তালিকাতে যুবায়রকেও একজন কর্মকর্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৫] অবশিষ্টদের নাম জানা যায় না। ইব্ন ইসহাককৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক সমস্ত বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেলেছেন। সে কারণেই তিনি এটিকে জটিল এবং পদ্ধতিবিহীন হিসাব বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩৬]

মুসলিমদের অংশের মুসাকা বিষয়ক একটি ঘটনা এখানে পর্যবেক্ষণযোগ্য। খায়বার কিল্লার পতনের অল্প পরেই রাসূল (সাঃ) এর মুসাকা করলে এবং উৎপাদনের ৫০% ইহুদীদের বলে ঘোষণা করা হলে মুসলমানগণ ওদের চাষাবাদকৃত ফসল (আল-হারস) এবং সবজি ইত্যাদি (বাবাল) লুটপাট ও ধ্বংস করতে শুরু করে। ইহুদীরা এসে রাসূল (সাঃ) এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি মুসলিমদেরকে এই বলে নিষেধ করেন -'ইহুদীরা আমার কাছে নালিশ করেছে যে তোমরা ওদের ক্ষেতে (হাযাইর) গিয়ে লুটপাট করছ। আমরা তাদেরকে রক্তের, তাদের আমওয়ালের এবং তাদের অধিকারে যে যমিন রয়েছে সেই সকলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছি এবং আমরা ওদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি। নিশ্চয়ই মু'য়াহাদীনদের (চুক্তিকারীগণের) আমওয়াল তাদের ন্যায্য হক ছাড়া আর কিছু নিতে পারে না।' কাজেই মুসলমানগণ দাম না দিয়ে (সামান) তাদের উৎপাদিত শবজী গ্রহণ করেন নি।[১৩৭]

প্রায় সকল তথ্য-সূত্র থেকে জানা যায় যে খায়বার থেকে যে খুমুস আদায় করা হয়েছিল তা সাধারণভাবে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছিলঃ এক ভাগ রাসুল (সাঃ) এর পরিবারের, এক ভাগ বনূ হাশিম এবং বনূ মুত্তালিব গোত্রীয় তাঁর আত্মীয়গণের এবং তৃতীয় ভাগ ছিল গরীব মুসলমানদের জন্য।[১৩৮] ইব্ন ইসহাক, ওয়াকিদী এবং অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ প্রণীত তালিকায় রাসূল (সাঃ) যাদেরকে খুমুস থেকে কিছু অংশ দিয়েছিলেন তাদের নাম রয়েছে।[১৩৯] ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে দান হিসাবে প্রদত্ত মোট অংশের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩,০০০ ওয়াসাক,[১৪০] এর মধ্যে রাসূল (সাঃ) এর বিবিগণ প্রত্যেকে ১০০ অথবা ৮০ ওয়াসাক হারে মোট ৭০০ ওয়াসাক ফসল পেয়েছিলেন।[১৪১]

খায়বারের ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনার শেষ পর্যায়ে মুসাকার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সেগুলোর চাষাবাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ওয়াকিদী লিখেছেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই খায়বারের চাষাবাদ ব্যবস্থা এবং ফসল উৎপাদনের অবনতি ঘটতে থাকে। এক বছরের মধ্যে[১৪২] উৎপাদন এত কমে যায় যে খায়বার যে এক সময় প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির জন্যে পরিচিত ছিল তা যেন সব অতীতের বিষয়ে পরিগনিত হয়। মুসলিম লেখককগণ এই অবনতির কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন যে ইহুদী অভিজাত শ্রেণী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের (সাদাহ্) অর্থনাশ হয়ে যাওয়া বা সম্পদ লোপ পাওয়া, অবশিষ্ট ইহুদী কৃষিজীবীদের নিতান্ত চাষী ও দিনমজুর শ্রেণীতে (উম্মাল আইদিহিম) পরিণত হওয়া এবং সবশেষে সাধারণভাবে ইহুদী কৃষককুলের চাষাবাদের প্রতি অনীহা ও অবহেলা।[১৪৩]

সংলগ্ন ইহুদী বসতি ফাদাক বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সে কারণে তাকে আল-ফায় বলে ঘোষণা করা হয়[১৪৪]। মুহায়িসাহ ইব্ন মাস'ঊদ রাসূল (সাঃ) এর দূতরূপে ইহুদীদের

www.pathagar.com

সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহুদীরা এই চুক্তিতে খায়বারের অনুরূপ শর্ত আরোপে সম্মত হয়। শর্ত হচ্ছেঃ উৎপাদিত ফল-ফসলের (নিসফুল-আরয) ৫০% হবে রাসূল (সাঃ) এর, আর যমিনের মালিকানা ও উৎপাদনের বাকী-অর্থেক ফাদাকের অধিবাসীদের থাকবে।[১৪৫] খায়বারের তুলনায় ফাদাক ও অন্যান্য ইহুদী বসতিগুলোর বিষয়ে খুব কমই তথ্য পাওয়া যায়। যা হোক, কিছুটা নিশ্চয়তার সাথে যা জানা যায় তা হল ফাদাক অঞ্চলের যমিন খুবই উর্বর, আর সেখানে পানি সরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল[১৪৬]। নগদ অর্থে এর সঠিক মূল্য ছিল আনুমানিক ১,০০,০০০ দিরহাম। কেননা, কয়েক বছর পরে 'উমর ইবনুল খাত্তাব যখন হিজাযের ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করেন তখন ফাদাকের খেজুর বাগানের ইহুদী অর্ধাংশের জন্যে ৫০,০০০ দিরহাম অর্থ পরিশোধ করেছিলেন।[১৪৭] উৎপাদনের পরিমাণ ও এর অংশীদারিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে ধারণা করা যায় যে কুরা 'আরাবিয়ার গভর্নর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ফাদাকের ভূমি প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন এবং খাজনা আদায় করতেন। কেননা ফাদাক তাঁর প্রশাসনিক আওতাভুক্ত অঞ্চল ছিল (আমালাহ্)।[১৪৮] যে ব্যয় খাতের অধীনে এর উৎপাদন বা বলা যেতে পারে এর আয় ব্যয়িত হত তা ছিল জন কল্যাণ, বিশেষ করে পথিকদের (ইবনুস্-সাবিল) কল্যাণ।[১৪৯] কেননা এ ছিল রাসূল (সাঃ) এর ফায় বা খালিসা যমিন এবং ঐতিহাসিকগণ সেরূপই বলেছেন।

রাসূল (সাঃ) হিজাযের ইহুদীদের সাথে যে সন্ধি চুক্তি করেন তার শর্তাবলী পর্যালোচনা করে দেখলে তা হবে চমকপ্রদভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে একদিকে আমরা যেমন সন্ধি-চুক্তির সঠিক প্রকৃতিটি জানতে পারব তেমনি অপরদিকে এও বুঝতে পারব যে খলীফা 'উমর কেন তাদেরকে হিজায থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। ইব্ন ইসহাক এবং তাবারীর মতে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিগুলোর মধ্যে একটি ছিল "আমরা যদি তোমাদেরকে বহিষ্কার করতে ইচ্ছা করি তবে আমরা তা করতে পারব।[১৫০] সন্ধির এই শর্তটি থেকেই প্রমাণিত হয় যে 'উমর তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ থেকে মুক্ত ছিলেন। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে তাদেরকে বহিষ্কারের আরো কোন কারণ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তকারী বিষয় ছিল রাসূল (সাঃ) এর সন্ধি-চুক্তির এই শর্তটি। অন্যান্য কারণের মধ্যে কৃষির প্রতি অবহেলাও তাদেরকে বহিষ্কারের অন্যতম কারণ হয়ে থাকতে পারে। যা হোক, একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে তায়ম' ও ওয়াদীউল-কুরার ইহুদীদেরকে কিন্তু বহিষ্কার করা হয়নি। কারণ, ওয়াকিদীর মতে তারা হিজাযের ইহুদী ছিল না।[১৫১]

ওয়াদীউল-কুরার ইহুদীদের বসতি এলাকা জয় করতে মুসলিম বাহিনী অতি সামান্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং তা গনীমাহ্ হিসাবে মুসলমানগণের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। যেমন-৪/৫ ভাগ দেওয়া হয়েছিল সৈনিকদের আর ১/৫ ভাগ ছিল রাসূল (সাঃ) এর জন্যে। কিন্তু ইহুদীরা খায়বার ও ফাদাকের অনুরূপ শর্তাবলী গ্রহণে সম্মত হলে তখন খেজুর বাগিচাসমূহ ও যমিন অর্ধেক বর্গা ভাগের ভিত্তিতে তাদেরকে দেওয়া হয়।[১৫২]

তায়মা'র ইহুদীরা খায়বার, ফাদাক এবং ওয়াদীউল-কুরার ইহুদীদের ভাগ্য বিপর্যয়ের খবর শুনেছিল। কাজেই তারা জিযয়া প্রদানে সম্মত হয়, ফলে তাদের যমিন রক্ষা পায়।[১৫৩] এখানকার ফল-ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার বিষয়ে তদারকি বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন মুসলিম কর্মকর্তা

www.pathagar.com

নিয়োজিত হয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে ওয়াদীউল–কুরা এবং তায়মা'তে যে ওয়ালী (গভর্নর) নিয়োগ করা হয়েছিল তা জানা যায়। এই নিয়োগ সম্ভবত তাদের আত্মসমর্পণের পর পরই হয়েছিল।[১৫৪] কাজেই এরূপ ধারণা করলে ভুল হবে না যে গভর্নরগণই নিজ নিজ অঞ্চলের কর প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। এখানে জাহশিয়ারীর কিতাবুল উযারা' গ্রন্থে উল্লেখিত একটি পর্যবেক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে যে মদীনাতে একজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি হিজাযের উৎপাদিত ফসলের পরিমাণের হিসাব রাখতেন।[১৫৫] হয়ত বা অন্য একজন্য কর্মকর্তা ওয়াদীউল–কুরা, তায়মা এবং অন্যান্য ইহুদী বসতিগুলোর খাজনার হিসাব রক্ষা করতেন।

মক্কা ছাড়া আরব উপদ্বীপের আর কোন অঞ্চলই জয় করা হয়নি। হয়ত তারা স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে জিযয়া কর প্রদানে সম্মত হয়, অথবা মুসলমান হয়ে সাদাকা প্রদান করতে থাকে।

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে এবং এই বইয়ের অন্যত্রও আলোচনা করা হয়েছে যে কিভাবে বিভিন্ন কর্মকর্তা গনিমতের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রক্ষা ও শাসন পরিচালনা করতেন। সবেশেষে সাহিবুল–খুমুস (রাষ্ট্রীয় অংশের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা) কি মর্যাদা ভোগ করতেন তা জানার বাকী থাকে। এটা বেশ চিত্তাকর্ষক যে সামরিক অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সকল অফিসার যেখানে অস্থায়ী ছিলেন, সেখানে সাহিবুল–খুমুস যাহমিয়্যা ইব্‌ন জাযা' আল–যাবীদীর পদটি রাসূল (সাঃ) এর সময়ে স্থায়ী ছিল। ওয়াকিদী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের কয়েকটি বিবরণ থেকেই মনে হয় যে তিনি খুমুসের স্থায়ী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং তা শুধু যুদ্ধাভিযানের সময়েই নয়, শান্তির সময়েও বিদ্যমান ছিল।[১৫৬]

৪। জিযয়া কর

অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযয়া কর[১৫৭] আদায়ের প্রথম ঘটনাটি ছিল ৭ম হিজরী/৬২৮ খৃষ্টাব্দে যখন তায়মা'র অধিবাসীগণ ঐ কর দিতে সম্মত হয়। তবে এই ক্ষেত্রে কর প্রদানকারী জিম্মীগণের সংখ্যা কত এবং জিযয়ার সঠিক হারই বা কত ছিল তা আমাদের জানা নেই। রাসূল (সাঃ) তায়মার ইহুদী অধিবাসী বনূ 'আদিয়ার সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি যে ইসলামী রাষ্ট্রে তাদেরকে জান–মালের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল এবং তার বিনিময়েই তাদের কাছ থেকে জিযয়া আদায় করা হত।[১৫৮] এ থেকেও অবশ্য করের পরিমাণ বা প্রদানকারী লোকের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

যা হোক, এই কর আদায়ের দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল ৮–৯ হিজরী/৬৩০ খৃষ্টাব্দে। তখন কর দাতার সংখ্যা জানা না গেলেও করের পরিমাণ কত ছিল তা জানা যায়। বাহরায়নের স্থানীয় শাসক আল–মুনযির ইব্‌ন সাওয়া তাঁর দেশের অমুসলিম অধিবাসীদের বিশেষ করে আতশ্ পরাস্ত বা অগ্নি উপাসকদের মর্যাদা কিরূপ হবে সে বিষয়ে জানতে চেয়ে রাসূল (সাঃ) এর নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর

www.pathagar.com

উত্তরে ইহুদী এবং আতশ্ পরস্তী (মাজূস) অধিবাসীদের মাথাপিছু মুয়াফিরী মূল্যমানের এক দীনার করে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।[১৫৯] তাঁর অপর একটি পত্র মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে তিনি মুনযিরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে হাজার অঞ্চলের ভূমিহীন প্রতি জন লোকের (রাজূল) কাছ থেকে যেন ৪ দিরহাম এবং একটি পরিধেয় কাপড় ('আকবা'আহ) আদায় করা হয়। আর অপর একটি পত্রে দেখা যায় যে তিনি তাদের উপরে জিযয়া কর আরোপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন পরিমাণ. নির্ধারণ করেন নি যদিও ওদের প্রতিবেশীরূপে বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। যেমন- ওদের যবেহ্ করা পশু-পাখী ভক্ষণ এবং ওদের কোন নারীকে বিয়ে করা মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।[১৬০] চিত্তাকর্ষক বিষয় এই যে কুদামা এবং আবূ হুরায়রা নামক দুইজন কর্মকর্তাকে মুনযিরের এলাকা থেকে আদায়কৃত জিযয়া সংগ্রহের জন্যে কেন্দ্র থেকে পাঠানো হয়েছিল।। এ প্রসঙ্গে আরও একটি চমকপ্রদ ঘটনা এই যে, খাজনা আদায়কারীগণ যাতে দ্রুত খাজনা সংগ্রহ করতে পারেন সেজন্যে প্রাদেশিক গভর্ণর আল-'আলা' ইবনুল-হায রামীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছিল।[১৬১]

নাজরানের খৃষ্টানদের নিকট থেকে জিযয়া আদায়ের তৃতীয় উদাহরণ পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের প্রেক্ষিতে এই কর আরোপ হয়। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সত্যিকারের কি অধিকার ও মর্যাদা ছিল এই চুক্তিটি থেকে তা জানা যায়। চুক্তিটি নীচে উদ্ধৃত করা গেলঃ

"আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে নাজরানের অধিবাসীদের নিকট এই পত্র। তাঁর উপরেই সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার ছিল প্রতিটি হলুদ, সাদা বা কালো ফল এবং প্রত্যেকটি গোলামের বিষয়ে। কিন্তু তিনি তাদের উপর অনুগ্রহ করেন এবং (তাদেরকে) যে সব কিছুই প্রদান করেন, সেজন্যে ২,০০০ টি পরিধেয় কাপড় (হুল্লাহ্), যথা ১,০০০ আওয়াকী পোশাক প্রত্যেক বছর রজব মাসে এবং ১,০০০ টি সফর মাসে প্রদান করতে হবে। প্রতিটি পোশাক এক উকিয়া মূল্যের হতে হবে। যে ক্ষেত্রে এই খাজনা থেকে পোশাকের দাম এক উকিয়ার বেশী বা কম হয়, তার হিসাব রাখা হবে। তাদের কাছ থেকে যে লৌহ বর্ম, ঘোড়া, বাহন উট ও অস্ত্রশস্ত্র নেওয়া হয়েছিল সে সবের হিসাব রাখা হবে। নাজরান আমার দূতকে ২০ দিন বা তার কম সময়ের জন্যে আশ্রয় দেবে, কিন্তু তাকে এক মাসের বেশী সময় ধরে রাখা যাবে না। ইয়ামানে যদি যুদ্ধ (কায়েদ) বজায় থাকে তবে ৩০টি লৌহ বর্ম, ৩০টি ঘোড়া ও ৩০টি উট দেওয়া তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে। আমার দূতকে ধার হিসাবে দেওয়া লৌহ বর্মের, ঘোড়ার বা উটের যদি কিছু নষ্ট বা ক্ষতি হয় সেগুলো আমার দূতবর্গ প্রত্যর্পণ করবেন এই নিশ্চয়তা প্রদান করা গেল। নাজরান ও তাদের অনুসারীদের উপরে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা (জিওয়ার) রয়েছে এবং আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর জিম্মাহ রয়েছে; রাসূল (সাঃ) তাদের জন্যে, তাদের সমাজের জন্যে, তাদের যমিনের এবং মালামালের জন্যে তাদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত রয়েছে এবং যারা উপস্থিত উভয় ক্ষেত্রেই এবং তাদের গীর্জার ও সেখানকার কোন বিশপকে তাঁর ধর্মীয় এলাকা থেকে এবং কোন সাধুকে তাঁর মর্যাদা থেকে এবং কোন গীর্জার তত্ত্বাবধায়ককে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরানো হবে না এবং ছোট বা বড় যা কিছু তাদের করতলগত রয়েছে, সকল কিছুর। কোন প্রকার সুদ থাকবে না এবং জাহেলী যুগের কোন

www.pathagar.com

রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ আর থাকবে না (লা–দাম্মাল–জাহিলিয়া)। তাদের মধ্যে কেউ কোন অধিকার দাবী করলে সেখানে সুবিচার রয়েছে (তাদের নিজেদের হাতে) তারা যে অন্যায় করছে না বা কোন জুলুম সহ্য করছে না (তা দেখার) দায়িত্ব নাজরানের। অতঃপর কেউ যদি অন্যায় সুদ গ্রহণ করে তবে তার দায়িত্বের বিষয়ে আমার কোন জিম্মা থাকবে না, তাদের মধ্যে কেউ অপরের কৃত অন্যায়ের জন্যে শাস্তিভোগ করবে না। এই দলীলের শর্তানুযায়ী (তাদের জন্য) আল্লাহর আশ্রয় (জিওয়ার) এবং রাসূল (সাঃ)–এর জিম্মা চিরদিন থাকবে, যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র হুকুম নিপতিত হয়, যদি তারা হুকুম এবং কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে, অন্যায়ের বোঝা বহনকারী না হয়–––।"[১৬২] এই দলীলের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ এখানে শুধু নাজরানের লোকদের জিযয়া প্রদানের কথা যে উল্লেখিত আছে তাই নয়, জিম্মিদের অবস্থা ও মর্যাদার কথা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথাও বলা হয়েছে।

'আমর ইব্‌ন হাযম নাজরানের ওয়ালী (গভর্নর) নিযুক্ত হয়ে রওনা হবার প্রাক্কালে রাসূল (সাঃ) তাঁকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতেও সেই এলাকার খৃষ্টান এবং ইহুদীদের প্রদেয় জিযয়ার পরিমাণের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। এখানে একটি বিষয় বেশ চমকপ্রদ যে অন্তত এই পত্রটি অনুযায়ী প্রতিজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রী, গোলাম বা আযাদ ব্যক্তিকে নগদ এবং দীনারে বা তার সমপরিমাণ মূল্যের কাপড় দিতে হত। কর দাতাগণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে কর প্রদান এবং অন্যান্য আদেশ পালন করলে তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর জিম্মার নিশ্চয়তা দেওয়া হত।[১৬৩]

ইয়ামানের রাজাগণ (মুলুক) অর্থাৎ রুয়ায়ন, মুয়াফির ও হামাদান ক্ষুদ্র রাজ্যের ৩জন শাসক যথাক্রমে আল–হারিস ইব্‌ন 'আব্‌দ কুলাল, নুয়ায়ম ইব্‌ন আব্‌দ কুলাল এবং আল–নুমান এর পত্রের জবাবে রাসূল (সাঃ) মু'য়াফিরী মূল্যের এক দীনার বা তার সমমূল্যের কাপড় নির্ধারণ করেছিলেন।[১৬৪] মদীনা অঞ্চল থেকে সাদাকাহ ও জিযয়া স্বরূপ যে অর্থ আদায় হয় তা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য[১৬৫] অপর একটি পত্রে ইয়ামানের শাসক যুরাহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন ইহুদী ও খৃষ্টান গোত্রের বাস ছিল। তারা অবশেষে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আধিপত্য স্বীকার করে নেয়। খায়বার, ফাদাক, ওয়াদীউল–কুরা এবং তায়মার সঙ্গে সে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যার প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তায়মা ব্যতীত আর কোন ইহুদী বসতির উপরে জিযয়া কর আরোপ করা হয়নি। তথ্যসূত্রে অবশ্য উল্লেখ পাওয়া যায় যে দূমাহর কিন্দী শাসক উকায়দির ইব্‌ন 'আবদুল মালিক এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁর অমুসলিম প্রজাদের পক্ষ থেকে জিযয়া প্রদান করতে সম্মত হয়েছিলেন।[১৬৬] ওয়াকিদী লিখেছেন যে আয়লা, তায়মা, জারবা ও আখরূহ এর অধিবাসীরা তাদের শাসকসহ এই ভয়ে ভীত ছিল যে দূমাহ'র প্রকৃতি পূজারী আরব ও খৃষ্টানদের যে অবস্থা হয়েছে তাদেরও তেমন হতে পারে। তাই তারা দ্রুত রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে দেখা করে জিযয়া স্বরূপ বার্ষিক একটা নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ প্রদান করতে স্বীকৃত হয়। আয়লাহ'র ৩০০ অধিবাসী প্রতি বছর ৩০০ করে দীনার প্রদান করত। ওয়াকিদী নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে কর প্রদানকারী সকলেই ছিল বয়স্ক পুরুষ (রাজুল)। আর এ দ্বারা তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে শুধুমাত্র বয়স্ক পুরুষদের উপরেই জিযয়া কর আরোপ করা হ'ত।[১৬৭]

www.pathagar.com

যা হোক, জারবা এবং আযরূহের অধিবাসীদের প্রতি বছর রজব মাসে ১০০ দীনার করে দিতে হত, বিনিময়ে তাদেরকে আল্লাহ্ এবং তার রাসূল (সাঃ) এর নিরাপত্তা (আমান) নিশ্চিত করা হয়।[১৬৮] কিন্তু মাকনা ও বনূ জানবাহর অধিবাসীদের প্রতি ভিন্নরূপ ব্যবহার করা হয়। কারণ তাদেরকে উৎপাদিত ফসলের এক চতুর্থাংশ প্রদান করতে হত এবং উৎপাদিত তুলার (গুযুল) সমপরিমাণ দিতে হত।[১৬৯] এর পরে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তারা সব রকম জিযয়া বা সুখরা (জোরপূর্বক শ্রম আদায়) থেকে মুক্ত ছিল, এবং তাদের উপরে তাদের নিজেদের গোত্র অথবা রাসূল (সাঃ) এর গোত্র (আহল) ছাড়া কোন আমীর নিযুক্ত করা হয়নি।[১৭০]

ইসলামী রাষ্ট্রের একেবারে কেন্দ্রভূমি অর্থাৎ দুটি নগরীর চতুর্দিকে বেশ কিছুসংখ্যক অমুসলিম বিশেষ করে ইহুদী ও খৃষ্টান বাস করত। মাত্র একটি উদাহরণ ব্যতীত তাদের মর্যাদা সম্বন্ধে বস্তুত আমাদের নিকটে কোন তথ্য নেই। ইয়াহয়া ইব্‌ন 'আদম লিখেছেন যে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক মক্কাতে বসবাসকারী একজন খৃষ্টান নাগরিকের ক্ষেত্রে বছরে এক দীনার করে কর ধার্য করা হয়েছিল।[১৭১] যা হোক, উপরোক্ত ঘটনাবলী এবং উপরে উদ্ধৃত প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে জিযয়া ছিল একটি রাজনৈতিক কর এবং তা অমুসলিমদের উপরেই আরোপ করা হত। আর তাদেরকে বলা হত জিম্মী বা জিম্মার লোক (আহলুল জিম্মা)। বিনিময়ে তারা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ভোগ করত। এই কর নগদ অর্থে বা দ্রব্য দ্বারা কিংবা উভয় প্রকারে প্রদান করা যেত। সাধারণভাবে জিযয়া ছিল জনপ্রতি বা বার্ষিক চলতি মুদ্রামানের এক দীনার বা তার সমমূল্যের কাপড়। যেখানে দ্রব্য দ্বারা কর গ্রহণ করা হত সেখানে উৎপাদিত ফসলের বা উৎপাদিত বস্ত্রের এক-চতুর্থাশ পর্যন্ত হতে পারত। কোন কোন সময়ে আংশিক নগদ অর্থে এবং দ্রব্য দ্বারাও পরিশোধ করা যেত। কেউ কর পরিশোধ না করলে মনে করা হত যে সে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয় এবং তখন তাকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হ'ত।

অমুসলিমদের কাছ থেকে কারা জিযয়া কর আদায় করতেন সেই প্রশ্নের জবাবে উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কতকটা নিশ্চয়তার সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে স্থানীয় সর্দারগণ, শাসকবর্গ বা রাজপুরুষগণ অর্থাৎ যেখানে যেরূপ প্রযোজ্য ছিল, তাঁরা নিজ নিজ এলাকার জিম্মী অধিবাসীদের কাছ থেকে এই কর আদায়ের দায়িত্বে থাকতেন এবং সেই এলাকায় নিযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসক বা সংগ্রাহকের নিকট এই আদায়কৃত কর জমা দিতেন। অতঃপর, অথবা সংগৃহীত সকল কর রাসূল (সাঃ) এর বরাবরে পেশ করা হত। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে মুনযির বাহরায়নে, জায়ফার ও আমর উমানে, খৃষ্টান সর্দারগণ নাজরানে, যুরাহ ইয়ামানে, আকয়ালগণ হাযরামাওতে, যুহান্না ও অন্যান্য সারাওয়াতগণ আয়লাহতে, উকায়দির দূমাহতে এবং অন্যান্য কয়েকজন স্থানীয় সর্দার নিজ নিজ এলাকার অধিবাসীদের নিকট থেকে জিযয়া আদায় করে সেখানকার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির নিকটে জমা দিতেন। কাত্তানীর এরূপ ধারণা যে আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্ এবং মু'আয ইব্‌ন জাবাল জিযয়া আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন।[১৭২] তা দ্বারা সম্ভবত এই বুঝা যায় যে তাঁরা স্থানীয় সংগ্রাহকগণের কাছ থেকে সংগৃহীত কর গ্রহণ করে মদীনার কেন্দ্রীয় তহবিলে হস্তান্তর করতেন।

www.pathagar.com

৫। সাদাকাহ

সাদাকাহ বস্তুর একটি বর্গ নাম। এদ্বারা মুসলমানদের উপরে আরোপিত ধর্মীয় কর সমষ্টিকে বুঝান হয়ে থাকে, যেমন যাকাত, উশর বা নিসফুল উশর ইত্যাদি। কুরআন শরীফে যাকাতের উপর অসংখ্য প্রসংগের উল্লেখ রয়েছে। বস্তুত যে সকল আয়াতে সালাত কায়েম করার আদেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে যাকাত আদায়ের কথাও বলা হয়েছে।[১৭৩] মুসলিম আইনবেত্তাগণ হাদীস ও ইতিহাস বিষয়ক প্রাথমিক গ্রন্থসমূহের উপরে ভিত্তি করে[১৭৪] বলেন যে রাসূল (সাঃ) যাকাত ধার্য করেছিলেন প্রত্যেক সক্ষম মুসলমান পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপরে যে মুক্ত-স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের এবং যার দখলে সারা বছর ধরে একটি স্বল্পতম পরিমাণ (নিসাব) সম্পদ বা নগদ অর্থ, রূপা বা সোনা মজুদ থাকে। যাকাত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নগদ অর্থ, অলঙ্কার, গবাদি পশু এবং উৎপন্ন শস্যের উপরে আরোপিত হয়ে থাকে। অর্থের ক্ষেত্রে (সামান), অর্থাৎ সোনা, রূপা ও নগদ অর্থ, এর উপর যাকাতের হার ২.৫% (৪০তম অংশ), আর গবাদিপশুর ক্ষেত্রে হার ছিল নিম্নরূপঃ

ছাগল / ভেড়ার সংখ্যা	**যাকাত**
৪০-১২০টি ছাগল/ভেড়া	১টি ছাগল/ভেড়া
১২১-২০১টি "	২টি "
২০০-৩০০টি "	৩টি "
৩০০ ও এর উপরে প্রতি ১০০টির জন্যে	১ টি "
উট	**যাকাত**
৫টি উট	১টি ছাগল/ভেড়া
১০টি "	২টি "
১৫টি "	৩টি "
২০-২৪টি উট	৪টি ছাগল/ভেড়া
২৫-৩৫টি "	১টি বিন্‌ত মাখায/১টি বিন্‌ত লাবূন
৩৬-৪৫টি "	১টি বিন্‌ত লাবূন
৪৬-৬০টি "	১ হিক্কাহ
৬১-৭৫টি "	১টি জাযা'আহ
৭৬-৯০টি "	২টি বিন্‌ত লাবূন
৯১-১০০টি "	২টি হিক্কাহ
১২০-এর পরে প্রতি ৫০টির জন্যে	১টি হিক্কাহ
এবং প্রতি ৪০টির জন্যে	১টি বিন্‌ত লাবূন
গরু	**যাকাত**
৩০টি গরু	১টি জাযা/জাযাআহ
৪০টি "	মুছিন্না[১৭৫]

যমিনের উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত প্রদান বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ওয়াকিদী বলেন, যে যমিনে কোন স্বাভাবিক প্রবাহের পানি দিয়ে সেচ দেওয়া হয় (আল-গায়ল) সেখান থেকে উৎপাদনের ১০% উশর আদায় করা হত। আর যে যমিনে আল-গারব দ্বারা (বড় পানি বহনের বালতি বা পাত্র) পানি

www.pathagar.com

দেওয়া হত তার উৎপাদন থেকে এর অর্ধেক (নিসফুল উশর), অর্থাৎ ৫%[১৭৬] গ্রহণ করা হত। ইসলামী আইনবেত্তাগণ দাবী করেছেন যে যমিনের উৎপাদনের নিসাব ছিল ৫ ওয়াসাক।[১৭৭]

এ প্রসঙ্গে ইয়াহয়া ইবন আদম কর্তৃক লিপিবদ্ধ দুটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হাদীস অনুযায়ী মু'আয ইব্‌ন জাবালকে ইয়ামানে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার গম (আল-হিনতাহ), যব (আশ্‌-শাইর) খেজুর (আন-নাখল) ও আঙুরের (আল-ইনাব) সাদাকাহ আদায় করার জন্যে।[১৭৮] অপর হাদীস অনুযায়ী তাঁকে কুরা আরাবীয়াহতে পাঠানো হয়েছিল হায্‌যুল- আরয (যমিনের প্রাপ্য অংশ)[১৭৯] আদায়ের জন্যে। বালাযূরী[১৮০] এবং আবূ দাউদ[১৮২১]উভয়ে একমত পোষণ করেন যে রাসূল (সাঃ) আত্তাব ইব্‌ন আসীদকে মক্কার ওয়ালী নিযুক্ত করেছিলেন এবং তা ছাড়াও আত্‌-তাইফ ও তার সন্নিহিত এলাকাতে সম্ভবত কুরায়শগণ কর্তৃক উৎপাদিত খেজুর ও আঙুরের পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্বও তাকে দেওয়া হয়েছিল। বালাযূরী এও লিখেছেন যে রাসূল (সাঃ) এর বিখ্যাত আবিসিনীয় মুয়ায্‌যিন বিলাল (সম্ভবত সকল মুসলিম রাষ্ট্রের) ফলের সাদাকাহ[১৮২] গ্রহণের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। সাদাকাহ নামে পরিচিত কয়েকটি যৌথ-করের অসংখ্য উল্লেখের মধ্যে এগুলো হল কয়েকটি। রাসূল (সাঃ) এর পত্রাবলীর কয়েক যায়গাতেই যাকাত, সাদাকাহ, উশর, নিসফুল-উশর,[১৮৩] ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী আলোচনাতে এগুলো সম্পর্কে জানা যাবে।

যাকাতের ধারণা ও পদ্ধতির বিকাশ সম্বন্ধে জনৈক আধুনিক লেখক যে মত প্রকাশ করেছেন[১৮৪] তার বিপরীতে রাসূল (সাঃ) এর পত্রাবলী থেকে অন্যান্য প্রমাণাদি ছাড়াও সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে এ ছিল একজন মুসলমানের বার্ষিক সঞ্চয়ের নির্ধারিত পরিমাণ বা বৈধ সাহায্য কিংবা ভিক্ষা প্রদান। কয়েকটি পত্রে শুধু যাকাত শব্দের উল্লেখই যে পাওয়া যায় তা নয়, বরং ইসলাম ধর্মে বায়আত হওয়ার জন্য একে বাধ্যতামূলক শর্তরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। মা'য়ানের আমিল,[১৮৫] ফারওয়াহ ইব্‌ন আমর, বনূ সা'লাবাহ /গাস্‌সানদের সর্দার[১৮৬] সায়ফী ইব্‌ন আমির, লাখমদের একটি গোত্র,[১৮৭] হাদাসের মুসলিমগণ, বনূ আল-হারিস ও বনূ নাহদ[১৮৮] ইয়ামানের তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা আল-হারিস, নুয়ায়ম এবং আল-নুমান,[১৮৯] আযদ গোত্রের বিভিন্ন শাখা,[১৯০] আসলাম,[১৯১]তায়্যি[১৯২] উপগোত্রসমূহ[১৯৩] এবং অন্যান্যের নিকটে প্রেরিত তাঁর পত্রসমূহে সব বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

চমকপ্রদ একটি বিষয় যে কোন কোন পত্র ও চুক্তিতে যাকাত, সাদাকার উশর বা নিসফুল-উশর বাবদ নির্ধারিত পরিমাণের পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ইয়ামানের তিন জন ক্ষুদ্র রাজার পত্রের উত্তরে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে যমিনের উৎপাদনের উপরে কি পরিমাণে উশর, নিসফুল উশর ধার্য হবে এবং গবাদি পশুর উপরে (উট, গরু ও ভেড়া) যাকাতের হারই বা কত হবে। কিন্তু ইয়ামানের রাজা যুরাহের নিকটে প্রেরিত পত্রখানি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সে পত্রে সাদাকাহ ও যাকাতের সমস্যা ও অন্যান্য প্রশ্নাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এ পত্রে প্রথমেই দাবী করা হয় যে তিনি যেন সকল সঞ্চিত অর্থ রাজধানীতে প্রেরণ করেন। অতঃপর বলা হয় যে 'রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ (আহ্‌লে বায়ত) সাদাকাহ গ্রহণ করতে পারেন না। আর যাকাত বিতরণ করতে হবে দরিদ্র মুসলমান এবং মুসাফিরদের মধ্যে।[১৯৪] খাসআম গোত্রের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে দাবী করা হয় যে তাদের মধ্যেকার মুসলিম কৃষক

www.pathagar.com

যারা খাবার বা নরম যমিনে এবং আযায বা শক্ত যমিনে চাষাবাদে নিযুক্ত ঝর্ণার প্রবাহের পানি দিয়ে সেচ দিলে উৎপাদিত ফসলের ১০% উশর প্রদান করত, আর বালতি (আল-গারব) দ্বারা পানি টেনে এনে সেচ দিয়ে থাকলে সেই ফসলের নিসফুল-উশর প্রদান করত ৫%।[১৯৫] অনুরূপহারে সুমালা ও আল-হাদ্দান, এই দুই উমানী গোত্রের লোকদের উপরে উশর ধার্য করা হয়।[১৯৬] একটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদেরকে উৎপাদিত ফসলের প্রতি ১০ ওয়াসাকের ১ ওয়াসাক দিতে হত, সেই পরিমাণকে এক অর্থে বলা যায় যে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত বিধায় তা আইনসঙ্গত সাদাকাহ স্বরূপই ছিল। ঘটনাক্রমে পরবর্তীকালের মুসলিম আইনবেত্তাগণ যমিনের উৎপাদনের যে নিসাব নির্ধারণ করেছেন এ থেকে তার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। বাহরায়নের শাসক মুনযির ইব্‌ন সাওয়া যে সাদাকাহ এবং উশর প্রদান করেছিলেন সে বিষয় ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রেরিত অপর একটি পত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তার জীবনের শেষদিকে পত্রটি উমান ও বাহরায়নের অধিবাসীদের নিকটে একত্রে প্রেরণ করেছিলেন। এতে যাকাত দিতে বলা হয়েছে যা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের উৎপাদিত খেজুরের উপর উশর, আর অন্যদিকে তাদের যবের (আল-হাব) উপরে ধার্য করা হয় নিসফুল উশর।[১৯৭] এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যায় যে বাহরায়নের সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র আবদুল কায়সকে তাদের উৎপাদিত ফল (হারীমুস-সিমার) পাকার পরে তা ধরে রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল।[১৯৮] হাযরামাওতের আকয়ালদেরকেও (যুবরাজ) তাদের যমিনে উৎপাদিত ফল-ফসলের উশর বা রাষ্ট্রের অংশ প্রদান করতে বাধ্য করা হয়েছিল।[১৯৯]

রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রেরিত আরো কয়েকটি পত্র এবং তাঁর সম্পাদিত চুক্তি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে মুসলমানদের গবাদি পশুর উপরে বৈধ সাদাকাহ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। উপরে উল্লেখিত প্রসংগ ছাড়াও বিশাল আসলাম গোত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং যারা উপকুলবর্তী অঞ্চলে বাস করত তাদের কাছে রাসূল (সাঃ) এর একখানি পত্র (কিতাব) ছিল, তাতে গবাদি পশুর (মাওয়াশী) উপর ধার্যকৃত সাদাকাহ ও ফারায়য বর্ণিত ছিল।[২০০] বাহিলাহ গোত্র এবং অন্য যারা বিশাহতে বাস করত তাদেরকেও নিম্নবর্ণিত হারে এরূপ কর প্রদান করতে হতঃ প্রতি ৩০টি গরুর জন্যে ১টি ফারিয (বৃদ্ধ বা বেশ বয়স্ক গরু), প্রতি ৪০টি ভেড়ার (আল-গানাম) জন্যে ১টি উতুদ (বয়স্ক ছাগল/ভেড়া) এবং প্রতি ৫টি উটের জন্যে ১টি সাগিয়্যাহ মুছিন্নাহ (বৃদ্ধ ডাকা উট)[২০১]। দূমাহ ও কালবের অধিবাসীদেরকে গবাদি পশুর উপরে এই একই হারে যাকাত দিতে হত। তাছাড়া যমিনের উৎপাদনের উপরে দিতে হত উশর বা অবস্থা বিবেচনায় তার অর্ধেক।[২০২] আমর ইব্‌ন হাযম-এর নিয়োগপত্রে নাজরানের বনূ আল-হারিস ইব্‌ন কা'বগণের যমিনের উৎপাদন এবং গবাদি পশুর উপরে নিম্নরূপ নির্দিষ্ট যাকাত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিলঃ ঝর্ণা বা বৃষ্টির পানি দ্বারা (আল-আয়ন ওয়ালসামা) উৎপাদিত ফল-ফসলের (আল-ইকার) উপরে ১০% উশর; এবং বালতি দ্বারা পানি বহন করে সেচ দিয়ে উৎপাদিত ফসলের উপর ৫% নিসফুল-উশর; প্রতি ১০টি উটের জন্যে ২টি ছাগল/ভেড়া এবং প্রতি ২০টি উটের জন্যে ৪টি ছাগল, ৪০টি গরুর জন্যে ১টি গরু এবং ৩০টি গরুর জন্য ১টি তাবী', জাযা বা জাযাআহ (পুরুষ বা স্ত্রী বাছুর); এবং ৪০টি গানামের (ছাগল) জন্যে ১টি ছাগল। এখানে বর্ণিত মুসলমানগণের সম্পদের উপরে এই সাদাকাহ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বলে উক্ত দলীলটির শেষাংশে উল্লেখিত

www.pathagar.com

হয়েছে।[২০৩] তথ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত এগুলো এবং আরো অন্যান্য বহু দলীলে স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে যে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল মুসলমানের উপরে নির্দিষ্ট পরিমাণের যাকাত বা সাদাকাহ্ প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল।

৬। উম্মালাউস সাদাকাত (কর সংগ্রাহকগণ)

সাধারণভাবে এরূপ ধারণা করা হয় যে ৮ম হি/ ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পরে সাদাকাহ্ বা যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক হয় যখন সেই বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। সেখানে রাসূল (সাঃ) কে আদেশ দেওয়া হয় যে তিনি যেন তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করে তাকে পবিত্র করে নেন---।[২০৪] তাবারী লিখেছেন যে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ৯ম হি./৬৩০-৩১ সালে। এভাবে সেই বছর থেকেই সাদাকাহ্ বাধ্যতামূলক করা হয়।[২০৫]

ঐতিকহাসিক ঘটনাবলী থেকে অবশ্য জানা যায় যে এই করসমূহ গোড়ার দিকেই ধার্য করা হয়েছিল। আগেই আলোচিত হয়েছে যে মদীনার উত্তরে কোন কোন অঞ্চলে ওয়ালী নিয়োগ করা হয়েছিল, যেমন খায়বার, ফাদাক, ওয়াদীউল কুরা, কুরা আরাবীয়াহ্ এবং তায়মা। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল নিজ নিজ এলাকা থেকে কর আদায় করা। উপরোক্ত লোকদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি থেকে দেখা যায় যে খারাজ ও জিযয়া কর আরোপ এবং কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়েছিল হি.৭ম শতকের শুরু/ ৬২৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। আমর ইবনুল আল আস-সাহমী রাসূল (সাঃ) এর মুসাদ্দিকরূপে প্রথম উমান সফরে যান মক্কা বিজয়ের ঠিক পর পরই। কারণ তাবারী একে খৃষ্টীয় ৮ম শতকে হিজরার পরবর্তী ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন[২০৬] ৯হিজরী/৬৩০-১ খৃঃ মু'আয ইব্ন জাবালের আল-ইয়ামানের ওয়ালী বা গভর্নররূপে নিযুক্তি লাভের আগে রাসূল (সাঃ) এর মুসাদ্দিক (কর আদায়কারী) হিসাবে কুরা আরাবীয়াতে গমন করেছিলেন। অনুরূপভাবে, ওয়ালিদ ইব্ন উকবাহ উমাভী বনূ আল মুসতালিক গোত্রের মুসলমানদের কর আদায়কারী হিসাবে যে বিতর্কিত ও বহু-আলোচিত নিযুক্তি লাভ করেছিলেন একটি হাদীস মতে তা ছিল তাদের ইসলাম গ্রহণ করার দুই বছর পরে, অর্থাৎ হি.৭ম/৬২৯ খৃষ্টাব্দে এটা ঘটেছিল। এই সকল তথ্য থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মুসলমানদের উপর সাদাকাহ্ এবং অমুসলিমদের উপর খারাজ ও জিযয়া কর বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করা হয়েছিল মক্কা বিজয়ের বেশ আগেই। এগুলোর উপর এবং আরো কয়েকটি প্রমাণের ভিত্তিতে এরূপ ধারণা করা যেতে পারে যে ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিক ও প্রজাগণের কাছ থেকে হি.৭ম/৬২৯ সালের দিকে প্রথম রাষ্ট্রীয় কর আদায় করা শুরু করে।

প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে যদিও সাধারণভাবে উলাত (গভর্নর) বলা হত এবং তাঁরা নিজ নিজ প্রশাসনিক এলাকা থেকে কর আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন, তবুও আবার বিশেষ কর্মকর্তাগণকেও করদাতাদের কাছ থেকে সরাসরি কর আদায়ের জন্যে নিযুক্ত করা হত। কুরআন শরীফে

www.pathagar.com

কর আদায়কারীগণকে বলা হয়েছে আমিল, কিন্তু অন্যান্য তথ্য উৎস থেকে আরো বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যথা মুসাদ্দিক, সুয়াত (এক বচন–সাঈ), জুবাত (এক বচন জাবী), এবং বিশেষ নির্দিষ্ট শব্দও পাওয়া যায়, যথা সাহিবুল–উশূর, উলাত আলা আল–জিযয়া, সাহিবুল–খারাজ।[২০৭] প্রাপ্ত তথ্য সমূহ থেকে দেখা যায় যে কর আদায়ের পদ্ধতি ছিল দুই স্তর বিশিষ্টঃ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়। প্রথমে আমরা সেই সকল কর আদায়কারীর বিষয় আলোচনা করব যাঁরা সকল বাস্তব প্রয়োজনেই ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা, তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হতেন এবং সেখানে কর্মরত থাকতেন।

ক. কেন্দ্রীয় কর সংগ্রাহকগণ

স্বয়ং রাসূল (সাঃ) যাঁদেরকে নিযুক্ত করে মদীনা থেকে বিভিন গোত্র এবং অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং যাঁরা কেন্দ্রীয় কোষাগারের জন্যে কর আদায় করতেন তাদেরকে কেন্দ্রীয় সংগ্রাহকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় কর সংগ্রাহকগণের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট ছিল। কেন্দ্রীয় সংগ্রাহকগণ নিজেরা প্রকৃত করদাতাদের কাছে যেতেন না, তারা নিজেদের এলাকার বা গোত্রের সদর দফ্তরে অবস্থান করে স্থানীয় কর আদায়কারীগণের কাছ থেকে তাদের সংগৃহীত কর গ্রহণ করতেন। স্থানীয় করসংগ্রাহকগণ জনগণের কাছ থেকে সরাসরি কর আদায় করতেন। তবে স্থানীয় সংগ্রাহকগণ কখনো কখনো আদায়কৃত কর সরাসরি রাসূল (সাঃ) এর নিকটেও নিয়ে আসতেন।

কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সকল সংগ্রাহককেই সাধারণতঃ একটি নিয়োগপত্র দেওয়া হত, তাতে শুধু সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহকই নয় জনগণের জন্যেও নির্দেশ লেখা থাকত। ইব্ন সা'দ রাসূল (সাঃ) এর এরূপ একটি পত্রের উল্লেখ করেছেন। পত্রটি সাদ হুযায়ম/কুজায়াহ ও জুযাম গোত্রের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে লেখা। পত্রে তিনি সাদাকার ফারায়য (নির্দিষ্ট পরিমাণ) বর্ণনা করে নির্দেশ দিয়েছেন যে তারা যেন তাঁর দুজন দূত, উবায়ই এবং আনবাসার অথবা তাঁদের প্রতিনিধির নিকটে নিজেদের সাদাকাহ এবং খুমুস প্রদান করে।[২০৮] আমর ইব্ন হাযম এবং ওয়াইল ইব্ন হুজর আল–হাযরামী, যাঁরা যথাক্রমে নাজরানের অধিবাসী এবং হাযরামাওতের আকিয়ালগণের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায় করতেন, এবং এ ছাড়াও সংগ্রাহকগণকে কিছু বিশেষ নৈতিক উপদেশ প্রদান করা হত, যেমনঃ জনগণের কাছ থেকে যেন তাদের শ্রেষ্ঠ পছন্দের অংশ (কারাইম) গ্রহণ না করা হয়, কারো প্রতি অবিচার এবং জুলুম না করা হয়, কোন রকম দুর্নীতির আশ্রয় না নেওয়া হয়, বা পাওনার অতিরিক্ত কিছু আদায় করা না হয়।[২০৯] তাদেরকে আরও নির্দেশ দেওয়া হত যে সাদাকাহ যেন লোকদের চাষাবাদের ভূমি (মারাঈ) থেকেই গ্রহণ করা হয়,[২১০]। এদ্বারা এই বুঝানো হত যে কর আদায়কারীগণ যেন জনগণের কাছে যান এবং জনগণকে তাদের কাছে আসতে না বলেন, যাতে করদাতাদের কষ্ট হয়।

কর আদায়কারীগণ রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ পালন করতেন তা সংকলিত হাদীস গ্রন্থের কয়েকটি হাদীস থেকেই জানা যায়। নাসাঈ–এ সংকলিত একটি হাদীস সুওয়ায়দ ইব্ন গাফলাহ বর্ণনা করেছেন যে, একবার একজন কর সংগ্রাহক তাঁদের কাছে এসে সাদাকাহ হিসাবে সকল গবাদি পশুর হিসাব গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। কিন্তু সাদাকাহ হিসাবে তা গ্রহণের অনুমতি ছিল না। সেই একই ঘটনায় একজন লোক খুবই ভাল জাতের একটি উটনী নিয়ে এল সাদাকার জন্যে, কিন্তু তিনি সেটি গ্রহণ করতে অসম্মত হন এবং সাধারণ মূল্যের অপর একটি উট গ্রহণ করেন।[২১১] অনুরূপভাবে, দুজন কর সংগ্রাহক এক জন মুসলিমের নিকট গিয়ে তাঁর কাছ থেকে চারণরত গবাদি পশুর সাদাকাহ চান। চারণকারী একটি দুধাল ছাগী দিতে চাইলে তাঁরা তা গ্রহণ করতে সম্মত হন নি এই বলে যে উন্নত জাতের সেই ছাগীটি গ্রহণ করার অনুমতি তাঁদের নেই। সেই ব্যক্তি অপর একটি ছাগল দিলে তাঁরা তা গ্রহণ করেন।[২১২]

তথ্য উৎসমূহ থেকে এটা পরিদৃষ্ট হয় যে কেন্দ্রীয় কর সংগ্রাহকগণ প্রায় ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে তাঁদের পদে বহাল থাকতেন। এরূপ একজন ছিলেন 'আমর ইবনুল-'আস। মক্কা বিজয়ের পরে তাঁকে কেন্দ্রীয় কর সংগ্রাহকরূপে উমানে প্রেরণ করা হয়। ৯ম হিজরীর প্রথম দিকে তাঁকে হাওয়াযিন অঞ্চলে কর সংগ্রহ করতে দেখা যায়। সেই একই সময়ে তিনি ফাযারাহ/গাতফান অঞ্চলেও সাদাকাহ সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। অতঃপর তাঁকে কুযাআহ-এর কর আদায়কারী নিযুক্ত করা হয়। তিনি সেই অঞ্চলে থাকতেন। পরে ১০ম হিঃ/৫৩২ খৃষ্টাব্দে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বিদায় হজ্জ্ব পালন করার পরে পুনরায় তিনি উমানে প্রেরিত হন। তখন তাকে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে পূর্বাঞ্চলে দায়িত্ব পালন শেষ করলে পুনরায় তাঁকে পূর্বাঞ্চলের কর্মস্থলে পাঠানো হবে। রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের আগে অবশ্য তিনি আর মদীনাতে ফিরে আসতে পারেন নি। চমকপ্রদ বিষয় এই যে প্রথম খলীফা আবূ বকর তাঁকে পূর্বের কর্মস্থলে ফিরিয়ে এনে রাসূল (সাঃ) এর প্রদত্ত ওয়াদা পূরণ করেছিলেন।[২১৩] অনুরূপভাবে, আনবাসা, আব্বাদ ইব্ন বিশর, বুরায়দা ইব্ন হুসায়ব, রাফি ইব্ন মাকীস, জাহহাক ইব্ন সুফিয়ান, ইকরামা ইব্ন আবী জাহল, হুযায়ফা ইব্নুল-ইয়ামান, কুযাঈ ইব্ন আমর এবং অপরাপর কয়েকজনই ছিলেন স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর আদায়কারী। তাঁরা কোনরূপ বিঘ্ন ব্যতীত রাসূল (সাঃ) এর ওফাত পর্যন্ত নিজ নিজ পদে বহাল ছিলেন।[২১৪]

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় কর আদায়কারীগণ তাঁদের পদে অস্থায়ী ভাবেও নিযুক্ত ছিলেন; বস্তুত হাতের কাজ শেষ হবার পরে তাঁরা পদত্যাগ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মুয়াবিয়া ইব্ন আবী সুফিয়ান হাযরামাওতের ওয়াইল ইব্ন হুজরদের এলাকাতে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায়ের পরে তিনি মদীনাতে ফিরে আসেন। অনুরূপভাবে 'আলী ইব্ন আবী তালিব আযদ গোত্রের একটি শাখার লোকদের কাছ থেকে সাদাকাহ ও জিযয়া আদায় করে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। তামীম গোত্র যখন রাসূল (সাঃ) এর কর সংগ্রাহক বুসর ইব্ন সুফিয়ানকে খুযাআহর বনূ কাবগণের কাছ থেকে কর আদায়ে বাধা দেন তখন উয়ায়নাহ ইব্ন হিসন আল-ফাযারী কর আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শুধু বনূ কা'বগণের কাছ থেকেই কর আদায় করেন নি, বরং অনিচ্ছুক তামীমগণের কাছ থেকেও কর আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২১৫] এই উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে রাসূল (সা.) এর দুই রকমের কর আদায়কারী ছিলেন। অধিকাংশই ছিলেন স্থায়ী কর্মকর্তা, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছিলেন অস্থায়ী।

কর আদায়কারী হবার জন্যে কতকগুলো যোগ্যতার প্রয়োজন হত। সবচেয়ে বড় যোগ্যতা ছিল নিঃসন্দেহে মেধা ও দক্ষতা। কোন এলাকা সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান ও সামগ্রিক অবস্থা এবং

www.pathagar.com

অধিবাসীগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তাছাড়া, চারিত্রিক দৃঢ়তা, উচ্চ নৈতিকতাবোধ এবং পার্থিব লোভ-লালসার প্রতি নিস্পৃহতা ছিল নিযুক্তি লাভের অন্যান্য যোগ্যতা। কয়েকটি উদারহণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একবার দু'জন লোক আবূ মূসা আল-আশআরীর সংগে রাসূল (সাঃ-এর নিকট আসেন এবং কর সংগ্রাহক পদে তাঁর নিযুক্তির জন্য আবেদন করেন। রাসূল(সাঃ) তাদের বিষয়ে আবূ মূসা আল-আল-আশআরীর মত জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের ইচ্ছা সম্বন্ধে জানেন না বলে জানান। রাসূল (সাঃ) এই বলে তাদের আবেদন বাতিল করে দেনঃ 'আমরা এমন লোককে নিযুক্ত করি না যারা চাকরীর পিছনে ঘুরে বেড়ায়।' মজার বিষয় এই যে একটু পরে স্বয়ং আবূ মূসা আল আশআরীই ইয়ামানের এক বিশাল এলাকার ওয়ালী-সংগ্রাহক (গভর্নর কালেক্টর) নিযুক্ত হন।[২১৬]

রাসূল (সাঃ) তাঁর নিজের আত্মীয়-স্বজনকে, অর্থাৎ বনূ হাশিম গোত্রীয়গণকে কর সংগ্রাহক পদের জন্যে অযোগ্য বলে বাতিল করে দেন। কারণ রাসূল (সাঃ) এর বংশীয়গণের (আহ্‌লুল বায়ত) জন্যে সাদাকাহ গ্রহণের অনুমতি ছিল না।[২১৭] ওয়াকিদীর মতে, সম্ভবত খায়বার অভিযানের সময়ে বা পরে 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবীয়াহ এবং ফযল ইবনুল আব্বাস তাঁদের পিতার আদেশে রাসূল (সাঃ) কে কর আদায়কারী পদে নিযুক্তির জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর বংশের লোক বলে তিনি তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।[২১৮]

তথ্য উৎসসমূহ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে ১লা মুহাররম, ৯ হিজরী/৩০ এপ্রিল, ৬৩০ খৃষ্টাব্দে রাসূল (সাঃ) আল-জিরানাহ থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছু কাল পরে বিভিন্ন অঞ্চলে কর সংগ্রহের জন্যে একদল সংগ্রাহক প্রেরণ করেছিলেন।[২১৯] কিন্তু সাদাকার জন্যে আদায়কারীগণকে যে পাঠানো হয়েছিল এটাই তার প্রথম বা একমাত্র উদাহরণ নয়, যেরূপ জীবনীকার এবং ঐতিহাসিকগণ সাধারণত বিশ্বাস করে থাকেন। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে এমন কি এই তারিখের আগেও আাদয়কারীগণকে নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রকৃত তথ্য এই যে যখনি কোন এলাকা বিজিত হয়েছে বা কোন গোত্র ইসলাম কবুল করেছে তখনি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর সংগ্রাহকগণ নিযুক্ত হয়েছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাবারীর একটি মন্তব্য থেকে যেখানে তিনি বিশেষভাবে বলেছেন যে, যে সকল অঞ্চল (আল-বুলদান) ইসলামের পদানত হত (আওতা'আ) সেখানে রাসূল (সাঃ) তাঁর আমীর এবং সাদাকাহ আদায়ের জন্য আমিলগণকে প্রেরণ করতেন।[২২০] এই ঘটনার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় ৯ হিজরীর মুহাররম মাসে/এপ্রিল, ৬৩০ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত কর আদায়কারীগণের তালিকা থেকে, যা ওয়াকিদী এবং ইব্‌ন সাদ উভয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে রাসূল (সাঃ) বুরায়দা ইবনুল-হুসায়বকে আসলাম ও গিফার গোত্রে, আব্বাদ ইব্‌ন বিশর আল-আশহালীকে সুলায়ম ও মুযায়নাহ গোত্রে, রাফি ইব্‌ন মাকীসকে জুহায়নাহ, আমর ইবনুল-আসকে ফাযারাহ, আজ-জাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফিয়ান আল-কিলাবীকে বনূ কালাবগণের কাছে, বুশর ইব্‌ন সুফিয়ান আল-কাবীকে বনূ কা'বগণের কাছে, ইবনুল আযদীকে বনূ যুবয়ানের কাছে, বনূ সাদ ইব্‌ন হুযায়ম গোত্রের অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে তাঁর গোত্রীয় লোকদের কাছে সাদাকাহ আদায়ের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন।[২২১] ইব্‌ন সাদ তাঁর বিজ্ঞ পরামর্শদাতা কর্তৃক প্রদত্ত এই কর-আদায়কারীগণের তালিকার সঙ্গে আর একটিমাত্র নাম সংযোজন করেন তা হল উয়ায়নাহ ইব্‌ন হিসন আল-ফাযারীর। তাঁকে বনূ তামীমগণের নিকটে প্রেরণ করা হয়েছিল।[২২২] যা হোক, এই তালিকা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে এই সকল কর-প্রদানকারী গোত্রগুলোর সবই বসবাসরত ছিল ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের একেবারে কেন্দ্রস্থলে এবং অধিকাংশ আদায়কারীকেই তাদের নিজেদেরই গোত্র থেকে নির্বাচন ও নিযুক্ত করা হয়।[২২৩]

তাবারী আমীর ও আমিলগণের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ এবং তাদের কর্মস্থলের উল্লেখ রয়েছেঃ আল-মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়াকে সানাতে, যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ আল-বায়াযীকে হাযরামাওতে, আদী ইব্‌ন হাতিমকে তায়ী এবং আসাদ গোত্রে, মালিক ইব্‌ন নুওয়াইরাহকে তাঁর নিজ গোত্রে এবং দু'জন নাম উল্লেখহীন ব্যক্তিকে বনূ সা'দগণের সাদাকাহ্ আদায়ের জন্যে নিয়োগ করা হয়।[২২৪] স্পষ্টতই এই তালিকা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং বেশ পরবর্তী কালের। কেননা এতে রাসূল (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় যে সকল ওয়ালীকে (গভর্নর বা আদায়কারী) নিয়োগ করেছিলেন এই তালিকাতে তাঁদের নাম নেই।

আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা বিন আবী মুআয়ত-এর নিয়োগ এবং বনূ মুসতালিকগণের মুসাদ্দিকরূপে তাঁর কথিত দুঃখজনক আচরণ সম্বন্ধে নিতান্ত অন্যায়ভাবে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ হয়েছে। একেবারে গোড়ার দিকের প্রায় সকল লেখকই তাঁকে বনূ মুসতালিকগণের নিকটে প্রেরণ করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক-এর মতে, 'তারা ইসলাম কবুল করার পরে রাসূল (সাঃ) তাঁকে তাদের নিকটে প্রেরণ করেছিলেন। তারা যখন শুনল যে তিনি আসছেন তখন সানন্দে তারা তাঁর সাথে দেখা করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু তিনি (আবী মুআয়ত) তাতে ভয় পেয়ে মদীনাতে ফিরে গিয়ে রাসূল (সাঃ) কে বলেন যে বনূ মুসতালিক গোত্রের লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলবে বলে স্থির করেছে, আর সাদাকাহ্ প্রদান স্থগিত রেখেছে। তাঁর এই বিবরণের উপর নির্ভর করে মদীনার মুসলমানগণ কর অনাদায়ীগণের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। ইতিমধ্যে উপস্থিত বনূ আল-মুসতালিকগণের একটি প্রতিনিধিদল তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে।"[২২৫] রাসূল (সাঃ) তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। তার আগে তিনি ওয়ালীদকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায়।[২২৬] তাঁর অগ্রহণযোগ্য ব্যবহারের উপরে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান এবং তাঁর চরিত্র যে সন্দেহের উর্ধ্বে নয়, এই দাবী সমালোচনার কষ্টিপাথরে টিকতে পারে না। স্পষ্টতই এ ক্ষেত্রে তাঁর অযোগ্যতা বিষয়ক সকল হাদীসই পরবর্তীকালের অন্যায়ভাবে সংযোজন। আবূ বকর এবং উমার -এর শাসনাধীনে তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে জানা যায় যে তিনি একজন দৃঢ়তাসম্পন্ন উন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন।[২২৭] যা হোক, তিনি ফিরে আসার পরে আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌র নামক মুসাদ্দিককে সংশ্লিষ্ট গোত্রের জনগণের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে সাদাকাহ্ আদায়ের জন্যে প্রেরণ করা হয়। তিনি বনূ মুসতালিকের অধিবাসীদের মধ্যে দশ দিন অবস্থান করে তাদেরকে কুরআন এবং ইসলামের রীতিনীতিগুলো শিক্ষাদান করেন এবং অবশেষে সাদাকাহ্ বোঝাই করে মদীনাতে ফিরে আসেন।[২২৮] ধারণা করা যায় যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনিই তাদের মুসাদ্দিকরূপে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথম যুগের লেখকগণের মধ্যে বালাযূরী যে কর-আদায়কারীগণের তালিকা দিয়েছেন তাইই সবচেয়ে যথার্থ যদিও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। তাঁদের নাম ও কর্মস্থল নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	নাম	কর্মস্থল
১।	বিলাল	ইসলামী রাষ্ট্রের/মদীনার ফলের সাদাকাহ্
২।	আব্বাদ ইব্ন বিশ্র	বনূ মুস্তালিক/খুযাআহ
৩।	আকরা ইব্ন হাবিস	বনূ দারিম ইব্ন মালিক
৪।	যিবরিকান ইব্ন বদর	আওফ ইব্ন কা'ব, মুকাইস ইবন আমর বিন কাব বিন সাদ, এবং আল-আবনা (বনূ সা'দ বিন যায়দ মানাত, তাছাড়া বনূ কা'ব ইব্ন সা'দ এবং আমর ইব্ন হানযালাহ
৫।	মালিক ইব্ন নুওয়ায়রাহ	বনূ য়ারবূ ইব্ন হানযালাহ
৬।	'আদী ইব্ন হাতিম	তায়্যি ও আসাদ
৭।	উয়ায়না ইব্ন হিসন	বনূ ফাযারাহ
৮।	আল-হারিস ইব্ন আওফ	বনূ মুর্‌রাহ
৯।	নুয়ায়ম ইব্ন মাসঊদ আল-আশজাঈ	আশজা ইব্ন রায়স, আনমার ইব্ন বাগীয, বনূ আবস ইব্ন বাগীয।
১০।	মালিক ইব্ন আওফ আন্-নাসরী	উজুয হাওয়াযিন, অর্থাৎ জুশাম, নাসর, সা'দ ইব্ন বাকর ও সাকীফ ইব্ন মুনাব্বিহ
১১।	আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামী	বনূ সুলায়ম ও বনূ মাযিন।
১২।	আমির ইব্ন মালিক বিন জাফর	বনূ আমির।
১৩।	আল-আজম ইব্ন সুফিয়ান আল-বালাভী অথবা	উযরা, সালামান, বালী ও কালব বালাভী।
১৪।	আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ আয্-যুহরী	কালব।
১৫।	বুরাইদাহ ইব্ন হুসায়ব আল-আসলামী/কা'ব ইব্ন মালিক	আসলাম, গিফার ও যুহায়নাহ।
১৬।	রাফি ইব্ন মাকীস	শুধু বনূ যুহায়নাহ।
১৭।	আবূ উবায়দাহ ইবনুল জার্‌রাহ	মুযায়নাহ, হুযায়ল ও কিনানাহ।
১৮।	যাহ্হাক ইব্ন সুফিয়ান আল-কিলাবী	বনূ কিলাব।
১৯।	কুর্‌রাহ ইব্ন হুবায়রাহ আল-কুশায়রী	বনূ কুশায়র ও শুধু বনূ আমীর এর জাদাহ গোত্র।
২০।	সালিফ ইব্ন উসমান বিন মুয়াত্তিব সাকাফী	তাইফ ও আহ্লাফ।
২১।	আলী ইব্ন আবী তালিব	আল-ইয়ামান[২২৯] (আমীররূপে)

এছাড়া আরো অসংখ্য কর আদায়কারী ছিলেন। প্রাথমিক এবং পরবর্তীকালের লেখকগণের গ্রন্থে তাঁদের নাম নিয়মিতভাবে কিছু পরে পরেই পাওয়া যায়। ইব্ন সা'দ দু'জন সংগ্রাহকের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদেরকে ১০ম হিঃ/ ৬৩১ সালের কোন এক সময়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন কুযাঈ ইব্ন আমরু'ল উযরী ও ইকরামা ইব্ন খাসাফাহ। প্রথমোক্তজন বনূ আল-হারিসদের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায় করতেন এবং শেষোক্তজন আদায় করতেন বুদায়ল, বুসর ও তাদের মিত্রদের কাছ থেকে।[২৩০] তাবারীর মতে, আমর ইবনুল আস ৯ম হি. গোড়ার দিকে /৬৩০ সালের গোড়ার দিকের কোনও এক সময়ে হুনায়ন অঞ্চল থেকে সাদাকাহ আদায় করতেন, এবং তার কিছুকাল পরে তিনি কুযাআহ গোত্রের অধিবাসীদের কাছ থেকেও কর আদায়কারী নিযুক্ত হয়। অতঃপর রাসূল (সা.) এর দূত ও বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারূপেও তিনি উমানে রওনা হয়ে যান এবং সেই অঞ্চলের কর সংগ্রহ করে মদীনায় প্রেরণ করেন।[২৩১] এ ছাড়া সিনান ইব্ন আবী সিনান ১০ম হি./৬৩১ সালে বনূ মালিকদের কর সংগ্রাহক রূপে সেখানে প্রেরিত হন।[২৩২]

www.pathagar.com

এগুলো ছাড়া উস্‌দুল গাবাহতে বেশ কিছুসংখ্যক মুসাদ্দিক এবং 'আমিল-এর কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারো করো নামের সঙ্গে তাঁদের কর্মস্থল এবং কোন্ গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন তারও উল্লেখ রয়েছে। কিলাব ইব্‌ন উমাইয়া লায়সীকে সাকীফ গোত্রীয়গণের কাছ থেকে উটের উশর (ন্যায্য প্রদেয় কর ১০%) আদায় করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।[২৩৩] আর ইকরামা ইব্‌ন আবী জাহল হাওয়াযিন গোত্রের নিকট থেকে[২৩৪] নির্ধারিত পরিমাণ সাদাকাহ সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। আরকাম ইব্‌ন আবী আরকামও রাসূল (সাঃ)-এর একজন সংগ্রহকারীরূপে দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তাঁর এলাকার কথা গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি।[২৩৫] মুআবিয়াহ ইব্‌ন আবী সুফিয়ানকে ওয়াইল ইব্‌ন হুজর আল-হাযরামীর সঙ্গে হাযরামাওতে পাঠানো হয়েছিল বলে জানা যায়। কারণ, ওয়াইল হাযরামাওতের বিভিন্ন আকয়াল বা শাসক রাজপুরুষদের কাছ থেকে যে কর সংগ্রহ করবেন তা মুআবিয়াকে সরাসরি মদীনাতে প্রেরণ করতে হবে।[২৩৬] উবাদা ইব্‌ন সামিত এবং যিয়াদ ইব্‌ন হানযালা, এ দু'জনও রাসূল (সাঃ) এর 'আমিল ছিলেন। কিন্তু তাঁদের এলাকার নাম জানা যায় না।[২৩৭] গ্রন্থে আরো দুজন 'আমিলের কথা জানা যায় যারা অবহেলা ও স্বধর্ম ত্যাগ করে রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তবে তাদের উভয়কে সেই অপরাধের মুল্য দিতে হয়। মক্কা বিজয়ের দিনে উভয়ের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল।[২৩৮]

উস্‌দুল গাবাহ-এর মত ইসাবাহ গ্রন্থেও বিভিন্ন সংগ্রাহকের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন কেন্দ্রীয় এবং আবার কেউ স্থানীয়। হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান ছিলেন সম্ভবত একজন কেন্দ্রীয় 'আমিল। তাঁকে তাঁর নিজ আয্‌দ গোত্রের কাছ থেকে সাদাকাহ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[২৩৯] আল-কুলাই-এর সীরাহ গ্রন্থের বরাত দিয়ে কাত্তানী লিখেছেন যে উমর ইবনুল-খাত্তাব মদীনার মুসাদ্দিকরূপে দায়িত্ব পালন করতেন। আবূ দাউদ লিখেছেন যে সেই কাজের জন্যে তিনি কিছু বেতনও (আমালা) গ্রহণ করতেন।[২৪০] সম্ভাবনার পরিবর্তে বরং নিশ্চিতই যে আরো অনেক কেন্দ্রীয় সংগ্রাহক অবশ্যই ছিলেন। কেননা এ যাবত যত জনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা আরবের গোত্র ও বংশগুলোর জন্য সংখ্যায় কম ছিলেন। ইবনুল কায়্যিম একটি চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন, যখন তিনি বলেন যে প্রত্যেক গোত্রের জন্যে একজন করে কর সংগ্রাহক (ওয়ালী) ছিলেন। কাজেই রাসূল (সাঃ) এর জীবনকালে সাদাকাহ সংগ্রাহকের সংখ্যা আরবের মুসলমান গোত্রগুলোর সমান ছিল বা সামান্য কম হয়ে থাকবে।

সংগ্রাহকগণ নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে কর সংগ্রহ করে ফিরে এলে তাঁদেরকে মুহাসাবা বা হিসাব করতে হত। মুসলিম শরীফের একটি হাদীস অনুসারে ইবনুল লুতবিয়া আল-আয্‌দীকে বনূ সুলায়ম গোত্রের সাদাকাহ সংগ্রহের জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তিনি যখন রাসূল (সাঃ) এর নিকটে তাদের আদায়কৃত রাজস্ব নিয়ে এসে বলেছিলেন, 'এই অংশ আপনার আর এই অংশ ওরা আমাকে উপহারস্বরূপ দিয়েছে'। রাসূল (সাঃ) তখন তাঁকে এই বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন, 'তুমি তোমার পিতার বাড়ীতেই রইলে না কেন, সৎ মানুষ হলে তোমার উপহার তোমার কাছেই আসত?' সে কথা দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনি রাসূল (সাঃ) এর একজন কার্যনির্বাহক বলেই উপহার তাঁর পাওনা হয়েছিল। পরে তিনি একটি খুতবা দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহকারীগণকে এবং বস্তুত সকল রাষ্ট্রীয় কর্মচারীগণকেই দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালনকালে কোন প্রকার উপহার গ্রহণ না করার নির্দেশ প্রদান করেন।[২৪১] একটি মাত্র হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইসলামী আইনবিদ ও হাদীসবেত্তাগণ, যেমন ইবনুল-কায়্যিম[২৪২] ধারণা করেছেন এবং তা সঠিকভাবেই যে রাসূল (সাঃ) তাঁহার রাজস্ব সংগ্রহকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তাঁদের আদায়কৃত সাদাকাহ ও ব্যয়ের হিসাব প্রদানের ব্যাপারে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতেন। এখানে আদায়কারীদের আমালাহ বা রিযক নামে অভিহিত বেতন প্রদানের সমস্যা এসে পড়ে। উমর এর বেতনের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। হাদীসবেত্তাগণ এই বিষয়ের উপর একটি আলাদা অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন, 'যে আমাদের আমিলরূপে কাজ করবে সে নিজের ও তার স্ত্রীর জন্য যা প্রয়োজন হয় তা গ্রহণ করবে। তার যদি কোন ভৃত্য না থাকে তবে সে নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমান অর্থ গ্রহণ করবে। আর তার যদি কোন গৃহ না থাকে তবে এ জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ও সে নির্বাহ করবে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কেউ গ্রহণ করলে সে তসররুফের দায়ে (গাল) অভিযুক্ত হবেন।[২৪৩]

কুরআনের আয়াত[২৪৪] অনুসারে সাদাকার আমওয়াল থেকে উম্মালগণের বেতন দেওয়া হত। একটি বিষয় বেশ চমকপ্রক যে কখনো কখনো রাসূল (সাঃ) স্বয়ং সাদাকাহ উসুলকারীগণের বেতন দিতেন। উমার এর ঘটনা থেকে সেরূপ জানা যায়, যেমন কখনো কখনো উসুলকারীগণ নিজেরাই প্রয়োজনমত অর্থ গ্রহণ করতেন ও পরে রাসূল (সাঃ) এর নিকটে তার হিসাব দিতেন। ধারণা করা যায় যে তিনি তা অনুমোদন করতেন, যা উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতিপন্ন হয়। আবার এরূপ হিসাব বাতিলও করতেন, যেরূপ ইবনুল লুতবীয়া'র বেলায় ঘটেছিল। ইব্‌ন সা'দ যে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রধান ও আদায়কারীগণের বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যায় যে সাধারণত তাঁদেরকে সাড়ে বার উকিয়া রূপা দেওয়া হত, আল-হারিস ইব্‌ন কা'ব/মাযহিজ গোত্রের কায়স ইবনুল হুসায়ন-এর প্রসংগে তা জানা যায়।[২৪৫] আবার নাজরানে বসবাসকারী একই বংশের অপর একজন গোত্র প্রধানকে মাত্র ১০ উকিয়া বেতন দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ-এর সঙ্গে মদীনাতে এসেছিলেন।[২৪৬] দক্ষিণাঞ্চলের অপর একজন কর সংগ্রাহক, ফারওয়াহ ইব্‌ন মুসায়ক আল-মুরাদী যিনি উমাইয়া/কুরায়শ গোত্রের খালিদ ইব্‌ন সা'ঈদকে মুরাদ, যাবিদ এবং সমগ্র মাযহিজ গোত্রের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায়ে সহায়তা করেছিলেন। তাঁর বেতন ১২ উকিয়া নির্ধারণ করা হয়েছিল, তদুপরি তাকে একটি উট ও একটি পোষাক উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। এ সকল বাস্তব উদাহরণ থেকে ধারণা করা যথেষ্ট হবে যে সাদাকাহ সংগ্রহকারীগণ রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন।

যতদুর জানা যায়, কেন্দ্রীয় সাদাকাহ আদায়কারীগণের গোত্রভিত্তিক আয়ের তালিকা থেকে বেশ কিছু চমকপ্রদ বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। পরিশিষ্টে যে ২৮ জন আদায়কারীর নাম উল্লেখিত হয়েছে তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ছিল কুরায়শ গোত্রের বিভিন্ন শাখার সদস্য। কুরায়শ আদায়কারীগণের মধ্যে আমর ইবনুল আস ছিলেন খুবই খ্যাতনামা ব্যক্তি। কারণ তিনি সেই পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই সুবাদে বিভিন্ন অঞ্চলে চাকরীও করেন। কুরায়শ গোত্রের পর ছিল খাযরাজ গোত্র। এই গোত্রের তিন জন সদস্য রাসূল (সাঃ)-এর আমিল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আওস গোত্রের একমাত্র সদস্য আব্বাদ ইব্‌ন বিশর দীর্ঘকালব্যাপী কর আদায়কারীরূপে বিভিন্ন এলাকাতে চাকরী করেন। আযদ গোত্রের দুজন সদস্য আমিল ছিলেন। এ ছাড়া আর সকল গোত্রেরই একজন করে আদায়কারী ছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে মদীনার

www.pathagar.com

অধিবাসীগণই এই পর্যায়ে অধিকাংশ নিযুক্তিলাভ করেছিলেন এখানে মদীনাবাসী বলতে মুহাজির এবং আনসার উভয়কেই বুঝান হয়েছে। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেখা যায় যে আরবের মধ্য অঞ্চলের অধিবাসীগণই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ছিলেন। অতঃপর পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভিন্ন গোত্রের লোকদের প্রতিনিধি প্রায় সমান ছিল। কিন্তু আরবের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিত্ব ছিল একেবারেই কম।

কেন্দ্রীয় সংগ্রাহকগণের ধর্মীয় অবস্থানের প্রশ্নে দেখা যায় যে, ২০%-এর মত ছিলেন একেবারে প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান, ২০% ছিলেন মক্কার শেষ দিকের এবং মদীনায় প্রথম দিকের বায়রাত গ্রহণকারী, আর ৬০% আমিল ছিলেন হুদায়বিয়া পরবর্তী যুগের ইসলাম গ্রহণকারী। বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝিয়ে বলার জন্যে গোত্রীয় এবং আঞ্চলিক পরিচয় সমেত কেন্দ্রীয় কর আদায়কারীগণের একটি তালিকা নিচে দেওয়া গেল।

অঞ্চল	গোত্র/বংশ	নিযুক্তি	ব্যক্তি
মধ্য আরব	১। কুরায়শ	১০	৯
	(ক) হাশিম	১	১
	(খ) উমাইয়্যা	২	২
	(গ) মাখযূম	২	২
	(ঘ) আদী	২	২
	(ঙ) সাহম	২	১
	(চ) আদরাম	১	১
	২। খাযরাজ	৩	৩
	৩। আওস	২	১
উত্তর আরব	৪। উযরাহ	১	১
পূর্ব আরব	৫। গাতফান/ফাযারাহ	১	১
	৬। কিলাব	১	১
	৭। আসাদ	১	১
	৮। কায়স আয়লান	১	১
	৯। সাকীফ	১	১
পশ্চিম আরব	১০। কিনানাহ	১	১
	১১। খুযা'আহ	১	১
	১২। জুহায়নাহ	১	১
দক্ষিণ আরব	১৩। আযদ	২	২
অবশিষ্ট আরব	১৪। তামীম	১	১
অজ্ঞাত		১	১
মোট	১৪টি গোত্র	২৮	২৬

স্থানীয় কর আদায়কারী ঃ

এই শ্রেণীতে শুধু সেই আদায়কারীগণের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাঁদের কর্ম ক্ষেত্র এবং সংগ্রহ কাজ তাঁদের নিজ গোত্র বা অঞ্চলে সীমিত ছিল। হয় এঁরা নিজেরা স্বীয় গোত্রীয় লোকদের কাছ থেকে সাদাকাহ সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সংগ্রাহকগণ বরাবরে জমা দিতেন অথবা সংগ্রাহককে নিজের লোকদের

www.pathagar.com

কাছ থেকে কর আদায়ে সাহায্য করতেন। তথ্য উৎস গ্রন্থে এঁদের ক্ষেত্রে এটা বেশ কৌতুহল-উদ্দীপক বিষয় যে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নিজ নিজ গোত্র/বংশের সর্দার বা সেই অঞ্চলের মুসলিমগণের প্রধান। কাজেই স্থানীয় প্রশাসকগণের তালিকাতে উল্লেখিত সকল কর্মকর্তাকে স্থানীয় কর সংগ্রাহকরূপেও বিবেচনা করতে হবে। কেননা তাঁদের প্রশাসনিক দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল কর সংগ্রহ করা। কেন্দ্রীয় সংগ্রাহকগণের মত তাঁরাও স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন, যতদিন তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর বিশ্বাসভাজন থাকতেন ততদিন স্বপদে বহাল থাকতে পারতেন এবং কেউ স্বীয় পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন এরূপ আমরা খুব কমই দেখতে পাই।

তথ্য-উৎস সমূহে যদিও সকল স্থানীয় সংগ্রাহকগণের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবুও এমন যথেষ্ট তথ্য রয়েছে যা দুই-স্তর বিশিষ্ট কর সংগ্রহ পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। একদিকে স্থানীয় কর আদায়কারীগণ কিভাবে কাজ করতেন এবং অন্য দিকে আরবের বিভিন্ন গোত্র ও বংশের লোকদেরকে কিভাবে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছিল, তা ভালভাবে জানার জন্যে বিষয়টি এলাকাভিত্তিক ধরে নেয়া বাঞ্ছনীয় হবে এবং প্রতিটি গোত্রকে আলাদাভাবে গ্রহণ করতে হবে। তবে তা করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে একটির সঙ্গে আরেকটির অধিক্রমন হতে পারে এবং একই নাম একাধিকবার পুনরাবৃত্তও হতে পারে।

খুযা 'আহ'র তিনটি প্রধান গোত্র বা বংশ তাদের সাদাকাহ কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় আদায়কারীর নিকটে যথেষ্ট পরিমানে প্রদান করত। আমরা আগে দেখেছি যে বুরায়দাহ ইবনুল হুসায়ব আল-আসলামী আসলাম ও গিফারের সাদাকাহ আদায় করতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে আসলাম গোত্র ছিল খুযা 'আহ গোত্রের অংশ, আর গিফার ছিল কিনানাহ গোত্রের একটি বংশ। কর আদায়ের সুবিধার্থে এই উভয় গোত্রকে একত্রীভূত করা হয়েছিল শুধু এজন্যে যে তারা ছিল নিকট প্রতিবেশী এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে হিলফের সম্পর্ক ছিল। ওয়াকিদী লিখেছেন যে আসলাম গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বুরায়দাহ ইবনুল হুসায়ব-এর নিকটে তাঁর সাদাকাহ পরিশোধ করেছিলেন। কারণ বুরায়দাহ ছিলেন গোত্রীয় আদায়কারী। এই ঘটনাটি ছিল হুনায়নের যুদ্ধের আগের।[২৪৭] যতদূর জানা যায় এটিই ছিল কোন সংগ্রাহক কর্তৃক প্রকৃত কর আদায়ের একমাত্র ঘটনা বা আসলাম গোত্র কর্তৃক কর প্রদানের ঘটনা। এরূপ হওয়া সম্ভব যে স্বয়ং বুরায়দাহ বা অন্য যে কোন ব্যক্তি হয়ত কর আদায়কারীরূপে দায়িত্ব পালন করে থাকবেন। অনুরূপভাবে বনূ কা'ব গোত্রের ক্ষেত্রে কোন আঞ্চলিক কর আদায়কারীর উল্লেখ পাওয়া যায় না, যদিও আমরা জানি যে আদী/কুরায়শ বংশীয় বুসর ইব্ন সুফিয়ান কেন্দ্রীয় মুসাদ্দিকরূপে এর সাদাকাহ আদায় করতেন। সৌভাগ্যক্রমে, বনূ আল-মুস্তালিক গোত্রের ক্ষেত্রে আমরা কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় কর আদায়কারীগণের উল্লেখ পাই। তথ্য-উৎস অনুযায়ী খাযরাজ গোত্রীয় আব্বাদ ইব্ন বিশর ছিলেন তাদের কেন্দ্রীয় সংগ্রাহক, আর গোত্রীয় প্রধান আল-হারিস ইব্ন আবী যিরার স্থানীয় মুসাদ্দিকের দায়িত্ব পালন করতেন। উস্‌দ গ্রন্থ অনুযায়ী শেষোক্ত জন নিজ গোত্রীয়গণের কাছ থেকে সাদাকাহ ও যাকাত আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন। আর আদায়কৃত সাদাকাহ তিনি এই গোত্রের জন্যে নিযুক্ত প্রথম কেন্দ্রীয় মুসাদ্দিক আল-ওয়ালীদ ইব্ন উকবার কাছে দিতেন।[২৪৮] কিন্তু অন্যত্র উল্লেখিত কোনও কারণ বশতঃ তিনি দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। তাই মদীনা থেকে আব্বাদ ইব্ন বিশর নামক অপর একজন আদায়কারীকে পাঠানো হয়েছিল।

www.pathagar.com

যতদূর জানা যায়, কিনানাহ গোত্রের জন্যে কোন স্থানীয় সংগ্রাহকের নাম উল্লেখিত নেই, তবে কিনানাহ ও গিফার এই উভয় গোত্রের জন্যে যৌথভাবে একজন কেন্দ্রীয় সংগ্রাহক কর আদায় করতেন। এরূপ ধারণা করা যায় যে যামুরাহ, লায়স, দুই'ল, মুদলিজ, বকর ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ও আল-হারিস ইব্‌ন আবদ মানাফ-এর মত কিনানারও একজন স্থানীয় সংগ্রাহক ছিলেন যার মাধ্যমে তারা নিজেদের সাদাকাহ কেন্দ্রীয় সংগ্রাহকগণের কাছে পাঠাতেন। উসমান ইব্‌ন আমর আল-দুই'লীর ঘটনা থেকে তা জানা যায়।[২৪৯]

জুহায়নার বিষয়ে আমরা কতকটা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে সেখানে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় কর আদায়কারী নিযুক্ত ছিলেন। রাফি ইব্‌ন মাকীস এবং জুনদুব ইব্‌ন মাকীস, এই দুই ভাই যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর আদায়কারীর দায়িত্ব পালন করতেন।[২৫০] কিন্তু মুযায়নাহর লোকেরা তাদের সাদাকাহ মদীনা থেকে প্রেরিত কেন্দ্রীয় সংগ্রাহকের নিকটে প্রদান করত। তাদের জন্য স্থানীয় আদায়কারী ছিলেন বলে জানা যায় না। আযদ গোত্রীয়গণের জন্যে দু'জন আদায়কারীর কথা তথ্য-উৎসে উল্লেখিত থাকলেও নির্ধারণ করা কঠিন যে তাঁরা কি আযদ শানূয়ার নাকি দক্ষিণের আযদগণের জন্যে নিযুক্ত ছিলেন। যা হোক, কিছুটা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় যে সা'দ ইব্‌ন আবী যুবাব যিনি হিজাযের দাওস গোত্রীয় ছিলেন, তিনি একজন স্থানীয় কর সংগ্রাহক হিসাবে জনগণের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায় করে তা মদীনাতে পাঠাতেন এবং তার নিযুক্তি কেবলমাত্র নবী করীম (সাঃ) এর জীবনকালেই নয়, আবূ বকর এবং উমর এর খিলাফতকালেও[২৫১] বিদ্যমান ছিল।

তায়ীগণের স্থানীয় সংগ্রাহক আদী ইব্‌ন হাতিম ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর বিখ্যাত উম্মালগণের অন্যতম। আদী ইব্‌ন হাতিম তাঁর আসলামী সহযোগীর মত নিজ কওমের ছাড়াও প্রতিবেশী বনূ আসাদ গোত্রের সাদাকাহ আদায় করতেন।[২৫২] উস্‌দ গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী তিনি উমার -এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। বনূ আসাদ গোত্রের অপর একজন আমিল ছিলেন কুযা'ঈ ইব্‌ন আমর আল-উযরী। তিনি শুধু তাদের সাদাকাহ সংগ্রহ করতেন না, তাদের বেসামরিক বিষয়াদিও দেখাশুনা করতেন।[২৫৩] তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে কুযা'ঈ ইব্‌ন আমর ছিলেন একজন কেন্দ্রীয় কর আদায়কারী। পক্ষান্তরে আদী ইব্‌ন হাতিম ছিলেন স্থানীয় আদায়কারী। কাত্তানী লিখেছেন যে কাফিয়াহ ইব্‌ন সাবূ আল-আসাদী নিজ কওমের লোকদের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২৫৪] মাজমূআতু'ল-ওয়াসাইক গ্রন্থের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে উত্তরের বালী গোত্রের একটি শাখা বনূ জুয়ায়লের উপরে নাসর, সা'দ ইব্‌ন বকর, সুমালাহ ও হুযায়ল গোত্রের সিয়ায়াহ বা কর আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। যাঁরা এই সকল গোত্রীয় অধিবাসীগণের কাছ থেকে কর আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন আসিম ইব্‌ন আবী সায়ফী, আমর ইব্‌ন আবী সায়ফী, আল-আজম ইব্‌ন সুফিয়ান ও আলী ইব্‌ন সা'দ।[২৫৫] কাত্তানীর গ্রন্থে সংকলিত একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে কাহল ইব্‌ন মালিক তাঁর নিজ গোত্র হুযায়ল-এর সাদাকাহ আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২৫৬]

মালিক ইব্‌ন আওফ আন-নাসরী স্থানীয় আমিলরূপে উজয হাওয়াযিন ছাড়াও ফাহম, সুমালাহ এবং সালামাহর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। হাওয়াযিনের অন্যান্য গোত্রের বিষয়ে আমরা দেখেছি যে বনূ কিলাব, বনূ আমির ইব্‌ন সাসাআহ, সাকীফ ও আহলাফগণের জন্যে কেন্দ্রীয় কর আদায়কারী নিযুক্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

কাত্তানী লিখেছেন যে মিরদাস ইব্‌ন মালিক ও খুযায়মাহ ইব্‌ন আসিম যথাক্রমে বনূ গনী/কায়স আয়লান এবং আল-আহলাফ গোত্রের জন্যে কর আদায়কারী নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২৫৭] এই দু'জন সম্ভবত স্থানীয় কর সংগ্রাহক ছিলেন। উস্‌দ গ্রন্থ অনুযায়ী আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আস্-সুলামী ছাড়াও আল হায়সাম ছিলেন সুলায়ম-এর স্থানীয় কর আদায়কারী।[২৫৮] গাতফান ছিল এ অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষমতাবান গোত্র। তাদের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার জন্যে একজন করে আদায়কারী নিযুক্ত ছিলেন। গাতফানের শাখা গোত্র হ'ল আশজা, ফাযারাহ, মুর্‌রাহ, সালাবাহ, আনমার, আবস ও যুবয়ান।

বালাযূরীর মতে, উযরাহ, সালামান, বালী এবং কা'বগণ তাদের সাদাকাহ একজন কেন্দ্রীয় মুসাদ্দিককে প্রদান করতেন। তিনি এদের সকলের জন্যেই যৌথভাবে নিযুক্ত ছিলেন। সা'দ হুযায়ম এর ক্ষেত্রেও সেরূপ ব্যবস্থা ছিল। যা হোক, হাওযাহ ইব্‌ন নুমান উযরাহ গোত্রের কর পেশ করতেন।[২৫৯] দু'জন কেন্দ্রীয় প্রশাসক উবায়ী এবং আনবাসার নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা সা'দ হুযায়ম ও জুযামের সাকাদাহ আদায় করতেন। একটি বিবরণ অনুযায়ী আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফকে মদীনা থেকে কালব গোত্রের সাদাকাহ আদায়ের জন্যে পাঠানো হয়েছিল। এখানকার স্থানীয় আদায়কারী ছিলেন ইমরাউল-কায়স। তিনি ইবনুল আসবাগ-আল-কালবী নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরে রিদ্দাহর সময়েও সাদাকাহ আদায়কারী ছিলেন।[২৬০] উস্‌দ গ্রন্থের একটি মন্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে কুযাআহ গোত্রের জমায়েতের জন্যে কয়েকজন কর আদায়কারী নিযুক্ত ছিলেন।[২৬১] একই গন্থের অপর একটি মন্তব্য থেকে এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় যে আমর ইবনুল হাকাম তাঁর নিজ গোত্র, অর্থাৎ কুযাআহ্‌র বনূ কায়ন-এর কর আদায়কারী 'আমিল' নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২৬২] লাখম গোত্রের একটি অংশ হাদাসের উপরে রাসূল (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি প্রদেয় যাকাত এবং অন্যান্য কর ধার্য করেছিলেন, আর তা অবশ্যই একজন আমিলের মাধ্যমেই কার্যকর হয়ে থাকবে।[২৬৩] অনুরূপভাবে, বনূ সালাবাহ গাসসানদের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে যাকাত, আল-খুমুছ, ইত্যাদি প্রদানে বাধ্য করা হয়।[২৬৪] এ সব থেকে বুঝা যায় যে এই দুটি গোত্রের জন্যে কর আদায়কারী আমিল নিযুক্ত করা হয়েছিল।

আমরা দেখেছি যে বিশেষভাবে দক্ষিণ আরবের সকল গোত্রের জন্যে কেন্দ্রীয় কর আদায়কারী ছিলেন। সাধারণভাবে তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর (ওয়ালী) বা প্রশাসক, সাদাকাহ আদায়ও তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবেই আল-জানাদ, সানা, আক্ক ও আশার, কিন্দাহ (সাকাসিক, সাকূন ও বনূ মুয়াবিয়া), নাজরান, জুরাশ, বনূ আল-হারিস, রিমা, যাবীদ, আদান, সাহীল, মারিব এবং হাযরামাওতের অধিবাসীরা তাদের অধীনস্থগণসহ নিজেদের আদায়কারীর নিকটে সাদাকাহ প্রদান করতেন।

বস্তুত ঃ সকল স্থানীয় প্রশাসক এবং গোত্রীয় সর্দার ছিলেন স্থানীয় কর আদায়কারী। দক্ষিণাঞ্চলের গোত্রসমূহ ও এর অধিবাসীদের বেলায় এটা ছিল আরও বেশী সত্য। কারণ, সাদাকাহ, জিযয়া ইত্যাদি কর আদায় করাই ছিল তাঁদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। স্থানীয় প্রশাসকদের বিষয়ে আলোচনায় এ বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখানে যে সকল গোত্র ও অধিবাসীর স্থানীয় সর্দারের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে শুধু সেগুলোর পরিসংখ্যান নিলেই যথেষ্ট হবে। সেগুলো হলঃ খাওলান, আযদ-জুরাশ, হামাদানের

www.pathagar.com

বনূ খারিফ, বনূ বুকাইলাহ অথবা হামাদানের নাইয, মুরাদ, জুরাশ, মাযহিজের বনূ আল-হারিস ইব্ন কাব, মুর্‌রান, হারীম এবং কুলাব ও সেই সঙ্গে তাদের মাওয়ালীগণ, হামাদানের বনূ আরহাব, রুহা, সুদা, কিন্দাহ ও হাযরমাওত। মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক গ্রন্থে কতকগুলো চমকপ্রদ দলীল রয়েছে। সেগুলোতে দক্ষিণ আরবের স্থানীয় কর সঙ্গ্রাহকগণের নিযুক্তি ও উপস্থিতির যথেষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একটি দলীল অনুযায়ী, মুতাররিফ ইবনুল কাহিন আল-বাহিলীকে বাহিলা গোত্রের একটি শাখার কর আদায়ের জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত শাখা বিশাহতে বাস করত। উল্লেখিত মুসাদ্দিকের নিকটে এই লোকদেরকে তাদের গবাদি পশুর যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[২৬৫] নাহশাল ইব্ন মালিক আল-বাহিলীকে লেখা পত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে বাহিলার একটি অংশের অধিবাসীদেরকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যেন নিজেদের যাকাত, খুমুছ ইত্যাদি তাদের গোত্রীয় আমিলের কাছে জমা দেয়।[২৬৬] বনূ আল-হারিস এবং বনূ নাহদ গোত্রের লোকদেরকে তাদের আমওয়াল থেকে যাকাত ও অন্যান্য কর প্রদানের বিনিময়ে কায়স ইবনুল হুসায়ন-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।[২৬৭] অনুরূপভাবে, তুহফাহ এবং বনূ নাহদের তাঁর কওমকেও যাকাত এবং অন্যান্য কর প্রদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[২৬৮]

খাস 'আম গোত্র যে উশর এবং নিসফুল-উশর প্রদান করত সে বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬৯] কিন্তু এই ক্ষেত্রে অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল বিষয় হচ্ছে ওয়াইল ইব্ন হুজর আল-হাযরামীর, তিনি ছিলেন হাযরামাওতের একজন আকিয়াল। আল-মুহাজির ইব্ন উমাইয়াকে লিখিত একটি পত্রে নবী করীম (সাঃ) ওয়াইল-এর পাশাপাশি আকিয়ালদের মর্যাদার উল্লেখ করেছেন। তাঁকে অন্যান্য রাজপুরুষদের কাছ থেকে কর আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আরো দুটি দলীল থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে যে আকিয়ালদের কাছ থেকে যাকাত, তাদের গবাদি পশু থেকে সাদাকাহ, যমিনের উৎপাদিত ফসল থেকে উশর এবং সুয়ূব থেকে খুমুছ আদায় করে তা কেন্দ্রীয় সংগ্রহকারীর নিকটে জমা দিতে হবে।[২৭০] মুয়াবিয়া ইব্ন আবী সুফিয়ানকে বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল।[২৭১]

আরবের অবশিষ্ট অংশে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা গোত্রসমূহের মধ্যে বনূ তামীম-এর বিষয়টি ছিল প্রতীকী এবং প্রতিনিধিত্বমূলক। বস্তুতঃ বিভিন্ন গোত্র ও বংশের কর আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত সাত জন স্থানীয় কর সংগ্রাহকের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের নাম এবং যে যে অঞ্চলের দায়িত্বে তাঁরা নিয়োজিত ছিলেন তা ছিল নিম্নরূপঃ বনূ সা'দ গোত্রের জন্যে কায়স ইব্ন আসিম, সা'দ গোত্রের অপর একটি শাখার জন্যে যিবরিকান ইব্ন বদর, বনূ হানযালাহ গোত্রের জন্যে মালিক ইব্ন নুওয়ায়রাহ; এবং তামীমগণের বিভিন্ন শাখার জন্যে সাহল ইব্ন মিনজাব, সাফওয়ান ইব্ন সাফওয়ান, মুতাম্মিম ইব্ন নুওয়ায়রাহ ও গাযিরাহ ইব্ন সামুরাহ।[২৭২] অপর একজন স্থানীয় কর আদায়কারী ছিলেন খুযায়মাহ ইব্ন আসিম, তিনি নিজ গোত্র বনূ আওফ/ওয়াইল ইব্ন বকরদের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায় করতেন।[২৭৩] মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক গ্রন্থের অপর একটি দলীল থেকে পরিদৃষ্ট হয় যে আবদুল কায়স ও আযদ উমান গোত্রের সর্দার আল-আকবর ইব্ন আবদুল কায়স তার নিজ গোত্রীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায় করে কেন্দ্রীয় ওয়ালী (গভর্নর) আল-আলা ইবনুল-হাযরামী এবং আমর ইবনুল আস-এর নিকটে প্রদান করতেন।[২৭৪] যদিও মাহারাহ গোত্রের জন্যে স্থানীয় কর আদায়কারীর কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই বলে

www.pathagar.com

তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ গোত্রের মুসলিমদেরকে ইসলামের রীতি-নীতি পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশের মধ্যে তাদের আদায়কারীদের কাছে যাকাত ও সাদাকাহ্ প্রদানের কথা বলা হয়েছে।[২৭৫] সুমামাহ ইব্ন উসাল আল-হানাফীর অধীনে বনূ হানীফাহ্ গোত্রের মুসলিম অংশ যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে, প্রকৃতই রাসূল (সাঃ) কে তাদের সাদাকাহ্ প্রদান করেছিল। আর মুসলমানদের সঙ্গে তাগলিবের যে চুক্তি হয়েছিল, তা ছিল একটি সুবিদিত ঘটনা।

কর আদায়কারী আমিলগণের বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে আরও একটি বিষয় খুবই চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ হবে যদি আমরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে পারি যে নগদ অর্থ ও মালামালে মোট কি পরিমাণ সাদাকাহ্ ইসলামী রাষ্ট্রে জমা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রায় সকল বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বা গবাদি পশুর সংখ্যা উল্লেখিত হয়নি। তবে দুটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ থেকে রাষ্ট্রের তহবিলে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা পেতে পারি। একটি ক্ষেত্রে বাহরায়নের ওয়ালী (গভর্নর) আল-আলা ইব্নুল হাযরামী বাহরায়ন থেকে ৭০,০০০ (সম্ভবতঃ দিরহাম)-এর এক বিপুল পরিমাণ অর্থ এনেছিলেন বলে জানা যায়।[২৭৬] অপর একটি ক্ষেত্রে, আল-যিবরিকান ইব্ন বদর যিনি বনূ সা'দ/তামীমগণের সর্দার ও কর আদায়কারী ছিলেন, তিনি তাঁর কওমের কাছ থেকে সাদাকাহ্ স্বরূপ ৭০০ উট এনেছিলেন।[২৭৭] এখন একথা বলা যেতে পারে যে সাদাকাহ্ সংগ্রহের কাজটিকে যত সহজ মনে করা হয় আসলে তা মোটেই সহজ ছিল না। এ ছিল বেশ জটিল একটি বিষয়, আর তার জন্যে ব্যাপক ব্যবস্থাপনার দরকার ছিল।

সাদাকাহর কাতিববর্গ

ইব্ন হাযম-এর জাওয়ামী উস্ সীরাহ্ গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে রাসূল (সাঃ) এর সাদাকাহর জন্যে কাতিব ছিলেন আয্-যুবায়র ইব্নুল-আওয়াম এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে জুহায়ম ইব্নুস্-সালত ও হুযায়ফা ইবনুল-ইয়ামান সাদাকাহ রেজিষ্ট্রি বইতে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করতেন। কিন্তু কুযাঈ তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, যুবায়র ইবনুল-আওয়াম ও জুবায়র ইব্নুস্-সালত ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর সাদাকার কাতিব, আর হুযায়ফা ইব্নুল-ইয়ামান উৎপাদিত খেজুরের পরিমাণ লিখে রাখতেন। এতটুকু বর্ণনা করে কাত্তানী মন্তব্য করেছেন যে যদি এটা সত্য হয় তবে ধরে নিতে হবে যে রাসূল (সাঃ) এর জীবনকালেই এই দীওয়ান সমূহ স্থাপন করা হয়েছিল।[২৭৮]

খারাস এবং খারিস (কর নির্ধারণ ও কর নির্ধারক)

যমিনে উৎপাদিত ফসলের বিষয়ে আলোচনায় খায়বার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ইহুদী খামার ও বাগিচার ফল-ফসলের উপর কর নির্ধারক কর্মকর্তাদের সম্পর্কে একটি আভাস দেওয়া হয়েছে। উশর, নিসফুল উশর, খারাজ ও জিযয়া দ্রব্য দ্বারা গৃহীত সকল কর কর ছিল সমানুপাতিক, আর উৎপাদিত

www.pathagar.com

ফসলের উপর কর ছিল বাধ্যতামূলক। কাত্তানী খারাজের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় খারাজ ছিল খেজুর বাগিচাতে (আন–নাখল) পাকা খেজুরের (আর–রুতাব) সংরক্ষণ।[২৭৯] তা আংশিকভাবে ঠিক, কেননা সেখানে অন্যান্য ফল–ফসলকে হিসাবের মধ্যে আনা হয়নি। অপরপক্ষে আল–খুযাঈ লিখেছেন যে রাসূল (সাঃ) এর শাসনামলে খেজুর, আঙুর ও শস্যের (আল–হুবুব) উপর কর নির্ধারণ করা হত।[২৮০] কিন্তু তাও সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়। কেননা আরো অন্যান্য ফসল হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে একবার নবী করীম (সাঃ) নিজেই কোন একটি খেজুর বাগিচার উৎপাদিত ফলের পরিমাণ নির্ণয় করেছিলেন। তাবূক অভিযানকালে তিনি ওয়াদী আল–কুরাতে পৌছে সেখানে জনৈক মুসলিম মহিলার একটি বাগিচা দেখতে পান। তিনি তাঁর সঙ্গীগণকে এর পরিমাপ করতে বলেন এবং নিজেও পরিমাপ করেন ১০ ওয়সাক বলে। তাঁর হিসাব সঠিক ছিল। অতঃপর তিনি মালিককে নির্দেশ দেন যে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন সেগুলো হিসাব করে রেখে দেওয়া হয়।[২৮১] হাদীসটি এখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে সেই উৎপাদনের উপরে অবশ্যই হিসাব অনুযায়ী কর ধার্য হয়েছিল। এ থেকে ধারণা করা যায় যে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল মুসলিম এবং অমুসলিম কৃষকের আবাদযোগ্য ভূমি, ফসলের মাঠ ও ফলের বাগিচার উৎপাদনের হিসাব নির্ধারণ এবং তার উপর করারোপ করা হত।

যে কোন মানদন্ডে বিচার করা হোকনা কেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহাহ্ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ হিসাব গ্রহণকারী (আল–খাররাস)। খায়বারের প্রত্যেক ফসলের মৌসুমে তিনি উৎপাদিত ফসলের হিসাব গ্রহণ করতেন এবং মূতাহ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই দায়িত্ব পালন করে যান। তাঁর মৃত্যুর পরে কে খায়বারের কর আদায়কারী নিযুক্ত হয়েছিলেন সে বিষয়ে পন্ডিতবর্গের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন যে আবূ আল–হায়সাম ইব্‌নুত–তায়িহান আওসী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। আর অন্যান্যদের মতে তার স্থলে জাব্বার ইব্‌ন সাখর নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২৮২] শেষোক্ত মতানুযায়ী যায়দ ইব্‌ন সালামাহ খাযরাজী জাব্বার ইব্‌ন সাখর এর সঙ্গে যুক্ত থেকে খায়বারের উৎপন্ন ফল–ফসলের হিসাব গ্রহণ করতেন।[২৮৩] উস্‌দ গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি হাদীস অনুযায়ী উমাইয়া বংশীয় আমর ইব্‌ন সাঈদ ছিলেন খায়বারের উৎপাদিত ফলের হিসাব গ্রহণকারী।[২৮৪] তথ্য–উৎসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে যে এই অঞ্চলের অপর একজন খাররাস (হিসাব গ্রহণকারী কর্মকর্তা) ছিলেন আবূ হাসমাহ আমির ইব্‌ন সাঈদ আল–খাযরাজী। রাসূল (সাঃ)–এর জীবনের শেষ দিকে তিনি তাঁকে সেই সম্মানজনক পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং এই পদে তিনি একেবারে আলী–এর খিলাফতের শেষ পর্যন্ত (৬৬১ খৃ.) বহাল ছিলেন।[২৮৫] অবশ্যই এটা ছিল তাঁর অন্যতম দীর্ঘ চাকুরীকাল, একটানা ত্রিশ বছরের বেশী সময় ধরে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকা ছিল বাস্তবিকই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দক্ষতা।

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে মদীনার উৎপাদনের বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে। উস্‌দ এবং কাত্তানীর গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ফারওয়াহ ইব্‌ন আমর আল–বায়াযী/খাযরাজী মদীনার যমিনের উৎপাদিত ফল–ফসলের হিসাব গ্রহণ করতেন। বিশেষ করে খেজুরের উৎপাদন হিসাব করা হ'ত খেজুরের গুচ্ছ অনুযায়ী খেজুর গণনা করে। তিনি হিসাবে এমন নির্ভুল ও দক্ষ ছিলেন যে তাঁর হিসাবে কখনও ভুল দেখা যেতো না।[২৮৬] অপর একটি হাদীস অনুসারে রাসূল (সাঃ) এর শাসনামলে সাহল ইব্‌ন হাসমাহ ইসলামী রাষ্ট্রের অপর একজন হিসাব গ্রহণকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় এবং কিভাবে কর্মরত ছিলেন, তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।[২৮৭]

www.pathagar.com

আবূ দাউদ বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যে নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের উৎপাদিত আঙুরের হিসাব গ্রহণের জন্য আত্তাব ইব্‌ন আসীদকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি উৎপাদিত খেজুরেরও পরিমাপ গ্রহণ করতেন এবং খেজুর ও আঙুর উভয়ের যাকাত একইভাবে আদায় করতেন।[২৮৮] এই হাদীসটিরই একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা পাই বালাযূরীর গ্রন্থে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে আত্তাব ইবন আসীদ আত-তাইফ অঞ্চলের কুরায়শগণের আঙুর বাগিচার উৎপাদনের পরিমাপ গ্রহণ করতেন।[২৮৯] বিষয়টি বড়ই মজার ছিল যে আত্তাব মক্কার ওয়ালী বা গভর্নর, কিন্তু তিনিই আবার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের কর নিরূপণকারী কর্মকর্তাও ছিলেন অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে একই সঙ্গে দুটি দায়িত্ব পালন করতেন। এ থেকে একটি মতের আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে ক্ষমতা বিভাগের যে পদ্ধতি ছিল তা রাসূল (সাঃ) এর আমলে খুব কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হত না; কোন একজন কর্মকর্তা একই এলাকাতে বা দুটি পার্শ্ববর্তী এলাকাতে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের একাধিক দায়িত্ব পালন করতে পারতেন এবং বস্তুত তা পালন করা হতও।

তথ্য উৎসসমূহে রাসূল (সাঃ) এর আরো দু'জন করা আদায়কারীর নাম পাওয়া যায়, তারা হলেন আবূ যুবায়দ ইবনুস সালত এবং আস-সালত ইব্‌ন মাদীকারব। ঘটনাক্রমে এঁদের উভয়েই ছিলেন দক্ষিণ আরবের কিন্দাহ গোত্রের লোক।[২৯০] সম্ভবত উভয়েই নিজ নিজ এলাকাতে অথবা নিজ নিজ গোত্রে দায়িত্ব পালন করতেন। করের পরিমাণ নির্ধারণ ও তার কর্মকর্তাগণের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য নিঃসন্দেহে খুবই সামান্য ও অপ্রতুল। কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণই আবার যথেষ্ট যে এর ভিত্তিতে সকল আবাদযোগ্য উৎপাদনশীল যমিনের উপরেই ফসলের পরিমাপের ভিত্তিতে কর আরোপ করা হত এবং আমিল বা আদায়কারীগণ সেই সকল যমিন নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করতেন। তাঁরা সরাসরি মদীনা থেকে বা আঞ্চলিক ওয়ালী (গভর্নর) কর্তৃক প্রেরিত হতেন।

উপরে উল্লেখিত দশ জন কর আদায়কারীর বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখা যায় যে এর ৫০% ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রীয়। এ থেকে এরূপ ধারণা করা যায় যে সেই গোত্রের লোকেরা ভাল কৃষিবিদ ছিলেন। বাদবাকী পাঁচ জনের মধ্যে দু'জন ছিলেন মক্কার ব্যবসায়ী গোত্রের কুরায়শ বংশীয়। বুখারী শরীফের ইতিপূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীস অনুযায়ী তাঁরা কৃষিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। অপর দু'জন ছিলেন কিন্দাহ গোত্রের; তাঁরা ইয়ামানের উর্বর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। আর শেষোক্ত হিসাব গ্রহণকারী ছিলেন আওস গোত্রের। আমর ইব্‌ন সাঈদ ছিলেন আদি ইসলাম কবুলকারীদের অন্যতম। তিনি ব্যতীত আর সকলেই মক্কার পরবর্তীকালীন অথবা মদীনার প্রাথমিক আমলের বা ফাত্‌হ-পরবর্তী আমলের ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান।

সাহিবুল হিমা (চারণভূমির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) ঃ

কৃষি বিষয়ক কর্মকর্তাগণের শেষ শ্রেণীর যাঁরা ছিলেন তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের চারণভূমি (হিমা) দেখাশুনা বা পাহারা দিয়ে রাখতেন। হিমা শব্দের অর্থ রক্ষা করা বা আশ্রয় দেওয়া এবং বিশেষ অর্থে বুঝায় পশু চারণভূমি। সম্ভবত শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে এ কারণে যে প্রতিটি গোত্রের পশু

www.pathagar.com

চারণভূমি ছিল সংরক্ষিত যমিন। সেখানে অনধিকার প্রবেশ বা পশুচারণ সংক্রান্ত গোত্রীয় রীতিনীতি ভঙ্গ করলে তা বড় অপরাধ বলে বিবেচিত হত এবং তার ফলে উভয় দলের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূত্রপাত হত। মরুভূমিতে কৃষিজ উদ্ভিদ স্বল্পায়ু হয়। ফলে তা যাযাবর পশুপালক ও স্থানীয় আরব বসতিকারী সকলের কাছেই অতি মূল্যবান বলে বিবেচিত। কাজেই মরুভূমিতে বা মরূদ্যানের চারদিকে একটি হিমা থাকলে তা বিশেষ কোন গোত্র বা অংশের লোকদের জন্যে সংরক্ষিত এবং প্রায়ই তা ভালভাবে চিহ্নিত থাকত। গোত্রীয় রীতি অনুসারে, মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাসূল (সাঃ) রাজধানী শহরের বাইরে কিছু যমিন মুসলিমদের হিমারূপে চিহ্নিত করে দেন। সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গবাদিপশু চরত। গবাদি পশু রক্ষা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রোধ করার জন্যে রাসূল (সাঃ) কয়েক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন।

তথ্য-উৎসসমূহে উল্লেখিত আছে যে মদীনার হিমা রাজধানী শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে আল-জাম্মঈ নামক স্থানে ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল। ২ হিজরী রবিউল আউয়াল/ সেপ্টে.৬২৩ খৃষ্টাব্দে হিজরার মাত্র এক বছর পরে কুরয ইব্‌ন জাবির-এর নেতৃত্বে মক্কার একটি দল এই হিমা আক্রমণ করে। এই হিমা বা চারণভূমি রক্ষার জন্যে রাসূল (সাঃ) তার বিরুদ্ধে অভিযানকারী দল প্রেরণ করেন।[২৯১] কিন্তু আক্রমণকারীগণ মুসলমানদের কিছু গবাদিপশু নিয়ে পলায়ন করে। রাসূল (সাঃ) এর আরেকটি হিমা অবস্থিত ছিল যূ আল-জাদর-এ। সেখানে রাসূল (সাঃ)-এর উট চরান হ'ত। ওয়াকিদীর মতে এটি ছিল মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে এবং ইব্‌ন সা'দ-এর মতে ৬ মাইল দূরে কুবার কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত ছিল।[২৯২] এই হিমার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ইয়াসার নামক নবী করীম (সাঃ)-এর একজন মাওলা ও তাঁর সহচরগণ। ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল/৬২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুঃ/মার্চ মাসে উরায়নার কিছু লোক ইয়াসারকে হত্যা করে রাসূল (সাঃ) এর উট (সারহ) নিয়ে চলে যায়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাদেরকে বন্দী করে হত্যা করা হয়।[২৯৩]

উৎস গ্রন্থে উল্লেখিত রাসূল (সাঃ) এর অপর একটি হিমা অবস্থিত ছিল আল-গাবাতে, তা ছিল উসফান থেকে প্রায় আট মাইল দূরে মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত একটি উপত্যকায় (ওয়াদী)।[২৯৪] এখানে রাসূল (সাঃ) এবং অনান্য মুসলিমদের কিছুসংখ্যক দুধাল উটনী চরানো হত। যী-কারাদের গাযওয়া সম্পর্কে বর্ণনাকালে ওয়াকিদী আল-বায়যার উল্লেখ করে বলেছেন যে তা ছিল আর-রাবাযাহর হিমার নিকটস্থ একটি স্থান। যা হোক, তাঁর বিবরণ থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে আবূ যার আল-গিফারীর এক পুত্র রাসূল (সাঃ)-এর উটগুলো চরাতেন। আর কোন কোন মুসলমান যথা আল-মিকদাদ ইব্‌ন আমর, মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ-এর গোলামগণ তাদের মনিবদের উট চরাত।[২৯৫] এগুলোই ছিল তথ্য উৎস গ্রন্থ সমূহে সাধারণ ভাবে উল্লেখিত ইসলামী রাষ্ট্রের হিমা। কিন্তু এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব যে বিভিন্ন যায়গায় মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত আরো অন্যান্য পশু চারণভূমি ছিল। সেগুলোর বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

কোন একটি যমিনকে কিভাবে হিমা বলে ঘোষণা করা হয় এবং তার আয়তনই বা কতটুকু তার একটি চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন ওয়াকিদী। মুরায়সী অভিযান থেকে ফেরার পথে নবী করীম (সাঃ) আল–নাকী নামক একটি বিরাট খোলা মেলা জায়গার সৌন্দর্য, এর ঘাস (কালা) ও কয়েকটি পুকুর বা জলাভূমি (গুদুর) দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি স্থানটির আবহাওয়া এবং পানি সরবরাহের বিষয়ে জানতে চান। তাঁকে জানানো হয় যে গ্রীষ্মকালে পানির টান পড়ে এবং এর জলাভূমি শুকিয়ে যায়। তখন তিনি হাতিব ইবন আবী বালতায়াকে সেখানে একটি কূপ খননের আদেশ দেন। তিনি আরো নির্দেশ দেন যে সমগ্র আল–নাকী সংরক্ষিত যায়গা (উহমা) এবং রাসূল (সাঃ)–এর হিমা বলে গণ্য হবে। তিনি বিলাল ইব্‌নুল–হারিস আল–মুযানীকে এই স্থানের কর্মকর্তা নিযুক্ত করে (ইসতামালা) তাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যান। বিলাল মহানবীকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, কতদূর পর্যন্ত এই এলাকা সংরক্ষিত এবং চিহ্নিত করতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, 'সকাল বেলা বড় গলার একজন লোককে ছোট পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সর্বোচ্চ স্বরে ডাক দিতে বল। চার কোণায় যতদূর পর্যন্ত তার গলার আওয়াজ শোনা যায় ততদূর এই হিমার এলাকা সংরক্ষিত থাকবে এবং মুসলিমদের মুক্তভাবে চারণরত গবাদি পশু (সাওয়ালিম) সেখানে বিচরণ করতে পারবে না। তবে কোন মুসলিম মহিলার বা দুর্বল কিংবা দরিদ্র ব্যক্তির পাল থেকে ছুটে যাওয়া গবাদি পশু হলে সেখানে চরতে পারবে।' এই চারণভূমি রাষ্ট্রীয় চারণভূমিতে পরিণত হয় এবং উসমান –এর খিলাফত কাল পর্যন্ত তাই বহাল থাকে।[২৯৬] আল–নাকী চারণক্ষেত্রের অপর একজন আমিল ছিলেন উবায়দ ইবন মুরাবিহ্‌ আল–মুযানী।[২৯৭] তিনি সম্ভবত বিলাল–এর স্থলে নিযুক্ত হয়ে থাকবেন।

তাইফের অধিবাসীগণের ইসলাম কবুলের পর রাসূল (সাঃ) একটি নিশ্চয়তাপত্র প্রদান করেন। এই পত্রে ওয়াজ্জকে একটি হিমাতে পরিণত করেন (য়াকূত–এর মতে ওয়াজ্জ ছিল তাইফেরই অপর নাম)। এই হিমার মাঝারি আকারের কাঁটাযুক্ত গুল্ম (ইজা), কাটা এবং শিকারকে (সাইদ) মারা যেত না। এই নিয়ম ভঙ্গকারীকে বেত মারা হত অথবা শাস্তিস্বরূপ তার কাপড়–জামা রেখে দেওয়া হত। রাসূল (সাঃ) সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসকে ওয়াজ্জের হিমার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন (ইসতামালা)।[২৯৮] সা'দ–এর মত একজন সম্মানিত কুরায়শী তৎসহ মুযায়নাহ গোত্রের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রের হিমার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তা থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে এই পদটির কিছুটা গুরুত্ব ছিল। আধুনিক কালের একজন পণ্ডিত বক্তির ধারণা মতে হিমার পদের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে দরিদ্র বা নিম্ন সামাজিক মর্যাদার ছিল না।[২৯৯]

কাতাই'ই পদ্ধতি

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের মধ্যে যমিন বিতরণ করা ছিল একটি প্রাচীন রীতি। জনসাধারণ একে শাসকের অধিকার বলে মনে করত। শাসকবর্গ বড় বা ছোট পরিমাপের যমিন অভাবী জন, দরিদ্র, ওলী–দরবেশ এবং সরকার সমর্থক রাজনৈতিক কর্মীগণের মধ্যে বিতরণ করতেন। সেই প্রাচীন রীতি

www.pathagar.com

অনুসরণ করে রাসূল (সাঃ) মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেই মুসলিম, মুহাজির, আনসার ও আরব উপজাতিদের মধ্যে বড় ও ছোট পরিমাপের যমিন কতাই'ই (একবচন কাতীয়া) সমভাবে বিতরণ করেন। তাঁর জীবনীকার এবং ইসলামের ঐতিহাসিকগণ সকলেই এর বর্ণনা দিয়েছেন। ইসলামের চরম উৎকর্ষের আমলে যে কাতীয়া পদ্ধতি ছিল তা পরবর্তীকালে ইকতা নামে পরিচিত হয় এবং এই নামেই বর্তমানে পদ্ধতিটি বেশী সুবিদিত।

ইসলামে ভূমি বিতরণের ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। এটি বর্তমানে প্রায় নিশ্চিত যে মদীনাতে বসতি স্থাপন করার পরে রাসূল (সাঃ) রাজধানী শহরের একচ্ছত্র শাসকরূপে স্বীকৃত হন। সর্বময় ক্ষমতাবান শাসকের অধিকার, বিশেষ অধিকার ও ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং সে সঙ্গে কাতাই'ই বিতরণের অধিকারও ছিল। ইব্‌ন সা'দ রাসূল (সাঃ)-এর বিভিন্ন মুহাজির সাহাবীদের বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁরা যে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে কাতাই'ই লাভ করেছিলেন তার উল্লেখ করতে ভুল করেন নি। এই সকল বিবরণ থেকে অতি পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে মদীনার অধিবাসী বিশেষ করে আনসারগণ কারো দখলে নেই এরূপ সম্পদের উপরে রাসূল (সাঃ)-এর অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তার কাছে নিজেদের সকল যমিনও সমর্পন করেছিলেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, হিজরতের পরে মুহাজির মুসলিমদের বাসস্থান ও খাবারের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রথমে তাঁরা আনসারদের সম্পদ ও তুলনাহীন মেহমানদারী লাভ করে তাঁদের বাড়ীতেই বাস করতেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাঁরা নিজেদের বাড়ী বা কুটিরে গিয়ে উঠেন। তাঁরা বাড়ী বা কুটির নির্মাণ করেছিলেন কাতাই'ই এর মাধ্যমে প্রাপ্ত জমিতে। মদীনার আনসারগণ যে সব যায়গা রাসূল (সাঃ)-এর নিকট সমর্পণ করেছিলেন অথবা যে সব যায়গার কোন মালিকানা ছিল না রাসূল (সাঃ) সেখান থেকেই তাঁদেরকে যমিন দিয়েছিলেন। যা হোক যে সকল মুহাজির বাড়ী তৈরীর জন্যে যমিন পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন উবায়দাহ ইব্‌নুল হারিস এবং তাঁর দুই ভাই আল-তুফায়ল ও আল-হুসায়ন, [৩০০] উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান,[৩০১] আল-যুবায়র ইবনুল-আওয়াম,[৩০২] আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ,[৩০৩] এবং সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস ও তাঁর ভাইগণ,[৩০৪] আল-মিকদাদ ইব্‌ন আমর আল কুযাঈ,[৩০৫] আবূ বকর,[৩০৬] তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ[৩০৭] আবূ সালামাহ ইব্‌ন আবদুল-আসাদ ,[৩০৮] আরকাম ইব্‌ন আবী আল-আরকাম,[৩০৯] আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির,[৩১০] উমর ইবনুল খাত্তাব,[৩১১] উসমান ইব্‌ন মুযূন ও তাঁর ভাইগণ,[৩১২] এবং অন্যান্য আরো অনেকে।

পরে মুহাজিরগণের মধ্যে যিনি যখন মদীনাতে এসেছেন তিনিই বাড়ী নির্মাণের জন্যে কাতাই'ই মনযুরী পেয়েছেন। যেমন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ[৩১৩], আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব[৩১৪], নওফল ইব্‌নুল-হারিস[৩১৫] এবং অন্যান্য আরো অনেকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছে বলে দেখা যায়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন এলাকা বিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) এর কাতাই'ই মনযুরীর আওতা রাজধানী শহরের সীমানার বাইরেও স্বীকৃত হয়। রমযান, ২হি./মার্চ, ৫২৪ খৃ. কাশাদ আল-জুহানীর এক ভাইয়ের ছেলেকে চাচার চাকরী ও সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ইয়ানবূ এলাকাতে

www.pathagar.com

এক বড় কাতিয়া মনযুর করা হয়।[৩১৬] যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম এবং খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ যথাক্রমে বনূ নাযীর ও ইহুদীগণের সমর্পণ করা যমিন থেকে নতুন কাতিয়া মনযুরী লাভ করেন।[৩১৭]

বাসস্থানের জন্যে কাতাই'ই মনযুরী ছাড়াও তাদের এক বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিকে কৃষি এবং ব্যবসার প্রয়োজনে যমিনের মনযুরী দেওয়া হয়। উপরে উল্লেখিত যুবায়রকে প্রদত্ত কাতিয়া ছিল এই শ্রেণীর। এর মধ্যে একটি বড় বাকী গাছপালা সমেত এলাকা ছিল। অনুরূপভাবে আবূ বকর এবং রাবিয়াহ আল-আসলামীও তাঁদের কাতাই'ই লাভ করেন। তাদের কাতাই'ইর মধ্যে খেজুর গাছ ছিল।[৩১৮] আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ এর এক পুত্র মুহাম্মদ, বাজারে একটি কাতিয়া লাভ করেন। সেই বাজারের নাম ছিল সুকুদ-দাকীক (ময়দার বাজার)।[৩১৯] বনূ কাইনুকার বাজার ও দোকানগুলো না হলেও বনূ আব্-নাযির গোত্রের ইহুদীদের ছেড়ে দেওয়া কৃষি খামার ও বাগিচাগুলো এবং বনূ কুরাযযার যমিন একই উদ্দেশ্যে অভাবী মুহাজির এবং গরীব আনসারদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত যমিন বন্টন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে দেখেছি যে কিভাবে তা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।[৩২০] খায়বারের ইহুদীদেরও উত্তর আবরের অন্যান্য বসতি স্থাপনকারীদের কাছ থেকে বিজিত যমিনের অধিকাংশ পূর্বেকার মালিকদের অধিকারেই রাখা হয়েছিল, কিন্তু কিছু সংখ্যক কাতাই'ই রাষ্ট্রের অংশে পড়া যমিন থেকে দেওয়া হয়েছিল, যা আব্‌দ মানাফ গোত্রের হুযায়ম ইব্‌ন মাকূলার ক্ষেত্রে ঘটেছিল।[৩২১]

মদীনাবাসীগণ ছাড়া অন্যান্য যারা আগে ইকতা লাভ করে তারা ছিল দুটি প্রতিবেশী গোত্র যথা জুহায়নাহ এবং মুযায়নাহ গোত্রের লোক। তারা রাজধানী শহরের পশ্চিম দিকে বসবাস করতো।[৩২২] শেষোক্তজনের কাতাই'ই প্রসঙ্গে বিলাল ইব্‌নুল-হারিস আল-মুযানীর আল-ফুরের নিকটবর্তী আল-কিবলিয়ার খনিসমূহ এবং সেই সঙ্গে কাদাসের বাগিচা, কৃষি যমিন এবং মধুর চাক সমৃদ্ধ গাছ ছিল।[৩২৩] ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম লিখেছেন যে নবী করীম (সাঃ) তার অনুরোধে তাঁকে অত বড় একটি ইকতা দান করেন।[৩২৪] অপর একজন মুযানী যাঁর ইকতার কথা তথ্যসূত্রে উল্লেখিত হয়েছে, তিনি হলেন মাকিল ইব্‌ন সিনান। কিন্তু তা কি ধরনের এবং কোথায় অবস্থিত ছিল সে সবের কোন বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না।[৩২৫]

জুহায়নার অধিবাসীদেরকে যৌথভাবে কাতাই'ই দেওয়া হয়েছিল। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল যমিন এবং উপত্যকা। এতে শর্ত ছিল যে মনযুরীপ্রাপ্তগণ এর ফল-ফসল ও পানির সকল কিছুই ভোগ করতে পারবে যতদিন তারা যমিনের উৎপাদনের উপর খুমুস (পাঁচের এক অংশ) প্রদান করবে।[৩২৬] রাসূল (সাঃ) -এর একটি পত্র অনুযায়ী জুহায়নার একটি পরিবার বনূ শামখকে ইকতা হিসাবে যে পরিমাণ সুফায়না যমিন তারা চাষাবাদের অধীনে আনতে পারবে ততটুকু পরিমাণ মনযুরীস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল।[৩২৭] অনুরূপভাবে, জনৈক জুহানী সর্দার আওসাজা ইব্‌ন হারমালাকে যী আল-মারওয়াহ এলাকা থেকে এক বড় কাতিয়া মনযুর করা হয়েছিল। তার কাতিয়ার পরিমাণ পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট এবং সীমানা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল।[৩২৮]

www.pathagar.com

নাযীয়াহ ইব্‌ন আমর এবং উনায়য নামক দু'জন গিফারীকে যথাক্রমে আস্‌-সাফরা এবং ওয়াদীউল-কুরা অঞ্চলে কিছু যমিন দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সেখানে থাকতেন।[৩২৯] আসলামের অপর একজন লোক হুসায়ন ইব্‌ন আওসকে আল-ফুরগায়ন এবং যাত আশাশ (সম্ভবত এ নামের দুটি গ্রাম) কে ইকতা দেওয়া হয়েছিল।[৩৩০] উকায়ল ইব্‌ন কা'ব গোত্রের তিন জনকে বাগিচা দেওয়া হয়েছিল আল-আকিক নামক উপত্যকায়। সেখানে ঝর্ণা এবং খেজুরের বাগিচা ছিল এবং শর্ত ছিল যে তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবে। এ দ্বারা এই বুঝায় যে তাঁরা নিয়মিত সালাত আদায় করবে এবং যাকাত দেবে।[৩৩১]

সুলায়ম গোত্রের বেশ কয়েকজন বড় কাতাই'ই লাভ করেছিলেন। তাঁদের নাম উৎসগ্রন্থসমূহে লিখিত আছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল হাওয়াহ ইব্‌ন নুবায়শার ইকতা, তিনি উমাইয়া বংশীয় ছিলেন। তাঁর ইকতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আয-যাফর আবৃত সকল যমিন।[৩৩২] অনুরূপভাবে রি'লের একব্যক্তি সাঈদ ইব্‌ন সুফয়ানকেও আস্‌সাওয়ারিকিয়া অঞ্চলে প্রাসাদ সমেত (কাসর) একটি খেজুর বাগান দেওয়া হয়েছিল।[৩৩৩] একইভাবে সালিমা ইব্‌ন মালিক আস্‌-সুলামী, ওয়াক্কাস ইব্‌ন কুমামাহ ও তার ভাই আবদুল্লাহ্, আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস, আল-আজাব্ব, রশীদ ইব্‌ন আবদুর রব এবং হারাম ইব্‌ন আওফ এদেরকে প্রদত্ত যমিন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত এবং নামকরণ করে দেওয়া হয়।[৩৩৪] ধারণা করা হয় যে তাঁদের ইকতা মধ্য আরবে অবস্থিত ছিল যেখানে সুলায়ম গোত্রের লোকেরা বাস করত। কিন্তু সিরাজ ইব্‌ন মাজাআহ আস্‌-সুলামীকে একটি ইকতা দেওয়া হয়েছিল ইয়ামানে, তার নাম ছিল আল-গাওরাহ।[৩৩৫] মজার ব্যাপার এই যে উতবাহ বিন ফারকাদ আস-সুলামী বাড়ী নির্মাণের জন্যে মক্কার আল-মারওয়ার নিকটে[৩৩৬] এক খন্ড যমিন পেয়েছিলেন। অনুরূপভাবে, আবূ হাওয়া আরয এবং আমর ইব্‌ন আমির বিন রাবিয়াহকেও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাড়ী নির্মাণের জন্যে যমিন দেওয়া হয়েছিল।[৩৩৭]

হাওয়াযিন গোত্রের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকেও তাদের বসবাসের এলাকাতে ইকতা হিসাবে যমিন দেওয়া হয়েছিল। যেমন কুসায়র গোত্রের সাওয়ার ইব্‌ন উরওয়াহকে আকিক উপত্যকার দুই যায়গায় যমিন দেওয়া হয়েছিল। জায়গা দুটির নাম ছিল জাম্মাম এবং আল-সাদ্দ।[৩৩৮] কিন্তু আর-রাফ্‌ফাদ ইব্‌ন রাবিয়াহর ইকতার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ নেই[৩৩৯]। সামান ইব্‌ন আমর বিন হিজর এর তাকিয়া আর-রিসলীন এবং আদ-দারকার মাঝখানে অবস্থিত ছিল।[৩৪০] আসাদ গোত্রের হুসায়ন ইব্‌ন নাযলাহ তিরমিয নামক স্থানে যমিন মনযুরী পান।[৩৪১] পক্ষান্তরে আমর ইব্‌ন ইকরামা গোত্রীয় আদ্দা ইব্‌ন খালিদ খার্‌রার এলাকাতে একটি ইকতা লাভ করেন।[৩৪২]

পূর্বে উল্লেখিত বনূ উযরাহ গোত্রের হামযাহ ইব্‌নুন নুমান তার গোত্রীয় লোকদের সাদাকাহ রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে আসেন এবং সম্ভবত তার আনুগত্যের বিনিময়ে তাঁকে ওয়াদীউল কুরাতে একটি বড় পরিমাণের যমিন ইকতা হিসাবে মনযুর করা হয়। সেই যমিন এত বড় ছিল যে সেখানে তাঁর ঘোড়া

www.pathagar.com

দৌড়াতে পারত এবং তিনি নিজে সেখানে তীর চালনা অভ্যাস করতে পারতেন।[৩৪৩] উযরাহ্ গোত্রের অপর একজন লোক জামিল ইব্ন রিদামকে রামাদা নামক স্থানে এক খন্ড যমিন দেওয়া হয়েছিল।[৩৪৪] জুযামের এক পরিবার, বনূ জিফাল ইব্ন রাবিয়াহকে যৌথভাবে ইরান নামে একটি এলাকা দেওয়া হয়েছিল।[৩৪৫] দারী গোত্রীয় লোকদেরকে জয়ের আগেই সিরিয়াতে যমিন ইকতা হিসাবে দেওয়া হয়েছিল বলে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা মধ্যযুগের ইসলামী আইনবেত্তাগণের মত আধুনিক পণ্ডিতগণও ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিতে বাতিল করে দেন।[৩৪৬]

দক্ষিণ আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে বনূ আল-হারিস গোত্রের কয়েকজন লোক ইকতাস্বরূপ নির্দিষ্ট এলাকা লাভ করেন। সেক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে তাঁরা সালাত আদায় করবেন, যাকাত দেবেন, যিহাদে অংশগ্রহণ করবেন, মূর্তিপূজারীদের (মুশরিকীন) থেকে আলাদা থাকবেন, এবং সর্বোপরি সকল বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ দ্বিধাহীনভাবে পালন করে চলবেন।[৩৪৭] মজার ব্যাপার এই যে নাহিদ এর বনূ কুর্‌রাহ্গণকে সম্পূর্ণ আল-মুযাল্লা অঞ্চল হিমাস্বরূপ (চারণ ভূমি) তাদের গবাদি পশুর চারণের জন্যে দেওয়া হয়।[৩৪৮] অনুরূপভাবে বনূ সামান বংশের হিলাল নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কাছে সালাবাহ নামক একটি উপত্যকা হিমাস্বরূপ চাইলে তিনি তা মনযুর করেন,[৩৪৯] আর কুরাত ইব্ন রাবিয়াহ হাযরামাওত অঞ্চলে একখণ্ড যমিনের ইকতা পান।[৩৫০]

তথ্য-গ্রন্থসমূহে ইয়ামামার অধিবাসী কয়েকজন লোককে ইকতা মনযুরীর কথাও উল্লেখিত রয়েছে। উল্লেখিত আছে যে মাজ্‌জাআ ইব্ন মুরাাহকে আল-গাওরা, গুরাবাহ ও আল-হুবাল নামক তিনটি জায়গা দেওয়া হয়।[৩৫১] উস্‌দ গ্রন্থে তামীম গোত্রের হুসায়ন ইব্ন মুশমিত নামক জনৈক ব্যক্তিকে ইকতা মনযুরীর একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। তদনুযায়ী তাকে একটি বেশ বড় আকারের যমিন দেওয়া হয় যা ঝর্ণা, গাছপালা ও ঘাসে পূর্ণ ছিল। কিন্তু শর্ত ছিল যে সেখানকার পানি ব্যবহারে কাউকে নিষেধ করা এবং গাছ বা ঘাস ধ্বংস করা যাবে না।[৩৫২] মুশমিরিয ইব্ন খালিদ আস-সাদী এসেছিলেন আবদুল কায়স-এর প্রতিনিধি হয়ে, তাদেরকেও ছোট ঝর্ণাসহ ঘাসযুক্ত মাঠ এলাকা দেওয়া হয়েছিল।[৩৫৩] তামীম গোত্রের কাতাদাহ ইব্ন আওয়াহকে ইকতাস্বরূপ দাহনা অঞ্চলে শাবাকাহ্ নামক একটি গ্রাম দেওয়া হয়েছিল।[৩৫৪] ইসাবাহ গ্রন্থ অনুযায়ী ফুরাত ইব্ন হায়ান আল-ইজলী নামক এক ব্যক্তিকে আল-ইয়ামামাতে যমিন মনযুর করা হয়েছিল। সেখানকার বার্ষিক আয় ছিল ৪২,০০০ দিরহাম।[৩৫৫] একটি ইকতার সঠিক মূল্যমান সম্পর্কে এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলীল। যতদূর জানা যায় এই ধরনের এটিই একমাত্র কাতিয়া।

উর্বর ও আবাদযোগ্য যমিন ছাড়াও রাসূল (সাঃ) পতিত বিরান যমিনও (আরজ মাওয়াত) ইকতাস্বরূপ মনযুর করেছিলেন যাতে সেই জায়গাও আবাদযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ অর্থে একে আরজ ইহিয়া (বিরান জায়গা আবাদী জমিতে রূপান্তরিত) বলা হয়। অবশ্যই এ ধরনের মনযুরীর উদ্দেশ্য ছিল কৃষির প্রতি উৎসাহ দান এবং যমিনের উৎপাদন বৃদ্ধি। আরব দেশে জমির উৎপাদন ছিল কম, অথচ এই

www.pathagar.com

উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছিল অত্যাবশ্যক। বিশাহ্–এর বাহিলী অধিবাসীদরকে এধরনের যমিন মনযুর করা হয়েছিল।[৩৫৬] এই শ্রেণীতে পড়ে সেরূপ আরেকটি ইকতার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সুফায়নার এরূপ পতিত যমিন জুহায়নার বনূ মাখযূমকে দেওয়া হয়েছিল। বিলাল মুযানীকেও একই শর্তে ইকতার যমিন মনযুর করা হয়েছিল। শেষোক্তজনের কাতিয়ার অধিকাংশই উমর এর খিলাফতকালে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, কারণ, তিনি সমগ্র যমিন চাষ করতে অসমর্থ ছিলেন।[৩৫৭] একই ঘটনা ঘটেছিল মুযানাহ বা জুহায়নার অধিবাসীদের যমিনের ক্ষেত্রে, তারাও ক্ষেত ফেলে রেখেছিল।[৩৫৮] এর অর্থ, সাধারণভাবে অনাবাদী যমিনের এবং বিশেষভাবে আবাদযোগ্য যমিনের মালিকগণ তাদের যমিনের মালিক থাকতে বা যমিন অধিকারে রাখতে পারতেন যদি তারা সেগুলোতে চাষাবাদ করতেন। কেউ নির্ধারিত সময়ের বেশী যমিন অনাবাদী রাখলে সেগুলো রাষ্ট্র নিয়ে নিত।

কাতাই'ই ছাড়া তথ্য–গ্রন্থসমূহে তুমা–এরও উল্লেখ রয়েছে। তুমা'র শাব্দিক অর্থ খাদ্য অর্থাৎ যমিনের স্বত্বাধিকারী না হয়েও তার উৎপাদন থেকে উপকৃত হওয়া/বস্তুত এও এক ধরনের ইকতা ছিল। এ ধরনের মনযুরীর জন্যে ব্যবহৃত শব্দ ছিল নিজ অংশের জন্যে তুমা আতা (মনযুর) এবং মনযুরীর জন্যে আতামা (পালিত)[৩৫৯]। রাসূল (সাঃ)–এ ধরনের প্রথম মনযুরীগুলো দিয়েছিলেন সম্ভবত খায়বার বা তার সন্নিহিত শহরগুলো থেকে। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবীগণকে যে তুয়াম (তুমা–এর বহুবচন) মনযুর করেছিলেন তার বিবরণ ওয়াকিদী এরূপ দিয়েছেনঃ

ক্রমিক নং	গ্রহণকারীর নাম	খেজুর	যব
১.	রাসূল (সাঃ) –এর ৯ জন বিবির প্রত্যেকে		
	৮ ওয়াসাক + ২০ ওয়াসাক হারে		
		৭২০ "	১৮০ "
২.	আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব	২০০ "	---
৩.	ফাতিমাহ ও আলী৩৬০	২১৫ "	৮৫ "
৪.	উসামাহ ইব্ন যায়দ৩৬১	১১০ "	৪০ "
৫.	উম্ম রিমসা বিন্ত উমর বিন হাশিম		
	ইবনুল মুত্তালিব	---	৫ "
৬.	মিকদাদ ইব্ন আমর	---	১৫ "
		মোট ১,২৪৫ ওয়াসাক + ৩২৫ ওয়াসাক	

উপরোক্ত তালিকার শেষে বর্ণিত সাহাবীর অংশ কয়েক বছর পরে ১০,০০০ দিরহামে বিক্রয় করে দেওয়া হয়।[৩৬২] আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ওয়াকিদী, সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত সাহাবীগণ তাদের নামের পাশে বর্ণিত অংশ অনুযায়ী মনযুরী লাভ করেছিলেনঃ

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	নাম	খেজুর/যব/ইত্যাদি	
১.	আবূ বকর ইব্ন আবী কুহাফা	১০০	ওয়াসাক
২.	আকীল ইব্ন আবী তালিব	১৪০	"
৩.	জাফর ইব্ন আবী তালিব	৫০	"
৪.	রাবিয়াহ ইব্ন হারিস	১০০	"
৫.	আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব	১০০	"
৬.	সালত ইব্ন মাখরামা বিন মুত্তালিব	৩০	"
৭.	আবূ নাবকা	৫০	"
৮.	রুকানাহ ইব্ন আব্দ ইয়াযীদ	৫০	"
৯.	কাসিম ইব্ন মাখরামা বিন মুত্তালিব	৫০	"
১০.	মিসতা ইব্ন উসামা বিন আব্বাদ ও তাঁর বোন হিন্দ	৩০	"
১১.	ছাফিয়াহ বিনত আবদুল-মুত্তালিব	৪০	"
১২.	বুহায়নাহ বিনত আল-হারিস ইব্ন মুত্তালিব	৩০	"
১৩.	যুবায়াহ বিনত আল-যুবায়র ইব্ন মুত্তালিব	৪০	"
১৪.	হুসায়ন, খাদীজা ও হিন্দ ইব্ন উবায়দাহ বিন আল-হারিস	১০০	"
১৫.	উম্মুল-হাকাম বিন্ত আল-যুবায়র ইব্ন আবদুল মুত্তালিব	৪০	"
১৬.	উম্মে হানী বিন্ত আবী তালিব	৪০	"
১৭.	জুমানা বিন্ত আবী তালিব	৩০	"
১৮.	উম্মে তালিব বিন্ত আবী তালিব	৩০	"
১৯.	কায়স ইব্ন মাখরামা বিন মুত্তালিব	৫০	"
২০.	আবূ আরকাম	৫০	"
২১.	আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর	৪০	"
২২.	আবূ বুশরা	৪০	"
২৩.	ইব্ন আবী হুবায়শ	৩০	"
২৪.	আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব ও তাঁর দু' ছেলে[৩৬৩]	৫০	"
২৫.	নুমায়লাহ কালবী/লায়স	৫০	"
২৬.	মালকান ইব্ন আবদাহ	৩০	"
২৭.	উম্মে হাবীবা বিন্ত জাহশ	৩০	"
২৮.	মুহায়িসা ইব্ন মাসঊদ	৩০	"
২৯.	রুহাওয়ীগণ	১০০	"
৩০.	দারীগণ (তাঁরা ১০ জন)[৩৬৪]	১০০	"
৩১.	আশআরীগণ	১০০	"

মোট = ১,৭৫০ ওয়াসাক

www.pathagar.com

ইব্‌ন ইসহাকের বিবরণে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। তাঁর লিপিবদ্ধ মোট ওয়াসাকের পরিমাণ হচ্ছে খেজুর ২,৮৩০ এবং গম ৩২৫, যার ওয়াকিদী মোট খেজুরের পরিমাণ ২,৯৯৫ ওয়াসাকের মত বলে লিখেছেন। কিন্তু উভয়ের বর্ণনায় গমের পরিমাণ একই। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, যে তিনটি উপজাতীয় মুসলিম দলকে খায়বারের উৎপাদন থেকে তুয়াম দেওয়া হয়েছিল, তারা নিজ নিজ ওয়াফদে গিয়ে রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে দেখা করার পরেই নিজেদের অংশ পেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তারা মদীনাতে বা তার আপেপাশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এই ৩টি উপগোত্রের নাম রুহাবী, দারী ও আশআবী।

অন্য যে সকল লোককে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্য এলাকার উৎপাদন থেকে তুমা মনযুর করা হয়েছিল, তার মধ্যে একজন ছিলেন দক্ষিণ আরব গোত্রীয় জনৈক কায়স আল-হামাদানী। একটি বিবরণী অনুযায়ী তাঁকে তুমা খায়ওয়ানের ৩০০ ফারাক, ২০০ যাবীব (শুকনা খেজুর) এবং ইমরান আজ-জওফ দেশ থেকে যুররা শাতরান (শাতরানের ভুট্টা) ও ১০০ ফারাক গম মনযুর করা হয়েছিল। কিন্তু অপর একটি বিবরণী মতে তাঁর ইকতার মধ্যে ছিল ২০০ সা যুরবা নাসার এবং ২০০ সা যাবীব খায়ওয়ান। [৩৬৫]

কিন্তু আরো চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে রাসূল (সাঃ) ওয়াদীউল কুরার ইহুদী গোত্র বনূ উরায়জকে যে তুমা মনযুর করেছিলেন তা তারা ফসল প্রতি ফলন থেকে ১০ ওয়াসাক গম (কামহ), ১০ ওয়াসাক যব (শাঈর) এবং প্রতি বছর ৫০ ওয়াসাক খেজুর (তামার) পেত।[৩৬৬] ওয়াকিদী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে রাসূল (সাঃ) তাবূক অভিযানের যাত্রাপথে ওয়াদীউল-কুরাতে যখন তাবু ফেলেন তখন ইহুদী উরায়জ-এর পুত্রগণ তাঁকে হারীস খেতে দেয় (ময়দা, ঘি ও চিনি দ্বারা তৈরী মিষ্টান্ন)। রাসূল (সাঃ) সেই খাবার গ্রহণ করেন এবং আতিথেয়তার বিনিময়ে তিনি তাদেরকে ৪০ ওয়াসাকের ফসল মনযুরী দেন (আতআমাহুম)। এই মনযুরী ছিল স্থায়ী (জারীয়াহ[৩৬৭] এবং আব্বাসীয় শাসনামল পর্যন্ত এই তুমা বলবৎ ছিল।

তুমা সকল ক্ষেত্রেই ছিল কাতিয়ার মত স্থায়ী মনযুরী। পরবর্তীকালে তাকে বলা হত ইকতা তামলীক[৩৬৮] (মালিকানা মনযুরী)। এর অর্থ এই যে ইকতা ও তুমা উভয়ই সকল অবস্থায় মিল্‌ক বলে গণ্য হত (মালিকানার সম্পত্তি বা যে সম্পত্তির মালিকানার অধিকার রয়েছে) তা হস্তান্তর বিক্রী বা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যেত, সেরূপ বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে মিকদাদ ইব্‌ন আমর-এর উত্তরাধিকারীগণ তাঁর সম্পত্তি মুয়াবিয়ার নিকটে বিক্রি করেছিলেন। ওয়াকিদী পরিষ্কারভাবেই লিখেছেন যে মনযুরী লাভকারীর (আল-মুতামিন) মৃত্যু হলে আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারীগণ তাঁদের তুমারও উত্তরাধিকারী হতেন। রাসূল (সাঃ) এবং আবূ বকর এর শাসনামল পর্যন্ত এই রীতি বজায় ছিল।[৩৬৯] কিন্তু খলীফা উমর ফরমান জারী করে মৃত ব্যক্তির তুয়াম রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত করে নেন। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ তা স্থানান্তর, বিক্রী বা উত্তরাধিকারস্বরূপ লাভ করতে পারতেন না। অবশ্য রাসূল (সাঃ) এর বিবিগণের ক্ষেত্রে তিনি এই রীতি প্রয়োগ করেন নি।[৩৭০]

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশ

১. আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সবাই এই মত পোষণ করেন যে মদীনার স্বল্প আর্থিক সম্পদ সম্ভবত বিপুল সংখ্যক মুহাজিরগণের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যথেষ্ট ছিল না। সে কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রে রাযিআস এবং সামরিক অভিযানসমূহের প্রয়োজন হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার লেখা নিবন্ধসমূহ দ্র. তাহকীকাত ই-ইসলামী, আলীগড়, খণ্ড ১-২তে দেখুন।

২. তারা ছিল বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পী (সাগহা)। মদীনাতে তাদের একটি বাজার ছিল। তাদের বিষয়ে জানার জন্যে দ্র. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ, ৩৬৩-৪; ওয়াকিদী, পৃঃ ১৭৯। ওয়াকিদী বলেন যে, তাদের কোন ভূ-সম্পত্তি অর্থাৎ যমিন এবং কিরাব (অর্থাৎ মাযারী বা কৃষি খামার) ছিল না।

৩. তাদের খেজুর বাগান ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের বড় খামার ছিল। দ্র. ইব্‌ন ইসহাক, পৃঃ ৪৩৭-৮; ওয়াকিদী; পৃঃ ৩৭০, ৭২,৭৪-৫, ৭৭-৮; বালাযূরী, ফুতূহুল-বুলদান, পৃঃ ৩১-৪।

৪. তারা ভূ-সম্পত্তিরও মালিক ছিল। তন্মধ্যে প্রধান ছিল খেজুর বাগান। দ্র, ওয়াকিদী, পৃঃ ৫০১, ৫২১ প; বালাযূরী, ফুতূহুল-বুলদান, পৃঃ ৩৪-৬।

৫. ওয়াকিদী, পৃঃ ৬৩৪, বলেন যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী হাদরাদ-আল-আসলামী ৫ দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন আবূ আস্-সাহম নামক মদীনার জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে এবং তা শোধ করেছিলেন খায়বার অভিযানের ঠিক আগে। আরও দ্র. ওয়াকিদী, পৃ. ১৭৯ ও ৩৭৪। তিনি বলেন যে বনূ কায়নুকা এবং বনূ নাযীরগণের বড় অংকের ঋণ আনসারগণকেও দিয়েছিলেন। তাঁরা দেশত্যাগ করে যাবার আগে ঋণদাতাগণকে সেই ঋণ শোধ করে গিয়েছিলেন।

৬. আনসাবুল-আশরাফ, ১ খ. পৃ. ২৬৭।

৭. সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাহ প্রতিদিন প্রায় ৮০ জন লোককে খাওয়াতেন। দ্র. যুরকানী, আসহাবুস-সুফফা, শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত, ১ খ., ২৭০। আরও দ্র. ইব্‌ন সা'দ ৩য়, ৪২০-৩ প.; বুখারী, বাব ফাযলু'ল মানীহাহ।

৮. বাবু'ল-সাদাকাত।

৯. বুখারী বাবুর-রাতব ওয়া-আত-তামার। দ্র. ওয়াকিদী, পৃ. ৪০০-৪০২।

১০. ঐ, বাব কালামুর-রাব মা'আহ্‌লুল-জান্নাহ।

১১. 'উসদ, ৩খ, পৃ. ৩১৬। তাঁর বাণিজ্য সম্পদ সাত শ' উটের পিঠে বহন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ৩খ. পৃ. ১২৪-৩৩; বুখারী, কিতাবুল-বুয়ূ; ইবন সাদ, ৩খ. ৬০প.; বুখারী, কিতাবু'ল-বুয়ূ, কিতাবুশ্-শুরব; মুসনাদ, ১খ. পৃ. ৬২, ৪খ. পৃ. ৪০০, শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত ১খ. পৃ. ২৬৬।

১২. ওয়াকিদী, পৃ. ৫২৩।

১৩. মারগোলিয়ুথ কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৪, ৬৮, ৬৯।

১৪. কিতাবুল-মুহাব্বার, পৃ. ২৬৩-৬৮।

১৫. ঐ, পৃ. ১৩১-৩২। দ্র. ওয়াকিদী, পৃ. ৩৯৫, সেখানে নজদের সূকুন-নাবত নামক একটি হাটের বিবরণ রয়েছে।

১৬. ওয়াকিদী, পৃ. ৩৮৭-৮। তু. আনসাবুল-আশরাফ ১খ. পৃ, ৩৪০।

১৭. তু. ঐ।

১৮. ওয়াকিদী, পৃ. ১০২।

১৯. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৮০-৮২ প.।

www.pathagar.com

২০. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৬৪।
২১. এ বিষয়ে দ্র. ইব্‌ন সা'দ ৩, ৪, ৫ খণ্ড; 'উসদ; ইসাবাহ্ ও ইসতী'য়াব ইত্যাদি।
২২. বুখারী, ফাযা'ইলুল-আনসার। তুল, কুরআন, সূরা আদ্‌-দাহ্‌র, ৫ম. ৭৬। তাবারী, তফসীর দ্র.।
২৩. দ্র. বুখারী ও মুসলিম, বাবুল-মাগাযী, কিতাবুস-সাদাকাত; তিরমিযী, বাব মাঈশাতু'ন-নবী; যুরকানী, আসহাবুস্‌-সুফ্‌ফাহ। আরো দ্র. আবূ দাউদ, কিতাবুল-আদাব, কিতাবুল-আতিমাই, কিতাবুস্‌-সাদাকাত; তিরমিযী, কিতাবুস্‌-সাদাকাত।
২৪. ঐ, বাবুস্‌-সাদাকাত।
২৫. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৩০৯; ওয়াকিদী, পৃ ১১৯; বুখারী, গাযওয়াহ বদর, ইত্যাদি। বুখারী লিখেছেন যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই তাঁর কুর্তা 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল-মুত্তালিবকে দান করেছিলেন। সেই দানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'আবদুল্লাহ্'র মৃত্যুর পরে রাসূল (সাঃ) নিজের কুর্তা খুলে তাঁর লাশ ঢেকে দিয়েছিলেন।
২৬. ওয়াকিদী, পৃ ৯৫৪, লিখেছেন যে রাসূল (সাঃ) তাদের জন্যে কাপড় কিনে আনতে বলেছিলেন বুশর ইব্‌ন সুফিয়ানকে। তখন তিনি মক্কায় গিয়ে সকল বন্দীর জন্যে কাপড় কিনে এনেছিলেন।
২৭. ওয়াকিদী, পৃ. ৪৫২।
২৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৫০০।
২৯. ঐ, ৫৪৭।
৩০. ওয়াকিদী, পৃ. ৭৭৫-৬।
৩১. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৯১।
৩২. আনসাবুল-আশরাফ, পৃ. ৩৬৮। তুল. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৬০৩, তাবারী, ৩ ও খ. পৃ. ১০২।
৩৩. ঐ, ৩ খ. পৃ. ৩১৬-৩৩।
৩৪. ইব্‌ন সা'দ, ৩খ. পৃ. ৬২৩।
৩৫. বুখারী, বাব ফাযলুল-মানীহাহ।
৩৬. বুখারী কিতাবুল-মানাকিব; বাব আখবারুন-নবী; ফুতূহুল-বুলদান, পৃ. ১৯-৩০; মুসলিম, বাবুজ-জিহাদ।
৩৭. তুল. ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ৪৮৮।
৩৮. তাবারী, ১খ. পৃ. ১৫২৮, ওয়াট কর্তৃক 'মুহম্মাদ এট মদীনা' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৫২।
৩৯. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ২৪১, ; ওয়াকিদী পৃ. ২৬২-৩, ৩৭৮। ওয়াকিদী তাদের নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন আল-মীসাব, আস-সাফিয়াহ, আদ-দালাল, হুসনা, বুরকাহ আল-আওয়াফ এবং মাশরাবাহ 'উম্ম ইবরাহীম।
৪০. ঐ;
৪১. আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ৫৩৬, সেখানে উল্লেখিত আছে যে তিনি ৪০০ দীনার দিয়ে কিনে ছিলেন। আরো দ্র. পৃ. ৫৩৫-৮ মদীনার কূপসমূহ যেখান থেকে রাসূল (সঃ) পানি পান করেছিলেন।
৪২. ওয়াকিদী, পৃ. ৭১।
৪৩. আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩৭২-৩, উল্লেখিত আছে যে একজন বন্দী হাকাম ইব্‌ন কায়সান মুসলমান হন, আর অপরজন 'উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বিন আবী উমায়াকে বন্দী মুক্তি পণ প্রদানের পর ছেড়ে দেয়া হয়। তুল. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ২৮৮; ওয়াকিদী, পৃ. ১৫; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ, ১০-১১; তাবারী, ২খ. পৃ. ৪১৩।
৪৪. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ২৮৩; ওয়াকিদী, পৃ. ৭১; আনসাবুল-আশরাফ ১খ. পৃ. ৩৭২।
৪৫. ওয়াকিদী, পৃ. ১০০, ১০২, ১০৩; উট বুঝাবার জন্যে সাধাণত তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, বা'ঈর, জামাল ও যাহর।
৪৬. ওয়াকিদী, পৃ. ১০৩। তাঁর সাফিয় ছিল বিখ্যাত তরবারী যূলফিকার। এটি ছিল মুনাব্বিহ

www.pathagar.com

ইবনুল-হাজ্জাজ-এর। যুদ্ধলব্ধ মালের ভাগ হিসাবে তিনি আবূ জাহল-এর উটই (জামাল) পেয়েছিলেন, অন্যান্য মুসলমানগণের মত কয়েক বছর পরে এটির মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল ১০০ বা'ঈর। আরো দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ ১৮-১৯; আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ১৯৪।

৪৭. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৯।

৪৮. ঐ, পৃ. ১০০-১।

৪৯. ঐ, পৃ. ৯৮।

৫০. তুল. ওয়াকিদী, পৃ. ৪০। তিনি লিখেছেন যে আবূ আযীয-এর মা('আবদুদ-দার/কুরায়শ বংশীয়) ছিলেন মক্কার অতি ধনাঢ্য মহিলা। সর্বোচ্চ মুক্তিপণ কত তা জানার পরেই তিনি ৪,০০০ দিরহাম শোধ করে ছেলেকে মুক্ত করেছিলেন।

৫১. বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্র. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৩১১-১৮; ওয়াকিদী; পৃ. ১৩৮-৪৪। আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩০১-৫।

৫২. ওয়াকিদী, পৃ. ১৪২-৪৩; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, পৃ. ৩০২-৩; তুল. ইবন ইসহাক, পৃ. ৩১২।

৫৩. তু. ইয়াকূবী, তারিখ, ২খ. পৃ. ৪৬; তিনি লিখেছেন যে ৬৮ জন বন্দী মুক্তিপণ দিয়েছিল। কিন্তু এই তথ্য অবশ্যই ভুল।

৫৪. ওয়াকিদী, পৃ. ১৭৮-৯; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ২৯-৩০। আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩৯। রাসূল (সাঃ)-এর সাফিয় ছিল ৩টি ধনুক, ৩টি তরবারী, ৩টি বল্লম এবং ২টি বর্ম।

৫৫. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৩৬১; ওয়াকিদী, পৃ. ১৮১-২ ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৩০-৩১; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ, পৃ. ৩১০।

৫৬. ওয়াকিদী, পৃ. ১৮৩; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৩১; আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ, ৩১০, এখানে দুটি হাদীসের একটিতে উল্লেখিত আছে যে যুদ্ধজয়ের মালের মধ্যে ছিল না'ম এবং শা' (উট ও ভেড়া)।

৫৭. ওয়াকিদী, পৃ. ১৮৩।

৫৮. ওয়াকিদী, পৃ. ১৯৮; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৩৬; আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩৭৪; তু. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৩৬৪। বলা হয় যে কুরায়শগণ বিপুল পরিমাণের অর্থ বাজী রেখেছিল। দুটি কুরায়শ গোত্র আবূ যামাহ এবং সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ৩,০০০ দিরহাম মূল্যের রূপার তাল ছাড়াও অতিরিক্ত ৩০০ মিসকাল রূপা ও সোনা খাটিয়েছিল। ঘটনাক্রমে এ থেকে জানা যায় যে মক্কাবাসীগণ রূপার তাল এবং দ্রব্যাদির ব্যবসা করত। ওয়াকিদীর বিবরণ থেকে (পৃ ১৯৭) এও জানা যায় যে বদরের যুদ্ধের ফলে মক্কাবাসীগণের সঙ্গে সিরিয়ার বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। 'কারণ উপকূলের অধিবাসীগণ রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল।' দ্র. ওয়াকিদী, পৃ ২৫-৬; বদরের যুদ্ধের আগে কুরায়শ কারাভাঁর মূল্য ছিল ৫০,০০০ দীনার। এর প্রধান পণ্য ছিল সোনা-রূপার তাল।

৫৯. ওয়াকিদী, পৃ ৩৪৫; তু. ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৫০; আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩৭৪-৫।

৬০. ওয়াকিদী, পৃ. ৩৭৪, ৩৭৭; ইব্‌ন সা'দ. ২খ. পৃ. ৫৮; আনাসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৩৯; তু. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৪৩৭-৩৯।

৬১. ওয়াকিদী, পৃ. ৪০৩-৪; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৬২; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৪০।

৬২. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ ৪৯৩; ওয়াকিদী, পৃ. ৪১১; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৬৪, সেখানে উল্লেখিত রয়েছে যে মুসলমানগণ ১০০ পরিবারকে ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তু. আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ পৃ. ৩৪১; সেখানে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে এটা তাঁর বিয়ের শর্ত ছিল।

৬৩. ওয়াকিদী, পৃ. ৪১২-১৩। ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৬৪, তথ্য সূত্র থেকে মনে হয়, রাসূল (সাঃ) এর সাথে জুওয়ায়রীয়াহ-র বিয়ের আগে এটা হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

৬৪. ওয়াকিদী, পৃ. ৪১২।

৬৫. ঐ. পৃ. ৪১২; পৃ. ৪১১।

৬৬. ঐ, পৃ. ৪১০; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৬৪; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৪২।

৬৭. ওয়াকিদী, পৃ. ৫১০, ৫১৩, ৫২১, ৫২২ প.; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৭৫; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৪৭।

৬৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৫২২-৩।

৬৯. ওয়াকিদী, পৃ. ৫২০, লিখেছেন যে সাবিতের সুপারিশক্রমে যুবায়র ইব্‌ন বাতা-এর পরিবারকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত, তাঁদের আমওয়াল, যথা, খেজুর বাগান, উট এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ফেরত দেওয়া হয়। অতঃপর তারা সাবিত-এর পরিবারের সঙ্গে বাস করতে থাকে।

৭০. ওয়াকিদী, পৃ. ৫১৪-১৫, লিখেছেন যে তাঁর সুপারিশক্রমে রিফা'আহ ইব্‌ন সামওয়ালকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

৭১. ওয়াকিদী, পৃ. ৫২৩।

৭২. ঐ, পৃ. ৫২৪; আবূ আস-সাহ্‌ম আল-ইয়াহূদী যিনি ১৫০ দীনার দিয়ে দু'জন নারী-বন্দীকে তাদের ৬ জন শিশু সন্তানসহ ক্রয় করেছিলেন সে বিষয়ে জানার জন্যে দ্র. ওয়াকিদী, পৃ. ৫২২-৩।

৭৩. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৩৪-৫, লিখেছেন যে এক জায়ূর ১০ ভেড়ার সমান। আরো দ্র. ইব্‌ন সা'দ. ২খ. পৃ. ৭৮; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৭৬।

৭৪. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৫০; ইব্‌ন সা'দ পৃ. ৮৫; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৭৭।

৭৫. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৫১-২; ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ৮৫; তু. আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩৭৭।

৭৬. ঐ

৭৭. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৫৫; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৮৭; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৭৭।
ভেড়ার সংখ্যা আমার হিসাব অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াকিদী বলেন যে খুমুস গ্রহণ করার পর ১৫ জন যোদ্ধার মধ্যে ২০টি উট বিতরণ করা হয়েছিল। প্রত্যেকে ২টি করে উট বা তার সমসংখ্যক ভেড়া পেয়েছিলেন। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৯টি উটের সমান ছিল ১০টি ভেড়া।

৭৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৫৯; তু. আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩৭৭।

৭৯. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৬৩; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৯০।

৮০. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৬৫, লিখেছেন যে তাঁকে রাসূল (সাঃ) এর নিকট উপহার দেওয়া হয়। তিনি তাঁকে হাযান ইব্‌ন ওয়াহব-এর নিকট বিয়ে দেন।

৮১. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৬৪, ৬৬৮, ৬৭২, ৬৮০। বিপুল পরিমাণ খাদ্যের মধ্যে ছিল যব, খেজুর, মাখন, (সামান), মধু, তেল (যায়ত) ও চর্বি (ওয়াদাক)। পাত্রগুলো ছিল সোনা, রূপা, পিতল এবং মাটির (ফাখ্‌খার)। সা'দ ইব্‌ন মু'আয এর কিল্লাতে পাওয়া গিয়েছিল ২০ ইকম (বাণ্ডিল) সূঁচীকাজ করা ইয়ামানী লিনেন এবং ১,৫০০ কাতিফা। আবি আল-হুকায়াক-এর পরিবারের অলঙ্কারের মধ্যে ছিল বাজুবন্দ(আসবিরা), চূড়ি (দামালিফ), খাড়ু (খালাখিল), ছোট আংটি (খাওয়াতিম), বড় আংটি (ফাতখ), কানের দুল (কীরাত)-সোনার এবং গাঁথা মুক্তার (নাযম) মালা, তাছাড়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা। যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে অন্যান্য জিনিসপত্র ও সম্পদাদিও থাকতে পারে। এগুলো ছাড়া অনেক বন্দীকেও ধরে নেয়া হয়েছিল। একটি বিবরণী অনুযায়ী বন্দী পাওয়া গিয়েছিল শুধু কাতিবাতে এবং আন-নাযার কেল্লাতে। কাতিবার কেল্লার বন্দীর সংখ্যা ছিল ২,০০০ বা কিছু বেশী। কিন্তু রাসূল (সাঃ) যখন তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন তখন তাদের সকলকে মুক্তি দান করেন এবং তাদের আমওয়াল ফেরত দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

৮২. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৮৮।

৮৩. ওয়াকিদী পৃ. ৭০৭।

৮৪. ঐ, পৃ. ৭১১।

৮৫. ঐ, পৃ. ৭১১।

৮৬. আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৭৯।

৮৭. ওয়াকিদী, পৃ. ৭২৭-৭২৮; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ১১৯-২০।

৮৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৭৫৩-৪; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ১২৭; তু. আনসাবুল আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৮০।

৮৯. ওয়াকিদী, পৃ. ৭৬৯, লিখেছেন যে এভাবে যুদ্ধ লব্ধ মালামাল যারা এনেছিল তাদেরকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে কোন খুমুস গ্রহণ করা হয়নি।

৯০. ওয়াকিদী, পৃ. ৭৭১।

৯১. ওয়াকিদী, পৃ. ৭৮০; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ১৩২; তু আনসাবুল আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৮১।

৯২. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৪৩-৪; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ১৩৪-৫।

৯৩. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৬৯২ পৃ.; ওয়াকিদী, পৃ. ৯৪৯-৫০ প.; ইব্‌ন সা'দ ২খ. ১৫৪।

৯৪. ইব্‌ন ইসহাক পৃ. ৬৬৭; তু. আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৮২, সেখানে বলা হয়েছে যে সাদাকাহ্, বন্ধ করে দেওয়ার কারণে তাদেরকে আক্রমণ করা হয়েছিল।

৯৫. ওয়াকিদী, পৃ. ৭৫৫; ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৬২।

৯৬. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৮৪, ৯৮৮; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ১৬৪; আনসাবুল আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩৮২।

৯৭. ওয়াকিদী, পৃ. ১২০৭, ১০২৯ ঃ ইব্‌ন সা'দ ২য়. পৃ. ১৬৬।

৯৮. ওয়াকিদী, পৃ. ১০৮০-১; ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ১৭০ঃ আনসাবুল আশ্‌রাফ ১খ. পৃ. ৩৮৪. সেখানে তিনি লিখেছেন যে, এই যুদ্ধে 'আলী কারো সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি এবং তিনি একাকীই সাদাকাহ নিয়ে এসেছিলেন। তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৩১-২ ভুলক্রমে লিখেছেন যে খালিদ যখন হামাদানের অধিবাসীগণকে ঈমান আনাতে ব্যর্থ হন তখন 'আলী-কে সেখানে পাঠানো হয়েছিল।

৯৯. কিতাবুল মুহাব্বার, পৃ. ১১২, সেখানে উল্লেখিত আছে যে কোন যুদ্ধ ছাড়াই বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল।

১০০. ওয়াকিদী, পৃ. ১৭৬-৮১। তু. বারাকাত আহমাদ পৃ. গ্র.

১০১. ইবন ইসহাক, ৩৬৩-৪ । ওয়াকিদী, ১৭৬, ১০২৯; সেখানে বলা হয়েছে যে সূক বনী কায়নুকা (অর্থাৎ বনূ কায়নুকাগণের বাজার) দীর্ঘদিন পর্যন্ত চালু ছিল। তু. আনসাবুল আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩০৯।

১০২. তারা ছিল 'কিল্লার অধিবাসী', কেননা তাদের নিজেদের কিল্লা হতে (হুসূন) বাস করত। দ্র. ওয়াকিদী, পৃ. ১৮১,৫৬৩, ৬৩৪, ৭২৯।

১০৩. ওয়াকিদী পৃ. ১৮১; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৩০৯।

১০৪. ইব্‌ন ইসহাক. পৃ. ৩৬৩; ওয়াকিদী, পৃ. ১৭৭।

১০৫. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৪৩৭-৩৯; ওয়াকিদী, পৃ. ৩৬৯, ৩৭২, ৩৭৪ প.।

১০৬. ঐ, পৃ. ৩৭৮।

১০৭. ওয়াকিদী, পৃ. ৩৭৮।

১০৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৩৭৭-৮; তু. ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৫৮, তিনি লিখেছেন যে সেগুলো উপহাররূপে বিতরণ করা হয়েছিল, অংশ হিসাবে নয়।

১০৯. ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২১; তু. আবূ ইউসুফ, কিতাবুল-খারাজ, বুলাক, কায়রো ১৩০২, হিঃ/১৮৮৪ খৃ.; ৩৯।

www.pathagar.com

১১০. ওয়াকিদী, পৃ. ৩৭৯।

১১১. ঐ, পৃ. ২৩; আরো দ্র. ঐ, পৃ. ১৮, ১৯, ২০, ২৪।

১১২. ওয়াকিদী, পৃ. ৩৭৯-৮০; তু. আবূ ইউসুফ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩৯, তিনি অবশ্য মত পোষণ করেন যে বনূ আন-নাযির এবং বনূ কুরায়যাহগণের কোন যমিন বিতরণ করা হয়নি। আরো দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ৫৮, তিনি খুবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে ওয়াকিদীর লেখা উদ্ধৃত করেছেন।

১১৩. ইব্‌ন সা'দ, ৩খ. পৃ. ১৩২-৩।

১১৪. ওয়াকিদী, পৃ. ৪৯৯, ৫০১, ৫০২, ৫২১ প.।

১১৫. ঐ, পৃ. ৭০, ৭৪।

১১৬. ঐ, পৃ. ৫২১-২২।

১১৭. ঐ, পৃ. ৫২১ প.।

১১৮. ইয়াহয়া ইব্‌ন 'আদম, পৃ. গ্র. পৃ. ৭০, ৭৪, সেখানে যুবায়র এবং জনৈক আনসারীর মধ্যে নিজেদের যমিনে সেচের জন্যে পানির পরিমাণ নিয়ে বিরোধের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

১১৯. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২১, তিনি বলেন যে, 'এর দুই ওয়াদী, আল-সূরায়র এবং খাস-এর মধ্যেই খায়বার বিভক্ত ছিল। নাতাত এবং আল-শিকের ১৮টি অংশ ছিল, তম্মধ্যে নাতাতের ছিল ৫ ভাগ এবং আল-শিকের ছিল ১৩ ভাগ। এই দুটি জায়গা ১,৮০০ ভাগে বিভক্ত ছিল।

১২০. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯০।

১২১. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২৫; ওয়াকিদী, পৃ; ৩৭৭-৮, ৬৮৯-৯২ পৃ. প. ; ইয়াহয়া ইব্‌ন 'আদম, পৃ. ২১-২; তাবারী; ৩খ.; পৃ. ১৯।

১২২. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯০. তিনি লিখেছেন যে উহা খেজুর এবং অন্যান্য ফসল আধাআধি বর্গা ভাগে দেওয়া হয়েছিল।

১২৩. পৃ. গ্রন্থ. পৃ. ৩৯।

১২৪. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২২। লিখেছেন যে কাতিবা ছিল ওয়াদী খাস।

১২৫. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯৩; তু. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২১।

১২৬. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯৩, লিখেছেন শা'ইর (যব); তু. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ২২, একটি দলীলে কামহ (গম) লিখেছেন। ওয়াসাক এবং সা'বিষয়ে দ্র. ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, পৃ. গ্র. ৯৬-১০০, তিনি সে সবের তুলনামূলক মূল্য এরূপ লিখেছেনঃ ১ ওয়াসাক-৬০ সা', বা ১ ওয়াসাক-৬০ কাফিয (আল-হাজ্জাজী), ১ সাল কাফিয-৮ রাতল। হাজ্জাযী কাফিযের ভিত্তি ছিল 'উমর-এর সা' (ঐ, পৃ. ১০০-১০১)।

১২৭. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯১। মোট উৎপাদনের পরিমাণ হবে এরূপঃ খেজুর ৮০,০০০ ওয়াসাক, যব ৩০,০০০ সা' এবং নাওয়া ১০,০০০ সা'।

১২৮. ঐ, পৃ. ৫১।

১২৯. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২৩-৪; ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯১ প.; তাবারী, ৩খ. পৃ. ২০-১।

১৩০. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২৩-৪৫২৫; ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯১। 'মূল্য নির্ধারণের পরে তিনি ইহুদীদেরকে বলতেন; তোমরা ইচ্ছা করলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার এবং আমি যে পরিমাণ নির্ধারণ করেছি তোমরা তার অর্ধেক প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেবে, এবং তোমরা যদি চাও তবে আমরা তা গ্রহণ করব এবং আমি যে পরিমাণ ধার্য করেছি তার নিশ্চয়তা আমরা প্রদান করব।' তুল. আবূ ইউসুফ, পূ. পৃ. ২৯। ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন যে একবার তিনি নাখলের (খেজুর) পরিমাপ করেছিলেন ৪০,০০০ ওয়াসাক। ইহুদীরা তাদের মহিলাদের কিছু জেওর একত্রিত করে এনে ঘুষ স্বরূপ দিয়ে বলেছিল, 'এ

www.pathagar.com

আপনাকে দিলাম, ভাগ করার সময়ে আপনি যদি কিছু পরিমাণ রেখে দেন (কাসম)।' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'হে ইহুদীরা, আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি, কিন্তু তথাপি আমি তোমাদের উপরে কোনরূপ অবিচার করতে চাই না।' দ্র. আবূ ইউসূফ পৃ. গ্র. পৃ; ৫১।

১৩১. ঐ, পৃ. ৫১।
১৩২. ঐ, পৃ. ৫২১-২।
১৩৩. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২২; ওয়াকিদী, পৃ. ৬৮৯-৯০।
১৩৪. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৮৯-৯০; ৭১৮-১৯।
১৩৫. ঐ।
১৩৬. ঐ, পৃ. ৫২২।
১৩৭. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯১।
১৩৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯৬ প.।
১৩৯. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২২-৩; ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯৩-৬; তু. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ২০-২২।
১৪০. ঐ, পৃ. ৫২৩।
১৪১. তু. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ২২।
১৪২. এই বিবরণের তারিখ যিলকাদা, ৭ম হিজরী/মার্চ, ৬২৯ খৃ. সময়ের যখন রাসূল (সাঃ) তাঁর শেষ 'উমরা ('উমরাতুল-কাযা) পালনের জন্যে রওনা হতে যাচ্ছিলেন; দ্র, ওয়াকিদী, পৃ. ৭১৪।
১৪৩. ওয়াকিদী, পৃ. ৭১৩-১৪।
১৪৪. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২৩; তু. ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, পৃ. ২৮; আবূ ইউসুফ, পৃ. ২৯।
১৪৫. ওয়াকিদী, পৃ. ৭০৬-৭; ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২৩; আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. ৫৩২; তাবারী ৩খ. পৃ. ১৫ প.।
১৪৬. ওয়াকিদী, পৃ. ৭১৩।
১৪৭. ঐ, পৃ. ৭০৭।
১৪৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৩৭৮; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৫১৯-২০।
১৪৯. তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৫।
১৫০. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫১৫, ৫২৫; তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৫।
১৫১. ঐ, পৃ. ৭১১, সেখানে বলা হয়েছে যে উমার শুধুমাত্র হিজাযের ইহুদীদেরকেই বহিষ্কার করেছিলেন। তায়মা' এবং ওয়াদীউল-কুরা সিরিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্র. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, পৃ. ২৪২।
১৫২. ওয়াকিদী, পৃ. ৭১১; আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ, পৃ. ৩৫২।
১৫৩. ঐ।
১৫৪. তু. ৪র্থ অধ্যায়।
১৫৫. ঐ, পৃ. ১২।
১৫৬. ওয়াকিদী, পৃ. ৪১০, ৫২৩-৪, ৬৯৭, ৭৮০; ইব্‌ন সা'দ ২খ., পৃ. ৭৫ প.; উসদ ৪খ. পৃ. ৩৩৪।
১৫৭. ডি, সি, ডেনেট, জুনিয়র, কনভারশন এ্যান্ড দি পোল ট্যাকস আর্লি ইসলাম, কেম্ব্রিজ, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫০ খৃ. সেখানে বিষয়টি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। আরো দ্র. ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, পৃ. ৫৩-৪, এবং আবূ ইউসুফ, পৃ. ৩৩, ৩৮ প, সেখানে জিযয়ার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
১৫৮. তু. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ২২. সেখানে বলা হয়েছে যে, 'তারা যদি জিযয়া প্রদান করে তবে

www.pathagar.com

তাদেরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হবে, এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না---।'

১৫৯. তু. মজামূয়াতুল-ওয়াসাইক (পত্র নং ৫৭, ৫৮ ও ৫৯), পৃ. ৫৬-৫৮; কাত্তানী; ১খ. পৃ. ৩৯২।

১৬০. ঐ, পৃ. ৬০-৬১।

১৬১. ঐ, (পত্র নং ৬৩, ৬৪), পৃ. ৬১-৬২।

১৬২. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ৮১-৮২। তুল. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, পৃ. ৩৫৯-৬০। সেখানে এর ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। আরো দ্র. কাত্তানী ১খ. পৃ. ৩৯২।

১৬৩. ঐ, পৃ.১০৬-৭।

১৬৪. ঐ, পৃ. ১১০-১।

১৬৫. ঐ, পৃ. ১১১-২।

১৬৬. ওয়াকিদী, পৃ. ১০৩০।

১৬৭. ঐ, পৃ. ১০৩১। তুল. ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, পৃ. ৫৪; তিনি বলেন যে জিযয়া শুধুমাত্রা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের উপরে ধার্য করা হয়েছিল; আমাদের আইনবেত্তাগণের সাধারণ মতে নারী ও শিশুগণকে এই কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তবে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আমর ইব্‌ন হাযমকে লিখিত পত্রে বিশেষভাবে প্রদত্ত আদেশ সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৬৮. ওয়াকিদী, পৃ. ১০৩২।

১৬৯. ওয়াকিদী, পৃ. ১০৩২; তুল. মাজমূয়াতুল ওয়াসাইক, পৃ. ৩৬।

১৭০. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ৩৬।

১৭১. ঐ, পৃ. ৫৪।

১৭২. ঐ, ১খ. পৃ. ৩৯২, তিনি বুখারী এবং আবূ দাউদ বর্ণিত দুটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে এই সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

১৭৩. তুল. মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, আল-মুজামুল মুফাহহারাস লি আলফাজুল কুরআনুল করীম, কায়রো ১৯৫৩ খৃ. দ্র. যাকাত. পৃ. ৩৩১-২।

১৭৪. রাসূল (সাঃ) এর দলীলে শব্দটির ব্যবহারের বিষয়ে জানবার জন্য দ্র. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক. পৃ. ৪২-৩, ৭৮-৯, ১১০-১২ প.।

১৭৫. ওয়াকিদী, পৃ. ১০৮৪-৫। তুল. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১০৬, সেখানে গবাদি পশু ও যমিনের উৎপাদনের যাকাত আলোচিত হয়েছে। আরও দ্র. আবূ ইউসুফ পৃ. ৪৩-৪৫

১৭৬. ঐ, পৃ. ১০৮৫। এ রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নাজরানের ওয়ালী ইব্‌ন হাযমকে লিখিত পত্রেও একই বিষয় পাওয়া যায়। দ্র. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১০৯। আরও দ্র. ঐ. পৃ. ১১০-১২, ১৬৭-৭০। তুল. ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম. পৃ. ৭৮-৮১।

১৭৭. ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, পৃ. ৯৬। ওজনের বিষয়ে দ্র. ঐ. পৃ. ৯৮-১০০।

১৭৮. ঐ, পৃ. ১০৫। আরও দ্র. পৃ. ১০৯, সেখানে আবূ মূসা আল-আশ্‌য়ারীর সম্বন্ধে একই বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১৭৯. ঐ, পৃ. ১২২। এখানে বলা হয়েছে যে সুফিয়ান আস-সাওরীর মতে এ ছিল উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ।

১৮০. আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ৪খ. পৃ. ১৫০।

১৮১. সুনান, কাত্তানী কর্তৃক উদ্ধৃত, ১খ. পৃ. ৪০০।

১৮২. আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ. পৃ. ৫৩০।

www.pathagar.com

১৮৩. এ বিষয়ে দ্র. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ৪০, ৪২-৪৩, ৬২-৬৪, ৬৭-৬৮, ৭০-৭১, ৭৮-৭৯ প।

১৮৪. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, পৃ. ২৫৩-৪, তিনি বলেছেন যাকাত আইন সঙ্গত সহায়তা বা ভিক্ষা এই বিশেষ অর্থ কিভাবে লাভ করল সেই সমস্যাটি রাসূল (সাঃ) এর জীবনী আলোচনার বহির্ভূত বিষয়, কারণ পরিবর্তনটি এসেছিল পরে। তবে এরূপ মনে করার কারণ নেই যে রাসূল (সাঃ) এর জীবনকালে সকল মুসলমানের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

১৮৫. মাওজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ৪০।

১৮৬. ঐ, পৃ. ৪২।

১৮৭. ঐ, পৃ. ৪২।

১৮৮. ঐ, পৃ. ৭৮-৯।

১৮৯. ঐ, পৃ. ১০০-১১।

১৯০. ঐ, পৃ. ১২০ প.।

১৯১. ঐ, পৃ. ১৪৭-৮।

১৯২. ঐ, পৃ. ১৭০-২।

১৯৩. ঐ, পৃ. ১৬৬, ১৯৫ প.।

১৯৪. ঐ, পৃ. ১১১-২।

১৯৫. ঐ, পৃ. ১৬৪।

১৯৬. ঐ, পৃ. ৭০-৭১। তুল. ঐ, পৃ. ৭০, সেখানে দামা নামক উমানের একটি গ্রামের অধিবাসীগণের কাছ থেকে যাকাত দাবী করার বিষয় দেখা যেতে পারে।

১৯৭. ঐ, পৃ. ৬৩-৪।

১৯৮. ঐ, পৃ. ৬৭-৮। তুল. কিতাবুল-মুহাব্বার, পৃ. ৭৭, সেখানে বর্ণিত আছে যে বাহরায়নের অধিবাসীগণ তাদের যাকাত আল-'আলা ইবনুল-হাযরামীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিল, পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ (সম্ভবতঃ দিরহাম, লেখক তা পরিষ্কারভাবে বলেন নি।) সেখানে এও বলা হয়েছে যে সেটাই ছিল রাসূল (সাঃ) এর ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীতে প্রেরিত প্রথম মাল (কর বা সম্পদ)।

১৯৯. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক. পৃ. ১২৮-৩০।

২০০. ঐ, পৃ. ১৪৯।

২০১. ঐ, পৃ. ১৬৫; ঐ, পৃ. ১৬৭-৭০।

২০২. ঐ, পৃ. ১০৪-৭।

২০৩. সূরা তওবা, আয়াত ১০৩ ;

২০৪. তু. ওয়াকিদী আসহাবুন-নুযূল, কায়রো সম্পা., তা. বি., পৃ ১৮৯-৯০।

২০৫. তাবারী. ৩খ., পৃ. ১২৩-৪।

২০৬. তাবারী, ৩খ., পৃ. ৯৫।

২০৭. ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৫০ প.। ওয়াকিদী, পৃঃ ৯৭২ প.। ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১৬০। আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ., পৃ. ৫২৯-৩১। তাবারী ৩খ., পৃ.১৪৭। 'উসদ, ৫খ., পৃ. ৯০-৯২। তুল, ইব্ন খালদূন, ১খ., পৃ. ৭৮৩-৪। যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৩৬৮। কাত্তানী, ১খ., ২৮৩। সিয়ায়াহ বিষয়ে দ্র. কাত্তানী, ১খ., বিশেষভাবে পৃ. ৪১০।

২০৮. তাবাকাত, ১খ. পৃ. ২৭০। তুল. মাজামূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৫৭। আরো দ্র. কাত্তানী, ১খ., পৃ. ৩৯২. তিনি আবূ দাউদ-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, রাসূল (সাঃ) কিভাবে নিজ কওমের লোকদের কাছ থেকে সাদাকাহ আদায় করতে হবে তার উত্তর আস-সাকাফীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

২০৯. ইব্ন ইসহাক, পৃ. ৬৪৪। ওয়াকিদী, পৃ. ৯৭৪। ইব্ন সাদ, ২খ., পৃ. ১৬০।

২১০. তুল. মাজমুয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৬৫।

২১১. নাসাঈ, পৃ. ৩৯০ শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত, ২খ., পৃ. ৭৫।

২১২. ঐ।

২১৩. তাবারী, ৩খ., পৃ. ৩৮৯-৯০। ইব্ন 'আসাকির, তারিখ মদীনাতু দিমাশক, সম্পা. সালাহ্উদ্দীন আল-মুনাজ্জিদ, দামেশক ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৪৫৩। ইব্ন খালদূন, ২খ., পৃ. ৮৯৮-৯৯।

২১৪. তুল. সংযোজনী (গ-১) ।

২১৫. তুল. ঐ।

২১৬. মুসলিম, কিতাবুস্-সাদাকাত।

২১৭. বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুস্-সাদাকাত। তাবারী, ৩খ., পৃ. ১২২।

২১৮. ঐ, পৃ. ৬৯৬-৭। তুল. সিহাহ্, কিতাবুস্-সাদাকাত, সেখানেও এই একই কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে।

২১৯. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৭৩। ইব্ন সাদ, ২খ., পৃ. ১৬০। তুল, তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৪৭, তিনি কোন নির্দিষ্ট তারিখ দেননি, যদিও উল্লেখ করেছেন যে তারা ১০হি ৬৩১-২ সালের ঘটনাবলীর বিবরণী প্রেরণের কথা উল্লেখ করেছেন। আনসাবুল-আশ্রাফ, ১খ., পৃ. ৫২৯-৩১, সেখানে কোন তারিখ উল্লেখিত নেই। আরও দ্র. যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৩৬৮।

২২০. ঐ, ৩খ. পৃ. ১৭৪।

২২১. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৭৩-৪। ইব্ন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৬০।

২২২. ঐ, উয়ায়নাহ সম্বন্ধে ওয়াকিদীর বিবরণ কিছুটা বিভ্রান্তিজনক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এতে তাঁর নামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তুল. যুরকানী, ৩খ., পৃ. ২৬৮-৯।

২২৩. ঐ।

২২৪. ঐ, ৩খ., পৃ. ১৪৭। উল্লেখিত কর্মকর্তাগণের মধ্যে যিয়াদ ইব্ন লাবীদকে পাঠানো হয় হাযরামাওতের সাদাকাহ আদায়ের জন্যে, আর আলী ইব্ন আবী তালিবকে নাজরানের অধিবাসীগণের নিকটে পাঠানো হয় সাদাকাহ ও জিযয়া আদায়ের জন্যে। এখানে কাত্তানী কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রসঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক। তথ্য-সমূহে বলা হয়েছে যে, আলী কে যে নাজরানের সা'ঈ (কর আদায়কারী) নিযুক্ত করা হয়েছিল, তা বিশ্বাস ও গ্রহণ করা কঠিন। কেননা আলী ইব্ন আবী তালিব ছিলেন বনূ হাশিম গোত্রের এবং সে হিসাবে তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হতে পারতেন না। কিন্তু নাসাঈ সংকলিত একটি হাদীস অনুসারে রাসূল (সাঃ) তাঁকে সংগ্রাহক (ইসতা মালাহু) নিয়োগ করেন নি, করেছিলেন আম্মারাহু (গভর্নর)। কাজী আয়ায একমত পোষণ করে বলেন যে তাঁকে হয়ত অবৈতনিকভাবে (ইহতিসাবান) সাদাকাহ সংগ্রাহক নিযুক্ত করা হয়ে থাকতে পারে, অথবা তাঁকে হয়ত সাদাকার দায়িত্ব ছাড়াই আমালা (গভর্নর) নিযুক্ত করা হয়ে থাকবে। কিন্তু শেষোক্ত মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, কেননা জানা যায় যে তিনি ইয়ামান থেকে সাদাকাহ এনে রাসূল (সাঃ) কে দিয়েছিলেন। কাত্তানীর মত যে তিনি মুস্তাওফীরূপে-অর্থাৎ ইমাম কর্তৃক প্রেরিত হয়ে সংগ্রাহকগণের (উম্মাল) কাছ থেকে কর (মাল) সংগ্রহ করে ইমামের নিকট এনে দিতেন, তাতে করে সংগ্রহকরণের দায়িত্ব লাঘব হত। এটা খুবই বোধগম্য, কেননা এটাই বেশী সঠিক বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে তিনি আবূ হুরায়রা ও কুদামাহর একই মর্যাদায় কাজ করেছিলেন। তাঁদেরকে রাসূল (সাঃ) বাহরায়ন পাঠিয়েছিলেন মুনযির এবং আল- ইবনুল হাযরামী গোত্রীয়গণের কাছ থেকে সাদাকাহ ও জিযয়া আদায় করতে। দ্র. কাত্তানী, ১খ., পৃ. ৪১০, সেখানে আলীর উক্ত মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

২২৫. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৪৯৩। ওয়াকিদী, পৃ. ৯৮০-১। ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১৬১। তুল. উস্‌দ, ৫খ., পৃ. ৯০-১। ইব্‌ন খালদূন, ১খ., পৃ. ৭৮৩-৪। এছাড়া উর্দুতে আমার লেখা তাঁর জীবনীও দেখা যেতে পারে।

২২৬. আমার উল্লেখিত বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২২৭. আবূ বকর এর অধীনে তিনি একজন ওয়ালী নিযুক্ত হয়ে কুযাআহ্‌র গোত্রের সাদাকাহ্‌ সংগ্রহের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। পরে এই পদ ত্যাগ করে তিনি জিহাদে যোগদান করেন। উমর এর অধীনে তিনি আরব জাযিরার (মেসোপটেমিয়া বা ইরাক) সম্মানজনক ওয়ালী (গভর্নর) নিযুক্ত হন। দ্র. তাবারী ২খ., পৃ. ৫৮৮; ৩খ., পৃ. ১৫৪. ১৫৮। ফুতূহুল-বুলদান পৃ. ১৮৫-৬। ইবনুল, আসীর, কামিল, ২খ., পৃ. ২০৫।

২২৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৮৯১; ইব্‌ন সা'দ, ২খ. ১৬১-৬২।

২২৯. আনসাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ., পৃ. ৫৩০-১।

২৩০. ঐ, ১খ., পৃ. ২৭০-২৭২-৩। তুল. তাবারী ২খ., পৃ. ১৭৮।

২৩১. তাবারী, ৩খ., পৃ. ৯৫. ১৭৮।

২৩২. তাবারী, ৩খ. পৃ. ৯৫, ১৭৮।

২৩৩. ঐ. ৪খ. পৃ. ২৫০।

২৩৪. ঐ, ৪খ. পৃ. ৪-৬, দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ৭খ. পৃ. ৪০৪, উস্‌দ, ৪খ. পৃ. ৫ ইসাবাহ, ৪খ. পৃ. ২৫৮, ইব্‌ন সা'দ, ৫খ. পৃ. ৪৪৪-৫ লিখেছেন যে তাঁর সদর দফতর ছিল তাবালাহতে।

২৩৫. ঐ, ১খ. পৃ. ৫৯-৬১।

২৩৬. ঐ. ৪খ. পৃ. ৩৮৫-৭; ইব্‌ন খালদূন, ১খ. পৃ. ৮৩৫। আকয়াল এবং সবগুলোর সঙ্গে ওয়াইলের সম্বন্ধের বিষয়ে জানবার জন্যে দ্র. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক. পৃ. ১৭৮।

২৩৭. ঐ, ৩খ; পৃ. ১০৬-৭ এবং ২খ. যথাক্রমে পৃ. ২১৩।

২৩৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৮৫৯-৬০, তাবারী, ৩খ. পৃ. ৫৯; ইব্‌ন খালদূন, ১খ, পৃ. ৮০৭।

২৩৯. দ্র. কাত্তানী ১খ. পৃ. ৩৯৬।

২৪০. কাত্তানী কর্তৃক, ১খ. পৃ. ৩৯৬ ও ২৬৫-তে যথাক্রমে তাঁর নিযুক্তি ও বেতনের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

২৪১. দ্র. কাত্তানী ১খ. পৃ. ২৩৭।

২৪২. আত্‌-তুরুকুল-হিকমিয়্যাহ ফি আস সিয়া সাতুশ-শারাঈয়া পৃ. ২২৭। কাত্তানী কর্তৃক উদ্ধৃত, ১খ. পৃ. ২৩৭।

২৪৩. আবূ দাউদ, আরযাকুল 'উম্মাল। তুল. বুখারী, বাব রিযকুল হুক্‌কাম ওয়া আল আমিলিন আলায়হা; মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক, কাত্তানী, ১খ.।

২৪৪. সূরা আত-তাওবা, ৫ঃ ৬০।

২৪৫. তাবাকাত, খ. পৃ. ৫২৮।

২৪৬. ঐ, পৃ. ৫২৯।

২৪৭. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৪১-২।

২৪৮. ঐ. ১খ. পৃ. ৩৩৪-৫।

২৪৯. উস্‌দ, ৩খ, পৃ. ৩৮৪, সেখানে লিখিত আছে যে উসমান ইব্‌ন আমর আদ দু'ঈল ছিলেন তাঁর কওমের স্থানীয় প্রশাসক। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে তিনি তাদের সাদাকাও আদায় করতেন।

২৫০. উস্‌দ, ১খ. পৃ. ৩০৬, সেখানে বলা হয়েছে যে তাঁদেরকে জুহায়নাহ্‌ গোত্রের সাদাকাহ্‌ আদায়ের

www.pathagar.com

দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তুল. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ; ১৩৮-৯, ১৪২, সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে তাঁরা বিভিন্ন গোত্রীয় লোকজন ও পরিবারকে তাদের গবাদি পশু, আল-খুমুস এবং আল-উশর-এর সাদাকাহ দিতে বলতেন।

২৫১. উসদ, ২খ. পৃ. ২৭৬।

২৫২. ইব্‌ন হিশাম, ২খ. ৬০০। ইব্‌ন সা'দ, ১খ. পৃ. ৩২২। তাবারী, ৩খ. ১৪৭। উস্‌দ, ৩খ. পৃ. ৩৯২-৪। ইব্‌ন খালদূন, ১খ. পৃ. ৮৪৩।

২৫৩. ইব্‌ন সা'দ, ১খ. পৃ. ২৭০। উস্‌দ, ৫খ. পৃ. ২৫০।

২৫৪. ঐ, ১খ. পৃ. ৩৯৬।

২৫৫. ঐ, পৃ. ৫৯।

২৫৬. ঐ, ১খ. পৃ. ৩৯৭, ইসাবাহর বরাতে বিবরণী।

২৫৭. ঐ, ১খ. পৃ. ৩৯৭-৮। খুযায়মাহর জন্যে সাঈ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২৫৮. উস্‌দ, ৫খ. পৃ. ৭৫।

২৫৯. তুল, মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৮৫, সেখানে বর্ণিত আছে যে যামীল ইব্‌ন আমরকে উযরাহ মুসলিম এবং প্রকৃতি পূজারী উভয়ের জন্যেই প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য চাওয়া হয়েছিল।

২৬০. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৬১। উস্‌দ, ৫খ. পৃ. ৯৯। তুল. মাজমূয়াতুল ওয়াসাইক, পৃ. ১৬৮-৭০। সেখানে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক কালব গোত্রের নিকটে সাদাকাহ প্রদানের জন্যে লিখিত সূত্রের উল্লেখ রয়েছে।

২৬১. ঐ।

২৬২. ঐ।

২৬৩. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ৪২-৩।

২৬৪. ঐ, পৃ. ৪২।

২৬৫. ঐ, পৃ. ১৬৫।

২৬৬. ঐ, পৃ. ১৬৬।

২৬৭. ঐ, পৃ. ৭৮।

২৬৮. ঐ, পৃ. ৭৯।

২৬৯. ঐ, পৃ. ১৬৪।

২৭০. ঐ. পৃ. ১২৮-৩০।

২৭১. উস্‌দ, ৫খ. পৃ. ৮১। ইব্‌ন খালদূন, ১খ. পৃ. ৮৩৫।

২৭২. ইব্‌ন হিশাম, ২খ. পৃ. ৬০০। তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৪৭। উসদ, ২খ. পৃ. ১৯৪-৫, ৩৬৯-৭০; ৩খ. পৃ. ২৭-৮; ৪খ. পৃ. ২১৯-২১, ২৯৫; ৫খ. পৃ. ১৬৭। ইব্‌ন খালদূন, ১খ. পৃ. ৮৪৩। তুল. কাত্তানী, ১খ. পৃ. ৩৯৭-৮।

২৭৩. উস্‌দ, ২খ. পৃ. ১১৬।

২৭৪. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ৬৭-৬৮; ইব্‌ন সা'দ, ১খ, পৃ. ১৬২-৬৩।

২৭৫. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৩১।

২৭৬. কিতাবুল মুহাব্বার, পৃ. ৭৭।

২৭৭. আল-মা'আরিফ, পৃ. ৩০২।

২৭৮. ঐ, ১খ. পৃ. ৩৯৮-৯৯।

২৭৯. ঐ, ১খ. ৩৯৯।

২৮০. ঐ।

www.pathagar.com

২৮১. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯১।
২৮২. ইব্‌ন হিশাম, ২খ. পৃ. ৩৫৪। তাবারী ৩খ. পৃ. ১০। ইব্‌ন খালদূন ১খ. পৃ. ৭৯৬। উস্‌দ, ১খ. পৃ. ২৬৫।
২৮৩. ইব্‌ন খালদূন, ১খ. পৃ. ৭৯৬। তুল. উস্‌দ, ২খ. পৃ. ২৩২।
২৮৪. ঐ, ৪খ. পৃ. ১০৭-৮।
২৮৫. ঐ, ৫খ. পৃ. ১৬৯। তুল. কাত্তানী, ১খ. পৃ. ৪০০-১।
২৮৬. উস্‌দ, ৪খ. পৃ. ১৭৮-৯, কাত্তানী ১খ. পৃ. ৪০০।
২৮৭. কাত্তানী, ১খ. পৃ. ৪০০।
২৮৮. তুল, কাত্তানী, ১খ. পৃ. ৪০০।
২৮৯. আনসাবুল-আশরাফ, ৪খ. পৃ. ১৫০।
২৯০. উস্‌দ, ৫খ. পৃ. ২০৫। কাত্তানী, ১খ. পৃ. ৪০০।
২৯১. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ২৮৬। ওয়াকিদী, পৃ. ১২। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ৯। আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ, ২৮৭।
২৯২. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৬৮। ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৬৭।
২৯৩. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৬৯-৭০। ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৬৭। তুল. আনসাবুল-আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩৭৮, ৪৭৯-৮০, বলা হয়েছে যে রাসূল (সাঃ) তাঁকে তাঁর গবাদি পশু চরানোর জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন। তুল. তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৭২।
২৯৪. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৪৮৬।
২৯৫. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৩৮-৯। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ৮০-৮১; আনসাবু'ল আশরাফ, ১খ. পৃ. ৩৪৮। তুল. কাত্তানী ১খ. পৃ. ৩৩৯, লিখেছেন যে যার্‌র ইব্‌ন আবী যারর (আবূ যর বা আবূ জর) আল-গিফারী ছিলেন গাবাহতে রাসূল (সাঃ) এর উটের রাঈ (চারণকারী) পক্ষান্তরে আরীব আল-মালিকী নামক একজন অজ্ঞাত মুসলিম ছিলেন রাষ্ট্রীয় চারণকারী।
২৯৬. ওয়াকিদী, পৃ. ৪২৫-৬। উমার এর খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধের ঘোড়ার সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।
২৯৭. উস্‌দ, ৩খ. পৃ. ৩৫৩।
২৯৮. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৭৩। তুল, মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৫৯। মুজামুল বুলদান, ৫খ. পৃ. ৩৬১, ওয়াজ্জ বিষয়ে জানার জন্যে।
২৯৯. তুল, ওয়াট, মুহাম্মাদ এট মদীনা পৃ. ৮৪।
৩০০. ইব্‌ন সা'দ, ৩খ. পৃ. ৫১, তাঁদের কাতিয়া অবস্থিত ছিল আসাদ যুবায়রের বাগিচা এবং বনূ মাযিনের বাগিচার মাঝখানে।
৩০১. ঐ, ৩খ. পৃ. ৫৬। তাঁর কাতিয়ার উত্তাধিকারী হন তাঁর বংশধরগণ, তাঁরা ইব্‌ন সাদ-এর সময় পর্যন্ত সেখানে বসবাস করেন।
৩০২. ঐ, ৩খ. পৃ. ১০৩-১০৪।
৩০৩. ঐ, ৩খ. পৃ. ১২৬ ও ১৫২। আবদুল্লাহ্‌ ও তাঁর ভাই উতবার কাতাই' অবস্থিত ছিল মসজিদে নববীর সংলগ্ন যমিনে।
৩০৪. ঐ, ৩খ. পৃ. ১৩৯।
৩০৫. ঐ, ৩খ. ১৬১। তিনি কাতিয়া পেয়েছিলেন বনূ হুদায়লগণের যমিন থেকে, সেখানে বসবাসের জন্যে তাঁকে দাওয়াত করে নিয়ে গিয়েছিলেন উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব।
৩০৬. ঐ, ৩খ. পৃ. ১৭৫। তাঁর বাড়ী যে বড় মসজিদের নিকটে রাসূল (সাঃ) এর বাড়ীর সংলগ্ন ছিল এটা সুবিদিত বিষয়। তুল. আবূ ইউসুফ, পৃ. ৩৪।
৩০৭. ঐ, ৩খ. পৃ. ২১৬।

www.pathagar.com

৩০৮. ঐ, ৩খ. পৃ. ২৪০।
৩০৯. ঐ, পৃ. ২৪৪। তিনি নিজ কাতিয়া পেয়েছিলেন বনূ যুরায়কদের এলাকায়।
৩১০. ঐ, পৃ. ২৫০।
৩১১. ঐ. পৃ. ২৭২। তুল. আবূ ইউসূফ পৃ. ৩৪।
৩১২. ঐ, পৃ. ৩৯৬।
৩১৩. ইব্‌ন সা'দ ৬খ. পৃ. ২৫৩।
৩১৪. ঐ, ৪খ. পৃ. ৯-২০।
৩১৫. ঐ, ৪খ. পৃ. ২৩।
৩১৬. ওয়াকিদী, পৃ. ২০।
৩১৭. ইব্‌ন সা'দ ৩খ. পৃ. ১৪; ৪খ. পৃ. ২৫৩। তুল. ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, পৃ. ৭৪, তিনি লিখেছেন যে যুবায়র-এর কাতিয়া অবস্থিত ছিল এক হাররার (লাভাক্ষেত্র) জায়গাতে (শারজ). তা ছিল মদীনার সবচেয়ে উর্বর জায়গা।
৩১৮. ঐ, ৪খ. পৃ. ৩১৩।
৩১৯. উস্‌দ, ৪খ. পৃ. ৩২৩।
৩২০. তু. সুপরা।
৩২১. উসদ, ৫খ. পৃ. ৫৭।
৩২২. আবূ ইউসুফ. পৃ. ৩৪। ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, পৃ. ৬৫।
৩২৩. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৪৬-৭। তুল. আবূ ইউসূফ, পৃ. ৩৫। মাওয়ারদী, আল-আহকামুল সুলতানিয়াহ, কায়রো, সম্পা, তা, বি, পৃ. ৩৪২। আবূ দাঊদ, ২খ. পৃ.৩২।
৩২৪. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬৭।
৩২৫. উস্‌দ, ৪খ. পৃ. ৩৯৮।
৩২৬. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৪২, যে সকল যাযাবর লোক পশুপালন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত তাদের গবাদি পশুর উপরে যাকাত ধার্য করা হয়েছিল।
৩২৭. ঐ, পৃ. ১৪১।
৩২৮. ঐ, পৃ. ১৪০। তুল. ইব্‌ন সা'দ, ৪খ. পৃ. ৩৫৩, তিনি হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কালবীর বরাত দিয়ে বলেছেন যে রাসূল (সাঃ) তাঁকে কাতিয়াস্বরূপ যূ মারর দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন যে তিনি এই হাদীস অন্য আর কারো কাছ থেকে শুনেন নি।
৩২৯. উস্‌দ ৫খ. পৃ. ৩০, ৩খ. পৃ. ৩৫১, ।
৩৩০. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৪৯।
৩৩১. ঐ, পৃ. ১৮৫
৩৩২. ঐ, পৃ. ১৮২।
৩৩৩. ঐ, পৃ. ১৯৩।
৩৩৪. ঐ, পৃ. ১৮০-৪।
৩৩৫. ঐ।
৩৩৬. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৮৪।
৩৩৭. ঐ।
৩৩৮. ঐ, পৃ. ১৯১।
৩৩৯. ঐ, পৃ. ১৯০।
৩৪০. ঐ, পৃ. ১৯৭।
৩৪১. ঐ. পৃ. ১৭৭-৮। সম্ভবতঃ এটা বিখ্যাত ইরান ভূখণ্ড ছিল না।
৩৪২. ঐ, পৃ. ১৮৮-৯।

www.pathagar.com

৩৪৩. ইব্‌ন সা'দ ৪খ, পৃ. ৩৫৬।
৩৪৪. তুল. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৯৩।
৩৪৫. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৫৭।
৩৪৬. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ, ৪৩-৫। তুল, ওয়াট, মুহাম্মদ এট দীনা, পৃ. ১১২।
৩৪৭. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ৭৩-৭৭। সেখানে অন্ততঃ ৮টি ইকতার উল্লেখ রয়েছে।
৩৪৮. ঐ, পৃ. ৭৭।
৩৪৯. উস্‌দ, ৫খ. পৃ. ৬৮।
৩৫০. ঐ।
৩৫১. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ৬৫-৬। তুল, উস্‌দ, ৪খ, পৃ. ৩০০।
৩৫২. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ. ১৩৭।
৩৫৩. ঐ, পৃ. ৬৮-৯।
৩৫৪. ঐ।
৩৫৫. ঐ। দ্র.
৩৫৬. ঐ, পৃ. ১৬৫।
৩৫৭. ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, পূ. গ্র. পৃ. ৬৭।
৩৫৮. ঐ, পৃ. ৬৫।
৩৫৯. ওয়াকিদী, পৃ, ৩৭৯ প. ৬৯৩ প.। তুল. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২২ প.।
৩৬০. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯৩-৪, সেখানে আরো বলা হয়েছে যে উভয়ে মিলিত ভাবে ৩০০ ওয়াসাক পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে ২০০ ওয়াসাক পেয়েছিলেন ফাতিমা (রা.)। তুল, ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৫২২, তিনি লিখেছেন যে ফাতিমা ২০০ বোঝা এবং আলী মাত্র ১০০ বোঝা পেয়েছিলেন।
৩৬১. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯৪, লিখেছেন যে তাঁকে ১৫০ ওয়াসাক দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে ৪০ ওয়াসাক ছিল শাঈর-এর, আর ৫০ নাওয়া-এর। তুল, ইব্‌ন ইসহাক, পৃ, ৫২২, লিখেছেন যে, উসামাহ পেয়েছিলেন ২০০ ও ৫০ বোঝা খেজুর।
৩৬২. ওয়াকিদী, পৃ, ৬৯৪। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এটা মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান-এর কাছে তাঁর খিলাফতের আগে কোন এক সময়ে বিক্রী করে দেয়।
৩৬৩. ওয়াকিদী, পৃ. ৬৯৫, লিখেছেন যে, ৪০ ওয়াসাক দেওয়া হয়েছিল তাঁর দুই পুত্রকে। তুল. ইব্‌ন ইসহাক পৃ, ৫২২-৩, লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ্ এবং তাঁর দু'কন্যা পেয়েছিলেন ৯০ ওয়াসাক, তন্মধ্যে ৪০ ওয়াসাক ছিল তাঁর দুই পুত্রের জন্যে।
৩৬৪. ওয়াকিদী পৃ, ৬৯৫, তাঁদের নাম দিয়েছেন।
৩৬৫. মাজমূয়াতুল-ওয়াসাইক, পৃ, ১১৫-৬।
৩৬৬. ঐ, পৃ. ২৩।
৩৬৭. ওয়াকিদী, পৃ, ১০০৬।
৩৬৮. তুল, আল মাওয়ারদী, আল আহকামুস সুলতানীয়া, উর্দূ অনুঃ এস, এম, ইবরাহীম, করাচী ১৯৬৫, পৃ. ২৬২-৩ প.।
৩৬৯. ওয়াকিদী পৃ, ৬৯৭-৯৯ তুমাহর উত্তরাধিকারের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।
৩৭০. ঐ, পৃ. ৬৯৭-৮।

www.pathagar.com

অধ্যায়- ৬

রাসূল (সাঃ)-এর আমলে ধর্মীয় সংগঠন

সে আমলে ধর্ম ও রাষ্ট্র ছিল পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত এবং রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত চরিত্রে একযোগে ধর্মীয় সংস্কারকের গুণাবলী এবং রাজনৈতিক নেতার ক্ষমতার সমন্বয় ঘটেছিল। আধুনিক সংগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম ধর্মে বস্তুত রাষ্ট্র ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। একথা সুবিদিত যে ইসলামে মানুষের সকল কর্মকান্ডের যথা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোর বিকাশের সুযোগ রয়েছে। এই ধারণার বাস্তবরূপ আমরা দেখি রাসূল (সাঃ) এর মাঝে। কোন কাজকে ভিন্ন কিছুর বলে ঘোষণা না করলে তিনি আর যা কিছু করেছিলেন সেই সকলই ছিল ধর্মের প্রয়োজনে। কারণ তাঁর কথা (কাওল), কাজ (আমল) ও অনুমোদন (তাকরীর) এই তিনটি বিষয়কেই একত্রে বলা হয় সুন্নাহ (রাসূল (সাঃ)-এর জীবনযাত্রার ধরন ও মুসলিম জনজীবনের অনুকরণীয় পথ)। এ থেকে ধরে নিতে হয় যে সুন্নাহ ধর্মের অংগ, এবং তার ভিত্তিতেই ইসলামী আইনবেত্তাগণ এরূপ মেনে নিয়েছেন ও ঘোষণা করেছেন যে কুরআনের পরে এই সুন্নাহই ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের (ব্যবহার শাস্ত্র) দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পূর্ণ উৎস। এই নিগূঢ় বিষয়টুকু তারাই সঠিকভাবে অনুসরন করতে পারেন নি যাদের মন এরূপ আধুনিক মত দ্বারা আচ্ছন্ন যে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রাখা উচিত, এবং তার অবধারিত ফল হয় এই যে তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর জীবনধারা এবং একই সঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রকৃতিটিকে সামগ্রিকভাবেই ভুল বুঝে থাকেন।

রাসূল (সাঃ) এর প্রকৃত উদ্দেশ্য, বা বলা যায় যে একমাত্র কামনা, ছিল সকল মানুষের নিকটে আল্লাহর বাণী প্রচার করা। মদীনাতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বস্তুত কোন সুচিন্তিত নীতির ফল ছিল না, ছিল হিজরতের পরের ঘটনাবলীর স্বাভাবিক পরিণতি। খুব বেশী হলে এরূপ বলা যায় যে রাষ্ট্র ছিল কোন মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের একটি মাধ্যম। আর সেখানেই তার পরিসমাপ্তি ছিল না, যদিও কোন কোন আধুনিক পন্ডিত বিষয়টিকে সেভাবে দেখানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর জীবন ধারা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সারা জীবনব্যাপী অন্য কিছুর অপেক্ষা তিনি ছিলেন একজন রাসূল (সাঃ), একজন ধর্মীয় সংস্কারক এবং আল্লাহ্‌র নবী। যদিও তাঁর সকল রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত ধর্মীয় বিবেচনা দ্বারা নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়েছিল তবুও তিনি সব সময়ই তাঁর নবুয়তকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। অর্থাৎ তাবলীগ (প্রচার) এবং তা'লীমকে (ইসলামী রীতিসমূহ শিক্ষাদান) তাঁর নবুয়তের অর্ন্তভুক্ত করেছেন। তিনি এমন কি যখন রাষ্ট্রগঠনে ব্যস্ত ছিলেন বা কাফিরদের বিরুদ্ধে ময়দানে

www.pathagar.com

যুদ্ধে নেমেছেন তখনও নবুয়তের দাবীকে পূর্ণভাবে রক্ষা করেছেন এবং যারই সাহচর্যে এসেছেন তাঁর নিকটেই ইসলাম প্রচারে কখনও পরাঙ্মুখ হননি। শুধু তাই নয় যখনি যেখানে কোন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, বা তিনি নিজে প্রয়োজন বোধ করেছেন, তখনি তিনি ইসলাম প্রচারকারী দল গঠন করে তাঁদেরকে সেখানে প্রেরণ করেছেন। কখনো প্রতিকূল পরিবেশে, কখনো সাহাবীগণের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেরূপ করতে হয়েছিল, আল–রাজী এবং বি'র মা'উনা'র মর্মান্তিক ঘটনা থেকে তার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। তদুপরি, ধর্মের স্থান যে সকল কিছুর উপরে এই বিষয়টি সাধারণভাবে তাঁর সাহাবীগণকে, এবং বিশেষভাবে তাঁর কর্মকর্তা ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণের মনে স্থায়ীভাবে দাগ কেটে দিতে কখনো ব্যর্থ হয়নি। বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের নিকটে লিখিত তাঁর পত্রাবলী থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়, যথা–মু'আয ইব্‌ন জাবাল, আমর ইব্‌ন হাযম, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং অন্যান্য অনেকে। একাধিকবার তাঁদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয় যে তাঁদেরকে জনগণের উপরে শাসন করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়নি বরং এজন্যে যে তাঁর রাজনীতির মাধ্যমে তাদেরকে ইস্‌লামের ছায়াতলে নিয়ে আসবেন যেন তারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করতে পারে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে সকল প্রশাসনিক এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন বস্তুত ইসলামের প্রচারক; আর ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে আরব উপদ্বীপের, দূরের ও নিকটের, কয়েকটি অঞ্চলের অধিবাসীই মুসলমান হয়েছিল এই সকল প্রশাসক ও প্রচারকগণের চেষ্টায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণটাই আলোচনা করা হয়েছে আরব গোত্রগুলোর ইসলাম কবুলের বিষয়ে এবং সে হিসাবে সেখানে পরোক্ষভাবে হলেও রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের ধর্মপ্রচার কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তথাপি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টির উপরে আরেকটু গভীর আলোচনা করা আবশ্যক। কেননা, কোন কোন আধুনিক লেখক নবী করীম (সাঃ) এর মদীনার জীবন সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃত বা অন্য ভাবে কিছু ভুল ভুঝাবুঝির সৃষ্টি করেছেন।

ধর্মপ্রচার (দাওয়া) এবং ধর্মপ্রচারক

আল্লাহর বাণী প্রচারের রাসূল (সাঃ) এর ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিষয়ে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত যে তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে যখনই এবং যেখানেই তিনি লোকের সাক্ষাত পেয়েছেন বা সাহচর্যে এসেছেন তখনই সর্বপ্রথমে তাদেরকে ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিয়েছেন। হিজরতের অল্পকাল পরে মদীনাতে তখনো পর্যন্ত কিছু লোক প্রকৃতি পূজারী, ইহুদী ও খ্রীস্টান ছিল। প্রথম সুযোগেই তিনি তাদের সকলকে ইসলাম গ্রহণ করতে আহবান জানান। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, মদীনার অধিবাসীগণের অধিকাংশকে ইসলাম কবুল করানোর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল আবদুদ–দার /কুরায়শ বংশীয় রাসূলের (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক মুস'আব ইব্‌ন উমায়র–এর। হিজরতের ঠিক আগে তাঁকে মুবাল্লিগ (প্রচারক) এবং মুকরী বা মুয়াল্লিমরূপে (শিক্ষক) মক্কা থেকে পাঠানো হয়েছিল।[১] সেই প্রচারকাজে তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন নাজ্জার/ খাযরাজ গোত্রের আসআদ ইব্‌ন যুরারাহ। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

প্রধান নকীব।[২] যাই হোক রাসূল (সাঃ) কখনো তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র নিস্পৃহ হননি এবং যখনি সুযোগ পেয়েছেন তিনি নিজে মানুষের কাছে ইসলাম প্রচার করেছেন। নাখলাহ্ অভিযানের লোক লস্করের মধ্যে আল হাকাম ইব্ন কায়সান নামক জনৈক মক্কাবাসীকে বন্দী করে মদীনাতে আনা হয়। রাসূল (সাঃ) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে তৎক্ষণাৎ খুশী হয়ে ইসলাম কবুল করে।[৩] অনুরূপভাবে, বদর যুদ্ধের বন্দীগণকেও ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো হয়। যারা ইসলাম কবুল করেছিল তাদেরকে কোন মুক্তিপণ বা অন্য কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।[৪] নীতি হিসাবে রাসূল (সাঃ) কোন অভিযান কালে অথবা যুদ্ধ শুরু হবার আগে শত্রুপক্ষীয়গণকে ইসলামের দাওয়াত পাঠাতেন, এবং যখনি কোন বন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে তাঁর সামনে আনা হত, তিনি প্রথমে তাকে ইসলাম কবুল করতে বলতেন।[৫] যারা দীর্ঘকাল যাবত ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল তিনি এমন কি তাদের ইসলাম কবুলও মেনে নিতেন। শুধু তাই নয়, যাদেরকে আগে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল সেরূপ কোন সাজার আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাদেরকেও নিজের কাছে আশ্রয় দিতেন। মক্কা বিজয়ের পরে কিছুসংখ্যক শক্তিমান মক্কাবাসীর ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬] প্রতিনিধি প্রেরণের বছরে আরবের অধিবাসীগণ যখন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তাঁর নিকটে আনুগত্য প্রকাশ করে, তখন প্রথমেই তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের কথা বলেন।[৭] বিদায় হজ্জের সময়ে রাসূল (সাঃ) এর সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল আল্লাহ্র কিতাব এবং সুন্নাহ্ এর প্রতি আনুগত্যের (তোমাস্সুবা) আহবান।[৮]

একাধিক পণ্ডিত লিখেছেন যে রাসূল (সাঃ) সব সময়ে তাঁর সেনাপতিগণকে নির্দেশ দিতেন যে তাঁরা যেন জনগণকে আগে ইসলামের দাওয়াত দেন; এবং যদি জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করে তবে যেন তাদেরকে অন্তত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বলেন। সে কারণেই মুসলিম বাহিনী অবশ্যই রাত্রিবেলা অগ্রসর হয়েছে যাতে প্রত্যুষে গিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারে এবং তখন সহজে বুঝা যায় যে সেখানকার জনগণ মুসলমান হয়েছে কিনা। না হয়ে থাকলে মুসলমানগণ অবশ্যই তাদেরকে ইসলাম কবুল করতে বলতেন।[৯] রাসূল (সাঃ) তাঁর সেনাপতিগণ যথা-আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ, আলী ইব্ন আবী তালিব, উসামাহ্ ইব্ন যায়দ, প্রমুখগণকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা থেকেও এর ভাল উদাহরণ পাওয়া যায়।[১০] এছাড়া,নবী করীম (সাঃ) যুদ্ধ শুরুর আগে স্বয়ং জনগণকে ইসলাম কবুল করতে বলতেন সে কথা আগে বলা হয়েছে, এবং ফাদাক অভিযানের সময়ে মুহায়য়িছা ইব্ন মাসউদ আল-আনসারীর আচরণ থেকেও সেই পরিচয় পাওয়া যায়।[১১]

মক্কার মত মদীনার জীবনেও রাসূল (সাঃ) শুধু ইসলাম প্রচারের জন্যে কয়েকটি দল গঠন করে তাঁদেরকে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন যায়গাতে, এমন কি তার বাইরেও প্রেরণ করেন। কালানুক্রমিকভাবে এরূপ প্রথম দলটি গঠন করেন ৪ হিঃ সফর মাসে / জুলাই ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে। আবূ বারা আমীর ইব্ন মালিক আল কিলাবী মদীনাতে নবীর (সাঃ) নিকটে এসে তাঁকে অনুরোধ করেন তিনি যেন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে দাওয়াত করার জন্যে কয়েকজন সাহাবীকে নাজদে প্রেরণ করেন।" ... তখন নবী করীম (সাঃ) আল মুনযির ইব্ন আমর আস-সাঈদীর নেতৃত্বে শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণের মধ্য থেকে চল্লিশ জনকে প্রেরণ করেন। কিন্তু বি'র মাউনার নিকটে তাঁদের সকলকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।[১২] একই সময়ে আল-রাজি নামক স্থানে অপর একটি মুসলিম প্রচারকারী দলকেও নিধন করা হয়। এই প্রচারক

www.pathagar.com

দলটি আযল এবং কাররার লোকদের অনুরোধে তাদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছিলেন।[১৩] মনে হয় যে,

এই দুইটি প্রচারক দলের মর্মান্তিক পরিণতির কারণে রাসূল (সাঃ) অতঃপর আর অনুরূপ ভাবে সাহাবীর জীবনের উপরে ঝুঁকি গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর তা করেননি। মক্কা বিজয়ের পরে শত্রুভাবাপন্ন আরব গোত্রসমূহের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করে যে কোন মুসলিম দলকে আক্রমণ করলে অতঃপর আর অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। অপর পক্ষে নবী করীম (সাঃ)ও নিশ্চিত হন যে মুসলিম প্রচারকগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না। সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে খুবই ছোট ছোট প্রচারকের দলকে, কখনো মাত্র একজন ব্যক্তিকে, পাঠানো হয়েছে যে তাঁরা বা তিনি গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের গোত্রীয় মূর্তিসমূহ ভেঙে ফেলে এর অধিবাসীগণকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা আশ্চর্যরকম দ্রুততা ও দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে গিয়ে সে দায়িত্ব পালন করেন।[১৪]

মক্কা বিজয় পরবর্তী আমলে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত কর্মব্যস্ত প্রচারের কাজে মনোনিবেশ করেন। বস্তুত আরবের প্রতিটি স্থানে তিনি প্রচারক প্রেরণ করেন। এই আমলের প্রথম দুইজন প্রচারক ছিলেন আল-আলী ইব্নুল হাযরামী এবং আমর ইবনুল আস আস-সাহমী। তাঁরা যথাক্রমে বাহরায়ন এবং উমানের জনসাধারণ ও শাসকগণের নিকটে প্রচারের জন্যে যান।[১৫] খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ প্রচার করেন বনূ আল হারিছ ইব্ন কা'ব গ্রোত্রীয়গণের মধ্যে এবং প্রকৃতই তাদেরকে মুসলমান করেন।[১৬] তার আগে তাঁকে কিনানাহগণের একটি শাখা বনূ জাযীমাগণের নিকটে প্রচারকার্যের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। একইভাবে আলী ইব্ন আবী তালিব রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশে সাফল্যের সঙ্গে হামাদানের অধিবাসীগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন।[১৭] তাবারী আটজন প্রচারকের নাম উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সাঃ) তার জীবনের শেষভাগে তাঁদেরকে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন যায়গাতে প্রচারের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন।[১৮] এরা ছাড়াও আরো কিছুসংখ্যক প্রচারক আরবের লোকদের নিকটে ইসলামের বাণী প্রচার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর দূত, স্থানীয় সর্দার ও শাসকগণের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরাও নিজ নিজ দায়িত্ববলে ইসলামের প্রচারক ছিলেন। এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝাবার জন্যে কয়েকটি উদাহরণ যথেষ্ট হবে। আগে কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে[১৯] যে রাসূল (সাঃ) এর দূতগণ (রুসুল) ছিলেন দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর দূতকে পাঠানো হয়েছিল বিদেশের শাসক ও রাজপুরুষদের কাছে; আর আরেক দল গিয়েছিলেন স্থানীয় সর্দার এবং আরবগোত্রীয় প্রধানদের নিকটে। এই দূতগণের অধিকাংশেরই লক্ষ্য ছিল ধর্মীয়। রাসূল (সাঃ) এর পত্রাবলী থেকে তা বুঝা যায়; তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ সকল বিদেশী ও স্থানীয় শাসকগণের নিকটে রাসূল (সাঃ) লিখিত পত্রাবলী যথা আবিসিনিয়ার নেগাস, বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, গাসসানের আল হারিস ইব্ন আবী শিমর, মিশরের আল-মুকাওকিস, পারশ্যের কিসরা (খসরু)। পারশ্য সম্রাটের জনৈক করদ রাজা হুরমুযান, বাহরায়নের মুনযির ইব্ন সাওয়া, উমানের জায়ফার ও আরদ, এবং আল-ইয়ামানের বিভিন্ন শাসকগণ-সবগুলোতেই প্রথমত তাঁদেরকে ইসলামের পথে আহবান জানানো হয়।[২০] অনুরূপভাবে, যে সকল পত্র স্থানীয় শাসকগণের নিকটে পাঠানো হয়েছিল, যথা-ইয়ামামাহ্র হাওযা ইবন আলী, নাজরানের বিশপ মুখাতির, আয়লাহ্র মাকনা ও অন্যান্য উত্তরাঞ্চলীয় উসকুফগণ ইয়ামামার মুসায়লামাহ, বনূ

www.pathagar.com

হানীফার সুমামাহ এবং দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য শাসকগণ, সে সব পত্র গুলোতেও ইসলামের দাওয়াত ছিল।[২১] অতএব এই ধরনের পত্রের বাহকগণ সকলেই ধর্মীয় প্রচারক ছিলেন। তাঁরা শুধু লিখিত বা মৌখিকভাবে ইসলামের বাণীই বহন করে নিয়ে যেতেন না বরং নিজেদের কথা ও কাজ দিয়ে ইসলামের চমৎকার উদাহরণ এবং বাস্তব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতেন।

স্থানীয় সর্দার ও প্রশাসকগণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে ২য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্যপালন সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। যেমন আমরা জানি যে, যে সকল স্থানীয় সর্দার ইসলাম কবুল করেছিলেন তাঁরা নিজেদের গোত্রের লোক এবং প্রতিবেশী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারক হিসাবেও কাজ করতেন। উদারহণস্বরূপ, বহুজনের মধ্যে অল্প কয়েকজনের মাত্র নাম উল্লেখ করা যায়; খুশায়ন/কুযাআহ গোত্রীয় জুরশুম ইব্‌ন নাশীব, বনূ আনাস ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রীয় উবাবা ইব্‌ন আশিয়াব, জুহায়নার আমর ইব্‌ন মুররাহ্‌ তাঁরা সকলেই নিজ নিজ অধিবাসীকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন। উসদ গ্রন্থ অনুসারে রাসূল (সাঃ) তাঁদের সকলকেই প্রচারক নিযুক্ত করেছিলেন।[২২] একইভাবে সকল কেন্দ্রীয় শাসকগণকে এবং ওয়ালীগণকে (গভর্নর) দায়িত্ব দেওয়া হয় যে তাঁরা নিজ নিজ এলাকাতে ইসলামের রীতিনীতিগুলো প্রচার করবেন ও শিক্ষা দিবেন। মু'আয ইব্‌ন জাবাল ছিলেন সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের প্রধান শাসক (গভর্নর জেনারেল) এবং মুয়াল্লিম। তাবারী বলেন যে তাঁকে এক অঞ্চল বা বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে গিয়ে আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করতে হত।[২৩] আমর ইব্‌ন হাযম নিজ ওয়ালীর (বা গভর্নরের) দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে বিস্তারিত নিদের্শলাভ করেছিলেন। মানবজাতির নিকটে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের উপরে তখন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।[২৪] তাবলীগের (প্রচার কাজ) উপর অনুরূপ গুরুত্ব প্রদান অন্যান্য ওয়ালী ও প্রশাসকের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশেও দেখা যায়।[২৫] কারণ একমাত্র ইসলাম কবুল করাতে পারলে তবেই ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব হওয়া সম্ভব ছিল। সংক্ষেপে তখন সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকগণই নয় বরং সকল মুসলমানই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ছিলেন প্রচারক বা দু'আ। তদুপরি, রাসূল (সাঃ) সব সময়েই প্রচারক দল গঠন করতেন এবং বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষদিকে প্রচারকগণকে প্রেরণ করতেন। তাবারী লিখেছেন যে সেই সময়ে তাঁর সবচেয়ে বেশী ভাবনার বিষয় ছিল মানবজাতির কাছে আল্লাহ্‌র ধর্ম প্রচার করা।[২৬]

মুকরী এবং মুয়াল্লিম (শিক্ষকগণ)

ইসলামের জন্ম হয়েছিল যে দেশে সেখানে শুধুমাত্র প্রচার কাজই তাকে রক্ষার জন্যে যথেষ্ট ছিল না, এবং বাইরে এর প্রচার ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়িত্বলাভ সম্ভব ছিল না যদি না ধর্মের রীতিনীতিগুলো ইসলাম কবুলকারীগণের মনে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়। এ কারণেই কুরআন শরীফে আদেশ দেওয়া হয়েছে, "শুধুমাত্র বিশ্বাসীগণ গেলেই সম্পূর্ণ হল না; কিন্তু তাদের প্রত্যেক শাখার লোক দল গঠন করে কেন যায় না, যেন তারা ধর্মের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে, এবং তাদের লোকেরা যখন তাদের নিকটে ফিরে

www.pathagar.com

আসে তখন যেন সতর্ক করে দেয় যে তারা সাবধান হয়?"[২৭] ঃ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাসূল (সাঃ) সব সময়ে সাহাবীগণকে ধর্মীয় শিক্ষাদান করতেন এবং ধর্মীয় প্রশিক্ষণে (তাকে বলা হয় তাফাক্কু ফী আদ্-দ্বীন, অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান) যত্নশীল হতেন।

হিজরতের ঠিক আগে রাসূল (সাঃ) মক্কা থেকে মুসআব ইব্ন উমায়রকে মদীনাতে প্রেরণ করেছিলেন সেখানকার নও মুসলিমগণকে ধর্মের মূল বিষয়গুলো শিক্ষাদানের জন্যে। আগে এই দায়িত্বটি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালন করেছিলেন নকীবুন-নুকাবা আসআদ ইব্ন যুরারাহ্। তথ্য উৎস সমূহে দাবী করা হয় যে মদীনার সকল মুসলিম যুরারা'হ্র বাড়ীতে বা মসজিদে গিয়ে সমবেত হতেন। সেখানে নিয়মিত ধর্মীয় আলোচনা হত।[২৮] এই আমলের আরেকজন শিক্ষক ছিলেন ইব্ন উম্ম মাকতূম, একথা বুখারী উল্লেখ করেছেন।[২৯] হিজরতের পরে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেন, এবং তাঁর মসজিদই হয় জ্ঞানলাভের সব চেয়ে বড় কেন্দ্র; সব সময়েই তিনি মানুষকে শিক্ষাদান করতেন। কিছুসংখ্যক গরীব মুসলমান পরিচিত ছিলেন আসহাবুস-সুফ্ফা নামে (সুফ্ফা বা সংকীর্ণ শৈলগিরির অধিবাসী), তারা সব সময়ে নবী করীম (সাঃ) এর সাহচর্যে থাকতেন এবং দিনরাত ধর্মের মূল বিষয়গুলো শিক্ষা লাভ করতেন। আর অন্য মুসলমানগণ যাঁরা বিভিন্ন পেশাতে নিযুক্ত ছিলেন, যথা কৃষি, ব্যবসা-বানিজ্য; অথবা দিনমজুর হিসাবে কাজ করতেন তাঁরা শুধু তাদের অবসর সময়ে নবী (সাঃ) এর কাছে শিক্ষালাভের জন্যে আসতেন। নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে ছাড়াও সুফ্ফার লোকেরা অন্যান্য শিক্ষক এবং বিদ্বান মুসলমানদের কাছ থেকেও প্রশিক্ষণ লাভ করতেন। আবূ দাউদ বর্নিত একটি হাদীছ অনুযায়ী উবাদাহ ইবনুছ ছামিত সুফ্ফা থেকে আগত লোকদের কয়েকজনকে কুরআন এবং লিখন রীতি শিক্ষাদান করতেন।[৩০] ইব্ন হাম্বল কর্তৃক লিখিত অপর একটি হাদীস আনাস ইব্ন মালিক এর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে সুফ্ফার লোকদের মধ্যে প্রায় ৭০ জন মদীনার জনৈক মুয়াল্লিমের নিকটে যেতেন এবং সকাল পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনে রত থাকতেন।[৩১] এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে শিক্ষক হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। বি'র মা'উনা এবং আল-রাজির মর্মান্তিক হত্যাকান্ডে নিহত প্রায় ৮০ জন প্রচারক ও শিক্ষক সুফ্ফার লোকদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৩২] রাসূল (সাঃ) এর হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে অতি সুবিখ্যাত সাহাবী আবূ হুরায়রা আদ-দাওসী এই শিক্ষকগণেরই একজন ছিলেন।[৩৩]

আসহাবুস্-সুফ্ফা ছাড়াও মদীনাতে আরো কিছুসংখ্যক শিক্ষক (মুয়াল্লিম) ছিলেন, তাঁরা ছাত্রদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দিতেন। বুখারী শরীদের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সাঃ) মুসলমানদেরকে উৎসাহ দিতেন যে তারা যেন তাঁর চারজন সাহাবীর কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা করেন, তাঁরা হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, আবূ হুরায়রার মাওলা ছলীম, উবায়্যি ইব্ন কা'ব এবং মু'আয ইব্ন জাবাল।[৩৪] ইছাবাহ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে একজন নও মুসলিম, আল-ফুরাত ইব্ন ইয়াযিদ-এর দাদা, ওয়ারদানকে রাসূল (সাঃ) কুরআন শিক্ষার জন্যে দিয়েছিলেন আবান ইব্ন সাঈদ বিন আল আস এর নিকটে। আর কানযুল উম্মাল গ্রন্থের একটি হাদীস অনুসারে আবূ ছালাবাহ আল খুশানীকে রাসূল (সাঃ) এই বলে আবূ উবায়দাহ ইবনুজ জাররাহ্র দায়িত্বে দিয়েছিলেন যে, "আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির দায়িত্বে দিলাম যে তোমাকে ভালভাবে প্রশিক্ষণ এবং আদব শিক্ষা দিবে।"[৩৫] উমাইয়াহ গোত্রীয় সাঈদী

www.pathagar.com

পরিবারের আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করলে তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে মদীনাতে কুরআন শিক্ষা দিতে ও লিখন রীতি শিখাতে নির্দেশ দিলেন।[৩৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবীব আল বাগদাদী, রাসূল (সাঃ) এর আমলে কুরআন সঙ্গ্রাহকগণের বিষয়ে রচিত একটি বিশেষ অধ্যায়ে লিখেছেন যে অন্তত ছয় ব্যক্তি সমগ্র কুরআন হিফজ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন বনূ আমর ইব্‌ন আওফ/আওস গোত্রীয় সা'দ ইব্‌ন উবায়দ বা উবায়েদ, ইনিই সর্বপ্রথম কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন), বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব খাযরাজ গোত্রীয় আবূ আদ–দারদা, উওয়ায়মির ইব্‌ন যায়দ, বনূ জুশাম। খাযরাজ গোত্রীয় মু'আয ইব্‌ন জাবাল, ছালাবা ইব্‌ন কা'ব/খাযরাজ গোত্রীয় সাবিত ইব্‌ন যায়দ, এবং মালিক ইব্‌ন নাজ্জার/খাযরাজ গোত্রীয় উবায়য়ি ইব্‌ন কাব ও যায়দ ইব্‌ন সাবিত।[৩৭] ইব্‌ন সা'দ আরো একজন আনসারীর নাম উল্লেখ করেছেন যিনি রাসূল (সাঃ) এর আমলে কুরআন হিফজ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল কায়স ইবনুস সাকান, ইনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর একজন বদরী সাহাবী, ইনি খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা বনূ গাওস ইব্‌ন আদী বিন নাজ্জার গোত্রীয় ছিলেন।[৩৮] এই ধরনের বিভিন্ন হাদীস সংগ্রহের রীতি উল্লেখ করে কাত্তানী ব্যাখ্যা করেছেন যে কুরআন সংগ্রহ ও তা হিফজ বা কণ্ঠস্থ করা শুধুমাত্র এই কয়েকজনের মধ্যেই সীমবদ্ধ ছিল না। অবশ্যই আরো অনেকে কুরআন জানতেন। উদাহরণ স্বরূপ ছিলেন প্রথম চার খলীফা বা খুলাফা ই–রাশীদীন, তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ, সা'দ হুজায়ফা, সালিম, আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনুস্ সাইব এবং চারজন আবাদিনা, অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর বিন আল আস এবং আবদুল্লাহ ইব্‌নুল আব্বাস। এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব যে আরো বহু সংখ্যক জুম্মা (কুরআন সংগ্রহকারী) ছিলেন।[৩৯] উৎস গ্রন্থসমূহ থেকে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে বিশেষ করে মদীনার মুসলমানগণকে এবং সাধারণভাবে আরবের অন্যান্য নও মুসলিমগণকে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে রাজধানী শহরে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল।

পার্শ্ববর্তী এলাকার এবং বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকার লোকেরা যথার্থ কারণেই রাজধানীতে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে পারতেন না। সকল নও মুসলিমকেও সেখানে চলে আসা সম্ভব ছিল না। সে কারণে তাঁদের নিজ নিজ এলাকাতেই ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সচরাচর দলে দলে নও মুসলিম গিয়ে রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁর সাহচর্য লাভ করতেন এবং কিছু সময় ধরে রাজধানীতে থাকতেন। মদীনাতে সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে তাঁরা দ্বীন ইসলামের মৌলিক রীতিনীতিগুলো শিক্ষা করতেন বলে কয়েকটি হাদীস থেকে জানা যায়। তফসীর–ই খাজিনে[৪০] উল্লেখিত, ইব্‌ন আব্বাস বর্ণিত, একটি হাদীসে আছে যে প্রতিটি আরব গোত্র থেকে একদল (ইছাবা) করে লোক রাসূল (সাঃ) এর নিকটে আসতেন। যে কোন প্রয়োজনীয় ধর্মীয় বিষয় তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন এবং সেই সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতেন। এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে বুখারী বর্ণিত একটি হাদীসে "মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর নিকটে আসেন এবং মদীনাতে বিশ দিন অবস্থান করে দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা করেন। তাঁরা নিজ এলাকাতে ফিরে যাবার সময়ে রাসূল (সাঃ) তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীগণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে মদীনাতে তাঁরা যা শিখেছেন, ফিরে গিয়ে নিজেদের লোকদের কাছে যেন তা শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন।[৪১] জনৈক সত্যসন্ধানী, বাহরায়নের আমর ইব্‌ন আবদ কায়স হিজরতের আগে মক্কাতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে দেখা

www.pathagar.com

করেন এবং প্রথম ওহীর সূরা ইকরা শিক্ষা করেন। নিজ এলাকাবাসীগণের কাছে ফিরে গিয়ে তিনি তাদেরকে তা শিক্ষা দেন।[৪২] বাইয়াতু'ল হিজরা (হিজরতের প্রতিজ্ঞা) এবং বাইয়াতুল আরাবিয়্যা (বেদুঈন শপথ)[৪৩] নামে বৈশিষ্ট্যকরণের উদ্দেশ্য ছিল অবশ্যই আরবের অধিবাসীগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইসলামী উম্মাহ্র মধ্যে সেই বন্ধনে গ্রথিত করা। যাঁরা প্রথমটি পছন্দ করেছিলেন তাঁরা মদীনার অধিবাসীগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন, ইসলামের জন্যে তাঁদেরকে সব সময়েই পাওয়া যেত। আর যাঁরা শেষোক্ত শ্রেণীর বায়াহ পছন্দ করেছিলেন তাঁরা কিছু সময়ের জন্যে মদীনাতে অবস্থান করে ধর্মের রীতিনীতি গুলো শিক্ষা করেন, পরে নিজ নিজ অধিবাসীগণের নিকটে ফিরে গিয়ে সেখানে শিক্ষক ও প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাইয়াহ হিজরাহ গঠন করা হয়েছিল সম্ভবত দুর্বল আরব নও মুসলিমগণকে নিয়ে যাঁদের ধর্ম ভিতরের ও বাইরের বিপদের সম্মুখীন ছিল। সে কারণেই মক্কা বিজয়ের পরে বাইয়াহ হিজরাহ বাতিল করে দেওয়া হয়, তখন আর নও মুসলিমগণের উপরে চাপ সৃষ্টি করার মত কোন বিরুদ্ধ শক্তি ছিল না। খুযাআহ, আসলাম ও মুযায়না গোত্রীয়গণকে (এবং সম্ভবত আরো কয়েকটি গোত্র) মুহাজিরের মর্যাদা মঞ্জুর করা হয়েছিল বলে তাদেরকে কোন বিশেষ পুরস্কার বা সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়নি যা ইসলামী উম্মাহর অন্য কোন শ্রেণীয়গণকে দেওয়া হয়নি, জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিষয়টিকে সেরূপ দেখানোর চেষ্টা করেছেন।[৪৪] সেই স্বীকৃতি ছিল বস্তুত ধর্মের প্রতি তাঁদের সততার এবং তাফাক্কুর জন্যে। যাহোক, এই সকল কিছু থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই সব শ্রেণীয়গণ নিজ নিজ এলাকাতে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

এখানে একটি সমস্যার বিষয় এসে পড়ে যে আরবের যে সকল লোক বিভিন্ন কারণে মদীনাতে আসতে পারেন নি তাঁদেরকে কিভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হত। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে সকল আরব গোত্রীয় লোকই দল বেঁধে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ নিজ অধিবাসীগণের নিকটে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে শিক্ষাদান করতেন। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত আমর ইব্ন সালামাহ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সে অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) মদীনাতে আগমন করেছেন সেই সংবাদে কারাভাঁর পরে কারাভাঁ (আর-রুকবান) ক্রমাগত সেখানে আসা যাওয়া করতে থাকে। বর্ণনাকারীর নিজ গোত্র বনূ জুরম কারাভাঁ-পথের ধারেই বাস করতেন এবং যাওয়ার সময়ে তারা তাঁদের কাছে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন। আমর ইব্ন সালামাহ সে সময়ে ছোট শিশু ছিলেন। তিনি যাতায়াতকারীগণের মুখ থেকে শুনে যতটুকু পারতেন কুরআন শরীফ মুখস্থ করতেন। তার সুফল এই হয়েছিল যে রাসূল (সাঃ) যখন মক্কা বিজয় করেন, সেই সময়ের মধ্যে রাসূল (সাঃ) এর সকল লোকের মধ্যে কুরআনের শিক্ষায় তিনিই সবচেয়ে সুশিক্ষিত ছিলেন অথচ তখন তাঁর বয়স ছিল বড় জোর ছয় কি সাত।[৪৫] তাবারী লিখেছেন যে বনূ হানীফাহ গোত্রীয় একজন লোক রাসূল (সাঃ) এর নিকটে আসেন, কুরআন পাঠ করেন, ধর্মীয় শিক্ষায় সুপণ্ডিত হন এবং মুয়াল্লিমরূপে আল ইয়ামামার অধিবাসীগণের কাছে ফিরে যান।[৪৬]

সকল প্রধান তথ্য উৎসই একমত যে মক্কার পতনের পরে রাসূল (সাঃ) মক্কার নও মুসলমানগণকে কুরআন এবং ইসলামের মৌলিক রীতিনীতিগুলো শিক্ষ দানের জন্যে সেখানে মু'আয ইব্ন জাবাল এবং আবূ মূসা আল আশ'আরীকে রেখে যান।[৪৭] অনুরূপভাবে, সাকীফ গোত্রের যে সকল গোলাম তাইফ

অবরোধকালে দলত্যাগ করে রাসূল (সাঃ) এর সাথে যোগদান করেছিলেন তাঁদেরকে ধর্ম শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন সাহাবীর উপরে। এই প্রসঙ্গে ১৮।শক্ষকগণের নাম উল্লেখিত রয়েছে তাঁরা হলেন আমর ইব্‌ন সাঈদ, তাঁর ভাই খালিদ ও আবান, উসমান ইবন আফ্‌ফান, সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ এবং উসায়দ ইবনুল হুজায়র।[৪৮]

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য অংশে ওয়ালী (গভর্নর) প্রশাসক এবং এমন কি সেনাপতি ও কর আদায়কারীগণ পর্যন্ত তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীগণের ধর্মশিক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ আরবের গভর্নর জেনারেল মু'আয ইব্‌ন জাবাল, যাবীদ, রিমা, আদন ও আস-সাহিলের ওয়ালী (গভর্নর) আবূ মূসা আল আশআরী, নাজরানের গভর্নর আমর ইব্‌ন হাযম, উমানের গভর্নর আমর ইবনুল আস, বাহরায়নের গভর্নর আলা ইবনুল হাযরামী, সানার খালিদ ইব্‌ন সাঈদ প্রমুখগণ ছিলেন অনেক প্রশাসকের মধ্যে কয়েকজন, এদের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখিত হয়েছে। আর অন্যান্য কোন কোন ক্ষেত্রে বোধগম্যভাবে তা বলা হয়েছে।[৪৯] খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এর স্থলে এই বিষয়টি মাজমূয়াতু'ল-ওয়াসাইক গ্রন্থে একাধিকবার বলা হয়েছে।[৫০] অনুরূপভাবে আলী ইব্‌ন আবী তালিব যে হামাদানের লোকদের শিক্ষকরূপে অবস্থান করেছিলেন তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কর সংগ্রাহকগণের মধ্যে ইব্‌ন বিশর আল আনসারী দশ দিন যাবত বনূ মুসতালিক গোত্রের অধিবাসীগণের সঙ্গে অবস্থান করে তাদেরকে ধর্মের রীতিনীতি শিক্ষাদান করেছিলেন বলে জানা যায়।[৫১] আরো কয়েকজন কর সংগ্রাহকের কথা জানা যায় যাঁরা যাদের নিকটে বা যাদের সঙ্গে গিয়ে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি সহ তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলো থেকে একদিকে যে কোন উৎস হোক না কেন জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে নবী করীম (সাঃ) এর আগ্রহ এবং অপর দিকে নিজের প্রচারিত ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর সদা জাগ্রত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বদর যুদ্ধের কয়েকজন বন্দীকে রাসূল (সাঃ) মুক্ত করে দিয়েছিলেন এই শর্তে যে তাদের প্রত্যেকে মদীনার অন্তত দশজন করে লোককে লেখার রীতি শিক্ষা দিবেন। দ্বিতীয় উদাহরণটি ৪র্থ হিজরী/৬২৬ খৃ. এর ঘটনা, তখন যায়দ ইব্‌ন সাবিত রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশে হিব্রু এবং অন্যান্য প্রচলিত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, যাতে মুসলমানগণ সঠিকভাবে জানতে পারেন যে পুরান ধর্মীয় কিতাবসমূহে কি বিষয় লেখা রয়েছে।[৫২] ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর সুবিখ্যাত সাহাবীগণের যথা আবূ বকর, উমর, হামযাহ, মুয়াবিয়াহ এবং অন্যান্যদের অবদান কতটুকু ছিল তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত নেই, কিন্তু সহজেই ধারণা করা যায় যে তাঁরাও নিশ্চয়ই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকবেন। নবী করীম (সাঃ) এর বিখ্যাত মহিলা সাহাবীগণের, বিশেষ করে তাঁর বিবিগণের সম্বন্ধেও এই একই কথা সত্য। হাদীস বইগুলোতে এ বিষয়ে অসংখ্য উল্লেখ রয়েছে যে তাঁরা, বিশেষ করে বিবি আয়েশা মুসলমানগণের ধর্মীয় প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার বিষয়ে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। পরিশেষে বলা যায় যে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ নও মুসলিদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণের মধ্যে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ ইসলামী কাঠামোর যথাযথ ও মজবুত ভিত্তি স্থাপনের জন্যে একমাত্র সেই শিক্ষাই অত্যাবশ্যক ছিল।

www.pathagar.com

মুফতিগণ (ইসলামী আইনবেত্তা/আইনগত ফাতওয়াহ দানকারী)

কয়েকটি উৎস থেকেই জানা যায় যে রাসূল (সাঃ) এর আমলে মদীনাতে কয়েকজন মুফতি বাস করতেন, তাঁরা ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আইনগত পরামর্শ ও রায় প্রদান করতেন।[৫৩] এ ছিল রাসূল (সাঃ) এর বাস্তবজ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন নীতি। তাদ্বারা তিনি নিজ জীবন কালেই কুরআন ও সুন্নাহর একদল ব্যাখ্যাকারী সৃষ্টি করে যান। যাতে তাঁর পরে, বিশেষ করে পরিবর্তিত অবস্থায় এবং নতুন পরিস্থিতিতে তাঁর ধর্মীয় প্রচার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। রাসূল (সাঃ) তাঁর ধর্ম অন্য অঞ্চলে, অন্য দেশে প্রচারিত হবে এটা দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন এরূপ ধারণা করা অবাস্তব কিছু নয়, এটা সত্য। কাজেই নিজের অনুসারী ও উত্তরাধিকারীগণকে উপযুক্তভাবে তৈরী করে যেতে এবং নতুন নতুন লোকের সঙ্গে মেলামেশার ফলে উদ্ভুত নতুন সমস্যা ও বিষয়াদির মোকাবিলা করার জন্যে, এবং সেই আলোকে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার জন্যে তিনি জীবিত থাকাকালে যথেষ্ট সংখ্যক আইন ব্যাখ্যা কারক ও মুফতিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্যে তিনি নিজের উপস্থিতিতে তাঁদেরকে ফতোয়া দিতে বা আইনগত কিম্বা ধর্মীয় মতামত দিতে বলতেন। ধর্মীয় সংগঠনের এই শাখাতে তাঁর সাফল্যের প্রমাণ রয়েছে মু'আয ইব্‌ন জাবাল এর বহুল উদ্ধৃত হাদীসটি থেকে, যেখানে আল ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে রওনা হয়ে যাবার সময়ে তাঁর সঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর কথোপকথন বর্ণিত রয়েছে। এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দ্বারা সকল কালের জন্যে একটি নীতি নির্ধারিত হয়ে যায় যে কোন আলীম বা আইনবেত্তা সকল বিষয়েরই সমাধান করবেন প্রথমত কুরআনের আলোকে; বিষয়টি সম্বন্ধে কুরআনের কোন নির্দেশ না পাওয়া গেলে সুন্নাহর আলোকে; আর উভয় থেকেই যদি কোন সমাধান না পাওয়া যায় তবেই তিনি নিজের মতামত বা রায় প্রদান করবেন। একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে রাসূল (সাঃ) এর সকল কেন্দ্রীয় প্রশাসক বা তাঁদের অধীনস্থ কর্মকর্তা সকলেই নিজ নিজ এলাকাতে ধর্মীয় বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতার পরিচয় দেন। কোন বিশেষ বিষয়ে যদি তাঁরা নিশ্চিত না হতে পারতেন তবে রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে তা জেনে নেবার অধিকার তাদের ছিল। রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পরে তাঁদের নিজেদের জ্ঞান ও বোধশক্তিই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক শক্তি হত।

ইব্‌ন সা'দ অন্তত আটজন মুফতির নাম উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে পাঁচজন কুরায়শ এবং তিনজন আনসার। তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর উপস্থিতিতে মদীনাতে ধর্মীয় ফতোয়া প্রদান করতেন। তাঁরা ছিলেন আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ, মু'আয ইব্‌ন জাবাল, উবায়য়ি ইব্‌ন কা'ব এবং যায়দ ইব্‌ন সাবিত।[৫৪]

ইবনুজ জাওযী মুফতিগণের সংখ্যা তেরোতে উন্নীত করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ, হুযায়ফা ইবনুল-ইয়ামন, আবূ আদ-দারদা, আবূ মূসা এবং সালমান আল-ফারসী-এর নামও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫৫] আরো পরবর্তীকালের একটি গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় যে অন্তত ১৪জন ব্যক্তি ফতোয়া দিবার অধিকারী ছিলেন। এদের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আনাস এবং রাসূল (সাঃ) এর বিবি আয়েশা।[৫৬] আরো একটি হাদীসে উল্লেখিত নামগুলোর সঙ্গে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির-এর

www.pathagar.com

নামও সংযোজিত হয়েছে।[৫৭] সুয়ূতী কর্তৃক উল্লেখিত মুফতিগণের উপর একটি তালিকাতে পঁচিশ জন মুফতির নাম পাওয়া যায়। সেখানে এরূপ উল্লেখিত রয়েছে যে তাঁদের মধ্যে কারো কারো ফতোয়া একটি বড় গ্রন্থে সংগৃহীত রয়েছে। এই শেষোক্ত তালিকাতে যে সকল নতুন নাম সংযোজিত হয়েছে সেগুলো হলঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর। সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর বিন আল-আস, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্, আবূ সাঈদ আল-খুদরী, আল-যুবায়র ইবনুল আওয়াম, ইমরান ইব্ন হুসায়ন, আবূ বাকরা, উবাদা ইবনুস-সামিত, মুয়াবিয়্যা, আবদুল্লাহ্ ইবনুল-যুবায়র এবং রাসূল (সাঃ) এর বিবি উম্মে সালামা।[৫৮] এরূপ হতে পারে, বরং নিশ্চিতই যে মুফতি আরো অনেক ছিলেন এবং এই সংখ্যা ১২০ জনে পর্যন্ত পৌছাতে পারে বলে যে একটি বিবরণী পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে।[৫৯] কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর আমলে যাঁরা নিতান্ত ছোট বালক ছিলেন, যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আনাস ইব্ন মালিক, আবদুল্লাহ্ ইবনুস্ যুবায়র প্রমুখগণের নাম যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা সন্দেহজনক। তাঁরা অবশ্যই পরবর্তীকালে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এমন হবে।

ইমামগণ (যাঁরা সালাতে ইমামতি করতেন)

আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ নবী বলে রাসূল (সাঃ) সব সময়ে মদীনায় সালাতে ইমামতি করতেন এবং তিনি উপস্থিত থাকতে তাত্ত্বিকভাবে কি বাস্তবভাবে, কোনভাবেই আর কারো পক্ষে ইমাম হওয়া সম্ভব ছিল না। তবে তাঁর মদীনাতে হিজরত করার আগে অবশ্য কয়েকজন ব্যক্তি বিভিন্ন জামায়াতে ইমামতি করতেন বলে জানা যায়। ইব্ন সা'দ লিখেছেন যে রাসূল (সাঃ) এর দূত বা প্রতিনিধি মুস'আব ইব্ন উমায়র-এর আগমনের পূর্বে আনসারগণের প্রধান নকীব আসয়াদ ইব্ন যুরারাহ মদীনাতে এই দায়িত্ব পালন করতেন।[৬০] তিনি পরবর্তীকালে তাঁর স্থলে জামায়াতে ইমামতি করতেন। শেষোক্ত ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে দেখা করার জন্যে মক্কাতে গেলে তখন আবার আসয়াদ ইব্ন যুরারাহ নামাজে ইমামতি করেন।[৬১] উসদ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে হানযালা ইব্ন আবী হানযালাহ আনসারী কুবার মসজিদে ইমামতি করতেন। সেখানেই মুসলমানদের জন্যে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং তাই ছিল ইসলামের প্রথম মসজিদ।[৬২] বুখারী, আবূ দাঊদ, ইব্ন ইসহাক এবং ইব্ন হিশাম সংকলিত বিভিন্ন হাদীস থেকে ধারণা করা যায় যে হিজরতের আগে মদীনার মুসলমানদের জন্য ইমাম ছিলেনঃ মুস'আব ইব্ন উমায়র ইমামতি করতেন আনসারগণের, আর আবী হুযায়ফার মাওলা সালিম ইমামতি করতেন মুহাজিরগণের।[৬৩] হিজরতের পরে স্বয়ং রাসূল (সাঃ) মদীনার সকল মুসলমানদের জামায়াতে নামাজের ইমামতি করতেন- যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

ইসলামের বিস্তার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরবের বস্তুত প্রতিটি গোত্র-উপগোত্রের মধ্যে একটি করে মসজিদ নির্মিত হয়, কারণ সালাত (সালাহ্) ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ (রুকন)। বস্তুত এই মসজিদগুলো শুধু মাত্র নামাজেরই স্থান ছিল না, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক বিষয়াদিরও কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এমন কি রাজধানী শহর মদীনাতেও কয়েকটি মসজিদ গড়ে উঠে। কারণ মসজিদে

www.pathagar.com

নববীতে তখন আর ক্রমবর্ধমান মুসলমানদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। বুখারী শরীফের বিভিন্ন হাদীসেই বর্ণিত আছে যে মদীনার কয়েকটি মসজিদেই নিয়মিত জামায়াতে নামাজ পড়ানো হত। মদীনা এবং কুবার মসজিদ দু'টি ছাড়া তিনি স্পষ্ট ভাবেই আরো দু'টি মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা বনূ যুরায়কগণের মসজিদ[৬৪] এবং আমর ইব্‌ন আওফ-এর মসজিদ।[৬৫] আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে ইতবান ইব্‌ন মালিকু'ল আনসারী তাঁর নিজ অধিবাসীদের ইমাম ছিলেন, তিনি তাঁদের গোত্রীয় বা উপগোত্রীয় মসজিদের নামাজে ইমামতি করতেন, সেখানে যদিও কোন গোত্র বা উপগোত্রের উল্লেখ নেই।[৬৬] তবে উস্‌দ গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখিত রয়েছে যে তিনি বনূ হুলীম গোত্রের ইমাম ছিলেন, সেটা ছিল খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা।[৬৭] পরে তিনি অন্ধ হয়ে যান। একই উৎস-গ্রন্থে আরো একটি মসজিদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, আওসের বনূ খাতামাহ নামক আনসারদের একটি গোত্রের, তার ইমাম ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমায়র খাতামী।[৬৮] মু'আয ইব্‌ন জাবালও নিজ অধিবাসীদের অর্থাৎ খাযরাজের বনূ জুশাম গোত্রীয়গণের ইমামতি করতেন বলে উল্লেখিত রয়েছে। তিনি রাসূল (সাঃ) এর পিছনে জামায়াতে সালাত পড়ার পরে নিজ গোত্রীয় মসজিদে গিয়ে সেখানে জামায়াতে ইমামতি করতেন।[৬৯] আবূ দাউদ সঙ্কলিত একটি হাদীস থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে আবদুল-আশহাল/আওস গোত্রের উসায়দ ইবনুল-হুজায়র নিজ-অধিবাসীগণের ইমামতি করতেন।[৭০] এই একই উৎসের অধিকারী তাঁর সুনান গ্রন্থের কিতাবুল-মারাসিল নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে রাসূল (সাঃ) এর জীবনকালে মদীনাতে নয়টি মসজিদ ছিল যেগুলোতে নিয়মিত জামায়াতে নামাজ পড়ানো হত। সেগুলোর নাম ছিল বনূ আমর মসজিদ, বনূ সাইদা মসজিদ, বনূ উবায়দ মসজিদ, বনূ সালামা মসজিদ, বনূ রায়্যি মসজিদ, বনূ যুরায়ক মসজিদ, গিফার মসজিদ, আসলাম মসজিদ এবং জুহায়না মসজিদ।[৭১] শেষোক্ত মসজিদের নাম ইব্‌ন সা'দও উল্লেখ করেছেন।[৭২]

আইনী শরহ বুখারীর গ্রন্থের একটি আলোচনা থেকে যথার্থই জানা যায় যে, ইতিপূর্বে উল্লেখিত নয়টি মসজিদ ছাড়া মদীনা ও তার চারপাশের এলাকাতে আরো অন্তত ২২টি মসজিদ ছিল যেগুলোতে জামায়াতে নামাজ পড়ানো হত এবং স্থায়ী ইমাম নিয়োজিত ছিলেন। সেই মসজিদগুলো ছিল বনূ খাযারা, বনূ উমাইয়াহ (আনসারগণের একটি শাখা), বনূ বাইয়াজা, বনূ আল-হুবলা, বনূ উছাইয়্যা, আবী ফায়সালা, বনূ দীনার, উবায়য়ি ইব্‌ন কা'ব, আল-নাবিগা, ইব্‌ন আদী, বনূ আল-হারিস ইব্‌ন খাযরাজ, বনূ খাতামা আল-ফাজী, বনূ হারিসাহ, বনূ যাফর, বনূ আবদুল-আশহাল, ওয়াকিম বনূ মুয়াবিয়াহ, আতিকা, বনূ কুরায়যা, বনূ ওয়াইল এবং আশ্ শাজারা প্রমুখ গোত্রের।[৭৩] এই সবগুলোর মধ্যে বোধগম্য কারণেই বনূ কুরায়যাগণের মসজিদ বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদেরকে আদৌ একটি মসজিদ দেওয়া হয়েছিল কেন? তাদের মধ্যে কি বেশ যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম ছিলেন নাকি মসজিদটি তাদের এলাকাতে অবস্থিত ছিল বলেই তাদের নামে পরিচিত হয়েছিল? বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার উপযুক্ত স্থান এটা নয়। কিন্তু এ থেকে বনূ কুরায়যাগণের পরিণতি কি হয়েছিল সে বিষয়ে আরাফাত এবং বারাকাত আহমদ এর উথাপিত নিবন্ধের সমর্থন পাওয়া যায়। তদুপরি, একথা একথা নিশ্চিত যে সকল গোত্রের এবং তাঁদের বড় বড় উপগোত্রের সকলেরই মদীনাতে নিজস্ব মসজিদ ছিল, সেখানে স্থায়ী ইমামগণ জামায়াতে নামাজের ইমামতি করতেন।

www.pathagar.com

আগে বলা হয়েছে যে রাজধানী শহরের বাইরে আরবদের প্রতিটি গোত্র ও উপগোত্রের জন্যে মসজিদ ছিল।[৭৪] উল্লেখ করা হয়েছে যে আল-বাহরায়নের একটি গ্রাম, নাম আল-জাওয়াসী, সেখানে আবদুল কায়স মসজিদে, ৬৬২ খৃ. কুবা মসজিদে প্রথম জামায়াতে সালাত পড়ানোর পরেই প্রথম জুমার সালাত পড়ানো হয়েছিল।[৭৫] মক্কার কাবা মসজিদ খুবই সুপরিচিত, কিন্তু একই সঙ্গে আরেকটি বিষয় আবার অতি কম পরিচিত যে এই মসজিদের স্থায়ী ইমাম ছিলেন মক্কার ওয়ালী (গভর্নর) আত্তাব ইব্‌ন আসীদ।[৭৬] মক্কার নিকটবর্তী শহর তাইফেও একটি মসজিদ ছিল, সেখানে স্থানীয় ওয়ালী উসমান ইব্‌ন আবী আল আছ আস-সাকাফী সালাতে ইমামতি করতেন।[৭৭] আমর ইবনুল আসকে যখন উমানের আমীর করে পাঠানো হয় তখন আবূ যায়দ আল-আনসারীকেও তাঁর সঙ্গে সেই অঞ্চলের ইমামরূপে পাঠানো হয়েছিল।[৭৮] এ ছিল উমানের জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা, নতুবা কেন্দ্রীয় শাসক এবং ওয়ালীগণ অবশ্যই নিজ নিজ শাসনাধীন দায়িত্ব পালন করতেন। মক্কা ও তাইফের গভর্নরদ্বয়ের এবং তাছাড়া অন্যত্র উল্লেখিত আরো বহু উদাহরণ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭৯]

স্থানীয় প্রশাসকগণ এবং গোত্রীয় ও উপগোত্রীয় প্রধানগণের মধ্যে যাঁদের কুরআন ও ইসলামী রীতিনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাঁরাও সচরাচর ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন। বনূ কাব ইব্‌ন আওস গোত্রের প্রধান শাদ্দাদ ইব্‌ন সুমামাহ্ প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৮০] রাসূল (সাঃ) স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন যে সালাতে ইমামতি করার জন্যে কিরূপ গুণাবলী ও যোগ্যতার প্রয়োজন হতে পারে। মুসলিম শরীফ অনুযায়ী "যিনি কুরআন শরীফের সবচেয়ে বেশী অংশ হিফয করেছিলেন তিনি সর্বাধিক যোগ্য ইমাম, যদি সকলেই এ বিষয়ে সমান পারদর্শী হন তাহলে যিনি সুন্নাহ্ সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিবহাল তিনি, এ বিষয়েও সকলে সমান হলে যিনি সবচেয়ে পুরান মুহাজির, তিনি ইমাম হবেন। আর এমন কি এ বিষয়েও সকলের সমতা দেখা গেলে তখন যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সালাতে ইমামতি করবেন।"[৮১] উসমান ইব্‌ন আবী আল-আস এবং আমর ইব্‌ন সালামাকে যথাক্রমে সাকীফ এবং বনূ জুরম গোত্রের ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল এই নীতির ভিত্তিতে, যদিও উভয়েই তখন তুলনামূলকভাবে কম বয়সী ছিলেন।

ওয়াকিদীর একটি বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে জনবহুল আরব গোত্র ও উপগোত্রসমূহের এলাকাতে বেশ কয়েকটি মসজিদ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বনূ জাযিমাহ মক্কার নিকটে বাস করতেন, এবং সম্ভবত তাঁদের গোত্রটি ছিল অনেক বড়, তাঁদের মাঠে বা উঠানে (সাহাতিহিম) কয়েকটি মসজিদ ছিল।[৮২] অনুরূপভাবে, বনূ আল-মুসতালিকগণও তাঁদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[৮৩] সমগ্র আরবের মসজিদ এবং সেখানকার ইমামগণের পরিসংখ্যান গ্রহণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করা যে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম অধিবাসী অধ্যুষিত সকল যায়গাতেই মসজিদ ছিল এবং সেই সকল মসজিদে স্থায়ী ইমামও ছিলেন, আর তাঁরা রোজ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ইমামতি করতেন। ইমামগণ হয় নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হতেন অথবা গোত্রীয় লোকগণের দ্বারাই এবং কখনো তাঁরই সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হতেন।

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সাহাবীগণও কখনো কখনো রাসূল (সাঃ) এর স্থলে তাঁর মসজিদের বা অন্য কোনখানের মসজিদে ইমামতি করতেন। আমরা জানি যে নবী করীম (সাঃ) এর শহরে অনুপস্থিতকালে তাঁর প্রতিনিধিগণ মদীনাতে মুসলমানগণের ইমামতি করতেন। ওয়াকিদী এবং ইব্ন সা'দ উভয়েই লিখেছেন যে তাবূক অভিযানের সময়ে মুসলিম বাহিনী দুই অংশে বিভক্ত ছিল; এক অংশের নেতৃত্ব করেন স্বয়ং রাসূল (সাঃ) অপর অংশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আবূ বক্‌রকে, তিনি রাসূল (সাঃ) এর প্রতিনিধিরূপে নিজ বাহিনীর ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন।[৮৪] এখানে উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম সেনাপতিগণ, ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রশাসক ও কর্মকর্তাগণের ন্যায়, সালাতেও ইমামতি করতেন। এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হল যাতুস্-সালাসিল অভিযানকালে আমর ইবনুল-আস-এর সেই দায়িত্ব পালন।[৮৫] তাবূক অভিযানকালে রাসূল (সাঃ) এর আরেকজন সাহাবী আবদুর রহমান ইব্ন আওফ জামায়াতে ইমামতি করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তা বেশ চিত্তাকর্ষক। রাসূল (সাঃ) কোন কাজে কোনখানে গিয়েছিলেন। সালাতের সময় পার হয়ে যায় দেখে সাহাবীগণ আবদু রহমান ইব্ন আওফকে ইমামতি করতে বলেন। সংকোচের সঙ্গে তিনি সামনে অগ্রসর হন, এবং তিনি যখন সালাত আদায়ের মাঝখানে তেমন সময়ে রাসূল (সাঃ) এসে উপস্থিত হন। তাঁকে আসতে দেখে আবদুর-রহমান চলে আসতে চাইলেন, কিন্তু নবী করীম (সাঃ) ইঙ্গিতে তাঁকে সা'লাত শেষ করতে বলেন। বিবরণ অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) শুধু যে তাঁর ইমামতিতে সালাত শেষ করেছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর প্রশংসাও করেছিলেন।[৮৬] একটি বিষয় অতি সুবিদিত যে রাসূল (সাঃ) তাঁর শেষ অসুস্থ অবস্থায় আবূ বক্‌রকে মসজিদে নববীতে ইমামতি করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন বিবরণ অনুযায়ী নবী করিম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় আবূ বকর ১৭টি সালাতের জামায়াতে ইমামতি করেছিলেন।[৮৭] তখন কিছুটা নিশ্চয়তার সাথেই বলা যায় যে রাসূল (সাঃ) এই শাখাটির জন্যে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় কর্মসূচীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, আর এটিই ছিল ইসলামের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ।

মুয়াযযিনগণ

আযান হচ্ছে জামায়াতে সালাত প্রতিষ্ঠার (ইকাম) স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত পূর্বশর্ত। বুখারী এবং অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণনাকারীগণ আযান পদ্ধতি সৃষ্টির খুবই চিত্তাকর্ষক একটি বিবরণ দিয়েছেন। হিজরতের ঠিক পরে পরেই এই প্রয়োজনটি অনুভূত হয় যে মুসলমানগণ যে মসজিদে গিয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করবেন তার জন্যে কোন রকম ভাল পদ্ধতি বের করা উচিত। বিভিন্নজনের প্রস্তাব বিবেচনা করে রাসূল (সাঃ) সবশেষে উমর ইবনুল-খাত্তাব এর প্রস্তাবিত আযান (শাব্দিক অর্থ ডাক দেওয়া) পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন।[৮৮] যাহোক, সকল হাদীসমতেই আযান পদ্ধতি গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাবসী বিলাল ইব্ন রাবাহকে ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত করা হয়।[৮৯] তিনি মসজিদে নববী থেকে প্রতিদিন পাঁচ বার ঈমানদার মুসলমাগণকে জামায়াতে সালাত আদায় করার জন্যে আযান দিতেন।[৯০] বিভিন্ন বিবরণ অনুযায়ী তিনি রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করে যান।[৯১] মদীনার মসজিদে

www.pathagar.com

নববীতে এবং রাসূল (সাঃ) যখন কোন অভিযানে যেতেন তখন সেখানেও তিনি সব সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ইব্‌ন সা'দ সঙ্কলিত একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সাঃ) এর তিনজন মুয়াযযিন ছিলেনঃ বিলাল, আবূ মাহযূরা, তাঁর আসল নাম ছিল আওস ইব্‌ন মিয়ার, তিনি জুমাহ কুরায়শ গোত্রীয় ছিলেন, এবং আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতূম, তিনি আমির/ কুরায়শ গোত্রীয় ছিলেন। বিলাল অনুপস্থিত থাকলে আবূ মাহযূরা আযান দিতেন এবং তিনিও অনুপস্থিত থাকলে আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতূম আযান দিয়ে সালাতে যোগ দেয়ার জন্য ঈমানদারগণকে আহবান জানাতেন।[৯২] কিন্তু ইব্‌ন সা'দ সঙ্কলিত হাদীসের শেষাংশ সঠিক বলে মনে হয় না, কেন না মক্কা বিজয়ের পরে আবূ মাহযূরা কাবা শরীফের মুয়ায্‌যিন নিযুক্ত হয়েছিলেন অধিকাংশ হাদীসেই একথা বর্ণিত হয়েছে।[৯৩] তিনি কখনো মদীনার মসজিদে আযান দেননি। কয়েকটি বিবরণ অনুযায়ী তিনি শুধু হারাম শরীফের স্থায়ী মুয়াযযিনই ছিলেন না, তাঁর বংশধরগণও পুরুষানুক্রমে সেই পদে নিযুক্ত ছিলেন।[৯৪]

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে রমযান মাসে বিলাল এবং আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতূম উভয়েই একজনের পরে আরেকজন আযান দিতেন। প্রথম জন সময় ঘোষণা করে বলতেন যে কতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া ও পান করা যাবে, আর শেষোক্তজন সেহ্‌রীর শেষ এবং ফজরের সালাতের সময় ঘোষণা করতেন।[৯৫]

উস্‌দে বর্ণিত আছে যে সা'দ ইব্‌ন আয়িয, যিনি সা'দ আল-কারায নামে সুপরিচিত ছিলেন, শুধু কুবা মসজিদের মুয়াযযিনরূপেই নিযুক্ত ছিলেন না, মদীনাতে বিলাল কখনো অনুপস্থিত থাকলে তাঁর স্থলেও দায়িত্ব পালন করতেন। এই হাদীসটিরও শেষের অংশ যথার্থ নয়।[৯৬] ইব্‌ন কুতায়বা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে তিনি আবূ বক্‌র-এর খিলাফতের শেষ সময় পর্যন্ত কুবা মসজিদের মুয়ায্‌যিন ছিলেন। উমর খলীফা হয়ে তাঁকে মদীনাতে নিয়ে যান। কারণ বিলাল তখন সিরিয়াতে চলে গিয়েছিলেন। যাই হোক, সা'দ আল-কারায-এর বংশধরগণও তাঁর পদলাভ করেছিলেন এবং ইব্‌ন কুতায়বার সময় পর্যন্ত তখনো সেই পদে নিযুক্ত ছিলেন।[৯৭]

উস্‌দে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সাঃ) এর আরো একজন মুয়ায্‌যিন ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আবদুল আযিয ইব্‌ন আছাম। এটুকু ছাড়া তাঁর বিষয়ে আর কিছুই জানা যায় না।[৯৮] তবে কাত্তানী লিখেছেন যে তিনি মাত্র একবার আযান দিয়েছিলেন।[৯৯] তিনি আরো লিখেছেন যে যায়দ ইবনুল হারিস আস-সুদাঈ ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর আরেকজন মুয়াযযিন।[১০০] রাসূল (সাঃ) এর আরো একজন মুয়াযযিন ছিলেন তাঁর মাওলা সাওবান। আবদুর-রায্‌যাক-এর মুছান্নাফ গ্রন্থ অনুযায়ী তিনি মাত্র একবারই আযান দিয়েছিলেন।[১০১] তিনি মাকরীযীর খিতাতের বরাত দিয়ে রাসূল (সাঃ) এর অষ্টম মুয়ায্‌যিনের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান। তিনি রাসূল (সাঃ) এর মিম্বরের নিকটে দাঁড়িয়ে আযান দিতেন,[১০২] বুঝা যায় যে তা ছিল জুমার সালাতের খুতবার পূর্বের দ্বিতীয় আযান।

উসদুল-গাবাহ গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন তথ্যাবলী থেকে আমরা জানতে পারি যে রাসূল (সাঃ) সব সময়ে না হলেও অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলের জন্যে আলাদা মুয়ায্‌যিন নিযুক্ত করেছিলেন। সুফিয়ান ইব্‌ন কায়স আল-কিন্দী যিনি আল-আশাস ইব্‌ন কায়স-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কিন্দাহতে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন তিনি নিজ গোত্রীয় অধিবাসীদের জন্যে মুয়াযযিন নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।[১০৩] ধারণা করা যায় যে আরবের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে যে সকল জামায়াত হত সেগুলোতে নিশ্চয়ই নিজস্ব মুয়ায্যিন ছিলেন, হযরত রাসূল (সাঃ) কর্তৃক মনোনীত অথবা স্থানীয় মুসলমানদের নিজেদের নির্বাচিত। কারণ আযান ছিল সালাতের অত্যাবশ্যক অংশ। তথ্য উৎসের উল্লেখ অনুযায়ী সামাজিক বা রাজনৈতিক অন্যান্য জনসমাবেশের জন্যেও আযান দেওয়া হত। রাসূল (সাঃ) যখনি কোন জরুরী বিষয়ে মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইতেন, তখনি একজন ঘোষক (মুনাদি) বিভিন্ন মহল্লাতে গিয়ে বলতেন, "আস্-সালাহ্ জামিআ" (নামাজই বন্ধন) এবং তখন মুসলমানগণ মসজিদে গিয়ে সমবেত হতেন। কিন্তু বিলালও এই উদ্দেশ্যে প্রায়ই মসজিদ থেকে মুসলমানগণকে আহ্বান জানাতেন।

হজ্জ্ব বিষয়ক সংগঠন

হজ্জ্ব (মুসলিম বর্ষপঞ্জীর শেষ মাসে মক্কা শরীফে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে মহা সম্মেলনে যোগদান) ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। একথা সকলেরই জানা, যে মুসলমানের পবিত্র শহরে সফরে যাবার মত যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে তাঁর জন্যে হজ্জ্ব ফরয। ধর্মের বিধি অনুযায়ী হজ্জ্ব একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ও অনুষ্ঠিত হতে পারে। মক্কা বিজয়ের আগে এ কারণেই মুসলমানগণ এই ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। যদিও হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে তাঁরা উমরাহ্ পালন করতে পারতেন (এককভাবে বা সমবেত ভাবে বছরের যে কোন সময়ে মক্কা শরীফে গিয়ে হজ্জ্বের অনুষ্ঠানাদি পালন করা অর্থাৎ ছোট হজ্জ্ব)।

মক্কা বিজয়ের প্রায় তিন মাস পরে, অর্থাৎ যিলহজ্জ, ৮ হিঃ/মার্চ, ৬৩০ খৃ. মুসলমানগণ মক্কার উমাইয়াহ ওয়ালী আত্তাব ইব্ন আসীদ-এর ইমারা বা বিলায়াতে (ওইলায়া) প্রথম হজ্জ্ব পালন করেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা এরূপ বলেছেন যে পবিত্র শহরের ওয়ালী বা গভর্নর ছিলেন বলে সে অধিকারে তিনি উক্ত কর্তব্য পালন করেছিলেন, রাসূল (সাঃ) তাঁকে আমীরুল হজ্জ্ব নিযুক্ত করেননি।[১০৪] কিন্তু অন্যান্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে রাসূল (সাঃ) তাঁকেই আমীরুল-হজ্জ্ব নিযুক্ত করেছিলেন।[১০৫]

যাহোক, পরের বছর রাসূল (সাঃ) আবূ বকরকে আমীরুল-হজ্জ্ব করে মদীনা থেকে পাঠান। এক অর্থে তার দ্বারা ইঙ্গিতে এই বুঝানো হয় যে সেই সময় থেকে হজ্জ্বের আয়োজন করবে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র, যদিও সেই বছর মূর্তিপূজারীগণকেও অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই বছরই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে কোন অমুসলিমকে হজ্জ্বে আসতে দেওয়া হবে না। সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটির জন্যে আলী ইব্ন আবী তালিবকে রাসূল (সাঃ) এর বিশেষ দূতরূপে পাঠানো হয়েছিল।[১০৬] তিনি মিনাতে গিয়ে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত পড়ে শোনান।[১০৭] রাসূল (সাঃ) এর জীবনের শেষ হজ্জ্ব এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের নিজ নেতৃত্বেই পালন করা হয়েছিল।[১০৮] বস্তুত সেই ছিল রাসূল (সাঃ) এর জন-জীবনের সবচেয়ে উপযোগী চূড়ান্ত সাফল্য। সেদিন তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং দ্বিধাহীনভাবে মানবজাতির জন্যে আল্লাহ্র বাণী প্রচার করেছিলেন।[১০৯] ১,৪০,০০০ এরও বেশী লোকের

www.pathagar.com

এক বিরাট সমাবেশ সেদিন মহা আগ্রহের সঙ্গে তাঁর ভাষণ শুনেছিলেন। পরে তাঁরা মুবাল্লিগ (প্রচারক) ও সতর্ককারীরূপে নিজ নিজ অঞ্চল ও অধিবাসীগণের নিকটে ফিরে যান।[১১০]

ইব্‌ন ইসহাক ও তাবারীর বিবরণ অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) রাবীয়াহ ইব্‌ন উমাইয়া বিন খালাফকে তাঁর কথাগুলো জোরে চীৎকার করে বলার জন্যে বলেন (আল-লাযী ইয়াছরিখু ফী আন্ নাস); সে অনুযায়ী রাবীয়াহ রাসূল (সাঃ) এর কথাগুলো তাঁর অসাধারণ উচ্চ কণ্ঠে সকলের নিকটে পৌছে দেন।[১১১] অনুরূপ ভাবে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে সেই-বিশাল বিদায় হজ্জের সময়ে কয়েকবার জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালীও রাসূল (সাঃ) এর ঘোষকরূপে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১১২] এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য আরো কয়েক ব্যক্তিই তাঁর ঘোষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এখানে আওস ইব্‌ন হাদাসান বিন হাওয়াযিন-এর নামও উল্লেখ করা যেতে পারে, ৯ হিজরী/৬৩১ খৃ. হজ্জের সময়ে রাসূল (সাঃ) তাঁকে মিনাতে একটি আদেশ জারী করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন।[১১৩]

এই শ্রেণীভুক্ত আরেকজন কর্মচারী হজ্জ বা উমরাহ পালনের সময়ে কোরবানীর পশুর দায়িত্বে থাকতেন (সেগুলোকে যথার্থভাবে বলা হয় হাদয়্যি)। একটি বিষয় চিত্তাকর্ষক যে স্বয়ং রাসূল (সাঃ) ৬ হিজরী/ ৬২৮ খৃ. যখন তিনি বিখ্যাত হুদায়বিয়ার যুদ্ধে যান তখন থেকে বিদায় হজ্জ পর্যন্ত এই হাদয়্যি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন অথবা লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। হুদায়বিয়ার অভিযানের সময়ে তাঁর হাদয়্যি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল আসলাম গোত্রের নাজীয়্যা ইব্‌নুল জুনদুব-এর উপরে।[১১৪] তিনি সম্ভবত সেই "পদে" স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন, কেননা যথার্থ তথ্য উৎস থেকে জানা যায় যে পরবর্তী সকল সময়েই তিনি রাসূল (সাঃ) এর হাদয়্যি নিয়ে মক্কাতে গিয়েছিলেনঃ উমরাতুল-কাযা অভিযানের সময়ে, আবূ বক্‌র-এর নেতৃত্বাধীনে হজ্জ করার সময়ে এবং বিদায় হজ্জের সময়ে।[১১৫]

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে অবশ্য বর্ণিত আছে যে একবার আলী ইব্‌ন আবী তালিবও হাদয়্যির দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন। কোন্ অভিযানের সময়ে বা কোন উপলক্ষে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করে ছিলেন তা জানা যায় না; সম্ভবত কোন উমরাহ্ পালনকালে তিনি রাসূল (সাঃ) এর হাদয়্যি নিয়ে গিয়েছিলেন।[১১৬] অনুরূপভাবে উসদুল-গাবাহতে আরও দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখিত রয়েছে, যুওয়ায়ব ইব্‌ন হালহালা, ইনি ছিলেন কাব/খুযাআহ গোত্রের এবং আমর ইব্‌ন সুমালী ছিলেন হাওয়াযিন গোত্রের। তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর হাদয়্যি নিয়ে মক্কাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোন উপলক্ষে গিয়েছিলেন সে কথা উল্লেখিত নেই।[১১৭] একইভাবে, ইব্‌ন হাযম-এর গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে গিফারের খালিদ ইব্‌ন সায়য়ার কোন সময়ে রাসূল (সাঃ) এর হাদয়্যি-এর দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন।[১১৮] এরূপ হওয়া সম্ভব যে আরো কয়েকজনই হয়ত রাসূল (সাঃ) এর হাদয়্যি মক্কাতে নিয়ে যাবার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। কয়েকবারই একাধিক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কোরবাণীর পশু নিয়ে মক্কাতে গিয়ে থাকবেন। এরূপ সম্ভাবনা সর্বাধিক।

কাবা এবং হারাম শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ করা ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব। রাসূল (সাঃ) এর জন্যেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। একটি তথ্য সুবিদিত যে রাসূল (সাঃ) তাঁর চাচা আল-আব্বাস

www.pathagar.com

ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে তাঁর সিকায়া হবার অধিকারে সেই দায়িত্বে স্থায়ী করেছিলেন; আল-আব্বাস-এর পিতারও ৫৭৮ খৃ. তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সিকায়া ছিলেন।[১১৯] একটি হাদীস থেকে এরূপ ধারণা হয় যে আব্বাস এই অধিকারের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন আবূ তালিব থেকে, তিনি যুবায়র ইব্‌ন আবদুল-মুত্তালিব-এর মৃত্যুর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[১২০] একই সময়ে কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারী হিজাবার দায়িত্ব পুনরায় অর্পন করা হয় আবদুদ্‌-দার / কুরায়শ বংশীয় উসমান ইব্‌ন তালহার উপরে, তিনি প্রাক-ইসলামী আমল থেকে সেই দায়িত্বে ছিলেন।[১২১] ঐতিহ্যগতভাবে, তাঁদের পরিবার কুসায়য়ি-এর আমল থেকেই এই অধিকার ভোগ করে আসছিলেন।[১২২] একই উপলক্ষে রাসূল (সাঃ) খুযাআহর তামীম ইব্‌ন আসীদকে হারাম শরীফের সীমানা নির্ধারণ করতে বলেছিলেন।[১২৩] খুযাঈগণের মধ্য থেকে একজন লোককে এই কাজের জন্যে নির্বাচন করা হয় সম্ভবত এ কারণে যে তাঁদের বংশীয়গণ অনেক আগে অর্থাৎ প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই হারাম শরীফ বিষয়ের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১২]

টীকা ঃ

১. ইব্‌ন সা'দ, ১খ. পৃঃ ২২০। যুবাইরী, পৃঃ ২৫৪। উসদ্‌, ৪র্থ, পৃঃ ৩৬৮-৯।

২. ইব্‌ন সা'দ, ১খ,. পৃঃ ২২০; তুল. ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ২০।

৩. ইব্‌ন ইসহাক, পৃঃ ২৮৮। ওয়াকিদী, পৃঃ ১৫। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃঃ ১১। তাবারী, ২খ., পৃ. ৪১৩। তুল. অধ্যায় ৫।

৪. তুল. অধ্যায় ৫।

৫. যূ আমার অভিযানকালে দুসূর ইবনুল হারিসের ইসলাম গ্রহণ, আল-কারাদামুখী অভিযানকালে ফুরাত ইব্‌ন হায়ান আল-ঈজলীর ইসলাম গ্রহণ, দূমার গাযওয়ার সময়ে জনৈক কালবীর ইসলাম কবুল, মুরাইসী অভিযানকালে ও তার ঠিক পরে বনূ আল-মুসতালিকগণের ইসলাম কবুল এবং পরবর্তী অভিযানসমূহের কালে অন্যান্য আরো বহু ব্যক্তির ইসলাম কবুল থেকে এ রকম উদাহরণ দেখানো যায়। দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃঃ. ৩৫,৩৬,৬২,৬৪-৫পৃঃ। তুল. অধ্যায় ২।

৬. ইব্‌ন ইসহাক, পৃঃ ৫৪৭পৃ'। ওয়াকিদী, পৃ' ৮৫০ পৃঃ। ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃঃ ১৩৪পৃ.। তাবারী, ৩খ., পৃঃ ৫৩প.

৭. তুল, অধ্যায় ১ এবং ২।

৮. ইব্‌ন ইসহাক; পৃঃ ৫৫১-২। ওয়াকিদী, পৃ. ১১০৩-৮। ইব্‌ন সা'দ, ২খ,.পৃঃ ১৮৩প.। তাবারী ৩খ., পৃঃ১০-২।

৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ দূমার অধিবাসীগণকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান, তিন দিন পরে তারা ইসলাম কবুল করে। বনূ সুলায়মগণের বিরুদ্ধে অভিযানে ইব্‌ন আবী উল আওজা তাদেরকে ইসলামের পথে দাওয়াত দেন। একই রকমভাবে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে প্রচারকরূপে বনূ জাযিমাহগণের কাছে প্রেরণ করা হয়, সেনাপতিরূপে নয়। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং আলী ইব্‌ন আবী তালিব এই উভয়ে বেশ দীর্ঘ সময়ব্যাপী আল ইয়ামানের অধিবাসীগণের মধ্যে কাজ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মুসলমান করেন। দ্রঃ ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃঃ ৮৯, ১২৩, ১৪৭, ১৬৯, ১৭৯।

১০. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৬৭২। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ৮৯, ১৪৭, ১৭০।

www.pathagar.com

১১. ফুতূহুল–বুলদান, পৃ. ৪২, সেখানে বলা হয়েছে যে তাঁকে ফাদাকে পাঠানো হয়েছিল খায়বার অভিযানের পরে। তুল. উসদ; ৪র্থ ., পৃঃ ৩৩৪।

১২. ইব্‌ন ইসহাক. পৃঃ ৪৩৩–৪প.। ওয়াকিদী, পৃঃ ৩৪৬–৫১। ইব্‌ন সা'দ। ২খ., পৃঃ ৫১–৪। তাবারী., ২খ. ৫৫৪–৫।

১৩. ইব্‌ন ইসহাক, পৃঃ ৪২৬–৩৩। ওয়াকিদী, পৃঃ ৩৫৪–৬২। ইব্‌ন সা'দ., পৃঃ ৫৫–৬ পৃঃ তাবারী, ২খ. পৃ. ৫০৮–৪২।

১৪. খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ উযযা ধ্বংস করেছিলেন; আমর ইবনুল আস সুওয়া ধ্বংস করেন; সা'দ ইব্‌ন যায়দ মানাত ধ্বংস করেন; আর আবূ সুফিয়ান এবং মুগীরাহ্ ইব্‌ন শুবা ধ্বংস করেছিলেন আল–লাত। অল্প কিছুকাল পরে তুফায়ল ইব্‌ন আমর আদ–দাওসী তাদের জাতীয় মূর্তি যু'আল কাফফায়ন এবং আলী বনূ তায়্যিগণের কেন্দ্রীয় মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। দ্র. সংযোজনী. ঘ–১

১৫. ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ৮৯। ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃঃ. ২৬২–৭।

১৬. ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃঃ ৪২৯, ৫৯২। তাবারী, ৩খ. পৃঃ ১২৬–৮। উসদ, ৪খ., পৃঃ ৬৮–৯। তুল. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।

১৭. ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৬৪১। ওয়াকিদী, পৃঃ ১০৭৯–৮৩। ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃঃ ১৬৯–৭২। তাবারী, ৩খ., পৃঃ ১৩১–২। তুল. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।

১৮. তাবারী, ৩খ., পৃঃ ১৮৭। তুল. সংযোজনী ঘ–১।

১৯. তুল. অধ্যায় ৪।

২০. মাজমূআ'তুল–ওয়াসাইক, পৃ. ২৩, ২৯, ৪১, ৪৯, ৫৩–৬, ৬৯, ১০৮ প. অধ্যায় –৪।

২১. তু. অধ্যায়–৪।

২২. উসদ, ১খ., পৃঃ ২৭৬; ২খ., পৃ. ২৪৪; ৪খ., পৃঃ ১৩১।

২৩. তুল অধ্যায়–৪।

২৪. তুল. অধ্যায় ৪।

২৫. তুল. অধ্যায় ৪।

২৬. তাবারী, ৩খ., পৃঃ ১৮৭।

২৭. আল–কুরআন, সূরা তওবা ৫ঃ ১২৪। তুল. আরবেরী, ১খ., পৃঃ ২২২।

২৮. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃঃ ২২০। যুবাইরী, পৃঃ ২৫৪। ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ২০। উসদ. ১খ., পৃঃ ১৭১–২; ৪খ., পৃঃ ৩৬৮–৯। তুল. ইব্‌ন সা'দ, ৩খ., পৃঃ ১১৬–২০, ৬০৮–১২। আনসাবুল–আশরাফ, ১খ., পৃঃ ২৫২। আরো দ্র. ইব্‌ন ইসহাক, পৃঃ ১৯৯–২০১।

২৯. ঐ, বা'বুল–হিজরা। আল–বারা ইব্‌ন আযিব। যিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি এ প্রসঙ্গে একটি খুবই চিত্তাকর্ষক তথ্য প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, মুস'আব ইব্‌ন উমায়র এবং ইব্‌ন উমম মাকতূম উভয়েই হিজরার আগে মানুষকে কুরআন শিক্ষাদান করতেন এবং হাদীস বর্ণনাকারী সে সময়ে কিশোর ছিলেন। তিনি আল মুফাছছাল নামে পরিচিত সূরা সমূহের মধ্য থেকে সূরা আল 'আলা (৮৭নং) শিখেছিলেন। (সূরা আল–হুজুরাত (৪৯নং) থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে আল–মুফাছছাল বলা হয়)। সূরাগুলোর কালানুক্রমের বিষয়ে জানবার জন্যে দ্র. বেল, ইন্ট্রোডাকাশন টু দি কুরআন, অধ্যায় ৪, পৃ. ১০০–১৪।

৩০. সুনান, ২খ., পৃঃ ১২৯, শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত সীরাহ, ২খ. পৃঃ ৯০। তুল কাত্তানী, ১খ., পৃঃ ৪০।

৩১. ঐ, ৩খ., পৃঃ ১৩৭, শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত, সীরাহ, ২খ., পৃঃ ৯০।

৩২. বি'র মাউনা প্রসঙ্গে ওয়াকিদী বলেন (পৃঃ.৩৪৭) যে, আনসারগণের মধ্যে ৭০ জন তরুন ছিলেন

www.pathagar.com

তাঁদের সকলকেই বলা হত আল-কুররা (শাব্দিক অর্থ পাঠকারী, কিন্তু বিশেষ অর্থ শিক্ষক)। রাত্রি হলে তখন তাঁরা মদীনার এক প্রান্তে জনৈক শিক্ষকের বাড়ীতে যেতেন, এবং সকাল পর্যন্ত আলোচনা করতেন ও নামাজ পড়তেন। দিনের বেলা তাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্যে পানি ও কাঠ আহরন করতে যেতেন। তুল. ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃঃ ৫২,৫৬। তাবারী, ২খ., পৃঃ ৫৩৮, ৫৪৫-৬। দ্র. বুখারী, গাযওয়া বি'র মাউনা। আরো দ্র. ইব্‌ন সা'দ এর বইয়ের ৩ খন্ডে বি'র মাউনা এবং আর-রাজীর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের পৃথক জীবনী।

৩৩. তাঁর বিষয়ে জানার জন্যে দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ৪র্থ., পৃঃ ৩২৫-৪১।

৩৪. ঐ, ফাযাইল আক্‌হাবুন-নবী।

৩৫. তুল. কাত্তানী, ১খ., পৃঃ ৪০-১।

৩৬. যুবাইরী, পৃঃ ১৭৪। জামহারাহ্‌, পৃঃ ৭৩।

৩৭. কিতাবুল মুহাব্বার। পৃঃ ১৮৬।

৩৮. ইব্‌ন সা'দ, ৩খ., পৃঃ ৫১৩।

৩৯. তুল কাত্তানী, ১খ.,পৃঃ ৪৪-৭। এই প্রসঙ্গে আর যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা হলেন আবূ যায়দ আল আনসারী, তামীম আদ-দারী, উবাদাহ্‌ ইবনুস-সামিত, আবূ আয়ূব আল আনসারী, শিহাবুল কুরাশী এবং সর্বোপরি উম্ম ওয়ারাকা বিন্‌ত আবুদুল্লাহ্‌ বিন আল হারিস আল-আনসারী। উমর ইবনুল খাত্তাব সন্দেহ করেন যে আল ইয়ামামার দিনে বহুসংখ্যক কুররা শহীদ হয়েছেন, তা থেকেও এই তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে রাসূল (সাঃ) এর আমলে কুরআনে হুফ্‌ফাযের সংখ্যা বেশ যথেষ্ট ছিল। এ বিষয়ে দ্র. তাবারী, ৩খ., পৃঃ ২৮৫ প. ।

৪০. শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত পূর্বে উল্লেখিত, ২খ., পৃঃ ৮৮।

৪১. ঐ, বাব রহমত আলা আল বাহাইম।

৪২. ইব্‌ন সা'দ ৫খ., পৃঃ ৫৬৪। আল মা'রিফ, পৃঃ ৩০৮।

৪৩. ইব্‌ন সা'দ, ৪খ., পৃঃ ৩৪৩-৪। জুহায়নার একজন নও মুসলমান, নাম উকবা ইব্‌ন আমীরকে রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন যে তিনি বেদূঈন বাইয়াত নাকি বাইয়াতু'ল হিজরা পছন্দ করবেন। তিনি হিজরা বাইয়াত গ্রহণ এবং মদীনাতে বসতি স্থাপন করেন। তুল. ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, ৮৫-৮৬ এবং ২৪২-৪৩।

৪৪. তু. মুহাম্মাদ এট মদীনা,৮৬, ২৪২-৩, অধ্যায়-২, ১১৮ প.।

৪৫. ঐ, গাযওয়াহ ফাতহ মক্কা। তিনি বলেন যে তিনি কুরআনের যে কোন অংশ পেতেন তাই গিলে ফেলতেন, তা যেন তাঁর হৃদয়ে আঠার মত লেগে থাকত। তুল. আবূ দাঊদ ও নাসাঈ, কিতাবু'স-সালাহ।

৪৬. ঐ, ৩খ., পৃঃ ২৮২।

৪৭. ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃঃ ৫০০। ওয়াকিদী; পৃঃ ৮৮৯, ৯৫৯। ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃঃ ১৩৭। তাবারী ৩খ., ৯৪। তুল. ইব্‌ন খালদূন, ১খ., পৃঃ ৮১৮। উসদ, ৪খ., পৃঃ ৩৭৬-৮; ৫খ., পৃঃ ৩০৮-১। কাত্তানী, ১খ., পৃঃ ৪৩।

৪৮. ওয়াকিদী, পৃঃ ৯৩১-২।

৪৯. তুল. অধ্যায়-৪।

৫০. ঐ, পৃঃ ৭১-৩, রাসূল (সাঃ)-কে লিখিত পত্র এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, "আমি তাদের সঙ্গে (বনূ আল হারীসগণ) অবস্থান করছি, আল্লাহ্‌ যেগুলোর আদেশ দিয়েছেন আমি সেগুলো পালন করতে বলি আর যেগুলো নিষিদ্ধ সেগুলো করতে নিষেধ করি, এবং তাদেরকে ইসলামের মূলনীতিগুলো (মা'আলিম) এবং রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ শিক্ষা দিই।"

www.pathagar.com

৫১. তুল. অধ্যায় ৫।

৫২. তুল. অধ্যায় ৪।

৫৩. আল-মুয়াত্তা, কাত্তানী কর্তৃক উদ্ধৃত, ১খ., পৃ. ৫৬, সেখানে আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে দুজন লোক তাঁদের একটি বিষয় মদীনার কোন বিদ্বান ব্যক্তির নিকটে নিয়ে যাওয়ার পরে রাসূল (সাঃ) এর নিকটে উত্থাপন করেন। অবশ্যই তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হয়েই তারা রাসূল (সাঃ) এর নিকটে গিয়ে থাকবেন।

৫৪. ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ৩৩৫, ৩৪০, ৩৪৮, ৩৫০। যদিও তিনি লিখেছেন যে মুফতিগণের সংখ্যা ছিল ছয়। কিন্তু তিনি নিজেই অপর একটি হাদীসে আরও দু'জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তুল. উস্‌দ, ৪খ., পৃ. ৩৭৫, সেখানে মাত্র ছয় জনের কথা উল্লেখিত হয়েছে, আবূ বক্‌র এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ-এর নাম নেই।

৫৫. আত-তালকী, কাত্তানী কর্তৃক উদ্ধৃত, ১খ, পৃ. ৫৬।

৫৬. কাত্তানী, ১খ. পৃ. ৫৭।

৫৭. ঐ, ১খ. পৃ. ৫৮।

৫৮. ঐ।

৫৯. ঐ।

৬০. ঐ, ৩খ. পৃ. ৬০৯। সেখানে বলা হয়েছে যে তিনি সাহল ও সুহায়ল-এর মিরবাদে (আস্তাবল) যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন সেখানে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ইমামতি করতেন, উল্লেখিত দু'জন ছিলেন গানম ইব্‌ন মালিক, নাজজার গোত্রীয় রাফির পুত্র। সেখানেই পরে রাসূল (সাঃ) তাঁর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তুল. ইব্‌ন ইসহাক। পৃ. ১৯৯-২০০।

৬১. ঐ।

৬২. উস্‌দ, ২খ. পৃ. ৫৬।

৬৩. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ১৯৯। বুখারী এবং আবূ দাউদ। কিতাবুস-সালাহ।

৬৪. ঐ, কিতাবুস সালাহ। প্রথম বিষয়টি একটি ভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির নামে মসজিদের নামকরণ করা যায় কি না। শেষোক্ত বিষয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক-এর বর্ণিত বলে একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে বনূ আমর ইব্‌ন আওফগণ যখন আছরের সালাত পড়েন তখন মসজিদে নববীতে সেই ওয়াক্তের সালাত পড়া শেষ হয়ে গেছে।

৬৫. ঐ। তুল. ওয়াকিদী, পৃ. ৪৮,৭৩, ১০৪৬।

৬৬. ঐ।

৬৭. ঐ, ৩খ. পৃ. ৩৫৯-৬০। তুল. ইব্‌ন সা'দ, ৩খ. পৃ. ৫৫০। আবূ দাউদ ও নাসাঈ। কিতাবুস্-সালাহ। ওয়াকিদী, পৃ. ১০৪৬, তিনি বলতে চান বলে মনে হয় যে তা ছিল কুবাতে।

৬৮. উস্‌দ ৩খ. পৃ. ২৩৭।

৬৯. বুখারী, কিতাবুস্ সালাহ।

৭০. ঐ।

৭১. ঐ, শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত, ২খ. পৃ. ৯২। তুল. কাত্তানী, ১খ, পৃ. ৭৭, তিনি লিখেছেন যে নয়টি মসজিদের সবগুলোতেই বিলাল-এর আযান শুনে সালাত অনুষ্ঠিত হত।

৭২. ঐ, ৪খ. পৃ. ৩৪৫।

৭৩. ঐ, শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত, ২খ, পৃ. ৯২। এগুলোর মধ্যে ওয়াকিদী মসজিদুল-ফাযিহ- কথা উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন, সেই ছোট মসজিদটি বনূ খাতামাহদের এলাকাতে অবস্থিত ছিল। দ্র. কিতাবুল–মাগাযী পৃ. ৩৭১।

৭৪. নাসাঈ, সুনান, কিতাবুল–মাসজিদ। তুল. শিবলী, ২খ. পৃ. ৯৩।

৭৫. তুল. অধ্যায় ২।

৭৬. ইব্‌ন সা'দ, ৫খ. পৃ. ৪৪৬। নাসাঈ, কিতাবুস–সালাহ। তুল. শিবলী, ২খ. পৃ. ৯৮।

৭৭. ইব্‌ন সা'দ ৫খ. পৃ. ৫০৮–৯। তুল. অধ্যায় ৪।

৭৮. ফুতূহল বুলদান, পৃ. ৮৭–৮। উস্‌দ, ৫খ. ২০৩।

৭৯. দ্র. অধ্যায় ৪।

৮০. উস্‌দ, ২খ. পৃ. ৩৮৮।

৮১. ঐ, বাবুল–ইমামা।

৮২. ওয়াকিদী, কিতাবুল–মাগাযী, পৃ. ৮৭৫–৭৭, ৮৮২।

৮৩. ঐ, পৃ. ৯৮০।

৮৪. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৯৫। ইব্‌ন সা'দ, ২খ, পৃ. ১৬৫।

৮৫. ওয়াকিদী, পৃ. ৭৭১। লিখেছেন যে এই অভিযানকালে আবূ উবায়দাহ্ ইবনুল জাররা অতিরিক্ত সেনাবাহিনী নিয়ে আমর ইবনু'ল আস–এর সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। শেষোক্ত জন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে দাবী জানালে তখন সেই মর্যাদায় তিনিই সালাতে ইমামতি করেন।

৮৬. ওয়াকিদী, পৃ. ১০১২, লিখেছেন যে সালাতের পরে রাসূল (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন, "তুমি ভাল কাজ করেছ! কোন নবীই তাঁর উম্মাহর একজন সৎ ব্যক্তির পিছনে সালাত না পড়ে মারা যাননি।" তুল. যুবায়রী, পৃ. ২৬৫। ইসাবাহ্, নং ৫১৭৯।

৮৭. তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৯৬–৭। বুখারী, বাবুল–আযান।

৮৮. বুখারী, বাব বা'বুল–আযান। মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী, বাবুল–আযান। কোন ব্যক্তি এবং কিভাবে আযান রীতির প্রস্তাব করেছিলেন সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত হাদীসে পরিষ্কারই বলা হয়েছে যে রাসূল (সাঃ) এর কাছে কয়েকটি প্রস্তাবই করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেগুলো বাতিল করে দেন। তখন উমর আযান পদ্ধতির কথা বললে রাসূল (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। কোন কোন হাদীস বর্ণনাকারী লিখেছেন যে আযানের প্রস্তাব করেছিলেন আবদুল্লাহ্ যায়দ। তিনি স্বপ্নে কথাগুলো পেয়েছিলেন। দ্র. ইব্‌ন ইসহাক পৃ. ২৩৫–৬। তিনি শেষোক্ত মত সমর্থন করেন। তুল. আল–মাআরিফ, পৃ. ৩৬৯। শিবলী, ১খ. পৃ. ২৫৩–৪।

৮৯. বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী, পূ. গ্র.। তুল. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ২৩৬। আল– মাআরিফ. পৃ. ৩৬৯। তুল. ইব্‌ন সা'দ, ৩খ. ২৩৪।

৯০. ইব্‌ন সা'দ. ১ম , পৃ. ২৪৮, ৩খ. পৃ. ২৩৪। উস্‌দ, ১খ. ২০৬–৯।

৯১. ঐ।

৯২. ইব্‌ন সা'দ। ৩খ. পৃ. ২৩৪। তুল. ইব্‌ন সা'দ. ১খ. পৃ. ২৪৮। আল–মাআরিফ, পৃ. ৩৭০–১। উস্‌দ, ৩খ. পৃ. ২।

৯৩. যুবায়রী, পৃ. ৩৯৯। আল–মাআরিফ. পৃ. ৩০৬। তুল. ইব্‌ন সা'দ, ৫খ. পৃ. ৪৫০। তিনি অপর একটি হাদীসে বলেছেন যে মক্কার পতনের পরে আবূ মাহযূরাও সেখানে বিলাল–এর সঙ্গে আযান দিতেন, কিন্তু রাসূল (সাঃ) ফিরে যাবার পরে তিনি মক্কাতে থেকে যান এবং সেখানে নিজ দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

৯৪. ইব্‌ন সা'দ, ৫খ. পৃ. ৪৫০ লিখেছেন যে তাঁর নিজের সময়কাল পর্যন্ত তাঁর উত্তরা- ধিকারীগণ মক্কার মুয়ায্‌যিন ছিলেন। তুল. যুবায়রী, পৃ. ৩৯৯। আল-মাআরিফ, পৃ. ৩০৬। আল-ফাকিহী, পৃ. ১২। উস্‌দ, ৫খ. পৃ. ২৯২। যুবায়রী এবং উস্‌দ অনুসারে তাঁদের পরে মক্কার মসজিদে আযান দিবার উত্তরাধিকার পান জুমাহের রাবিয়াহ ইব্‌ন সা'দ-এর বংশধরগণ।

৯৫. ঐ, বাব মাওয়াকিতুস সালাহ।

৯৬. ঐ, পৃ. ২৮২-৩।

৯৭. আল-মা'আরিফ, ২৫৮, ৩৭০-১। তুল. কাত্তানী, ১খ. পৃ. ৭৭, লিখেছেন যে তারা ইমাম শাফিঈ'র সময় পর্যন্ত (৭৬৮-৮২০) সেই দায়িত্ব পালন করেন। (৮) ঐ, ৩খ. পৃ. ৩২৮। তুল. কাত্তানী, ১খ. পৃ. ৭৬।

৯৮. তিনি তাঁর নাম লিখেছেন আল-বারমাভী।

৯৯. ঐ, ১খ. ৭৪।

১০০. ঐ, তিনি বিলাল-এর স্থলে মাত্র একবার ফজরের সালাতে আযান দিয়েছিলেন, ইকামাতও পড়েছিলেন।

১০১. ঐ, পৃ. ৭৬।

১০২. ঐ।

১০৩. ঐ।

১০৪. আযরাকী, পৃ. ১২৭-৮। তিনি এই প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক পর্যবেক্ষণ করে বলেন যে, ৮ম হিজরীতে রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে হজ্জ্ব পালন করার আদেশ পাননি। তদুপরি, সেই বছর হজ্জ্ব হয়েছিল যিলকদ মাসে, আর মুসলমানগণ সেই হজ্জ্ব করে ছিলেন পুরান মূর্তিপূজার আমলের রীতিতে এবং আত্তাব ইব্‌ন আসীদ তাঁদেরকে মূর্তিপূজারী হজ্জ্ব আগমনকারীগণের কাছ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

১০৫. ইব্‌ন সা'দ ৫খ. পৃ. ৪৪৬। কিতাবুল-মুহাব্বার, ২খ.। তুল. ইব্‌ন হিশাম, ৩খ. পৃ. ৫০০। ওয়াকিদী, পৃ. ৯৫৯। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৩৭। তাবারী, ৩খ. পৃ. ৩৭, ৯৪। ফুতূহুল-বুলদান, পৃ. ৫৩। উস্‌দ, ৩খ, পৃ. ৩৫৮-৯। কাত্তানী, ১খ. পৃ. ১০৯।

১০৬. ইব্‌ন হিশাম, ৩খ. পৃ. ৫৪৫। ওয়াকিদী, পৃ. ১০৭৭-৮। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৬৮। তাবারী, ৩খ. পৃ. ১২২-৩। তিনি সূরা পাঠ করেছিলেন আল-জামরার নিকটে কোরবাণীর সময়ে। তুল. বুখারী। কিতাবুল হজ্জ্ব, লিখেছেন যে ঘোষণা করেছিলেন আবূ বক্‌র।

১০৭. সূরা তওবা বা আল-বারা। ৫খ. পৃ. ২৮।

১০৮. বুখারী, হিজ্জ্বাতুল. বিদা। ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৬৪৯-৫২। ওয়াকিদী, পৃ. ১০৮৮ প.। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৭২ প.। তাবারী ৩খ. পৃ. ১৪৮ প.

১০৯. তুল. মুসলিম ও আবূ দাউদ, হিজ্জাতু'ল বিদা। কাত্তানী, ১০৯।

১১০. একবার রাসুল (সাঃ) "উপস্থিত প্রতিজন ব্যক্তিকে (আশ-শাহিদ) যাঁরা বিদায় হজ্জের (আল-গাইব) আসতে পারেননি তাদের সকলের নিকটে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করে ছিলেন। কারণ, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কারো কারো চেয়ে যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাঁরা হয়ত বেশী মনে রাখবেন।" দ্র. বুখারী, ঐ। ওয়াকিদী, পৃ. ৮৪৫।

১১১. ইব্‌ন ইসহাক, পৃ. ৬৫২। তাবারী, পৃ. ১১১। তিনি রাসূল (সাঃ) এর খুতবার প্রতিটি বাক্য পুনরায় ঘোষণা করে বলেছিলেন। তুল. কাত্তানী. ১খ. পৃ. ৭০।

১১২. ঐ, হিজ্জ্বাতুল-বিদা। তুল. কাত্তানী, ১খ. পৃ. ৭১।

www.pathagar.com

১১৩. উস্‌দ, ১খ. পৃ. ১৪১–২।

১১৪. তাবারী, ২খ. পৃ. ৬২৪, লিখেছেন যে তাঁর পিতার নাম ছিল উমায়র।

১১৫. ওয়াকিদী, পৃ. ৫৭২, ৫৮২, ১০৭৭. ১০৯০। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ১২১.১৬৬, ১৬৮। তুল. তাবারী, ২খ. পৃ. ৬২৪। উস্‌দ, ৫খ. পৃ. ৪। তুল. কাত্তানী, ১খ, পৃ. ১১০, তিনি আল–মুয়াত্তা এবং আন–নাসাঈ থেকে দুটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে সাহিবুল –বুদন এর (কোরবাণীর পশুর দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা) নিযুক্তি এবং তাঁর কাজের প্রকৃতি–বর্ণিত হয়েছে।

১১৬. ঐ, কিতাবুল–হজ্জ।

১১৭. ঐ, ২খ. পৃ. ১৪৭–৮; ৪খ. পৃ. ৯২।

১১৮. জামহারাহ, পৃ. ১৭৬। ইছাবাহ, নং ২১৭০।

১১৯. ওয়াকিদী, পৃ. ৮৩৮। ইব্‌ন সা'দ ২খ. পৃ. ১৩৭। তুল. ইব্‌ন সা'দ ৪খ. পৃ. ১৫। বুখারী, কিতাবুল হজ্জ। উস্‌দ ৩খ. পৃ. ১০৯–১২।

১২০. তুল. আমার লেখা নিবন্ধ। পূর্বে উল্লেখিত, বুরহান, দিল্লী, জানু ১৯৮০ খৃ.।

১২১. ওয়াকিদী, পৃ. ৮৩৭–৩৮। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৩৭। বুখারী, কিতাবুস–সালাহ। উস্‌দ, ৩খ. পৃ. ৩৭২। তুল. যুবায়রী, পৃ. ২৫১–২। লিখেছেন যে কাবার চাবি বনূ আবদুদ্‌–দার গোত্রীয় আর কাউকে না দিয়ে শুধুমাত্র উসমান ইব্‌ন তালহা এবং শাইবা ইব্‌ন উসমান বিন আবী–তালহা, অর্থাৎ বনূ আবী তালহাগণকে দেওয়া হয়েছিল। আরো দ্র. কাত্তানী, ১খ. পৃ. ১১০–১৩।

১২২. ঐ।

১২৩. ওয়াকিদী, পৃ. ৮৪২। ইব্‌ন সা'দ, ২খ. পৃ. ১২১। উস্‌দ, ১খ. পৃ. ২১৪।

১২৪. ঐ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংক্ষেপকৃত অক্ষর পরিচিত

আরববাসীদের ইসলাম গ্রহণের সময়কালকে সংক্ষেপে অক্ষর চিহ্ন দ্বারা পরিশিষ্টে করা হয়েছে। ব্যবহৃত অক্ষর সমূহের পরিচিত নিচে দেওয়া হলঃ

ক. মক্কা আমলের খুবই প্রথম দিকে অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)-এর আরাগামের গৃহে প্রবেশের পূর্বে;

খ. প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)-এর আরাকামের গৃহে প্রবেশের পর;

গ. রনূ কুরায়শ কর্তৃক মক্কার মুসলমানগণকে বয়কট করার পূর্বে;

ঘ. মক্কা আমলের শেষ দিকে অর্থা ৬২১-২২ খৃস্টাব্দে;

ঙ. মদীনা আমলের প্রথম দিকে, বদর যুদ্ধের পূর্বে;

চ. বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে;

ছ. উহুদ ও হুদায়বিয়াহ্‌র মধ্যবর্তী সময়ে;

জ. হুদায়বিয়ার ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সমযে;

ঝ. মক্কা বিজয় কালে;

ঞ. মক্কা বিজয় পরবর্তী আমলে।

www.pathagar.com

পরিঃ ক-১

উমারা আল-সারায়া বা অভিযান সমূহের কমান্ডারগণ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণের সময় কাল	অভিযান স্থল	অভিযানের তারিখ	সৈন্য সংখ্যা	অঞ্চল/ প্রতিপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	হামযাহ ইবন আব্দু'ল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	সীফু'ল বাহর	রমযান, ১ হিঃ/এপ্রিল,৬২৩ খৃ.	৩০ জন	পশ্চিম উপকূল
২	'উবায়দাহ ইবনু'ল হারিস	কুরায়শ /মুত্তালিব	ক	রাবিগ	শাওয়াল,১হিঃ/ এপ্রিল,৬২৩ খৃ.	৬০-৮০ জন	ঐ
৩	সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/ যুহরাহ	ক	খাররার	যিলকদ,১হিঃ/ মে, ৬২৩ খৃ.	৮,২০,২১ জন	ঐ
৪	আবদুল্লাহ্ ইবন জাহশ	আসাদ/হালীফ	ক	নাখলাহ	রজব, ২ হিঃ/ জানুয়ারী, ৬২৪ খৃ.	৭, ৮, ১২ জন	কুরায়শ
৫	উমায়র ইব্ন আদী	আওস/খাতামাহ	ঘ	আসমা বিনতে মারওয়ান	রমযান ২ হিঃ/ মার্চ, ৬২৪ খৃ.	১ জন	বনূ খাতামাহ
৬	সালিম ইবন উমায়র	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঘ	আবূ 'আফক	শাওয়াল,২হিঃ/ এপ্রিল,৬২৪ খৃ.	১ জন	খায়বারের ইহুদী গোত্র
৭	মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ	আওস/হারিস	ঙ	কাব-ইবনু'ল আশরাফ	রবিউল আউয়াল, ৩ হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৪ খৃ.	৫ জন	মদীনার ইহুদী গোত্র
৮	যায়দ ইব্ন হারিসাহ	কালব/ মাওলা	ক	আল-কারাদাহ	জমদিউস-সানী, ৩ হিঃ/নভেম্বর, ৬২৪ খৃ.	১০০ জন	কুরায়শ
৯	সা'দ ইব্ন যায়দ	আওস/ আশহাল	ঙ	আল-গাবাহ	ঐ	-	-
১০	আবূ সালামাহ ইব্ন 'আবদু'ল-আসাদ	কুরায়শ/মাখযূম	ক	কাতান	মুহাররম, ৪হিঃ/ জুন, ৬২৫ খৃ.	১৫০ জন	আসাদ

পরিঃ ক-১

উমারা’ আল-সারায়া [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ইঃ হিশাম	ওয়াকিদী	ইঃ সা’দ	বালাযূরী	তাবারী	খালদূন	ইঃ আসীর	ইঃ কাসীর	উস্দ
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	হামযাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব	১৫৯৫	৯–১০	৬	৩৭১	২–৪০২	৭৪৫	১১১	৩–২৪	৩–৬৪ প.
২.	উবায়দাহ ইবনু’ল হারিস	১৫৯১	১০–১১	৭	৩৭১	২–৪০২ ৪০৪	৪৭৫	১১১	৩–২৪৫	৩–৩৫৬
৩.	সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস	১৬০০	১১	৭	৩৭১	২–৪০৩	৭৪৬	১১১	৩–২৩৪	২–৯০ প.
৪.	আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহশ	১৬০১	১৩–১৯	১০–১১	৩৭১	২–৪১০প.	৭৪৬	১১৩ প.	৩–২৪৮	৩–১৩১
৫.	উমায়র ইব্ন আদী	২–৬৩৬	১৭২–৪	২৭–৮	৩৭৩	–	–	–	৫–২২১	–
৬.	মালিক ইব্ন উমায়র	২–৬৩৫	১৭৪–৫	২৮	৩৭৩ প.	–	–	–	৫–২২১	২–২৪৭
৭.	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ	২–৫৪ ২–৬০৯	১৮৪ প	৫৭	৩৭৪	২–৪৮৯ প	৭৫৭	১১৩ প	৪–৫ প.	৪–৩৩০
৮.	যায়দ ইব্ন হারিসাহ	২–৫০ ২–৬০৯	১৯৭ প.	৩৬	৩৭৪	২–৪৯২প.	৭৬০	১৪৫	৪–৪ প.	২–২৩৪প.
৯.	সা’দ ইব্ন যায়দ	২–১৮২	–	–	৩৪৮	২–৬০১ ৩–১৫৪	৭৮১	–	৪–১৫০	১–১২৭৯প.
১০.	আবূ সালামাহ ইব্ন আব্দুল আসাদ	২–৬১২	৩৪০ প.	৫০	৩৭৪ প.	৩–১৫৫	–	–	৪–৬১	৫–২১৮

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১	আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উনায়স	খাযরাজ	ঙ	লিহয়ান	ঐ	১ জন	লিহয়ান
১২	আল মুনযির ইব্ন 'আমর	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	বি'র মাউনাহ	সফর, ৪ হিঃ/ জুলাই, ৬২৫ খৃ.	৪০-৭০ জন	সুলায়ম/'আমির
১৩	মারসাদ ইব্ন আবী মারসাদ অথবা 'আসিম ইব্ন সাবিত	কায়স আয়লান/ বনূ গনী/ আওস/ /আমর ইব্ন 'আওফ	ক	আর-রাজী	ঐ	৭-১০ জন	লিহয়ান
১৪	'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক	খাযরাজ/সালামাহ	ক	আবূ রাফি	যিলহজ্জ,৪হিঃ/মে, ৬২৬ খৃ.	৫ জন	খায়বারের ইহুদী গোত্র
১৫	'আমর ইব্ন উমাইয়াহ	কিনানাহ/যামুরাহ	ঙ	মক্কা	যিলহজ্জ,৪হিঃ/ মে, ৬২৬ খৃ.	২ জন	কুরায়শ
১৬	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ	আওস/হারিস	ঙ	আল-কুরাতা	মুহাররম,৬ হিঃ/জুন, ৬২৭ খৃ.	৩০ জন	বকর ইব্ন কিলাব
১৭	উক্কাশাহ ইব্ন মিহসিন	আসাদ/ আবদ শামসের হালীফ বা মিত্র	খ	আল-আমর	রবি.সানী, ৬ হিঃ/ জুলাই, ৬২৭ খৃ.	৪০ জন	আসাদ
১৮	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ	আওস/ হারিস	ঙ	যূআল-কাসসাহ	ঐ	১০ জন	সালাবাহ
১৯	আবূ উবায়দাহ ইবনু'ল জাররাহ	কুরায়শ/ফিহ্‌র	ক	ঐ	ঐ	৪০ জন	ঐ
২০	যায়দ ইব্ন হারিসাহ	কালব/মাওলা	ক	আল-জামূম	ঐ	–	সুলায়ম

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১১.	আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়স	২–৬১৯	৫৩১ প.	৫০ প.	৩৭৬	৩–১৫৬ প.	–	–	৪–১৪০	৩–১২০প.
১২.	আল মুনযীর ইব্ন আমর	২–৬০৯ ২–১৮৪	৩৪৬ প.	৫১ প.	৩৭৫ প.	২–৫৪৬প.	৭৬৯ প.	১৭১ প.	৪–৭০ প.	৬–৪১৮প.
১৩.	মারসাদ ইব্ন আবী মারসাদ, অথবা	২–৬০৯	৩৫৪ প.	৫৫ প.	৩৭৫ প.	২–৫৩৮ প.	৭৬৮	১৬৭	৪–৬৩	৪–৩৪৫
	আসিম বিন সাবিত	২–১৬৯								
		–	–	–	৩৭৫	–	–	–	৪–৬২	৩–৭৩
১৪.	আব্দুল্লাহ ইব্ন আতীক	২–৬১৯ ২–২৭৪	৩৯১	৯১ প.	৩৭৬	২–৪৯৩ প.	৭৬১	১৪৬ প.	৪–১৩৭	৪–৩৫৮
১৫.	আমর ইব্ন উমাইয়াহ	২–৬৩৩	–	৯৩ প.	৩৭৯ প.	২–৫৪২ প.	–	১৬৯	৪–৭০	৪–৮৬
১৬.	মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ	২–৬১২	৫৩৪ প.	৭৮	৩৭৬	৩–১৫৫	–	–	৫–২১৭	৪–৩৩০
১৭.	উককাশাহ ইব্ন মিহসিন	২–৬১২	৫৫০ প.	৮৪ প.	৩৭৬ প.	২–৬৪০	–	২৬০	৪–১৭৮	৪–০২
১৮.	মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ	–	৫৫১ প.	৮৫	৩৭৭	২–৬৪১	–	২০৭	৪–১৭৮	৪–৩৩০
১৯.	আবূ উবায়দা ইবনু'ল জাররাহ	২–৬০৯	৫৫২	৮৫ প.	৩৭৭	২–৬৪১	–	–	৪–১৭৮	৫–২৪৯প.
২০.	যায়দ ইব্ন হারিসাহ	–	৫৫৩	৮৬	৩৭৭	২–৬৪১	–	২০৭	৪–১৭৮	২–২৩৪প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১	ঐ	ঐ	ক	আল-ঈস	জমাদিউল উলা ৬ হিঃ/ সেপ্টেম্বর, ৬২৭ খৃ.	১৭০ জন	কুরায়শ
২২	ঐ	ঐ	ক	আল-তারাফ	জমাদিউস সানী, ৬ হিঃ/ অক্টোবর, ৬২৭ খৃ.	১৫ জন	সালাবাহ
২৩	ঐ	ঐ	ক	হিসমা	ঐ	৫০০ জন	জুযাম
২৪	ঐ	ঐ	ক	ওয়াদি উল-কুরা	শাবান,৬ হিঃ/ নভেম্বর, ৬২৭ খৃ.	–	ফাযারাহ
২৫	'আব্দুর-রহমান ইব্‌ন আওফ	কুরায়শ/যুহরাহ	ক	দূমাতু'ল-জানদাল	শাবান, ৬ হিঃ/ ডিসেম্বর, ৬২৭ খৃ.	৭০০ জন	কালব
২৬	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	ফাদাক		১০০ জন	বনূ সাদ
২৭	যায়দ ইব্‌ন হারিসাহ অথবা আবূ বকর	কালব/মাওলা কুরায়শ/তায়ম	ক	ফাদাক ফাদাক	রমযান, ৬ হিঃ/ ফেব্রুয়ারী ৬২৮ খৃ.	– –	বদর ইব্‌ন ফাযালাহ ঐ
২৮	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহাহ	খাযরাজ/ হারিস	ঘ	উসায়র ইব্‌ন রাযিম	শাওয়াল, ৬ হিঃ/ মার্চ, ৬২৮ খৃ.	৩০ জন	খায়বারের ইহুদী গোত্র
২৯	কুরজ ইব্‌ন জাবির	কুরায়শ/ফিহর	ছ	আল-হাররাহ	ঐ	২০ জন	উরায়নাহ
৩০	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'তাম	কায়স আয়লান/ আবস	ছ	পশ্চিম উপকূল	শাওয়াল,৬ হিঃ/ মার্চ, ৬২৮ খৃ.	৯ জন	কুরায়শ
৩১	যায়দ বিন হারিসাহ	কালব/ মাওলা	ক	মাদয়ান	ঐ	–	–
৩২	আবান ইবন সাঈদ	কুরায়শ/উমাইয়াহ	জ	নজদ	মুহাররম,৭ হিঃ/ মে-জুন, ৬২৮ খৃ.	–	–
৩৩	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	তুরবাহ	রজব, ৭ হিঃ/ ডিসেম্বর, ৬২৮ খৃ.	৩০ জন	হাওয়াযিন
৩৪	আবূ বকর	কুরায়শ/ তায়ম	ক	নজদ	ঐ	–	ফাযারাহ

www.pathagar.com

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২১.	ঐ	১-৬৫৭ প.	৫৫৩ প.	৮৭	৩৭৭	২-৬৪১	-	২-০৭	৪-১৭৮	২-২৩৪
২২.	ঐ	২-৬১৬	৫৫৫	৮৭	৩৭৭	২-৬৪১	-	২-০৭	৪-১৭৮	২-২৩৪
২৩.	ঐ	২-৬১২	৫৫৫ প.	৮৮	৩৭৭	২-৬৪১ প.	৮৩৭ প.	২০৭ প.	৪-১৭৮	২-২৩৪
২৪.	ঐ	২-৬১৭	-	৮৯	৩৭৭ প.	২-৬৪২ প.	-	২০৯	৪-১৭৮	২-২৩৪
২৫.	আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ	২-৬৩২	৫৬০ প.	৮৯	৩৭৮	২-৬৪২	-	২০৯	৪-১৭৯	৩-৩১৩ প.
২৬.	আলী ইব্ন আবী তালিব	২-৬১২	৫৬২	৮৯ প.	৩৭৮	২-৬৪২	-	২০৯	৫-২১৭	৪-১৬ প.
২৭.	যায়দ ইব্ন হারিসাহ (বা আবূ বকর)	২-৬১২	৫৬৪ প.	৯০ প.	৩৭৮	২-৬৪২ প. ২-৬৪৩	-	২০৯	৫-২১৭	২-২৩৪ প.
২৮.	আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাহ	২-৬১৮	৫৬৬ প.	৯২ প.	৩৭৮	৩-১৫৫	-	৫-২১৮	৪-২২১	৩-১৫৬ প.
২৯.	কুরয ইব্ন জাবির	২-৬৪০	৫৬৮	৯২ প.	৩৭৮ প.	২-৬৪৪	-	২১০	৪-১৭৯	৪-২৩৪
৩০.	আব্দুল্লাহ ইব্ন মুত 'আম	-	-	১-২৯৫ প.	-	৩-০৯	-	-	-	-
৩১.	যায়দ ইব্ন হারিসাহ	২-৬৩৫	-	-	-	-	-	-	-	২-২৩৪ প.
৩২.	আবান ইব্ন সাঈদ	-	-	-	-	-	-	-	৪-২০৭	১৩৫ প.
৩৩.	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	২-৬০৯	৭২২	১১৭	৩৭৯	৩-২২	-	-	৪-২২১	৪-৫২ প.
৩৪.	আবূ বকর	-	৭২২	১১৭ প.	৩৭৯	২-৬৪৩ প. ৩-২২	-	-	৪-২২০	৩-২০৫ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৫	বাশীর ইব্ন সাদ	খাযরাজ/হারিস	ঘ	ফাদাক	ঐ	৩০ জন	গাতফান/ মুররাহ্
৩৬	গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্	কিনানাহ/ লায়স	ঘ	ঐ	ঐ	২০০ জন	ঐ
৩৭	ঐ	ঐ	ঘ	মায়ফা'আহ	রমযান, ৭হিঃ/জানুয়ারী,৬২৯ খৃ.	১৩০ জন	সালাবাহ
৩৮	বাশীর ইব্ন সাদ	খাযরাজ/হারিস	ঘ	জিনাব ও ইয়ামান	শাওয়াল, ৭ হিঃ/ ফেব্রুয়ারী,৬২৯ খৃ.	৩০০ জন	গাতফান
৩৯	ইব্ন আবী আল আওজা	সুলায়ম	–	–	যিলহজ্জ,৭ হিঃ/ এপ্রিল,৬২৯ খৃ.	৫০ জন	সুলায়ম
৪০	গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্	কিনানাহ/লায়স	ঘ	আল–কাদীস	সফর, ৮ হিঃ/ জুন, ৬২৯ খৃ.	১০ জন	সুলায়ম/ মুনাব্বিহ
৪১	কাব ইব্ন উমায়র	কিনানাহ/ গিফার	ঙ	জাতু'ল আতলাহ	রবিউল আউয়াল,৮ হি./ জুলাই, ৬২৯ খৃ.	১৫ জন	কুযাআহ
৪২	শুজা ইব্ন ওয়াহাব	আসাদ/ অবদ শামস এর হালীফ	খ	আল–সীয়	ঐ	২৪ জন	হাওয়াযিন/ 'আমির
৪৩	যায়দ ইব্ন হারিসাহ	কালব/ মাওলা	ক	মূতাহ	জমাদিউল উলা, ৮ হি./ সেপ্টেম্বর, ৬২৯ খৃ.	৩০০০ জন	গাসসান ও তাদের হালীফ
৪৪	জাফর ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	খ	ঐ	"	"	"
৪৫	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ	খাযরাজ/হারিস	ঘ	ঐ	"	"	"
	(খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ)	কুরায়শ/মাখযূম	জ	ঐ	"	"	"
৪৬	আমর ইবনু'ল আস	কুরায়শ/সাহম	জ	যাতু'ল–সালাসিল	জমাদিউস সানী ৮ হিঃ/ অক্টোবর ৬২৯ খৃ.	৫০০ জন	বালী/কুযাআহ
৪৭	আবূ উবায়দা ইবনু'ল জাররাহ	কুরায়শ/ফিহর	ক	খাবাত	রজব, ৮ হিঃ/ নভেম্বর, ৬২৯ খৃ.	৩০০ জন	জুহায়নাহ
৪৮	আবূ কাতাদাহ	খাযরাজ/রাবিয়াহ	ছ	খাযিরাহ আল গাবাহ	শাবান,৮ হিঃ/ ডিসেম্বর, ৬২৯ খৃ.	১৫ বা ১৬ জন	গাতফান/জুশাম

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৩৫.	বাশীর ইব্‌ন সা'দ	২-৬১১ প	৭২৩	১২০	৩৭৯	৩-২২	-	২২৬	৪-২২১	১৯৫
৩৬.	গালিব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্	২-৬২২	৭২৩ প.	১২৬	৩৭৯	৩-২২	-	২২৬	৪-২২২	৪-১৬৮
৩৭.	ঐ	-	৭২৬ প.	১১৯	৩৭৯	৩-২২ প.	-	২২৬	৪-২১৯	৪-১৬৮
৩৮.	বাশির ইব্‌ন সা'দ	২-৬১২	৭২৭ প.	১২০	৩৭৯	৩-২৩	-	২২৬	৪-২২৩	১-১৯৫
৩৯.	ইব্‌ন আবী আল-আওজা	২-৬১২	৭৪১	১২৩	৩৭৯	৩-২৬	-	২২৮	৪-২৩৫	৫-২৬৬
৪০.	গালিব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্	২-৬০৯	৭৫০ প.	১২৪	৩৭৯	৩-২৭ প.	-	২২৯	৪-২২	৪-১৬৮
৪১.	কা'ব ইব্‌ন উমায়র	২-৬২১	৭৫২ প.	১২৭ প.	৩৮০	৩-২৯	-	২৩০	৪-২৪১	৪-২৪৬
৪২.	শুজা ইব্‌ন ওয়াহাব	-	৭৫৩ প.	১২৭	৩৮০	৩-২৯	-	২৩০	৪-২৪০	২-৩৮৬
৪৩.	যায়দ ইবন হারিসাহ	২-৩৭৩	৭৫৫ প.	১২৮ প.	৩৮০	৩-৩৬ প.	৭৯৯ প.	২৩৪	৪-৪১ প.	২-২৩৪প.
৪৪.	জাফর ইব্‌ন আবী তালিব									১-২৮৬প.
৪৫.	আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহাহ									২-১৫৬প.
	(খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ)									২-৯৩ প.
৪৬.	আমর ইবনু'ল আস	২-৬২৩	৭৬৯ প.	১৩১	৩৮১ প.	৬-৩১ প.	-	২৩২	৪-২৭৩	৪-১১৫প.
৪৭.	আবূ উবায়দাহ ইব্‌নু'ল জাররাহ	২-৬৩২	৭৭৪ প.	১৩২	৩৮১	৩-৩২ প.	-	২৩২	৪-২৭৬	৫-২৪৯
৪৮.	আবূ কাতাদাহ	২-৬২৯	৭৭৭ প.	১৩২ প.	৩৮১	৩-৩৪ প.	-	২৩৩	৪-২৩৩	৫-২৭৪প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯	ঐ	ঐ	ছ	বাতন ইবাম	রমযান, ৮ হিঃ/ ডিসেম্বর, ৬২৯ খৃ.	৮ জন	উত্তরাঞ্চল
৫০	খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	নাখলাহ	রমযান, ৮ হিঃ/ জানুয়ারী, ৬৩০ খৃ.	৩০ জন	সাকীফ
৫১	আমর ইবনু'ল আস	কুরায়শ/ সাহম	র্জ	সুওয়া	ঐ	–	হুযায়ল
৫২	সাদ ইব্ন যায়দ	আওস/আশহাল	ঘ	মানাত	ঐ	২০ জন	–
৫৩	হিশাম ইবনু'ল আস	কুরায়শ/ উমাইয়াহ	খ	ইয়ালামলাম	ঐ	২০০ জন	–
৫৪	খালিদ ইব্ন সাঈদ	ঐ	ক	উরায়নাহ	ঐ	৩০০ জন	–
৫৫	খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	জাযীমাহ	ঐ	৩৫০ জন	জাযীমাহ
৫৬	তুফায়ল ইব্ন আমর	আযদ/দাওস	ঘ	দাওস	শাওয়াল, ৮ হিঃ/ জানুয়ারী,৬৩০ খৃ.	–	দাওস
৫৭	গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্	কিনানাহ/ লায়স	ঘ	ফাদাক	ঐ	–	মুরারাহ
৫৮	আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব	কুরায়শ/উমাইয়াহ	ঝ	লাত	ঐ	২ জন	সাকীফ
৫৯	মুগীরাহ ইব্ন শুবাহ	সাকীফ	ছ	ঐ	ঐ	–	–
৬০	উয়ায়নাহ ইব্ন হিসন	গাতফান/ফাযারাহ	ঞ	আল–আরজ	মুহাররম,৯হিঃ/ এপ্রিল,৬৩০ খৃ.	৫০জন	তামীম

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৪৯.	ঐ	২–৬২৬	–	১৩৩	৩৮১	৩–৩৫ প.	–	২৩৩	৪–২২৪	৫–২৭৪
৫০.	খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ	২–৪৩৬	৮৭০ প.	১৪৫ প.	৩৮১	৩–৬৫	৮১০	২৬০	৪–৩১৬	২–৯৩ প.
৫১.	আমর ইবনু'ল আস	–	৮৭০	১৪৬	৩৮১	৩–৬৬	–	২৬০	৪–৩৭৫	৩–১১৫প.
৫২.	সা'দ ইব্‌ন যায়দ	–	৮৭০	১৪৬ প.	৩৮১	৩–৬৬	–	২৬০	৪–৩৭৫	২–২৭৯ প.
৫৩.	হিশাম ইবনু'ল আস	–	৮৭৩	–	–	–	–	–	–	৫–৬৩ প.
৫৪.	খালিদ ইব্‌ন সাঈদ	–	৮৭৩	–	–	–	–	–	৪–৩১৩	২–৮২ প.
৫৫.	খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ	২–৪২৮	৮৭৫ প.	১৪৭ প.	৩৮১ প.	৩–৬৬ প.	৮১০	২৫৫	৫–২১৮	২–৯৩ প.
৫৬.	তুফায়ল ইব্‌ন আমর	–	৮৭০ প	১৫৭ প	৩৮২	–	–	–	–	৩–৫৪ প.
৫৭.	গালিব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্	২–৬২২	–	–	–	–	–	–	৫–২১৯	৪–৩৪৭
৫৮.	আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব	২–৫৪১	৯৭১	–	–	৩–৯৯ প..	৮২৩ প.	২৮৪	৫–৩০	৫–২১৬
৫৯.	মুগীরা ইব্‌ন শুবাহ									৪–৪০৬ প
৬০.	উয়ায়নাহ ইব্‌ন হিসন	২–৬২১	৯৭৪ প.	১৬০ প.	৩৮২	৩–১৫৭	–	২৭৩	৫–২১৯	৪–১৬৬ প.

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬১	কুতবাহ ইব্‌ন আমির	খায়রাজ/সালামাহ	ঘ	মাসহাব	সফর, ৯ হিঃ/ মে, ৬৩০ খৃ.	২০ জন	খাসআম
৬২	আল-যাহহাক ইব্‌ন সুফিয়ান	হাওয়াযিন/কিলাব	ঞ	যুত্ত	রবিউল আউয়াল জুন-জুলাই, ৬৩০ খৃ.	-	আল-কুরাতা
৬৩	আল-কামাহ ইব্‌ন মুযাজ্জিজ	কিনানাহ/মুদলিজ	ক	শুয়ায়বাহ	রবিউস সানী, ৯ হিঃ/ জুলাই-আগষ্ট ৬৩০' খৃ.	৩০০ জন	আবিসিনিয়ার অধিবাসী
৬৪	জায ইব্‌ন হাদরাজান	আযদ	ঞ	তায়্যি	ঐ	-	তায়্যি
৬৫	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	আল-ফুলস	ঐ	১৫০ জন	ঐ
৬৬	উক্কাশাহ ইব্‌ন মিহসিন	আসাদ/ হালীফ	খ	আল-ফুলস	-	-	-
৬৭	খালিদ ইব্‌নু'ল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	দূমাহ	রজব, ৯ হিঃ/ অক্টোবর,/ ৬৩০ খৃ.	৪২০ জন	কিন্দীর রাজা
৬৮	ঐ	ঐ	জ	ইয়ামান	রবিউল আউয়াল, ১০ হিঃ/ জুন,৬৩১ খৃ.	৪০০ জন	মাযহিজ
৬৯	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	ইয়ামান	রমযান,১০ হিঃ/ ডিসেম্বর, ৬৩১ খৃ.	৩০০ জন	মাযহিজ
৭০	জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্	বাজীলাহ	ঞ	যূআল খালাসাহ	ঐ	১ জন	বাজীলাহ
৭১	মুসায়যিব ইব্‌ন আমর	-	ঘ	-	-	-	-
৭২	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফাহ	সালিম	খ	-	-	-	-
৭৩	সাবিত ইব্‌ন আরকাম	বালী/ আজালান	ঘ	নজদ	-	-	-
৭৪	উসামাহ ইব্‌ন যায়দ	কালব/মাওলা	খ	মূতাহ (ফিলিস্তিন)	সফর-রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী/এপ্রিল,৬৩২ খৃ.	৩০০০ জন	গাসসান ও তাদের হালীফ

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬১.	কুতবাহ্ ইব্‌ন আমীর	–	৯৮১	১৬২	৩৮০	–	–	–	–	৪–২০৫প.
৬২.	যাহহাক ইব্‌ন সুফিয়ান	–	৯৮২ প.	১৬২ প.	৩৮২	–	–	–	–	৩–৩৬
৬৩.	আলকামাহ্ ইব্‌ন মুযাজজিজ	২–৬৪০	৯৮৩ প.	১৬৩	৩৮২	–	–	–	৫–২২২	৪–১৪
৬৪.	জাজ ইব্‌ন হাদরাজান	২–৫৭৮ প.	৯৮৪	–	–	–	–	–	–	১–২৮১প.
৬৫.	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	৬১১ প.	৯৮৪ প.	১৬৪ প.	৩৮২	৩–১১১প.	৮২৬	২৮৫	–	৪–১৬ প.
৬৬.	উককাশাহ্ ইব্‌ন মিহ্‌সিন	–	–	১৬৪	–	৩–১৫৫	–	–	–	৪–২ প.
৬৭.	খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ	২–৫২৬	১০২৫ প.	১৬৬	৩৮২	৩–১০৮ প.	৮২১	২৮১	৫–১৭	২–৯৩ প.
৬৮.	ঐ	২–৫৯২	–	১৬৯	৩৮৪	৩–১২৬ প.	৮২৮	২৯৩	৫–৯৮	২–৯৩ প.
৬৯.	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	২–৬৪১	১০৭৯ প.	১৬৯ প.	৩৮৪	৩–১৩১ প.	৮৩৩	৩০০	৫–১০৪ প.	৪–১৬ প.
৭০.	জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্	–	–	২৬৬ প.	৩৮৪	৩–১৫৮	৮৪৫	৩০৪	৪–৩৭৫	২–২৭৯ প.
৭১.	মুসায়য়িব ইব্‌ন আমর	–	–	–	–	–	–	–	–	৪–৩৬৭
৭২.	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফাহ্	–	–	–	–	–	–	–	৪–২২৬	৪–১৪২প.
৭৩.	সাবিত ইব্‌ন আরকাম	–	–	–	–	–	–	–	–	১–২২০
৭৪.	উসামাহ ইব্‌ন যায়দ	২–৬০৬	১১১৭ প.	১৯০	৩৮৪	৩–১৮৪ প.	৮৪৬	৩১৭	৫–২২২	১৬৪ প.

পরি ঃ ক-২

‘উমরা’উল-খামীস বা উইং কমান্ডারবৃন্দ

ক্রমিক নং	আমীরের নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের অবস্থানস্থল/পদ	অভিযান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কায়স বিন আবী সা‘সা’আহ	খাযরাজ/ নাজ্জার	খ	সেনা বাহিনীর পশ্চাদ ভাগ ও সৈন্য গণনাকারী	বদর	রমযান, ২ হিঃ/ মার্চ, ৬২৪ খৃ.
২	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	ডান প্রান্ত	ঐ	ঐ
৩	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	আওস/ হারিস	ঙ	নৈশ প্রহরী দল (হারাস)	উহুদ	শাওয়াল, ১০ হিঃ/ মার্চ, ৬২৫ খৃ.
৪	যাকওয়ান বিন আবদ-কায়স	খাযরাজ/যুরায়ক	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
৫	আল-মুনযির বিন ‘আমর	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	বাম প্রান্ত	ঐ	ঐ
৬	আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র	আওস/আমর আওফ	ঘ	তীরন্দাজ বাহিনী (রুমাত)	ঐ	ঐ
৭	হামযাহ বিন আব্দু’ল-মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী ভাগ	ঐ	ঐ
৮	যুবায়র বিন আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	অশ্বারোহী বাহিনী (আল-খায়ল)	ঐ	ঐ
৯	সাদ বিন যায়দ	আওস/ আশহাল	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
১০	সাদ বিন মু’আয	ঐ	ঘ	মদীনার সেনানিবাস	ঐ	ঐ
১১	আলী বিন আবী তালিব অথবা	কুরায়শ/ হাশিম	ক	শিবির অধিপতি	বনূ নাযীর	রবিউল আউ. ৪ হিঃ/ আগষ্ট ৬২৫ খৃ.
	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	ঐ	ঐ	ঐ

www.pathagar.com

পরিঃ ক-২

উমরাউল খামীস অর্থাৎ উইং কমাণ্ডারবৃন্দ [তথ্যের উৎসসমূহ]

ক্রমিক নং	আমীরের নাম	ইঃ হিশাম	ওয়াকিদী	ইঃ সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইঃখালদূন	ইঃ ইসহাক/ ইঃ আসীর	ইঃ কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	কায়স বিন আবী সা'সা'আহ	১খ.৪৫৮ ৬১৩	২৬	৩-৫১৭	২৪৪	২-৪৩৩	২-৭৪৯	১১৯	৩-২৬০	৪-২১৮ খ.
২	আবূ বকর	-	৫৮	-	-	-	-	-	-	৩-২০৫ প.
৩	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	-	২১৭	২-৩৯	৩১৫	-	-	-	-	৪-৩৩১
৪	যাকওয়ান বিন আবদ	-	১১৩	-	-	-	-	-	-	৩-১৩৭
	কায়স	-	১১৭							
৫	মুনযির বিন আমর	-	-	-	-	-	-	-	-	৪-৪১৯
৬	আবদুল্লাহ বিন যুবায়র	২-৬৫	২১৯	২-৪০	৩১৭	২-৫০৭	২-৭৬২	১৫২	৪-১৪	৩-১৩০ প.
৭	হামযাহ ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব	-	-	-	-	২-৫০৮	-	১৫২	-	২-৪৬ প.
৮	যুবায়র বিন আওয়াম	-	-	-	-	২-৫০৮	-	১৫২	-	২-৯৬ প.
৯	সাদ বিন যায়দ	-	-	-	-	-	-	-	-	২-১৯৬ প.
১০	সাদ বিন মু'আয	-	-	-	৩১৪	-	-	-	-	২-২৯৬
১১	আলী বিন আবী তালিব	-	৩৭১	-	-	-	-	-	-	৪-১৬ প.
	অথবা আবূ বকর	-	-	-	-	-	-	-	-	৩-২০৫ প.

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২	সাফওয়ান বিন আল-মুয়াত্তাল	সুলায়ম/যাকওয়ান	ছ	সেনাবাহিনীর পশ্চাদ-ভাগের স্থায়ী কমান্ডার	মুরায়সী ও পরবর্তী অভিযান সমূহ	শাবান, ৫ হিঃ/ জানুয়ারী, ৬২৭ খৃ.
১৩	আব্বাদ বিন বিশর	আওস/আশহাল	ঘ	নৈশ প্রহরী দল (হারাস)	খন্দক এপ্রিল, ৬২৭ খৃ.	যিলকদ, ৫ হিঃ/
১৪	সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/যুহরাহ	ক	ঐ ঐ	ঐ	
১৫	উসায়দ বিন আল-হুযায়র	আওস/আশহাল	ক	খন্দক যুদ্ধে ২০০ সৈন্যের অধিনায়ক	ঐ	ঐ
১৬	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	গ	শিবির অধিপতি	ঐ	ঐ
১৭	যায়দ বিন হারিসাহ	কালব/মাওলা	ক	মদীনার ৩০০ সৈন্যের আবাস স্থলের অধিপতি	ঐ	ঐ
১৮	সালামাহ বিন আসলাম	আওস/আশহাল	ঙ	মদীনার ২০০ সৈন্যের আবাস স্থলের অধিপতি	ঐ	ঐ
১৯	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	যুদ্ধ ক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগের সেনাদল	বনূ কুরায়যাহ	যিলকদ-যিলহজ্জ, ৫ হিঃ /মে, ৬২৭ ১

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২	সাফওয়ান বিন	২–২৯৮	৪২৮	–	৩৪২	২–৬১২	–	১৯৫ প.	৪–১৬০	৩–২৬ প.
	মুয়াত্তাল		১০৯৩							
১৩	আব্বাদ বিন বিশর	–	৪৬৪	২–৬৭	–	–	–	–	–	৩–১০০ প
১৪	সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস	–	৪৬৩	–	–	–	–	–	–	২–৯০ প.
১৫	উসায়দ বিন আল–হুযায়র	–	৪৬৪	২–৬৮	–	–	–	–	–	১–৯২ প.
১৬	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	–	৪৬৬	–	–	–	–	–	–	৪–৫২ প.
১৭	যায়দ বিন হারিসাহ	–	৪৬০	২–৬৭	–	–	–	–	–	২–২৩৪ প.
১৮	সালামাহ বিন আসলাম	–	৪৬০	২–৬৭	–	–	–	–	–	২–৩৩২ প.
১৯	আলী বিন আবূ তালিব	২–২৩৪	৪৯৯	–	–	২–৫৮২	–	–	৪–১১৮	৪–১৬ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	আওস/ হারিস	ঙ	নৈশ প্রহরীদল (হারাস)	ঐ	ঐ
২১	উসায়দ বিন আল-হুযায়র	আওস/আশহাল	ঙ	একটি সেনাদলের অধিপতি	ঐ	ঐ
২২	সাদ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/ সা'ইদাহ	ঘ	মদীনা সেনানিবাসের ৩০০ সৈন্য	গাতফান	রবিউস-সানী ৬ হিঃ/ জুলাই, ৬২৭ খৃ.
২৩	সাদ বিন যায়দ	আওস/ আশহাল	ঙ	অশ্বারোহী বাহিনী (আল-খায়ল)	গাতফান	ঐ
২৪	যায়দ বিন সাবিত	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঙ	প্রধান সৈন্য গণনাকারী	খায়বার	মুহাররম-সফর, ৭হিঃ/ মে-জুন, ৬২৮ খৃ.
২৫	উসমান বিন আফফান	কুরায়শ / উমাইয়াহ	ক	শিবির অধিপতি	ঐ	ঐ
২৬	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	খ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	আওস/হারিস	ঙ	নৈশ প্রহরী দল (হারাস)	উমরাতু'ল কাযা	রমযান, ৭ হিঃ/ মার্চ, ৬২৯ খৃ.
২৮	আওস বিন খাওলী	খাযরাজ/ সালিম	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯	আব্বাদ বিন বিশর	আওস/আশহাল	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০	আওস বিন খাওলী	খাযরাজ/সালিম	ঙ	যুদ্ধের সম্মুখ ভাগ ও অস্ত্র-শস্ত্র	ঐ	ঐ

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২০	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	২–২৩৮	৫০৪	–	–	২–৫৮৬	–	–	৪–১২১	৪–৩৩১
২১	উসায়দ বিন হুযায়র	–	৪৯৯	–	–	–	–	–	–	১–৯২ প.
২২	সাদ বিন উবাদাহ	–	৪৪৫ ৫৪৭	২–৮০	–	–	–	–	–	২–২৮৩ প.
২৩	সাদ বিন যায়দ	–	৪৪৫ ৫৪৭	–	–	২–৬০১	–	–	–	২–২৭৯ প.
২৪	যায়দ বিন সাবিত	–	৬৮৯	২–১০৭	–	–	–	–	–	২–২২১ প.
২৫	উসমান বিন আফফান	–	৬৪৫	–	–	–	–	–	–	৩–৩৭৬ প.
২৬	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	–	৬৪৭	–	–	–	–	–	–	৪–৫২ প.
২৭	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	–	৬০২	২–১২১	–	৩–২৬	–	–	৪–২৩১	৪–৩৩১
২৮	আওস বিন খাওলী	–	৭৩৫	–	–	–	–	–	–	১–১৪৪ প.
২৯	আব্বাদ বিন বিশর	–	৭৩৩	–	–	–	–	–	–	৩–১০০ প.
৩০	আওস বিন খাওলী	–	–	২–১২৩	–	–	–	–	–	১–১৪৪ প.

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১	কুতবাহ্ বিন কাতাদাহ	সাদ হুযায়ম/ উযারাহর হালীফ	ছ	ডান প্রান্তের অধিনায়ক	মূতাহ	জমাদিউল উলা, ৮ হিঃ/ সেপ্টেম্বর, ৬২৯ খৃ.
৩২	উবায়দাহ বিন মালিক	আনসার	ছ	বাম প্রান্তের অধিনায়ক	ঐ	ঐ
৩৩	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	নৈশ অভিযানের অধিনায়ক	মক্কা বিজয়	রমযান, ৮ হিঃ/ জানুয়ারী, ৬৩০ খৃ.
৩৪	যুবায়র বিন আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	সম্মুখ ভাগের ২০০ সৈন্যের অধিনায়ক	ঐ	ঐ
৩৫	যাহ্হাক বিন সুফিয়ান	কিলাব	ছ	সুলায়ম গোত্রের বাহিনীর অধিনায়ক	ঐ	ঐ
৩৬	আবূ উবায়দাহ বিন জাররাহ	কুরায়শ/ফিহর	ক	প্রথম দলের ডান প্রান্তের অধিনায়ক	ঐ	ঐ
৩৭	খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	সম্মুখ ভাগের ২০০ সৈন্য/ অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক	ঐ	ঐ
৩৮	সাদ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	বাম প্রান্তের দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক	ঐ	ঐ
৩৯	যুবায়র বিন আওয়াম	কুরায়শ/ আসাদ	ক	পশ্চাদভাগ/ ৩য় দলের অধিনায়ক	ঐ	ঐ
৪০	ওয়ারাদ বিন খালিদ	সুলায়ম	ঞ	ডান প্রান্তের বাহিনীর	ঐ	ঐ

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩১	কুতবাহ বিন কাতাদাহ	২–৩৭৭	–	–	–	৩–৩৯	–	২৩৬	৪–২৪৪	৪–৩০৬
৩২	উবায়হ বিন মালিক	২–৩৭৭	–	–	–	৩–৩৯	–	২৩৬	৪–২৪৪	৩–১১৪
৩৩	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	–	৮১৫	২–১৩৫	–	–	–	–	–	৪–৫২ প.
৩৪	যুবায়র বিন আওয়াম	–	৮০১	–	–	–	–	২৪৬	৪–২৯৪	২–১৯৬ প.
৩৫	যাহ্হাক বিন সুফিয়ান	–	–	–	–	–	–	–	–	৩–৩৬
৩৬	আবূ উবায়দাহ বিন জাররাহ	–	২–৩০৭	–	৩৫৫	৩–৫৭	২–৮০৬	–	৪–২৯৬	৫–২৪৯
৩৭	খালিদ বিন ওয়ালীদ	২–৪০৭	৮১৯/৮২৫	২–১৩৫ প.	৩৫৫	৩–৫৬	২–৮০১	২৪৬	৪–২৯৪ প.	২–৯৩ প.
৩৮	সাদ বিন উবাদাহ	২–৪০৬	৮২৫	২–১৩৫ প.	–	৩–৫৬	–	২৪৬	৪–২৯৫	২–২৮৩ প.
৩৯	যুবায়র বিন আওয়াম	২–৪০৬	৮২৫	২–১৩৫ প.	৩৫৫	৩–১৫৫প.	২–৮০৬	২৪৬	–	২–১৯৬ প.
৪০	ওয়ারাদ বিন খালিদ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫–৮৬

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪১	খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ	কুরায়শ/ মাখযূম	জ	অশ্বারোহী বাহিনী/ যুদ্ধের সম্মুখ ভাগ	হুনায়ন	শাওয়াল, ৮ হিঃ/ ফেব্রুয়ারী, ৬৩০ খৃ.
৪২	আবূ আমির	আশ'আর	জ	ঐ	আওতাস	ঐ
৪৩	খালিদ ইবনু'ল-ওয়ালীদ	কুরায়শ/ মাখযূম	জ	ঐ	আত-তাইফ	শাওয়াল- যিলকদ, ৮ হিঃ/ ফেব্রু-মার্চ ৬৩০ খৃ.
৪৪	আবদুল্লাহ্ বিন আতীক	খাযরাজ/সালামাহ	ঙ	পদাতিক বাহিনী ও শিবিরাধ্যক্ষ	ফুলস্-এ আলীর অভিযান	রবিউস সানী, ৯ হিঃ/ আগষ্ট, ৬৩০ খৃ.
৪৫	আব্বাদ বিন বিশর	আওস/আশহাল	ঘ	নৈশ প্রহরীর দল	তাবূক	রজব, শাবান, রমযান ৯ হিঃ/ অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ৬৩০ খৃ.
৪৬	আবদুল্লাহ্ বিন আবী রাবীআহ	কুরায়শ/মাখযূম	ঞ	আল-জানাদ অঞ্চলের সামরিক কমান্ডার	ঐ	৬৩০-৬৩২ খৃ.
৪৭	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	উপ-প্রধান সেনাধ্যক্ষ	ঐ	রজব, শাবান, রমযান, ৯ হিঃ/ অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ৬৩০ খৃ.
৪৮	খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ	কুরায়শ/ মাখযূম	ঞ	আরব বাহিনীর অধিনায়ক	ঐ•	ঐ

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪১	খালিদ বিন ওয়ালীদ	–	৮৯৭	২–১৫০	–	–	–	–	৪–৩৩৭	২–৯৩ প.
৪২	আবূ আমির	২–৪৫৪	৯১৫	২–১৫২	৩৬৫	৩–৭৯	৮১৪	২৬৫	৪–৩৩৭	৫–২৩৮
৪৩	খালিদ বিন ওয়ালীদ	–	৯২৩	২–১৫৮	–	–	–	–	–	২–৯৩ প.
৪৪	আবদুল্লাহ্ বিন আতীক	–	–	–	–	–	–	–	–	৩–২০৩ প.
৪৫	আব্বাদ বিন বিশর	–	১০৩৪	২–১৬৬	–	–	–	–	–	৩–১০০ প.
৪৬	আবদুল্লাহ্ বিন আবী রাবীআহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৩–১৫৫
৪৭	আবূ বকর	–	–	–	–	–	–	–	৬–১৮	৩–২০৫ প.
৪৮	খালিদ বিন ওয়ালীদ	–	–	–	–	–	–		৫–১৮	২–৯৩ প.

পরিঃ ক-৩

আসহাবু'ল আলবীয়াহ ওয়া'ল-রায়াত বা মুসলিম সেনাবাহিনীর পতাকাবাহীগণ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	সেনাবাহিনী	অভিযান স্থল	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	আবূ মারসাদ	কায়স আয়লান/ বনূ গনী	ক	–	হামযাহ এর অভিযান	রমজান, ১ম হিঃ/ মার্চ, ৬২৩ খৃ.
২.	মিসতাহ বিন উসামাহ	কুরায়শ/ মুত্তালিব	ক	–	উবায়দাহ এর অভিযান	শাওয়াল, ১ম হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৩ খৃ.
৩.	আল–মিকদাদ বিন আমর (আল–আস ওয়াদ)	কুযা'আহ	ক	–	সা'দ যুহারীর অভিযান	যিলকদ, ১ম হিঃ/ মে, ৬২৩ খৃ.
৪.	হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	–	ওয়াদ্দান	সফর, ২য় হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৩ খৃ.
৫.	সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/যুহরাহ	ক	–	বুওয়াত	রবি আউঃ,২য় হিঃ/ অক্টোবর, ৬২৩ খৃ.
৬.	আলী বিন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	–	বদর–১	”
৭.	হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব	”	ক	–	যাতু'ল উশায়রাহ	জমা. সানি, ২য় হিঃ/ ডিসেম্বর, ৬২৩ খৃ.
৮.	মুস'আব বিন উমায়র	কুরায়শ/ আবদুদ–দার	ক	মহানবী (সাঃ)–এর বাহিনী	বদর	রমযান, ২য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৪ খৃ.
৯.	আলী বিন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	মুহাজিরদের বাহিনী	”	”
১০.	আল–হুবাব বিন আল–মুনযির	খাযরাজ/ সালামাহ	ঙ	খাজরাজ গোত্রের সেনাদল	”	”

পরিঃ ক-৩

বিভিন্ন অভিযানের পতাকাবাহী [তথ্য উৎস সমূহ]

ক্রমিক	নাম	ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ই. খালদূন	ই. আসীর	ই.কাসীর	উসদ
নং		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	আবূ মারসাদ	–	–	৬	–	২–৪০২	–	১১১	৩–২৩৪	৫–২৯৬
২	মিসতাহ ইব্‌ন উসাসাহ	–	–	৭	–	২–৪০২	–	১১১	৩–২৩৪	৪–৩৫৪
৩	আল–মিকদাদ ইব্‌ন আমর	–	–	৭	–	২–৪০৩	–	১১১	৩–২৩৪	৪–৪০৯
৪	হামযাহ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব	–	–	৮	–	২–৪০৭	৭৪৪	১১৩	–	২–৪৬
৫	সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস	–	–	৮	–	২–৪০৭	–	১১২	৩–২৪৬	২–৯০
৬	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	–	–	–	–	২–৪০৭	৭৪৯	১১২	৩–২৪৭	৪–১৬
৭	হামযাহ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব	–	–	৯	–	২–৪০৮	–	১১২	৩–২৪৬	২–৪৬
৮	মুস'আব ইব্‌ন উমায়র	১–৬১২	৫৬	১৪	২৯৩	–	৭৪৯	১১৯	৩–২৬০	৪–৩৭০
৯	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	১–৬১৩	–	–	–	২–৪৩১	৭৪৯	১১৯	৩–২৬০	৪–১৬
১০	আল–হুবাব বিন আল–মুনযির	–	৫৮	১৪	২৯৩	–	–	–	৩–২৬০	১–৩৬৪

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	সা'দ বিন মু'আয	আওস/আশহাল	ঘ	আওস গোত্রের বাহিনী	বদর	রমযান, ২য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৪ খৃ.
১২.	হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	–	বনূ কায়নুকা	শাওয়াল, ২য় হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৪ খৃ.
১৩.	আলী বিন আবী তালিব	”	ক	–	আল-কুদর	মুহাররম, ৩য় হিঃ/ জুলাই, ৬২৪ খৃ.
১৪.	মুস'আব বিন উমায়র	কুরায়শ/আবদুদ-দার	ক	মহানবী (সাঃ)-এর বাহিনী	উহুদ	শাওয়াল, ৩য়, হিঃ/ মার্চ, ৬২৫ খৃ.
১৫.	আবূ আল রুম	”	ক	”	”	”
১৬.	আলী বিন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	মুহাজিরদের বাহিনী	”	”
১৭.	উসায়দ বিন হুযায়র	আওস/আশহাল	ঘ	আওস গোত্রের বাহিনী	”	”
১৮.	আল-হুবাব বিন আল-মুনযির/	খাযরাজ/সালামাহ	ঙ	খাযরাজ গোত্রের	”	”
	সা'দ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	বাহিনী		
১৯.	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	–	হামরা আল-আসাদ	”
২০.	আলী বিন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	–	”	”

৪		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	সা'দ ইব্‌ন মু'আয	১–৬১৩	৫৮	১৪	২৯৩	২–৪৩১	৭৪১	–	–	২–২৯৬
১২	হামযাহ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব	–	–	২৯	–	২–৪৮১	–	১৩৮	–	২–৪৬
১৩	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	–	–	৩১	–	২–৪৮২	–	১৩৯	–	৪–১৬
১৪	মুস'আব ইব্‌ন উমায়র	২–৬৩	২১৫	৫৮	৩১৭	২–৫০৮	৭৬৩	১৫২	৪–১৫	৪–৩৬৮
১৫	আবূ আল–রুম	–	২৩৯	–	–	–	–	–	–	৫–১৯৪
১৬	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	২–৭৩	–	–	৩১৭	২–৫১৬	–	১৫৫	৪–২০	৪–১৬
১৭	উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র	–	২১৫	৫৮	৩১৭	–	–	–	–	১–৯২
১৮	আল–হুবাব বিন আল–মুনযির/	–	২১৫	৫৮	৩১৭	–	–	–	–	১–৩৬৪
	সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ	–	–	–	৩১৭	–	–	–	–	২–২৮৩
১৯	আবূ বকর	–	৩৩৬	–	–	–	–	–	–	৩–২০৫
২০	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	–	৩৩৬	৪৯	–	–	–	–	–	৪–১৬

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১.	আলী বিন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	–	বনু নাযীর	রবি. আউঃ ৪র্থ হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৫ খৃ.
২২.	”	”	ক	–	তৃতীয় বদর	যিলকদ, ৪র্থ হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৬ খৃ.
২৩.	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	মহানবী (সাঃ)-এর বাহিনী	মুরায়সী	রজব, ৫ম হিঃ/ জানু, ৬২৭ খৃ.
২৪.	সা'দ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	খাযরাজ গোত্রের বাহিনী	”	”
২৫.	যায়দ বিন হারিসাহ	কালব/মাওলা	ক	মুহাজিরদের বাহিনী	খন্দক	যিলকদ, ৫ হিঃ/ জুন, ৬২৭ খৃ.
২৬.	সা'দ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	আনসার/ খাযরাজ বাহিনী	”	”
২৭.	আলী-বিন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	–	বনূ কুরায়যাহ	যিলকদ, যিলহজ, ৫ম হিঃ/ জুলাই, ৬২৭ খৃ.
২৮.	আল-মিকদাদ বিন আমর	কুযা'আহ/বাহরা	ক	–	গাতফান	রবি. সানি, ৬ষ্ঠ হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৭ খৃ.
২৯.	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	মহানবী (সাঃ)-এর বাহিনী	খায়বার	সফর, ৭ হিঃ/ মে-জুন, ৬২৮ খৃ
৩০.	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	”	”	”

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২১	ঐ	–	–	৫৮	–	–	–	১৭৪	–	৪–১৬
২২	ঐ	–	৩৮৮	৫৯	–	৫৫৫	–	–	–	৪–১৬
২৩	আবূ বকর	–	৪০৭	৬৪	–	–	–	–	–	৩–২০৫
২৪	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	–	৪০৭	৬৪	–	–	–	–	–	২–২৮৩
২৫	যায়দ ইব্ন হারিসাহ	–	–	৬৭	–	–	–	–	–	২–২৩৪
২৬	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	–	–	৬৭	–	–	–	–	–	২–২৮৩
২৭	আলী ইব্ন আবী তালিব	–	৪৯৭	৭৪	–	–	৭৭৭	–	৪–১১৮	৪–১৬
২৮	আল–মিকদাদ ইব্ন আমর	–	–	৮০	–	–	–	–	–	৪–৪০৯
২৯	আবূ বক্র	২–৩৩৪	–	–	–	৩–১২	–	২১৯	৪–১৪৬	৩–২০৫
৩০	উমর ইব্নু'ল খাত্তাব	২–৩৩৪	–	–	–	৩–১১	–	২১৯	৪–১৮৬	৪–৫২

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১.	আলী বিন আবী তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	মহানবী (সাঃ)-এর বাহিনী	খায়বার	সফর, ৭ম হিঃ/ জুন, ৬২৮ খৃ.
৩২.	আল-হুবাব বিন আল-মুনযির	খাযরাজ/সালামাহ	ঙ	খাযরাজ গোত্রের বাহিনী	”	”
৩৩.	সা'দ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/ সাইদাহ	ঘ	”	”	”
৩৪.	মিসতাহ বিন উসাসাহ	কুরায়শ/মুত্তালিব	ক	মুহাজির বাহিনী	ওয়াদী আল-কুরা	”
৩৫.	সা'দ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	খাযরাজ গোত্রের বাহিনী	”	”
৩৬.	আল-হুবাব বিন আল-মুনযির	”/ সালামাহ	ঙ	”	”	”
৩৭.	সাহল বিন হুনায়ফ অথবা আব্বাদ বিন বিশর	আওস/মালিক ”/ আশহাল	ঙ ঙ	আওস গোত্রের বাহিনী ”	”	”
৩৮.	আলী বিন আবী তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	মুহাজির বাহিনী	মক্কা বিজয়	রমযান, ৮ম হিঃ/ জানু, ৬৩০ খৃ.
৩৯.	যুবায়র বিন আওয়াম	”/ আসাদ	ক	”	”	”
৪০.	সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/যুহরাহ	ক	”	”	”
৪১.	হিলাল বিন উমাইয়াহ	আওস/ ওয়াকিফ	ঙ	বনূ ওয়াকিফ-এর বাহিনী	মক্কা বিজয়	রমযান, ৮ম হিঃ/ জানু, ৬৩০খৃ.
৪২.	আবূ না'য়লাহ	”/আশহাল	–	বনূ আশহাল-এর বাহিনী	”	”

www.pathagar.com

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩১	আলী ইব্ন আবী তালিব	২-৩২৮	৬৪৯	১০৬	-	৩-১১	৭৯৫	২১৯	৪-১১৫	৪-১৬
৩২	আল-হুবাব বিন আল-মুনযির	-	৬৪৯	১০৬	-	-	-	-	-	৩-৬৪
৩৩	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	-	৬৪৯	১০৬	-	-	-	-	-	২-২৮৩
৩৪	মিসতাহ ইব্ন উসামাহ		-	-	-	-	-	-	-	৪-৩৫৪
৩৫	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	-	৭১০	-	-	-	-	-	৪-২১৮	২-২৮৩
৩৬	আল-হুবাব বিন আল-মুনযির	-	৭১০	-	-	-	-	-	৪-২১৮	৩৬৪
৩৭	সাহল ইব্ন হুনায়ফ অথবা	-	৭১০	-	-	-	-	-	৪-২১৮	২-৩৬৪
	আব্বাদ ইব্ন বিশর	-	৭১০	-	-	-	-	-	৪-২১৮	২-৩৬৪
৩৮	আলী ইব্ন আবী তালিব	২-৪০৭	৮০০	-	-	৩-৫৬	-	-	-	৪-১৬
৩৯	যুবায়র ইব্ন আওয়াম	-	৮০০	-	-	৩-৫৫	-	-	৪-২৯৫	২-১৯৬
৪০	সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস	-	৮০০	-	-	-	-	-	-	২-৯০
৪১	হিলাল ইব্ন উমাইয়াহ	-	-	-	-	-	-	-	-	৫-৬৬
৪২	আবূ নায়লাহ	-	৮০০	-	-	-	-	-	-	৫-৩১১

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৩.	জারীর বিন আতীক	"/ মুয়াবিয়াহ	ঙ	বনূ মুয়াবিয়াহর বাহিনী	"	"
৪৪.	আবূ লুবাবাহ বিন আব্দু'ল মুনযির	"/ আমর বিন আওফ	ঙ	"	"	"
৪৫.	খুযায়মাহ বিন সাবিত	"/ খাতামাহ	ঙ	বনূ খাতামাহ	"	"
৪৬.	সা'দ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/ সাইদাহ	ঘ	বনূ সাইদাহ	"	"
৪৭.	কায়স বিন সা'দ	"	ঙ	"	"	'
৪৮.	কুতবাহ বিন আমির	"/ সালামাহ	ঘ	বনূ সালামাহ	"	"
৪৯.	উমারাহ বিন হাযম	"/ নাজজার	ঘ	বনূ নাজজার	"	"
৫০.	আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ	"/ হারিস	ঘ	বনূ হারিস	"	"
৫১.	সালিত বিন কায়স	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঘ	বনূ নাজ্জার	মক্কা বিজয়	রমযান, ৮ম হিঃ/ জানু. ৬৩০ খৃ.
৫২.	আবূ উসায়দ	"	ঙ	বনূ সাইদাহ	"	"
৫৩.	কাতাদাহ বিন নুমান	খাযরাজ/ জাফর	ঘ	বনূ জাফর	"	"
৫৪.	আবূ বুরদাহ হানী	খাযরাজ/ হারিসাহ	ঘ	বনূ হারিসাহ	"	"
৫৫.	হিব্বান বিন হাকাম	সুলায়ম	জ	—	"	"

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪৩	জারীর ইব্‌ন আতীক	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	২৫৮
৪৪	আবূ লুবাবাহ বিন আবদু'ল মুনযির	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৫-২৮৪
৪৫	খুযায়মাহ ইব্‌ন সাবিত	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	২-১১৪
৪৬	সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ	২-৪০৭	৮০০	–	–	–	৮০৬	–	৪-২৯৫	২-২৮৩
৪৭	কায়স ইব্‌ন সা'দ	–	৮২২	১৩৫	–	–	–	–	৪-২৯৫	৪-২১৫
৪৮	কুতবাহ ইব্‌ন আমর	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৪-২০৫
৪৯	উমারাহ ইব্‌ন হাযম	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৪-৪৮
৫০	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৩-১৬৫
৫১	সালিত ইব্‌ন কায়স	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	২-২৪৫
৫২	আবূ উসায়দ	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৫-১২৭
৫৩	কাতাদাহ ইব্‌ন নুমান	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৪-১৯৫
৫৪	আবূ বুরদাহ হানী	–	–	–	–	–	–	–	–	৫-১৪৬
৫৫	হিব্বান ইব্‌ন হাকাম	–	–	–	–	–	–	–	–	৩-৬৬

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৬.	ইয়াযীদ বিন আখনাস	সুলায়ম/যা'ব	ঙ	বনূ যা'ব	"	"
৫৭.	খুফাফ বিন নুদবাহ	সুলায়ম/ আমর	জ	বনূ আমর বিন হারিস	"	"
৫৮.	আওফ বিন মালিক	গাতফান/আশজা	ছ	বনূ আশজা	"	"
৫৯.	বুরায়দা বিন আল-হুসায়ব	আসলাম	ঘ	বনূ আসলাম	"	"
৬০.	নাজিয়াহ বিন আল-আজাম	"	–	"	"	"
৬১.	খুযা'ঈ বিন আবদ নাহম	মুযায়নাহ	জ	বনূ মুযায়নাহ	মক্কা বিজয়	রমযান, ৮ম হিঃ/ জানু. ৬৩০ খৃ.
৬২.	আবদুল্লাহ্ বিন আমর	"	জ	"	"	"
৬৩.	নুমান বিন মুকাররি জুহায়নাহ	"	জ	"	"	"
৬৪.	বিলাল বিন হারিস	"	ছ	"	"	"
৬৫.	মাবাদ বিন খালিদ	জুহায়নাহ	ঙ	বনূ জুহায়নাহ	"	"
৬৬.	সুওয়ায়দ বিন সাখর	"	ঘ	"	"	"
৬৭.	জুনদুব বিন মাকীস	"	ঙ	"	"	"
৬৮.	যায়দ বিন খালিদ	"	ছ	"	"	"

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৫৬	ইয়াযীদ ইব্ন আখনাস	–	–	–	–	–	–	–	–	৫–১০২
৫৭	খুফাফ ইব্ন নুদবাহ		–	–	–	–	–	–	–	২–১১৮
৫৮	আওফ ইব্ন মালিক	–	–	–	–	–	–	–	–	৪–১৫৬
৫৯	বুরায়দাহ্ ইব্ন হুসায়ব	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	১–৭৫
৬০	নাজিয়াহ্ ইব্ন আজাম	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৫–৪
৬১	খুযা'ঈ বিন আবদ নাহম	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	২–১১৩
৬২	আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৩–২৩৬
৬৩	নুমান ইব্ন মুকাররিন জুহায়নাহ	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৫–৩০
৬৪	বিলাল ইব্ন হারিস	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	২–০৫
৬৫	মাবাদ ইব্ন খালিদ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪–৩৯০
৬৬	সুওয়ায়দ ইব্ন সাখর	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	২–৩৭৮
৬৭	জুনদুব ইব্ন মাকীস	–	৮০০	–	--	–	–	–	–	৩–০৬
৬৮	যায়দ ইব্ন খালিদ	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	২–২২৮

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৯.	আবদুল্লাহ্ বিন বদর	"	জ	"	"	"
৭০	বিশর বিন আবী সুফিয়ান	খুযা'আহ/কাব	জ	বনূ কাব	"	"
৭১.	আবূ সুরায়হ	খুযা'আহ/কাব	জ	বনূ কাব	মক্কা বিজয়	রমযান, ৮ ম হিঃ/ জানু, ৬৩০ খৃ.
৭২.	আমীর বিন সালিম	"	জ	বনূ কাব	"	"
৭৩.	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	মুহাজির বাহিনী	হুনায়ন*	শাওয়াল, ৮ম হিঃ/ ফেব্রু, ৬৩০ খৃ.
৭৪.	সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস	"/ যুহরাহ	ক	"	"	"
৭৫.	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	খ	"	"	"
৭৬.	আল-হুবাব বিন আল-মুনযির	খাযরাজ/সালামাহ	ঙ	বনূ সালামাহ	"	,
৭৭.	সা'দ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	বনূ সাইদাহ	"	"
৭৮.	উসায়দ বিন আল-হুযায়র	আওস/আশহাল	ঘ	বনূ আশহাল	"	"
৭৯.	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	মহানবী (সাঃ)-এর বাহিনী	তাবূক	শাওয়াল-যিলকদ, ৯ম হিঃ/ নভেম্বর-ডিসেম্বর ৬৩১ খৃ.
৮০.	যুবায়র বিন আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	মুহাজির বাহিনী	তাবূক	"
৮১.	উসায়দ বিন আল-হুযায়র	আওস/আশহাল	ঘ	বনূ আশহাল	তাবূক	শাওয়াল-যিলকদ, ৯ম হিঃ/ নভেম্বর-ডিসেম্বর, ৬৩১ খৃ.

* হুনায়নের যুদ্ধে আনসার ও আরব গোত্র থেকে আরো অনেকে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেক গোত্র/ বংশেই ছিলেন একজন পতাকাধারী।

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৬৯	আবদুল্লাহ্ ইব্ন বদর	–	৮০০	–	–	–	–	–	–	৩–১২৩
৭০	বিশর ইব্ন আবী সুফিয়ান	–	৮০১	–	–	–	–	–	–	৫–২২৫
৭১	আবূ সুরায়হ	–	৮০১	–	–	–	–	–	–	৫–২২৫
৭২	আমীর ইব্ন সালিম	–	৮০১	–	–	–	–	–	–	৪–১০৪
৭৩	আলী ইব্ন আবী তালীব	–	৮৯৫	১৫০	–	–	–	–	–	৪–১৬
৭৪	সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস	–	৮৯৫	১৫০	–	–	–	–	–	২–৯০
৭৫	উমর ইব্নু'ল খাত্তাব	–	৮৯৫	১৫০	–	–	–	–	–	৪–৫২
৭৬	আল–হুবাব বিন আল–মুনযির	–	৮৯৫	১৫০	–	–	–	–	–	৩–৬৪
৭৭	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	–	৮৯৫	১৫০	–	–	–	–	–	২–২৮৩
৭৮	উসায়দ ইব্ন হুযায়র	–	৮৯৫ ৮৯৬	১৫০	–	–	–	–	–	৯২
৭৯	আবূ বকর	–	৯৯৬	–	–	–	–	–	–	৩–২০৫
৮০	যুবায়র ইব্ন আওয়াম	–	৯৯৬	–	–	–	–	–	–	২–১১৬
৮১	উসায়দ ইব্নু'ল হুযায়র	–	৯৯৬	–	–	–	–	–	–	৯২

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮২.	আবূ দুজানাহ	খাযরাজ	ঙ	বনূ আশহাল	•	"
৮৩.	আল-হুবাব বিন আল মুনযির	খাযরাজ/সালামাহ	ঙ	বনূ সালামাহ	"	"
৮৪.	যায়দ বিন সাবিত	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঙ	বনূ নাজ্জার	"	"
৮৫.	উমারাহ বিন হাযম	" "	ঙ	"	"	"
৮৬	আবূ যায়দ	"/ আমর বিন আওফ	ঙ	বনূ আমর বিন আওফ	"	"
৮৭.	মু'আয বিন জাবাল	"/ সালামাহ	ঙ	বনূ সালামাহ	"	"
৮৮.	আবদুল্লাহ্ বিন মালিক	"/ কাতিয়াহ	–	বনূ কাতিয়াহ?	"	"
৮৯.	আমর বিন সালিম	" / আসলাম	ঘ	বনূ আসলাম	'	"
৯০.	বুরায়দাহ বিন হুসায়ব	" / আসলাম	ঘ	"	'উসামাহর অভিযান	মুহাররম, ১১শ হিঃ/ এপ্রিল, ৬৩২ খৃ.

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৮২	আবূ দুজানাহ	–	৯৯৬	–	–	–	–	–	–	৫–১৮৪
৮৩	আল–হুবাব বিন আল–মুনযির	–	৯৯৬	–	–	–	–	–	–	৩–৬৪
৮৪	যায়দ ইব্ন সাবিত	–	১০০৩	–	–	–	–	–	–	২–২২১
৮৫	উমারাহ ইব্ন হাযম	–	১০০৩	–	–	–	–	–	–	৪–৪৮
৮৬	আবূ যায়দ	–	১০০৩	–	–	–	–	–	–	৫–২০৩
৮৭	মু'আয ইব্ন জাবাল		১০০৩	–	–	–	–	–	–	৪–৩৭৬
৮৮	আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক	–	–	–	–	–	–	–	–	৩–২৫১
৮৯	আমর ইব্ন সালিম	–	–	–	–	–	–	–	–	৩–৮১
৯০	বুবায়দা ইব্ন হুসায়ব	–	১১১৮	১৯০	–	–	–	–	–	১ খ. ১৭৫

পরিঃ ক-৪

তালী'আহ বা স্কাউট/অনুসন্ধানী দল

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণের সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	তালহা বিন উবায়দুল্লাহ	কুরায়শ/তায়ম	ক	সিরিয়া থেকে আগত মক্কার কাফেলার অবস্থান সম্পর্কে জানা	বদর	২রা রমযান, ২য় হি./ ৫ই মার্চ, ৬২৪ খৃ.
২	সাঈদ বিন যায়দ	কুরায়শ/ আদী	ক	"	"	"
৩	সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/যুহরাহ		সরজমিন তথ্য অনুসন্ধান	"	১৬ই রমযান, ২ হি./ ১৪ই মার্চ, ৬২৪ খৃ.
৪	যুবায়র বিন আওয়াম	"/আসাদ	ক	বদর যুদ্ধক্ষেত্র সরজমিন পর্যবেক্ষণ	"	"
৫	আলী বিন আবী তালিব	"/হাশিম	ক	"	"	"
৬	বাসবাস বিন আমর	জুহায়নাহ	ঙ	"	"	"
৭	যায়দ বিন হারিসাহ	কালব/মাওলা	ক	বদর যুদ্ধ সম্পর্কে মদীনাবাসীকে অবহিত করা।	"	১৭ই রমযান, ২ হি./ ১৫ই মার্চ, ৬২৪ খৃ.
৮	আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ	খাযরাজ/হারিস	ঘ	বিজয় সম্পর্কে অবহিত করা	"	"
৯	মালিক বিন খালাফ	আসলাম	চ	অগ্রগামী মক্কা বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে জানা	উহুদ	শাওয়াল, ৩য় হি./ মার্চ, ৬২৫ খৃ.
১০	নামান বিন খালফ	"		" "	"	

পরিঃ ক- ৪

তালী'আহ বা স্কাউট /অনুসন্ধানী দল [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ই-হিশাম	ওয়াকিদী	ই-সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ই-খালদূন	ই-আসীর ইবন ইসহাক	ইবন কাসীর	উসদ
		৮ .	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্	–	১৯ প.	১১ প.	২৮৭	২-খ. ৪৭৮	–	১৩৭	–	৩খ.-৫৯
২	সাঈদ বিন যায়দ	–	১৯	১১	২৮৭	২খ.-৪৭৮	–	১৩৭	–	২খ.-৩০৬
৩	সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস	১খ-৬১৬	৬১	–	–	২খ.-৪২২ ৪৩৬	৭৫০	১১৯	৩খ.-২৬৫	২খ.-৯০ প.
৪	যুবায়র বিন আওয়াম	১খ-৬১৬	৫১	১৩	–	২খ.-৪২২ ৪৩৬	৭৪৯	১১৯	–	২খ.-৬প.
৫	আলী বিন আবী তালিব	১খ-৬১৬	৫১	–	–	–	৭৪৯ প.	১১৯	৩খ.-২৬৫	৪খ.-১৬ প.
৬	বাসবাস বিন আমর	–	৫১	–	–	২খ.-৪৩৩ ৪৩৬	–	–	৩খ.-২৬৫	১খ-১৭৮ প.
৭	যায়দ বিন হারিসাহ	১খ.-৬৪২	১১৪	১৩	২৯৪	২খ.-৪৫৮	৭৫৭	১৩০	৩খ.-৩০৩ প.	২খ.-২৩৪
৮	আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ	১খ-৬৪২	১১৪	১৩	–	২খ.-৪৫৮	৭৫৭	১৩০	৩খ.-৩০৩	৩খ.-১৫৬ প.
৯	মালিক বিন খালাফ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ.-২৭৮
১০	নামান বিন খালফ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ.-২৫

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	সালীত বিন খালিদ	,,	ঙ	পশ্চাদপসরণকারী মক্কা বাহিনীর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা	হামরা আল আসাদ	,,
১২	সুফিয়ান বিন খালিদ	আসলাম	ঙ	পশ্চাদপসরণরত মক্কা বাহিনীর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা	হামরা আল আসাদ	শাওয়াল, ৩য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৫ খৃ.
১৩	অজ্ঞাত পরিচয় একজন সাহাবী	বনূ উওয়ায়র	ঙ	”	”	”
১৪	আবূ লায়লা	খাযরাজ/মাযিন	ঙ	একটি বিশেষ প্রজাতির খেজুর গাছ কেটে ফেলা	বনূ নাযীর	রবি আউঃ ৪র্থ হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৫ খৃ.
১৫	আবদুল্লাহ্ বিন সাল্লাম	বনূ কায়নুকা	ঙ	”	”	”
১৬	জি'আল বিন সুরাকাহ	কিনানাহ/মুররাহ	ঙ	মদীনায় বার্তা পৌছানো	জাতু'ররিকা	মুহাররম, ৫ম হিঃ/ জুন, ৬২৬ খৃ.
১৭	সাদ বিন মু'আয	আওস/আশহাল	ঘ	নবীজীর সঙ্গে বনূ কুরায়যার চুক্তি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া	খন্দক	যিলকদ, ৫ ম হিঃ/ মে, ৬২৭ খৃ.
১৮	উসায়দ বিন হুযায়র	”	ঘ	”	”	”
১৯	সাদ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	”	”	”
২০	খাওওয়াত বিন জুবায়র	”	ঙ	”	”	”

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	সালিত বিন খালিদ	–	৩৩৭	–	–	–	–	–	–	৪খ.–২৯৭
১২	সুফিয়ান বিন খালিদ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ.–২৯৭
১৩	অজ্ঞাত পরিচয়									
	একজন সাহাবী	–	–	–	–	–	–	–	–	–
১৪	আবূ লায়লা	–	৩৭২	–	–	–	–	–	–	৫খ.–২৮৬
১৫	আবদুল্লাহ্ বিন সাল্লাম	–	৩৭২	–	–	–	–	–	–	৩খ.–১৭৬ প.
১৬	জি'আল বিন' সুরাকাহ	–	–	৬১	–	–	–	–	–	১খ./২৮৩প.
১৭	সাদ বিন মু'আয	২খ.–২২১	৪৫৮	–	–	–	–	–	–	২খ.–২৯৬ প.
১৮	উসায়দ বিন হুযায়র	"	৪৫৮	–	–	–	–	–	–	১৯২ প.
১৯	সাদ বিন উবাদাহ	"	৪৫৮	–	–	–	–	–	–	১৯২ প.
২০	খাওওয়াত বিন জুবা য়র	"	–	–	–	–	–	–	–	–

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	আল-গামীম-এর পথ প্রদর্শন	লিহ্য়ান	রবিউল আউ. ৬ষ্ঠ হিঃ/ জুলাই, ৬২৭ খৃ.
২২	আব্বাদ বিন বিশর	আওস/আশহাল	ঙ	২০ জন সৈন্যের একটি দলের অগ্রে চলা	হুদায়বিয়াহ	যিলকদ ৬ষ্ঠ হিঃ/ মার্চ, ৬২৮ খৃ.
২৩	আব্বাদ বিন বিশর	আওস/আশহাল	ঙ	একটি কোম্পানীর অগ্রে চলা	খায়বার	সফর, ৭ ম হিঃ/ জুন, ৬২৮ খৃ.
২৪	আমর বিন তুফায়ল	আযদ/দাওস	ঘ	শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সেনা আনয়ন করা	"	"
২৫	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	আওস/ হারিস	ঙ	শিবির স্থাপন উপযোগী স্থান খোঁজা।	"	"
২৬	আলী বিন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	মক্কার একজন গুপ্তচরের নিকট থেকে পত্র উদ্ধার	মক্কা বিজয়	রমযান, ৮ম হিঃ/ জানু, ৬৩০ খৃ.
২৭	যুবায়র বিন আওয়াম	"/আসাদ	ক	"	"	"
২৮	আবূ মারসাদ/ মিকদাদ	বনূ গানী	ক	"	"	"
২৯	নুহায়হ বিন আওস	খাযরাজ	ঙ	মদীনায় সংবাদ পৌছে দেওয়া	হুনায়ন	শাওয়াল, ৮ম হিঃ/ ফেব্রুঃ ৬৩০ খৃ.
৩০	উসায়দ বিন আল-হুযায়র	আওস/আশহাল	ঙ	পানির উৎস খুঁজে বের করা	তাবূক	রজব-রমযান, ৯ ম হিঃ/ অক্টো/ডিসেঃ ৬৩০ খৃ.
৩১	যিয়াদ বিন হানযালাহ	তামীম	–	মুসায়লামাকে সতর্ক করে দেওয়া	–	সফর, ১১ হিঃ/ মে, ৬৩২ খৃ.

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২১	আবূ বকর	–	৫৩৬	৭৯	–	–	–	–	–	৩খ.-২০৫ প.
২২	আব্বাদ বিন বিশর	–	৫৭৪	৯৫	–	–	–	–	–	৩খ.-১০০প.
২৩	আব্বাদ বিন বিশর	–	৬৪০	–	–	–	–	–	–	৩খ.-১০০প.
২৪	আমর বিন তুফায়ল	–	৯২৩	–	–	–	–	–	–	৪খ.-১১৫
২৫	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	–	৬৪৪	–	–	–	–	–	–	৪খ.-৩৩১
২৬	আলী বিন আবী তালিব	২খ.-৩৯৮	৭৯৭ প.	–	৩৫৪	৩খ.-৪৮প.	৮০৩	২৪২	৪খ.-২৮৩প.	৪খ.-১৬ প.
২৭	যুবায়র বিন আওয়াম	–	৭৯৭প.	–	৩৫৪	৩খ.-৪৮প.	৮০৩	২৪২	৪খ.-২৮৩প.	২খ.-১৯৬প.
২৮	আবূ মারসাদ/মিকদাদ	–	–	–	৩৫৪	–	৮০৩	–	৪খ.-২৮৪প.	৫খ.-২৯৪/প. ৪খ.-৪০৯প.
২৯	নুহায়হ বিন আওস	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ.-৪৪
৩০	উসায়দ বিন আল-হুযায়র	–	১০৪১	–	–	–	–	–	–	১খ. ৯২ প.
৩১	যিয়াদ বিন হানযালাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ.-২১৩

www.pathagar.com

পরিঃ ক-৫

উয়ুন বা গুপ্তচর

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	ইসলাম গ্রহণের সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাসবাস বিন আমর	জুহায়না	ঙ	মক্কা বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে জানা	বদরের যুদ্ধ	রমযান, ২য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৪ খৃ.
২	আদী বিন আবী আল-যাগবাহ	"	ঙ	"	"	"
৩	আম্মার বিন ইয়াসির	মাজহিজ/ কুরায়শদের হালীফ	ক	"	"	"
৪	আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ	হুযায়ল/কুরায়শদের হালীফ	ক	"	"	"
৫	আনাস বিন ফাযালাহ	খাযরাজ/জাফর	ছ	"	উহুদ	শাওয়াল, ৩য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৫ খৃ.
৬	মূনিস বিন ফাযালাহ	"	ছ	"	"	"
৭	হুবাব বিন আল-মুনযির	"/ সালামাহ	ঘ	"	"	"
৮	আলী ইবন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	"	"	"
৯	উমাইয়াহ বিন খুওয়ায়লিদ	কিনানাহ/যামুরাহ	ঙ	উহুদ যুদ্ধ শেষে কুরায়শদের মতিগতি সম্পর্কে জানা	আল-রাজি	সফর. ৪র্থ হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৬ খৃ.
১০	আমর বিন উমাইয়াহ	ঐ	ঙ	উহুদ যুদ্ধশেষে কুরায়শদের মতিগতি সম্পর্কে জানা	"	সফর, ৪র্থ হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৬ খৃ.

www.pathagar.com

পরি ঃ ক-৫

উয়ুন বা গুপ্তচর [তথ্য উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ইঃ হিশাম	ওয়াকিদী	ইবন সা'দ	বালাযূরী	তাবারী	ইবন খালদূন	ইবন আমীর	ইবন কাছীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	বাসবাস বিন আমর	১খ./৬১৪	২২	১২	২৮৯	২খ.–৪৩৩প.	৭৪৯	১১৯	৩খ–২৬২প.	১খ. ১৭৮প.
২	আদী বিন আবী আল-যাগবাহ	"	২২	১২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২খ.–৭৮
৩	আম্মার বিন ইয়াসির	–	৫৪	–	–	–	–	–	–	৪খ.–৪৩ প.
৪	আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ	–	৫৪	–	–	–	–	–	–	৩খ.–২৫৪ প.
৫	আনাস বিন ফাযালাহ	–	২০৬প.	৩৭	–	–	–	–	–	১খ/১২৫ প.
৬	মুনিস বিন ফাযালাহ	–	২০৬	৩৭	–	–	–	–	–	৪খ.–৪২৫ প.
৭	হুবাব বিন আল-মুনযির	–	২০৭	৩৭	–	–	–	–	–	১খ/ ৩৬৪
৮	আলী ইব্ন আবী তালিব	২খ–৯৪	–	–	–	২খ.৫২৭প.	–	১৬০প.	৪খ.–৩৮	৪খ–১৬প.
৯	উমাইয়াহ বিন খুওয়ায়লিদ	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ/১১৭
১০	আমর বিন উমাইয়াহ	–	–	–	–	২খ.–৫৪১প.	–	–	–	৪খ.–৮৬ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	বুরায়দাহ্ বিন হাসায়ব	আসলাম	ঘ	পরিকল্পিত আক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া	মুরায়সী	শাবান, ৫ ম হিঃ/ জানুঃ ৬২৭ খৃ.
১২	খাওয়াত বিন যুবায়র	খাযরাজ	ঙ	বনূ কুরায়যার পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া	খন্দক	যিলকদ, ৫ম হি/ জুন, ৬২৭ খৃ.
১৩	যুবায়র বিন আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	বনূ কুরায়যার বিশ্বাঘাতকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া	”	”
১৪	হুযায়ফাহ বিন আল -ইয়ামান	গাতফান/আওস গোত্রের হালীফ	ঙ	পশ্চাদপসরণকারী কুরায়শ বাহিনীর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা	”	”
১৫	বুসর বিন সুফিয়ান	খুযাআহ/কা’ব	ছ	কুরায়শদের মনোভাব সম্পর্কে জানা	হুদায়বিয়াহ	যিলকদ, ৬ষ্ঠ হিঃ/ মার্চ, ৬২৮ খৃ.
১৬	আযাল আল-আসওয়াদ	ইহুদী/খায়বার	–	পানির ঝর্ণা (দুবুল) সম্পর্কে বলা	খায়বার	সফর, ৭ম হিঃ/ জুন, ৬২৮ খৃ.
১৭	আনাস বিন আবূ মারসাদ	কায়স আয়লান	ঘ	তথ্য সংগ্রহ করা	হুনায়ন	শাওয়াল, ৮ ম হিঃ/ জুলাই, ৬২৮ খৃ.
১৮	আবদুল্লাহ্ বিন আবী হাদরাদ	আসলাম	ছ	”	”	”

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	বুরায়দাহ্ বিন হাসায়ব	–	৪০৪	৬৩	–	–	–	–	–	১খ.-১৭ প.
১২	খাওওয়াত বিন যুবায়র	–	৪৬০ প.	–	–	–	–	–	–	২খ.-১২৫
১৩	যুবায়র বিন আওয়াম	–	৪৫৭	–	–	–	–	–	–	২খ.-১৯৬ প.
১৪	হুযায়ফাহ বিন আল-ইয়ামান	২খ.-২৩১প.	৪৮৯ প.	৬৯	–	২খ.-৫৭৯প.	৭৭৭	১৮৪	৪খ.-১১৩	১খ.-৯০
১৫	বুসর বিন সুফিয়ান	–	৫৭৩	৯৫	–	–	–	–	–	১খ-১৮১
১৬	আযাল আল-আসওয়াদ	–	–	–	–	–	–	–	৪খ-১৯৮	–
১৭	আনাস বিন আবী মারসাদ	–	৮৯৪	–	–	–	–	–	–	১খ.-১২৯ প.
১৮	আবদুল্লাহ্ বিন আবী হাদরাদ	২খ.-৪৩৯প.	৮৯৩	১৫০	–	৩খ.-৭৩	৮১২	–	৪খ.-৩২৫ প.	৩খ.-১৪১প.

www.pathagar.com

দালীল বা পথ প্রদর্শক

পরিঃ ক - ৬

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণের সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	সাদ আল-আরজী অথবা	আসলাম/মাওলা	ঘ	আল-আরজ থেকে মদীনার পথ প্রদর্শক	হিজরত	রবি আউ, ১ম হিঃ/ সেপ্টে. ৬২৫ খৃঃ
	মাসউদ বিন হুনায়দাহ	,,	ঘ			
২.	আবূ হাসমাহ	আওস/হারিসাহ	ঙ	–	উহুদ	শাওয়াল,৩য় হিঃ/মার্চ,৬২৫ খৃঃ
৩.	সাবিত বিন আল-যাহহাক	খাযরাজ/ আমর বিন আওফ	ঙ	–	হামরা আল-আসাদ	শাওয়াল, ৩য় হিঃ/মার্চ, ৬২৭ খৃঃ
৪.	মাযকূর	উযরাহ	ছ	–	দূমাতু'ল জান্দাল	রবি উস-সানী, ৫হিঃ/সেপ্টেঃ ৬২৭ খৃঃ
৫.	মাসউদ বিন হুনায়দাহ	আসলাম/মাওলা	ঘ	–	মুরায়সী	রজব, ৫ম হিঃ/জানু, ৬২৭ খৃঃ
৬.	আবূ হাদরাদ	আসলাম	ঘ	–	গাতফান	রবিউস/সানী ৬ষ্ঠ হিঃ/আগষ্ট, ৬২৭ খৃঃ
৭.	আমর বিন আবদ নাহম	,,	ছ	–	হুদায়বিয়াহ	যিলকদ, ৭ম হিঃ/মার্চ, ৬২৮ খৃঃ
৮.	হুসায়ল বিন খারিজাহ অথবা নুওয়ায়রাহ	গাতফান/আশজা	ছ	মূর্তিপূজক, পরে বায়আত হয়	খায়বার	সফর, ৭ম হিঃ/মে-জুন, ৬২৮ খৃঃ
৯.	আবদুল্লাহ বিন নুয়ায়ম	গাতফান/আশজা	ছ	–	,,	সফর,৭মহিঃ/ মে-জুন,৬২৮ খৃঃ
১০.	ইয়াসির	খায়বারের ইহুদী	জ	গুপ্তচর হিসাবেও কাজ করেন	,,	,,
১১.	আবূ আরীয	খায়বারের ইহুদী	জ	শত্রু পক্ষের দুর্বল স্থান দেখিয়ে দেন	,,	সফর, ৭ম হিঃ/মে-জুন, ৬২৮খৃঃ
১২.	সিমাক	"	জ	,,	,,	,,
১৩.	হুসায়ল বিন খারিজাহ	গাতফান/ আশজা	ছ	–	বাশীর বিন সাদ এর অভিযান	শাওয়াল, ৭ম হিঃ/ফেব্রু; ৬২৯ খৃঃ
১৪.	গালিব বিন আবদুল্লাহ	কিনানাহ/লায়স	ঘ	মক্কা গমনের হ্রস্বতম পথের প্রদর্শক	মক্কা বিজয়	রমযান, ৮ হিঃ/জানু, ৬৩০ খৃঃ
১৫.	আল-কামাহ বিন ফাগওয়া	খুযাআহ/ আমীর বিন রাবীয়াহ	ঝ	–	তাবূক	রজব -রমযান, ৯ম হিঃ। অক্টো-ডিসেম্বর, ৬৩১খৃঃ

www.pathagar.com

পরিঃ ক-৬

দালীল বা পথ প্রদর্শক [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ইব্‌ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইঃ সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইঃখালদূন	ইঃআসীর	ইঃকাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সাদ আল-আরজী অথবা	–	–	–	–	–	–	–	১৯৫	২-খ.২৮৫ প.
	মাসঊদ বিন হুদায়দাহ	–	–	–	–	–	–	–		৪খ.-৩৬০
২	আবূ হাসমাহ	–	২১৮	৩৯	–	২খ.-৫০৬	৭৬২	–	–	৫খ.-১৬৯
৩	সাবিত বিন আল-যাহ্হাক	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ.-২৫৫প.
৪	মাযকূর	–	–	–	–	–	–	–	৫খ.৯২	৪খ.-৩৪২
৫	মাসঊদ বিন হুনায়দাহ	–	৮	–	–	–	–	–	–	৪খ.-৩৬০
৬	আবূ হাদরাদ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ.-১৬৯ প.
৭	আমর বিন আবদ নাহম	–	৫৮৪	–	–	–	–	–	–	৪খ.-১১৯ প.
৮	হুসায়ল বিন খারিজাহ/ নুওয়ায়রাহ	–	৩৬৯	–	–	৩খ.-২৩	–	২২৬	–	২খ.-১১৬
৯	আবদুল্লাহ্ বিন নুয়ায়ম	–	৬৩৯	–	–	৩খ.-২৩	–	–	–	৩খ.-২৬৮
১০	ইয়াসির	–	৬৪১	–	–	–	–	–	–	৫খ.-২৫৩
১১	আবূ আরীয	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ.-৩৫২
১২	সিমাক	–	৬৩৭ প.	–	–	–	–	–	–	২খ.-৩৫২
১৩	হুসায়ল বিন খারিজাহ	–	৭২৭	–	–	–	–	–	৪খ.-২২৩	২খ.-১৬
১৪	গালিব বিন আবদুল্লাহ্	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ.-১৬৮
১৫	আলকামাহ বিন ফাগওয়া	–	৯৯৯	–	–	–	–	–	–	৪খ.-১৩ প.

পরিঃ ক-৭

আসহাবু'ল মাগানিম বা যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের তত্ত্বাবধায়কগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা	বংশ/গোত্র	ইসলাম গ্রহণের সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আবদুল্লাহ্ বিন কাব	খাযরাজ/নাজ্জার	ঙ	গনিমত বা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ	বদরের মহাবিজয়	রমযান,২ হিঃ/ মার্চ, ৬২৪খৃ.
২	শুকরান (আবিসিনিয়ার অধিবাসী)	কুরায়শ/মাওলা	খ	যুদ্ধ বন্দী	,,	ঐ
৩	মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ	আওস/হারিস	ঙ	গনিমত বা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ	বনূ কায়নুকা	শাওয়াল,২ হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৪ খৃ.
৪	উবাদাহ বিন আল-সামিত	খাযরাজ/আমর বিন আওফ	ঘ	ইহুদীদের বহিষ্কার	"	ঐ
৫	মুনযির বিন কুদামাহ	আওস/সালিম .	ঙ	যুদ্ধবন্দীদের হাত-কড়া লাগানো	"	ঐ
৬	মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ	"/হারিস	ঙ	ইহুদীদের বহিষ্কার	বনূ নাযীর	রবিউল আউয়াল, ৪হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৫ খৃ.
৭	আবূ রাফি	কুরায়শ/মাওলা	খ	যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ	"	ঐ
৮	বুরায়দাহ বিন হুসায়ব	আসলাম	ঘ	যুদ্ধ বন্দী	মুরায়সী	শাবান, ৫ হিঃ/ জানু-৬২৭ খৃ.
৯	শুকরান (আবিসিনিয়ার অধিবাসী)	কুরায়শ/মাওলা	খ	যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ	"	ঐ
১০	মাহমীয়াহ বিন জাযা	যাবীদ/কুরায়শ	খ	খুমুস ও শুমান	,,	ঐ

www.pathagar.com

পরিঃ ক-৭

যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের তত্ত্বাবধায়কগণ [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ইব্‌ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইঃ সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইঃ খালদূন	ইঃআসীর	ইঃকাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	আবদুল্লাহ্ বিন কাব	১খ.-৬৪৩	১০০	১৮	-	২খ.৪৫৮	৭৫৫	-	৩খ.-৩০৫	৩খ.-২৪৮ প.
২	শুকরান, (আবিসিবিয়ার অধিবাসী)	-	১০৫	-	২৯৪	-	-	-	৩খ.-৩০৫	৩খ.-৩ প
৩	মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ	-	১৭৮	৩০ ৫৮	-	-	-	-	-	৪খ.-৩৩১
৪	উবাদাহ বিন আল-সামিত	-	-	২৯	-	২খ.-৪৮১	৭৫৯	১৩৮	-	৩খ.-১০৬ প.
৫	মুনযীর বিন কুদামাহ	-	১৭৭	২৯	৩০৯	-	-	-	-	৪খ.-৪১৯
৬	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	-	৩৭৪	৭৫	-	-	-	-	-	৪খ.-৩৩১
৭	আবূ রাফি	-	৩৭৯	-	-	-	-	-	-	৫খ.-১৯১
৮	বুরায়দাহ বিন হুসায়ব	-	৪১০	৬৪	-	-	-	-	-	১খ.-১৭৫ প.
৯	শুকরান	-	৪১০	৬৪	৪৭৯	-	-	-	-	৩খ.-৩প.
১০	মাহমীয়াহ বিন জাযা	-	৪১০	৬৪	-	-	-	-	-	৪খ.-৩৩৪

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	মাসঊদ বিন হুনায়দাহ	আসলাম/মাওলা	ঘ	খুমুস	"	ঐ
১২	সাদ বিন যায়দ	আওস/ আশহাল	ঙ	যুদ্ধবন্দীদের নজদে বিক্রয়	বনূ কুরায়যাহ	যিলহজ্জ ৫ হিঃ/ জুন, ৬২৭ খৃঃ
১৩	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	"/হারিস	ঙ	যুদ্ধবন্দীদের হাত কড়া লাগানো	,,	,,
১৪	মুসলিম বিন বাহরাহ	আনসার	ছ	মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্ত ইহূদী	,,	,,
১৫	আলী বিন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	মৃত্যু দন্ড কার্যকর করা	,,	,,
১৬	যুবায়র বিন আওয়াম	"/আসাদ	ক	,,	,,	,,
১৭	সাদ বিন উবাদাহ	খাযরাজ/সাইদাহ	ঘ	যুদ্ধবন্দীদের সিরিয়ার বাজারে বিক্রয়	,,	,,
১৮	আবদুল্লাহ্ বিন সাল্লাম	বনূ কায়নুকা	ঙ	যুদ্ধবন্দীদের সামগ্রিক তত্বাবধান	,,	,,
১৯	মাহমীয়াহ বিন জাযা	যাবীদ/কুরায়শদের মিত্র	খ	যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ ও খুমুস	,,	,,
২০	মাহমীয়াহ বিন জাযা	,,	খ	,,	খায়বার	সফর, ৭ হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৮ খৃঃ
২১	মিরদাস বিন মারওয়ান	খাযরাজ/সালামাহ	ছ	যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ	,,	সফর, ৭হিঃ/ জুন, ৬২৮ খৃঃ
২২	ফারওয়াহ বিন আমর	"/বায়াযাহ	ঘ	,,	,,	,,

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	মাসউদ বিন হুনায়দাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ.–৩৬০
১২	সাদ বিন যায়দ	২খ.– ২৪৫	–	–	২খ. – ৫৯১প.	–	–	–	৪খ.– ১২৬	২খ.–২৭৯ প.
১৩	মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	–	৫০৯	–	–	–	–	–	–	৪খ.–৩৩০ প.
১৪	মুসলিম বিন বাহরাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ.–৩৬০
১৫	আলী বিন আবী তালিব	–	৫১৩	–	–	২খ. ৫৯৩	–	–	–	৪ খ.–১৯৬ প.
১৬	যুবায়র বিন আওয়াম	–	৫১৩	–	–	২ খ.– ৫৯৩	–	–	–	২ খ. –১৯৬ প.
১৭	সাদ বিন উবাদাহ	–	৫২৩	–	–	–	–	–	–	২ খ.–২৮৩ প.
১৮	আবদুল্লাহ্ বিন সাল্লাম	–	৫০৯	৭৫	–	–	–	–	–	৩ খ.–১৭৬ প.
১৯	মাহমীয়া বিন জাযা	–	–	৭৫	–	–	–	–	–	৪ খ.–৩৩৪
২০	ঐ	২খ.– ৩৬১	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ.–৩৩৪
২১	মিরদাস বিন মারওয়ান	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ.–৩৪৭
২২	ফারওয়াহ বিন আমর	–	–	১০৭	–	–	–	–	–	৫ খ.–১৬৫

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩	আবূ জুহায়নাহ	আনসার	–	যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ/গবাদি পশু	খায়বার	,,
২৪	খুযা'ঈ বিন আবদ নাহম	মুযায়নাহ	ঙ	যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ	মক্কা বিজয়	রমযান ৬ হিঃ/ জানু, ৬৩০ খৃ.
২৫	মাসউদ বিন আমর	গিফার	খ	ঐ	হুনায়ন	শাওয়াল, ৬ হিঃ/ ফেব্রু, ৬৩০ খৃ.
২৬	আমর আল-কারী	কারাহ/কুরায়শ	ঘ	যিরানাহ	,,	,,
২৭	বুদায়ল বিন ওয়ারকা	খুযাআহ	ঝ	যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান	,,	,,
২৮	বুসর বিন সুফিয়ান	,,	ছ	যুদ্ধবন্দীদের জন্য কাপড় ক্রয়	,,	,,
২৯	যায়দ বিন সাবিত	খাযরাজ/নাজজার	ঙ	যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ তত্ত্বাবধান ও এগুলো বিষয়ওয়ারী সাজান	যিরানাহ	যিলকদ, ৬ হিঃ/ মার্চ, ৬৩০ খৃ.
৩০	যায়দ বিন সাবিত	,,	ঙ	আনসারদের যুদ্ধবন্দী	,,	,,
৩১	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	মুহাজিরদের যুদ্ধবন্দী	,,	,,
৩২	আবূ রুহম	গিফার	খ	আরবদের যুদ্ধবন্দী	,,	,,
৩৩	আবূ কাতাদাহ	খাযরাজ/সালামাহ	ঙ	যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী	আল ফুলসে আলীর অভিযান	রবিউস সানী, ৯ হি./ জুলাই, ৬৩০ খৃ.

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২৩	আবূ জুহায়মাহ	–	৬৮০	–	–	–	–	–	–	৫ খ.–১৬৫
২৪	খুযা'ঈ বিন আবদ নাহম	–	–	–	–	–	–	–	–	২ খ.–১১৩
২৫	মাসউদ বিন আমর	–	–	–	–	৩খ.–৮১	৮১৫	–	৪ খ.–৩৩৭	৪ খ.–৩৫৯
২৬	আমর বিন আল–কারী	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ.–১২৬
২৭	বুদায়ল বিন ওয়ারকা	–	৯২৩	–	৩৬৫	–	–	২৬৬	–	১ খ.–১৭০
২৮	বুসর বিন সুফিয়ান	–	৯৪৩	–	–	–	–	–	–	১ খ.–১৮১ প.
২৯	যায়দ বিন সাবিত	–	৯৪৯	–	–	–	–	–	–	২ খ.–২২১ প.
৩০	যায়দ বিন সাবিত	–	৯৫২	–	–	–	–	–	–	২ খ.–২২১ প.
৩১	উমর ইবনুল খাত্তাব	–	৯৫২	–	–	–	–	–	–	৪ খ.–৫২ প.
৩২	আবূ রুহম	–	৯৫২	–	–	–	–	–	–	৫ খ.–১৯৭
৩৩	আবূ কাতাদাহ	–	–	১৬৪	–	–	–	–	–	৫ খ.–২৭৪ প.

পরিঃ ক-৮

আসহাবু'স-সিলাহ ওয়া'ল ফারাস বা যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম ও অশ্বের তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা	বংশ/ গোত্র	ইসলাম গ্রহণের সময়কাল	কাজের প্রকৃতি	অভিযান	সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	সাদ বিন আসাদ	খাযরাজ/হারিস	ঙ	নবী করীম (সাঃ)-এর তিনটি ঘোড়ার তত্ত্বাবধান	বদর যুদ্ধের পূর্বে	৬২২-৬২৪ খৃঃ
২	বাশীর বিন সাদ	,, /,,	ঘ	যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম-এর তত্ত্বাবধান	উমরাতুল কাযা	শাওয়াল, ১৭ হি./ মার্চ, ৬২৯ খৃ.
৩	আওস বিন খাউলী	,,/সালিম	ঘ	,,	,,	,,
৪	আব্দুর রহমান বিন আওফ	কুরায়শ/যুহরাহ	ঘ	ঘোড়ার তত্ত্বাবধান	হুনায়ন	শাওয়াল,৮ম হিঃ/ ফেব্রু, ৬৩০ খৃ.

www.pathagar.com

পরিঃ ক-৮

যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জার ও অশ্বের তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা [তথ্যের উৎসসমূহ]

ক্রমিক নং		ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই.সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইব্ন আসীর	ইব্ন কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সাদ বিন আসাদ	–	–	–	–	–	–	৫০৯ প.	–	২খ.–২৬৮ প.
২	বাশীর বিন সাদ	–	৭৩৩	১২১	–	৩খ.–২৬ প.	–	–	৪খ.–২৩১ প.	১খ./১৯৫ প.
২	আওস বিন খাউলী	–	৭৩৫	–	–	–	–	–	–	২খ.–৪৪প.
৪	আব্দুর রহমান বিন আওফ	–	–	–	–	–	–	–		৩খ.–২৭৯ প.

www.pathagar.com

পরিঃ ক-৯

দেহরক্ষীবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণের সময়কাল	কাজের প্রকৃতি	অভিযান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	সা'দ ইব্‌ন মু'আয	আওস/ আশহাল	ঙ	মহানবী (সাঃ)-এর তাঁবু প্রহরা	বদরের যুদ্ধ	রমযান, ২য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৪ খৃ.
২	ঐ	ঐ	ঙ	মহানবী (সাঃ)-এর গৃহ প্রহরা	উহুদের যুদ্ধ	শাওয়াল, ৩য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৫ খৃ.
৩	উসায়দ ইবনু'ল-হুযায়র	ঐ	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
৪	সাদ ইব্‌ন উবাদাহ	খাযরাজ/ সা'ইদাহ	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
৫	যাকওয়ান ইব্‌ন 'আবদ কায়স	"/ যুরায়ক	ঘ	শায়খায়নে মহানবী (সাঃ) এর প্রহরা	ঐ	ঐ
৬	সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ	"/সাইদাহ	ঘ	অভিযান কালে মহানবী (সাঃ)-এর নিরাপত্তা রক্ষা	হামরাউল আসাদ	ঐ
৭	আল-হুবাব ইব্‌ন আল-মুনযির	"/ সালামাহ	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
৮	আওস ইব্‌ন খাউলী	"/সালিম	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
৯	সা'দ ইব্‌ন মু'আয	আওস/ আশহাল	ঙ	ঐ	ঐ	

পরি ঃ ক-৯

দেহরক্ষীবৃন্দ [তথ্যের উৎসসমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযূরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইব্ন আসীর	ইব্ন কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সা'দ ইব্ন মু'আয	১খ./৬২৮	৫৫	–	–	২ খ./৪৪৯	–	১২৬	৩খ.–২৭১	২খ.–২৯৬ প.
২	ঐ	–	২০৮	৩৭	–	–	–	–	–	২ খ.–২৯৬
৩	উসায়দ ইব্ন আল–হুযায়র	–	২০৮	৩৭	–	–	–	–	–	১৯২ প.
৪	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	–	২০৮	৩৭	–	–	–	–	–	২খ.–২৮৩ প.
৫	যাকওয়ান ইব্ন আবদ কায়স	–	২১৯	–	–	–	–	–	–	২ খ.–১৩৭
৬	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	–	৩৩৪	–	–	–	–	–	–	২ খ.–২৮৩ প.
৭	আল হুবাব ইব্ন আল–মুনবির	–	৩৩৪	–	–	–	–	–	–	১খ./২৯৬ প.
৮	আওস ইব্ন খাউলী	–	৩৩৪	–	–	–	–	–	–	১খ. / ১৪৪
৯	সা'দ ইব্ন মু'আয	–	৩৩৪	–	–	–	–	–	–	২খ./ ২৯৬

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০	কাতাদাহ ইব্ন আল-নু 'মান	আওস/জাফর	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
১১	উবায়দ ইব্ন আওস	ঐ	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
১২	আব্বাদ ইব্ন বশির	"/ আশহাল	ঘ	ঐ	আসাদ	ঐ
১৩	ঐ	ঐ	ঘ	ঐ	জাবাল রিকা	মুহাররম, ৫ম হিঃ/ জুন, ৬২৬ খৃ.
১৪	আম্মার ইব্ন ইয়াসির	মাযহিজ/ কুরায়শদের মিত্র	ক	ঐ	ঐ	ঐ
১৫	আব্বাদ ইব্ন বিশর	আওস/ আশহাল	ঘ	ঐ	হুদায়বিয়াহ	যিলকদ, ৬ষ্ঠ হিঃ/ মার্চ, ৬২৮ খৃ.
১৬	সালামাহ ইব্ন আসলাম	" / হারিস	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
১৭	আবূ আয়্যূব আনসারী	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঘ	ঐ	খায়বার	সফর, ৭ম হিঃ/ জুন, ৬২৮ খৃ.
১৮	বিলাল ইব্ন রিবাহ	আবিসিনিয়ার অধিবাসী	ক	ঐ	ওয়াদি আল কুরা	ঐ

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১০	কাতাদাহ ইবনু'ল নুমান	–	৩৩৪	–	–	–	–	–	–	৪ খ./১৯৫ প.
১১	উবায়দ ইব্ন আওস	–	৩৩৪	–	–	–	–	–	–	৩ খ./৩৪৬
১২	আব্বাদ ইব্ন বিশর	–	৩৩৬	–	–	–	–	–	–	৩খ./১০০ প.
১৩	ঐ	২ খ.–২০৮	৩৯৭	–	–	–	–	–	–	৩খ.–১০০
১৪	আম্মার ইব্ন ইয়াসির	২খ.	৩৯৭	–	–	–	–	–	–	৪ খ./৪৩ প.
১৫	আব্বাদ ইব্ন বিশর	–	৬০৬	–	–	–	–	–	–	৩খ./১০০ প.
১৬	সালামাহ ইব্ন আসলাম	–	৬০৬	–	–	–	–	–	–	২খ./ ৩৩২ প.
১৭	আবূ আয়্যুব আনসারী	২খ.–৩৪০	–	–	–	–	–	–	৪খ.–২১২	২খ./৮০ প.
১৮	বিলাল ইব্ন রিবাহ	–	–	–	–	৩ খ.–১৭	–	–	৪ খ.–২১৩	১খ./২০৬

www.pathagar.com

পরিঃ খ-১

খুলাফা'র রাসূল বা মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিনিধিবর্গ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	ইসলাম গ্রহণের সময়	অভিযান সমূহ	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
১	সা'দ ইব্ন 'উবাদাহ	খাযরাজ/ সাইদাহ	ঘ	ওয়াদ্দান	সফর, ২য় হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৩ খৃ.
২	সা'দ ইব্ন মু'আয	আওস/আশহাল	ঘ	বুওয়াত	রবি,আউ, ২য়হিঃ/আগষ্ট,৬২৩ খৃ.
	অথবা				
	সা'ইব বিন উসমান ইব্ন মাযূন	কুরায়শ/জুমাহ	খ	ঐ	ঐ
৩	যায়দ ইব্ন হারিসাহ	কালব/কুরায়শদের মাওলা	ক	সাফওয়ান	ঐ
৪	আবু সালামাহ ইব্ন আব্দু'ল-আসাদ	কুরায়শ/ মাখযূম	ক	জাতু'ল উশায়রাহ	জমা, সানী,২য় হিঃ/ডিসেঃ ৬২৩ খৃ.
৫	আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম	" / আমির	ক	মহা বদর	রমযান,২য়হিঃ/মার্চ,৬২৪ খৃ.
৬	আবূ লুবাবাহ বশির ইব্ন আব্দুল মুনযির	আওস/ আমর বিন আওফ	ঘ	ঐ	ঐ
৭	হারিস ইব্ন হাতিব	ঐ	ঙ	ঐ	ঐ
৮	আসিম ইব্ন আদী	" / আজলান	ঙ	ঐ	ঐ
৯	আবূ লুবাবাহ বাশীর	আওস/ আমর বিন আওফ	ঘ	বনূ কায়নুকা	শাওয়াল, ২য় হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৪ খৃ.

www.pathagar.com

পরিঃ খ-১

মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিনিধি বর্গ [তথ্য উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্‌ন সা'দ	বালাযূরী	তাবারী	ইব্‌ন খালদূন	ইব্‌ন আসীর	ইব্‌ন কাসীর	উসদ
		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ	১খ./৫৯০প.	–	৮	২৮৭	২খ.–৪০৭	৭৪৪	১১১ প.	–	২খ./২৮৩প.
২	সা'দ ইব্‌ন মু'আয অথবা	–	–	৮	২৮৭	২খ. ৪০৭	–	–	৩ খ.–২৪৬	২খ.–২৯৬ প.
	সাইব ইব্‌ন উসমান বিন মাযূন	১খ. /৫৯৮	–	–	–	–	৭৪৪	–	৩খ./ ২৪৬	২খ./২৫৫
৩	যায়দ ইব্‌ন হারিসাহ	১খ./৬১০	–	৯	২৮৭	২খ.–৪০৭	–	–	৩খ./২৪৬	২খ./২৩৪প.
৪	আবূ সালামাহ ইব্‌ন আব্দুল আসাদ	১খ./ ৫৯৮	–	৯	২৮৭	২খ.–৪০৮	৭৪৪	১১২	৩খ./২৪৬	৫খ./২১৮
৫	আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতূম	১ খ./৬১২	–	–	–	–	৭৪৮ প.	–	৩খ./২৬০	৪খ./২৭
৬	আবূ লুবাবাহ বাশীর ইব্‌ন আব্দু'ল মুনযির	১খ./৬১২	১৮০	১২	২৮৯	২খ./৪৭৮	৭৪৮	১৩৭	৩খ./২৬০	২খ./২৯৮
৭	হারিস ইব্‌ন হাতিব	১খ./৬৮৮	১৮০	১২	২৮৯	২খ./৪৭৮	–	১৩৭	–	"
৮	আসিম ইব্‌ন আদী	১খ./৬৮৯	১৮০	১২	২৮৯	২খ./৪৭৮	–	১৩৭	–	৩খ./৭৫
৯	আবূ লুবাবাহ ইব্‌ন বাশীর	২খ.–৪৯	১৮০	২৯, ৬২	৩০৯	২খ./৪৮১	৭৫৯	১৩৮	৪খ./০৪	৫খ./২৮৪প.

১	২	৩	৪	৫	৬
১০	ঐ	ঐ	ঘ	সাবীক	শাওয়াল, ২য় হিঃ/মে/জুন-৬২৪ খৃ.
১১	আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম	কুরায়শ/আমির	ক	আল-কুদর	মুহাররম, ৩য় হিঃ/জুলাই,৬২৪ খৃ.
	অথবা				
	(সিবাব ইব্ন 'উরফাতাহ)	গিফার	ঘ	ঐ	ঐ
১২	উসমান ইব্ন আফফান	কুরায়শ/ উমাইয়াহ	ক	যূ-আমার	রবি, আউ,৩য়হিঃ/সেপ্টে, ৬২৪ খৃ.
১৩	আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম	"/ আমির	ক	বুহরান	জমা আউঃ৩য়হিঃ/অক্টোঃনভেঃ ৬২৪ খৃ.
১৪	ঐ	ঐ	ক	'উহুদ	শাওয়াল, ৩য় হিঃ/মার্চ,৬২৫ খৃ.
১৫	ঐ	ঐ	ক	হামরা উল-আসাদ	ঐ
১৬	আবূ সালামাহ ইব্ন আব্দু'ল-আসাদ	" / মাখযুম	ক	আল-উশায়রাহ	মুহাররম, ৪ র্থহিঃ/জুন,৬২৫ খৃ.
১৭	'আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম	"/ আমির	ক	বনূ নাযীর	মার্চ, ৩য় হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৫ খৃ.
১৮	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ	খাযরাজ/ হারিস	ঘ	বদর-২য়	যিলকদ, ৩য় হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৬ খৃ.
	অথবা				
	আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বিন উবায়্যি	" / সালিম	ঙ	ঐ	ঐ

www.pathagar.com

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১০	ঐ	২ খ.-৪৫	১৮০ প.	৩০, ৬২	৩১০	২খ./৪৮৫	৭৫৬	-	৩খ./৩৩৪	৫খ.-২৮৪প.
১১	আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম অথবা	২ খ.-৪৩	১৮৪	৩১	৩১০	২খ./৪৮৩	৭৫৫	১৩৯	৩খ./৩৩৪	৪খ./১২৭
	(সিবা ইব্ন উরফাতাহ)	২ খ.-৪৩	-	-	-	-	৭৫৫	-	৩খ./৩৩৪	২খ./২৫৯
১২	উসমান ইব্ন আফফান	২ খ. ৪৬	১৯৬	৩৫	৩১১	-	৭৫৬	-	৪খ./০২	৩খ./৩৭৬ প.
১৩	আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম	২ খ.-৪৬	১৯৭	৩৫ প.	৩১১	-	৭৫৬	১৪২	৪খ.-০৩	৪খ.-১২৭
১৪	ঐ	২ খ.-৬৪	১৯৯	৩৯	৩৩৮	-	৭৬২	১৫০	৪খ.-১৩	৪খ.-১২৭
১৫	ঐ	২খ.-১০২	-	৪৯	৩৩৯	২খ. ৫৩৬	-	-	৪খ.-৪৯	৪ খ.-১২৭
১৬	আবূ সালামা ইব্ন 'আব্দু'ল-আসাদ	-	-	৪৯	-	-	-	-	-	৫খ.-২১৮
১৭	আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম	২ খ.-১৯০	৩১৭	৫৮	৩৩৯	২খ.৫৫৫	৭৭১	১৭৪	৪খ.-৭৫	৪খ-১২৭
১৮	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ অথবা	-	৩৮৪	৫৯	৩৪০	২খ.-৫৬১	-	১৭৬	৪খ.-৮৯	৩খ. ১৫৬ প.
	আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বিন উবায়য়ি	২খ.-২০৯	-	-	-	-	৭৭২ প.	-	৪ খ.-৮৭	৩খ.-১৯৭

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬
১৯	‘উসমান ইব্‌ন আফফান	কুরায়শ/উমাইয়াহ	ক	যাতু’র-রিকা	মুহাররম, ৫ হিঃ/ জুন, ৬২৬ খৃ.
	অথবা				
	(আবূ যার গিফারী)	গিফার	ক	জা’তুর-রিকা	মুহাররম, ৫ম হিঃ/জুন ৬২৬ খৃ.
২০	সিবা ইব্‌ন উরফাতাহ	কিনানাহ/গিফার	ঘ	দূমাহ	রবি. আউ-সানী ৫ হিঃ/আগষ্ট-সেপ্টে, ৬৬২ খৃ.
২১	যায়দ ইব্‌ন হারিসাহ	কালব/কুরায়শদের মাওলা	ক	মুরায়সী	রজব, ৫ম হিঃ/ জানু, ৬২৭ খৃ.
	অথবা				
	আবূ যার/ নুমায়লাহ	গিফার/লায়স	ক	ঐ	ঐ
২২	আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতূম	কুরায়শ/আমির	ক	খন্দক	যিলকদ, ৫ম হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৭ খৃ.
২৩	ঐ	ঐ	ক	কুরায়যাহ	ঐ
২৪	ঐ	ঐ	ক	লিহয়ান	রবি. আউ, ৬ষ্ঠ হিঃ/ জুলাই ৬২৭ খৃ.
২৫	ঐ	ঐ	ক	আল-গাবাহ	রবি. সানীঃ ৬ষ্ঠ হিঃ/ জুলাই, ৬২৭ খৃ.
২৬	ঐ	ঐ	ক	হুদায়বিয়াহ	যিলকদ, ৬ষ্ঠ হিঃ/মার্চ,৬২৮ খৃ.
	অথবা				
	নুমায়লাহ বিন আবদুল্লাহ্	কিনানাহ্/ লায়স	ঙ	ঐ	ঐ
২৭	সিবা ইব্‌ন ‘উরফাতাহ	”/গিফার	ঙ	খায়বার	সফর, ৭ ম হিঃ/ জুন, ৬২৮ খৃ.
	অথবা				
	নুমায়লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ	”/লায়স	ঙ	ঐ	সফর, ৭ম হিঃ/ জুন, ৬২৮ খৃ.

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৯	উসমান ইব্‌ন আফফান/	২খ.-২০৩	৪০২	৬১	৩৪০	২খ.-৫৫৬	–	১৭৪	৪খ.-৮৩	৩খ.৩৭৬প.
	(আবূ যার গিফারী)	২খ. ২০৩	–	–	–	–	৭৭২	–	৪খ. ৮৩	৬ খ.-৮৬
২০	সিবা ইব্‌ন উরফাতাহ	২খ.-২১৩	৪০৪	৬২	৩৪১	২খ.-৫৬৪	৭৭৩	১৭৭	৪খ.-৮৯২	২খ.-২৫৯
২১	যায়দ ইব্‌ন হারিসাহ	–	–	৬৩	৩৪২	–	–	–	–	২খ.-২৩৪ প.
	অথবা									
	আবূ যার/ নুমায়লাহ	২খ.-২৮৯	–	–	–	–	৭৮২	–	৪খ.-১৫৬	৬খ.-৮৬/
										৫খ-৪৩
২২.	আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতুম	২খ.-২২০	৪৪১	৬৬	৩৪৫	–	৭৭৪	–	৪ খ.-১-৩	৪খ. -১২৭
২৩	ঐ	২ খ.২৩৪	৪৯৬	৭৪	৩৪৭	০	৭৭৭	–	৩খ.-১১৬	৩খ.-১২৭
২৪	ঐ	২খ.-২৭৯	৫৩৭	৭৯	৩৪৮	–	–	–	৪খ.-১৪৯	৪খ.-১২৭
২৫	ঐ	২খ.-২৮৪	৫৩৮	৮০	৩৪৯	–	–		-৪খ.-১৫১	৪ খ.-১২৭
			৫৪৭							
২৬	ঐ	–	৫৭৩	৯৫	৩৫০	–	–	–	–	৪-১২৭
	অথবা									
	নুমায়লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্	২খ.-৩০৮	–	–	–	–	–	–	৪খ.-১৬৪	৫খ.-৪৩
২৭	সিবা ইব্‌ন উরফাতাহ	–	৬৩৬	১০৬	৩৫২	৩খ.-০৯	–	২১৬	৪খ.-১৮১	২খ.-২৫৯
	অথবা									
	(নুমাইলাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্)	২খ.-৩২৯	–	–	৩৫২	–	৭৯৫	–	৪খ.-১৮১	৫খ.-৪৩

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬
২৮	আবূ রুহম কুলসূম ইব্ন হুসায়ন	”/ গিফার	ঙ	উমরাতুল কাযা	যিলকদ, ৭ম হিঃ/ মার্চ, ৬২৯ খৃ.
	অথবা				
	আবূ যার/ উওয়ায়ফ ইব্ন আল-আযবাত	” / দুইল	ঙ	ঐ	ঐ
২৯	আমর বিন উম্ম মাকতূম	কুরায়স / আমির	ক	মক্কা বিজয়/হুনায়ন ও অন্যান্য	রমযান, ৮ম হিঃ/ জানু, ৬৩০ খৃ.
	অথবা				
	আবূ রুহম কুলসূম ইব্ন হুসায়ন	কিনানাহ/ গিফার	ঙ	ঐ	ঐ
৩০	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ	আওস/আশহাল	ঙ	তাবূক	রজব-রমযান, ৯ম হিঃ/ অক্টোঃ-নভেম্বর, ৬৩১ খৃ.
	অথবা				
	সিবা ইব্ন উরফাতাহ	কিনানাহ / গিফার	ঙ	ঐ	ঐ
৩১	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ / হাশিম	ক	ঐ	ঐ
৩২	সিবা ইব্ন উরফাতাহ/	কিনানাহ/ গিফার	ঙ	বিদায় হজ্জ	যিলহজ্জ, ১০ম হিঃ/ মার্চ, ৬৩২ খৃ.
	অথবা				
	আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম/	কুরায়শ/আমির	ক	ঐ	ঐ
	অথবা				
	আবূ দুজানাহ	খাযরাজ/ সাইদাহ	ঙ	ঐ	ঐ

www.pathagar.com

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২৮	আবূ রুহম কুলমূম ইব্‌ন হুসায়ন	–	–	১২০	–	–	–	–	–	৪খ.–২৫০
	অথবা									
	আবূ যার/	–	–	–	৩৫৩	–	–	–	–	৫খ.–১৮৬
	উওয়ায়ফ ইবনু'ল-আযবাত	২খ. ৩৭০	–	–	৩৫৩	–	–	–	৪খ.–২৭৭	৬খ.–৯৬
২৯	আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতূম	–	–	১৩৫	৩৬৪প.	–	–	–	–	৪খ.–১২৭
	অথবা									
	আবূ রুহম কুলসূম ইব্‌ন হুসায়ন	২খ.–৩৯৯	–	–	৩৬৪	৩খ.–৫০	৮০৪	২৪২	৪খ.–২৮৫	৪খ.–২৫০
৩০	মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ	২খ.–৫১৯	৯৯৫	১৬৫	৩৬৮	–	৮২০	–	৫খ.–০৭	৪খ.–৩৩১
	অথবা									
	(সিবা ইব্‌ন উরফাতাহ)	২খ.–৫১৯	–	–	–	৩খ.–১৩০	৮২০	২৭৮	৫ খ.–০৭	২খ.–২৫৯
৩১	আলী ইব্‌ন আবূ তালিব	২খ.–৫১৯	–	–	–	৩খ.–১০৩	৮২০	২৭৮	৫ খ.–০৭	৪খ.–১৬প.
৩২	সিবা ইব্‌ন উরফাতাহ	২খ.–৬০০	–	–	–	–	–	–	৫খ.–১১০	৩খ.–৮৬১
	অথবা									
	ইব্‌ন উম্ম মাকতূম	–	–	–	৩৬৮	–	–	–	–	৪খ.–১২৭
	অথবা									
	(আবূ দুজানাহ)	২ খ.–৬০০	–	–	–	–	–	–	৫খ.–১১০	৬খ.–৮৪প.

পরি ঃ খ-২

মুশীর বা উপদেষ্টাবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/ গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	পরামর্শ প্রদানের প্রকৃতি	অভিযান/ উপলক্ষ	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	আযান দেওয়ার পরামর্শদান	–	১ হিঃ/ ৬২৩ খৃঃ
২	আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (ও অন্যান্য সাহাবী বৃন্দ)	খাযরাজ/ হারিসাহ	ঘ	ঐ	–	ঐ
৩	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	মক্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে মহানবী (সাঃ)–এর পরিকল্পনা সমর্থন করেন।	বদরের যুদ্ধ	রমযান, ২য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৪ খৃ.
৪	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	" / আদী	খ	ঐ	–	–
৫	আল–মিকদাদ ইব্ন আমর	কুযাআহ/ বাহ্‌রা	ক	ঐ	–	–
৬	সা'দ ইব্ন মু'আয	আওস/ আশহাল	ঘ	ঐ	–	–
৭	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	খাযরাজ/ সাইদাহ	ঘ	ঐ	–	–
৮	আল–হুবাব বিন আল–মুনযির	" / সালামাহ	ঙ	ঐ	–	–
৯	ঐ	ঐ	ঙ	শিবির স্থাপনের স্থান সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।	ঐ	ঐ
১০	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	যুদ্ধ বন্দীদের নিকট থেকে পণ আদায়ের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ

www.pathagar.com

পরি ঃ খ-২

মুশীর বা উপদেষ্টাবৃন্দ [তথ্যের উৎসসমূহ]

		ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সা'দ	বালাযূরী	তাবারী	ই. খালদূন	ই. আসীর	ই.কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	–	–	–	২৭৩		–	–	২৩২	৪ খ./৫২ প.
২	আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ও	১খ./৫০৮	–	–	–	–	–	–	২৩২	৩ খ./১৬৬ প.
	অন্যান্য সাহাবীগণ	১খ. ৫০৯	–	–	–	–	–	–	–	–
৩	আবূ বকর	১খ./৬১৫	৪৮ প.	–	২৯৩ প.	২–খ. ৪৩৪ প.	–	১২০	২৬২ প.	৩খ. /২০৫ প.
৪	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	১খ. ৫১৫	৪৮	–	–	২–খ. ৪৩৪	–	১২০	২৬২	৪ খ. ৫২ প.
৫	মিকদাদ ইব্ন আমর	১খ. ৬১৫	৪৮	–	–	২খ.–৪৩৪	–	১২০	২৬২	৪ খ. ৪০৯
৬	সা'দ ইব্ন মু'আয	১খ. ৬১৫	৪৮	–	–	২ খ. ৪৩৫	৭৪৯	১২০ প.	২৬২	২খ. ২৯৬ প.
৭	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	–	৪৮	–	–	–	–	–	২৬৩ প.	২ খ. /২৮৩প.
৮	আল–হুবাব ইবনু'ল–মুনযির	–	৪৮	–	–	–	–	–	–	১খ. ৩৬৪ প.
৯	ঐ	১ খ./৬২০	৫৩	–	২৯৩	২খ. ৪৪০	৭৫১	১২২	২৬৭ প.	১খ./৩৬৪
১০	আবূ বকর	–	৫৩	–	–	২খ./৪৪০	–	১৩৬	২৯৬	৩ খ./২০৫ প.

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	উমর ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ
	(আলী ইব্ন আবূ তালিব)	কুরায়শ/হাশিম	ক	যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা	বদরের যুদ্ধ	রমজান, ২য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৪ খৃ.
১২	হামযাহ ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব	ঐ	ক	মদীনার বাইরে গিয়ে মক্কার বাহিনীকে মোকাবিলা করার পরামর্শ প্রদান	উহুদ	শাওয়াল, ৩য় হিঃ/ মার্চ, ৬২৫ খৃ.
১৩	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	খাযরাজ/ সাইদাহ	খ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪	মালিক ইব্ন সিনান	" / খুদরাহ	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫	নুমান ইব্ন মালিক	আওস/ সালিম	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬	আয়াস ইব্ন আওস	" / আশহাল	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
১৭	খায়সামাহ ইবনু'ল হারিস	" / আমর বিন আওফ	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮	আনাস ইব্ন কাতাদাহ	" / "	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
১৯	মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ	" / হারিস	ঙ	কাব বিন আশরাফকে হত্যা করার পরামর্শ প্রদান	খন্দকের যুদ্ধ	রবি, আউ, ৩য় হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৪ খৃ.
২০	সালমান ফারসী	পারস্য বাসী	ঙ	পরিখা খননের পরামর্শ প্রদান	ঐ	যিলকদ, ৫ম হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৭ খৃ.

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	–	–	৫৩	–	২ খ.– ৪৪০	–	১৩৬	২৯৬	৪ খ./ ৫২ প.
	(আলী ইব্‌ন আবী তালিব)	–	–	–	–	–	–	–	২৯৬	৪ খ./১৬ প.
১২	হামযাহ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব	–	২০৯ প.	–	৩১৪ প.	–	–	–	৪ খ.–১২	২ খ,/ ৪৬ প.
১৩	সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ	–	২০৯	–	–	–	–	–	–	২ খ./ ২৮৩ প.
১৪	মালিক ইব্‌ন সিনান	–	২০৯	–	–	–	–	–	–	২খ./ ২৮১
১৫	নুমান ইব্‌ন মালিক	–	২০৯	–	৩১৫	৫০৩	–		৪ খ./১২	৫ খ. ২৯ প.
১৬	আয়াস ইব্‌ন আওস	–	২০৯	–	৩১৫	–	–	–		১খ./৫৩
১৭	খায়সামাহ ইবনু'ল হারিস	–	২০৯	–	৩১৫	–	–	–	–	২ খ./ ১২৯
১৮	আনাস ইব্‌ন কাতাদাহ	–	২০৯	–	–	–	–	–	–	১ খ./১২৬
১৯	মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ	–	১৮৭	–	–	–	–	–	–	৪খ./৩৩০
২০	সালমান ফারসী	২খ./৪৫ প ২ খ./ ২২৪	৪৪৪ প.	–	৩৪৩	২খ./ ৫৬৬	৭৭৪	১৭৮	৪খ. ৯৫	২খ. ৩২৮ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	খাযরাজ/ সাঈদাহ	ঘ	গাতফানদের সংগে সন্ধি করার প্রস্তাব বাতিল করার পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ
২২	সা'দ ইব্ন মু'আয	আওস/ আশহাল	ঘ	গাতফানদের সংগে সন্ধি করার প্রস্তাব বাতিল করার পরামর্শ প্রদান।	খন্দক	শাওয়াল, ৫ম হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৭ খৃ.
২৩	উসায়দ ইবনু'ল হুযায়র	ঐ	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
২৪	মদীনার শীর্ষস্থানীয় মুসলমানগণ	মদীনা	–	'ইফক' এর উপাখ্যান সম্পর্কে আলোচনা	মুরায়সী এবং পরবর্তী	৫ ম হিঃ/ ৬২৭খৃ.
২৫	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	দূত হিসাবে উসমানকে মক্কায় প্রেরণ	হুদায়বিয়াহ	যিলকদ, ৬ষ্ঠ হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৮ খৃ.
২৬	উম্ম সালমান (যুদ্ধবন্দীর স্ত্রী)	" / মাখযূম	ক	কুরবানীর পরামর্শ দান	ঐ	ঐ
২৭	আল-হুবাব ইবনু'ল মুনযির	খাযরাজ	ঙ	সেনা ছাউনীর স্থান সম্পর্কে পরমর্শ প্রদান	খায়বার	সফর, ৭ম হিঃ/ মে, ৬২৮ খৃ.
২৮	আবূ বকর	কুরায়শ / তায়ম	ক	গাছ গাছালি কেটে ফেলার পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ
২৯	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	খাযরাজ/ সাইদাহ	ঘ	খেজুর গাছ না কাটার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান।	ঐ	ঐ
৩০	আবূ বকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	বশির ইব্ন সাদকে সেনাপতি নিয়োগের সুপারিশ	আল-যিনাব অভিযান	শাওয়াল, ৭ম হিঃ/ ফেব্রু, ৬২৯ খৃ.

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২১	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	২খ. ২২৩	৪৭৭ প.	–	৩৪৬প.	২খ./৭৫৩	৭৭৫	১৮১	৪খ.১০৪প.	২ খ./২৮৩
২২	সা'দ ইব্ন মু'আয	২খ./২২৩	৪৭৭	–	৩৪৬ প.	২খ. /৫৭৩	৭৭৫	১৮১	৪ খ. ১০৪	২ খ./২৯৬ প.
২৩	উসায়দ ইবনু'ল হুযায়র	–	৪৭৭	–	–	–	–	–	–	১৯২
২৪	মদীনার শীর্ষস্থানীয় মুসলমানগণ	২খ./৩০০প	৪২৮ প.	–	–	২ খ. ৬০৮/ ৬১৪ ৬১ প.	–	১৯৭ প.	৪ খ./১৬২	–
২৫	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	২খ./৩১৫	–	৯৭	–	২খ.৬৩১ প.	৭৮৫	–	৪খ./১৬৭	৪ খ./ ৫২ প.
						২খ./৬২২				৫ খ./ ৫৮৮
২৬	উম্মে সালামাহ (যুদ্ধবন্দীস্থী)	–	–	–	–	২খ/ ৬৩৭	৭৮৬	২০৫	৪খ./১৬৭	–
২৭	হুবাব ইবনু'ল মুনযির	–	৬৪৩ প.	–	–	–	–	–	–	১খ./৩৬৪প.
২৮	আবূ বকর	–	৬৪৩ প.	–	–	–	–	–	–	৩ খ./২০৫ প.
২৯	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	–	৬৫১	–	–	–	–	–	–	২খ./২৮৩
৩০	আবূ বকর	–	৭২৮	–	–	–	–	–	–	৩ খ./২০৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	খ	ঐ	ঐ	ঐ
৩২	আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	আবূ সুফিয়ান-এর গৃহকে নিরাপদ স্থান হিসাবে ঘোষণা 'দেওয়ার প্রস্তাব	মক্কা বিজয়	রমযান, ৮ম হিঃ/ জানু, ৬৩০ খৃ.
৩৩	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	" / আদী	খ	ঐ	হুনায়ন ও তাইফ	শাওয়াল, ৮ম হিঃ/ ফেব্রু, ৬৩০ খৃ.
৩৪	আবূ বকর	" / তায়ম	ক	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫	হুবাব ইব্ন আল-মুনযির	খাযরাজ	ঙ	সেনা শিবির স্থাপনের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান	তাইফ	ঐ
৩৬	সালমান ফারসী	পারস্যবাসী	ঙ	গুলতি জাতীয় পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ
৩৭	নওফল ইব্ন মুয়াবিয়াহ	কিনানাহ/দুইল	ঝ	অবরোধ তুলে নেয়ার পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ
৩৮	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	খ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯	ঐ	ঐ	খ	মদীনায় প্রত্যাবর্তন	তাবূক	রমযান, ৯ম হিঃ/ ডিসেঃ ৬৩১ খৃ.
৪০	ঐ	এ	খ	ইলা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা	ঐ	৯ম হিঃ/ ৬৩২ খৃ.

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩১	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	–	৭২৮	–	–	–	–	–	–	৪ খ./ ৫২ প.
৩২	আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব	২ খ./৪৩৩	–	–	৩৫৫	৩খ./ ৫৪	৮০৫	২৪৫	৪ খ./ ২৯০	৩খ/ ১০৯ প.
৩৩	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	২খ./৪৪০	৮৯৩	৩খ./৭৩	–	৩খ./৭৩৮	–	–	–	৪ খ./৬২ প.
৩৪	আবূ বকর	২খ./৪৮৪	–		–	৩ খ./৮৪	–	–	–	৪ খ./২০৫ প.
৩৫	হুবাব ইবনু'ল--মুনযির	–	৯২৫	–	–	–	–	–	–	১খ./৩৬৪ প.
৩৬	সালমান ফারসী	–	৯২৭	–	৩৬৭	–	–	২৬৬	৪ খ./৩৪৮	২খ./ ৩২৮ প.
৩৭	নওফল ইব্ন মুয়াবিয়াহ	–	৯৩৭	–	–	৩খ./ ৮৪	–	২৬৭	৪খ./ ৩৫০	৫ খ./৪৭
৩৮	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	২খ./৪৮৪	–	–	–	–		২৬৭	৪খ./৩৫০	৪ খ./৫২ প.
৩৯	ঐ	–	১০১৯	–	–	–	–	–	–	৪ খ./ ৫২ প.
৪০	ঐ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./ ৫২ প.

www.pathagar.com

পরি ঃ খ-৩

কাতিব বা সচিব বৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬
১	উবায়য়ি ইব্‌ন কাব	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঙ	ওহী/পত্র লেখা (মুখ্য কাতিব)	৬২২-৬৩২ খৃ.
২	যায়দ ইব্‌ন সাবিত	" / "	ঙ	" / " (উবায়য়িএর সহকারী)	ঐ
৩	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	ওহী/ পত্র/ দলিল লেখা	ঐ
৪	উসমান ইব্‌ন আফফান	" / উমাইয়াহ	ক	ঐ	ঐ
৫	খালিদ ইব্‌ন সাঈদ	" / "	ক	ঐ	৬২৮-৬৩২ খৃ.
৬	আবান ইব্‌ন সাঈদ	" / "	ছ	ঐ	৬৩০-৬৩২ খৃ.
৭	শুরাহবীল বিন হাসানাহ	কিনদাহ	ক	ঐ	৬২২-৬৩২ খৃ.
৮	মুয়াবিয়াহ ইব্‌ন আবী সুফিয়ান	কুরায়শ/ উমাইয়াহ	জ	ঐ	৬২৮-৬৩২ খৃ.
৯	মুগীরাহ ইব্‌ন শুবাহ	সাকীফ	ছ	ঐ	৬২৭-৬৩২ খৃ.
১০	সাবিত ইব্‌ন কায়স	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঙ	ঐ	-
১১	আরকাম ইব্‌ন আবী আরকাম	কুরায়শ/ মাখযূম	ক	ঐ	-

কাবিত বা সচিববৃন্দ - [তথ্যের উৎস সমূহ] পরি-খ ঃ ৩

ক্রমিক নং	নাম	ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই.সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ই.খালদূন	ই.আসীর ই. ইসহাক	ই.কাসীর	উসদ
		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	উবায়য়ি ইব্ন কাব	–	৪৯২ প.	১খ./২৬৭ প.	৫৩১	৩খ./১৭৩	–	৩১৩	–	১৪৯
২	যায়দ ইব্ন সাবিত	–	–	২খ./৯৭	৫৩১	৩খ./১৭৩	–	৩১৩	–	২খ./২২১ প.
৩	আলী ইব্ন আবী তালিব	২খ. ৩১৭ প.	৬১০	১২৬ প.	–	২খ./৬৩৪প ৩খ./১৭৩	৭৮৫	২১৩	–	৪খ./০৬ প.
৪	উসমান ইব্ন আফফান	–	–	১খ./২৮৪	৫৩২	৩খ./১৭৩	–	৩১৩	–	৩খ./৩৭৬ প.
৫	খালিদ ইব্ন সাঈদ	২খ./৫৪৩	৯৬৭	১খ./২৬৫ প.	৫৩২	৩খ./১৭৩	–	৩১৩	–	২খ./৮২
৬	আবান ইব্ন সাঈদ	–	–	–	৫৩২	৩খ./১৭৩	–	৩১৩	–	১খ./৩৫ প.
৭	শুরাহবীল বিন হাসানাহ	–	–	–	৫৩২	–	–	–	–	২খ.৩৯০ প.
৮	মুয়াবিয়াহ ইব্ন আবী সুফিয়ান	–	–	১খ./২৬৬ প.	৫৩২	৩খ./১৭৩	–	৩১৩	–	৪খ./৩৮৫প.
৯	মুগীরাহ ইব্ন শুবাহ	–	–	২খ./ ২৬৬প.	–	–	–	–	–	৪ খ./৪০৬প.
১০	সাবিত ইব্ন কায়স	–	–	১খ./২৮৬	–	–	–	–	–	১খ./২২৯ প.
১১	আরকাম ইব্ন আবী আরকাম	–	–	১খ./২৬৮ প.	–	–	–	–	–	১খ./ ৫৯ প.

১	২	৩	৪	৫	৬
১২	আল-আলা ইব্‌ন উকবাহ	-	-	ওহী/পত্র/ দলিল লেখা	-
১৩	আল-আলা ইবনু'ল হাযরামী	হাযরামাওত	ক	ঐ	-
১৪	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ	খাযরাজ/ মুত্তালিব	ছ	ঐ	-
১৫	জুহায়ম ইবনু'স সালত	কুরায়শ/আনসার	ঙ	ঐ	-
১৬	যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম	" / আসাদ	ক	পত্র/ দলিল লেখা	৬২২-৬৩২ খৃ.
১৭	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকাম	" / জুহরাহ্	ঝ	ঐ	৬৩০-৬৩২ খৃ.
১৮	হানযালাহ ইব্‌ন উসায়দ	তামীম	খ	ঐ	-
১৯	উকবাহ	-	-	ঐ	-
২০	কুযা'আহ ইব্‌ন আমর	উযরাহ	-	ঐ	-
২১	মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামাহ	আওস/ হারিস	-	ঐ	-
২২	একজন ধর্মান্তারিত খৃষ্টান	-	-	ঐ	-

www.pathagar.com

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১২	আল আলা ইব্ন উকবাহ	–	–	১খ./ ২৭১ প.	–	–	–	–	–	৪খ./০৯
১৩	আল-আলা ইবনু'ল হাযরামী	–	৭৮২	১খ./২৬৯ প.	৫৩২	৩খ./ ১৭৩	–	৩১৩	–	৪ খ./০৭ প.
১৪	আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ	–	–	১খ./২৬৬ প.	–	–	–	–	–	৩ খ./১৬৮
১৫	জুহায়ম ইবনু'স সালত	–	–	১খ./২৬৮	৫৩২	–	–	–	–	২খ./১৯৬ প.
১৬	যুবায়র ইব্ন আওয়াম	–	–	১খ./২৬৯	–	–	–	–	–	২খ./ ১৯৬ প.
১৭	আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম	–	–	–	–	–	–	–	–	৩ খ./১১৫
১৮	হানজালাহ ইবন্ উসায়িদ	–	–	–	–	৩ খ./ ১৭৩	–	৩১৩	–	২খ./১৫৮
১৯	উকবাহ	–	–	১খ./২৭১	–	–	–	–	–	৩খ./৪১৮ প.
২০	কুযা'আহ ইব্ন আমর	–	–	১খ./২৭০	–	–	–	–	–	৪ খ./ ২০৫
২১	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./৩৩০
২২	একজন ধর্মান্তরিত খৃষ্টান	–	–	–	–	–	–	–	–	–

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬
২৩	আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাদ বিন আবূ সারহ	কুরায়শ/ আমির	ঘ	রাজস্ব /পত্র/ দলিল লেখা	–
২৪	ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান	" / উমাইয়াহ	জ	" দলিল লেখা	–
২৫	আবূ বকর	" / তায়ম	ক	রাজস্ব / ঐ	–
২৬	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	" / আদী	খ	ঐ	–
২৭	আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব	" / উমাইয়াহ	ঝ	" ঐ	–
২৮	আমির ইব্ন ফুহায়রাহ	" / তায়ম /মাওলা	ক	ঐ	৬২২ খৃ. /হিজরী–
২৯	তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্	" / "	ক	ঐ	–
৩০	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঘ	ঐ	–
৩১	খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ	কুরায়শ/ মাখযূম	ছ	ঐ	–
৩২	হাতিব ইব্ন আমর	" / আমির	খ	ঐ	–
৩৩	হুওয়ায়তিব ইব্ন আমর	" / "	ক	ঐ	–

www.pathagar.com

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২৩	আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ বিন আবী সারহ	২খ./ ৪০৯	৮৫৫	–	৩৫৮/৫৩১	৩খ./১৭৩	৮০৭	২৪৯ প.	৪ খ./২৯৭	৩খ./১৭৩ প.
২৪	ইয়াযীদ ইব্ন আবী সুফিয়ান	–	–	–	–	–	–	–	–	৫ খ./১১২
২৫	আবূ বকর	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./২০৫ প.
২৬	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	–	–	–	–	–	–	–	–	৫২ প.
২৭	আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব	–	–	–	–	–	–	–	–	৫ খ./২১৬
২৮	আমীর ইব্ন ফুহায়রাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৩ খ./৯০
২৯	তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./৫৯ প.
৩০	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./১৫৬
৩১	খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./৯৩
৩২	হাতিব ইব্ন আমর	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./৩৬২
৩৩	হুওয়ায়তিব ইব্ন আমর	–	–	–	–	–	–	–	–	–

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬
৩৪	হুযায়ফাহ ইব্ন ইয়ামান	গাতফান/ আওস/হালীফ	ঙ	ওহী/পত্র/দলিল লেখা	–
৩৫	হুসায়ন ইবনু'ল-নুমায়র	–	–	ঐ	–
৩৬	সয়িল্ল	–	–	ঐ	–
৩৭	আবূ আইয়ূ্যব আনসারী	খাযরাজ/নাজ্জার	ঙ	ঐ	–
৩৮	মু'আয়কিব আবী ফাতিমাহ	দাওস	খ	ঐ (পত্রাদির মোহর রক্ষক)	–
৩৯	আমর ইবনু'ল আস	কুরায়শ/সাহম	ছ	ঐ	–
৪০	বুরায়দাহ ইব্ন হুসায়ব	আসলাম	ছ	ঐ	–
৪১	আবূ সালামাহ	কুরায়শ/মাখযূম	ক	ঐ	–
৪২	আবদ রাব্বিহী	–	–	ঐ	–
৪৩	আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়য়ি	খাযরাজ	ঘ	ঐ	–
৪৪	ইব্ন খাতাল (আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিলাল)	কুরায়শ/আদরাম	ঘ	ঐ	–

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩৪	হুযায়ফাহ ইব্‌ন ইয়ামান	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./৩৯০
৩৫	হুসায়ন ইবনু'ল নুমায়র	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৩৬	সয়িল্‌ল	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./২৬১
৩৭	আবূ আইয়্যুব আনসারী	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./৪০৩
৩৮	মু'আয়কিব আবী ফাতিমাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./৭৩
৩৯	আমর ইবনু'ল আস	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./১১৫
৪০	বুরায়দাহ ইব্‌ন হুসায়ব	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./ ১৭৫
৪১	আবূ সালামাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./২১৮
৪২	আবদ রাব্বিহী	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৪৩	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়য়ি	–	–	–	–	–	–	–	–	৩ খ./১৯৭
৪৪	ইব্‌ন খাতাল (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হিলাল)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

www.pathagar.com

পরিঃ খ-৪

রুসুল বা দূত বৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	স্থান/গোত্র	সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ	আওস/ হারিস	ঙ	মদীনা থেকে বহিস্কারের আদেশ জ্ঞাপন	বনূ নাযীর	রবি আউ. ৩য় হিঃ/ আগষ্ট, ৬২৫ খৃ.
২	নুয়ায়ম ইব্ন মাসঊদ	গাতফান/ আশজা	ছ	আহযাব যুদ্ধের মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ	খন্দক/ মদীনা	যিলকদ, ৫ম হিঃ/ এপ্রিল, ৬২৭ খৃ.
৩	সা'দ ইব্ন মু'আয	আওস/ আশহাল	ঘ	বনূ কুরায়যাহকে সতর্কীকরণ	ঐ	ঐ
৪	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	খাযরাজ/ সাইদাহ	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
৫	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ অথবা	" / হারিস	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
	খাওওয়াত ইব্ন যুবায়র	আওস/ আমর বিন আওফ	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ
৬	খিরাশ ইব্ন উমাইয়াহ	খুযা'আহ/ কাব	ছ	কুরায়শদের সঙ্গে আলোচনা	হুদায়বিয়াহ /মক্কা	যিলকদ, ৬ষ্ঠ হিঃ/ মার্চ, ৬২৮ খৃ.
৭	উসমান ইব্ন আফফান	কুরায়শ/ উমাইয়াহ	ক	ঐ	ঐ	ঐ
৮	আলী ইব্ন আবী তালিব	" / হাশিম	ক	ঐ	ঐ	ঐ
৯	দিহয়াহ ইব্ন খালীফাহ	কালব	ছ	বার্তা পৌছে দেওয়া	রোমক সম্রাট	মুহাররম, ৭ম হিঃ/ মে, ৬২৮ খৃ.
১০	আমর ইব্ন উমাইয়াহ	কিনানাহ/ জামুরাহ	ছ	ঐ	আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী	ঐ

www.pathagar.com

পরি ঃ খ-৪

রসুল বা দূতবৃন্দ [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং		ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ই.খালদূন	ই.আসীর ও ইবন ইসহাক	ই.কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ	–	৩৬৬	২খ./৫৭	–	২খ./৫৫২	–	–	৪ খ./৭৫	৪ খ./৩৩১
২	নুয়ায়ম ইব্ন মাসউদ	২খ./২২৯	–	–	–	২খ./৫৭প.	–	–	৪খ./	৫ খ./৩৩
							৭৭৬		১১১ প.	
৩	সা'দ ইব্ন মু'আয	১খ./৫০৩	৪৫৮ প.	–	–	২খ./ ৫৭১	৭৭৪	–	৪খ./১০৩	২খ./২৯৬ প.
৪	সা'দ ইব্ন উবাদাহ	১খ./৫০৩	৪৫৯	–	–	২খ./৫৭১	৭৭৪	–	৪খ./১০৩	২খ./২৮৩ প.
৫	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ	১খ./৫০৩	৪৫৮	–	–	২খ./৫৭১	৭৭৪	–	৪খ./১০৩	৩খ./১৫৬ প.
	অথবা									
	খাওওয়াত ইব্ন যুবায়র	–	–	–	–	২খ./৫৭১	৭৭৪	–	৪খ./১০৩	২খ./১২৫
৬	খিরাশ ইব্ন উমাইয়াহ	২খ./৩১৪	৬০০	২ খ./৯৬	–	২খ./৬৩১	–	২০৩	–	২খ./১০৮
৭	উসমান ইব্ন আফফান	২খ./৩৫	৬০০	২খ./৯৭	–	২খ./৬৩০ প.	৭৮৫	২০৩	৪খ./১৬৭	৩খ./৩৭৬ প.
৮	আলী ইব্ন আবী তালিব	–	–	–	–	২খ./৬৩০	–	২০৪	৪খ./১৬৮	৪ খ./ ১৬ প.
৯	দিহয়াহ ইব্ন খালীফাহ	২খ./ ৬০৭	–	১খ./২৫৯	৫৩১	২খ./৬৪৪ প.	৭৮৯	২১০ প.	৪ খ./১৮০	২খ./১৩০
১০	আমর ইব্ন উমাইয়াহ	২খ./ ৬০৭	–	১খ./২৫৮	৫৩১	২খ./৬৪৪	৭৯০	২০০প.	৪ খ./১৮০	৪খ./ ৮৬

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আহ	লাখম/কুরায়শদের মিত্র	খ	বার্তা পৌছে দেওয়া	মুকাওকিস/ মিসর	মুহাররম, ৭ম হিঃ/ মে, ৬২৮ খৃ.
১২	আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা	কুরায়শ/ সাহ্ম	ক	ঐ	পারস্য সম্রাট	ঐ
১৩	শুজা ইব্ন ওয়াহাব	আসাদ/কুরায়শদের মিত্র	ক	ঐ	সিরিয়ার নিম্নাঞ্চল	ঐ
১৪	আল-মুহাজির ইবন আবী উমাইয়াহ	কুরায়শ /মাখযূম	ক	ঐ	ইয়ামান / হিময়ার	ঐ
১৫	সাবিত ইব্ন আমর	" / আমির	ক	ঐ	আল-ইয়ামামাহ	ঐ
১৬	আমর ইব্ন উমাইয়াহ	কিনানাহ/ যামুরাহ	ছ	ঐ	আবূ সুফিয়ান/ মক্কা	৭ম হিঃ/ ৬২৮ খৃ.
১৭	আবূ যায়দ	খাযরাজ/-	ঙ	ঐ	উম্মান	৮ম হিঃ/ ৬৩০ খৃ.
১৮	আমর ইব্ন আল-আস	কুরায়শ/ সাহ্ম	জ	ঐ	ঐ	ঐ
১৯	আলকামাহ ইব্ন ফাগওয়া	খুযা'আহ/ আমর বিন রাবিআহ	জ	আবূ সুফিয়ানকে অর্থ হস্তান্তর	মক্কা	৯ম হিঃ/ ৬৩০ খৃ.
২০	[illegible]-আলা বিন আল-হাযরামী	হাযরামাওত	খ	বার্তা পৌছানো	বাহরায়ন	৮ম হিঃ/ ৬৩০ খৃ.
২১	আমর ইব্ন ফাগওয়া	খুযা'আহ/ আমর বিন রাবিয়াহ	জ	আবূ সুফিয়ান এর নিকট অর্থ হস্তান্তর	মক্কা	৯ম হিঃ/৬৩০ খৃ.

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	হাতিব ইব্‌ন আবী বালতাআহ	২খ./৬০৭	–	১খ./২৬০	৫৩১	২খ. /৬৪৪	৭৮৮	২১০প.	৪ খ. /১৮০	১ খ./৩৬০ প.
১২	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফাহ	২খ./৬০৭	–	১খ./২৫৯	৫৩১	২খ./ ৬৪৪	৭৯২	২১০ প.	৪খ./১৮০	৩খ./১৪২ প.
১৩	শুজা ইব্‌ন ওয়াহাব	২খ./৬০৭	–	১খ./২৬১	৫৩১	২খ./৬৪৪	৭৮৯	২১০ প.	৪খ./১৮০	১খ./৩৮৬
১৪	আল-মুহাজির বিন আবী উমাইয়াহ	২খ./৬০৭	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./৪২২
১৫	সাবিত ইব্‌ন আমর	২খ./৬০৭	–	১খ./২৬২	৫৩১	২খ./৬৪৪	৭৮৮	২১০ প.	৪খ./১৮০	২ খ./৩৪৪
১৬	আমর ইব্‌ন উমাইয়াহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./৮৫
১৭	আবূ যায়দ	–	–	–	ফুতূহ ৮৭প.	–	–	–	–	২খ./ ২২১ প.
১৮	আমর ইব্‌ন আল-আস	১খ./৬০৭	–	১খ./২৬২	–	২খ./৬১৫ ২খ./২৯	৭৮৮	২৩২	৫ খ./৩৭৪	৪ খ./১১৫ প.
১৯	আলকামাহ ইব্‌ন ফাগওয়া	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./১৩ প.
২০	আল-আলা ইব্‌নু'ল-হাযরামী	২খ./৬০৭	–	১খ./২৩৬	ফুতূহ ৮৯	২খ./৬৪৫ প. ৩ খ./২৯ প	৭৮৮	২১০ প.	–	৫ খ./৭ প.
২১	আমর ইব্‌ন ফাগওয়া	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./ ১২৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২	নুমায়র ইব্‌ন খারাশাহ	সাকীফ	–	বার্তা পৌছানো	তা'ইফ/সাকীফ	৯ম হিঃ/৬৩০ খৃ.
২৩	যিবয়ান ইব্‌ন মারসাদ	সাদূস	ঝ	ঐ	বকর বিন ওয়াইল	ঐ
২৪	হারিস ইব্‌ন উমায়র	আযদ/ লাহাব	–	ঐ	বুসরা	ঐ
২৫	আয়য়াশ ইব্‌ন আবী রাবীয়াহ	কুরায়শ/ মাখযূম	খ	ঐ	হিময়ার	ঐ
২৬	দিহয়াহ ইব্‌ন খালীফাহ	কালব	ছ	ঐ	নাজরান/ বিশপ	ঐ
২৭	আবূ আমর	–	–	ঐ	সিরিয়া	১০–১১ হিঃ/ ৬৩১–৬৩২ খৃ.
২৮	কাতান ইব্‌ন হারিসাহ	কালব	এ	ঐ	বনূ কুলায়ব	ঐ
২৯	সালসাল ইব্‌ন শুরাহবীল	–	–	ঐ	বনূ আমির	ঐ
৩০	যুরার ইবনু'ল আযওয়ার	আসাদ	–	ঐ	বনূ সায়দা/ ওয়ায়ল	ঐ
৩১	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুদায়ল	খুযা'আহ	ছ	ঐ	–	ঐ
৩২	আব্দুর রহমান ইব্‌ন বুদায়ল	”	ছ	ঐ	ইয়ামান	ঐ

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২২	নুমায়র ইব্ন খারাশাহ	–	–	১খ./২৮৫	–	–	–	–	–	৪ খ./ ৪১
২৩	যিবয়ান ইব্ন মারসাদ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./৩৪৪
২৪	হারিস ইব্ন উমায়র	–	–	২খ./ ১২৮	–	–	–	–	–	৪ খ./৪১
২৫	আয়য়াশ ইব্ন আবী রাবীয়াহ	–	–	১খ./২৮২	–	–	–	–	–	৪ খ./১৬১
২৬	দিহয়াহ ইব্ন খালীফাহ	–	–	১খ./২৭৬	–	–	–	–	–	২খ./১৩০
২৭	আবূ আমর	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./২৪০
২৮	কাতান ইব্ন হারিসাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./২০৭
২৯	সালসাল ইব্ন শুরাহবীল	–	–	–	–	৩ খ./১৮৭	–	–	–	৩খ./২৯
৩০	যুরার ইবনু'ল আযওয়ার	–	–	–	–	৩ খ./ ১৮৭	–	–	–	৩ খ./৩৯ প.
৩১	আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুদায়ল	–	–	–	–	–	–	–	–	৩ খ./১২৪
৩২	আব্দুর রহমান ইব্ন বুদায়ল	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./ ২৮২

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৩	জারির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্	বাজিলাহ	ঞ	বার্তা পৌছানো	যুলকুলা/জুলায়ম	১১ হিঃ/ ৬৩২ খৃ.
৩৪	আল-আকরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্	হিময়ার	ঞ	ঐ	যূ-যূদ/ মাররান	ঐ
৩৫	যিয়াদ ইব্‌ন হানজালাহ	তামীম	ঞ	ঐ	তামীম	ঐ
৩৬	নুয়ায়ম ইব্‌ন মাসউদ	গাতফান/ আশজা	ছ	ঐ	আশজা	ঐ
৩৭	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওসাজাহ	হাওয়াযিন/ উরায়নাহ	–	ঐ	আমির বিন কুআরায়ত	ঐ
৩৮	আমর ইব্‌ন উমাইয়াহ	কিনানাহ/ যামুরাহ	ছ	ঐ	মুসায়লামাহ/ আল-ইয়ামামাহ	ঐ
৩৯	হাবীব ইব্‌ন যায়দ	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঘ	ঐ	”	ঐ
৪০	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব	আসলাম	–	ঐ	”	ঐ
৪১	ফুরাত ইব্‌ন হায়য়ান	রাবীয/ইজল	ঙ	ঐ	বনূ হানিফাহর সুমামাহ বিন উসাল	
৪২	ওয়াবর ইবন উনায়স	খুযা'আহ	–	ঐ	আল-আবনা/ ইয়ামান	ঐ

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩৩	জারির ইব্ন আবদুল্লাহ্	–	–	২খ./২৬৬	–	৩খ./১৮৭	৮৪৫	–	–	১খ./২৭৯
৩৪	আল-আকরা ইব্ন আবদুল্লাহ	–	–	–	–	৩ খ./১৮৭	–	–	–	১ খ./১১০
৩৫	যিয়াদ ইব্ন হানজালাহ	–	–	–	–	৩ খ./১৮৭	–	–	–	২খ./২১৩
৩৬	নুয়ায়ম ইব্ন মাসউদ	–	–	–	–	৩খ./১৮৭	–	–	–	৫ খ./৩৩
৩৭	আবদুল্লাহ ইব্ন আওসাজাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৩ খ./ ২৩৯
৩৮	আমর ইব্ন উমাইয়াহ	–	–	১খ./২৭৩	–	–	–	–	–	৪ খ./ ৮৬
৩৯	হাবীব ইব্ন যায়দ	–	–	–	ফুতূহ ১০২	–	–	–	–	১খ./৩৭০
৪০	আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব	–	–	–	ফুতূহ ৪০২	–	–	–	–	৩খ./২৭২ প.
৪১	ফুরাত ইব্ন হায়য়ান	–	–	–	–	৩ খ./ ১৮৭	–	–	–	৪খ./ ১৭৫
										৪খ./ ১৭৫
৪২	ওয়াবর ইব্ন উনায়স	–	–	–	–	৩ খ./ ১৮৭	৮৪৫	–	–	৪ খ./৩৩৮
										৪ খ./৮৩

www.pathagar.com

পরিঃ খ-৫

কমিশনারবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/ গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	স্থান/গোত্র	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	সা'দ ইব্ন মুআয	আওস/ আশহাল	ঘ	বিচারক/মধ্যস্থতকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন	বনূ কুরায়যাহ	যিলহজ্ব, ৫মহিঃ/মে,৬২৭ খৃ.
২	আবূ লুবাবাহ	"/ আমর বিন আওফ	ঘ	মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন	ঐ	ঐ
৩	আলী ইব্ন আবূ তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	অজ্ঞাতসারে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দীদের ফেরত প্রদান	জুযাম	জমা. আউ. ৬ষ্ঠ হিঃ/ নভেম্বর, ৬২৮ খৃ.
৪	আবূ উমামাহ	আযদ/ বাহিলাহ	ছ	রক্তপান নিষিদ্ধ করণ	বাহিলাহ	আনু. ৭ম হিঃ/ ৬২৮-৯ খৃ.
৫	আলী ইব্ন আবূ তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	রক্তপণ পরিশোধ	বনূ কুরায়শ	শাওয়াল,৮ম হিঃ/ফেব্রু, ৬৩০ খৃ.
৬	ঐ	" / "	ক	ঐ	বনূ জাবীব	ঐ
৭	তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্	" / তায়ম	ক	মোনাফেকের একটি গৃহ ধ্বংস করণ	মদীনা	আনু. রজব, ৯ম হিঃ/ অক্টোঃ ৬৩১ খৃ.

পরিঃ খ-৫

কমিশনারবৃন্দ [তথ্য সূত্রসমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সা'দ	বালাযূরী	তাবারী	ই. খালদূন	ই.আসীর ও ই. ইসহাক	ই.কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সা'দ ইব্ন মু'আয	২খ./২৩৯ ২খ./৫৬	৫১০	১খ.১৭৫	ফুতূত ১৭৫	–	৭৭৮	১৮৫ প.	৪ খ./১২১	২খ./২৯৬ প.
২	আবূ লুবাবাহ	২খ.২৩৬	–	–	–	২খ.৫৮৩প	৭৭৮	–	৪খ./১১৯	২খ./২৯৮
৩	আলী ইব্ন আবূ তালিব	–	৫৫৯	–	–	–	–	–	–	৪খ./১৬ প.
৪	আবূ উমামাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./১৩৮প
৫	আলী ইব্ন আবূ তালিব	–	–	–	–	–	৮১০	–	–	৪খ./১৬ প.
৬	ঐ	২খ./ ৪৩	৮৮২	–	–	৩ খ./৬৭	৮৩৮	২০৮ ২৫৬	৪খ./ ৩১৩	৪খ./১৬ প. ৬৭ প.
৭	তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্	২খ/ ৫১৭	–	–	–	–	৮১৯	–	৫খ./০৩	৩খ./৫৯ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	মালিক ইব্‌ন দুখশুম	আওস/সালিম	ঘ	জিরার এর মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা	ঐ	আনু. শাওয়াল, ৯ম হিঃ/ জানু. ৬৩২ খৃ.
৯	মা'নবিন আবী অথবা	আওস/আজলান	ঘ	–	ঐ	–
	আসিম ইব্‌ন আদী	" ঐ	ঘ	–	–	–
১০	খালিদ ইব্‌ন সাঈদ বিন-আস	কুরায়শ/ উমাইয়াহ	ক	মধ্যস্থাতকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন	সাকীফ	আনু. যিলহজ্ব, ৯ম হিঃ/ মার্চ, ৬৩২ খৃ.
১১	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	" / আদী	খ	একজন খৃষ্টান বিদ্রোহীর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করণ	ঐ	–
১২	উনায়স ইবনু'য-যাহহাক	আসলাম	ঘ	একজন ব্যভিচারীনীর জন্য শাস্তি প্রদান	আসলাম	–
১৩	হুযায়ফাহ ইব্‌ন ইয়ামান	গাতফান/ আওসদের মিত্র/ মাওলা	ঙ	সম্পদ সংক্রান্ত বিবাদের মিমাংসা	মদীনা	–
১৪	আলা ইব্‌ন উকবাহ	–	–	–	–	
১৫	আরকাম ইব্‌ন আবী আরকাম	কুরায়শ /মাখযূম	ক	–	–	–

		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮	মালিক ইব্‌ন দুখশুম	২খ./৫৩০	১০৪৬	–	–	৩খ. /১১০	৮২২	২৮২	৫খ./২২	৪খ./২৭৮
৯	মানাবীন ইব্‌ন আবী	২খ./ ৫৩০	–	–	–	৩খ. /১১০	৮২২	–	৫খ./২২	৪খ./৪০১
	অথবা									
	আসিম ইব্‌ন আদী	২খ./ ৫৩০	–	–	–	৩খ./ ১১০	–	–	৫খ./২২	৪খ./৪০১
১০	খালিদ ইব্‌ন সাঈদ বিন আস	২খ./ ৫৪০	–	–	–	৩খ./৯৯	৮২৩	–	৫খ./৩১	২খ./৮২ প.
১১	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./৫২ প.
১২	উনায়স ইবনু'য যাহহাক	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./১৩৩
১৩	হুযায়ফাহ ইব্‌ন ইয়ামান	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./৩৯০
১৪	আল-আলা ইব্‌ন উকবাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./০৯
১৫	আরকাম ইব্‌ন আবী আরকাম	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./ ৫৯

পরিশিষ্টঃ খ-৬

শু'আরা ওয়া-খুতাবা বা কবি ও বক্তা বৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
১	হাসান ইব্ন সাবিত	খাযরাজ/নাজ্জার	ঙ	বিরুদ্ধবাদীদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের মোকাবেলায় মহানবী (সাঃ) এর পক্ষে কাজ করেন,	১-১১শহিঃ/ ৬২২-৬৩২ খৃ.
২	কাব ইব্ন মালিক	" / সালমাহ	ঘ	" ঐ "	ঐ
৩	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ	" / হারিস	ঘ	" ঐ "	১-৮ম হিঃ/ ৬২২-৬২৯ খৃ.
৪	আমির ইব্ন সিনান	আসলাম	ঙ	" ঐ "	১-৭ম হিঃ/ ৬২২-৬২৮ খৃ.
৫	সাবিত ইব্ন কায়স বিন শামমাস	খাযরাজ	ঙ	" ঐ "	–

www.pathagar.com

পরিঃ খ-৬

কবি ও বক্তাবৃন্দ [তথ্য 'সূত্র'সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই.সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ই. খালদূন	ই.আসীর ও ই. ইসহাক	ই.কাসীর	উসদ
		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	হাসান ইব্‌ন সাবিত	১খ.-প.	১২২ প.	১খ./২৯৪	২৪৮ প.	২খ./৫২৩প ৩খ./১১৭প	৮২৫	২৮৮ প.	৫খ./৪৩	৪খ/২৪৮
২	কাব ইব্‌ন মালিক	১খ.	–	–	–	২খ./৪৮৪প	–	–	–	৪খ./ ২৪৮
৩	আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাহ	১খ.	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./ ২৪৮
৪	আমীর ইব্‌ন সিনান	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./ ৮২প.
৫	সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শামমাস	২ খ./৫৬২	৯৭৬	১ খ./২৯৪	–	৩খ./১১৬	৮২৫	২৮৭	৫খ./৪২	১খ./২২৯ প.

পরিঃ খ-৭

অন্যান্য নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	সময়/তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
১	আবদুল্লাহ বিন যাম'আহ	কুরায়শ/আসাদ	–	দ্বার রক্ষক	–
২	উওয়ায়ম বিন সাইদাহ	আওস/আমর বিন আওফ	ঘ	"	শাওয়াল, ২য় হিঃ / এপ্রিল, ৬২৪ খৃ.
৩	রাবাহ বিন আসওয়াদ	"	"	–	–
৪	আনবাসাহ	মহানবী (সাঃ) এর মাওলা	ক	"	–
৫	আবু মূসা আল-আশ'আরী	আশ'আর	ঘ	"	–
৬	আনাস বিন মালিক	খাযরাজ/নাজ্জার	ঙ	"	–
৭	আনাসাহ আবূ মাসরূহ	মহানবী (সাঃ)-এর মাওলা	ক	"	–

পরিঃ খ-৭

অন্যান্য নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ [তথ্যের উৎসসমূহ]

		ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই.সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইবন খালদূন	ইবন আসীর	ইবন কাসীর	উসদ
		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	আবদুল্লাহ বিন যাম'আহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./১৬৪ প.
২	উওয়ায়ম বিন সাইদাহ	–	১৭৮	–	–	–	–	–	–	৪খ./১৫৮
৩	রাবাহ বিন আসওয়াদ	–	–	–	৪৮৪	৩খ. /১৭০	–	৩১২	–	–
৪	আনবাসাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৫	আবূ মূসা আল–আশ'আরী	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./৩০৮
৬	আনাস বিন মালিক	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./১২৭
৭	আনাসাহ আবূ মাসরূহ	–	–	–	৪৭৮	৩খ./১৭০	–	৩১২	–	১খ./১৩২

www.pathagar.com

পরি ঃ খ-৮

ওয়ালী বা গভর্নরবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	স্থান/গোত্র	তারিখ	পদের প্রকৃতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আমর বিন সাঈদ	কুরায়শ/উমাইয়াহ	ক	ওয়াদী আল-কুরা	৭-৮ হিঃ/ ৬২৮-৬৩০ খৃ.	গভর্নর
২	ইয়াযীদ বিন আবূ সুফিয়ান	''	জ	তায়মা	"	"
৩	সাওয়াদ বিন গাযীয়াহ	খাযরাজ/নাজ্জার	ঙ	খায়বার	"	"
৪	আবদুল্লাহ (হাকাম) বিন সাঈদ	কুরায়শ/উমাইয়াহ	ছ	কুরা আরাবীয়াহ	"	"
৫	হুবায়রাহ বিন শিবল	সাকীফ	ছ	মক্কা	শাওয়াল, ৮ম হিঃ/ জানু-ফেব্রু, ৬৩০ খৃ.	বদলীকৃত
৬	আত্তাব বিন আসীদ	কুরায়শ/উমাইয়াহ	ঝ	"	যিলকদ, ৮ম হিঃ / ফেব্রু, ৬৩০ খৃ.	৬৩২ খৃ. পর্যন্ত
৭	হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান	গাতফান/হালীফ, আওস	ঙ	দাবা	আনু. ৮ম হিঃ/৬৩০ খৃ.	"
৮	উসমান বিন আবী আল আস	সাকীফ	ঞ	তায়ফ	"	"
৯	হারিস বিন নাওফল	কুরায়শ/হাশিম	ঞ	জেদ্দাহ	আনু. ৯ম হিঃ/৬৩০ খৃ.	"
১০	আমর বিন আল আস	'' / সাহম	জ	উমান	"	কেন্দ্রীয় প্রশাসক
১১	জাফর বিন আল-জুলান্দা	আযদ	ঞ	উমান	"	গভর্নর, প্রাক্তন বাদশাহ

www.pathagar.com

পরিঃ খ-৮

ওয়ালী বা গভর্নর (তথ্যের উৎস সমূহ)

		ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ই. খালদূন	ই. আসীর	ই. কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	আমর বিন সাঈদ	–	–	–	ফুতূহ ৪৮	–	–	–	–	৪খ./১০৭ প.
২	ইয়াযীদ বিন আবূ সুফিয়ান	–	–	–	•	–	–	–	–	৫খ./১১২ প.
৩	সাওয়াদ বিন গাযীয়াহ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./৩৭৪
৪	আবদুল্লাহ (হাকাম) বিন সাঈদ	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./১৭৫
৫	হুবায়রাহ বিন শিবল	–	–	২খ./১৪৫	–	–	–	–	–	৫খ./৫৫
৬	আত্তাব বিন আসীদ	২খ./৪৪০ ২খ./৫০০	৮৮৯ ৯৫৯	২খ./১৩৭	৩৬৫ ফুতূহ ৫৩	৩খ./ ৭৩,৯৪	৮১২	২৬২	৪খ./ ৩২৫	৩খ./৩৫৮ প.
৭	হুযায়ফাহ বিন আল-ইয়ামান	–	–	৫খ./৫২৭	৫২৯	–	–	–	–	১খ./৩৯০
৮	উসমান বিন আবী আল–আস	২খ./৫৪০	৯৬৮	১খ./৩১৩	ফুতূহ ৭০	৩খ./৯৯	৮২৩	২৮৪	৫খ./৩০	৩খ./৩৭২
৯	হারিস বিন নাওফল	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./৩৫০
১০	আমর বিন আল–আস	২খ./৬০৭	৭৮৮	২খ./১৬১	৫২৯ প. ফুতূহ ৮৭	৩খ./৯৫	৮১৮	–	–	৪খ./১১৫ প.
১১	জায়ফার বিন জুলান্দা	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./৩১৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২	আব্দুল বিন জুলান্দা	আযদ	ঞ	উমান	৯ হিঃ/৬৩০ খৃঃ এর গোড়ার দিকে	গভর্নর, প্রাক্তন রাজা
১৩	আবান বিন সাঈদ	কুরায়শ/উমাইয়াহ	জ	বাহরায়ন	" "	কেন্দ্রীয় প্রশাসক
১৪	আল-আলা বিন আল-হাযরামী	হাযরামাওত	ঘ	"	" "	,,
১৫	আল-মুনযির বিন সাওয়া	তামীম/দারিম	ঞ	"	" "	গভর্নর, প্রাক্তন রাজা
১৬	শুরাহবীল বিন হাসানাহ	কিন্দাহ	ক	আয়লাহ অঞ্চল	" "	গভর্নর জেনারেল
	উবায়ি বিন কা'ব	খাযরাজ/নাজ্জার	ঙ	'' কদর রাজ্য	" "	অধীনস্থ গভর্নর
	হারমালাহ	'' / হারিস	ঙ	"	" "	" "
	হুরায়স বিন যায়দ	তায়ী	ছ	"	" "	" "
	জুহায়ম বিন আস-সালত	কুরায়শ/মুত্তালিব	ঘ	"	" "	" "
১৭	বাযান/বাযাম	পারস্যবাসী	ঞ	আল-ইয়ামান	৬২৮-৬৩০ খৃ.	গভর্নর জেনারেল পারস্য সম্রাটের প্রাক্তন গভর্নর
১৮	শাহর বিন বাযান	"	ঞ	"	"	গভর্নর জেনারেল হিসাবে পিতৃ পদ লাভ
১৯	মুআয বিন জাবাল	খাযরাজ/জুশাম	ঘ	ইয়ামান	আনু. ৯-১০হিঃ/	গভর্নর জেনারেল
	আবদুল্লাহ বিন যায়দ	'' /হারিস	ঘ	"	৬৩০-৬৩১ খৃ.	মু'আয বিন জাবালের
	মালিক বিন উবাদাহ	হামাদান	ঞ	"	" "	সচিবালয়
	উকবাহ বিন নিমর	"	ঞ	"	" "	"
	মালিক বিন মুররাহ অন্যান্য	"	ঞ	"	" "	"
২০	আমীর বিন শাহর	"	ঞ	হামাদান	" "	গভর্নর

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২	আব্দুল জুলান্দা	–	–	–	–	–	–	–	–	–
১৩	আবান বিন সাঈদ	–	–	–	৫২৯ ফুতূহ-৯২	–	৮৩৩ প	–	–	১খ/৩৫ প.
১৪	আল-আলা বিন আল-হাযরামী	২খ./ ৫৭৬ প.	–	১খ/২৭৬ প.	ফুতূহ৮৯ প.	৩খ./১৩৭	৮৩৩ প. ৮৪৩ প.	২৯৮	৫খ./৪৮	৫খ./৭ প.
১৫	আল-মুনযির বিন সাওয়া	”	–	২৭৬	”	”	”	”	”	৪খ./৪১৭
১৬	শুরাহবীল বিন হাসানাহ	–	–	১খ/২৭৮ প.	–	–	–	–	–	২খ./৩৯০
	উবায়ি বিন কাব	–	–	”	–	–	–	–	–	১খ./৪৯
	হারমালাহ	–	–	”	–	–	–	–	–	১খ./৩৯৭
	হুরায়স বিন যায়দ	–	–	”	–	–	–	–	–	১খ./৩৯৮
	জুহায়ম বিন আস-সালত	–	–	”	–	–	–	–	–	১খ./৩৮ প.
১৭	বাযান/বাযাম	–	–	–	–	৩খ./২২৭ প.	৮৪৩	–	–	১খ./১৬৩
১৮	শাহ্‌র বিন বাযান	–	–	–	–	৩খ./২২৮ প.	”	–	–	৩খ./০৬
১৯	মু'আয বিন জাবাল	২খ./৫৯০	–	১খ./২৬৪ প.	৫৮৯/ফুতূহ ৮০	৩খ./১২১ প.	৮২৫ ৮৪৩	–	৫খ./৭৫ ৫খ./৯৯	৪খ./৩৭৬ প.
	আবদুল্লাহ বিন যায়দ	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./৯৯	৩খ./১৬৫
	মালিক বিন উবাদাহ	–	–	–	–	–	–	–	”	–
	উকবাহ বিন নিমর	–	–	–	–	–	–	–	”	৩খ./৪২১
	মালিক বিন মুররাহ ইত্যাদি	–	–	–	–	–	–	–	”	–
২০	আমির বিন শাহ্‌র	–	–	–	–	৩খ./২২৮ প.	৮৪৩	–	–	৩খ./৮৩

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	শাহর বিন বাজান	পারস্যবাসী	ঞ	সানা/সন্নিহিত অঞ্চল		গভর্নর (৬৩১ খৃষ্টাব্দে নিহত)
২২	খালিদ বিন সাঈদ	কুরায়শ/উমাইয়াহ	ক	•	” ”	গভর্নর (চূড়ান্ত কাল পর্যন্ত)
২৩	ইয়ালা বিন উমাইয়াহ	তামীম/হানজালাহ	ঝ	আল-জানাদ	” ”	”
২৪	আত তাহির বিন আবি হালাহ	আসাদ/তামীম	ঘ	আকক ও আশার	” ”	”
২৫	উক্কাশাহ বিন সাওর	গাওস	–	সাকাসিক/সাকূন	” ”	”
২৬	আল-মুহাজির বিন উমাইয়াহ	”	ঙ	বনূ মুয়াবিয়াহ/কিন্দাহ	৯-১০হিঃ/৬৩০-৬৩১খৃ.	গভর্নর, অসুস্থতার কারণে যেতে পারেন নি।
২৭	আবূ মূসা	আশআর	ঘ	যাবীদ, রিমা, আদান, সাহিল ও মারিব	–	গভর্নর (চূড়ান্ত সময় পর্যন্ত)
২৮	যিয়াদ বিন লাবীদ	খাযরাজ/বায়াযাহ	খ	হাযরামাওত	–	”
২৯	আবূ উবায়দাহ বিন জাররাহ	কুরায়শ/ফিহর	ক	নাজরান	–	” (বদলীকৃত)
৩০	আমর বিন হাযম	খাযরাজ/নাজ্জার	ঙ	” / হানী	যিলকদ, ১০ হিঃ/ ৬৩১ খৃঃ	” (সমাপ্তি পর্যন্ত)
৩১	আবূ সুফিয়ান বিন হারাব্	কুরায়শ/উমাইয়াহ	ঝ	জুরাশ	আনু. ৯-১০ হিঃ/ ৬৩০-৬৩১ খৃ.	” (বদলীকৃত)
৩২	সাঈদ বিন কুশায়ব	আযদ/কুরায়শদের হালীফ	ঝ	”	” ”	(সমাপ্তি পর্যন্ত)

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২১	শাহর বিন বাযান	–	–	–	–	”	”	–	–	৪খ./০৬
২২	খালিদ বিন সাঈদ	২খ./৫৮৩	–	১খ./২৬৫	৫২৯, ফুতূহ ৮০	”	”	২৯৭	৫খ./৭১	২খ./৮২প.
২৩	ইয়ালা বিন উমাইয়াহ	–	–	–	–	”	”	–	–	৬খ./২৮প.
২৪	আত-তাহির বিন আবী হালাহ	–	–	–	–	”	”	–	–	৩খ./৫০
২৫	উক্কাশাহ বিন সাওর	–	–	–	–	”	”	–	–	৫খ./০২
২৬	আল-মুহাজির বিন উমাইয়াহ	২খ./৬০০	–	–	৫২৯	”	”	৩০১	–	৪খ./৪২২ প.
২৭	আবূ মূসা	–	–	–	৫২৯, ফুতূহ ৮০	”	”	–	৫খ./৯৯	৫খ./৩০৮
২৮	যিয়াদ বিন লাবীদ	২খ./৬০০	–	–	৫২৯, ফুতূহ ৮০	”	”	৩০১	–	২খ./১১৭
২৯	আবূ উবায়দাহ বিন জাররাহ	–	–	–	–	–	৮৩৭	–	–	৫খ./২৪৯
৩০	আমর বিন হাযম	২খ./৫৯৪ প.	–	–	৫২৯, ফুতূহ ৮০ ৩খ./২২৮	২খ./২৮	৮৪৩	২৯৩	৫খ./৭৬	৪খ./৬৮ প
৩১	আবূ সুফিয়ান বিন হারাহ	–	–	–	”	–	–	–	–	৩খ./১২ প.
৩২	সাঈদ বিন কুশায়ব	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ/৩১৫

www.pathagar.com

চার্ট ঃ ৮-৩

কর্মচারী বা প্রধান প্রশাসকবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	কবে ইসলাম গ্রহণ করেন	স্থান/গোত্র	কাজের প্রকৃতি	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
					কর আদায় ও দান গ্রহণ	
১	হুরায়স কায়স (হুবাইশ আলআমলা)	কালব	ঐ	কালব/দুমাত	–	৯ হিঃ/৬৩১ খ্রী.
২	হুবাইস ইবন আলআবার	কালব ইবন ওয়াইল	ওয়াফদ	"		"
৩	সুরা ইবন আম-কারস	" / বনু হাশিম	"	" / বনু হাশিম	–	"
৪	কায়স বিন সাদ	মুযায়না	ঐ	বনু আস বিন মালিক	–	খ্রী. ৬৩০/
					–	৬৩১–৬৩২
৫	হুবায়রা ইবন আবু রাফি	" / রাবিয়া	ঐ	বনু মুযায়না	–	"
৬	মাল ইবন আবু সুবাব	তামীম/হামদান	ঐ	হুমুদ আবু	–	খ্রী. ৬৩০/
					–	৬৩১ খ্রী.
৭	মালিক ইবন আওফ	হাওয়াযিন/নাসর	ঐ	হুদায়ল হাওয়াযিন	–	৮ হি./৬৩০ খ্রী.
৮	সাকওয়ান ইবন সাকওয়ান	–	ঐ	বনু আমর	–	৯ হি./
					–	৬৩০–৬৩১ খ্রী.
৯	উসমান ইবন আমর	মু'তা	" / ওয়াফদ	বনু আসাদ	–	–
১০	আদী ইবন হাতেম	তায়ী	ঐ	তায়ী/বনু আসাদ	–	–
১১	যায়দ ইবন যায়দ	"	ঐ	" –	–	–

স্থানীয় প্রশাসক বৃন্দ [তথ্যের উৎসসমূহ]

পরি ঃ খ-৯

		ইবন হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সাদ	বালাযুরী	তাবারী	ই. খালদূন	ই. আসীর	ই. কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	ইমরুল কায়স (ইবনু'ল আসবাগ)	–	৫৬১	–	–	–	–	–	–	১খ./১১৫
২	উবাদাহ বিন আশয়াব	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./১০৪
৩	দূমী বিন আল–কায়স	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./১৩৪
৪	কায়স বিন যায়দ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৫	রিফাআহ বিন যায়দ	–	–	–	–	৩খ./১৪০	৮৩৭	–	–	২খ./১৮১
৬	সাদ বিন আবূ যুবাব	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./২৭৬
৭	মালিক বিন আওফ	২খ./৪৯১	৯৫৫	১খ./৩১২	–	৩খ./৮৮ প.	৮১৮	২৬৯	৪খ./৩৬১	৪খ./২৯০
৮	সাফওয়ান বিন সাফওয়ান	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./২৩
৯	উসমান বিন আমর	–	–	–	–	–	–	–	–	–
১০	আদী বিন হাতিম	২খ./৬০০	–	১খ./৩২২	–	৩খ./১৪৭	৮৪৩	–	৫খ./৬৪ প.	৩খ./৩৯২ প.
১১	যায়দ আল– খায়র	২খ./৫৭৭	–	–	–	২খ./১৪৫	৮৩৮ প.	২৯৯	৫খ./৬৩	–

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২	সুরাদ বিন আবদুল্লাহ	আযদ/জুরাশ	ঐ	স্বীয় গোত্র		আনু. ১০হি. /৬৩১ খৃ.
১৩	মালিক বিন নামত	হামাদান/খারিফ	ঐ	হামাদান/খারিফ	"	"
১৪	ফারওয়াহ বিন মুসায়ক	মুরাদ	ঐ	মুরাদ	"	"
১৫	কাতাদাহ বিন আয়য়াশ	জুরাশ	ঐ	জুরাশ	"	"
১৬	কায়স বিন আল-হুসায়ন	মাযহিজ/হারিস	ঐ	মাযহিজ/হারিস	"	"
১৭	কায়স বিন সালামাহ	জু'ফ	ঐ	মাররান, হারিম, কুলাব ও মাউরদালী	"	"
১৮	কায়স বিন মালিক	হামাদান/আরহাব	ঐ	হামাদান	"	"
১৯	মালিক বিন মুরারাহ	রুহা	ঐ	রুহা	"	"
২০	হিয়্যান বিন বাহ	সুদা	ঐ	সুদা	"	"
২১	আশ-আস বিন কায়স	কিনদাহ	ঐ	কিনদাহ	"	"
২২	ওয়াইল বিন হুজর	হাযরামাওত	ঐ	হাযরামাওত	"	"
২৩	যিয়াদ বিন আল-হারিস	সুদা	ঐ	সুদা	"	"
২৪	জারূদ বিন মুয়াল্লা	আব্দুল কায়স	ঐ	আব্দুল কায়স	"	"
২৫	জিবরিকান বিন বদর	তামীম	ঐ	তামীম	"	"
২৬	কায়স বিন ইয়াযীদ	"	ঐ	"	"	"
২৭	কায়স বিন উমায়র	"	ঐ	"	"	"
২৮	উতারিদ বিন হাজিব	"	ঐ	"	"	"

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২	সুরাদ বিন আবদুল্লাহ	২খ./৫৮৭	–	১খ./৩৩৮	–	৩খ./১৩০	৮৩২	২৯৫	৫খ./৭৪	৩খ./১৭
১৩	মালিক বিন নামত	২খ./৫৮৭	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./২৯৪
১৪	ফারওয়াহ বিন মুসায়ক	২খ./৫৮৭	–	১খ./৩২৭	–	৩খ./১৩৪ প.	৮৩৩	২৯৫ প.	৫খ./৭১	৫খ./১৮০
১৫	কাতাদাহ বিন আয়য়াশ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./১৯৪
১৬	কায়স বিন আল-হুসায়ন	২খ./৫৯৪	–	১খ./৩৪০	–	৩খ./১২৮	৮২৯	–	–	–
১৭	কায়স বিন সালামাহ	–	–	১খ./৩২৪	–	–	–	–	–	৪খ./২১৭
১৮	কায়স বিন মালিক	–	–	১খ./৩৪০ প.	–	–	–	–	–	৫খ./২৩৪ প.
১৯	মালিক বিন মুরারাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./২৯৩
২০	হায়য়ান বিন বাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./৬৮
২১	আশ 'আস বিন কায়স	–	–	–	–	৩খ./১৩৮ প.	৮৩৪	২৯৮	৫খ./৭৪	১খ./৯৭ প.
২২	ওয়াইল বিন হুজর	–	–	–	–	–	৮৩৫	–	৫খ./৭৯	৫খ./৮১
২৩	যিয়াদ বিন আল-হারিস	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./৮৩	–
২৪	জারূদ বিন মুয়াল্লা	২খ./৫৭৫	–	–	–	৩খ./১৩৬	–	২৯৮	৫খ./৪৮	৩খ./২৬০ প.
২৫	জিবরিকান বিন বদর	২খ./৫৬০	–	–	–	৩খ./১১৫	৮২৪	–	৫খ./৪১	২খ./১৯৪ প.
২৬	কায়স বিন ইয়াযীদ	–	–	–	–	–	৮২৪	–	৫খ./৪১	৫খ./২২৯ প.
২৭	কায়স বিন উমায়র	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./৪১	৫খ./২২৩
২৮	উতারিদ বিন হাজিব	২খ./৫৬০	–	–	–	৩খ./১১৫	৮২৫	–	৫খ./৪১	৩খ./৪১১

পরি ঃ খ-১০

নকীব বা স্থানীয় প্রধানগণ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	উপ-গোত্র	তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আসাদ বিন যুরারাহ	খাযরাজ/নাজ্জার	ঘ	বনূ নাজ্জার	৬২২ খৃ.	প্রধান নকীব, মৃত
২	সাদ বিন রাবী	" / হারিস	ঘ	বনূ হারিস	•	মৃত
৩	আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ্	" /"	ঘ	•	•	মৃত
৪	রাফি বিন মালিক	"/বনূ জুরায়ক	ঘ	বনূ যুরায়ক	•	–
৫	আল-বারা বিন মারূর	" /বনূ সালামাহ	ঘ	বনূ সালামাহ	•	মৃত
৬	বিশর বিন আল-বারা	" /"	ঘ	•	৬২৪ খৃ. এর গোড়ার দিকে	তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত
৭	আবদুল্লাহ বিন আমর	" / –	ঘ	–	৬২২ খৃ.	–
৮	সাদ বিন উবাদাহ	" /বনূ সাইদাহ	ঘ	বনূ সাইদাহ	•	–
৯	আল -মুনযির বিন আমর	" / "	ঘ	•	•	–

www.pathagar.com

পরি ঃ খ-১০

নকীব বা স্থানীয় প্রধানগণ (তথ্যের উৎসসমূহ)১

ক্রমিক নং	নাম	ইবন হিশাম	ওয়াকিদী	ইবন সা'দ	বালাযূরী	তাবারী	ইবন খালদূন	ইবন আসীর	ইবন কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	আসাদ বিন যুরারাহ	১ খ/৪৪৩	–	১ খ./২২০ ৩খ./৬০৮প	আনসাব২৫২ ফুতূহ-২০	২ খ./ ৩৯৮	৭৩২	১১০	১৬১	১খ./৭১ প.
২	সাদ বিন রাবী	১ খ./৪৪৩	–	৩খ./৬১২	আনসাব ২৫২	–	৭৩২		১৬১	২খ./২৭৭প.
৩	আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাহ	১ খ./৪৪৩	–	৩খ./৬১২ প.	–	–	৭৩২	–	১৬১	৩ খ./১৫৬ প.
৪	রাফি বিন মালিক	১খ./৪৪৩	–	৩খ./৬২১	২৫২	–	৭৩২	–	১৬১	২ খ./১৫৭ প.
৫	আল-বারা বিন মারূর	১খ./৪৪৩ প.	–	৩ খ./৬১৮ প.	২৫২	–	৭৩২	–	১৬১	১খ./১৭৩ প.
৬	বিশর বিন আল-বারা	–	–	–	–	–	–	–	১৬১	১খ./১৮৩ প.
৭	আবদুল্লাহ্ বিন আমর	১ খ./৪৪৪	–	৩ খ./৬২০ প.	২৫২	–	৭৩২	–	১৬১	৩খ./২৩১ প.
৮	সা'দ বিন উবাদাহ	১ খ. ৪৪৪	–	৩ খ./৬১৩ প.	২৫২	–	৭৩২	–	১৬১	২ খ./২৮৩ প.
৯	আল-মুনযির বিন আমর	১খ./৪৪৪	–	৩ খ./৩১৮	২৫২	–	–	–	১৬১	৪খ./৪১৮ প.

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০	উবাদাহ বিন আস-সামিত	খাযরাজ/বনূ কাওয়াকিলাহ	ঘ	–	৬২২ খৃ.	
১১	আমর বিন জামূহ	'' / বনূ সালামাহ	ঘ	বনূ সালামাহ	"	
১২	উসায়দ বিন আল-হুযায়র	আওস/আশহাল	ঘ	আবদুল-আশহাল	"	
১৩	সাদ বিন খায়সামাহ	আওস/গানম	ঘ	বনূ গানম	"	
১৪	রিফা'আহ বিন আব্দুল মুনযির	'' / যাফর	ঘ	বনূ যাফর	"	
	অথবা					
	আবুল হায়সাম বিন আল-তায়িহান	–	ঘ	–	"	
১৫	রাফি বিন খাদীজ	আওস/আমর বিন মালিক	ঘ	আমর বিন মালিক	"	
১৬	মুসায়িব বিন আমর	–	–	–	–	
১৭	মহানবী মুহাম্মাদ (সঃ)	কুরায়শ/হাশিম	রাসূল (সাঃ)	প্রধান নকীব	১ হিঃ/৬২৩ খৃ.	আসাদ বিন যুরারাহ-এর স্থলাভিষিক্ত

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১০	উবাদাহ বিন আস–সামিত	১ খ./৪৪৪	–	৩খ./৬২১	২৫২	২খ./৩৬৮	৭৩২	–	১৬১	৩খ./১০৬ প.
১১	আমর বিন জামূহ		–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./৯৩প.
১২	উসায়দ বিন হুযায়র	১খ. /৪৪৪	–	৩ খ./৬০৩প.	২৫২	–	৭৩২	–	১৬১	১খ./৯২ প.
১৩	সাদ বিন খায়সামাহ	১খ./৪৪৪	–	৩খ./৬০৭	২৫২	–	৭৩২	–	১৬১	২খ./২৭৫ প.
১৪	রিফা'আহ বিন আবদু'ল– মুনযির অথবা আবু'ল হায়সাম বিন তায়িহান	১খ./৪৪৪ ১খ./৪৪৫	– –	– ৩খ./৬০৭	– –	– –	৭৩২ ৭৩২	– –	১৬১ ১৬১	২খ./১৮১ ৫খ./৩১৮
১৫	রাফি বিন খাদীজ	–	–	–	–	–	–	–	–	২ খ./১৫১ প.
১৬	মুসায়িব বিন আমর		–	–	–	–	–	–	–	৪/৩৬৭
১৭	মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)	১খ./৫০৮	–	৩খ./৬১১	–	২খ./৩৯৮	৭৪১	–	২২৯	–

www.pathagar.com

পরিঃ গ-১

আমীল বা কেন্দ্রীয় কর সংগ্রহকারীগণ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের ধরন	স্থান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	উবায়য়ি বিন কাব	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঘ	সাদাকাহ সংগ্রহের জন্য যুগ্ম ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ	সাদ হুযায়ম	৮-৯ হিঃ/ ৬৩০-৬৩১ খৃ.
২	আনবাসাহ	" "	–	"	" / জুযাম	ঐ
৩	আবদুর রহমান বিন আওফ	কুরায়শ/ যুহরাহ	ক	"	কালব	আনু ৯ হিঃ/ ৬৩০ খৃ.-এর গোড়ার দিকে
৪	আমর বিন আল-আস	" / সাহম	জ	সাদাকাহ সংগ্রহ করেন	হুনায়ন অঞ্চল	ঐ
৫	বিলাল বিন রাবাহ	আবিসিনীয় বাসী	ক	ফসলের সাদাকাহ সংগ্রহ করেন	মদীনা	ঐ
৬	কিলাব বিন উমাইয়াহ	কিনানাহ/লায়স	–	উটের উশর সংগ্রহ করেন	সাকীফ	ঐ
৭	আল-আজাম বিন সুফিয়ান	বালী	ঞ	সাদাকাহ সংগ্রহ করেন	বালী/ সালামান/ উযরাহ/ কালব	ঐ
৮	সালিফ বিন উসমান বিন মুয়াত্তিব	সাকীফ	ঞ	"	"	ঐ
৯	আবূ উবায়দাহ বিন আল-জাররাহ	কুরায়শ/ফিহর	ঝ	মুসাদ্দিক রূপে প্রেরিত হন	মুজায়নাহ, হুজায়ল, কিনানাহ্	ঐ
১০	ওয়ালীদ বিন উকবাহ	কুরায়শ/ উমাইয়াহ	ঝ	সংগ্রহ না করেই প্রত্যাবর্তন করেন	বনূ মুসতালিক	৮-৯ হিঃ/ ৬৩০-৬৩১ খৃ.

www.pathagar.com

পরি ঃ গ-১

আমীল বা কেন্দ্রীয় কর সংগ্রহকারীগণ (তথ্যের উৎস সমূহ)

ক্রমিক নং	নাম	ইবন হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ই. খালদূন	ই. আসীর	ইবন কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	উবায়য়ি বিন কাব	–	–	১ খ./২৭০	–	–	–	–	–	১খ./৪৯ প
২	আনবাসাহ	–	–	১খ./২৭০	–	–	–	–	–	৪ খ./ ১৫১
৩	আব্দুর রহমান বিন আত্তফ	–	–	–	৫৩০ প.	–	–	–	–	৩ খ./৩১৩প.
৪	আমর বিন আল-আস	–	–	–	–	৩ খ./৯৫	–	–	–	৪ খ./১১৫ প.
৫	বিলাল বিন রাবাহ	–	–	–	৫৩০	–	–	–	–	১খ./ ২০৬ প.
৬	কিলাব বিন উমাইয়াহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪/২৫০
৭	আল-আজম বিন সুফিয়ান	–	–	–	৫৩০	–	–	–	–	–
৮	সালিফ বিন উসমান বিন মু'আত্তিব	–	–	–	আনসাব ৫৩১	–	–	–	–	২খ./২৪৫
৯	আবূ উবায়দাহ বিন জাররাহ	–	–	–	৫৩১	–	–	–	–	৫খ/২৪৯
১০	ওয়ালীদ বিন উকবাহ	২ খ./ ২৯৬	৯০০ প.	২খ./১৬১	–	৭৮০	৭৮৩	–	–	**৫খ./৯০প.**

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	আববাদ বিন বিশর	আওস/ আশহাল	ঘ	সাদাকাহ সংগ্রহ করেন	" "	" "
১২	নুওআয়ম বিন মাসঊদ	আশজা	ছ	সাদাকাহ সংগ্রহ করেন	আশজা/আনমার/ আবস	৮-৯ হিঃ/ ৬৩০-৬৩১ খৃ.
১৩	বুসর বিন সুফিয়ান	কুরায়শ/ আদী	ছ	তামীমদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন	খুযাআহ/কাব	মুহাররম্ ৯ম হিঃ/ এপ্রিল, ৬৩০ খৃ.
১৪	উয়ায়নাহ বিন হিসন	গাতফান/ফাযারাহ	জ	তামীমদের নিকট থেকেও সাদাকাহ সংগ্রহ করেন	ফাযারাহ/ তামীম	" "
১৫	মু'আয বিন জাবাল	খাযরাজ/ জুশান	ঙ	সাদাকাহ সংগ্রহ করেন	কুরা আরাবিয়াহ	" "
১৬	মালিক বিন আওফ	নাসর	ঞ	" "	আজুয/হাওয়াযিন	" "
১৭	বুরায়দাহ বিন হুসায়ব	খুযাআহ/ আসলাম	ছ	" "	গিফার ও আসলাম	" "
১৮	আব্বাস বিন মিরদাস	সুলায়ম	ঝ	" "	" "	" "
১৯	রাফি বিন মাকীস	জুহায়নাহ	চ	" "	জুহায়নাহ	" "
২০	আমির বিন মালিক	বনূ আমর	ছ	" "	বনূ আমির	" "

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	আব্বাদ বিন বিশর	–	৯৮১	২ খ./১৬১ প.	৫৩০	–	–	–	–	৩ খ./১০০ প.
১২	নুয়ায়ম বিন মাসউদ	–	–	–	৫৩০	–	–	–	–	৫খ./৩৩
১৩	বুসর বিন সুফিয়ান	–	৯৭৩ প.	১ খ./ ২৯৩	–	–	–	–	–	১ খ./ ১৮১ প.
১৪	উয়ায়নাহ বিন হিসন	–	৯৭৩	২খ./১৬০	৫৩০	–	–	–		৪ খ./১৬৬প.
১৫	মু'আয বিন জাবাল	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./৩৭৬ প.
১৬	মালিক বিন আওফ	–	–	–	৫৩০	–	–	২৬৯	–	৪খ./ ২৮৯.
১৭	বুরায়দাহ বিন হুসায়ব	–	৯৭৩	২খ./১৬০	৫৩১	–	–	–	–	১খ./১৭৫প.
১৮	আব্বাস বিন মিরদাস	–	–	–	৫৩০	–	–	–	–	৩ খ./ ১১২
১৯	রাফি বিন মাকীস	–	৯৭৩	২ খ./ ৪৬০	৫৩১	–	–	–	–	২ খ./১৫৯ প.
২০	আমির বিন মালিক	–	–	–	৫৩০	–	–	–	–	৩ খ./ ৯৩

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	আব্বাদ বিন বিশর	আওশ/আশহাল	ঘ	” ”	মুযায়নাহ/সুলায়ম	” ”
২২	যাহহাক বিন সুফিয়ান	কিলাব/আমির	ঞ	” ”	কিলাব	””
২৩	কুররাহ বিন হুবায়রা	কুশায়র	ঞ	,, ,,	কুশায়র/ জা'দাহ	,, ,,
২৪	আমর বিন আল আস	কুরায়শ/সাহম	জ	” ”	গাতফান/ফাযারাহ	” ”
২৫	”	””	জ	” ”	উমান	””
২৬	ইবনুল লুতায়বাহ	আযদ	ঞ	” ”	বনূ যুবয়ান	””
২৭	মুয়াবিয়াহ বিন আবূ সুফিয়ান	কুরায়শ/উমাইয়াহ	জ	ওয়াইল বিন হিজর সহ প্রেরিত হন।	আকয়াল/হাযরামাওত	৯ হিঃ/৬৩১ খৃ.
২৮	ইকরামাহ বিন আবূ জাহল	”/ মাখযূম	ঝ	সাদাকাহ সংগ্রহ করেন	হাওয়াযিন	৯-১০ হিঃ/ ৬৩১-৬৩২ খৃ.
২৯	আলী বিন আবী তালিব	” / হাশিম	ক	সাদাকাহ সংগ্রহ করেন ও নিয়ে আসেন	মাযহিজ	” ”
৩০	হুযায়ফাহ বিন আল-ইয়ামান	আযদ	ঙ	” ”	আযদ	” ”

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২১	আব্বাদ বিন বিশর	–	৯৭৩	২ খ./১৬০	–	–	–	–	–	৩ খ./১০০ প.
২২	যাহহাক বিন সুফিয়ান	–	৯৭৩	১ খ./ ৩০০ ৩ খ./ ১৬০	৫৩১	–	–	–	৫খ./৮৯	৩খ./৩৬
২৩	কুররাহ বিন হুবায়রাহ	–	–	–	৫৩১	–	–	–	৫ খ./৯০	৪ খ./২০৩
২৪	আমর বিন আল-আস	–	৯৭৩	২ খ./ ১৬০	–	–	–	–	–	৪ খ./১১৫ প.
২৫	ঐ	–	–	–	–	–	–	২৭২	–	৪ খ./১১৫ প.
২৬	ইবনু'ল-লুতায়বাহ	–	৯৭৩	২ খ./১৬০	–	–	–	–	–	৫ খ./৩২৯ প.
২৭	মুয়াবিয়াহ বিন আবূ সুফিয়ান	–	–	–	–	–	৮৩৫	–	৫খ./৭৯	৪ খ./৩৮৫ প.
২৮	ইকরামাহ বিন আবূ জাহল	–	–	৭ খ./৪০৪	–	৩ খ./০২	–	–	–	৪ খ./ ০৪ প.
২৯	আলী বিন আবী তালিব	২খ./৬০০	১০৮৫	–	৫৩১	৩খ./১৪৭	৮৪৪	৩০১		৪ খ./১৬প.
৩০	হুয়ায়ফাহ বিন ইয়ামান	–	–	–	–	–	–	–	–	১ খ./৩৯০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১	সিনান বিন আবী সিনান	আসাদ/হালীফ/ উমাইয়াহ	ঙ	" "	বনূ মালিক	" "
৩২	কুযা'ঈ বিন আমর	উযরাহ	ঙ	" "	বনূ হারিস	" "
৩৩	ইকরামাহ বিন খাসাফাহ	হাওয়াযিন	–	" "	বুদায়ল, বুসর ও অন্যান্য	" "
৩৪	নওফাল বিন মুয়াবিয়াহ	দু'ইল	–	সাদাকাহ সংগ্রহ করেন ও নিয়ে আসেন	গাতফান/ফাযারাহ	৯-১০হিঃ/ ৬৩১-৬৩২ খৃ.
৩৫	উবাদাহ বিন আস সামিত	খাযরাজ	ঘ	" "	–	" "
৩৬	আরকাম বিন আবী আল-আরকাম	কুরায়শ/মাখযূম	ক	" "	–	" "
৩৭	যিয়াদ বিন হানযালাহ	তামীম	–	" "	–	" "
৩৮	উমার ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	খ	" "	–	" "
৩৯	আবদুল্লাহ্ বিন খাতাল অথবা	" / আদরাম	ঘ	–	–	" "
	আদরাম বিন গালিব	–	–	–	–	" "

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩১	সিনান বিন আবী সিনান	–	–	–	–	৩ খ./১৭৮	–	–	–	২ খ./৩৫৮
৩২	কুযা'ঈ বিন আমর	–	–	১ খ./২৭০	–	৩ খ./১৭৮	–	–	–	৫ খ./২০৫
৩৩	ইকরামাহ বিন খাসাফাহ	–	–	১ খ./২৭২প.	–	–	–	–	–	–
৩৪	নওফাল বিন মুয়াবিয়াহ	–	–	–	–	৩ খ./২৪১ প.	–	–	–	৫ খ./৪৭
৩৫	উবাদাহ বিন আস–সামিত	–	–	–	–	–	–	–	–	৩ খ./১০৬ প.
৩৬	আরকাম বিন আবূল আরকাম	–	–	–	–	–	–	–	–	১ খ./৫৯ প.
৩৭	যিয়াদ বিন হানজালাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./২১৩
৩৮	উমার ইবনু'ল খাত্তাব	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./৫২ প.
৩৯	আবদুল্লাহ্ বিন খাতাল	২ খ./ ৪১০	৮৫৯ প.	–	৩৫৯ প.	৩ খ./৫৯	৮০৭	২৪৯	৪ খ./২৯৭	–
	অথবা									
	আদরাম বিন গালিব	–	–	–	–	–	৮০৭	–	–	–

পরিঃ-গ-২

আমিল-২ বা স্থানীয় কর সংগ্রহকারীবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	স্থান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কুযা'ঈ বিন আমর	'উযরাহ	ঞ	সাদাকাহ সংগ্রহ করেন	বনূ আসাদ	৯-১০ হিঃ/ ৬৩০-৬৩২ খৃ.
২	আমর বিন হাকাম	কুযা'আহ/ কায়ন	ঞ	রিদ্দাহর সময় ইসলাম ধর্মে অনুগত ছিল	কায়ন	" "
৩	আমর আল আসবাগ	কালব	জ	"	কালব	" "
৪	মুয়াবিয়াহ	ওয়া'ইল	–	"	সা'দ হুযায়ম	" "
৫	আদী বিন হাতিম	তায়্যি	ঞ	"	তায়ি এবং আসাদ	" "
৬	কাফিয়াহ বিন সাবু	আসাদ	–	"	আসাদ	" "
৭	কাহল বিন মালিক	হুযায়ল	–	"	হুযায়ল	" "
৮	খুযায়মাহ বিন আসিম	'উক্ল	ঞ	প্রতিনিধি দলে এসেছিলেন	আল-আহলাফ	" "
৯	মিরদাস বিন মালিক	কায়স আয়লান/গানী	ঞ	–	বনূ গানী	" "
১০	আল-হায়সাম	সুলায়ম	ঞ	–	বনূ সুলায়ম	" "
১১	জুনদুব বিন মাকিস	জুহায়নাহ	ছ	–	বনূ জুহায়নাহ	" "

পরিঃ গ-২

আমিল-২ বা স্থানীয় কর সংগ্রাহকবৃন্দ (তথ্যের উৎস সমূহ)

ক্রমিক নং	নাম	ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযূরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইব্ন আসীর	ইব্ন কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১.	কুযাঈ যিন আমর	–	–	১ খ./২৭০	–	–	–	–	–	৫ খ./২০৫
২	আমর বিন হাকাম	–	–	–	–	৩ খ./২৭৩	–	–	–	৫ খ./৯৯
৩	আমর আল আসবাগ	–	৫৬১	–	–	৩ খ./২৭৩	–	–	–	৫খ./৯৯
৪	মুয়াবিয়াহ	–	–	–	–	৩খ./২৭৩	–	–	–	–
৫	আদী বিন হাতিম	২খ./৬০০	–	১ খ./৩২২	৫৩০	৩ খ./৪৭	৮৪৩	৩০১	–	৩ খ./৩৯২ প.
৬	কাফিয়াহ বিন সাবু	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৭	কাহ্ল বিন মালিক	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৮	খুযায়মাহ বিন আসিম	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ.১৬
৯	মিরদাস বিন মালিক	–	–	–	–	–	–	–		৪ খ./১৪৭
১০	আল–হায়সাম	–	–	–	–	–	–	–	–	৫ খ./৭৫
১১	জুনদুব বিন মাকীস	–	–	–	–	–	–	–	–	১ খ./৩০৬

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২	হারিস বিন আবী যিরার	খুযাআহ/ মুসতালিক	ঐ	–	বনূ মুসতালিক	" "
১৩	কায়স বিন আসিম	তামীম/সা'দ	ঐ	–	বনূ সা'দ	" "
১৪	সাহল বিন মিনজাব	" / "	ঐ	–	তার স্বীয় গোত্র	" "
১৫	আল-যিবরিকান বিন বদর	" / "	ঐ	–	বনূ আওফ	" "
১৬	সাফওয়ান বিন সাফওয়ান	" / "	ঐ		" "	" "
১৭	মুতামিম বিন নুওয়ায়রাহ	" / ইয়ারবূ	ঐ		" "	" "
১৮	মালিক বিন নুওয়ায়রাহ	তামীম/ ইয়ারবূ	ঐ	–	বনূ হানযালাহ	" "
১৯	খুযায়মাহ বিন আসিম	ওয়াইল/ আওফ	ঐ	–	বনূ আওফ	" "
২০	গাযিরাহ বিন সামুরাহ	বনূ আনবার	ঐ	–	–	" "
২১	আবদুল্লাহ্ বিন হাকীম	বনূ যাব্বাহ	ঐ	–	তার স্বীয় গোত্র	" "
২২	আকরা বিন হাবিস	তামীম	ঐ	–	বনূ দারিম	" "
২৩	শিবর বিন সাকূক	–	ঐ	–	" "	" "
২৪	আবূ জাহম বিন হুযায়ফাহ	–	ঐ	–	" "	" "
২৫	কুররাহ বিন দুমুস	নুমায়র	ঐ	–	" "	" "
২৬	মুকাইস বিন আমর	বনূ সাদ	ঐ	বনূ সাদ বিন মানাত	" "	

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২	হারিস বিন আবী যিরার	–	–	–	–	–	–	–	–	১.খ/৩৩৪ প.
১৩	কায়স বিন আসিম	২খ./ ৬০০	–	–	–	–	৩ খ./ ১৪৭	–	–	৪ খ./২১৯ প.
১৪	সাহ্‌ল বিন মিনজাব	–	–	–	–	–	–	–	–	২ খ./৩৬৯ প.
১৫	আল জিবরিকান বিন বদর	২খ./৬০০	–	–	৫৩০	৩খ./১৪৭	–	৩০১	–	২ খ./১৯৪ প.
১৬	সাফওয়ান বিন সাফওয়ান	–	–	–	–	–	–	–	–	২ খ./১২৭ প.
১৭	মুতামিম বিন নুওয়ায়রাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./ ২৯৮
১৮	মালিক বিন নুওয়ায়রাহ	২খ/৬০০	–	–	৫৩০	৩খ/১৪৭	৮৪৩	৩০১	–	৪ খ./২৯৫
১৯	খুযায়মাহ বিন আসিম	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./১১৬
২০	গাযিরাহ বিন সামুরাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ/১৬৭
২১	আবদুল্লাহ্ বিন হাকীম	–	–	–	–	–	–	–	–	৩ খ./১৪৫
২২	আকরা বিন হাবিস	–	–	–	৫৩০	–	–	–	–	১ খ./ ১০৭
২৩	শিবর বিন সাকূক	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./৩৮৪
২৪	আবূ জাহম বিন হুযায়ফাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫ খ./ ১৬২
২৫	কুররাহ বিন দুমুস	–	–	৮খ./৩১	–	–	–	–	–	৪ খ./২০৩
২৬	মুকাইস বিন আমর	–	–	–	৫৩০	–	–	–	–	–

পরিঃ গ-৩

খারিসূন বা পরিমাপকারীবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	স্থান/গোত্র	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ফারওয়াহ বিন আমর	খাযরাজ/ বায়াযাহ্	ঘ	ফলের পরিমাপ করা	মদীনা	৩-১১ হিঃ/ ৬২৫-৩২ খৃ./
২	আত্তাব বিন আসীদ	কুরায়শ/উমাইয়াহ	ঝ	ঐ	তা'ইফ	৮-১১ হিঃ/ ৬৩০-৩২ খৃ.
৩	আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাহ	খাযরাজ/হারিস	ঘ	ফসলের পরিমাপ ও বিলি বন্টন করা।	খায়বার	৭-৮ হিঃ/ ৬২৮-২৯ খৃ.
৪	আবুল হায়সাম বিন তায়িহান	আওস/আশহাল	ঘ	ঐ	ঐ	৮-১১ হিঃ/ ৬২৯-৩২ খৃ.
৫	জাব্বার বিন সাখর	খাযরাজ/ সালামাহ	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
৬	যায়দ বিন সালামাহ্	ঐ/ নাজ্জার	ঙ	ঐ/ আলী-এর খিলাফত পর্যন্ত দায়িত্ব পালন	ঐ	ঐ
৭	আবূ হাসমাহ আমীর বিন সাইদাহ	ঐ/ হারিস	ঙ	ফলের পরিমাপ করা	ঐ	ঐ
৮	'আমর বিন সাঈদ	কুরায়শ/ উমাইয়াহ	ক	–	ঐ	ঐ
৯	সাহল বিন আবী হাসমাহ	খাযরাজ/ হারিস	ঙ	–	–	ঐ
১০	আবূ যুবায়দ বিন আস-সালত	কিনদাহ	ঞ	–	–	–
১১	আস-সালত বিন মাদীকারব	কিনদাহ	ঞ	–	–	–

পরিঃ গ-৩

খারিসূন বা পরিমাপকারীবৃন্দ [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইবন ও ইসহাক ইবন আসীর	ইব্ন কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	ফারওয়াহ বিন আমর	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./১৭৮ প.
২	আত্তাব বিন আসীদ	–	–	–	–	আনসাবুল আশরাফ	–	–	–	৩খ./৩৫৮ প.
৩	আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ	২খ./৩৫৪প	৬৯১	২খ./১১০প.	ফুতূহ৩৭	৩ খ./২০প.	–	–	৪খ./ ২০২প.	৩খ./১৫৬ প.
৪	আবুল হায়সাম বিন তায়িহান	–	৬৯১	–	–	–	–	–	–	৫খ./৩১৮
৫	জাব্বার বিন সাখর	২খ./৩৫৪প.	–	–	–	৩খ./২০ প.	৭৯৬	–	৪খ./২০২প	১খ./২৬৫ প.
৬	যায়দ বিন সালামাহ	–	–	–	–	–	৭৯৬	–	–	২খ./২৩২ প.
৭	আবূ হাসমাহ আমির বিন সাইদাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./১৬৯ প.
৮	আমর বিন সাঈদ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./১০৭ প.
৯	সাহল বিন আবী হাসমাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
১০	আবূ যুবায়দ বিন আস-সালত	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./২০৫ প.
১১	আস-সালত বিন মাদীকারব		–	–	–	–	–	–	–	–

www.pathagar.com

পরিঃ গ-৪

আমীল বা চারণভূমির তত্ত্বাবধায়ক

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	স্থান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ইয়াসার	নবী (সাঃ)-এর মাওলা	ক	উরায়নাহ'র লোকদের হাতে নিহত	মদীনা	১-২ হি./৬২২-৬২৪ খৃ
২	যার বিন আবী যারর	গিফার	খ	-	আল-গাবাহ	" "
৩	আবূ রাফি	আবিসিনিয়ার অধিবাসী/নবী (সাঃ)-এর হালীফ	ক	-	মদীনা	১-১১হি./৬২২-৬৩২খৃ.
৪	উবায়দ বিন মুরাবিহ	মুযায়নাহ	ঙ	আল-নাকী	-	-
৫	সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/যুহরাহ	ক	-	ওয়াজ্জ/ তাইফ	৮-৯ হি./৬৩০ খৃ.

পরিঃ গ-৫

অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ

১	বিলাল বিন রাবাহ	আবিসিনিয়ার অধিবাসী/মাওলা	ক	খাযিন(কোষাধ্যক্ষ)	মদীনা	১-১১হি./৬২২-৬৩২খৃ.
২	সাদ বিন সাঈদ	কুরায়শ/উমাইয়াহ	জ	বাজার কর্মকর্তা	মক্কা	রমযান,৮ম হি./ জানু. ৬৩০ খৃ.
৩	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	"/আদী	খ	ঐ	মদীনা	১-১১হি./৬২২-৬৩২খৃ.

www.pathagar.com

পরিঃ গ-৪

আমীল বা চারণভূমির তত্ত্বাবধায়ক [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইবন ইসহাক ইবন আসীর	ইব্ন কাসীর	উসদ
১		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	ইয়াসার	–	–	–	৪৭৯ প.	৩খ./১৭২প	–	–	–	৬খ./২৪ প.
২	যার বিন আবি যার	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৩	আবূ রাফি	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./১৯১প.
৪	উবায়দ বিন মুরাবিহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./৩৫৩প.
৫	সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস	–	৯৭৩	–	–	–	–	–	–	২খ./৯০ প.

পরিঃ গ-৫

অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইবন ইসহাক ইবন আসীর	ইব্ন কাসীর	উসদ
১	বিলাল বিন রাবাহ	–	–	৮৪৪ প.	–	–	–	–	–	১ খ./২০৬ প.
২	সাদ বিন সাঈদ	–	–	২খ./১৪৫প.	–	–	–	–	–	২ খ./৩০৯ প.
৩	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	–	–	–	–	–	–	–	–	৪ খ./ ৫২ প.

পরিঃ ঘ-১-২

মুবাল্লিগ (প্রচারক) ও মুয়াল্লিম (শিক্ষক) বৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের ধরন	স্থান/গোত্র	সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মুসআব বিন উমায়র	কুরায়শ/আব্দুদ্দার	ক	ইসলাম প্রচার শিক্ষা প্রদান এবং ধর্মান্তরিত করেন	মদীনা	৬২১/৬২২খৃ.
২	আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ	হুযায়ল/হালীফ/ কুরায়শ	ক	কুরআন ও ইসলামের নীতি শিক্ষা দান	ঐ	ঐ
৩	উবায় বিন কাব	খাযরাজ/নাজ্জার	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
৪	সালিম মাওলা আবূ হুযায়ফাহ	পারস্যবাসী হালীফ/কুরায়শ	ক	ঐ	ঐ	ঐ
৫	ইবন উম্মু মাকতূম	কুরায়শ /আমির	ক	ঐ	ঐ	ঐ
৬	মু'আয বিন জাবাল	খাযরাজ/জুশাম	ঙ	ঐ	মক্কা	রমযান,৮ হি./ জানু ফেব্রু. ৬৩০ খৃ.
৭	আবূ মূসা অথবা	আশআর /কুরায়শ	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
	আবূ বকর	তায়ম	ক	ঐ	ঐ	ঐ
৮	আব্বাদ বিন বিশর	আওস/আশহাল	ঙ	১০দিন শিক্ষা দান	বনূ মুস্তালিক	৯হি./ ৬৩০খৃ.
৯	আলী বিন আবূ তালিব	কুরায়শ /হাশিম	ক	কুরআন তেলাওয়াত করেন	মক্কা	ঐ/৬৩১খৃ.
১০	আওস বিন হাদসান	হাওয়াযিন	ছ	মহানবীর (সাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেন	মিনা	ঐ

English

Abbott, Nabia, *Studies in Arabic Literary Papyri I, Historical Texts*, Chicago 1957.

Ahmad, Barakat, *Muhammad and the Jews*, New Delhi 1979.

Ahmad, Zahir, *Muhammad*, Delhi 1980.

'Ali, Muhammad, *Muhammad the Prophet*, Lahore 1924.

'Ali, Syed Amir,

(i) *A Short History of the Saracens*, New Delhi, 1977.

(ii) *The Spirit of Islam*, London 1965.

Andre, Tor, *Mohammad the Man and His Faith*, London 1956.

Arberry, A. J. *The Qur'an Interpreted*, London 1963.

Arnold, Thomas W.,

(i) *The Preaching of lslam*. London 1935

(ii) *The Caliphate*, London 1965.

(iii) *the Legacy of Islam*, ed. by Arnold and A Guillume, London 1960.

Baron, Salo Wittmayer, *A Social and Religious History of the Jews*, New York 1964.

Bell, Richard

(i) *Introduction to the Qur'an*, Edinburgh, 1953.

(ii) *The Qur'an*, Edinburgh 1937.

Brockelmann, C., *History of the Islamic Peoples*, London 1952.

Browne, B. G., *A Literary History of Persia*, Cambridge 1909-30.

Bukhsh, J. Kh.

(i) *Politics in Islam*, London 1967.

(ii) *Contribution to the History of Islam*, Calcutta 1930.

Caetani, Leone, *Annali dell' Lslam*, Milan 1905.

Dennett, D. C., *Conversion and Poll-Tax in Early Islam*, Cambridge 1950.

www.pathagar.com

সাওয়াফ, মুহাম্মাদ মাহমূদ, যাওয়াতু'র রাসুল আন-তাহিরাত ওয়া হিকমাহ তা' আদ্দুদিহিন্না, বৈরুত ১৯৭৪ খৃ.
শারীফ, আহমাদ ইব্রাহীম, মক্কাহ ওয়া'ল-মদীনাহ ফি'ল জাহিলীয়াহ ওয়া আস্‌র আর-রাসূল, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.
শিবারাবী, মুহাম্মদ বিন আব্দু'ল-আযীয, আকরীবু'ল-সীরাহ আল-নববীয়াহ লি ইবন হিশাম, কায়রো, ১৯৬১ খৃ.।
শিলবী, আব্দু'ল-ফাত্তাহ, সীরাহ আর-রাসূল বাই আল-মাওওয়াল আলসা'বী, কায়রো ১৯৭৪ খৃ.।
শুমায়স, আবদু'ল-মুনইম, ফাতহ মক্কা, কায়রো ১৯৬২ খৃ.।
সিবা'ঈ, মুস্তাফা, আল সীরাহ আন-নরীয়াহ, দামেস্ক ১৯৭২ খৃ.।
তাহা হুসায়ন,

১. আলা হামিশ আল-সীরাহ্ কায়রো ১৯৭৪ খৃ.

২. আল ওয়াদু'ল-হাক্ক, কায়রো ১৯৫০ খৃ.

৩. আল শায়খান, কায়রো ১৯৬০ খৃ.।

৪. আল-ফিতনাহ আল-কুবরা, কায়রো, দারু'ল মা'আরিফ, সম্পা.

৫. ফী আল-আদাবু'ল জাহিলী, কায়রো ১৯২৭ খৃ.

তাহা, নূরু আল-দীন, সীরাহ রাসূলুল্লাহ, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.
তাল্লাস, মুস্তাফা, আর-রাসুল আল-আরাবী ওয়া ফান্ন আল হারব দামেস্ক ১৯৭৭ খৃ.।
তানতাভী, আলী নাজী, আখবার উমার ওয়া আখবার আবদুল্লাহ বিন উমর, বৈরুত ১৯৭০ খৃ.।
তূনী, মুহাম্মাদ শাওকাত, মুহাম্মাদ ফী তুফূলীয়াতিহি ওয়া সাবাবিহী, কায়রো ১৯৭০ খৃ.।
উমর, আবু'ল-নারসর,

১. মুহাম্মাদ ওয়া আসরুহু, বৈরুত ১৯৪৯ খৃ.

২. খুলাফা' মুহাম্মাদ, বৈরুত ১৯৩৫ খৃ.।

উসমান, ফাছী,

১. দাওলাহ আল-ফাকরাহ্ আল্-লাতী আকামাহা আর-রাসূল, কায়রো তারিখ বিহীন।

২. আল হুদূদু'ল-ইসলমীয়াহ আল বীযানতীয়াহ, কায়রো ১৯৬৬ খৃ.।

ওয়াদাদ সাকাকীনী, উম্মাহুত'ল-মুমিনীন ওয়াবানাতু'ল-রাসূল কায়রো ১৯৬৯ খৃ.।
ওয়াসফী, মুস্তাফা কামিল, মুহাম্মাদ ওয়া বানূ ইসরাঈল, কায়রো ১৯৭০ খৃ.
ওয়াসীফ, মুস্তাফা, শুজা'আহ আর-রাসূল (স), কায়রো ১৯৩৩ খৃ.।
ওয়েনসিন্‌ক, এ. জে. আল-মুজামু'ল-মুফাহয়াস্ লি-আলফাযু'ল-নববী, লেইডেন, ১৯৩৬-৬৯ খৃ.।
উলফেনসন, ইসরাইল, তারীখ আল-ইয়াহূদ ফী বিলাদ আল-আরাব কায়রো, ১৯২৭ খৃ.।
ইয়াসিন, খালীল, মুহাম্মাদ ইনদা উলামা আল-মাগরিব, বৈরুত ১৯৬৭ খৃ.।
যাহির, আব্দু'ল-মুতী কাবসাহ সীন সীরাহ আল-মুস্তা'পা, দামেস্ত ১৯৭৬ খৃ.।
জাহায়াবী, আব্দু'ল-হামীদ, খাদীজাহ উম্মা'ল-মুহিনীন, কায়রো ১৩২৮ হি./ ১৯১০ খৃ.।
যাইদান, জুরজী,

১. তারীখ আল-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, কায়রো ১৯০২-৬ খৃ.

২. আল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, কায়রো ১৯০৬ খৃ.

যুহায়লী, ওয়াহবাহ, আল-ইলাকাত আল দুওয়ালীয়াহ ফী আল-ইসলাম, বৈরুত ১৯৮১ খৃ.

www.pathagar.com

নাদভী, সায়য়িদ সুলায়মান, আল-রিসালাহ্ আল-মুহাম্মাদীয়াহ্, বৈরুত ১৯৬৩ খৃ.
নাঈম, আব্দুল-আজীজ আল-আলী নিযামু'ল-যারাইব ফী আল-ইসলাম, বৈরুত ১৯৭৫ খৃ.
নাঈম, আল হিমসী, তারীখ ফিক্রাহ্ ই'জাবু'ল-কুরআন, বৈরুত ১৯৮০ খৃ.
নাজাফী, হুসায়ন আল-লাওয়াসানী, তারীখু'ন-নাবী আহমাদ, সায়দা ১৯৮৪ খৃ.
নাজ্জার, মুহাম্মাদ মুস্তাফা এবং অন্যান্য, দিরাসাহ তারীখীয়াহ ফী'ল-সীরাহ্ আল-নববীয়াহ্, কায়রো ১৯৭৯ খৃ.
নাজ্জার, মুহাম্মাদ আল তায়য়িব, আল কাওলু'ল-মুবীন ফী সীরাহ সায়য়িদু'ল-মুরসালীন, কায়রো ১৯৭৮ খৃ.
নার আহমাদ, আল-কিতাল ফী'ল-ইসলাম, হিমস্ ১৯৬৮ খৃ.।
কালাজী, মুহাম্মাদ রুওয়াস, আল তাফসীরু'ল সিয়াসী ইসলাম, হাল্ব তারিখ বিহীন।
কাসিম, আওনু'ল-শারীফ, দিবলূমাসিয়াহ মুহাম্মাদ খুহরতূম তারিখ বিহীন।
কাসিমী, জামালু'দ -দীন মুহাম্মাদ, আল-ইসরা ওয়া'ল-মিরাজ, দামেস্ক ১৩৩১ হি./ ১৯১৩ খৃ.।
কাযানী সূসা জারুল্লাহ আল তুরাকিস্তানী, আয়য়ামু'ন-নাবী আল-কারীম, কায়রো ১৯৩৫ খৃ.
কায়ভীমী, মুহাম্মাদ কাযিম, সীরাহ আল-রাসূলু'ল-আযম কাব্লা'ল-মাবা'আস, কারবালা ১৯৭০ খৃ.
কুতাব, ইব্রাহীম মুহাম্মাদ, আল-নুযুম আল-মালীয়াহ ফী-আল ইসলাম, কায়রো ১৯৮০ খৃ.।
কুতাব, মুহাম্মাদ কাবসাহ মিন সীরাহ আল-রাসূল, কায়রো, ১৯৭৩ খৃ.
কুতাব, আল-সায়য়িদ, আল-আদালাহ্ আল-ইজতিমা'ঈয়াহ ফী-আল-ইসলাম, কায়রো ১৯৬৪ খৃ.।
রামাযান, হাদ মুহাম্মাদ, দিরাসাত ফী আল-সীরাহ আল-নববীয়াহ ওয়া নাশ'আহ আদ-দাওলাহ আল ইসলামীয়াহ্, কায়রো ১৯৭৩ খৃ.
রাযী, আলী আব্দু'ল-জালীল, হায়াহ মুহাম্মাদ আর-রুহীয়াহ্, কায়রো ১৯৬৪ খৃ.
রিজা, মুহাম্মাদ রশীদ,
১. আল ওয়াহী আল-মুহাম্মাদী, কায়রো দার আল মানার সম্পা. হাকীকাহ
২. খুলাসাহ্ আল-সীরাহ আল-মুহাম্মাদীয়াহ ওয়া হাকীকাহ আদ-দাওলাহ আল-ইসলামীয়াহ্, কায়রো ১৯৩৬ খৃ.
৩. মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্, কায়রো ১৯৪৯ খৃ.।
সাদাভী, নাযীর, নিজামু'ল-বারীদ ফী আদ-দাওলাহ্ আল-ইসলামীয়াহ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.
সাদিকী, মুহাম্মাদ, রাসূল'ল-ইসলাম ফী আল-কুতুবু'ল-সামাবীয়াহ, বৈরুত ১৯৭২ খৃ.।
সা'ঈদী, আব্দু'ল -মুতা'আল,
১. আল-সিয়াসাহ আল-ইসলামীয়াহ ফী আহদ আল-নুবূয়াহ, কায়রো, তারিখ বিহীন, দার আল-ফিক্র আল-আরাবী সম্পা.
২. সাবাহ কুরায়শ ফী'ল আহদ আল-সিররী লি-আল-ইসলাম, কায়রো ১৯৪৭ খৃ.।
সালিহ্ বিন আহমাদ, সীরাহ খায়ারু'ল-ইবাদ শাফী 'ইয়াওমা'ল-মা'আদ' আলোকজান্দ্রিয়া ১৯৫৩ খৃ.
সালিম, ইব্রাহীম আলী, আল-নিফাক ওয়া'ল-মুনাফিকূন ফী আহদ রাসূলুল্লাহ্, কায়রো ১৯৪৮ খৃ.
সামাররা'ঈ, সালিহ্, নুবূওয়াহ মুহাম্মাদ মিনা'ল শাক্কা ইলা আল-ইয়াদিন, বাগদাদ ১৯৭৮ খৃ.।
সাক্কা, সিফওয়াহ, শারাহ নূরু'ল ইয়াক্বিন ফী সীরাহ সায়য়িদু'ল মুরশালীন লি-মুহাম্মাদ আল-খুযরী, হাল্ব ১৯৬২ খৃ.

www.pathagar.com

খালিদ, মুহাম্মাদ খালীদ, খাতামু'ন-নাবীয়ীন, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.।
খালিদ, ইমাদু'দ-দীন, দিরাসাহ ফী আল-সীরাহ্, বৈরুত ১৯৭৮ খৃ.।
খারবূত্তালী, আলী-হাসানী আর-রাসূল ফী আল-মাদীনাহ্, কায়রো ১৯৭৩ খৃ.
খাত্তাব, আব্দু'ল-মু'ইয্ফ, আ'দা আন-নাবী ফী আল-কুরআন, কায়রো ১৪০০ হি./ ১৯৭৯ খৃ.।
খাত্তাব, মাহমূদ শীত,
১. আর-রাসূল আল-কায়িদ, বাগদাদ ১৯৫৮ খৃ.।
২. খালিদ বিন আল ওয়ালদি আল-মাখযূমী, বৈরুত ১৯৭৩ খৃ.।
৩. কাদাহ্ ফাত্হ আল-ইরাক ওয়া আশ-শাম, বৈরুত ১৯৭০ খৃ.।
খায়য়াত, আবদুল্লাহ্ আব্দু'ল-গানী হিকাম ওয়া আল-আহকাম মিন আল-সীরাহ্ আল নববীয়াহ, রিয়ায ১৯৮১ খৃ.
যিফাজী, মুহাম্মাদ আব্দু'ল-মুনিম, আল-সীরাহ আল-নববীয়াহ আল-খালিদাহ্ কায়রো তারিখ বিহীন।
খুযরী, মুহাম্মাদ, তারীখু'ল-উমাম আল-ইসলামীয়াহ, কায়রো তারিখ বিহীন।
লাব্বান, আব্দু'ল-মাজীদ, আল-সীরাহ্ আল-নববীয়াহ, কায়রো ১৩৩৩ হি./ ১৯১৪ খৃ.
লাব্বান, মুস্তফা আহমাদ আল-রিফা'ঈ, আশি'ইআহ মিন শামসু'ল-সীরাহ আল-নববীয়াহ, কায়রো, ১৯৪৯ খৃ.
মাহ্ফূজ, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন, গায়ওয়াহ বদর মিন আমজাদিনী আল-আরাবিয়াহ, কায়রো ১৯৬৩ খৃ.।
মাহমূদ, আব্দু'ল-হালিম, আল-কুরআন ওয়া নাবী,কায়রো ১৯৭৯ খৃ.
মাহ্মূদ, মুস্তাফা, মুহাম্মাদঃ মুহাওয়ালাহ্ জাদীদাহ্ লি-ফাহ্ম আল-সীরাহ, আল-নববীয়াহ, কায়রো দা'রু'ল-মা'আরিফ, তারিখ বিহীন।
মানূফী, মাহ্মূদ আবু'ল ফায়য, সীরাহ সাইয়েদু'ল-মুরসালীন, কায়রো ১৯৭১ খৃ.
মাশশাত, হাসান বিন মুহাম্মাদ, ইনারাহ ফী আদ-দিয়া ফী মাকহাযী খায়রু'ল-ওয়ারা, কায়রো ১৯৬৪ খৃ.
মাযহার, জালাল, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহঃ সীরাতুহূ ওয়া আসারুহূ ফী'ল-হাযারাহ্, কায়রো ১৯৭০ খৃ.
মিসরী, মুহাম্মাদ গুনায়ম, আল-সীরাহ আল-নববীয়াহ, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.
মুহাম্মাদ, আবূ'ল ফযল ইব্রাহীম, আয়য়ামু'ল-আবর ফী'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.
মানাজজিদ, সালাহ্ আল-দীন,
১. মু'জাম মা'উল্লিফা আর-রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), বৈরুত ১৯৮২ খৃ.।
২. মুজাম মা উল্লিফা 'আন আল-কুরআনু'ল-কারীম, বৈরুত ১৯৮২ খৃ.।
৩. আন-নুযুম আল-দিবলূ মাসীয়াহ্ ফী আল-ইসলাম, বৈরুত ১৯৮২ খৃ.
মুরুওয়াহ্, সালমান বিন মাহমূদ, আহসানু'ল-আসরার ফী হায়াতু'ন-নাবী (সাঃ), সায়দা ১৯৫৩ খৃ.।
নাবহানী, তাকী আল-দীন, আল-দীন, আল-নিযাম আল-ইকতিসাদী-ইসলাম, জেরুজালেম, ১৯৫৩ খৃ.
নাদভী, আবূ'ল-হাসান 'আলী-
১. আল-সীরাহ আল-নববীয়াহ, জেদ্দা ১৩৯৭ হি./ ১৯৭৬ খৃ.।
২. আল-তাফসীরু'ল-সিয়াসী লি-আল-ইসলাম, কুয়েত ১৯৮১ খৃ.
৩. আন-নবী আল-খাতাম, কায়রো ১৯৭৫ খৃ.।

www.pathagar.com

সালায়িনী মুস্তাফা বিন মুহাম্মাদ, লুব্বা'ল-খিয়ার ফী সীরাহ আল-মুখতার, বৈরুত ১৯৪৩ খৃ.।
গুনায়ম, আব্দু'ল-আযীয, মা'আর-রাসূল ফীল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারা, কায়রো ১৯৭৩ খৃ.।
হামীদুল্লাহ, মুহাম্মাদ, মাজমূয়াহ আল-ওয়া সাইক আস-মিয়াসীয়াহ লি আল-আহাদু'ল-নববী ওয়াল যিলাফাহ আর-রাশিদাহ কায়রো ১৯৪১ খৃ.।
হামূদাহ, আব্দু'ল-হালীম মুহাম্মাদ, মিন হায়াত মুহাম্মাদঃ দিরাসাহ তাহলীলীয়াহ, আলোকজান্দ্রিয়া ১৯৫৫ খৃ.।
হানবালী মুহাম্মাদ সালিহ্ বিন আহমাদু'ল খাতীব, তালখীস্ আল-সীরাহ্ আল নববীয়াহ, দামেস্ক ১৩৪৮ হি./ ১৯২৬ খৃ.।
হারূন, আব্দু'স-সালাম, তাহ্যীব সীরাহ ইবন হিশাম, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.।
হাওফী, আহমাদ, মিন আখবার আন-নাবী, কায়রো, তারিখ বিহীন।
হায়কাল, মুহাম্মাদ হুসায়ন,
১. হায়াত মুহাম্মাদ, কায়রো ১৯৭৫ খৃ.
২. ফী মানযিল, আল-ওয়াহয়ী কায়রো ১৯৫৬ খৃ.।
হিফনী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ দারবেশ, আল-সীয়ার আল-আহমাদীয়াহ
ফী তারীখ খায়র আল-বারীয়াহ, বুলাক ১৩১৪ হি./ ১৮৯৬ খৃ.।
হিমলাবী, আহমাদ, মাওরিদু'ল-সাফা ফী সীরাহ আল-মুস্তাফা, কায়রো ১৩৫৮ হি./ ১৯৩৯ খৃ.।
হুসায়নী, আবু নাসর আহমাদ, আল মিলাকীয়াহ ফী' ল-ইসলাম, কায়রো তারিখ বিহীন
হুসায়নী, আহমাদ বিন আবূ'ল-ওয়াফা, গাযওয়াহ হুনায়ন ওয়াত-তাইফ ওয়া সারীয়াহ আওতাস, কায়রো ১৩০৩ হি./ ১৮৮৫ খৃ.।
হুসায়িনী, মুহাম্মাদ বিন আবদু'ল-সীরাহ সাইয়েদু'ল-বাশার, ইস্তাম্বুল ১৩১২ হি./ ১৮৯৪ খৃ.।
হুসায়নী, মুহাম্মাদ রিযা, আল-সীরাহ আল-নববীয়াহ, কায়রো তারিখ বিহীন।
ইব্রাহীম, মুহাম্মাদ আব্দু'ল-ফাত্তাহ, মুহাম্মাদ আল-কা'ইদ, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.
ইব্রাহীম, মুহাম্মাদ ইসামাঈল, সীরাহ আর-রাসূল ওয়া মু'আমালুহু ফী আল-কুরআনু'ল-কারীম ওয়া'ল সুন্নাহ আল-মু'আত্তারাহ, কায়রো ১৯৭৯ খৃ.।
জাওহারীর, তানতাবী, আল সীরর আল-আজিব ফী হিক্মাহ আ'আদ্দুম আয ওয়াজু'ন-নাবী, মিশর ১৩৩৩ হি./ ১৯১৪ খৃ.
জাওওয়াদ, আলী ডঃ
১. আল-মুকাস্সাল ফী তারীখু'ল -আরব কাব্ল আল-ইসলাম, বৈরুত, ১৯৬৮-৭৩ খৃ.।
২. তারীখু'ল-আবর ফী-আল-ইসলামঃ আল-সীরাহ আল নববীয়াহ, বাগদাদ ১৯৬১ খৃ.।
কাহহালাহ, উমার আল-রিয়া, মু'জাম কাবাইল আল-আরব, দামেস্ক ১৯৪৯ খৃ.
কালিম, আব্দু'ল-আযীয, দুরূস মিন গাযওয়াহ উহুদ, কায়রো ১৯৭১ খৃ.
কান্দহলভী, মুহাম্মাদ যাকারীয়া-হিজ্জা'ল-বিদা ওয়া উমারাতু'ল-নাবী লাক্ষ্ণৌ, ১৩৯০ হি./ ১৯৭০ খৃ.
কারামীলী, এ, এম, আল-নুকূদ আল-আরারিয়াহ, কায়রো, ১৯৩৯ খৃ.
কাত্তানী, আব্দু'ল-হায়যি তারাতীব আল-ইদারীয়াহ, বৈরুত
হাসান জা'না সম্পা. তারিখ বিহীন।
খাদ্দুরী, মাজাইদ, আল-হারব ওয়া'ল সিলম ফী শারীয়াহ আল-ইসলাম, বৈরুত ১৯৭৩ খৃ.

২. কাযাসাহ মিন হায়াতু'র-রাসূল, বৈরুত ১৯৭৯ খৃ.।
বৈরূতী, মুহাম্মাদ উমার আদ-দাউক, নাদওয়া আল-উসার ফী সীরাহ খায়রু'ল-বাশার, বৈরুত ১৯৬১ খৃ.।
বিনাত আল-শাতী, আইশাহ আবদু'র-রাহমান,
১. আমীনা বিনতে ওয়াহায, কায়রো ১৩৫৩ হি./ ১৯৩৪ খৃ.
২. বালাতু'ন-নবী, কায়রো, ১৯৫৬ খৃ.।
৩. নিসা আন-নবী, কায়রো ১৯৭৩ খৃ.।
৪. আল-ইজাযু'ল-বায়ানী লিল কুরআনু'ল-কারীম, কায়রো ১৯৭১ খৃ.।
৫. আফসীরুল বায়ানী, কায়রো ১৯৬২ খৃ.।
বুসারী, আব্দুল আযীয রাশীদ, উসুলু'ল-সীরাহ আল নববীয়াহ, আলোকজান্দ্রিয়া, তারিখ বিহীন।
বূতি, মুহাম্মাদ সাঈদ রামাযান ফিকহু'স-সীরাহ, দামেস্ক ১৯৭২ খৃ.
দাহলান, আহমদ বিন যায়নী,
১. খুলাসাহ আল-কালমে ফী বায়ান উমারা আল-বালাদ আল-হারাম, মিশর, ১৩০৫ হি./১৮৮৭ খৃ.।
২. আল-সীরাহ আন-নববীয়াহ, কায়রো ১৯৬২ খৃ.
দাভেদায়, আমীন মুত্তয়ার মিন হায়াতু'র-রাসূল (সাঃ), কায়রো ১৯৭২ খৃ.।
দিহলাভী, মুহাম্মাদ কারামত আলী, আল-সীরাহ আল-আতিরাহ, মুহাম্মাদ খাত্তমা'র-রাসূল, বোম্বাই, ১২৭০ হি./ ১৮৫৩ খৃ.
দিমাশফী, আহমাদ মাযহায, আল-আযমাহ, সীরাহ আর-রাসূল, দামেস্ক ১৯৬৪ খৃ.।
দূরী, আব্দু'ল-আযীয,
১. দিরাসাহ ফী সীরাহ আন-নবী ওয়া মুয়াল্লিফুরা ইবন ইসহাক, বাগদাদ ১৯৬৫ খৃ.
২. মুকাদ্দিমাহ ফী তারীখ সদর আল-ইসলাম, বৈরুত ১৯৬০ খৃ.।
৩. বাহ্স ফী নাশ'আহ, ইলমু'ল-তারীখ ইন্দা'ল-আরব, বৈরুত ১৯৬০ খৃ.।
দুরুযাহ, মুহাম্মাদ ইযযাহ,
১. আসর আন-নবী ওয়া বায়াতুহূ কাবলা'ল-বিসাহ, বৈরুত ১৯৬৮ খৃ.
২. সীরাহ আর-রাসূল, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.।
যাখরী, কাসিম মুহাম্মাদ, সীরাহ, আর-রাসূল আল আযাম (সাঃ) বাগদাদ ১৯৩৬ খৃ.।
যাখরুদ্দীন, মুহাম্মাদ, আল সীরাহ আন-নববীয়াহ, কায়রো ১৯৫৬ খৃ.।
ফাখূরী আব্দু'ল-বাসিত বিন 'আলী, যাখীরাহ আল-লাবীব ফী সীরাহ আল -লাবীব ফী সীরাহ আল হাবীব, বৈরুত, তারিখ বিহীন।
ফারাহ, মুহাম্মাদ, আল আবকারীয়াহ আল আসকারীযাহ ফী গাযওয়াতু'ল-রাসূল, কায়রো ১৯৭৭ খৃ.
ফারাজ, মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ আল-মুহারিব, কায়রো, ১৯৫১ খৃ.।
ফাররাজ, ইযযুদ্দীন, হায়াত মুহাম্মাদ, কায়রো, ১৯৭৯ খৃ.।
ফাতুল্লাহ, হাসান, আল-ফিয়ামু'ল-খুলফিয়াহ ওয়া'র- রূহীয়াহ ফী আল গাযওয়াত, কায়রো ১৯৭১ খৃ.
ফুযায়ল, আলী বিন আব্দু'ল-করীম, খুলাসাহ আস-মানুকুল ফী সীরাহ আর-রাসূল, তা'ইফ ১৩১৮ হি./ ১৯৬৮ খৃ.

www.pathagar.com

গ্রাককাদ, আববাস মাহমূদ, আব কারীয়াহ মুহাম্মাদ, কায়রো ১৯৫১।

আরাভী, মুহাম্মাদ 'আলী আরকাম আল-খুতাব আল-মুস্তাফা ভীয়াহ কলিকাতা ১৩১৩ হি./ ১৮৯৫ খৃ.

আসওয়াদ, আব্দু'র রাযযাক মুহাম্মাদ, হায়াতু'ল-মুস্তাফা, বৈরুত, ১৯৮০ খৃ.।

আ'যামী, মুহাম্মাদ মুস্তাফা

১. কুত্তাব আন-নবী (সাঃ), বৈরুত, ১৯৭৪ খৃ.।

২. দিরাসাহ ফী'ল হাদীস আন-নবী ওয়া তারীখ তাদভীনিহী, রিয়াদ, ১৩৯৬ হি./ ১৯৭৬ খৃ.।

আ'যামী, ওয়ালীদ, আল মুজাযাত আল-মুহাম্মাদীয়াহ, দামেস্ক, ১৯৭০ খৃ.

আযাহারী আব্দু'র-রাহমান বিন খালাফ, ইরশাদু'ল-মুরীদীন ইলা সীরাহ সাইয়েদু'ল-মুরসালীম, মিশর ১৩২৭ হি./১৯০৯ খৃ.

বাবলাভী মুহাম্মাদ 'আলী, আল-তারীফ বাইআল-নাবী ওয়া'ল-কুরআন আল-শরীফ, কায়রো ১৯২৭ খৃ.

বাদাভী কারনী, জাওয়াহির আল সীরাহ আন-নববীয়াহ, কায়রো, তারিব বিহীন, (আল তিজারীয়াহ)।

বান্না, আবদু'র-রাহমান, গাহওয়াহ বদর, কায়রো, ১৯৫২ খৃ.

বান্না, হাসান বিন আহমাদ, নাযারাত ফীলসীরাহ, কায়রো তারিখ বিহীন।

সারুদী, মুস্তাফা উহায়ব, খুলাসাহ আল-বাহজাহ ফী সীরাহ সাদিকু'ল-লাহজাহ, কায়রো ১৯৩২ খৃ.।

বাসলামাহ, মুসায়ান 'আবদুল্লাহ, হায়াত সাইয়েদু'ল-আরব ওয়া আরীখু'ন-নুহযাহ আল-ইসলামীয়াহ, জেদ্দা ১৩৫৩ হি./১৯৩৬ খৃ.।

বাশমীল, মুহাম্মাদ আহমাদ,

১. গাযওয়াহ বদর আল-কুবরা, বৈরুত ১৯৭৪ খৃ.

২. গাজওয়াহ উহুদ আল-কুবরা, বৈরুত ১৯৭৪ খৃ.

৩. গাজওয়াহ আল-আহযাব, বৈরুত, ১৯৭১ খৃ.

৪. গাজওয়াহ বনূ কুরায়যাহ, বৈরুত ১৯৭১ খৃ.

৫. গাযওয়াহ সুলহ আল-হুদায়বীয়াহ, বৈরুত ১৯৭৩ খৃ.

৬. গাজওয়াহ গায়তার, বৈরুত ১৯৭১ খৃ.

৭. গাজওয়াহ মূতাহ, বৈরুত ১৯৭৪ খৃ.

৮. গাজওয়াহ হুনায়ন, বৈরুত ১৯৭৪ খৃ.

৯. গাযওয়াহ ফাতাহ মক্কা, বৈরুত ১৯৭২ খৃ.

বাশশারী, আতীয়াহ বিন মুহাম্মাদ, খুলাসাহ আল-সীরাহ আল মুহাম্মাদীয়াহ, কায়রো ১৯০৬ খৃ.

বায়যুন, মুহাম্মাদ যাকী, সাওয়াহিবু'ন-নূর ফী সীরাহ আর-রাসূল, বৈরুত ১৯৭০ খৃ.

বৈরুতী, আব্দু'ল-কাদির বিন মুস্তাফা আল-দামা, তুহফা আল-আনাম ফী আখবার সাইয়েদু'ল-আদম, বৈরুত ১৩২১ হি./ ১৯০৩ খৃ.।

বৈরুতী, আহমাদ আল-আজুয, মুহাম্মাদ, হায়াতুহূ ওয়া সীরাতুহূ, বৈরুত ১৯৭৯ খৃ.।

বৈরুতী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ 'ইসাদ

১. ফুলাসা আল-আসার ফি সীরাহ সাইয়েদুল বাশার, বৈরুত ১৯৭৮ খৃ.

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ বিন আবদ আল বাকী (মৃ. ১২২০ হি./১৮০৫ খৃ.) শারহ আল মাওযাজিব আল-লুদুন্নীযাহ ওয়া আল মাহরাল মোহাম্মাদীয়াহ লি আল-কামতালানী বুলাক ১২৯১ হি./ ১৮৭৪ খৃ.

সাম্প্রতিকালের রচিত আধুনিক গ্রন্থ সমূহঃ আরবী

আবদ আল বাকী, মুহাম্মদ যু'আস, আল মুজাম, আল মুফাহ্রাস লি-আলফাজ আল-কুরাআনুল-করীম, কায়রো, ১৯৪৫ খৃ.

আবূ ফারিস, মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির, আল কাবা ফী আল-ইসলাম, জর্দান ১৯৭৮ খৃ.।

আবূ শুহবাহ, মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আল সীরাহ আল -নববীয়াহ ফী বাওয়াল কুরআন ওয়াল-সুন্নাহ, কায়রো ১৯৭৩ খৃ.

আবূ যুহরাহ, যুহাম্মাদ

(১) আল মুজাযাহ আল-কুবরা, কুরআন, কায়রো, তারিখ বিহীন,

(২) খাতাযুন-নাবীয়ীন, কায়রো ১৯৭৯ খৃ.

আদাভী ইব্রাহিম আহমাদ, মাসাযী আর -রাসূল লি-আল ওয়াকিদী, কায়রো ১৯৬৭।

আহমাদ আমীন (১) ফাজরুল ইসলাম, কায়রো ১৯৬৪ খৃ.

(২) যুহা আল ইসলাম, কায়রো ১৯৬৪ খৃ.

আহমাদ, মুহাম্মাদ, জে. এম. বি. এবং অন্যান্য আয়য়্যাম আল-আরাব ফী আল জাহীলীয়াহ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.

আহমদ আল সিবা'ঈ, তারীখ মক্কাহ, মক্কা ১৩৮০ হি./ ১৯৬০ খৃ.

আলী, জাওয়াদ তারীখ আল-আরব কাবলাল-ইসমাল, বাগদাদ ১৯৫০-৬০ খৃ.

আলী, মুহাম্মাদ কুর্দ (১) খিতাত আশ-শাম, দামেস্ক ১৯২৫-৬ খৃ. (২) রাসাইল আল বুলাগা, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.

আলী সালিহ আহমাদ,

(১) তানযীমাত আর-রাসূল আল-ইদারীয়াহ ফী আল মাদীনা বাগদাদ, ১৯৬০ খৃ.

(২) মুহাযারাত ফী তারীখ আল-আরব, বাগদাদ ১৯৬০ খৃ.

(৩) ইলমুল-তারীখ ইন্দাল মুসলিমীন, বাগদাদ, ১৯৬৩ খৃ.

(৪) আল-তানযীমাত আল ইজতিমাঈয়াদ ওয়াল ইকতিসাদীয়াহ ফী আল-বাসয়াহ ফীল-কারণ আল আওযাল আল-হিজরী, বাগদাদ ১৯৫৩ খৃ.।

আনসারী, আব্দুল কুদ্দুস,

(১) তারীক আল-হিজরাহ আন নববীয়াহ, জেদ্দা ১৯৭৮ খৃ.

(২) আসাব আল-মদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ, মদীনা ১৩৮৬ হি./ ১৯৪৮ খৃ.।

www.pathagar.com

ওয়াহিদী, আলী বিন আহমাদ আল নিসাপূরী (মৃ. ৪৬৮ হি./ ১০৭৫ খৃ.) আসবাব আল-নুযূল, কায়রো, ১৯৬৮খৃ.

ওয়াকী, মুহাম্মাদ বিন খালাফ (মৃঃ ৩০৬ হি./ ৯১৮ খৃ.), আখবার আল-কুযাত কায়রো, ১৯৪৭ খৃ.।

ওয়াকিদী, মুহাম্মদ বিন উমর (মৃঃ ২০৭ হি./ ৮২২ খৃ.) কিতাব আল মাগাযী, লন্ডন, ১৯৬৬ খৃ.।

ইয়াহয়া বিন আদম (মৃঃ ২০৩ হি./ ৮১৮ খৃ.) কিতাবু'ল-খারাজ, লেইডেন, ১৮৯৬ খৃ.. ইয়াহয়া বিন মাহাযাহ (মৃঃ ৭৪৫ হি./ ১৩৪৪ খৃ.) আল রিসালাহ আল ওয়াযীয়াহ্ লী আল মুতাদ্দীন আন সাব সাহাবাহ সাইয়্যিদুল মুরসালীন, কায়রো, ১৩৭৮ হি./ ১৯৫৮ খৃ.।

ইয়াকুবী, আহমাদ বিন আবী ইয়াকুব (মৃঃ২৮৪ হি./ ৮৯৭ খৃ.)

(১) তারীখ, বৈরুত ১৯৬০ খৃ.।

(২) কিতাবুল-বুলদান, লেইডেন, ১৮৬০ খৃ.।

(৩) মুশাকালাত, আননাস লি জামাযিহিম, বৈরুত, ১৯৬২ খৃ.।

ইয়াকুত হামাভী (মৃঃ ৬২৬ হি./ ১২২৯ খৃ.)

(১) মুজাম আল-বুলদান, বৈরুত ১৯৫৬ খৃ.।

(২) ইরশাদ আল-আরীব, লেইডেন, ১৯০৭ খৃ.।

যাহাবী, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ (মৃঃ ৭৮৪ হি./ ১৩৪৭ খৃ.)

(১) তারীখ আল-ইসলাম, কায়রো ১৯৭৩ খৃ.

(২) তাজরীদ আসনা আস-সাহাবাহ, বোম্বাই, ১৯৬৯ খৃ.।

(৩) মিজান আল-ইতিদাল, কায়রো, ১৩২৮ হি./১৯১০ খৃ.।

(৪) তাযকিরাহ আল-হুফফায, হায়দ্রাবাদ ১৩৩৩-৪ হি./ ১৯১৪-৫ খৃ.

যামাখশারী জারুল্লাহ্ মাহমূদ বিন উমার (মৃঃ ৫৩৮ হি./১১৪৩ খৃ.)

(১) আল কামশাফ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.

(২) খাসাইস আল-আশারাহ আল-কিরাম আলবারারাহ বাগদাদ ১৯৬৮ খৃ.।

যারকাশী, বদর আল-দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৯৭৪ হি./ ১৫৬৬ খৃ.)

(১) আল ইজাবাহ লি ইরাদ মা-ইসতাদরাকাছু আইমাহ আলা আসসাহাবাহ, বৈরুত ১৯৭০ খৃ.

(২) আল-বুরহান ফী উলূমু আল-কুরআন, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.

যুবায়র বিন বাক্কার (মৃঃ২৫৬ হি./ ৮৬৯ খৃ.) জামহারাহ, আনসাব কুরায়শ, বৈরুত ১৯৬৬ খৃ.।

যুবায়রী মুস'আব বিন আবদুল্লাহ্ (মৃ. ২৩৬ হি./ ৮৫১ খৃ.) নাসা কুরায়শ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ. যুরকানী

www.pathagar.com

১৯৩৮ খৃ.।

(৩) তানবীর আল-হাওয়ালিক শায়হ মু'আত্তা ইমাম মালিক কায়রো ১৩৪৩ হি./ ১৯২৪ খৃ.।

(৪) তারীখু'ল খুলাফা, কায়রো ১৩৫০ হি./ ১৯৩১ খৃ.।

(৫) লুব্বাল-লুবার লেইডেন, ১৮৪০ খৃ.।

তাবারী আবূ জাফার মুহাম্মাদ বিন জারীর (মৃঃ ৩১০ হি./ ৯২৩ খৃ.)।

(১) তারিখ আল-বুমূল ওয়া আল-মুলূক, কায়রো ১৯৬০-৬১ খৃ.।

(২) আল-মুন্তাখাব মিন কিতাব যায়াল আল মুজলিমীন তারীখ আল সাহাবাহ ওয়া আল-তাবিঈন, কায়রো ১৯৭৭ খৃ.

গ. জামি আল-বায়ান আন-ত'বীল আয়ী আল-কুরআন কায়রো, ১৯৮০ খৃ.।

তাবারী ইব্‌ন রাব্বান, আলী বিন সাহল (মৃঃ ২৪৭ হি./৮৬১ খৃ.) আল দীন ওয়া আল-দাওলাহ ফী ইসবাত নুয়ুয়াহ আল-নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বৈরুত, ১৯৭৩ খৃ.।

তাবারী, আল মুহিব্ব, আহমাদ বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৬৯৪ হি./ ১২৯৩ খৃ.) আল রিয়ায আল-নাযিরাহ্ ফী মানকিব আল আশারাহ, কায়রো ১৩২৭ হি./১৯০৯ খৃ.।

তাবরীযী, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৭৩৭ হি./ ১৩৩৬ খৃ.) মিশকাত আল মাসবীহ, দামেস্ক ১৯৬০-৬২ খৃ.।

তাহাভী, আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৩২১ হি./ ৯৩৩ খৃ.) শাযহ্ মা'আনী আল-আসার, ভারত ১৩৪৮ হি./১৯২৯ খৃ.

তানূখী, আল-মুহসীন বিন আলী (মৃঃ৩৮৪ হি./ ৯৯৪ খৃ.);

(১) নাশওয়ার আল মুহায়ারাহ, দামেস্কা ১৯৩০ খৃ.।

(২) আল মুযতাজাদ মিল ফলাত আল-আজওয়াদ, দামেস্ক ১৯৪৬ খৃ.।

(৩) আল-ফারাজ বা'দা আল শিদ্দাহ, কায়রো, ১৯০৩ খৃ.।

তারাবুলুসী, খায়সামাহ বিন সুলায়মান (মৃঃ ৩৪৩ হি./ ৯৫৪ খৃ.)

(১) ফাযইল আল সাহাবাহ, বৈরুত ১৯৮০ খৃ.

(২) ফাযাইল আল-সিদ্দিক আবী আকবর, বৈরুত ১৯৮০ খৃ.।

তিরমিযী, মুহাম্মদ বিন ইসা (মৃঃ২৭৯ হি./৮৯২ খৃ.)

ক. আল-জামী আল সাহীহ, মিহস, ১৯৬৯-৭১ খৃ.।

খ. আল-শামায়িল আল-নববীয়াহ ওয়া'ল খাসাহ্‌ল আল মুস্তাফাবীয়াহ কায়রো ১২০০ হি./ ১৮৬৩ খৃ.

www.pathagar.com

সাফাদী, খালীল বিন আয়বাক (মৃঃ ৭৬৪ হি./১৩৬৩ খৃ.)

১) আল ওয়াফী বাই=আল ওয়াফায়াত ইস্তাম্বুল ১৯৩৬ খৃ.।

২) উমারা দিমাস্ক ফী আল-ইসলাম, দামেস্ক, ১৯৫৫ খৃ.।

সাগানী, রাবী আল-দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ৬০ হি./ ১২০৪ খৃ.)

১) দুরর আল-সাহাবাহ ফী বায়ান মাওয়াযী ওয়াফায়াত আল-সাহাবাহ, বাগদাদ, ১৯৬৯ খৃ.

২) মাশারিক আল-আনওয়ার আল-নববীয়াহ মিন মিহাহ আল-আখবার আল-মুস্তাফাবিয়াহ, ইস্তানা ১৩১১ খৃ.।

সাখাভী, মুহাম্মাদ বিন আবদু'ল রাহমান (মৃঃ ৯০২ হি./ ১৪৯৬ খৃ.)

১) আল-তুহফাহ আল লাতীফাহ ফী তারীখ আল-মাদীনাহ আল-শারীফাহ, কায়রো, ১৯৫৭ খৃ.।

২) আল-ইলান বাই-আল তাউবীখ লিমান যামামা আল- তারীখ, বাগদাদ, ১৯৬৩ খৃ.।

৩) আল-যাও আল-লামি লি-আহলু'ল কুরাআন আল তাসি, কায়রো, ১৩৫৩ হি./ ১৯৩৪ খৃ.।

সাম'আনী, আবদু'ল কারীম বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ৫৬২ হি./ ১১৬৭ খৃ.) কিতাবু'ল-আনসাব, লন্ডন, ১৯১২ খৃ. সামহূদী, আলী বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৯১১ হি./ ১৫০৫ খৃ.) ওয়াফা আল-ওয়াফা বাই আখবার দারু'ল-মুস্তাফা, কায়রো ১৩২৬ হি./ ১৯০৮ -৯ খৃ.।

সিকলী, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (মৃঃ ৫৬৫ হি./ ১১৭০ খৃ.) খাবার আল-বাশার বাই খায়রু'ল বাশার, মিশর, ১২৮০ হি./ ১৮৬৩ খৃ.।

শাহরাসতানী, মুহাম্মাদ বিন আবদু'ল কারীম (মৃঃ৫৪৮ হি./১৫৩ খৃ.) আল মিলাল ওয়ালা-নিহাল, কায়রো ১৯৫১ খৃ.।

শামী, মুহাম্মাদ বিন য়ূসুফ আল-দিমাস্কী (মৃঃ ৯৪২ হি./১৫৩৫ খৃ.) সুবুল-আল হুদা ওয়া'ল রাশাদ ফী সীরাহ্ খায়র আল-ইবাদ (আল সীরাহ আল শামীয়াহ্) কায়রো, ১৯৭৫ খৃ.।

শামমাখী, আহমাদ বিন সাঈদ (মৃঃ ৯২৮ হি./ ১৫২২ খৃ.), কিতাবু'ল-সিয়ার। কায়রো ১৮৮৪ খৃ.।

সুহায়লী, আবদু'ল রাহমান বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৫৮১ হি./ ১১৮৫ খৃ.)

আল রাত্তযুল - উনফ ফী শায়হ সীরাহ ইব্‌ন হিশাম, কায়রো তাবিখ বিহীন।

সুয়ূতী, আবদু'ল রাহমান বিন আবী বকর (মৃঃ ৯১১ হি./ ১৫০৫ খৃ.)

(১) আল-মাকামাহ আল সুনদুসীয়াহ ফী আল-আবা আল-শারীফাহ আল-মুস্তাকাবীয়াহম মিশর ১৩১৬হি./ ১৮৯৮ খৃ.।

(২) তাদরীব আল-রাভী শারাহ তাকরীব আল-রাভী শারহ তাকরীব আল-নববী, কায়রো ১৩৫৭ হি./

আত্তারগীব ওয়া আত-তারহীব, কায়রো ১৯৭৩ খৃ.

মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, (মৃঃ ২৬১ হি./ ৮৭৫ খৃ.) আল-জামি আল-সাহীহ, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.। নাসাঈ, আহমাদ বিন শুয়া (মৃঃ ৩০৩ হি./ ৯১৫ খৃ.), সুনান, কানপুর ১২৯৯ হি./ ১৮৮২ খৃ.
নাওবাখতী, হাসান বিন মূসা (মৃঃ আনু. ৩০৩ হি./ ৯১২ খৃ.) ফিরাক আল শী'আহ, নাজাফ ১৯৫৯ খৃ.
নাওয়াভী, ইয়াহয়া বিন শারফুদ্দিন (মৃঃ ৬৭৬ হি./ ১২৭৭ খৃ.)

(১) শারহ সাহীহ মুসলিম, কায়রো, ১৩৪৭ হি./ ১৯২৮ খৃ.

(২) রিয়াম আল-সালিহীন মিন কালাম সাইয়িদ আল মুরসালীন, দামেস্ক ১৯৭৬ খৃ.

(৩) তাহ্যীব আল-আসমা ওয়া'ল-লুগাত, দামেস্ক, ১৯৮০ খৃ.।

নু'মান বিন মুহাম্মাদ, কাযী (মৃঃ ৩৬৩ হি./ ৯৭৪ খৃ.) ইমান আবী তালিব, বাগদাদ ১৯৬৩ খৃ. নুয়ায়রী, আহমাদ বিন আবদুল-ওয়াহহাব (মৃঃ ৭৩২ হি./১৩৩১ -২ খৃ.) নিহায়াহ, আল আরাব ফী ফুনূন আল-আদাব কায়রো ১৯২৩-৫৫ খৃ.।

কারী, আলী বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ১০১৪ হি./১৬০৫ খৃ.) আল-আসরার আল-মারফুআহ্ ফী আল-আখবার আল-মাওযূয়াহ, বৈরুত, ১৯৭১ খৃ.।

কাস্তালানী, সিহাবু'-দ্দীন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৯২৩ হি./ ১৫১৭ খৃ.)

আল মাওয়াহিবু'ল্লাহ দুনিয়াহ বাই-আল-মানাহ্ আল মুহাম্মিদিয়াহ ফী আল-সীরাহ আল নববীয়াহ, কায়রো, ১৩২৬ হি./ ১৯০৮ খৃ.

কাযী, ইসমাঈল বিন ইসহাক, (মৃঃ ২৮২ হি./ ৮৯৫ খৃ.) ফাযল সালাহ্ আল-নাবী, দামেস্ক, ১৯৬৯ খৃ.।

কাযী আইয়ায বিন মূসা আল ইয়ামূবী (মৃঃ ৫৪২ হি./ ১১৪৭ খৃ.) আল শিফা বাই-তারীফ হুকূকু'ল মুস্তাফা আল কুরআনু'ল-কারীম কায়রো, ১৯৫০ খৃ.।

কুরায়শী, মুহাম্মাদ বিন আবী আল-খাত্তাব (মৃঃ ১৭০ হি./ ৭৮৬ খৃ.) জামাহারাহ আশ'আর আল-আরাব, কায়রো, ১৩০৩ হি./ ১৮৮৫ খৃ.।

কুশায়রী, মুহাম্মাদ বিন সাঈদ (মৃঃ ৩৩৪ হি./ ৯৪৫ খৃ.) তারীখ আল-রাক্কাহ ওয়া মান নাযালাহ বিন আসহাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হুমাহ ১৯৬০ খৃ.।

কুরতুবী, ইব্‌ন আবদু'ল-বারর, য়ূসুফ বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৪৬৩ হি./ ১০৭০ খৃ.) আল দুরার ফী ইখতিসার আল-মাকহাযী ওয়া আল সিয়ার কায়রো, ১৯৬৬ খৃ.।

রাযী ফাকর আল-দীন, (মৃঃ ৬০৬ হি./ ১২০৮ খৃ.) ই'তিকাদাত ফিরাক আল-মুসলিমীন ওয়া আল-মুশরিকীন, কায়রো, ১৯৩৮ খৃ.।

সা'আলিবী আবদু'ল-মালিক বিন মুহাম্মাদ (৪২৯ হি./ ১০৩৮ খৃ) আহাসীন কালাম আল-নাবী ওয়া আল সাহাবাহ, লেইডন, ১৯৪৪ খৃ.

সাদূসী মুয়াররিজ বিন উমার (মৃঃ ১৯৫ হি./ ৮১০ খৃ.) কিতাব হাফিজ মিন নাসাব কুরায়শ, বৈরুত ১৯৭৬ খৃ.।

www.pathagar.com

মাকরীযী, আহমাদ বিন আলী (মৃঃ ৮৪৫ হি./ ১৪৪২ খৃ.)

(১) ইম্‌তা আল-আসমা, কায়রো, ১৯৪১ খৃ.

(২) খিতাত, বুলাক ১২৭৯ হি. কায়রো ১৯৫৯ খৃ. আল-নিযা তাখাসুম বায়না বনী উমায়য়াহ ওয়া হাশিম, নাজাফ ১৯৪৮ খৃ.

(৩) আল নিযা ওয়া'ল তাখাসুম বায়না বনী উমায়য়াহ ওয়া বানী হাশিম, নাজাফ ১৯৪৮ খৃ.

(৪) আল-যাহাবু'ল মাসবূক ফী যিক্‌র মান হাজজা মিনা'ল-খুলাফাহ ওয়া'ল-মুলূক, কায়রো, ১৯৫৫ খৃ.

(৫) আল-বায়ান ওয়া'ল-ইরাব-আম্মা বি-আব্‌য মিসর মিনা'ল-আরাব, কায়রো, ১৯৬১ খৃ.।

(৬) শুযূর আল-উকূদ ফী যিক্‌র আল নকূদ আলোকজান্দ্রিয়া ১৯৩৩ খৃ. নাজাফ ১৯৬৭ খৃ.

(৭) আল-যাও আল-সারীফী মারীফাহ্ খাবার তামীম আলদারী, বৈরুত, ১৯৭২ খৃ.

মারযূবানী, মুহাম্মাদ বিন ইমরান (মৃঃ ৩৮৪ হি./ ৯৯৪ খৃ.) মুজাম আল-শুরাহ কায়রো, ১৩৪৫ হি./ ১৯২৬ খৃ.।

মাসউদী, আলী বিন হুসায়ন (মৃঃ ৩৪৫ হি./ ৯৫৬ খৃ.)।

(১) মুরুজ আল-যাহাব, কায়রো, ১৩৪৬ হি./ ১৯২৭ খৃ.)

(২) আল-তানবীহ ওয়া'ল-ইশরাফ, লেইডেন, ১৮৯৪ খৃ.।

মাওয়ার্দী, আবূ'ল-হাসান আলী বিন মুহাম্মদ (মৃঃ ৪৫০ হি./ ১০৫৮ খৃ.)

(১) আল-আহ্‌কামু'ল-সুলতানিয়াহ্, কায়রো, ১২৯৮ হি./ ১৮৮১ খৃ.)

(২) আলাম আল-নুবূওয়াহ্, কায়রো, ১৯৭১ খৃ.।

মায়দানী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৫১৮ হি./ ১১২৪ খৃ.) মাজমা আল-আমসাল, বুলাক ১২৮৪ হি./ ১৮৬৭ খৃ.।

মিনকারী, নাসর বিন মুযাহিম (মৃঃ ২১২ হি./ ৮২৭ খৃ.) ওয়াকাহ সিফ্‌ফিন। কায়রো ১৩৬৫ খৃ.।

মুয়া ফিরী, আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন আল-আরাবী (মৃঃ৫৪৩ হি./ ১১৪৮ খৃ.)

আরিযাহ্ আল-আহ্‌ওয়াযী ফী শারহ সাহীহ আল-তিরমিযী, কায়রো ১৩৫০-২ হি./ ১৯৩১ -৩ খৃ.।

মুবাররাদ, মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ (মৃঃ ২৮৫/৮৯৮ খৃ.)

(১) আল-কামিল ফী আল-লুকহাহ্, লিপজ্‌গি, ১৮৭৪ খৃ. কায়রো ১৯৫৩ খৃ.

(২) নাসাব 'আদনান ওয়া কাহ্‌তান, কায়রো ১৯৩৬ খৃ.।

মুগালতা'ঈ বিন কাল্‌জ, আল উদ্দীন (মৃঃ৭৬২ হি./ ১৩৬১ খৃ.) আল ইশারাহ ইলা সীরাহ আল-মুস্তাফা ওয়া আসার মান বাদাহ্ মিন আল-খুলাফা, কায়রো ১৭৬৯ খৃ.

মুনযিরি, আবদু'ল -আযীম বিন আবদু'ল-কাভী (মৃঃ ৬৫৬ হি./ ১২৫৭ খৃ.)

www.pathagar.com

(১) ক্বিতাবু'ল তাবাতাত, বাগদাদ ১৯৬৭, দামেস্ক, ১৯৬৬-৭ খৃ.।

(২)কিতাবু'ল-তাবাকাত, বাগদাদ ১৯৬৭ খৃ., দামেস্ক, ১৯৬৭ খৃ.

খাইতীব আল-বাগদাদী, আবূ বকর, আহমাদ বিন আলী (মৃঃ ৪৬৩ হি./ ১০৭১ খৃ.) তারীখ বাগদাদ, কায়রো, ১৯৩১ খৃ.

খাত্তাবীপ হামদ বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৩৮৮ হি./ ৯৯৮ খৃ.) মা'আলীম আল -সুনান, বৈরুত, ১৯৮১ খৃ.

কিন্দী, মুহাম্মাদ বিন ইয়ুসূফ (মৃঃ ৩৫০ হি./ ৯৬১ খৃ.)

(১) কিতাবু'ল-উমারা, (আল উলাত), ওয়াকিতাবু'ল-কুযাত লেইডেন ১৯১২ খৃ.।

(২) কিতাবু'ল কু'য়াত, প্যারিস, ১৯০৮ খৃ., কনস্ট্যান্টিনোপল-১৯০৮ কৃ.

(৩) উলাত মিশ্‌র, বৈরুত, ১৯৫৯ খৃ.

কুলাই, সুলায়মান বিন মূসা (মৃঃ ৬৩৪৩ হি./ ১২৩৬ খৃ.), আল ইকতিফা ফী মাগাযী আল মুস্তাফা ওয়া'ল-সালাসাহ আল- খুলাফা; কায়রো ১৯৭০ খৃ.।

কুতবী, মুহাম্মাদ বিন সাকির (মৃঃ ৭৬৪ হি./ ১৩৬৩ খৃ.)

ক. ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, কায়রো, ১২৮৩ হি./ ১৮৬৬ খৃ.।

খ. উয়ুন-আল তাওয়ারীখ, কায়রো, ১৯৮০ খৃ.

লুগাভী, আবদু'ল-ওয়াহিদ বিন আলী (মৃঃ ৩৫১ হি./ ৯৬২ খৃ., মারাতিব আল-নাহভীয়ীন, কায়রো, ১৯৫৫ খৃ.।

মাদাইনী, আলী বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ২২৫ হি./ ৮৩৯ খৃ.) কিতাবু'ল-মুরদিফাত মিন কুরায়শ ইন নাওয়াদিরু'ল-মুখতূতাত ১খ. ২খ. কায়ারো, ১৯৫১ খৃ.।

মাহমূদ, আবদু'ল-বাকী-মুহাম্মাদ (মৃঃ ১০০৮ হি./ ১৫৯৯ খৃ.) মা'আলিম আল-ইয়াক্বীন ফী-সীরাহ সাইয়িদু'ল-মুরসালীন, ইস্তাম্বুল, ১২৬১ হি./ ১৮৪৫ খৃ.।

(১) আল-মুয়াত্তা কায়রো, ১৩৭০ হি./ ১৯৫১ খৃ.।

(২) আল-মুদাওয়ানাহ্, কায়রো, ১৯০৫ খৃ.।

মালতী আবদু'ল-বাসিত বিন খালীল বিন শাহীন (মৃঃ ৯২০ হি./-১৫১৪ খৃ.) গায়াহ আল-সূলফী সীরাহ আল-রাসূল, ইস্তানা, ১৩২০ হি./ ১৯০২ খৃ.।

মালিকী, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহিয়া বিন আবী বকর (মৃঃ ৭৪১ হি./ ১৩৪০ খৃ.) আল-তাওহীদ ওয়া'ল বায়ান, ফী মাক্বাতিল আশ শাহীদ উসমান, বৈরুত ১৯৬৪ খৃ.।

মাকদীসী, আবদু'ল গানী (মৃঃ ৬০০ হি./ ১২০৪ খৃ.) উমদাহ আল-আহ্কাম আল-সাঈদ আল-আনাস, রিয়ায, (তারিখ বিহিনীম)।

মাকদীসী, তাহহার বিন তাহির (মৃঃ ৩৫৫ হি./ ৯৬৬ খৃ.) আল-বাদা ওয়া'ল তারীখ, প্যারিস, ১৯১৯ খৃ.।

www.pathagar.com

আল আম্বিয়া, বার্লিন ১৮৪৪ খৃ. জাহিয, আমর বিন বাহর (মৃঃ ২৫৫ হি./ ৮৬৮ খৃ.)

(১) আল-বায়ান ওয়াল-তাবয়ীন, কায়রো, ১৯৪৮ খৃ.

(২) কিতাবু'ল হায়াওয়াও, কায়রো ১৯৩৮-৪৫ খৃ.।

(৩) কিতাবু'ল-বুখালা, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.

(৪) আল-উসমানীয়াহ, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.

(৫) রিসালাহ ফী তাপযীল বাণী হাশিম,লু গাতু'ল 'আরব, ৯খ. ১৯৩১ খৃ.

জাহশিয়ারী, মুহাম্মাদ বিন আবূস (মৃঃ ৩৩১ হি./৯৪২ খৃ.) কিতাবু'ল-উযাবা ওুয়াল-কুত্তাব, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.

জাওওয়ানী, মুহাম্মাদ বিন আসাদু'ল নাসাবাহ (মৃঃ ৫৮৮ হি./১১৯২ খৃ.)

আল-শাজারাহ আল-মুহাম্মা দিয়াহ, ইস্তাম্বুল ১৩৩১ হি./ ১৯১৩ খৃ.

জুমাহী, মুহাম্মাদ বিন সাল্লাম (মৃঃ ১৩১-২৩১ হি./ ৭৫৩-৮৪৫ খৃ.)

তাবাকাত ফুহূল আশ-শুয়ারা, কায়রো ১৯৫২

কাশশী, কুহাম্মাদ বিন উমার (মৃঃ ৪র্থ ১০ম শতাব্দি) মারিফাহ

আখবার আর-রিজাল, কায়বালা, ১৯৬২ খৃ.

সা'দ মুহাম্মাদ (মৃঃ ২৩০ হি./ ৮৪৫ খৃ.) আল-তাবাকাতু'ল কুবরা, বৈরুত ১৯৫৭-৮ খৃ.

ইবন সায়ায়িদু'ন নাস, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ, (মৃঃ ৭৩৪ হি./ ১৩৩৪ খৃ.)

উয়ুন'ল-আসার ফী ফুনূন আল-মাগাযী ওয়া'ল

শামাম্নল ওয়াসসিয়ার, কায়রো, ১৩৫৬ হি./ ১৯৩৭ খৃ.

ইবন শাদ্দাদ 'ইযযু'দ্দীন (মৃঃ ৬৪৮ হি./ ১২৮০ খৃ.), কিতাবু'ল আলাক আল

খাতীরাহ, দামেস্ক ১৯৫৩ খৃ.।

ইবন তাল্লা, মুহাম্মাদ বিন ফারাজু'ল-মালি ফী (মৃঃ ৪৯৭ হি./ ১১০৩ খৃ.)

আকযিয়াহ আন-নাবী (সাঃ), বৈরুত ১৯৭৮ খৃ.।

ইবন তায়-মিয়াহ, মাজদু'দ্দীন আব্দু'স-সালাম বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৬৫৪ হি./ ১২৫৪ খৃ.)

(১) আল মুনতাকা মিন আখবার আল-মুস্তাফা, কায়রো ১৯৩১ খৃ.

(২) জাওয়ামি আল-কালিম, আত তাইয়িব, বৈরুত, ১৩৯৭ হি./ ১৯৭৬ খৃ.

(৩) মিনহাজু'স-সুন্নাহ, কায়রো, ১৩৭৮ হি./ ১৯৫৮ খৃ.।

ইবনু'ল-কিততাকা, মুহাম্মাদ বিন আলী-বিন তাবাতাবা, (মৃঃ ৭০৯ হি./ ১৩০৯ খৃ., কিতাবু'ল ফাখরী, কায়রো ১৮৯৯ খৃ./ প্যারিস ১৮৯৫ খৃ.।

ইব্‌ন তূলূন, কুযাত দিমাশ্‌ক, দামেস্ক ১৯৪৬ খৃ.।

খালীফা বিন খায়য়াকত, শাবাব (মৃঃ ২৪০ হি./ ৮৫৪ খৃ.)

www.pathagar.com

ইব্ন মানযূর, মুহাম্মাদ বিন মুকাররামী (মৃঃ ৭১১ হি./ ১৩১১ খৃ.) লিসানু'ল আরব, বৈরুত, ১৯৫৫-৬ খৃ.।

ইবনু'ল-মুরতাযা, আহমাদ বিন ইয়াহয়া আল যাইদী (মৃঃ ৮৪০হি./ ১৪৩৭ খৃ.) তাবাকাতু'ল-মুতাযিলাহ, বৈরুত, ১৯৬১ খৃ.।

ইবনু'ল-নাদীম, মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃঃ ২৩৫ হি./ ৮৪৯ খৃ.)/ ১৯৬৮ খৃ.

ইবনু'ল নাফীস, আলী বিন আবী আল হাযম (মৃঃ ৬৮৭ হি./ ১২৮৮ খৃ.)।

আল-রিসালাহ আল-কামিলিয়াহ্ ফী আল-সীরাহ্ নববীয়হি, অক্সফোর্ড, আল-ফিহরিস্ত, লিপজিগ, ১৮৭১ খৃ., কায়রো ১৩৮৮ হি./ ১৯৬৮ খৃ.

ইবনু'ল-কাইয়িম আল-জাওযীয়াহ, শামসুদ্দিন (মৃঃ ৭৫১ হি./ ১৩৫০ খৃ.)

(১) আমসালু'ল-কুর'আন, মক্কা , ১৯৮০ খৃ.

(২) যাদু'ল-মা'আদ ফী হাদয়ি সায়ায়িদু'ল-ইবাদ কায়রো, ১৯৭১ খৃ.

(৩) আল-মানার আল-মুনীফ ফী আল-সাহিহ্ ওয়া'ল-যা'ঈফ, হাল্‌ব ১৯৭০ খৃ.।

(৪) বুলূঘ আল-সূল ফী আকযিয়াহ আল-রাসূল ভারত, ১২৯২ হি./ ১৮৭৫ খৃ.

(৫) ই'লাম আল-মুওয়াক্কীন 'আর-রাব্বুল-আলামীন, কায়রো। (তারিখ বিহীন।

ইব্ন কুতায়বাহ, আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিম, (মৃঃ২৭৬ হি./ ৮৮৯ খৃ.)

(১) আদাবু'ল কাতিব, লেইডেন ১৯০০ খৃ. কায়রো, ১৮৮২ খৃ.।

(২) কিতাবু'ল মা'আরিফ, কায়রো, ১৯৬০ খৃ.।

(৩) কিতাবু'ল মা'আলী আল-কাবীর, হায়দ্রাবাদ ১৯৪৯ খৃ.।

(৪) উয়ূনু'ল-আখবার, গোটিনজেম ১৮৯৯ খৃ. কায়রো, ১৯২৫ খৃ.

(৫) আল-শীর ওয়া'ল শু'আরা, লেইডেন ১৯০২ খৃ.

(৬) গারীবু'ল -হাদীস, তিউনিস, ১৯৭৯ খৃ.।

(৭) তা'বীল-মুখতালিফ আল-হাদীস, মিসর, ১৩২৬ হি./ ১৯০৮ খৃ.

(৮) কিতাবু'ল-ইমামাহ্ ওয়া আল সিয়াসাহ্, কায়রো, ১৯২৫ খৃ.

ইব্ন রুসতা, আহমাদ বিন উমার, (মৃঃ আনুঃ ৩১০ হি./ ৯২২ খৃ.) আল-আ'লাফ আল-নাফীসাহ, লেইডেন, ১৮৯১ খৃ.।

ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ, নূরু'ল-নাবরাস ফী শারহ সীরাত ইব্ন সায়য়িদু'ন নাস, পান্ডু, দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলুমা, লাক্ষ্ণৌ নং ৩/২৮১, ৮/১১৩।

ইসবাহনী, আবূ নু'আয়ুম আহমাদ বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৪৩০ হি./ ১০৩৯ খৃ.) দালাইলু'ন নুরূওয়াহ, হায়দ্রাবাদ, ১৯৫০ খৃ.

ইসবাহানী, হামযাহ বিন আল-হাসান (মৃঃ আনু. ৬৩০ হি./ ১২৩২ খৃ.) তারীখ সিনী মুলুকু'ল আরযওয়া

www.pathagar.com

(২) জাওয়ামী 'আল-সীরাহ্, কায়রো, ১৯৫৬ খৃ.।

(৩) আল ফিসাল ফী-আল-মিলাল ওয়া'ল-নিহাল, কায়রো, ১৩১৭-২০ হি./ ১৮৯৯-১৯০২ খৃ.।

(৪) আল মুফাযালাহ্ বায়ন'ল-সাহাবাহ, দামেস্ক, ১৯৪০ খৃ.।

ইব্‌ন হিশাম, আবদু'ল মালিক (মৃঃ ২১৮ হি./৮৩৩ খৃ.) আল-সীরাহ্ আল-নববীয়াহ, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.।

ইবনু'ল-ইমাদ আল হাম্বলী, আবদু'ল-হায়য়ি বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ১০৮৯ হি./ ১৬৮৭ খৃ.), শাযরাতু'ল-যাহাব ফী আখবার মানযাহাব, কায়রো ১৩৫০।

ইব্‌ন ইসহাক, মুহাম্মাদ (মৃঃ ১৫০ হি./ ৭৬৭ খৃ.), সীরাহ রাসূল আল্লাহ্, সম্পা. হামীদুল্লাহ্ রাবাত, ১৯৬৭ খৃ. সুহায়ল জাক্কার, বৈরুত, ১৯৭৮ খৃ.। ইংরেজী অনুবাদ-এ গুইলাইম, অক্সফোর্ড, ১৯৫৫ খৃ.।

ইবনু'ল জাওযী, আবদু'ল রাহমান বিন আলী (মৃঃ ৫৯৭ হি./ ১২০০ খৃ.)

(১) আল মুনতাজাম ফী আল-তারীফ, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৫৮ হি./ ১৯৩৯ খৃ.।

(২) সিফাত আল-সাফওয়াহ্, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৫৫ হি./ ১৯৩৬ খৃ.।

(গ) সীরাত উমার বিন আবদু'ল আযীয, কাররো ১৩৩১ হি./ ১৯১২ খৃ.

(ঘ) আল মাওযূ'আত, মদীনা, ১৯৬৬ খৃ.।

ইবনু'ল জাযারী, মুহাম্মাদ বিন মাহ্‌মূদ (মৃঃ৮৩৩ হি./ ১৪৩০ খৃ.), আল হিশ্‌ন আল-হাসীন মিন কালাম সাইয়িদু'ল-মুরসলানী, কায়রো ১২৮৬ হি./ ১৮৬৯ খৃ.।

ইবনু'ল-কালাবি, হিশাম বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ২০৪ হি./ ৮১৬ খৃ.), কিতাবু'ল-আসনাম, লিপজিগ ১৯৪১ খৃ.

ইব্‌ন কাসীর, ইসমা'ঈল বিন উমার (মৃঃ ৭৭৪ হি./ ১৩৭৩ খৃ.),

(১) অ'াল-বিদায়া ওয়াল-নিহায়াহ, কায়রো, ১৯৩২ খৃ.।

(২) আলফুসূল ফী ইখতিসার সীরাহ আল রাসূল, দামেস্ক, ১৯৮০ খৃ.।

(৩) শামা'ইল আল-রাসূল ওয়া দালাইল নুযুওয়াতিহি ওয়া ফাজাইলহু ওয়া খাসা'ইসুসু, কায়রো, ১৯৬৭ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন, আবুদু'র-রাহমান বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৮০৪ হি./ ১৪০৬ খৃ.),

(১) কিতাবু'ল-ইবার (ইআরীখ), বৈরুত, ১৯৫৬ খৃ.।

(২) আল-মুকাদ্দিমাহ, মাতবাআহ মুস্তাফা মুহাম্মাদ, কায়রো (তারিখ বিহীন)।

ইব্‌ন খাল্লিকান, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৬৮১ হি./ ১২৮১ খৃ.), ওফায়াতু'ল-আয়ান, বুলাক ১৮৫৯ খৃ., প্যারিস, ১৮৩৮ খৃ.; সম্পা. উস্টেনফেল্ড ১৮৩৫-৪৫ খৃ.।

ইব্‌ন মাজাহ্, মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ (মৃঃ ২৭৩ হি./৮৮৬ খৃ.) সুনান, কায়রো ১৯৫২ খৃ.

www.pathagar.com

(২) তারীখ মাদীনাত, দামেস্ক ১৯৫১ খৃ.

ইবনু'ল-আসাম আল-কুফী আহমাদ বিন উসমান (মৃঃ ৩১৪ হি./ ৯২৬ খৃ.) কিতাবু'ল-ফুতুহ্, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৯৬৮ খৃ.।

ইবনু'ল-আসীর, ইযযু'ল দীন আলী বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৬৩০ হি./ ১২৩৩ খৃ.)

(১) আল-কামিল ফী আল-তারীখ, বৈরুত, ১৯৬৫ খৃ.।

(২) আল-লুবাব ফী আহ্যীব আল-আনসাব, কায়রো, ১৯৫৭-৬৯ হি./ ১৯৩৮-৪৯ খৃ.।

(৩) উসদ আল গাবাহ্ ফী তামিয়ীয আল-সাহাবাহ্, তেহ্রান ১৩৭৮ হি./ ১৯৫৮ খৃ.।

ইবনু'ল-আসীর, মাজ্দু'দ্দীন আল-মুবারক বিন সুহাম্মদ (মৃঃ ৬০৬ হি./ ১২০৯ খৃ.)

(১) আল নিহায়াহ ফী গারীবু'ল-হাদীস, কায়রো, ১৯৬৩ খৃ.

(২) আল জামী'উল-উসূল লী আহাদীস আল-রাসূল, দামেস্ক, ১৯৬৯-৭১ খৃ.।

ইব্ন জুরায়দ আল-আযদী, মুহাম্মাদ বিন হাসান (মৃঃ ৩২১ হি./ ৯৩৩ খৃ.)

কিতাবু'ল ইশতিকাক, গোটিনজেন ১৮৫৪ খৃ.; কায়রো ১৯৫৮ খৃ.

ইবনু'ল-ফাকীহ্ আল হামাদানী, আহমাদ বিন মহাম্মাদ (মৃঃ ২৮৯ হি./ ৯০২ খৃ.), কিতাবু'ল বুলদান, লেইডেন ১৮৮৫ খৃ.।

ইব্ন হাজার আল-তাসাকালানী, আহমাদ বিন আলী (মৃঃ ৮৫২ হি./ ১৪৪৮ খৃ.,

(১) আল ইসাবাহ্ ফি আময়ীয আল-সাহাবাহ্, কায়রো, ১৯৩৮ খৃ.।

(২) তাহ্যীব আল তাহ্যীব, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩২৯-৩১ হি./ ১৯১১-১৩ খৃ.।

(৩) লিসানু'ল -মিযান, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩২৯-৩১ হি./ ১৯১১-১৩ খৃ.।

(৪) ফাতহ্'ল-বারী ফী শারাহ্ আল-বুখারী, বুলাক ১৩০০-১ হি./ ১৮৮২-৩ খৃ.।

ইব্ন হাজার আল হায়সামী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৯৭৪ হি./ ১৫৬৬ খৃ.)।

(১) আল-রাদদ্ আল-শাফী আল-ওয়াফির 'আলামান নাফিয়া উম্মীয়াহ সায়য়িআ আল-আওয়াইল ওয়া আল আওয়াখীর, বৈরুত, ১৩৮৮ (১৯৬৮ খৃ.।

(২) আল সাওয়াইক আল-মুহ্রীকাহ্, বৈরুত, ১৯৬৫ খৃ.।

(৩) তাছীরু'ল-জিনান ওয়া আল-লিসান আন আল-খাওয ওয়া আল তাফাববুক বিসাব্ব সায়িদিনা মুয়াবিয়াহ বিন আবূ সুফিয়ান, কায়রো (তারিখ বিহীন)।

ইব্ন হাম্বল, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ২৪১ হি./ ৮৫৫ খৃ.), মুসানাদ, কায়রো, ১৯৪৯ খৃ.।

ইব্ন হাওকাল, আবূ'ল কাসিম আল-নাসিবী (মৃঃ ৩৬৭ হি./ ৯৭৯ খৃ.), কিতাবু'ল মাসালিক ওয়া'ল মামালিক, লেইডেন, ১৮৭২ খৃ.।

ইব্ন হাসম, আলী বিন আহমাদ, (মৃঃ ৪৫৬ হি./ ১০৬৪ খৃ.)-

(১) জামহারাহ্ আনসাব আল-আরব, কায়রো, ১৯৪৮ খৃ.।

www.pathagar.com

সিফার্ আল-সা'আদাহ ফী যিক্র হাল রাসূল আল্লাহ্ (সাঃ) কাবলা'ল-ওয়াহী ওয়া বা'দাহ, কায়রো, ১৩৪৮ হি./১৯২৯ খৃ.)

হাজি খালীফাহ, মুস্তাফা বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ১০৬৭ হি./ ১৬৫৬ খৃ.)

কাশফু'ল-যুনূন আন আসমা আল-ফুনূন, ইস্তাম্বুল ১৯৪১-৪৩ খৃ.।

হাকীম নিশাপূরী, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৪০৫ হি./ ১০১৪ খৃ.)

আল-মুসতাদারাক আলা আল-সাহিহায়ন, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য (তারিক বিহীন)।

হাকিম তিরমিযী, মুহাম্মাদ বিন আলী (মৃঃ ২৫৫ হি./ ৮৬৮ খৃ.), নাওয়াদির আল-উসুল ফী মাবিফাহ আখবার আল-রাসূল, ইস্তানা ১২৯৪ হি./ ১৮৭৭ খৃ.।

হাযমী, মুহাম্মদ বিন মূসা (মৃঃ ৫৮৪ হি./ ১১৮৮ খৃ.), আল ইতিবার ফী নাসিখ ওয়া'ল মানসূখ, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩১৯ হি./ ১৯০১ খৃ.

হিলবী, আলী বিন বুরহানুদ্দীন (মৃঃ ১০৪৪ হি./ ১৬৩৪ খৃ.), ইনসান আল-উয়ুন ফী সীরাহ আল আমীন আল মামন (আল-সারাহ আল হিলবিয়াহ), কায়রো, ১৯৬৪ খৃ.।

হিন্দী, আলী বিন হুসামুদ্দীন মুত্তাকী (মৃঃ ৯৭৫ হি./ ১৫৬৭ খৃ.), কান্যু'ল উম্মাল ফী সুনান আল আকওয়াল ওয়া আল-আফাল, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য, ১৩১২/১৮৯৪ খৃ.।

ইবনু'ল আব্বার, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৬৫৮ হি./ ১২৬০ খৃ.), আল-হুলাহ আল সীয়ারাহ, বৈরুত ১৯৬২।

ইব্ন আবদু'ল বারর, য়ূসুফ বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৪৬৩ হি./ ১০৭০ খৃ.), আল-ইসতিয়াব ফী মা'রিফাহ আল আসাহাব, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩১৮ হি./ ১৯০০ খৃ. এবং কায়রো (তারিখ বিহীন)।

ইব্ন আবদু'ল হাকাম, আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ২১৪ হি./ ৮২৯ খৃ.), সীরাত উমার বিন আবদু'ল-আযীক, কায়রো, ১৯২৭ খৃ.।

ইব্ন আবদু'ল হাকাম, আবদু'র রাহমান বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ২৫৯ হি./ ৮৭০ খৃ.), কিতাব ফুতূহ ইফ্রীকিয়াহ ওয়া আল-আনদালুস, আলজিরিয়া ১৯৪৭ খৃ.।

ইব্ন 'আবদু রাব্বিহী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৩২৮ হি./ ৯৪০খৃ.)

আল ইকদু'ল-কারীদ, কায়রো, ১৯৪০ খৃ.।

ইব্ন আবী আল হাদীদ, আবদু'ল হামীদ বিন হিবাতুল্লাহ্ (মৃঃ ৬৫৫ হি./ ১২৫৮ খৃ.)

সারহ নাহজ আল-বালাকাহ, কায়রো, ১৯৫৯-৬৪ খৃ.।

ইবনু'ল -আরাবী, কাযী আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (মৃঃ ৫৪৩ হি./ ১১৪৮ খৃ.), আহ্কামু'ল কুর'আন, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.

ইব্ন আসাকির, আলী বিন হাসান (মৃঃ ৫৭১ হি./ ১১৭৬ খৃ.)

(১) তাহযীব তারীখ'ল-কাবীর. দামেস্ক ১৩৩০-১৪৫১ হি./ ১৯১১-৩২ খৃ.)।

www.pathagar.com

৬. ফুতূহ'ল-বুলদান, কায়রো, ১৯৩২ খৃ.
বাকিল্লানী, আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন আল তাইয়িব (মৃঃ ৩৭২ হি./৯৮২ খৃ.),
ই'জায আল-কুর'আন, কায়রো ১৯৭৭ খৃ.।
বারকাভী, বাসিম মুহাম্মাদ বিন পীর আলী (মৃ. ৯৮১ হি./ ১৫৭৩ খৃ.), আল-তারীস আল-মোহাম্মাদীয়াহ ফী বায়ান আল সীরাহ্ আল-নব্বীয়াহ আল-আহ্মদীয়াহ, বুলাক ১২৯৬ হি./ ১৯৭৮ খৃ.।
বায়াসী, জামালু'দ্দী ইউনুস বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ৬৫৪ হি./ ১২৫৬ খৃ.)
পান্ডু. কারু'ল-কুতুব (নং তারীখ ৩৯৯), এফ এফ, ৩২০।
বায়হাকী, আহমাদ বিন আল হুসায়ন (মৃঃ ৪৮৫ হি./ ১০৯২ খৃ.)
আস্ সুনান ওয়া'ল-আস্‌র, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৪৪-৪৫ হি./ ১৯২৫-৩৬ খৃ.।
বুখারী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল (মৃঃ ২৫৬ হি./ ৭৮০ খৃ.।
(১) আলজামী আল সাহীহ, কায়রো, ১৯৫৫ খৃ.।
(২) আল-তারীখু'ল কাবীর, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৬০-৪ হি./ ১৯৪১ খৃ.।
বুস্‌তী, মুহাম্মাদ বিন হাব্বান (মৃঃ ৩৫৪ হি./ ৯৬৫ খৃ.),
মাশাহীর উলামা আল-আমসার, কায়রো, ১৯৫৯ খৃ.
দানী, সাঈদ বিন উসমান (মৃঃ ৪৪৪ হি./ ১০৫২ খৃ.) আল্ মুক্‌নী ফী রসম মাসাহিফ আল আমসার, ইস্তানা, ১৯৩২ খৃ.।
দারমী, আবদুল্লাহ্ বিন আউদ আর-রহ্মান (মৃঃ ২৫৫ হি./ ৮৬৯ খৃ.) সূনান, দামেস্ক, ১৩৪৯ হি./ ১৯৩০ খৃ.।
দারকুতনী, আলী বিন উমর (মৃঃ ৩৮৫ হি./ ৯৯৫ খৃ.) সুনান, মদীনা, ১৯৬৬ খৃ.।
দাউদী, তাবাকাত আল মুফাস্‌সিরীন, পান্ডু, দারু'ল কুতুব, কায়রো নং ১৬৮।
দীনাওয়ারী, আবূ হানীফাহ আহমাদ বিন দাউদ (মৃঃ ২৮২ হি./ ৮৯৫ খৃ.)
কিতাব আখবার আল তিওয়াল, লেইডেন, ১৮৮৮ খৃ.
দিয়ারবাকরী, হুসায়ন বিন মহাম্মাদ (মৃঃ ৯৬৬ হি./ ১৫৫৯ খৃ.),
আল-খামীস ফী আহ্‌ওয়াল আনফুসনাফীস, কায়রো, ১৩০২ হি./ ১৮৮৫ খৃ.।
ফাকিহী, মহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃঃ ২৭২ হি./ ৮৮৫-৬ খৃ.)
আল মুনতাকা ফী আখাবার উমমা'ল কুরা, সম্পা. উসটেনফেল্ড, বৈরুত, ১৯৬৪।
ফাসী, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ (মৃঃ ৮৩২ হি./ ১৪২৯ খৃ.)।
(১) শিফা' আল-গারাম বি-আখবার আল-বালাদু'ন আল হারাম, কায়রো, ১৯৫৬ খৃ.
(২) আল ইকদু'ল সামীন ফী তারাখু'ল বালাদু'ল আমীন, কায়রো, ১৯৫৯ খৃ.
ফিরূযাবাদী, আল মাজ্‌দ মুহাম্মাদ বিন ঈয়াকুব (মৃঃ ৮১৭ হি./ ১৪১৪ খৃ.)

www.pathagar.com

আহমদ ইবনু'ল-ফারিস (মৃঃ ৩৯৫ হি./ ১০০৫ খৃ.) আওজাযু'ল-সিয়ার লিখায়র আল-বাশার, বোম্বে ১৩১১/১৮৯৩।

আনসারী, মুহাম্মাদ বিন আলী (মৃঃ ৭৮০ হি./ ১৩৭৮ খৃ.) আল মিসবাহ আল মুযী ফি কেত্তাবু'ল আল-উম্মী-ওয়া রূসূলীহি ইলা মুলূক আল আরয মিন আল আরাব ওয়াল-আজাম, হায়দ্রাবাদ ১৯৭৬-৭৭ খৃ.

আশ'সারী, আলী বিন ইসমাঈল (মৃঃ ৩৩০ হি./ ৯৪১ খৃ.) মাকালাত আল ইসলামীয়ীন ওয়া ইখতিলাফ আল মুসলিমীন, ইস্তাম্বুল ১৯৩০ খৃ.।

আসমা'ঈ, আব্দু'ল-মালিক বিন কুরায়ব (মৃঃ ২১৬ হি./ ৮৩১ খৃ.), আল-আসমা'ঈয়াত, কায়রো, ১৯৫৬ খৃ.।

আযরাকী, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ২৪৪ হি./ ৮৫৮ খৃ.), আখবার মক্কা, বৈরুত, ১৯৬৪ খৃ.।

বাগাভী, হোসায়ন বিন মাসউদ (মৃঃ ৫১৬ হি./ ১১২২ খৃ.)

(১) আল-জামা'বায়ন আল-সাহিহায়ন, কায়রো ১৩১৮ হি./ ১৯০০ খৃ.।

(২) মাসাবীহ আল-সুন্নাহ, কায়রো ১৯৩৫ খৃ.

বাগদাদী, আবদ-আল কাহির বিন তাহির (মৃঃ ৪২৯ হি./ ১০৩৭ খৃ.), আল ফারক বায়না আল ফিরাক, কায়রো ১৯১০ খৃ.

বাগদাদী, আবদু'ল কাদির (মৃঃ ১০৯৩ হি./ ১৬৮২ খৃ.) যিযানাহ আল-আদাব, কায়রো ১৯২৯ খৃ.।

বাগদাদী, মহাম্মাদ বিন হাবীব (মৃঃ ২৪৫ হি./ ৮৪৯ খৃ.),

(১) কিতাব আল মুহাব্বার, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৯৪২ খৃ.

(২) কিতাব আল মুনাম্মাক, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৬৪।

বাগদাদী, মহাম্মাদ বিন মাহমূদ বিন আননাজার (মৃ ৬৪৩ হি./ ১২৪৫ খৃ.) আল-দুররাহ আল-সামীনাহ ফীআখবার আল মদীনা, কায়রো ১৯৫৬ খৃ.

বাহশাল, আসলাম বিন সাহল আলরাজ্জাক (মৃঃ ২৯২ হি./ ৯০৫ খৃ.), তারীখ ওয়াসিত, বাগদাদ ১৯৬৭ খৃ.।

বাকরী, আবদুল্লাহ বিন আবদু'ল আসীয (মৃঃ ৪৮৭ হি./ ১০৯৪ খৃ.), মু'জাম মা ইসতা'জাম, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.।

বালাকরী, আহমাদ বিন ইয়াহয়া (মৃঃ ২৭৯ হি./ ৮৯২ খৃ.)

(১) আনসাব আল আশরাফ, ১ম খ. সম্পা. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ্ কায়রো, ১৯৫৯ খৃ.

(২) আনবাস আল আশরাফ ৪র্থ খ. জেরুজালেম ১৯৩৮ খৃ.।

(৩) " " " ৫ম খ. " ১৯৩৬ খৃ.।

(৪) " " " ১১ম খ. গ্রীফ ১৮৮৩ খৃ.।

www.pathagar.com

গ্রন্থসূত্র

আবদু'ল জাব্বার বিন আবদুল্লাহ্ আন খাত্তালানী (মৃঃ ৩৬৫ হিঃ/৯৭৫-৬ খৃ.), তারীখ দারিয়া ওয়া মান নাবালাহা মিন আস-সাহাবা, ত্রিপোলি ১৯৭০।

আব্দু'র রাজ্জাক বিন হুমাম আস-সাগানী (মৃঃ২১১ হি./৮২৫ খৃ.) আল মুসান্নাফ ফী আল-হাদীস, বৈরুত ১৯৭০।

আবূ দাঊদ সুলায়মান বিন আল-আশ'আস (মৃঃ ২৭৫ হি./৮৮৮ খৃ.) সুনান, কায়রো ১৯৫২।

আবু'ল-ফায়জ মুহাম্মাদ মুরতাযা আল-হাসানী (মৃঃ ১২০৫ হি.'। ১৭৯১ খৃ.) তাজু'ল-আরূস, কায়রো ১৩০৬ হি./ ১৮৮৮ খৃ.।

আবু'ল-ফারাজ, আলী বিন আল-হুসায়ন আল-ইসবাহানী (মৃঃ ৩৫৬ হি./৯৬৯ খৃ.)।

ক. বিতাবু'ল-আগানী, ১২৮৪-৫, ২০খ, খ-২১, লেইডেন। ১৩০৬ খৃ; ইনডেক্স লেইডেন ১৯০০ খৃ.।

খ. মাকতিন আল-তালিবিন, নাজাফ, ১৯৩৪, ১৯৫৬

আবু'ল ফিদা ইসমাঈল বিন আলী (মৃঃ ৭৩২ হি./ ১৩৩১ খৃ.)। আল মুখতাসার ফী আখ বাবু'ল-বাশার, ইস্তাম্বুল ১২৮৬ হি./ ১৮৬৯ খৃ.।

আবূ নুয়ায়ম, আহমাদ বিন আবদুল্লাহ্ আল-ইসবাহানী (মৃঃ ৩৪০ হি./ ১০৩৯ খৃ.)

ক. হিলয়াতু'ল-আউলিয়া, কায়রো ১৯৩২-৮।

খ. কিতাব যিকর আখবার ইসবাহান, লেইডেন, ১৯৩১-৪খৃ.।

আবূ তাম্মাম হাবীব বিন আওস (মৃঃ ২৩১হি./ ৮৪৫ খৃ.)

ক. আল হামাসাহ্ সম্পা, জি. জি. ফ্রেটায, বন ১৮২৮ খৃ. এবং বৈরুত ১৮৮৯ খৃ.।

খ. নাকাইয জারীর ওয়া আখতাল সম্পা. ইনতোআন সায়হানী, বৈরুত, ১৯২২ খৃ.।

আবূ উবায়দ, কাসিম বিন সাল্লাম (মৃঃ ২২৪ হিঃ/ ৮৩৬ খৃ.), কিতাবু'ল-আমওয়াল, কায়রো ১৩৫৩ হি./ ১৯৩৪ খৃ.।

আবূ উবায়দাহ, মা'মার বিন আল-মুসান্না (মৃঃ ২০৯ হি./ ৮২৪-৫ খৃ.) নাকাইয জারীর ওয়া ফারাযদাক, সম্পা. এ. এ. বিভাণ, লেইডেন ১৯০৫-৯ খৃ.।

আবূ ইয়ূসুফ, ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম (মৃঃ ১৮২ হি./ ৭৯৮ খৃ.) কিতাবুল খারাজ, বুলাক (১৩০২ হি./ ১৮৮৫ খৃ.); কায়রো ১৩৫২, ১৯৩৩ খৃ.।

আবূ যাকারীয়া, ইয়াযীদ বিন মুহাম্মাদ, আল-আযদী (মৃঃ ৩৩৪ হি./ ৯৪৫ খৃ.) তারীখ আল মুসীল, সম্পা. আলী-হাবীবাহ (১৯৬৭ খৃ.)।

আবূ যুরাহ, আব্দু'র-রাহমান বিন আমীর আল-দিমাশকী (মৃঃ ২৮২ হি./৮৯৫ খৃ.) সীরাত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওয়া তারীখু'ল খুলাফা আর-রাশিদীন, দামেস্ক ১৯৮০ খৃ.।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিঃ ঘ-৯

হাদয়ি বা কুরবানীর দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীগণ [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক নং	নাম	ই.হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইবন খালদূন	ইবন আসীর	ই. কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	নাজিয়াহ ইবনুল জুনদুব	খ.২/৩১০	৫৭২	২ক./১২১	–	২খ./৬২৪	–	–	৪খ./১৬৫	৫খ./০৪
২	ঐ	–	৭৩২	২খ./১২১	–	–	–	–	৪খ./২৩০	৫খ./০৪
৩	ঐ	–	১০৭৭	২খ./১৬৮	–	–	–	–	–	৫খ./০৪
৪	ঐ	–	১০৯০	২খ./১৭৩	–	–	–	–	–	৫খ./০৪
৫	জুওয়ায়ব ইবন হালহালাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./১৪৭
৬	আমর ইবন সুমালাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./৯২
৭	খালিদ ইবন সায়য়ার	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./৮৪
৮	আলী ইবন আবী তালিব	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./১৬

পরিঃ ঘ-৯

হাদয়ি বা কুরবানীর দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীগণ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ/ গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	গোত্র/স্থান	সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	নাজিয়াহ ইবনুল জুনদুব	আসলাম	৬	কুরাবানীর জন্তু বহন করেন	হুদায়বিয়াহ	যিলকদ, ৬হি./মার্চ,৬২৮ খৃ.
২	ঐ	ঐ	৬	"	উমরাতুল ক্বাযা	যিলকদ, ৭হি./মার্চ, ৬২৯ খৃ.
৩	ঐ	ঐ	৬	"	আবূবকরের নেতৃত্বাধীন হজ্জ	যিলকদ, ৯হি./মার্চ,৬৩০খৃ.
৪	ঐ	ঐ	৬	"	বিদায় হজ্জ	শাবান,১০হি./এপ্রিল,৬৩২ খৃ.
৫	জুওয়ায়বর ইবন হালহালাহ	খুযাআহ/ কা'ব	–	"	–	–
৬	আমর ইবন সুমলী	হাওয়াযিন/সুমালাহ	–	"	–	
৭	খালিদ ইবন সায়য়ার	কিনানাহ /গিফার	–	"	–	–
৮	আলী ইবন আবূ তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	"	–	

পরিঃ ঘ-৬

আমীরুল হজ্জ [তথ্যের উৎস সমূহ]

ক্রমিক	নাম	ই.হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইবন খালদূন	ই-আসীদর	ই-কাসীর	উসদ
নং		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	আত্তাব ইবন আসীদ	২খ. /৫০০	৯৫৯	২খ./১৩৭	৩৬৮	৩খ./৩৭প.	৮১৮	২৭২	৪খ./৩৬৮	৩খ./৩৫ ৮ প.
২	আবূ বকর	২ক. /৫৪৩ ২খ./৬৫২	১০৭৭	২খ. /১৬৮	৩৮৩ প.	৩খ./১২২প.	৮২৬	২৮৯	৫খ./৩৬	৩খ./২০৫
৩	নবী করীম (সাঃ)	২খ. /৬০১	–	–	৩৬৮প.	৩খ./১৪৮প	৮৩৯	৩০২প.	৫খ./১০৯প.	–

পরি ঃ ঘ-৭

কাবা ঘরের দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীগণ [তথ্যের উৎস সমূহ]

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব	–	৮৩৮	২খ./১৩৭	–	–	–	–	–	৩ঘ. /১০৯প.
২	উসমান ইবন তালহাহ	২খ. /৪১২	৮৩৮	২খ./১৩৭	৩৬১	–	৮০৮	–	৪খ./৩০১	৩খ./১৭২

পরিঃ ঘ-৮

হারাম শরীফের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা [তথ্যের উৎসসমূহ]

১.	তামীম ইবন আসীদ	–	৮৪২	২খ./১৩৭	–	–	–	–	–	১খ./২১৪

www.pathagar.com

পারাশষ্ট ঃ ঘ-৬

আমারুল হজ্জ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	গোত্র/স্থান	সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আত্তাব ইবন আসীদ	কুরায়শ/উমাইয়াহ	ঝ	হজ্জ প্রধান	মক্কা বিজয়	যিলকদ, ৮হি./ মার্চ,৬৩০খৃ.
২	আবূ বকর	"/তায়ম	ক	ঐ	মক্কা	যিলকদ, ৯হি./ মার্চ, ৬৩১ খৃ.
৩	নবী করীম (সাঃ)	"/হাশিম	মহানবী (সাঃ)	ঐ	বিদায় হজ্ব	যিলহজ্জ, ১০হি./ মার্চ, ৬৩২ খৃ.

পরি ঃ ঘ-৭

কাবা ঘরের দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীবৃন্দ

১	আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ঝ	সিকায়াহর দায়িত্বে	মক্কা	৮-১০হি./৬৩০-৬৩২ খৃ.
২	উসমান ইবন তালহাহ	"/আব্দুদ-দার	ঞ	ঐ	ঐ	ঐ

পরিঃ ঘ-৮

হারাম শরীফের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা

১	তামীম বিন আসীদ	খুযাআহ	ঝ	হারাম শরীফের এলাকা চিহ্নিতকরণ	মক্কা	রমযান, ৮হি./জানু, ৬৩০ খৃ.

মুয়াযযিনগণ [তথ্যের উৎস সমূহ] **পরিঃ ঘ-৫**

ক্রমিক নং	নাম	ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ইবন সা'দ	বালাযূরী	তাবারী	ই. খালদূন	ই. আসীদ	ই.কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	বিলাল ইবন রাবাহ	১/খ৫০৯	৭৩৮	১ খ./২৪৮	৫২৫ প.	–	–	২৫৪	–	১ খ. /২০৬ প.
২	আমর বিন উম্মু মাকতূম	–	৮৪৬	১ খ./২৪৮	৫২৬	–	–	–	–	৪ খ. /১২৭ম.
৩	আব্দুল আযীয ইবনূল আসাম	–	–	–	–	–	–	–	–	৩ খ./৩২৮
৪	উসমান ইবন আফফান	–	–	–	৫২৭	–	–	–	–	৩ খ./৩৭৬ প.
৫	যায়দ ইবনুল-হারিসাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৬	সাওবান	–	–	–	–	–	–	–	–	১ খ. /২৪৯
৭	সাদ ইবন আ'ইয	–	–	–	৫২৮	–	–	–	–	২ খ. /২৮২ প.
৮	আবূ মাহযূরাহ আওস ইবন মীয়ার	–	–	–	৫২৬	–	–	–	–	৫ খ. /২৯২
৯	সুফিয়ান ইবন কায়স	–	–	–	–	–	–	–	–	২ খ. /৩২১

পরিঃ ঘ-৫

মুয়াযযিনগণ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	গোত্র/স্থান	সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বিলাল ইবন রাবাহ	আবিসিনিয়ার অধিবাসী	ক	প্রথম এবং স্থায়ী	মদীনা/মসজিদে নববী	১-১১ হি./ ৬২৩-৩২ খৃ.
২	আমর ইবন উম্ম্ মাকতূম	কুরায়শ/আমির	ক	রমযান মাসে দায়িত্ব পালন	ঐ	২-১১ হি/ ৬২৪-৬৩২খৃ.
৩	আব্দুল আজীজ ইবনুল আসাম	-	-	আরেক মুয়াযযিন	ঐ	ঐ
৪	উসমান ইবন আফফান	"/উমাইয়াহ	ক	আকামত প্রদান	ঐ	ঐ
৫	যায়দ ইবনুল হারিসাহ	সুদা	-	একবার আযান দেন	ঐ	-
৬	সাওবান	মহানবী (সাঃ)-এর মাওলা	ক	ঐ	ঐ	-
৭	সাদ ইবন আইয	আম্মারের মাওলা	ক	স্থায়ী মুয়াযযিন	কুবা	"
৮	আবূ মাহযূরাহ আওস ইবন মীয়ার	কুরায়শ/ জুমাহ	ঝ	ঐ	মক্কা/কাবা	৮-১১হি/৬৩০-৬৩২ খৃ.
৯	সুফিয়ান ইবন কায়স	কিনদাহ	ঞ	নিজের গোত্রের মুয়াযযিন	কিনদাহ	১০-১১হি/৬৩১-৬৩২খৃ.

www.pathagar.com

পরিঃ ঘ-৪

ইমামগণ [তথ্যের উৎস সমূহ]

		ইবন হিশাম	ওয়াকিদী	ইবন সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইবন খালদূন	ইবন আসীর	ইবন কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	আসাদ বিন যুরারাহ	–	–	–	২৩৯	–	–	–	৩খ/১৫১প	১খ/৭১প.
২	মুসআব বিন উমায়র	–	–	–	২৩৯	–	৭৩০	–	৩খ./১৫১প	৪খ./৩৬৮প.
৩	সালিম মাওলা আবী হুযায়ফাহ	–	–	–	২৩৯	–	৭৩৪	–	–	২খ./২৪৫প.
৪	আবু যায়দ	–	–	–	ফুতূহ ৮৭ প.	–	–	–	–	৫খ./২০৩প.
৫	ইতবান বিন মালিক	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ. /৩৫৯প.
৬	আবদুল্লাহ ইবন উমায়র	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./২৩৭ প.
৭	শাদ্দাদ বিন সুমামাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./৩৮৮
৮	মুআয বিন জাবাল	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ. /৩৭৬প.
৯	হানযালাহ বিন আবূ হানযালাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./৫৬প.
১০	আব্দুর রহমান বিন আওফ	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./৩১৩প.
১১	আবূ বকর	২খ./৬৩১প.	৯৯৫	২খ./১৬৫প.	–	–	–	–	–	৩খ. /২০৫প.
১২	আবূ বকর	২খ./৬৩১প.	–	২খ./২১৫প.	৫৫৪প.	৩খ./১৯৬প.	৮৫০	৩২২প.	৫খ.২৩১প.	৩খ./২০৫প.

পরিঃ ঘ - ৪

সালাতের ইমামগণ

ক্রমিক নং	নাম	বংশ /গোত্র	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	গোত্র /স্থান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আসাদ বিন জুরারাহ	খাযরাজ /নাজ্জার	ঘ	নিজ বংশের ইমাম	মদীনা	৬২১-৬২২খৃ.
২	মুস'আব বিন উমায়র	কুরায়শ /আব্দুদ-দার	ক	ঐ	ঐ	ঐ
৩	সালিম মাওলা আবী হুযায়ফাহ	পারস্যবাসী কুরায়শদের হালীফ	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ
৪	আবূ যায়দ	খাযরাজ	ঙ	ঐ	উমান	৮-৯হি./৬০০-৬৩১খ,
৫	ইতবান বিন মালিক	খাযরাজ/সালিম	ঙ	নিজ গোত্রের ইমাম	মদীনা /সালিম	১-১১ হি./৬২২-৬৩২খৃ.
৬	আবদুল্লাহ বিন উমায়র	আওস/খাতামাহ	ঙ	ঐ	খাতামাহ	ঐ
৭	শাদ্দাদ বিন সুমামাহ	কাব বিন আওস	এ্ঞ	ঐ	বনূ কাব বিন আওস	-
৮	মু'আয ইবন জাবাল	খাযরাজ/জুশাম	ঘ	ঐ	বনূ জশাম	-
৯	হানযালাহ বিন আবী হানজালাহ	আনছার আবী	ঙ	ঐ	কুবা	-
১০	আব্দুর রহমান বিন আওফ	কুরায়শ/যুহরাহ	ক	একবার ইমামতি করেন	তাবূক	-
১১	আবূ বকর	ঐ /তায়ম	ক	"	তাবুক	রজব -রমযান, ৯হি./অক্টোবর-ডিসে ৬৩২
১২	ঐ	ঐ	ক	১৭টি জামাতের ইমামতি করেন	মদীনা	১০-১৩ই রবিউল আউয়াল, ১১হি / ৫-৮ই জুন ৬৩২ খৃ.

পরি-ঘ-৩

মুফতীগণ [তথ্যের উৎস সমূহ]

		ই. হিশাম	ওয়াকিদী	ই. সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইব্‌ন খালদূন	ই. আমীর	ই. কাছীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	উমর ইবনুল খাত্তাব	–	–	৩৩৫প.	–	–	–	–	–	৪খ./৫২প.
২	আবূ বকর	–	–	৩৩৫	–	–	–	–	–	৩খ./২০৫প.
৩	উসমান বিন আফফান	–	–	৩৩৫	–	–	–	–	–	৪খ./৩৭৭প.
৪	আলী বিন আবূ তালিব	–	–	৩৩৫	–	–	–	–	–	৪খ./১৬প.
৫	আব্দুর রহমান বিন আওফ	–	–	৩৪০	–	–	–	–	–	৩খ./৩১৩প.
৬	মু'আয বিন জাবাল	–	–	৩৪৮	–	–	–	–	–	৪খ./৩৭৭প.
৭	উবায়য়ি বিন কাব	–	–	৩৫০	–	–	–	–	–	৪খ./ ৩৭৭প.
৮	যায়দ বিন সাবিত	–	–	৩৫০	–	–	–	–	–	৪খ./৩৭৭প.

www.pathagar.com

পরিঃ ঘ-৩

মুফতীগণ [ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা দাতা]

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	কখন ইসলাম গ্রহণ করেন	কাজের প্রকৃতি	স্থান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	উমর ইবনু'ল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	শরীয়া' সম্পর্কে ফতোয়া দান	মদীনা	১-১১/৬২২-৬৩২খৃ.
২	আবূ বকর	" তায়ম	ক	"	মদীনা	" "
৩	উসমান বিন আফফান	" উমাইয়াহ	ক	"	"	" "
৪	আলী বিন আবূ তালিব	" হাশিম	ক	"	"	" "
৫	আব্দুর রহমান বিন আওফ	" যুহরাহ	ক	"	"	" "
৬	মু'আয বিন জাবাল	খাযরাজ /জুশাম	ঘ	"	ইয়ামান	" "
৭	উবায়য়ি বিন কাব	" / নাজ্জার	ঘ	"	মদীনা	" "
৮	যায়দ বিন সাবিত	" "	ঘ	"	"	" "

www.pathagar.com

		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	মু'য়ায়িসা বিন মাসউদ	২খ.৩৪৯প.	৭০৬	–	ফুতূহ ৪২	৩খ.১৫প.	–	২২৪	–	৪খ/৩৩৪প.
১২	আমর বিন মুররাহ	–	–	১খ.৩৩৩প.	–	–	–	–	–	৪খ./১৩১প.
১৩	উরওয়াহ বিন মাসউদ	–	–	–	৪৪১	৩খ./৯৬প.	–	–	৫খ./২৯প.	৩খ./৪০৫প.
১৪	যাহহাক বিন সুফিয়ান	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./৩৬প.
১৫	জুরসূম বিন নাসহিব	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./২৭৬প.
১৬	সারিয়াহ বিন আওফা	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./২৯প.
১৭	সালসাল বিন শুরাহবীল	–	–	–	–	৩খ./১৮৭প.	–	–	–	২খ./২৯প.
১৮	ওয়াবর বিন বুহায়স	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./৮৩প.
১৯	জারীর বিন আবদুল্লাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ./২২৪প.
২০	আকরা বিন আবদুল্লাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./১০প.
২১	ফুরাত বিন হায়য়ান	–	–	–	–	–	–	–	–	৪খ./১৭৫প.
২২	যিয়াদ বিন হানযালাহ	–	–	–	–	–	–	–	–	২খ./২১৩প.
২৩	যিরার বিন আযওয়ার	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ./৩৯প.
২৪	নুআয়ম বিন মাসউদ	–	–	–	–	–	–	–	–	৫খ./৩৩প.

www.pathagar.com

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	মুহায়য়িসা বিন মাসউদ	আওস/হারিস	ঘ	ইসলাম প্রচার করেন	ফাদাক	ঐ
১২	আমর বিন মুররাহ	জুহায়নাহ	-	নিজের গোত্রের লোককে ইসলামে বায়আত করেন	জুহায়নাহ	ঐ
১৩	উরওয়াহ বিন মাসউদ	সাকীফ	ঞ	নিজের গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচার ও বায়আত দান	সাকীফ	ঐ
১৪	যাহহাক বিন সুফিয়ান	আমির /কিলাব	-	ঐ	কিলাব	ঐ
১৫	জুরসূম বিন নাশিব	কুযাআহ	ছ	ঐ	স্বগোত্র	ঐ
১৬	সারিয়াহ বিন আওফা	বনূ কায়স	-	-	বনূ মুররাহ	ঐ
১৭	সালসাল বিন শুরাহবীল	বনূ আমির	-	-	বনূ আমির	১০-১১হি. /৬৩১-৬৩২খৃ.
১৮	ওয়াবর বিন বুহায়স	খুযাআহ	-	নবীজীর (সাঃ) ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত একাজে নিয়োজিত থাকেন	ইয়ামান	ঐ
১৯	জারীর বিন আবদুল্লাহ	বাজীলাহ	ঞ	ঐ	যূ আল-কুলা	ঐ
২০	আকরা বিন আবদুল্লাহ	হিময়ার	-	ঐ	যূ যূদ ও মাররান	ঐ
২১	ফুরাত বিন হায়য়ান	রাবীআহ/ইজল	ছ	-	সুমামাহ/আসাদ	ঐ
২২	যিরাদ বিন হানযালাহ	তামীম/আমর	-	-	তামীম	ঐ
২৩	যিরার বিন আযওয়ার	আসাদ	ঞ	-	বনূ আস সায়দা	ঐ
২৪	নুআয়ম বিন মাসউদ	গাতফান/আশজা	ছ	-	যূ-আল-লিহয়ান জুবায়রী	ঐ

মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিম [তথ্যের উৎস সমূহ]

পরিঃ ঘ-১-২

ক্রমিক নং	নাম	ইবন হিশাম	ওয়াকিদী	ইবন সাদ	বালাযূরী	তাবারী	ইবন খালদূন	ইবন আসীর	ইবন কাসীর	উসদ
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	মুস'আব বিন উমায়র	–	–	১২২০	২৩৯	২খ.৩৭৫প.	৭৩০	–	১৫১	৪খ. ৬৬৮প.
২	আবদুল্লাহ বিন মাসউদ	–	–	–	–	–	–	–	–	৩খ.২৫৬প.
৩	উবায়য়ি বিন কাব	–	–	–	–	–	–	–	–	১৪৯
৪	সালিম মাওলা আবী হুযায়ফাহ	–	–	–	২৩৯	–	–	–	–	২খ./১২৭পৃ.
৫	ইবন উম্ম মাকতূম	–	–	–	–	–	৭৩০	–	–	৪খ.১২৭পৃ.
				৩৬৫						
৬	মু'আয বিন জাবাল	২খ.৫০০পৃ	৮৮৯ প.	২খ.১৩৭পৃ.	৩খ.৯৪প.	৩খ. ৯৪ প.		৮১৮	২৭২	৪খ.৩৬৮প.
৭	আবূ মূসা									৪খ.৩৭৬
	অথবা	–	৮৮৯	২খ.১৩৭প.	–	৩খ.৯৪প.	৮১৮	–	–	৫খ.৩০৮প.
	আবূ বকর	–	–	–	–	৩খ.৮২প.	–	–	–	৩খ. ২০৫ প.
৮	আব্বাদ বিন বিশর	–	–	২খ. ১৬১ প.	–	–	–	–	–	৩খ/১০০প.
৯	আলী বিন আবূ তালিব	২খ.৫৪৫	১০৭০	২খ.১৬৮প.	৩৮৩প.	৩খ/১২২প.	৮২৭	২৮৯	৫/৩৭	৪খ.১৬প.
১০	আওস বিন হাদসান	–	–	–	–	–	–	–	–	১খ.১৪১প.

www.pathagar.com

Encyclopaedia of Islam, Ist Ed. Leiden 1913-38; 2nd Ed. Leiden 1954 (in progress).
Encyclopaedia of the Jewish Religion, 1965.
Encyclopaedia of Judica, Jerusalam, 1971.
Encyclopaedia of Religion and Ethics, 1908-27.
Fuck, Johann, *Muhammad Ibn Ishaq*, Frankfurt 1925.
Gabrieii, F,
(i) *A Short History of the Arabs*, London 1965.
(ii) *Muhammad and the Conquest of Islam*, London, 1968.
Gibb, H. A. R.
(i) *Studies on the Civilization of Islam*, London 1962.
(ii) *The Arab Conquests in Central Asia*, London, 1932.
Glubb, J. B., *The Life and Times of Muhammad*, London 1970.
Goitein, S. D.
(i) *Studies in Islamic History and Institutions*, Leiden 1966.
(ii) *Jews and Arabs: Their Contacts through the Ages*, New York 1955.
Goldziher, I., *Muslim Studies*, London 1967.
Graetz, Heinrich, *History of the Jews*, Philadelphia 1894.
Grimme, H., *Mohammad*, Munster, 1892-95.
Grunebaum, G. E., *Classical Islam*, London 1970.
Guillaume, A.
(i) *the Life of Muhammad*; A Translation of Ibn *Ishaq's Sirat Rasul Alah*, London 1955, 1970.
(ii) *The Traditions of Islam*, Beirut 1966.
Hamidullah, M.,
(i) *Muhammad Rasul Allah*, Hyderabad Deccan 1974.
(ii) *Battlefields of the Prophet Muhammad*, Hyderabad Deccan 1973.

www.pathagar.com

(iii) *The First Written Constitution in the World*, Lahore 1968.

(iv) *Muhammad Ibn Ishaq*, Karachi 1967.

Hell, J., *The Arab Civilization*, London 1926.

Hitti, Ph. K.,

(i) *The History of the Arabs*, New york 1964.

(ii) *Islam A Way of Life*, London 1970.

(iii) *History of Syria*, London 1951.

(iv) *The New East in History*, New York 1961.

(v) *Makers of Arab History*, London 1969.

Hussain, Athar, *Prophet Muhammad and His Mission*, Bombay 1967.

International Encyclopaedia of the Social Sciences, 1968.

Irving, Washington, *Life of Mahomet*, London 1876.

Khadduri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam*, Baltimore 1960.

Lambton A. K. S., *Landlords and Peasants in Persia*, Oxford 1953.

Lammens, H., *Islam, Beliefs and Institutions*, London 1929.

Lane, E. W., *An Arabic-English Lexicon*, London & Edinburgh 1863-93.

Lane Poole, S.,

(i) *Catalogue of Muhammadan Coins in the British Museum*, London 1876.

(ii) *The Muhammadan Dynasties*, Paris 1894.

Lecomte, G, *Ibn Qutaiba*, Damas 1965.

Le-Strange, G., *The Lands of the Eastern Caliphate*, Cambridge 1930.

Levy, R,

(i) *The Social Structure of Islam*, Cambridge 1962.

(ii) *Persia and the Arabs*, (in the legay of Persia)

www.pathagar.com

Lewis, B.,

(i) *The Arabs in History*, London 1964.

(ii) *The Origins of Isma'ilism*, Cambridge 1940.

Lewis, B, & Holt, P. M. (ed.), *Historians of the Middle East*, London 1962.

Lokkegaard, F., *Islamic Taxation in the Classical Period*, Copenhagen 1950.

Maududi, Abu al-A 'la, *Islamic May of Life*, Delhi 1967.

Margoliouth, D. S.

(i) *Muhammad and the Rise of Islam*, London 1905.

(ii) *Lectures on Arabic Historians*, Calcutta 1930.

(iii) *The Early Development of Mohammadanism*, London 1914.

Miles, S. B., *The Countries and Tribes of the Persian Gulf*, London, 1966.

Muir, W.,

(i) *The Life of Muhammad*, Edinburgh 1923.

(ii) *The Caliphate*, Beirut 1963.

Nicholson, R. A., *Literary History of the Arabs*, Cambridge 1953.

Noldeke, Th., *Sketches from Eastern History*, Eng, tr, J. S. Black, London, 1892.

Ockley, S., *The History of the Saracens*, London 1847.

O'Leary, De Lacy, *Arabia Before Muhammad*, London 1927.

Omar, Faruk, *The Abbasid Caliphate*, 132/750-170/786, London, 1967.

Petersen, E. E. *'Ali and Mu'awiyah*, Copenhagen 1964.

Pike, E. A., Mohammad, London 1968.

Rodinson, Mazime, *Mohammad*, Eng, Tr, Anne Caster, London 1976.

Rosenthal, F.,

www.pathagar.com

(i) *A History of Muslim Historioraphy*, Leiden 1968.
(ii) *The Muqaddima of Ibn Khaldun*, Eng, tr, London 1959.

Smith, R. W., *Kingship and Marriage in Early Arabia*, London 1903.

Sha'ban, M. A., *Islamic History A. D. 600-750*, Cambridge 1971.

Torry, C. C., *The Jewish Foundation of Islam*, New York 1967.

Watt, W. M.,
(i) *Muhammad At Mecca*, Oxford 1953.
(ii) *Muhammad At Medina*, Oxford 1953.
(iii) *Muhammad Prophet and Statesman*, London 1961.
(iv) *Islamic Political Thought* (Islamic Surveys, 6), Edinburgh 1968.
(v) *Islam and the Integration of Society*, London 1966.

Welhhausen, J., *The Arab Kingdom and its Fall*, London 1973.

Wehr Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*,

Wherry, E. M., *A Comprehensive Commentary on the Qur'an: Comprising Sale's Translation and Preliminary Discourse*, London 1896.

Urdu

'Abd al-Ra'uf Danapuri, *Asahh al-Siyar*, Karachi 1957.

'Abu al-kalam 'Azad;
(i) *Rasul Rahmat*, Delhi 1982.
(ii) *Tarjuman al-Qur'an*, New Delhi 1966.
(iii) *Jihad Aur Islam*, Delhi 1974.

Ashraf 'Ali Thanwi, *Nashr al-Tib Fi Zikr al-Nabi al-Habib*, Delhi 1982.

Hamidullah, M. Dr.,
(i) *Nabi Akram Ki Siyasi Zindagi*, Karachi 1369/1949.

www.pathagar.com

(ii) *'Ahd Nabawi Ke Maydan Jang*, Hyderabad Deccan n. d.

(iii) *'Ahd Nabawi ka Nizam-i-Hukmrani*, Hyderabad 1369/1949.

(iv) *Muhammad Rasul Allah*, Lahore 1982.

Kandhalwi, Muhammad Idris, *Sirat al-Mustafa*, Delhi 1980.

Manshrpuri, Shah Muhammad Sulayman, *Rahmat li al-'Alamin*, Lahore 1912.

Maududi, S. Abu al-A 'al

(i) *Sirat Sarwar 'Alam*, Delhi 1981.

(ii) *Khilafat-o-Mulukiyat*, Delhi, 169.

Nadwi,Abu al-Hasan 'Ali, *Nabi-i-Rahmat*, Luchnow 1978.

Nadwi, Shah Mu 'in al-Din, *Tarikh-i-Islam*, Azamgarh 1953.

Nadwi, Sayyid Sulayman,

(i) *Sirat al-Nabi*, Azamgarh 1971.

(ii) *Khutabat-i-Madras*, Azamgarh 1971.

(iii) *Rahmat 'Alam*, Azamgarh 1972.

(iv) *Arz al-Qur 'an*, Azamgarh 1971.

Shafi,'Mufti Muhammad, *Sirat Khatam al-Anbiya*, Lahore Idarah-i-Islamiyat ed.

Shibli, Nu'Mani, Sirat al-Nabi. Azamgarh 1971.

Siddiqui, Na'im, *Muhsin Insaniyat*, Delhi 1975.

Journals : Arabic

Al-Dirasat al-Islamiyah, Islamadad

Majallah Abhath al-Iqtisad al-Istami, Jeddah.

Majallah al-Majma 'al-'Ilmi al-'Arabi, Damascus

Majallah al-Majma' al-'Ilmi al-'Iraqi, Baghdad.

Majallah Kulliyat al-Adab, Baghdad.

Majallah Kulliyat al-Adab, Cairo.

Majallah kulliyat al-Shari' ah, Baghdad.

Majallah al-Lughah al-'Arabiyah bi Dimashq, Damascus.

www.pathagar.com

Englhish :

American Journal of Semetic Languages and Literature.

Arabica.

Archiv Orientlani.

Bulletin of Islamic Studies.

Bulletin of the John Rylands Library.

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London.

Der Islam.

Hamdard Islamicus.

Indo-Iranica.

International Journal of Islamic and Arabic Studies.

International Social Science Journal.

Islam and the Modern Age.

Islamic and Comparative Law Quarterly.

Islamic Culture, Hyderabad Deccan.

Islamic Querterly.

Islamic Review.

Islamic Studies.

Israel Oriental Studies.

The Jewish Quarterly Review.

Jewish Social Studies.

Journal of Asian Studies.

Journal of Asiatique.

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

The Journal of the Economic and Social History of the Orient.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Journal of Semetic Studies.

www.pathagar.com

Journal of Research in Islamic Economics.
Journal of the World History.
The Muslim World.
Numismatic Chronicle.
Proceedings of the American Academy for Jewish Research.
Proceedings of British Academy.
Studia Islamica.
Studies in Islam.
The World of Islam.
Urdu
Burhan, Delhi.
Fikr-D-Nazar, Delhi, Islamabad.
Al-Furqan, Lucknow.
Al-Haqq, Peshwar.
Islam Aur 'Asr Jadid, New Delhi.
Jami'a, New Delhi.
Maarif, Azamgarh.
Majallah 'Uloom Islamiyah, Aligarh.
Majallah 'Uloom al-Quran Aligarh.
Nawa-i-Adab, Bambay.
Tahqiqat-i-Islami, Aligarh.
Tahzib al-Akhlaq, Aligarh.
Zindaqi, Delhi.

www.pathagar.com

নির্ঘন্ট

আ

আউফ ঃ ৬৮।

আউফ বিন কা'ব ঃ ২৮৩।

আউফ বিন মালিক ঃ ৬৫।

আওন ঃ ৭৫।

আওস (গোত্র) ঃ ১ , ২, ৪, ৮, ৫৭, ৫৮, ৭৮, ৯০, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৫, ১৭৮, ১৮২, ১৮৩, ২০০, ২০২, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২৩০, ২৩৫, ২৩৬,২৬৯, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৩, ৩২৪, ৩২৯।

আওস ইবন খাওলী ঃ ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৫, ১৮১, ১৮৫।

আওস ইবন মিয়ার ঃ ৩৩২।

আওস ইবন হাদাসান বিন হাওয়াযিন ঃ ৩৩৪।

আওতাস (অভিযান) ঃ ১৫৭।

আওসাজ্জা ইবন হারমালা ঃ ২৯৭।

আকরা, আল ইবন হারিস ঃ ১০৩. ২৮৩।

আকয়াল ঃ ৯৭, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৯, ২৮৪, ২৯০।

আকরা, আল-বিন আবদুল্লাহ আল–হিময়ারী ঃ ৯০, ২১৪।

আকাবা ঃ ১, ২, ২৩, ৮২, ১৮২, ২৩৬, ২৩৭।

আকরব ইবন আবদুল কায়স ঃ ২৯০।

আকরাম ইবন আবি আল-আরকাম ঃ ২৮৪, ২৯৬।

আকিক ঃ ১৭১, ২৮৯, ২৯৮।

আকীল ইবন আবী তালিব ঃ ৩০১।

আকীল ইবন আবু আল–বুকায়র ঃ ৫৫।

আকৃ ঃ ২২৭।

আখনাস ইবন যাযীদ ঃ ৬৩।

আখরুহ ঃ ২৭৩।

আজুয (হাওয়ায়িন) ঃ ৭৩।

আজম, আল-ইবন সুফিয়ান (বালাভী) ঃ ৭৯. ৮১, ২৮৩, ২৮৮।

আজাম্ম, আল ঃ ২৯৮।

আত্তাব ইবন আসীদ ঃ ২২৩, ২২৯, ২৩২, ২৭৬, ২৯৩, ৩৩০, ৩৩৩।

আতীকা ঃ ৩২৯।

আদরাম ঃ ২১১।

আদান ঃ ২৮৯।

আদ্দা ইবন খালিদ ঃ ২৯৮।

আদী (গোত্র) ঃ ১৪৫, ১৪৮, ১৬৪, ১৬৮, ১৭১, ২১১, ২১৮, ২৬৬, ২৮৬, ২৮৭।

আদী বিন হাতিম আল–তাঈ ঃ ৬১,৭৬, ২৮২, ২৮৩, ২৮৮।

আদী ইবন আবি আল–জাগবা ঃ ১৭১।

আবদ ঃ ২৩৪, ৩২১।

আবদ উমান ঃ ২৯০।

আব্‌দ বিযা ঃ ৯৪।

আবওয়া, আল ঃ ১৫৩।

আবদ ইবন উসাইদ ঃ ৭৬।

আবদ আল–কায়স ঃ ২৩৪, ২৩৫, ২৭৭।

আবদ মানাফ ঃ ৭৯, ২৯৭।

আবদুর রহমান ইবন আওফ ঃ ১৯, (আজ–জুহনী) ৮৩, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৮১, ২১১, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৮, ২৮৩, ২৮৯, ২৯৪, ৩২০, ৩২৭, ৩৩১।

আবদুর রহমান (ইবন আবু সাবরাহ) ঃ ৫৫, ৮৩, ৯২, ১৮১।

আবদুর রহমান ইবন উদায়স ঃ ৭৮।

আবদুর রহমান ইবন আবি বকর ঃ ৩০১।

আবদুল আশহাল ঃ ৩২৯।

আবদুল কায়স ঃ ৯৮,১০০, ১০১, ২৯০, ২৯৯, ৩৩০।

আবদুল মুত্তালিব ইবন রবীয়াহ ঃ ২৮১।

আবদুল্লাহ ঃ ৭৫, ৮০, ২৯৮।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ঃ ৭০, ৩২৪, ৩২৭, ৩২৮।

আবদুল্লাহ যিন আওসাজ্জাহ আল-উবায়ী ঃ ৪৮।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইবন আমর বিন আল-আস ঃ ৩২৪, ৩২৮।
আবদুল্লাহ ইবন আতীক ঃ ১৬১, ১৬৫।
আবদুল্লাহ ইবন আবী হাদরাতুল-আসলামী ঃ ১৭২।
আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর ঃ ২০৮।
আবদুল্লাহ ইবন আরকাম ঃ ২০৯।
আবদুল্লাহ ইবন আবি আওফ ঃ ৮৮।
আবদুল্লাহ ইবন আসলাম ঃ ৭৮।
আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসির ঃ ৯০।
আবদুল্লাহ ইবন উবায়্যি ঃ ২২০, ২২১।
আবদুল্লাহ ইবন উমর ঃ ১৬০, ৩২৪, ৩২৮, (খাতামী) ৩২৯।
আবদুল্লাহ ইবন উনায়স ঃ ১৬, ৮২।
আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহাব আল-আসলামী ঃ ২১৫, ৩০১।
আবদুল্লাহ ইবন কা'ব (আল-খাযরাজী) ঃ ১৭৬, ১৭৮।
আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ঃ ৯, ১৪৬, ২৫৯, ২৯৭।
আবদুল্লাহ ইবন আর-রাজী ঃ ৭৬।
আবদুল্লাহ ইবন নুয়ায়ম ঃ ৬৫, ১৭৫।
আবদুল্লাহ ইবন যুহায়নাহ ঃ ৬৩।
আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র ঃ ১৬২, ১৬৫, ৩২৮।
আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ ঃ ৭৮।
আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ঃ ২০৮, ২২৮।
আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবীয়াহ আল-মাখযুমী ঃ ১৬৩, ১৬৫, ২২৮।
আবদুল্লাহ ইবন জামাহ আযদী ঃ ২২১।
আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ঃ ১৫১, ১৭০, ১৭১, ২০১, ২১৩, ২১৯, ২২০, ২৬৮, ২৯২।
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ঃ ৭৫, ১২৪, ১৭১, ২৩৮, ২৯৬, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৭।
আবদুল্লাহ ইবন মুত্তালিব ঃ ৭৮।
আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল ঃ ৫৮।
আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (হাকাম) ঃ ২২৯, ২৭০।
আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ঃ ২০৬, ২০৭।
আবদুল্লাহ ইবন সাল্লাম ঃ ১৭০, ১৭১, ১৭৬।
আবদুল্লাহ ইবন আশ-শিখখীর ঃ ৭১।
আবদুল্লাহ ইবন হুযায়ফাহ (আস-সাহমী) ঃ ১৪৫, ২১৩।
আবদুল আযীয ইবন আসাম ঃ ৩৩২।
আবদুদ্দার ঃ ২, ১৬৬, ১৬৮, ৩১৯, ৩৩৫।
আবস ঃ ৬১, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ২৮৯।
আবনা, আল ঃ ৯১, ৯৭, ১২৪, ২১৫, ২৮৩।
আবু আমীর ঃ ৮৭,১৫৮।
আবু আল-আস ইবনুর রাযী ঃ ২৬৩।
আবু আল-আস ঃ ২০৫।
আবু আইউব আনসারী ঃ ২৫৫।
আবু আকরাম ঃ ৩০১।
আবু আমীর ইবন মালিক আল-কিলাবী ঃ ৩২০।
আবূ ইউসূফ ঃ ২৬৬, (কাযী) ২৬৮।
আবূ উবায়দা ইবনুল-জাররাহ ঃ ২২ (আল ফিহরী) ১৪৫, ১৪৭, ১৫১, ১৫২, ১৫৮, ২২৫, ২৬২, ২৭৪, ২৮৩, ৩২৩।
আবূ উনাস ইবন যুনায়ব ঃ ৫৫।
আবূ উমামাহ ইবন সূদা বিন আজলাম ঃ ৭৫।
আবূ উহায়হা ঃ ২৩০।
আবূ উমামাহ বাহিলী ঃ ২১৭।
আবূ উমামাহ আসাদ বিন যুরারাহ ঃ ২৩৭।
আবূ কাতাদাহ ইবন রীবী ঃ ২৬৪।
আবূ কাতাদাহ ঃ ১৭৭।
আবূ খিযামাহ ঃ ৮০।
আবূ জুহায়নাহ আল-আনসারী ঃ ১৭৭।
আবূ জাহল ঃ ১২।
আবূ তালহা ঃ ২৫৭।
আবূ তালিব ঃ ২৩৫।
আবূ আদ-দারদা ঃ ৩২৪, ৩২৭।
আবূ দাউদ ঃ ২৫৮, ২৭৬, ২৮৪, ২৯৩, ৩২৩, ৩২৮, ৩২৯।
আবূ দুজানা ঃ ২৬৬।
আবুদ ঃ ২২৪।
আবু নাবকা ঃ ৩০১।
আবি জুবান ঃ ৯৫।

আবী ফায়সাল ঃ ৩২৯।

আবান ঃ ৩২৬।

আবান ইবন সাঈদ ঃ ১৪৬, ২২৪, ২২৯।

আব্বাদ ঃ ১০২।

আব্বাসী ঃ ২২১, ২৩৮।

আব্বাস ইবন মিকদাস ঃ ২৯৮।

আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব ঃ ২৫৮, ২৯৬, ৩০০, ৩৩৫।

আব্বাস ইবন মিকদাস (আস-সুলামী) ঃ ৬৩, ৮৬, ২২০, ২৮৩, ২৮৯।

আবিসিনিয়া ঃ ২৩, ৫৩, ৫৯, ৬১, ১০৩, ১৫২, ১৫৩, ১৭৮, ১৮৩, ২১০, ২১৩, ২৭৬, ৩২৯।

আবু বুশ্রা ঃ ৩০১।

আবুবকর (ইবনে কুহাফা) ঃ ৬২, ৬৩, ৬৮, ১৪৫, ১৫২, ১৫৬,১৬৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২২০, ২২১, ২২৩, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৩, ২৬৬, ২৮০, ২৮২, ২৮৮, ২৯৬, ২৯৭, ৩০১ ৩০২, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩১, ৩৩২,৩৩৩, ৩৩৪।

আবু বাকরা ঃ ৩২৮।

আবু মাহযূরা ঃ ৩৩২।

আবু মালিহ ঃ ৭৪।

আবু মালিক ঃ ৮৭।

আবু মিহসিন ঃ ৭৪।

আবি মিকৃওয়াক ঃ ৯৪।

আবু মূসা ঃ ২২১, ৩২৭।

আবু মূসা আল-আশআরী ঃ ৮৭, ২২৭, ২৩৮, ২৮১, ৩২৫, ৩২৬।

আবু যার গিফারী ঃ ১২, ৫৪, ৫৬, ৮৭, ২৯৪।

আবু যায়দ আল-আনসারী ঃ ১০২, ৩৩০।

আবু যায়দ বিন আমর ঃ ৮৪।

আবু যাওয়া আরয ঃ ২৯৮।

আবু যুবায়দ ইবনুস-সালত ঃ ২৯৩।

আবু আল-যিবার ঃ ৭৯।

আবু যুহায়ফাহ ঃ ৭০।

আবু রাফে ঃ ১৭৬, ২৬৬।

আবী রাবীয়াহ আল-মাখযূমী ঃ ২১৪।

আবু আর-রাওয়া ঃ ৫৯।

আবু রুহম (কুলসুম বিন আল-হুসাইন) আল-গিফারী ঃ ৫৫, ৮৭, ১৭৭, ২০১।

আব্বাদ ইবন বিশর (আল-আশহালী) ঃ ১৫৯, ১৬৫, ১৬৯, ১৭১, ১৮৩, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৭।

আবু লায়লা খাযরাজী ঃ ১৭০।

আবু লুবাবাহ বশীর ইবন আবদ আল-মুনযির ঃ ২০০, ২০১।

আবু সালামাহ ইবন আবিল আসাদ ঃ ১৪৫, ১৫০, ১৫১, ১৫২।

আবু সালাবাহ ইবন আবদুল আসাদ ঃ ২০০, ২৬৬, ২৯৬ ২৯৮।

আবু সালামাহ আল-খুশায়নী ঃ ৮২, ২২৩।

আবু সাবরাহ ইবন যায়দ ঃ ৯২।

আবু সাঈদ আল-খুদরী ঃ ৩২৮।

আবু সালমাহ ইবন আবদুল কায়স ঃ ৭৬, ১৭৪, ২৬১।

আবু সুফিয়ান (ইবন হারব) ঃ ৭৮, ১৪৫, ১৪৬, ১৬৯, ১৮১, ২০৫, ২১০, ২১৪, ২২৬, ২২৯, ২৩০।

আবু সুফিয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব ঃ ৩০১।

আবু হাসমাহ আল-হারিসী ঃ ১৭৪।

আবু হাদরাহ আল-আসলামী ঃ ১৭৪।

আবু হালা হিন্দ ইবন জুরারাহ ঃ ১০৩।

আবু হাযিম আল-ফাকীহ ঃ ৮৮।

আবু আল- হায়সাম ঃ ২৯২।

আবু হাসমাহ আমির ইবন সাঈদ আল-খাযরাজী ঃ ২৯২।

আবী হুযায়ফাহ ঃ ৩২৮।

আবু হুরাবারা ঃ ২৭২।

আবু হুরায়রা দাওসী ঃ ৫৯, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৭।

আলা, আল-ইবনুল হাজরামী ঃ ৯৭, ১০০।

www.pathagar.com

আশাঈ–আল ঃ ৭৮।

আযদ শানূয়াহ ঃ ৫৮, ৫৯, ৬০।

আজা (গোত্র) ঃ ৭৫।

আদরাম ঃ ২৮৬।

আদন ঃ ৩২৬।

আনমার ইবন বাগীয ঃ ৬৮, ৬৯, ২৮৩।

আনসার ঃ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১১, ৬০, ৬৪, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ১০১, ১৪৩, ১৪৭, ১৫৫, ১৬৩, ১৬৭, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২১১, ২২০, ২২৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৫, ২৬৬, ২৭৫, ২৮৬, ২৯৬, ২৯৭, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯।

আনাস ঃ ১৭১, ৩২৭।

আনাস ইবন মালিক ঃ ৪, ২২১, ৩২৩, ৩২৮।

আনয (গোত্র) ঃ ১০৪।

আনয ইবন ওয়াইল ঃ ১০৪।

আনবার –আল ঃ ১০২।

আন্স ঃ ৯০, ৯১।

আনাসাহ ঃ ২২১।

আনবাসাহ ঃ ৮১, ২৭৯, ২৮০, ২৮৯।

আনওয়াতান ঃ ২৬৭।

আনমার ঃ ২৮৯।

আনবা আল–আম্বিয়া ঃ ২২১।

আনাস ইবন কাতাদাহ ঃ ২০৩।

আনাজাহ ঃ ১৬৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪, ২০৯।

আমর ঃ ২১৪, ২৭৪।

আমর ইবন আওফ ঃ ৩, ৩২৯।

আমর ইবনুল আস ঃ ২২, ৭৬, ১৪৬, ২২৪, ২৩৪, ২৬৪, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ২৮৫, ২৯০, ৩৩০, ৩৩১।

আমর ইবন উমাইয়াহ জামুরী ঃ ৫৪, ১৪৭, ১৭২, ১৭৩, ২১৩, ২১৪, ২১৫।

আমর ইবন মুররাহ ঃ ৫৮, ৩২২।

আমর ইবন তুফায়ল ঃ ৫৯, ২১৯।

আমর ইবন আবাসাহ ঃ ৬২।

আমর ইবন ফুহায়রাহ ঃ ৬৩।

আমর ইবন বুজায়র ঃ ৭১।

আমর ইবন সুমালী ঃ ৭২, ৩৩৪।

আমর ইবন রবীয়াহ ঃ ১০৪।

আমর ইবন সুবায় আর–রূহাবী ঃ ৯৩।

আমর ইবন আবদুল্লাহ ঃ ৯৫।

আমর ইবন আবদুল কায়স ঃ ১০০, ৩২৪।

আমর ইবনুল হারিস ঃ ১০০।

আমর ইবনুল আস (আস–সাহমী) ঃ ১০২, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ২১৪, ৩২১, ৩২৬।

আমর ইবন সালামাহ ঃ ৮২, ৩২৫, ৩৩০।

আমর ইবন জুরহুম ঃ ৮২।

আমর ইবন হানযালাহ ঃ ২৮৩।

আমর ইবন আবী সায়ফী ঃ ২৮৮।

আমর ইবনুল হাকাম ঃ ২৮৯।

আমর ইবন হাযম ঃ ২১৫, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৩১, ২৭৩, ২৭৭, ২৭৯, ৩১৯, ৩২২, ৩২৬।

আমর ইবন আওফ ঃ ২৩৭।

আমর ইবন জামূহ ঃ ২৩৮।

আমর ইবন মালিক ঃ ২৩৮।

আমর ইবন সুহায়ল ঃ ২২০।

আমর ইবন সাঈদ ঃ ২২২, ২২৯, ২৯২, ২৯৩, ৩২৬।

আমর ইবন উম্মে মাকতূম ঃ ২০১, ৩৩২।

আমর ইবন লুআয়য়ী ঃ ২১১।

আমর ইবন আবদ নাহম ঃ ১৭৪।

আমর ইবন আল– কা'ব ঃ ১৭৭।

আমর ইবন আমীর বিন রবীয়াহ ঃ ২৯৮।

আমর ইবন ইকরামা ঃ ২৯৮।

আম্মান ঃ ২৩।

আম্মার ইবন ইয়াসীর ঃ ১৭১, ১৮৩, ২৯৬, ৩২৭।

আমীর (গোত্র) ঃ ১৪, ৮৭, ২০২, ২২২, ২৩৯, ২৮২।

আমীর ইবন তুফায়ল ঃ ১৫।

আমীলাহ (গোত্র) ঃ ২২।

www.pathagar.com

আমরাতী (বণিক) ঃ ২২।

আমীর ইবন আকীল ঃ ৫৫।

আমীর ইবন আকওয়া ঃ ২২০।

আমীর ইবন সা'সাআহ ঃ ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩।

আমীর ইবন আবদুল আসওয়াদ ঃ ১০৫।

আমীর-ই সারায়াহ ঃ ১৪৫।

আমীর ইবন মাদী কারব ঃ ৯২।

আমীর ইবন শাহর আল-হামাদানী ঃ ২২৭।

আমাশ ইবন রবীয়াহ ঃ ৯০।

আম্মার ঃ ৯০, ১৫৩।

আমীর ইবন ফুহায়রাহ ঃ ২০৯।

আমীর ইবন মালিক বিন জাফর ঃ ২৮৩।

আমীল ঃ ৭৫, ২০০, ২৩৯, ২৭৯, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৯, ২৯০, ২৯৩, ২৯৫।

আযরুহ ঃ ২৩, ২২৫, ২৭৪।

আযল ঃ ৬২, ৩২১।

আযদ (গোত্র) ঃ ৫৯, ৬০, ৯৫, (জুলাস) ৯৫, (উমান) ৯৫, ৯৮, ১০১, ১০২, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৭০, ১৮১, ২১৬, ২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৭৬, ২৮০, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৮, ২৮৯।

আযরাকী ঃ ২৩২।

আযদ ইবন আশহাল ঃ ২৩৭।

আরব ঃ ২,৩, ৬,৭, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৭১, ৭৭, ৭৮, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯১, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৮, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৮, ১৮২, ১৯৯, ২০২, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৬, ২৫৯, ২৬১, ২৭১, ২৭৩, ২৮৪, ২৮৬,২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৭, ২৯৯, ৩০২, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৩।

আরকাম ঃ ৫৫, ৫৬, ৭৫, (আল) ২০৯, ২১৭।

আরকাম ইবন কা'ব ঃ ৯৩।

আরতাহ ইবন শারাহীল ঃ ৯৩।

আরীশ ঃ ৮৫।

আরাফাত ঃ ২৫৬, ৩২৯।

আরাফাত ইবন আরকাম ঃ ২০৮।

আরজ-আল ঃ ২৭৪।

আলী ইবন আবী তালিব ঃ ৩, ১৯, ২৪, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ১৫২, ২৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৭, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১৩, ২১৭, ২২০, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৮, ২৮০, ২৮৩, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৬, ৩৩৩, ৩৩৪।

আলকামাহ ইবন ফারাওয়াহ আল-খুযায়ী ঃ ১৭৫, ২১৪।

আলকামাহ ইবন মুয়াযজিজুল মুদলিজী ঃ ২৩, ৫৪, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫।

আলী ঃ ৫৫, ৭৬, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ১৪৬, ২০৯, ২৩৮, ২৬৩, ২৬৫, ২৯২, ৩০০, ৩২৭।

আলী ইবন সা'দ ঃ ২৮৮।

আলা, আল-বিন উকবাহ ঃ ২০৮, ২০৯, ২১৭।

আলা, আল-বিন আল-হাযরামী ঃ ২০৮, ২১৪, ২২৪, ২৩০, ২৩৪, ২৭২, ২৯০, ২৯১, ৩২১, ৩২৬।

আশ্যাহ (গোত্র) ঃ ৬৫, ৬৬, ২৮৯।

আশআরী ঃ ৮৭, ৮৮, ৯৩।

আশআর ঃ ১৫৮, ১৬৪, ১৬৫, ২২৭, ২২৯, ৩০১, ৩০২।

আশআশ ইবন কায়স কিন্দী ঃ ৯৬, ৩৩২।

আশার ঃ ২৮৯।

আশহাল আওস ঃ ১৬১, ১৬৭।

আসাদ (গোত্র) ঃ ৩, ৬, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৮, ৮৫, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৬১, ১৬৪, ১৬৭, ১৭১, ২১০, ২৩৫, ২৮২, ২৮৬।

আসাদ ইবন যুরারাহ ঃ ২৩৭, ২৩৮, ৩১৯, ৩২৩, ৩২৮।

www.pathagar.com

আসবাস ইবন আমর ঃ ১৯।
আসলাম (গোত্র) ঃ ৫৬, ৫৭, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৮, ২১১, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২৩৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৮১, ২৮৩, ২৮৭, ২৯৮, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩৪।
আসওয়াদ, আল-বিন আল-আনসী ঃ ৯৭, ২১৫, ২২৭।
আসওয়াদ ইবন সালামাহ ঃ ৯৬।
আসাজ্জ-আল ঃ ১০০।
আসমা বিনতে রুব্বান ঃ ৮২।
আসবাগ-আল, বিন আমর আল-কালবী ঃ ৮৩।
আসমা ঃ ৭৫, ২৪৩।
আসিম ইবন আদী ঃ ২৫৮, ২৬৮।
আসিম ইবন আবী সায়ফী ঃ ২৮৮।
আসহাবুস-সুফফাহ ঃ ৩২৩।
আহযাব (খন্দক) ঃ ১৮, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ২০৩।
আহলাফ, আল ঃ ৭৪, ২৮৩, ২৮৯।
আহল, আল-বায়ত ঃ ২৮১।
আহল, আল-সুফফাহ ঃ ২৫৭।
আহমদ ইবন হাম্বাল ঃ ২৩৯, ২৫৬।
আহমার ইবন মুয়াবিয়াহ ঃ ২০৯।
আয়লাহ ঃ ২৩, ৮৪, ২২৫, ২৩০, ২৭৩, ২৭৪, ৩২১।
আয়াস ইবন আকিল ঃ ৫৫।
আয়াস ইবন আওফ ঃ ২০৩।
আয়েশা বিবি ঃ ৩২৬, ৩২৭।

ই

ইকতা ঃ ৮১, ২৯৬, ২৯৭।
ইকতাস ঃ ৬৪, ৯৪, ২০৯।
ইকরামা বিন আবি জাহল ঃ ৭৩, ১০২, ২৫৭, ২১৫, ২৮০, ২৮৪।
ইকরামা ইবন খাসাফাহ ঃ ২৮৩।
ইক্দ, আল-আল-ফারীদ ঃ ২০৯।
ইউরোপ ঃ ১৫৫।
ইজল, আল- (গোত্র) ঃ ১০৪।
ইসা (ঈসা আ.) ঃ ২৩৬।
ইনসাফ ঃ ২৩৮।
ইমরান ইবন হুসায়ব ঃ ৩২৮।
ইতবান ইবন মালিকুল আনসারী ঃ ৩২৯।
ইব্রাহিম ইবন কায়স ঃ ৯৬।
ইবন আমর ঃ ১০৩।
ইবন আল-আরাবী ঃ ২১১।
ইবন আল-আসবাগ ঃ ২৩৪, (আল-কালবী) ২৮৯।
ইবন আবদুল মালিক ঃ ২৬৫।
ইবনুল আযদী ঃ ২৮১।
ইবন আসাকির ঃ ২০৭।
ইবন আবদুল বারর ঃ ২০৭।
ইবন আবি হুবায়শ ঃ ৩০১।
ইবন আদী বিন নাজ্জার ঃ ৩২৪।
ইবন আব্বাস ঃ ৩২৪।
ইবন আদী ঃ ৩২৯।
ইবন আবদুল্লাহ আল-বাজালী ঃ ৩৩৪।
ইবন ইসহাক ঃ ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৭, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৮৬, ১০৩, ১৬১, ২০০, ২০৭, ২১০, ২১৯, ২২০, ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২২৮, ২৩৬, ২৫৯, ২৬০, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৮২, ৩০২, ৩২৮, ৩৩৪।
ইবনে উম্মে মাকতুম ঃ ২০০, ২০১, ৩০৩।
ইবন উবায়্যি উয়ায়ম ঃ ২২১।
ইবনুল কায়্যিম ঃ ২৮৪, ২৮৫।
ইবন কুতায়বাহ ঃ ১০০, ৩৩২।
ইবন খালদূন ঃ ৯৯, ১৫৫, ১৫৬, ১৭৭, ২২৫, ২২৭।
ইবন খারাশাহ ঃ ২৬৬।
ইবনুজ-জাওযী ঃ ৩২৭।
ইবন তায়িহান আওসী ঃ ২৯২।
ইবন দুরায়দ আযদী ঃ ৫৮।
ইবনুন-নাহহাস ঃ ১০৫।
ইবন নুওয়ায়য়াহ ঃ ২৯০।
ইবন বদর ঃ ১০৮।
ইবন বিশর আল-আনসারী ঃ ৩২৬।

www.pathagar.com

ইবনুল লুতাবিয়া (আল-আযদী) ঃ ২৮৪, ২৮৫।
ইবনে সা'দ ঃ ৯, ১০ ১৮, ২১, ২৩, ২৪, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৩,৭৪, ৭৫, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৫, ১৬০, ১৬১, ১৬৯, ১৭৭, ২০০, ২০৭, ২১৪, ২২৪, ২২৭, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৪০, ২৬৬, ২৭৯, ২৮১, ২৮৩, ২৮৫, ২৯৪, ২৯৬, ৩২৪, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯,৩৩১, ৩৩২।
ইবনে সাখর ঃ ২৯২।
ইবনে হিশাম ঃ ৯, ১৭, ৫৫, ৯৮, ১০৩, ২০০, ২০১, ২০৭, ২১৩, ২২৭, ২৬০, ৩২৮।
ইবনে হাযম (আল-আন্দালুসী) ঃ ৫৫, ৬২, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮২, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৫, ২৯২, ৩৩৪।
ইবনুল হারিস আল মুযাযী ঃ ২৯৫, ২৯৭।
ইবন হাম্বল ঃ ৩২৩।
ইমরাউল কায়স ইবন আবীদ ঃ ৯৬, ২৮৯।
ইমামাহ (আল) ঃ ৯৯, ১০০, ১০২।
ইরাক ঃ ৯৮, ১০২, ২২৪, ২৬৩।
ইরান ঃ ২৪, ২১৩, ২২৯, ২৯৯।
ইরবান ইবন সারিয়াহ ঃ ৬৩।
ইলা ঃ ২০৫।
ইমরান আজ-জওফ ঃ ৩০২।
ইসলাম ঃ ২, ১২, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৫, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৮,১৮০, ১৮৩, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২১২,২১৯, ২২১, ২২৬, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৮, ২৫৬, ২৫৯, ২৬০, ২৭৬, ২৭৮, ২৮১, ২৮২, ২৮৬, ২৯১, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১,৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩১, ৩৩৩।
ইসলামী-রাষ্ট্র ঃ ৭, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৬, ৯৫, ১০১, ১৪১, ১৪৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬১, ১৬২, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৯৯, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২১০, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২১৯, ২২২, ২২৪, ২২৬, ২২৮, ২৩০, ২৩৩, ২৪০, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৮, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮, ৩০২, ৩১৮, ৩২০, ৩২২, ৩২৬, ৩৩১, ৩৩৩।
ইসলামী উম্মাহ ঃ ২, ৬, ৭, ১২, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২৪, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৭৭, ৮২, ৮৩, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ১৪৫।
ইসরাঈল ঃ ২৩৬।
ইসওয়াহ ঃ ৫।
ইসাবাহ, আল ঃ ২১৭, ২৫৬, ২৮৪, ২৯৯, ৩২৩।
ইস্তিমাতাহ্ ঃ ১৫৬।
ইস্তিয়াব-আল ঃ ২০৭।
ইস্তিমালাহ্ ঃ ২৯৫।
ইহুদী ঃ ৪, ৫, ৬,৭, ১৪, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ৬৫, ৭৬, ৯৫, ১০১, ১৪১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৯, ১৭০, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫,

১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২১৯, ২২২, ২৩২, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৫, ২৫৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৯১, ২৯৬,২৯৭, ৩০২, ৩১১।

ইয়াসরিব ঃ ১,৪, ৫৩, ৯০।

ইয়ানবু ঃ ১২, ২৯৬।

ইয়ামান-আল ঃ ২৪, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০২, ১০৪, ২৯৩, ২৯৮, ৩২১, ৩২৭।

ইয়াজান ঃ ৯০।

ইয়াহয়া ইবন আদম ঃ ২৬৬, ২৭৪, ২৭৬, ২৯৭।

ইয়ায়িদ ইবন আবি সুফিয়ান ঃ ২০৯, ২২২, ২২৯।

ইয়াযদি ঃ ২১০।

ইয়ামামাহ-আল ঃ ২১৩, ২৯৯, ৩২১, ৩২৫।

ইয়াযিদ বিন আল-তুফায়ল ঃ ২১৫।

ইয়াসার ঃ ২৯৪।

ইয়ালামলাম ঃ ১৫২।

ঈ

ঈস-আল ঃ ৮, ১১, ২৬৩।

উ

উকবা বিন রাবিয়াহ ঃ ৭৯।

উকাজ ঃ ৫২, ২৫৬।

উকবাহ ঃ ২৩৮, ২৩৯।

উকবাহ বিন নিমর ঃ ২২৮।

উকাইল বিন কিলাব ঃ ৭২।

উক্কাসা ইবন সাওর ঃ ৯৬, ২২৮।

উক্কাসাহ ইবন মিহসিন ঃ ১৪৬, ২৬২।

উকায়দী ঃ ১৮১, ২৬৪, ২৬৫, ২৮৪।

উকাইদী ইবন আবদুল মালিক ঃ ২৭৩।

উকাইল বিন কিলাব ঃ ৭২।

উকায়ল ইবন কা'ব ঃ ২৯৮।

উত্তয়ায়মির ইবন যায়দ ঃ ৩২৪।

উজয ঃ ২৮৩, ২৮৮।

উৎবাহ ঃ ৭৫।

উতবাহ বিন ফারকাদ আস-সুলামী ঃ ২৯৮।

উৎবাহ বিন গাযওয়ান ঃ ৬৩।

উৎবাহ বিন কাতাদাহ ঃ ৮০।

উনায়স ঃ ৫৪, ২৯৮।

উনায়স বিন আল-যাহহাক ঃ ২১৭।

উবায়দ ইবন সালাবাহ ঃ ৬২।

উবায়াদাহ ঃ ৮, ১১।

উবায়দাহ ইবনুল হারিস ঃ ৮।

উবায়া বিন উমায়াহ ঃ ৬৮।

উবায়ী ঃ ৮১, ২৭৯, ২৮৯।

উবাই বিন কা'ব ঃ ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২২৫, ২৩৮, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৭, ৩২৯।

উবায়দ বিন হাযম ঃ ৯২।

উবায়দা ইবন আল-জাররাহ ঃ ২২৬, ২৩৪।

উবায়দ বিন সাখর বিন লাযান ঃ ২২৮।

উবায়দাহ ইবন আওস ঃ ১৮৩।

উবায়দ ইবন মুরাবিহ আল- মুযানী ঃ ২৯৫।

উবায়দাহ ইবনুস-সামিত (আল-খায়রাজী) ঃ ১৭৬, ২৮৪, ৩২৩, ৩২৮।

উবায়দাহ ইবনুল হারিস ঃ ২৯৬।

উবাবা ইবন আশিয়াব ঃ ৩২২।

উমরাহ ঃ ৫৯, ৯৮, ২০৫, ২১৩, ৩৩৩, ৩৩৪।

উমাইয়াহ (গোত্র) ঃ ১৫, ৫৯, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৬৪, ২০২, ২১১, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৩৮, ১৩৯, ২৪০, ২৮৫, ২৮৬, ২৯২, ২৯৮, ৩২৩।

উমরাহ আল-কাযিয়াহ/কাযা ঃ ৬৭, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৯, ১৬২, ১৮১, ২০২, ৩৩৪।

উমায়র ঃ ৯০, ২০৯।

উমায়স ঃ ৭৫।

উমর ইবনুল খাত্তাব ঃ ১০৪, ১৪৫, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৫ ১৬৮, ১৭৭, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১২, ২১৩, ২১৭, ২২০, ২৪০, ২৫৬, ২৬৬, ২৬৯, ২৭০, ২৮৪, ২৯৬, ৩৩১।

উমর ঃ ৯২, ১৪৭, ১৫২, ২২১, ২২৩, ২২৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৬, ২৮২, ২৮৫, ২৮৮, ৩০০, ৩০২, ৩২০, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩২।

উমান ঃ ১০২, ২১৪, ২২৪, ২৩৪, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮৩, ৩২১, ৩২৬, ৩৩০, ৩৩৩।

উমরাহ আল-সারিয়াহ ঃ ১৪২।

উমরাহ আল-মাইমানাহ ঃ ১৪২।

উমারাহ ইবন হাযম ঃ ১৬৮, ২৫৫।

উমায়র বিন ওয়াহাব ঃ ২১৫।

উমাইয়াহ ইবন খুওয়ায়লিদ আল-যামূরী ঃ ১৭২।

উম্ম ঃ ১৮।

উম্মাল ঃ ২৩৪, ২৩৯।

উম্মে আবদ ঃ ৭৫।

উম্মে আনাস ঃ ২৫৮।

উম্মে আয়মান ঃ ২৫৮।

উম্মুল মুনযির ঃ ২৬২।

উম্মে কিরদাহ ঃ ২৬৩।

উম্মে হাকিম ঃ ২১৫।

উম্মে সালামাহ ঃ ২০৫, ৩২৮।

উম্ম রিযশা বিনতে উমর বিন হাশিম ইবনুল-মুত্তালিব ঃ ৩০০।

উম্মুল হাকাম বিনতে আল-যুবায়র ইবন আবদুল মুত্তালিব ঃ ৩০১।

উম্মে হানী বিনতে আবি তালিব ঃ ৩০১।

উম্মে তালিব বিনতে আবি তালিব ঃ ৩০১।

উম্মে হাবিবাহ বিনতে জাহশ ঃ ৩০১।

উযরাহ ঃ ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৩, ১৭৫, ২১১, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৯, ২৯৯।

উরায়নাহ (উপগোত্র) ঃ ৭২, ১৫২।

উরওয়াহ বিন মাসউদ ঃ ৭৪।

উরওয়াহ বিন আল-সালত ঃ ৬৩।

উশায়ারাহ, আল ঃ ৯, ১০, ১১, ১৫৩।

উশর ঃ ১০১, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৯০, ২৯১।

উসবাহ ঃ ১৬৯।

উশকূফ ঃ ৩২১।

উস্দ আল-গাবাহ ঃ ৮, ৯, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৪, ৬৭, ৮২, ৯৩, ১৫৭, ১৬৩, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ২১০, ২১৪, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২২৩, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩৮, ২৫৮, ২৮৪, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯২, ২৯৯, ৩২২, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৪।

উসমান (গোত্র) ঃ ৫৮, ২৫৬, ৩২৭।

উসফান ঃ ১৫৩, ১৬২,২৯৪।

উসমান বিন আফফান ঃ ৫৯, ৮৩, ১৬০, ১৮২, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১৩, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৯৬, ৩২৬, ৩৩২।

উসমান বিন উমায়র ঃ ৭৫।

উসামাহ ইবন যায়দ ঃ ১৫১, ১৫৫, ১৭৫, ৩০০।

উসায়বুক ইবন আবদুল্লাহ ঃ ১০১।

উসাইদ ইবন আমর আত-তামিমী ঃ ১০৩।

উসাইবুখত ঃ ২৩৪।

উসমান বিন আমর ঃ ২২৩ (আল-দুইলী) ২৮৮।

উসমান বিন আবি আল-আস ঃ ২৩৬, ৩৩০।

উসমান ইবন মুযুন ঃ ২৯৬।

উসাঈদ ইবন হুযায়র ঃ ১৬৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৮৩, ২০৪, ২৬৮, ৩২৬, ৩২৯।

উসমান ইবন তালহা ঃ ৩৩৫।

উহুদ ঃ ১৩, ১৬, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬৩, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৯, ১৭১, ১৭৪, ১৭৮, ১৭৯, ১৮২, ২০১, ২০৩, ২৫৯, ২৬১।

উয়ায়নাহ ইবন হিসন ঃ ১৭, ১৮, ৬২, ৬৬, (আল-ফাজারী) ২৬৪, ২৮০, ২৮২।

উয়ায়ফ বিন আল-আসবাগ ঃ ৫৫।

www.pathagar.com

উয়ূন ঃ ১৪২।
উয়ায়ন বিন সাঈদাহ ঃ ২২০।
উলুয়াত ঃ ২০০।

এ

এডেন ঃ ২২৭।

ও

ওয়াট ঃ ৪, ৫, ৬, ১৭, ৫৮, ৬৭, ৮৪, ৮৬, ২৩৩।
ওয়াজ্জ ঃ ২৯৫।
ওয়াত (যুদ্ধ) ঃ ২০০।
ওয়াদী আল-কুরা ঃ ১৮, ১৯, ৮১, ৮৪, ১৮৩, ২২২, ২২৯, ২৫৭, ২৬৩, ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ২৭৩, ২৭৮, ২৯২, ২৯৮, ৩০২।
ওয়াকিদী ঃ ৭, ৯, ১০, ১৭, ২৩, ৫৮, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৫, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৫, ১০৩, ১০৪, ১৫৩, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৯, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৮০, ১৮১, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২১০, ২২০, ২৬০, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৫, ২৮১, ২৮৬, ২৮৭, ২,৯৫, ৩০০, ৩০২, ৩৩০, ৩৩১।
ওয়াদ্দান (আবওয়া) ঃ ৯, ১১, (গাযওয়া) ১১, ২০০, ৩২৩।
ওয়াবিসা বিন মাবাদ ঃ ৬২।
ওয়ালিদ ইবন জুহায়র ঃ ৭৬।
ওয়ালিদ, আল-ইবন যুবায়র ঃ ১৭৪, ২৭০।
ওয়ালিদ ঃ ৭৬, ৯৮।
ওয়ালিদ ইবন উকবা ঃ ২৭৮, ২৮২, ২৮৭।
ওয়াফদ ঃ ৯৪।
ওয়ায়েল ইবন হুজর ঃ ৯৭।
ওয়াইল ইবন বকর ঃ ২৯০।
ওমান ঃ ১০১।
ওয়াকিয়া ইফক ঃ ২০৫।
ওয়াকিদ ইবন আবদুল্লাহ ঃ ১০২।
ওয়াকিম ঃ ৩২৯।
ওয়াইল (গোত্র) ঃ ১০৪ ১০৫।
ওয়াইল ইবন হুয়র আল-হাযরামী ঃ ২৯০।
ওয়াসিল বিন আল-আসকা আল-লায়সী ঃ ৫৬।
ওয়েল হাউসেন ঃ ৪, ৬।
ওয়ারদ ইবন খালিদ ঃ ১৫৮, ১৬৫।
ওয়ালী ঃ ১৬৩, ১৯৯, ২২২, ২২৫, ২৮১, ২৮২, ২৯০, ২৯১, ২৯৩, ৩২২, ৩২৬, ৩৩০, ৩৩৩।
ওয়াকিল (আওস) ঃ ১৬৭।
ওয়াইল ইবন হুযর ঃ ২০৯, ২৭৯, ২৮০, ২৮৪, ২৯০।
ওয়াহাব ইবন উমায়র ঃ ২১৫।
ওয়াহাব বিন উনায়সা আল-খুযাঈ ঃ ২১৪, ২১৫।
ওয়াক্কাস ইবন কুমামাহ ঃ ২৯৮।

ক

কনষ্টান্টিনোপল ঃ ৮৬।
কাতান (অভিযান) ঃ ৭৬, ১৭৪, ২৬১।
কাতান বিন জাইর ঃ ৮৩।
কাতাই (ইকতাস) ঃ ৯৪।
কাতিয়া ঃ ১০১, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০০।
কাতিফ ঃ ২২৪।
কাওয়াবিলাহ ঃ ২৩৭।
কাতিবাহ ঃ ২৬৭, ২৬৮।
কাতিব ঃ ১৯৯, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১১।
কাতাদাহ ইবন নুমান ঃ ১৮৩।
কাতাদাহ ইবন আওযায়ী ঃ ২৯৯।
কাত্তানী ঃ ২০৯, ২১২, ২১৫, ২১৭, ২২০, ২৩২, ২৩৮, ২৭৪, ২৮৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ৩২৪, ৩৩২।
কাদীদ ঃ ২৬৪।
কাদাস ঃ ২৯৭।
কানারা ঃ ১৮১।
কানযুল উম্মাল ঃ ৩২৩।
কাফির ঃ ১৭৫, ১৭৯, ৩১৮।
কাফিয়াহ ইবন আবু আল-আসদী ঃ ২৮৮।

কাফেলা ঃ ৮,৯,১০, ১১, ১২, ১৭।
কা'ব বিন জুহায়র ঃ ৫৮।
কা'ব ঃ ৭২, ২৮৯, ৩৩৪।
কাবিসাহ বিন আল-মুখারিফ ঃ ৭০।
কা'ব বিন রবীয়াহ ঃ ৭১।
কা'ব বিন আল-আশরাফ ঃ ৭৬, ২০৩, ২১৯।
কা'ব বিন উজরাহ ঃ ৭৮।
কা'ব আল-আহবার ঃ ৯৫।
কা'ব বিন আযরুহ ঃ ২১৯।
কা'ব বিন যুহায়র ঃ ২২০।
কা'ব বিন মালিক ঃ ২১৯, ২২০, ২৮৩।
কা'বা ঃ ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫।
কামূস-আল ঃ ১৮০।
কাল্ব (গোত্র) ঃ ১৯, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৭০, ২০২, ২১৬, ২৩৪, ২৩৫, ২৭৭, ২৮৩, ২৮৯।
কারাহ ঃ ৬২, ১৭৮।
কারাদাহ ঃ ২৬১।
কাররার ঃ ৩২১।
কালকাশান্দী-আল ঃ ২০৬।
কাশাদ আল-জুহানী ঃ ২৯৬।
কাসিম ইবন মাখরামাহ বিন মুত্তালিব ঃ ৩০১।
কাসির ইবন যিয়াদ ঃ ৬৭ ।
কাসীর ইবনুস্-সালত ঃ ৯৬।
কাস্তালানী ঃ ২২১।
কাহল ইবন মালিক ঃ ২৮৮।
কাহতান ঃ ৯৭।
কায়তানী ঃ ৪।
কায়ন, আল ঃ ৭৭।
কায়স, আল ঃ ৮৮, ৮৯, ১০০।
কায়স আয়লান ঃ ৬৪, ৬৯, ৭০, ৭৪, ৭৫, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৩, ২৮৬, ২৮৯।
কায়স বিন আসিম ঃ ৭১, ১০৩, ২৯০।
কায়স বিন আমর ঃ ৯৩।
কায়স ইবন নাসীবাহ ঃ ৬৪।
কায়স বিন উযরাহ আল-মাখমারী ঃ ৮৮।
কায়স বিন মালিক ঃ ৮৯।
কায়স ইবন মাকশূহ ঃ ৯২।
কায়স বিন মাখরামাহ বিন মুত্তালিব ঃ ৩০১।
কায়স বিন সাম্মাম ঃ ২০৯।
কায়স বিন সালামাহ বিন শাকহীল ঃ ৯২।
কায়স ইবনুস সাকান ঃ ৩২৪।
কায়স ইবন সালামাহ ঃ ২৯২।
কায়স ইবন সা'দ ঃ ২৫৮।
কায়স ইবন আবি সাসাআহ ঃ ১৬০, ১৬১।
কায়স ইবন আল-হুসায়ন ঃ ৯৪, ১৮৫, ২৯০।
কায়স আল হামাদানী ঃ ৩০৩।
কায়দামাহ ঃ ২৬৬।
কায়নুকা (বনি) ঃ ১৭০, ১৭১, ১৭৮, ২০১, ২৫৬।
কিতাব ঃ ৪, ২১, ১৪২।
কিতাবুল উসরা ঃ ২৭১।
কিতাবুল খারাজ ঃ ২৬৬, ২৬৮।
কিতাবুল মায়াসিল (সুনান) ঃ ৩২৯।
কিনানাহ (গোত্র) ঃ ৯, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৭০, ১৭৫, ২১৬, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ৩২১।
কিন্দাহ ঃ ৯১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১৫২, ১৫৩, ২১১, ২৩৪, ২৩৫, ২৮৯, ২৯০, ২৯৩, ৩৩২।
কিযলিয়া, আল ঃ ২৯৭।
কিলাব (গোত্র) ঃ ৭২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৬।
কিলাবী, আল ঃ ২৮১।
কিসরা (খসরু) ঃ ১০০, ২১৩, ৩২১।
কুতাবাহ বিন কাতাদাহ ঃ ৮০, ১৫৭, ১৫৮।
কুতাবাহ ইবন আমীর ঃ ২৬৪।
কুদর-আল ঃ ১৪, ১৬, ১৫৩, ২০১, ২৬১।
কুদামাহ বিন আবদুল্লাহ ঃ ৭০।
কুদামাহ ঃ ২৭২।
কুবা ঃ ৪, ২৫৮, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩২।
কুযাআহ ঃ ২২, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮২, ৮৪, ৯৪, ১০২, ১৫২, ১৬৬, ১৬৮, ২৩৪, ২৭৯, ২৮০, ২৮৩, ২৮৯, ৩২২।

www.pathagar.com

কুযাঈ বিন আমর ঃ ৮০, ২৮০, ২৮৩, ২৮৮, ২৯১।
কুযাত ঃ ২৩৮, ২৩৯।
কুরআন ঃ ৫, ১০০, ১৫৫, ১৭৮, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২১৭, ২২৩, ২২৭, ২৩১, ২৩৬, ২৫৭, ২৭৫, ২৭৮, ২৮২, ২৮৫, ৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩০, ৩৩৩।
কুরায়শ ঃ ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২২, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯০, ১০৩, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮, ১৭৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৮, ২১১, ২১২, ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৯, ২৩০, ২৫৬, ২৬৩, ২৭৬, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৩, ২৯৫, ৩১৯, ৩২৭, ৩৩২, ৩৩৫।
কুরজ আল-ফিহরী ঃ ৯।
কুরয ইবন জাবির ঃ ২৯৪।
কুররাহ বিন আয়াস ঃ ৫৮।
কুরায়যাহ (গোত্র) ঃ ৬৫, ১৫৮, ২৬২, ২৬৭।
কুররাহ বিন হুসায়ন ঃ ৬৮।
কুররাহ বিন কুমুস আন-নুমায়রী ঃ ৭১।
কুররাহ বিন হুবায়রাহ ঃ ৭১, (আল-কুরায়শ) ২৮৩,
কুরাইকিত, আল ঃ ১০০।
কুরা আরাবিয়াহ ঃ ২২২, ২২৯, ২৭০, ২৭৩, ২৭৮।
কুরাতা ঃ ২৬২।
কুরতুবী, আল ঃ ২০৭।
কুরাত ইবন রাবিয়াহ ঃ ২৯৯।
কুলসুম ইবন হিদম ঃ ৩, ২৫৮।
কুলসুম বিন আল-হুসায়ন ঃ ৫৪।
কুলাব ঃ ৯২, ২৩৪, ২৯০।
কুলাই, আল ঃ ২৮৪।
কুশায়র বিন কা'ব বিন রবিয়াহ ঃ ৭১।
কুসায়র ঃ ২৯৮।
কুসায়্যি ঃ ৩৩৫।
কূলা, আর-আল-যুলায়ম ঃ ২২৪।
কূলা ঃ ৮৮।

খ

খতিব ঃ ১৯৬, ১৯৯, ২২০।
খন্দক ঃ ৬৩, ৬৭, ১৫৩, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৩, ১৭২, ১৮০, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২৫৮।
খলীফা ঃ ১৫৮, ১৬৩, ১৭৪, ২০০।
খসরু (পারস্য সম্রাট) ঃ ১৯, ১০০।
খাওলান ঃ ৯৪, ২৩৪, ২৮৯।
খাওয়াত ইবন জুবায়র ঃ ১৭২।
খাযরাজ (গোত্র) ঃ ১, ২, ৮, ১৮।
খাযরাজ ঃ ৫৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২, ১৮৩, ২০০, ২০২, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৬, ২১৯, ২২২, ২২৫, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৩৬, ২৩৭, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৩, ৩১৯, ৩২৪, ৪২৯।
খাযরাজী-আল ঃ ২৯২।
খাযিরাহ ঃ ২৬৪।
খাজিন (তাফসীর) ঃ ৩২৪।
খাতৃ, আল ঃ ২২৪।
খাতামাহ/খাত্মাহ ঃ ১৬৭।
খাদীজাহ, হযরত; ঃ ১০৩, ২০৫, ৩০১।
খানসা ঃ ২২০।
খাব্বাব ঃ ৬৩।
খাব্বাব ইবনুল আরাত ঃ ১০২।
খাবিজাহ ঃ ১৭৪।
খারার, আল ঃ ৮, ৯, ১১।
খারাজ ঃ ১০১, ২৭৮, ২৯১, ২৯২।
খাররা ঃ ২৯৮।
খালিদ ইবন ওয়ালিদ ঃ ২২, ২৩, ২৪, ৫৪, ৬৪, ৬৭, ৭০, ৯৩, ১৪৩, (মাখযূমী) ১৪৫, ১৪৬,

www.pathagar.com

১৪৭, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৫, ২২৫, ২৬৪, ২৬৫, ২৯৭, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৬।

খালিদ ইবন আকিল ঃ ৫৫।

খালিদ ঃ ৫৫, ৬৪, ৯৪ (আল), ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৮৫, ৩২৬।

খালিদ বিন উরফাতা ঃ ৮০।

খালিদ ইবন সাঈদ বিন আল-আস ঃ ৯০, ১৪৬, ১৫১, ১৫২, ২০৭, ২০৯, ২২৭, ২২৯, ২৮৫, ৩২৬।

খালিদ ইবন যিয়াদ আল-আজদী ঃ ২১৫।

খালিদ ইবন সায়য়ার ঃ ৩৩৪।

খাশাফাহ আল-তামিমী ঃ ১০৫।

খাসআম ঃ ২৩, ৮৮, ৮৯, ৯৫, ২৬৪, ২৭৬, ২৯০।

খায়বার ঃ ১৯, ৫৫, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯৩, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৯, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২১০, ২১১, ২২২, ২৩০, ২৫৬, ২৫৮, ২৬৩, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৭৮, ২৭৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৭, ৩০০, ৩০২।

খায়ল ঃ ১৫৮।

খায়সামা বিন আল-হারিস ঃ ২০৩।

খিতাত ঃ ৩২২।

খিরাশ ইবন উমাইয়া ঃ ২১৩।

খুতবা ঃ ২৮৪।

খুবায়ব ঃ ২১৯।

খুমুস ঃ ৮১, ৮৫, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৮৯, ২৯০, ২৯৭।

খুযাইনাহ/খুযায়নাহ ঃ ৮, ১৬, ৬০, ৬২, ৭৫।

খুযায়াহ (গোত্র) ঃ ১৭, ৫৬, ৫৭।

খুযাআহ ঃ ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৫, (ইবন আবদ নাহম) ১৭৭, ১৭৮, ২১৩, ২১৬, ২৮৬, ২৮৭, ৩২৫, ৩৩৪, ৩৩৫।

খুযায়মাহ ঃ ২১৬ (ইবন আসেম), ২৮৯, ২৯০।

খুযাঈ, আল ঃ ২২১, ২৯২, ৩৩৫।

খুলাফা-ই রাশিদীন ঃ ৩২৪।

খুশায়ন ঃ ৭৭, ৩২২।

খৃষ্টধর্ম ঃ ২৪।

খৃষ্টান ঃ ৫, ২১, ২৩, ৯৫, ৯৮, ১০৫, ২০৬, ২০৯, ২১১ (ধর্মাবলম্বী) ২১৭, ২৩৬, ২৩৭, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ৩১৯।

গ

গনীমত ঃ ১৫৪, ১৬১, ১৭৪, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৭১।

গাওসী ঃ ৯৬।

গাওস বিন মুর ঃ ২২৯, ২৩০।

গাওরাহ, আল ঃ ২৯৮, ২৯৯।

গাতফান (গোত্র) ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২১৬, ২১৮, ২৮০, ২৮৬, ২৮৯।

গানাম ঃ ২৩৭, ২৭৭।

গাফিক (গোত্র) ঃ ৯৫।

গাবাহ, আল ঃ ১৬২, ২৯৪।

গাম, আল ঃ ১৬৯।

গামর; আল ঃ ১৬, ২৬২।

গামিদ (গোত্র) ঃ ৯৫।

গাযওয়াহ ঃ ১১, ২২ (আল কাযীয়াহ), ৬৬, ৭৮, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৩, ১৬৬, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ২৫৯, ২৬২।

গাযওয়াহ উস-সাকিব ঃ ২৬১।

গাযিরাহ ইবন সামুরাহ ঃ ২৯০।

গালিব ইবন আবদুল্লাহ (আল-লায়সী) ঃ ৫৫, ১৪৭, ১৫১, ১৭৫, ২৬৩, ২৬৪।

গাসসান/ গাসসানী ঃ ১৯, ২১, ২২, ৮০, ৮৬, ১০৪, ১৫২, ১৫৩, ২৭৬, ২৮৯, ৩২১।

গিফার (গোত্র) ঃ ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ১৬৩, ১৭৮,

www.pathagar.com

২০১, ২০২, ২৩৩, ২৮১, ২৮৩, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৮, ২৯৯, ৩৩৪।
গীর্জা ঃ ২৭২।

ছ

ছানিয়াতুল মুররা ঃ ৮।
ছালাবা ইবন কা'ব ঃ ৩২৪।

জ

জরাথুষ্ট্র ঃ ২৪।
জয়নাব বিনতে কুজায়মাহ ঃ ৭০।
জাওয়াশির ঃ ১০০।
জাওয়ামি উস- সীরাহ ঃ ২৯১।
জাওয়াসী, আল ঃ ৩৩০
জাতুস-সালাসিল ঃ ৭৯, ৮২।
জাতুর-রিকা ঃ ১৫৩।
জানাদাহ ঃ ৯৫।
জাদাহ (গোত্র) ঃ (বিন কা'ব) ৭২, ২৮৩।
জানাদ, আল ঃ ১০৪, ২২৭, ২৮৯।
জাফর ঃ ১৪৫, ২২৪।
জাফর ইবন আবু তালিব ঃ ১৪৬, ১৫১, ২২০, ৩০১।
জাব্বার বিন সালমা ঃ ৬৩।
জব্বার ইবন সাখর ঃ ২৯২।
জব্বার বিন হাকাম ঃ ৬৩।
জাবির বিন সামুরাহ ঃ ৭১।
জাবালা বিন আল-আয়যাম ঃ ৮৬।
জাবিদ ঃ ৯০, ৯২।
জারবা ঃ ২৩, ২২৫, ২৭৩, ২৭৪।
জাবির ইবন আবদুল্লাহ ঃ ২৫৫, ২৫৮, ৩২৮।
জামরাহ ঃ ৮১।
জামরাহ বিন আল- নুমান ঃ ৮০।
জামঈ, আল ঃ ২৯৪।
জাম্মাম আল-সা'দ ঃ ২৯৮।
জামিল ইবন রিদাম ঃ ২৯৯।
জাযীমাহ ঃ ১৫২।
জারিয়াহ বিন হুসায়ন ঃ ৬৫।
জার বিন আল-ফারাফিসাহ ঃ ৮৩।
জারীর বিন আবদুল্লাহ ঃ ৮৮, ৮৯, ২১৪, ২১৫।
জারূদ, আজ ঃ ১০১।
জারূদ বিন মুয়াল্লা ঃ ৩৩৪।
জালান্দা , আল ঃ ১০১।
জাহিয়া, আল ঃ ৭১।
জাহ্হাক, আল - সুফিয়ান বিন কিলাবী ঃ ৭১, ২৮০, ২৮১।
জাহিলিয়া ঃ ৮৪, ২৭২, ২৭৩।
জাহশিয়ারী ঃ ২৭১।
জাহিশ বিন যাযীদ ঃ ৯৩।
জায়দ ইবন আমর উবনুল মুয়াল্লা ঃ ১০১।
জায়ফর ঃ ১০১, ২৩৪, ২৭৪, ৩২১।
জিওয়ার ঃ ২।
জিদ্দা ঃ ২৩।
জিনাব ঃ ১৮, ২২, ১৭৫, ২০৪, ২৬৪।
জিব্রিকান, আল-ইবন বদর ঃ ১০৩, ১০৪।
জিম্মি ঃ ৫, ৬, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪।
জি আল-মারওয়াহ ঃ ৮৪।
জিমাম বিন যায়দ ঃ ৮৯।
জিমাদ ঃ ৯৫।
জিযিয়া ঃ ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ৮৩, ৯৮, ১০১, ২৬৩, ২৬৫, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৮, ২৮০, ২৮৯, ২৯১।
জিরাশ ঃ ২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৪, ২৩৫, ২৮৯, ২৯০,।
জিরানাহ ঃ ৬২, ৬৯, ১৭৭, ২১০, ২৮১।
জি- রুমায়ন ঃ ৮৯।
জিহাদ ঃ ৫।
জিয়াল বিন শুরাকা আল-যামুরী ঃ ৫৪, ১৭০।
জুওয়ায়রিয়াহ (উম্মুল মুমিনীন) ঃ ১৭, ২৬২।
জুদ ঃ ৯০।
জুফী ঃ ৯০, ৯২, ২৩৫।
জুনদুব ইবন মাকিস ঃ ২৮৮।
জুবাদ ঃ ২৭৯।
জুবয়ান ঃ ৬৬।

জুবায়র ইবন আওয়াম ঃ ১৬৭, ১৬৯।

জুবায়র ইবনুস – সালত ঃ ২৯১।

জুবায়র ইবন মালিক ঃ ৬০।

জুমাহ ঃ ৩৩২।

জুমামাহ বিনতে আবি তালিব ঃ ৩০১।

জুযাম ঃ ১৮, ১৯, ৮১, ৮৪, ১৫২, ১৫৩, ২১৭, ২৩৪, ২৩৫, ২৭৯, ২৮৯, ২৯৯।

জুরসুম বিন নাসিম খুজা ঃ ৮২, ৩২২।

জুরাহ ঃ ৯০।

জুরারাহ বিন আমর ঃ ৯৩।

জুরারাহ বিন কায়স ঃ ৯৩।

জুলায়ম ঃ ৮৮।

জুলান্দা, আল ঃ ২৩৪।

জুসাম ঃ ১৮, ৭২, ৭৩, ২৮৩।

জুহায়নাহ ঃ ৮, ১০, ১৩, ৫৭, ৫৮, ৭৭, ৭৮, ১৫২, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ২৩৩, ২৮৬, ২৮৮, ২৯৭, ৩০০, ৩২২, ৩২৯।

জুহানী ঃ ৫৮, ২৯৭।

জুহরা (গোত্র) ঃ ১৬৮।

জুহায়ম বিন আল- সালত ঃ ২০৮, ২০৯, ২২৫, ২৯১।

ত

তরফ; আল ঃ ৬৯।

তাইফ, আল ঃ ২০, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭৪, ১০৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৮১, ২০৪, ২১৪, ২২৩, ২৫৭, ২৭৫, ২৮৩, ২৯৩, ২৯৫, ৩২৫, ৩৩০।

তাইম/ তায়ম/তায়মা ঃ ২, ১৯, ১৪৫, ১৪৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৮, ১৭১, ১৭৩, ১৭৮, ২১১, ২১৭, ২১৮, ২২৯, ২৭০।

তাকিয়া, আর – রিসলী ঃ ২৯৮।

তাগলামায়ন ঃ ১৭।

তাগলীব ঃ ৯৮, ১০৪, ১০৫, ২৯১,।

তানকিব ঃ ১৭৪।

তাবারী ঃ ৮, ৯, ১০, ১৭, ২৪, ৫৬, ৬১, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৪, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৯, ১০৩, ১০৫, ১৫৭, ১৬১, ১৬৯, ১৭৪, ১৭৭, ২০৩, ২০৭, ২১৪, ২১৫, ২২১, ২২৭, ২২৮, ২৩৬, ২৬০, ২৭৮, ২৮১, ২৮৩, ৩২১, ৩২২, ৩২৫, ৩৩৪।

তাবুক ঃ ২২, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৫, ৮৬, ৮৯, ৯০, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৯, ১৭৫, ১৮১, ১৮২, ২০২, ২০৪, ২১৭, ২৫৮, ২৬৪, ৩০২, ৩৩১।

তাবাকাত ঃ ৫৬, ৬৪, ৬৫, ৮৭।

তাবলীগ ঃ ৩২২।

তাবিখাহ ঃ ৭৫।

তাবিয়ান ঃ ১৫৮।

তাবাশাহ ঃ ৮৯।

তামিম (গোত্র) ঃ ৬৬, ৯৮, ১০১, ১০২, ১৭০, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১৫, ২১৬, ২২৯, ২৩০, ২৩৪, ২৩৫, ২৬৪, ২৮০, ২৮৬, ২৯০, ২৯১, ২৯৯।

তামীম আল-দারীঃ ৮৫।

তামিমী ঃ ১০৪ ।

তামীম ইবন আসীদ ঃ ৩৩৫।

তারিক ইবন শিহাব ঃ ৮৮।

তারাফ, আত ঃ ২৬৩।

তারিখ-ই দিমিশ্‌ক ঃ ২০৬।

তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ ঃ ২৩, ১৭১, ২১৭, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৮, ২৯৬, ৩২৪।

তালাবা ঃ ২৩।

তালহা বিন আলবারা ঃ ৭৮।

তাল্‌ক ইবন আলী ঃ ৯৯।

তালিয়াহ ঃ ১৪২, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৪।

তাহির, আল-বিন আবি হালাহ ঃ ২২৭।

তায়ী (গোত্র) ঃ ১৬, ১৮, ৬১, ৬৮, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮০, ১৫২, ১৭৪, ২২৫, ২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৬৪, ২৭৬, ২৮৮।

তিরমিযী ঃ ২৩৯, ২৯৮।

তুজীব (উপগোত্র) ঃ ৯৬।

তুফায়ল বিন আমর ঃ ৫৯।
তুফায়ল-আল ঃ ২৯৬।
তুমাযির ঃ ১৯, ৮৩।
তুরবা (অভিযান) ঃ ২০, ৮৯, ১৮০।
তুহফাহ ঃ ২৯০।
তুলায়ব বিন উমায়র ঃ ৭৬।
তুলায়হা (আসদী) ঃ ৬৭, ৬৮।
তুলায়হা বিন খুওয়ায়লিদ ঃ ৬১, ৬২।

দ

দাওস ঃ ৫৯, ২১১, ২৮৮।
দালীল (পথ প্রদর্শক) ঃ ১৪২।(খিররীত) ১৭৪।
দাম্ব (এলাকা) ঃ ২২৩।
দাম্বাবাহ ঃ ১৮০, ১৮১।
দারীস ঃ ২০৬।
দারকা, আদ ঃ ২৯৮।
দারী ঃ ২৯৯, ৩০১, ৩০২।
দাহনাহ ঃ ২৯৯।
দিওয়ান আল- ইনশাহ ঃ ২০৬, ২০৭।
দিহয়াহ ইবন খলীফাহ (আল-কালবী) ঃ ১৯, ৮২, ৮৪, ২১৩, ২১৪।
দীওয়ান ঃ ২৯১।
দুইল ঃ ৫৫, ৫৬, ২৩৫, ২৮৮।
দুদান বিন আসাদ ঃ ৬২।
দুমাহ (অভিযান) ঃ ৮৩, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭।
দুমাতুল জান্দাল ঃ ১৭, ১৯, ২৩, ৮১, ৮৩, ৯৫, ১৫২, ১৫৩, ১৭৪, ১৮১, ২১১, ২৩৪, ২৬১,২৬৪।
দুসুর ইবন আল- হারিস ঃ ৬৯।
দুরু ঃ ১৮০, ১৮১।
দেওয়ান আল- জুন্দ ঃ ১৬৩।

ন

নবী (সা.) ঃ ১৫৩, ১৫৪, ১৮২, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০, ২২২, ২২৫, ২২৬, ২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩২৬, ৩৩০, ৩৩১।
নজদ ঃ ১৭৭, ২৬৩।
নবুয়ত ঃ ৭, ৯১, ৯২।
নকীব ঃ ২, ১৯৯, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮।
নকীবুন-নুকাবা ঃ ২৩৮, ৩২৩।
নজদ ঃ ২০, ৯৮।
নও-মুসলিম ঃ ১, ২, ৫২, ৫৬, ৭৬, ১০৩, ১৪৮, ১৭৭, ১৮১, ২১০, ২৫৭, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬।
নাইজ ঃ ২৯০।
নাখলাহ ঃ ৯,১০,১১, ১৪৬, ১৫৪, ২৫৯, ২৬২, ৩২০।
নাখা ঃ ৯৩।
নাওফাল ইবনুল-হারিস ঃ ২৯৬।
নাওফাল ইবন মুয়াবিয়াহ আল-দুইলী ঃ ২০৩।
নাবিত , আল ঃ ২৬৬।
নাওয়াবী ঃ ২০৭।
নাকী, আল ঃ ২৯৫।
নাজরান ঃ ২১, ২৩, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ১৫২, ২০৯, ২১৪, ২২৫, ২২৬,২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৩৪, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৯, ২৮৫, ২৮৯, ৩২১, ৩২৬।
নাজ্জাল, আল- বিন সায়রাহ ঃ ৭০।
নাজ্জার ঃ ৩১৯।
নাজ্জার, আল ঃ ৭৯, ২২৫, (খাজরাজ) ১৬৭।
নাজ্জাসী (নেগাস) ঃ ২১৩, ২৩৫।
নাজিয়াহ ইবন আমর ঃ ২৯৮।
নাজিয়াহ ইবনুল জুনদুব ঃ ৩৩৪।
নাতাত ,আল ঃ ১৮০, ২৬৮।
নাবিগা, আল ঃ ৩২৯।
নাযীর ঃ ১৭৯, ২৬৭।
নাসাঈ ঃ ২৭৯।
নাসর, আল ঃ ৫, ৭২, ৭৩, ৭৯, ২৮৩, ২৮৮।

নাহদ ঃ ৯৪।

নাহিদ ঃ ২৯৯।

নাহশাল বিন মালিক ঃ ৭৫, (আল - বাহিলী) ২৯০।

নায়লাহ বিনতে আল-ফারকিসাহ ঃ ৮৩।

নায়িব ঃ ১৯৯, ২০০।

নিযার, আল ঃ ১৮০।

নুমাইলা বিন আব্দুল্লাহ ঃ ৫৫।

নুমাইর বিন খারাশাহ ঃ ২১৪।

নুমান বিন মুকাররিন ঃ ৫৮।

নুমান বিন মালিক ঃ ২০৩।

নুমান, আল-বিন জুয়াল ঃ ৮৪।

নুমান ঃ ৮৯, ১৬৯, ২৭৩, ২৭৬।

নুমাইলা আল-কালবী ঃ ৮৩, ৩০১।

নুয়ায়ম বিন আবদ কুলাল ঃ ৯০, ২৭৩, ২৭৬।

নুয়ায়ম বিন মাসউদ (আসজাদ) ঃ ৬৫, ৬৬, ৬৮, ২০৯, ২১৪,২৮৩।

নুয়াইম বিন আউস ঃ ১৭০।

প

পারস্য (উপসাগর) ঃ ২৪। (সাম্রাজ্য) ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১৫৩, ২১৫, ২২৪, ২২৬, ৩২১।

পৌত্তলিক ঃ ৩, ৫, ৬, ৫৪, ১৪১, ১৫৫, ১৬১, ১৭৪, ২১২।

ফ

ফযল ইবনুল আব্বাস ঃ ২৮১।

ফকীহ ঃ ২৩৮।

ফাতিমা ঃ ২৫৯, ৩০০।

ফাতহ ঃ ২৯৩।

ফাদাক ঃ ১৯, ২১০, ২৬৩, ২৬৬, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৮৭, ৩২০।

ফারওয়া ইবন আমর ঃ ১৭৭, ২৬৯, ২৭৬, ২৯২।

ফারওয়া বিন আমর আল-জুযামী ঃ ২১৫।

ফাযারাহ (গোত্র) ঃ ১৭, ১৮, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ২৫৭, ২৮০, ২৮১, ২৮৬, ২ ৮৯।

ফাযালাহ ঃ ১৭১, ১৮১।

ফারায়েজ ঃ ৮১, ২০৮।

ফারওয়া বিন মুসায়ক (আল-মুরাদী) ঃ ৯১, ৯২, ৯৩, ২৮৫।

ফাহম (গোত্র) ঃ ৭৩, ২৩৪, ২৮৮।

ফায়, আল ঃ ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮,২৬৯, ২৭০।

ফিকহ ঃ ৩১৮।

ফিহর ঃ ১৪৫, ১৪৮, ১৬৪, ২২৯, ২৩০।

ফিরুজুল দায়লামী ঃ ৯৭।

ফুযায বিন আবদুল্লাহ ঃ ৭২।

ফুরগায়ন, আল ঃ ২৯৮।

ফুর, আল ঃ ১৫,২৯৭।

ফুরাত ইবন হায়ানুল ইযলী ঃ ১০৪, ২১৪, ২১৫, ২৯৯।

ফুরাত, আল ইবন ইয়াজিদ ঃ ৩২৩।

ফুয়াদ আবদুল বাকী, মুহাম্মদ ঃ ৫।

ব

বকর (গোত্র) ঃ ১০৪।

বকর ইবন ওয়াইল ঃ ১০৪, ১০৫, ২১৪।

বকর বিন আবদ মানাত ঃ ৫৫, ৫৬, ২৮৮।

বদর (যুদ্ধ) ঃ ৩, ৪, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৫৭, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৫, ১০২, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯,১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৯, ১৭১, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২৩০, ২৩৮, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ৩২০, ৩২৬।

বদর, আল সুগরা/কুবরা ঃ ৭৮, ১৫৩।

বদর, আল-মাবিদ ঃ ৭৮, ১৫৩, ২৫৬।

বরকত আহমদ ঃ ২৬৭।

বশীর ইবন সা'দ ঃ ১৮, ১৫১, ১৫২ (খাযরাজী) ১৫৭, ১৭৫, ১৮১, ২০৪, ২৬৩, ২৬৪।

বনু আইয ঃ ৯২।

- আওফ ঃ ৫, ১০৪, ২৯০।
- আওস ঃ ২৩৪।
- আজা ঃ ৭৬!
- আদী ঃ ১৪৪।
- আদিয়াহ ঃ ২৭১।

- আদি ইবন কা'ব ঃ ৩২৪।
- আদি ইবন হানিফাহ ঃ ১০০।
- আবদুল্লাহ ঃ ৯৬, ১০০।
- আব্দুল্লাহ ইবন দারিম ঃ ১০৪।
- আবস বিন বাগীয ঃ ৬৮, ২৮৩।
- আবদ আল-মাদান ঃ ২৪, ৯৩, ৯৪।
- আবদ ইয়াগুস ঃ ৯৪।
- আবদ আশহাল ঃ ২৬৬, ৩২৯।
- আবদ শামস বিন আব্দ মান্নাফ ঃ ৭৬।
- আবু বারা ঃ ২১৯।
- আনাস ইবন ওয়াইল ঃ ৩২২।
- আনবার, আল ঃ ১০৩, ২৬৪।
- আনযা ইবন ওয়ায়ল ঃ ২৩৪, ২৩৫।
- আমির- আসর ঃ ১০০।
- আমির ইবন জুহল ঃ ১০৪।
- আমির ঃ ২০১, ২১৪, ২১৬, ২৩৫, ২৮৩।
-আমির ইবন সাসাআহ ঃ ১৮৮।
- আমর ঃ ২১৫, ৩২৯।
- আমর বিন আওফ ঃ ২০১, ২৬৬, ৩২৪।
-আরহাজ ঃ ২৩৪।
- আরহাব ঃ ৮৯, ২৯০।
- আশবাগ ঃ ৯৬।
- আশহার ঃ ৮৮।
- আসলাম ঃ ১০।
- আসাদ ঃ ৬৬, ৬৭, ৭৫, ৭৬, ৮০, ১৪৪, ২৩৪, ২৮৩, ২৮৮।
- ইসরাঈল ঃ ২৩৬।
- ইয়ানবূ ঃ ১০৩।
- উদাদ বিন যায়দ ঃ ৮৪।
- উবায়দ ঃ ৩২৯।
- উমাইয়াহ ঃ ১৪৪, ১৪৫, ১৫১, ১৬০, ২১৬, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৬৭।
- উযরাহ ঃ ৮০, ৮১, ১৭৪, ২৯৮।
- উরায়জ ঃ ৩০২।
- উশায়ম বিন কা'ব ঃ ৭১।
- উসায়দ ইবন আমর ঃ ১০৩।
-উসায়দ ঃ ১০৩।
- ওয়ায়ল ঃ ২১৪, ৩২৯।
- ওয়াহাব ঃ ৯৬।
- কাওয়াকিলাহ ঃ ২৩৭।
- কা'ব ঃ ১০৪, ২১৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৭।
- কা'ব বিন আওস ঃ ৩২৯।
- কা'ব বিন আমর ঃ ৫৬, ৫৭।
- কালব ঃ ১৫১, ২৮৩।
- কায়নুকা ঃ ১৪, ১৭০, ১৭৬, ১৭৯, ২২০, ২৫৫, ২৫৬, ২৬১, ২৬৫, ২৯৭।
- কানান ঃ ৯৪।
- কায়স ঃ ৬৭, ২৮৯।
- কিনানাহ ঃ ১৫১।
- কিলাব ঃ ২৩, ৭১, ২৮৮।
- কুরাইযাহ ঃ ১৪, ১৫৩, ১৫৭, ১৭২, ১৭৬, ১৮০, ২০১, ২১০, ২১৩, ২১৭, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৬৬, ২৬৭, ২৯৭, ৩২৯।
- কুরায় ঃ ১০৪।
- কুরায়শ ঃ ১৫০, ১৫১।
- কুররাহ ঃ ৯৪, ২০৯, ২৯৯।
- কুশায়র ঃ ২৮৩।
- খাজারাহ ঃ ৩২৯।
- খাতামাহ ঃ ১৪, ৩২৯।
- খাযারাজ ঃ ১৫১।
- খারিফ ঃ ৮৯, ২৩৪, ২৯০।
- খুযাআহ ঃ ২৮৩।
- খুশায়ল ঃ ৮২।
- গনী ঃ ৭৪, ৭৫, ২৮৯।
- গাওস ঃ ৩২৪।
- গানাম বিন দূদান ঃ ৬১, ৬২।
-গিফার ঃ ১০, ৫৪।
-জাদাই বিন কা'ব ঃ ৭১।
-জানবাহ ঃ ২৭৩।
-জাবাব, আল ঃ ৯৪।
-জাবীব, আল ঃ ৮৪।
- জাযিমাহ ঃ ১৫৪, ২১৭, ৩২১, ৩৩০।

–জারীর ইবন দারীম ঃ ১০৪।
–জারাম ঃ ৮২।
–জিনাব ঃ ৮৩।
–জিফাল বিন রবীয়াহ ঃ ২৯৯।
–জুমাহ ঃ ৯০, ১০৩।
–জুমাম ঃ ৮৫।
–জুরম ঃ ৩২৫, ৩৩০।
–জুশাম ঃ ৩২৪, ৩২৯।
–জুহাইনাহ ঃ ১০।
–জুহায়ম ঃ ১০৪।
–জুয়ায়ল ঃ ২৮৮।
–তাবিখাহ ঃ ৭৫।
–তামীম ঃ ৬৭, ২১০, ২২০, ২৩৪, ২৮১, ২৯০।
–তায়ম ঃ ১৪৪।
– দাময়ার ঃ ১০।
– দারিম ইবন মালিক ঃ ২৮৩।
– দীনার ঃ ৩২৯।
– নওয়ান ঃ ৬৩।
–নাজ্জার ঃ ২২২, ২৩৭, ২৩৮, ২৫৯।
–নাযির ঃ ১৪, ৭৬, ১৫৩, ১৬০, ১৭৬, ২০১, ২১৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৬১, ২৬৫, ২৬৬, ২৯৬, ২৯৯।
– নাহদ ঃ ৯৪, ২৭৬, ২৯০।
– নাহশাল ঃ ১০৩।
–নুমায়র ঃ ৭১।
– ফাযারাহ ঃ ২৬৩, ২৮৩।
– ফিতয়ূন ঃ ২৬৫।
–ফিহর ঃ ১৪৪, ১৫১।
–বকর ইবন ওয়াইল ঃ ১০৪, ১০৫।
– বাইয়াজা ঃ ৩২৯।
–বাক্কাল, আল ঃ ৭০।
–বাজীলাহ ঃ ৮৮, ৮৯, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫১।
– বারক বিন ওয়াবারাহ ঃ ৮২।
– বুকাইলাহ ঃ ২৯০।
– মওলা ইবন শাম্‌স ১০১।
–মাখযুম ঃ ৭৬, ১৪৪, ১৪৫, ১৫১, ১৮৩, ২১৬, ৩০০।
– মাম ঃ ৭৬।
– মাযহিজ ঃ ২৬৫।
–মাযিন ঃ ৬৩, ২৮৩।
–মালিক ইবন হানযালাহ ঃ ১০৪।
–মালিক ঃ ১৫, ১০৪, ২৮৩।
–মিনকার ঃ ১০৪।
–মুআবিয়াহ ঃ ৭৬, ৯৬, ২৬৬, ২৮৯, ৩২৯।
–মুআবিয়াহ ইবন কিন্দাহ ঃ ২২৭।
–মুত্তালিব ঃ ১৪৪, ২৬৬, ২৬৯।
– মুদলিজ ঃ ১০, ১৭, ৫৪।
– মুদাশী ঃ ১০৪।
– মুযাইনাহ ঃ ১০।
– মুররাহ ঃ ১৯, ১০০, ১০৩, ২৮৩।
– মুস্তালিক, আল ঃ ১৭, ৫৬, ৫৭, ১৫৩, ১৭২, ১৭৬, ২৬১, ২৭৮, ২৮২, ২৮৩, ২৮৭, ৩২৬, ৩৩০।
– যাফর (বিন হারিসাহ) ঃ ২৬৬, ৩২৯।
– যামুরাহ ঃ ৯, ১০।
–যাজিমাহ ঃ ৫৪, ৫৫, ৬৪।
– যায়দ মানাত ঃ ১০৪।
– যিয়াদ ঃ ৯৪, (বিন আল–হারিস) ২০৮, ২২৫।
– যুওয়ায়ন ঃ ৭৬, ৭৯।
– যুবিয়ান ঃ ২৮৯।
– যুরায়ন ঃ ২৩৭, ৩২৯।
– যুহরাহ ঃ ৭৯, ১৪৪, ১৫১।
– রাইশ–আযর ঃ ৯৬।
–রাবিয়াহ ঃ ১০৪, (বিন মালিক) ৮৯।
–রায়্যি ঃ ৩২৯।
– লাউয়ান ঃ ৭৯।
–লাখাম ঃ ২০৩।
–লিহয়ান (আর–রাযী) ঃ ৬২, ১৫৩।
– শামাখ্‌ ঃ ৬৭, ২৯৭।
–শায়বান ঃ ১০৫।
–শায়তান, আশ ঃ ৯৬।
– সাকাসিস, আল ঃ ৯৬।
– সাকূন, আল ঃ ৯৬।

www.pathagar.com

– সা'দ ঃ ১৯, ৫৮, (বিন বকর) ৬৪, ২৮১, ২৯০, ২৯১।
– সা'দ বিন হুযায়ম ঃ ২৮১।
–সালাবাহ (বিন দূদান) ঃ ৬২, ৬৩, ৮৬, ১০০, ২১০, ২৭৬, ২৮৯।
–সালামান ঃ ৮০।
–সালামাহ ঃ ২৮৩।
– সলীম ঃ ৩২৯।
–সামান ঃ ২৯৯।
– সাহম ঃ ১৪৪, ১৫১, ২১৬।
–সায়দাহ ঃ ২১৪, ৩২৯।
– সুওয়ায়আহ ঃ ৭০।
– সুলায়ম ঃ ১৫, ৬২, ৮৬, ২৮৩, ২৮৪।
–হানিফাহ ঃ ৯৮, ৯৯, ২১৪, ২১৫, ২৯১, ৩২২, ৩২৫।
–হানযালাহ ঃ ২৯০।
– হাযরামাউত ঃ ৯৭।
–হারিস, আল ঃ ৮০, ৯৩, ৯৪।
–হারিস, আল-ইবনুল খাযরাজ ঃ ৩২৯।
–হারিস বিন আমর বিন কুবায়ত ঃ ৭২।
—হারিসাহ ঃ ৩২৯ ।
—হারিস, আল-ইবন কা'ব ঃ ২৩, ৯৩, ৯৪, ২২৪, ২২৮, ২৩০, ২৩৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৩, ২৮৯, ২৯০, ২৯৯, ৩২১ ।
—হাশিম ঃ ৩, ৫২, ১৪৪, ১৫১, ১৬০, ১৬৭, ১৬৮, ২১৬, ২১৯, ২২৩, ২৩০, ২৬৯, ২৮১।
—হিলাল ঃ ৭২ ।
—হুবলা ঃ ৩২৯ ।
বাইবেল ঃ ২৩৬।
বওয়াব / আজিম ঃ ২২৯।
বাকীরা, আল ঃ ২৬৬।
বাগদাদী, আল ঃ ১০১, ২৩৬।
বাজান ঃ ৯৭, ২২৬।
বাজিলাহ ঃ ২১৬।
বারিক ঃ ৯৫।
বারজা বিন যায়দ ঃ ৮৪।
বারা-আল, ইবন আজীব ঃ ১৬০।
বারা-আল, ইবন মুররাহ ঃ ২৩৮।
বারাকাত আহমেদ ঃ ৩২৯।
বালকায়ন ঃ ৮২।
বালকা ঃ ২২, ৮৫।
বালী ঃ ২২, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৩, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫২, ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯।
বালহারীস ঃ ২০৮, ২৩৭।
বালাযূরী ঃ ২৪, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৯৯, ১০২, ২০৭, ২১৫, ২২১, ২২২, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২৩০, ২৩২, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৮, ২৬০, ২৭৬, ২৮২, ২৮৯, ২৯৩।
বাসবাস ইবন আমর ঃ ১৬৯, ১৭১, ১৭৩।
বাহবায়ন ঃ ১৫, ২১, ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৫, ২০৫, ২১০, ২১৪, ২২৪, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৪, ২৭১, ২৭৪, ২৭৭, ২৯১, ৩২১, ৩২৬, ৩৩০।
বাহিলা (গোত্র) ঃ ৭৫, ২১৮, ২৩৪, ২৭৭, ২৯০, ৩০০।
বাহরা ঃ ৭৭, ৭৯, ৮০।
বাহজাত-আল, মাহফিল ঃ ২০৬।
বায়য়াত (আল-হারব) ঃ ২, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৯০, ৯৩, ৯৪, ১০০, ১০১, ১৫৫, ২৭৬, ২৮৬।
বায়যান্টাইন ঃ ২১, ২৩, ৩২১।
বায়য়াহ (গোত্র) ঃ ২৩৭।
বায়তুল মাল ঃ ২৫৫, ২৫৮।
বায়তুল হিজরা ঃ ৩২৫।
বায়তুল আরাবিয়াহ ঃ ৩২৫।
বি'র আবি ইনাবাহ ঃ ১৬০।
বি'র জারাম ঃ ২৬৬।
বি'র মাউনা ঃ ১৫, ৬৩, ২১৯।
বি'র হিজর ঃ ২৬৬।
বিলা ঃ ২, ১৭১।

বিলাল বিন আল-হারিস ঃ ৫৮ (আল-মুযানী)২৯৫, ৩০০।

বিলাল (হাবশী) ঃ ৬২, ৬৯, ৩৩২, ৩৩৩।

বিলাল ইবন রিবাহ ঃ ১৮৩, ২১০, ২১১, ২৭৬, ২৮৩, ৩৩১।

বিশর ঃ ৭১, ২৩৮।

বিশাহ ঃ ২৭৭, ২৯০।

বুওয়াত (যুদ্ধ) ঃ ৯,১০, ১১।

বুখারী ঃ ১২, ৫৬, ৮৮, ৯৮, ২০৩, ২০৭, ২০৯, ২২০, ২২১, ২২৭, ২৩৯, ২৫৫, ২৯৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪।

বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা আল-খুযাঈ ঃ ১৭৭ (বুদায়ল) ২৮৩।

বুরায়দাহ ইবন হুসায়ব ঃ ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৮, ২৬৯, ২৮০, ২৮১, (আল-আসলামী) ২৮৩, ২৮৭।

বুরহান ঃ ২০১, (আল-হিলবী) ২০৭।

বুশারা ঃ ১৭০।

বুসর ইবন আবু সুফিয়ান (আল-খুযাঈ) ঃ ১৭২, ১৭৭, ২৮০, ২৮১, ২৮৭।

বুসরা ঃ ২১, ৬০, ২১৪, ২৮৩।

বুহরান ঃ ১৫৩।

বুহয়ানাহ বিনতে আল-হারিস ইবন মুত্তালিব ঃ৩০১।

বুয়াত ঃ ১৫৩।

বুয়াস (যুদ্ধ) ঃ ২৬৮।

বুয়ায়লা, আল ঃ ২৬৬।

বেদুইন ঃ ১২, ১৭, ২০, ২১, ৮৪, ১৬৩।

ম

মক্কা ঃ ১, ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮৩, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৭, ২১৯, ২২৩, ২২৪, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৪০, ২৫৬, ২৫৭, ২৬০, ২৬১, ২৭১, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০, ২৮৪, ২৮৬, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪।

মদীনাতুন-নবী (সা.) ঃ ১৫৫।

মদীনা ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৬৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১০, ২১৩, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩,

www.pathagar.com

২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ৩০২, ৩১৮, ৯, ৩২০, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩।

জিদ-ই নববী ঃ ২০৪, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২।

মসজিদ-ই-যিরার ঃ ২১৭।

মহানবী (সা.) ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২১১, ২১৫, ২২০, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২৩০, ২৩১, ২৯৫।

মরিয়ম (আ.) ঃ ২৩৬।

মবির ঃ ২২৭, ২৮৯।

মাওলা ঃ ২৯৪।

মাওয়ালী ঃ ৫, ২০০।

মাকিল (রক্তপণ) ঃ ৬।

মাকশী ইবন আমর আল-দামারী ঃ ১০।

মাকনা ঃ ২৩, ২০৮, ২২৫, ২৭৪, ৩২১।

মাকিল ইবন ইয়াসার ঃ ৫৮, ২৩৮, ২৩৯।

মাকরীযী ঃ ৩৩২।

মাখযূম (গোত্র) ঃ ২২, ১৪৫, ১৪৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ২০২, ২১১, ২১৮, ২২৯, ২৩০, ২৮৬।

মাগানিম-আল ঃ ১৭৬।

মাজদী ইবন আমর ঃ ৮।

মাজমুয়াতুল ওয়াসাইক ঃ ৬২, ৬৪, ৬৫, ৭৬, ৮৪, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২৭২, ২৮৮, ২৯০, ৩২৬।

মাজিদ বিন বাজালাহ ঃ ৭১।

মাজারাহ ঃ ৭৭।

মাজুস ঃ ১০১, ২৭২।

মাজাল্লা ঃ ২৫৬।

মাজায, আল ঃ ২৫৬।

মাদি কারব বিন আবরাহা ঃ ৯৪।

মাদানী, আল ঃ ২০৯।

মানাত ঃ ২।

মান্‌হ, আল-মায ঃ ২২০।

মাজ্জাআহ ইবন মুরাহ ঃ ২৯৯।

মাযহিজ ঃ ২৪, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১৫২, ১৭৩, ১৮৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৮৫, ২৯০।

মাযিন ঃ ২৬৬।

মাযকুর ঃ ৮১, ১৭৪।

মারায ঃ ১৭।

মারসাদ বিন আবি মারসাদ ঃ ৭৫।

মারওয়া, আল ঃ ২৯৮।

মাররান ঃ ৮৯, ৯০, ২১৪।

মালিক ইবন আওফ (আন-নাসবী) ঃ ৭৩, ২৩৪, ২৮৩, ২৮৮, ২৯০।

মলিক আল-হাযরামী বিন আমীর ঃ ৬২।

মালিক ইবন মিসওয়াফ ঃ ৯২।

মালিক ইবন সিনান ঃ ৬৫, ২০৩, ২৯৭।

মালিক ঃ ৭৯।

মালিক ইবন ঃ আহমার আল-আওফী ঃ ৮৫।

মালিক ইবন সা'দ ঃ ৮৯।

মালিক ইবন নামাত ঃ ৮৯।

মালিক ইবর নাজ্জার ঃ ৩২৪।

মালিক ইবন মুরারহ (আর-রূহাবী) ঃ ৯০, ৯৩, ২২৮।

মালিক ইবন নুওয়াইরাহ ঃ ১০৩, ২৮২, ২৮৩।

মালিক ইবন খাল্‌ফ ঃ ১৬৯।

www.pathagar.com

মালিক ইবন উবায়দাহ ঃ ২২৮।
মালিক ইবন যুবায়র ঃ ২৬৬।
মালিক ইবন হুওয়ায়রিস ঃ ৩২৪।
মালকান ইবন আবদাহ ঃ ৩০১।
মাশরাবাহ ঃ ২২১।
মাসউদ বিন রিবী ঃ ৬২।
মাসউদ বিন আমর আল-কারী ঃ ৬২।
মাসউদ বিন রুখাইলাহ ঃ ৬৫, ৬৬।
মাসুদ ইবন ওয়াইল ঃ ৯৭।
মাসউদ ইবন হুনায়দাহ আসলামী ঃ ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮।
মাসউদ ইবন আমর আল-গিফারী ঃ ১৭৭।
মাসমিরিয ইবন খালিদ আস-সাদী ঃ ২৯৯।
মাহমীয়াহ (হালিফ) বিন জাযা ঃ ৯০।
মাহরাব ঃ ২৩৪।
মাহরাহ ঃ ৯৮, ১০২, ২৯০।
মাহরী, আল-ইবনুল-আবআজ ঃ ১০২।
মাহমিয়াহ ইবন জাযা আল-জাবিদী ঃ ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮।
মাহরূয ঃ ২৬৬, ২৬৭।
মায়ফারাহ ঃ ৬৯, ২৬৪।
মায়সারাহ ঃ ১৪২, ১৫৬।
মায়মুনাহ বিনতে আল-হারিস ঃ ৭০।
মিকদাদ, আল-বিন আমর ঃ ৭৯, (আল খুযাঈ) ঃ ২০৩, ২৯৪, ২৯৬, ৩০০, ৩০২।
মিনজিনিক ঃ ১৮০, ১৮১, ২০৪।
মিনা ঃ ৩৩৩, ৩৩৪।
মিরদাস বিন খুয়ায়লিদ ঃ ৭৫।
মিসর ঃ ৮৫, ২১৩, ২৩৬, ৩২১।
মিশয়া ঃ ১০৫।
মিরদাস ইবন মারওয়ান খাযয়াজী ঃ ১৭৭।
মিরদাস ইবন মালিক ঃ ২৮৯।
মিসতাহ ইবন উসামা বিন আব্বাস ঃ ৩০১।
মুআখাত ঃ ২, ৩, ৪, ৭, ২৫৫।
মুআইকিব বিন আবি কাতিমাহ আদ-দাওসী ঃ ৫৯, ২০৯।
মুকরী ঃ ৩১৯।
মুকাইস ইবন আমর বিন
মুকাদ্দাসাহ ঃ ১৪২, ১৫৬, ১
মুকাওকিস ঃ ২১৩, ৩২১।
মুখাইরিক ঃ ২৫৯, ২৬৬।
মুখাতির ঃ ৩২১।
মুগীরাহ বিন শো'বা ঃ ৭৪, ২০৮, ২০৯।
মুছান্নাফ (আবদুর-রাজ্জাক) ঃ ৩৩২।
মুজাম ঃ ২২৭।
মুজাহিদ ঃ ৫৭।
মুজাহহির ঃ ৭৫।
মুজাযাফাহ ঃ ২৩৯।
মুতাবারিক বিন কাহিন আল-বাহিলী ঃ ৭৫, ২৯০।
মুতাবারিক বিন আবদুল্লাহ ঃ ৭২।
মুতাম্মিম ইবন নুওযায়রাহ ঃ ২৯০।
মুতাহ ঃ ২২, ৭৯, ৮০, ৮৬, ১৪৬, ১৫৪, ১৫৭, ২৬৪, ২৯২।
মুত্তালিব বিন মালিক ঃ ৭৪, ১৪৬, ১৪৮, ২১১, ২২৯, ২৩০।
মুদলিজ ঃ ৫৪, ৫৬, ২০৯, ২৩৩, ২৮৮।
মুনাফিক ঃ ১৪১, ১৫৮, ২১৭, ২১৯।
মুনসী (ইবন ফাজালাহ) ঃ ১৭১।
মুনযির, আল-ইবন কুদামাহ আল-আওসী ঃ ১৭৬।
মুনযির, আল-বিন সাওয়া ঃ ১০০, ১০১, ২২৪, ২৭১, ২৭৭, ৩২১।
মুনযির, আল-ইবন সাবা ঃ ২৩৪।
মুনযির ঃ ২৭২, ২৭৪।
মুনযির, আল-ইবন আমর আস-সাঈদী ঃ ১৫৭, ১৫৮, ৩২০।
মুফতী ঃ ৩২৭, ৩২৮।
মুবাল্লিগ ঃ ১৫, ৫২, ৮১, ৮২, ৩১৯, ৩৩৪।
মুযায়নাহ ঃ ৮,১৩, ৫৭, ৫৮, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৮, ২৩৩, ২৮১, ২৮৩, ২৯৫, ২৯৭, ৩২৫।
মুযানী ঃ ৫৮, ২৯৭, ৩০০।
মুযাজির, আল-ইবন আবী উমাইয়াহ আল-মাখযূমী ঃ ২১৪।

www.pathagar.com

মুরাইসী, আল ঃ ১৭, ৬৩, ১৫৩, ১৫৭, ১৬২, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ২০৫, ২৬১, ২৯৫।
মুররাঃ ঃ ৬৬, ৬৭, ৬৮, ২৩৪, ২৮৯।
মুররান ঃ ২৯০।
মুরার ঃ ৯০।
মুরাদ (উপগোত্র) ঃ ৯১, ৯২, ২৩৪, ২৩৫, ২৮৫, ২৯০।
মুশরিক ঃ ২০৬, ২১২।
মুশীর ঃ ১৯৯।
মুসলমান / মুসলিম (উম্মাহ) ঃ ১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৩, ৭৬, ৭৮, ৭৯ ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১৪১, ১৪৩, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৯, ১৯৯, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২১০, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২১৭, ২২০, ২৩০, ২৩২, ২৩৮, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭১, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৪, ২৮৬, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩।
মুসআব বিন উমায়র ঃ ২, ১৬৮, ৩১৯, ৩২৩, ৩২৮।
মুসাইয়েব ইবনে আমর ঃ ২৩৮।
মুসলিম শরীফ ঃ ৫৯, ২২১, ২৫৫, ২৮৪, ২৯২, ৩৩০, ৩৩৪।
মুসলিম বিন বাহ্‌রাহ ঃ ১৭৭।
মুসাদ্দিক ঃ ৬৭, ২৭৭, ২৭৯, ২৮২, ২৮৪, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০।
মুসনাদ ঃ ২৫৬।
মুসমারিজ ইবন খালিতুস-সা'দী ঃ ১০১।
মুসায়লামাহ আল-কাযযাব ঃ ৯৯, ১০০, ২১৪, ২১৫, ৩২১।
মুসান্না, আল-ইবন হারিসাহ আশ-শায়বানী ঃ ১০৫।
মূসা (আ.) ঃ ২৩৬।
মুসাকা ঃ ২৬৭, ২৬৯।
মুহাজির ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১১, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৪, ১০৩, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৭, ১৮১, ২০৩, ২০৫, ২৩৮, ২৫৫, ২৫৬,২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৫, ২৬৬, ২৮৬, ২৯৬, ২৯৭, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩০।
মুহাজির ইবন আবি উমাইয়্যাহ ঃ ২২৭, ২৮২, ২৯০।
মুহাম্মদ (স.) ঃ ৪, ৬, ৬৮, ৯৯।
মুহাম্মদ (আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ-এর পুত্র) ঃ ২৯৭।
মুহারিব (গোত্র) ঃ ১৫, ৬৯, ১৫৩, ২১০।
মুহারিব বিন খাসাফাহ্‌ ঃ ৬৯।
মুহাম্মদ, ইবন হাবীব বাগদাদী ঃ ৯৯, ২২১, ২২২, ২২৪, ২৬৫, ৩২৩।
মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহ (আওসী) ঃ ১৪৩, ১৪৭, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ২০২, ২০৮, ২১৩, ২৫৮, ২৬২, ২৯৪।
মুহাফিসাহ ইবন মাসউদ ঃ ২৬৯, ৩০১, (আল-আবসারী) ৩২০।
মুয়াল্লা, আল ঃ ২৯৯।
মুয়ার (গোত্র) ঃ ৬৪, ৭৫।
মুয়াবিয়াহ বিন সাওর ঃ ৭১।
মুয়াফীর (গোত্র) ঃ ৮৯, ২৭২, ২৭৩।
মুয়াবিয়াহ বিন আবি সুফিয়ান ঃ ২০১, ২০৭, ২৮০, ২৮৪, ২৯০।
মুয়াবিয়াহ ঃ ৯৩, ১৬৭, ২০৮, ২১০, ৩০২, ৩২৬, ৩২৮।
মুয়াবিয়াহ ইবন হুদায়জ ঃ ৯৬।
মুয়ায ইবন জাবাল ঃ ১০৪, (আল-খাযরাজী)

www.pathagar.com

১৬৩, ২১৬, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩৮, ২৬৮, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৮, ৩১৯, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৯।
মুয়াহহিদীন ঃ ২৬৯।
মুয়াল্লিম ঃ ৩১৯, ৩২২, ৩২৩, ৩২৫।

য

যয়নাব ঃ ২০৫, ২৬৩।
যাকওয়ান (গোত্র) ঃ ১৫।
যাকাত ঃ ৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৩, ২৯৮, ২৯৯।
যাত আশআশ ঃ ২৯৮।
যাত আল-উশায়ারাহ ঃ ২০০।
যাগাতির আল-উসকুফী (বিশপ) ঃ ২১৪।
যাতুর-রিকাহ ঃ ১৫, ৬৯, ১৭০, ১৮৩,২১০।
যাতুস-সালাসিল ঃ ২২, ৭৬, ২২৪, ৩৩১।
যাফর খাযরাজী ঃ ১৬৭।
যারকানী ঃ ২২১।
যাবীদ ঃ ১৭৮, ২২৭, ২৩৪, ২৮৫, ২৮৯, ৩২৬।
যামুরাহ (গোত্র) ঃ ৫৪, ১৭০, ১৭৩, ২৮৮।
যামাদ-বিন সালাবাহ ঃ ৫৯।
যামিল বিন আমর ঃ ৮০, ৮১।
যারুল্ল আল-কাসীর ঃ ২৬৬।
যারাত-আয ঃ ২৬৬।
যাহফ ঃ ১৫৬।
যাহহাক বিন সাবিত ঃ ২১৯।
যাহহাক ইবন সুফিয়ান (আল-কিলাবী) ঃ ২৮৩।
যায়দ ইবন হারিসাহ ঃ ১১, ১৫, ১৮, ১৯, ৮০, ৮২, ৮৪, ১৪৩, ১৪৫, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৭০, ১৭৪, ২০০, ২০১, ২১৭, ২৫৭, ২৬১, ২৬৩, ৩৩২।
যায়দ ইবন সালামাহ খাযরাজী ঃ ২৯২।
যায়দ ইবন মুহালহিল ঃ ৭৬।
যায়দ বিন লাবীদ ঃ ২২৭।
যাহমিয়াহ ইবন যাফর আল-যাবিদী ঃ ২৭১।
যায়দ ইবন সাবিত ঃ ১৬০, ১৬১, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৪, (আল-জিরানাহ) ১৭৭, ১৭৮, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২৩৮, ২৬৪, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭।
যায়নুদীন আল-ইয়াকী ঃ ২০৭।
যিননাহ ঃ ৭৭, ৮০।
যিবয়ান বিন মারসাদ আল-সাদূসী ঃ ২১৪।
যিবরিকান বিন বদর ঃ ২৩৪, ২৮৩, ২৯০, ২৯১।
যিমাম বিন সালাবাহ ঃ ৭৩।
যিরার বিন আল-আযওয়ার ঃ ৬২, ২১৪।
যিস্তবৃষ্ট ঃ ২৩৬।
যিহাদ ঃ ২৯৯।
যিয়াদ ইবন হানযালাহ (আল-তামিমী) ঃ ২১৫, ২৮৪।
যিয়াদ ইবন লাবীদ ঃ ২২৭, ২৮২।
যু আম্মার ঃ ১৫, (যি) ৬৯, ১৫৩, ১৬১, ১৬২, ২১০।
যু-কারাদ ঃ ১৮, ১৫৩, (যী) ২৫৮, ২৯৪।
যুল কাসসাহ ঃ ৬৯।
যু আল-জাদর ঃ ২৯৪।
যু (যী) আল-মারওয়াহ ঃ ২৯৭।
যু আল-মাজায ঃ ৫২।
যু'ল-খালাসাহ ঃ ৮৮।
যুবায়র ইবন আবদুল মুত্তালিব ঃ ৩৩৫।
যুবায়র ইবন আওয়াম ঃ ৩, ১৫৮, ১৬১, ১৬৫, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৭, ২০৮, ২০৯, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৯১, ২৯৬,২৯৭, ৩২৮।
যুবয়ান ঃ ৬১, ৬৮, ২৮৯।
যুবায়র ইবন আল হালা ঃ ৩৩৪।
যুবায়রী ঃ ২২২।
যুবায়াহ বিনতে আল-যুবায়র ঃ ৩০১।
যুরাহ যী আমান ঃ ২২৮, ২৩৪, ২৭৪, ২৭৬।
যুজাম ঃ ২২।
যুদ ঃ ২১৪।
যুল-কাসসা ঃ ২৬২।
যুহরাহ ঃ ১৯, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ২১১।

www.pathagar.com

য়ুহায়নাহ ঃ ২৮৩।
যেওনা (গোত্র) ঃ ২৩৬।

র

রসূল (দূত) ঃ ১৯৯, ২১২, ২১৩, ২২৫।
রশীদ ইবন আবদুর রবাহ ঃ ৯৮।
রাওহা-আল ঃ ২০০।
রাজী, আল ঃ ১৬, ১৬০, ১৭২, ৩১৯, ৩২০, ৩২৩।
রাফফাদ-আর, ইবন রাবীয়াহ ঃ ২৯৮।
রাফি ইবন খাদীজ ঃ ১৬০, ২৩৮।
রাফি ইবন আবি রাফি ঃ ৭৬।
রাফি ইবন মাকিস ঃ ২৮০, ২৮১, ২৮৩, (জুহায়নাহ) ২৮৮।
রাবিগ (উপত্যকা) ঃ ৮, ১১।
রাবিয়াহ ঃ ৯১, ৯৮, ১০০।
রাবিয়াহ ইবনে হাজ্জাম ঃ ৯৭।
রাবিয়াহ ইবন যি, আল মারহাব ঃ ৯৭, ২০৯।
রাবিয়াহ ইবন লাহিয়াহ ঃ ৯৭।
রাবিয়াহ বিন আমির ঃ ২১৯।
রাবিয়াহ আল-আসলামী ঃ ২৯৭।
রাবিয়াহ ইবন হারীস ঃ ৩০১।
রবিয়াহ ইবনে উমাইয়্যাহ বিন খালাফ ঃ ৩৩৪।
রাবাহ, আর ঃ ২৯৪।
রামাদাহ ঃ ২৯৯।
রাযযাক, আবদুর ঃ ৩৩২।
রাসূল (মুহাম্মদ সা.) ঃ ৩, ৫, ৭, ১১, ১৪, ১৮, ২২, ২৪, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৮, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৮, ২৩৯, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭১,২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৮, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০২, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫।
রিচার্ড বেল ঃ ২৩৬।
রিদ্দাহ ঃ ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৬৯, ৭৪, ৭৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৬, ৯৭, ১০১, ১০২, ১০৫, ২৩৪, ২৮৯, ২৯৮।
রিফায়াহ বিন যায়দ ঃ ৮৪, ৮৫।
রিবাহ ঃ ২২১।
রিল(গোত্র) ঃ ১৫।
রিমাহ ঃ ২২৭,২৮৯, ৩২৬।
রিযাহ আল-সুহায়মী ঃ ৭২।
রিসালাহ ঃ ২১২।
রুউস (এ.ব. রঈস) ঃ ১৯৯, ২০০।
রুকানাহ ইবন আবদ ইয়াযিদ ঃ ৩০১।
রুমাহ (কূপ) ঃ ২৫৯।
রুহা ঃ ৯২, ২৩৫, ২৯০।
রুহাওয়ী ঃ ৩০১, ৩০২।
রুয়াস বিন কিলাব ঃ ৭২।
রুয়ায়ন (ক্ষুদ্র গোত্র) ঃ ২৭৩।
রোমান/ রোমক ঃ (বাহিনী) ২২, ৮৫,(সাম্রাজ্য), ১৫৩, (সম্রাট) ২১৩।

ল

লাখম ঃ ২২, ৮৫,২১৫,২১৬,২৭৬।
লায়স ঃ ৫৫, ৫৬, ২৮৮, ২৮৯।
লিহয়ান ঃ ১৬, ১৬৯।
লিহয়ান আল- গাবা ঃ ২০১।
লুবাবাহ আল-সুগরা/আল কুবরা ঃ ৭০।
লোহিত সাগর ঃ ৮, ২৪।

শ

শরীয়ত ঃ ২২৭, ২৩৯।
শাঈর ঃ ১৯৯।।
শাকাল বিন হামীদ ঃ ৮৯।
শাজারাহ, আশ ঃ ৩২৯।
শাদ্দান ইবন সুমামাহ ঃ ৩৩০।
শানুয়ার ঃ ২২৮।

www.pathagar.com

শানুয়াহ ঃ ১৫০।
শাবাকাহ ঃ ২৯৯।
শারিক ঃ ৭৮।
শাহর বিন বাযান ঃ ২২৭।
শাহ (পারস্য সম্রাট পুত্র) ঃ ৯৭।
শায়খায়ন, আল ঃ ১৬৬।
শায়বান ঃ ৯৮, ১০৪, ১০৫।
শিক, আল ঃ ১৮০, ২৬৮।
শিবরামানসী ঃ ২০৭।
শিহর, আল ঃ ১০২।
শুকরান ঃ ১৭৬, ১৭৮।
শুজা বিন ওয়াহাব (আল-আসাদী) ঃ ৭২, ১৪৬, ২১৩, ২৬৪।
শুবায়ব ইবন কুররাহ ঃ ১০১।
শুরায়াহ বিন আওফা ঃ ৬৮।
শুরাহবিল বিন আমর ঃ ২১,৬০।
শুরাহবিল ইবনুস সিমুত ঃ ৯৬।
শুরাহবিল বিন হাসনাহ (আল-কিন্দী) ঃ ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯,২২৫।
শুয়াবাহ ঃ ২৩।

স

সাঈদ (আল-নাস) ঃ ২২০,২৯৫।
সাঈদাহ ঃ ১৬৭, ২৩৭।
সাঈদী (পরিবার) ঃ ২২২.২২৪, ২২৯,২৪০, ৩২৩।
সাঈদ বিন কুশায়ব আযদী ঃ ২২৬, ২৩০।
সাঈদ বিন আল -আস ঃ ২৩০, ২৪০।
সাঈদ ইবন যায়দ ঃ ১৭১।
সাঈদ ইবন সুফয়ান ঃ ২৯৮।
সাওয়ারিকিয়্যাহ, আস ঃ ২৯৮।
সাওবান ঃ ৩৩২।
সাওয়াদ বিন গাযীরাহ ঃ ২২২।
সাওয়ার ইবন উরউয়াহ ঃ ২৯৮।
সাকীফ (গাত্র) ঃ ২০, ৭২, ৭৪, ১৫৩, ১৫৪, ২১০,২১১, ২২৩, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৮, ৩২৫, ৩৩০।
সাকীদ ইবন মুনাব্বিহ ঃ ২৮৩।
সাকাফী ঃ ৭৪, ২০৪।
সাকাহ ঃ ১৪২, ১৫৬।
সাকাসিস, আল ঃ ২২৮, ২৮৯।
সাকুন, আল ঃ ২২৮, ২৮৯।
সাখ ঃ ২৫৬।
সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ঃ ৮,১৪৬, ১৫৯, ১৬৮, ১৬৯, ২৯৫, ২৯৬, ৩২৮।
সা'দ বিন হুযায়ম ঃ ৮১, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৭, ২৭৯, ২৮৯।
সা'দ ইবন মুয়ায ঃ ১২, ১৫৮, ১৬৮, ১৮০, ১৮২, ২৮৩, ২০০, ২০৪, ২১৩, ২১৭, ২৫৫।
সা'দ বিন আবি যুবাব ঃ ৫৯, ২৮৮।
সা'দ বিন বকর ঃ ৭২, ৭৩, ৭৯, ২৮৩, ২৮৮।
সা'দ ঃ ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৫, ১৪৭, ১৫২, ২১৯।
সা'দ আল-আসিরাহ ঃ ৮৭, ৯০, ৯১, ৯২।
সা'দ বিন উবাদাহ ঃ ১৫৯, ১৬৮, ১৭৭, ১৮২, ১৮৩, ২০০, ২০৩, ২০৪, ২১৩, ২৫৫, ২৫৭, ২৬৯, ২৯০, ২৯৫, ৩২৪, ৩২৬।
সা'দ ইবনুর রাবী ঃ ২৫৬।
সা'দ ইবন যায়দ ঃ ১৬১, ১৭৭।
সা'দ বিন আসাদ বিন যুরারাহ খাযরাজী ঃ ১৭৯।
সা'দ বিন আবি আওস ঃ ২০৩।
সা'দ বিন আবি সারাহ ঃ ২০৬।
সাদ হুযায়ফা ঃ ৩২৪।
সা'দ-ইবন আয়য়্যিয (সা'দ আল-কারায) ঃ ৩৩২।
সাদীফ ঃ ৯৬, ৯৭।
সাদুল -আরাজী ঃ ১৭৪।
সাদূস ঃ ২১৬।
সাদাহ ঃ ২৬৯।
সাদাকাহ ঃ ২৪, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৪, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮৫, ৯২, ৯৪, ৯৬, ১০১, ১০২, ২০৯, ২২৭, ২৫৭, ২৬৫, ২৬৬, ২৭১, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৮।

www.pathagar.com

সানা ঃ ৯১, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৮২, ২৮৯, ৩২৬।
সিনাই (মরুভূমি) ঃ ২৩৬।
সাফওয়ান ঃ ৯, ১১, ১৫৩।
সাফওয়ান বিন আল- মুয়াত্তাল ঃ ৬৩।
সাফওয়ান ইবন সাফওয়ান ঃ ১০৩, ২৯০।
সাফওয়ান ইবন মালিক ঃ ১০৩।
সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা ঃ ১৮১, ২১৫।
সাফরাহ, আস ঃ ২৯৮।
সাফিয়াহ ঃ ২১১, ২৬৬।
সাফিয়াহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব ঃ ৩০১।
সাবাহ ঃ ১৫৭।
সারিক ঃ ১৫৩,, ২০১।
সাবিকুনাল-আউয়ালুন ঃ ১৪৯, ১৭৮।
সাবিত ইবনুয-যাহহাক আল-খাযরাজী ঃ ১৭৪।
সাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস ঃ ২০৮, ২২০ ২৬২।
সাবিত আল-যায়দ ঃ ৩২৪।
সামুরাহ বিন জুনদুব ঃ ৬৭, ১৬০।
সামান ইবন আমর বিন হিজর ঃ ২৬০, ২৯৮।
সারায়াহ ঃ ১৭, ১৪৩, ১৪৯, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬০, ১৬৬, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ২০৪, ২১১, ২৫৯, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫।
সারিয়াহ বিন যুবায়ব ঃ ৫৫।
সরিয়াহ ঃ ৬৬।
সারাওয়াত ঃ ২৭৪।
সারিয়াহ বিন আওফা ঃ ৬৭।
সালমান ফারসী ঃ ৪, ২০৩, ২০৪, ৩২৭।
সালমান (গোত্র) ঃ ৭৯, ৮১, ৮৩, ২৮৩, ২৮৯।
সালাবাহ (গোত্র) ঃ ১৫, ১৬, ৬৮, ৬৯, ১৫২, ১৫৩, ২৩৪, ২৩৭, ২৬৬, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৯।
সালত, আল- ইবন মাদী কারব ঃ ২৯৩,
সালত ঃ ২৭৫, ২৯৯।
সালত ইবন মাখরামা বিন মুত্তালিব ঃ ৩০১।
সালা (পর্বত) ঃ ১৮০।
সালমাহ (গোত্র) ঃ ৭৩, ১৫৯, ১৬৭।
সালিক বিন উসমান বিন মুয়াত্তিব সাকাফী ঃ ৭৪, ২৮৩।
সালবাহ বিন আল-হাউজ ঃ ৮০।
সালাবাহ বিন গুয়ায়ব ঃ ৮০।
সালাবাহ বিন আদী ঃ ৮৪।
সালামাহ ইবন আসলাম ঃ ১৫৯, (আল- আশাহালী) ১৭০।
সালিত বিন আমর আল-আমিরী ঃ ২১৩।
সালসাল বিন শুরাহবিল ঃ ২১৪।
সালিম ইবন মালিক আস-সুলামী ঃ ২৯৮, ৩২৪, ৩২৮।
সাহম (গোত্র) ঃ ২২, ১৪৫, ১৪৮, ২১১, ২২৪, ২২৯, ২৩০, ২৮৬।
সাহিব আল-মাগানিম ঃ ১৭৭।
সাহিব উল-লিওয়া আর-রায়াহ (পতাকাবাহী) ঃ ১৪২।
সাহিবুল-লাফিফ ঃ ২৬৯।
সাহিবুস-সূক ঃ ১৯৯।
সাহিবুল-খাতাম ঃ ২০৯।
সাহিবুল-খুমুদ ঃ ২৭১।
সাহিবুল-উশুর ঃ ২৭৯।
সাহিবুল-খারাহ ঃ ২৭৯।
সাহনা ঃ ৭৫।
সাহিল ঃ ২৮৯, ৩২৬।
সাহল ইবন মিনজার ঃ ২৯০।
সাহল ইবন হাসমাহ ঃ ২৯২।
সাহল ইবন হুনাইফ ঃ ২৬৬।
সায়ফ ইবন কায়স ঃ ৯৬।
সায়ফী বিন আমীর ঃ ৮৬, ২৭৬।
সায়িব, আস-ইবন য়াযীদ ঃ ৯৬।
সিরিয়া ঃ ৯,১১, ১২, ২০, ২৪, ৭৫, ৮৫, ১৬৯, ১৭১, ১৭৭, ২১৩, ২৫৭, ২৬১, ২৬৩, ২৯৯, ৩৩২।
সিয়ায়াহ ঃ ৭৯।
সিফফীন ঃ ৯৩।
সিবা ইবন উরফাতা ঃ ২০১।
সিফারাহ ঃ ২১২।
সিনান ইবন আবি সিনা ঃ ২৮৩।

সিরাজ ইবন মাজাআহ আস-সুলামী ঃ ২৯৮।

সীরাহ (গ্রন্থ) ঃ ২০৭, ২১৯, ২৮৪।

সীয় ঃ ২০, ২৬৪।

সী, আল ঃ ৭২।

সুওয়ায়র ইবন গাফলাহ ঃ ২৭৯।

সুন্নাহ ঃ ২, ৪, ১৫৫।

সুনান (গ্রন্থ) ঃ ৩২৯।

সুদাও (উপগোত্র) ঃ ৯৩, ২৩৪, ২৩৫।

সুফানাহ ঃ ৩০০।

সুফফাহ ঃ ৬২, ২৫৭।

সুফিয়ান ইবন কায়স আল-কিন্দী ঃ ৩৩২।

সুবহ আল- আশাআ ঃ ২৩৯।

সুবাদ বিন আবদুল্লাহ আল- আজবী ঃ ৯৫।

সুমালাহ (গাত্র) ঃ ৭২, ৭৩, ৯৯, ২১৪, ২১৫, ২৩৪, ২৭৭ ২৮৮, ৩২২।

সুমামাহ ইবন উসাল ঃ ৯৮, ৯৯, ১০০ (আল-হানাফী) ২৯১।

সুমায়দ বিন যায়দ ঃ ৮৪।

সুমাইয়াহ ঃ ৯০।

সুমালাহ ঃ ৭৯।

সুমারী ঃ ২৩৬।

সুরাকা বিন মালিক ঃ ২০৯।

সুরায়াহ ইবন মুররাহ ঃ ৯৬।

সুরায়হ আল-হাজরামী ঃ ৯৭।

সুলায়ম (গোত্র) ঃ ১৪, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৮১, ২৯৮।

সুলায়মান ঃ ১৫৩।

সুহায়ল ইবন সিনান ঃ ২৬৬।

সুহায়ল ইবন আমর ঃ ১৪, ২১৩।

সুহার ইবনুল আব্বাস ঃ ১০১।

সুহমার ঃ ২০৮।

সুয়ালা ঃ ২৬৬।

সুয়াত ঃ ২৭৯।

সুয়ূতী ঃ ৩২৮।

সূক-উদ-দাকীক ঃ ২৯৭।

সোয়াদ বিন মাখশী ঃ ৭৬।

হ

হজ্জ ঃ ২৩১, ২৫৬।

হ, আলী (অভিযান) ঃ ৯০।

হরমুজান ঃ ৩২১।

হাওয়াশী, আল- শিফাহ ঃ ২০৭,

হাওয়াযিন (গোত্র) ঃ ১৮, ২০,৬৪, ৬৫, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৭৭, ২০৪, ২১৬, ২২৩, ২৩৫,২৫৭, ২৬৪, ২৮০, ২৮৪, ২৮৮, ২৯৮, ৩৩৪।

হাওয়া ইবন আলী ঃ ৯, ৩২১।

হাওয়াহ ইবন আমর ঃ ৮২।

হাওয়াহ ইবন নুবায়শা ঃ ২৯৮।

হাওয়াহ ইবন নুমান ঃ ২৮৯।

হাকাম, আল -ইবন কায়সান ঃ ৩২০।

হাকাম, আল ঃ ৬২।

হাকীম, আল ঃ ২৩৯।

হাজ্জাজ বিন ইলাফত ঃ ৬৩।

হাজরামাউত ঃ ৯৬, ৯৭, ২০৯, ২১১, ২১৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৪, ২৩৫, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮২, ২৮৪, ২৮৯, ২৯০, ২৯৯।

হাজিব ঃ ২২১।

হাতিব ইবন আবি বালতা'আ ঃ ৮৫, ২১৩, ২৯৫।

হাদীস ঃ ১২, ৫৯, ৭১, ২৩৯, ২৫৫, ২৬৬, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৯, ২৮৫, ২৮৮, ২৯২, ২৯৩, ৩০০, ৩২৩, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫।

হাদাস ঃ ২১৫, ২৭৬, ২৮৯।

হাদ্দান, আল ঃ ২৭৭।

www.pathagar.com

হানজালাহ ইবনুর-রাবী ঃ ১০৩, (আল-আসাদী) ২০৯।
হানীফাহ ঃ ৯৮।
হানযালাহ বিন আল-ইয়ামান ঃ ২১৭।
হানযালা ইবন আবি হানযালাহ, আনসারী ঃ ৩২৮।
হাফিয, আল-ইরাকী ঃ ২১৫।
হাবীব, আল-সালামামী ঃ ৮২।
হাবীব বিন যায়দ আল-খাযরাজী ঃ ২১৫।
হাবীব ইবন আবী বালতাআ ঃ ২৬৯।
হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ঃ ৮, ৭৫, ১০৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৮, ২০৩।
হামযা ঃ ৮, ১১, ৮১, ৩২৬।
হামযা ইবন নুমান ঃ ২৯৮।
হামাদান ঃ ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, ২০৮, ২২৭, ২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৭৩, ২৮৯, ২৯০, ৩২১, ৩২৬।
হামিদুল্লাহ, ডঃ ১৬৮।
হামরাউল আসাদ ঃ ১৬৯, ১৭৪, ১৮৩, ২০১, ২১০।
হাযযাহ ঃ ৬৩।
হারব ঃ ২০৩, ২২৬।
হারমালাহ ঃ ২২৫।
হারিম ঃ ৯২, ২৩৪, ২৯০।
হারিস ইবন আবি যিরার ঃ ১৭।
হারিস ইবন উমর ঃ ২২।
হারিস, আল-বিন আবদ মানাত ঃ ৫৫।
হারিস বিন উমায়র ঃ ৬০।
হারিস, আল-বিন আউফ ঃ ৬৭, ২৮৩।
হারিস, আল ঃ ৭৭, ৮০, ৯৩, ১০৩, ১৬৭, ৩০১।
হারিস, আল- আল-আশআরী ঃ ৮৭।
হারিস, আল- বিন আবদ কুলাল ঃ ৯০, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৬।
হারিস বিন নওফাল ঃ ২২৩।
হারিস, আল-ইবন খাযরাজ ঃ ২৬৬।
হারিস ইবন কা'ব ঃ ২৮৫।
হারিস ইবন আবি যিরার ঃ ২৮৭।
হারিস ইবন আবদ মানাফ ঃ ২৮৮।
হারিস ইবন হাতিব ঃ ২০০, ২০১।
হারিস ইবন উমায়র আল-আসদী ঃ ২১৪।
হারিস, আল-ইবন আবি শিমুর ঃ ৩২১।
হারীসাহ ইবন নুমান ঃ ২৫৮।
হারিসাহ ঃ ১৬৭।
হারাস, আল ঃ ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৫।
হারাম ইবন আউফ ঃ ২৯৮।
হাররা ঃ ২৬৬।
হালীফ ঃ ৫, ৮, ১৪, ১৭, ২২, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৬৬, ৭৪, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯০, ১০২, ১০৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৮৩, ২২০, ২২৬, ২৩০।
হালীমা (মহানবী সা. এর দুধমাতা) ঃ ৭৩।
হাশিম ঃ ১৪৬, ১৪৮, ১৬৪, ২০০, ২১১, ১৮২, ২২৪, ২২৯, ২৩০, ২৮৬।
হাসক আল ঃ ১৮১।
হাসান বিন সাবিত ঃ ২১৮, ২১৯।
হায়সাম, আল ঃ ২৮৯।
হিউবার্ট গ্রিম ঃ ৪।
হিন্দ ইবন উবাদাহ বিন আল-হারিস ঃ ৩০১।
হিন্দ ঃ ১০৩, ৩০১।
হিজরী ঃ ২।
হিজরত ঃ ২, ৪, ১৮, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৭৩, ৮১, ৯১, ৯২, ৯৬, ১০০, ১০৩, ১৪১, ১৪৬, ১৭৪, ২০২, ২০৭, ২০৯, ২১৯, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৫৫, ২৫৬, ২৯৬, ৩১৮, ৩১৯, ৩২২, ৩২৪, ৩২৮, ৩৩১।
হিজায ঃ ৮, ১৫, ৮১, ৮৪, ২৭০, ২৭৯, ২৮৮।
হিম ঃ ২৯৪, ২৯৫।
হিময়ার (গোত্র) ঃ ৯০, ২১৪, ২১৫, ২১৬।
হিব্বান বিন মিল্লাহ ঃ ৮৪।

www.pathagar.com

হিময়ার (গোত্র) ঃ ৯০, ২১৪, ২১৫, ২১৬।
হিব্বান বিন মিল্লাহ ঃ ৮৪।
হিরমাস, আল -বিন যিয়াদ ঃ ৭৫।
হিরাক্লিয়াস ঃ ৮৪, ৩২১।
হিরাহ, আল ঃ ১০২।
হিলফ ঃ ২, ৬, ৬৭, ৭৮, ১০২।
হিলাল বিন খারিজাহ ঃ ৬৫।
হিলাল বিন আমর বিন সাসাআহ ঃ ৭০।
হিলাল (উপগোত্র) ঃ ৭০, ৭২, ২৯৯।
হিসমাহ ঃ ১৯, ৮০, ৮১, ৮৪, ১৭৪ ২৬৩।
হিশাম ইবনুল-আস ঃ ১৪৬, ১৫১।
হিয়ান বিন বাহ ঃ ৯৩।
হিরাহ , আল ঃ ১০৪।
হুওয়াইতিব ঃ ২১৩।
হুজুরাত, (সূরা) আল ঃ ৬১।
হুজর ইবন আদী ঃ ৯৬।
হুজাফা ঃ ১৮০।
হুদায়বিয়া, আল ঃ ১১, ১৩, ১৫, ১৯, ৫৫, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৮৪, ৯৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৬২, ১৬৫, ১৬৯, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৮১, ১৮৩, ২০১, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২০৮, ২১৩, ২১৪, ২৩০, ২০৫, ২০৬, ২০৮, ২১৩, ২১৪, ২৮৫, ৩৩৩, ৩৩৪।
হুনায়ন ঃ ২০, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৮৬, ১০৩, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৭০, ১৭২, ১৭৭, ১৮১, ২০৪, ২১০, ২৫৭ ২৬৪, ২৮৩, ২৮৭।
হুন বিন খুযাইমাহ ঃ ৬২।
হুনায়দ, আল-বিন আল-আরিয ঃ ৮৪।
হুবায়ব, আল ঃ ৫৫।
হুবায়স, আল ঃ ৯০।
হুবাব, আল-ইবনুল মুন্যির ঃ ১৬৮, ১৭১, ১৮৩, ২০৩, ২০৪।
হুবায়রা ইবন শিকন ঃ ২২৩।
হুবাইস বিন যায়দ ঃ ২২৫।
হুবাশাহ ঃ ২৫৬।
হুবাল, আল ঃ ২৯৯।
হুমায়দ বিন সাওর আল-রাআকত ঃ ৭০।
হুমায়ন বিন মাসউদ ঃ ৭৮।
হুযায়র ঃ ১৬।
হুযায়ল (গোত্র) ঃ ৭৫,৭৯, ১৭৩, ২১৯, ২৮৩, ২৮৮।
হুযায়ল মুআবিয়াহ ঃ ৭৫।
হুযায়ম ঃ ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৫।
হুযায়ফা বিন আল-ইয়ামান ঃ ২২৩, ২৮০, ২৮৪, ২৯১ ৩২৭।
হুযারম ইবন মাকুলা ঃ ২৯৭।
হুরায়নী, আল ঃ ২০৭।
হুসায়ম, আল ঃ ২৯৬, ৩০১।
হুসায়ল ইবন নওয়ারাহ ঃ ১৭৪।
হুসায়া ইবন আওস ঃ ২৯৮।
হুসায়ম, আল-বিন নুমায়র ঃ ২০৯।
হুসায়ন ইবন নাজলাহ ঃ ২৯৮।
হুসায়ন ইবন মুসমিত ঃ ২৯৯।

য়

য়াকজান ঃ ৯৭।
যাযীদ ঃ ৯৬।
যাযীদ বিন শাজারাহ আর-রূহাবী ঃ ৯৩।
য়ারবু ইবন হানযালাহ ঃ ২৮৩।
যূহান্না ঃ ২৭৪।
যূহান্না বিন রুবান ঃ ২২৫।

ইফাবা. (উ.) ১৯৯৩-৯৪/অঃ সঃ/৪৩৪৫-৫২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ